ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ১ম সংখ্যা।

১লা মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৩০ সাল, ১৮৪৫ শক, ৯৪ ব্রাহ্মাব্দ।
5th January, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে দীনদয়াল, হে আশ্চর্য্য দলপতি, তুমি এই দলের কর্ত্তা, তুমি ইহার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য ও মঙ্গল বিধাতা, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে, বিশ্বাস থাকে। তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। কার্য্যভার প্রত্যেকের হস্তে দিবে। এবার সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন, এবার উৎসবে সকলেই ভাগীদার হইবেন। পশ্চাতে থাকা কারও ঘটিবে না। সম্মুখে আসিয়া সৈন্যদল সব কার্য্য করিবেন, দেশের নিকট পরিচিত হইবেন। দলপতিরা যাহাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁরা এবার সম্মুখে আসিবেন। আদর করিয়া আমোদ করিয়া সকল ভাইগুলি দৌড়িয়া আসিবেন। বলিবেন, আমরাও মার প্রেমের কথা বলিব। একজন দুজন যে স্বর্গের প্রেম একচেটে করেছে তা নয়, সকল ঘটে ব্রহ্মের করুণা, ব্রহ্মের প্রেম। শ্রীহরি, তাই হউক। এই কজন ভক্ত কি পেয়েছেন, তাই জগৎকে বলুন, আমার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে এঁদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য্য মাধুরী, হরির কি অপরূপ রূপ, প্রেমের লীলা, সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন। উৎসব এবার বড় প্রবল ব্যাপার, ভগবান্ এই যে নূতন ব্যাপার উৎসবের সময় হইতেছে, ইহাতে যা শিক্ষা পাইবার সকলে যেন পান, পবিত্রাত্মা যেন সকলের ভিতর থাকেন। এ কি সহজ কথা? আমার ভাইগুলি যতগুলি আছেন, চীৎকার করিয়া তোমার কথা বলিবেন। এবার সকল প্রচারক, প্রেরিত দল, ভক্তমণ্ডলী, বৈরাগী গৃহস্থ-সাধক সকলেই একে একে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুসমাচার লইয়া আসিয়াছেন। সাক্ষীর দল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমে দশ জন নয়, শত জন নয়, হাজার হাজার লোক মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আসিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়া দিবেন চরিত্রে। হে দেব, তুমি ইঁহাদিগকে বলে দাও, মা, হাসিতে হাসিতে বাহির হও। একটি একটি ছেলে সকলকে কোলে লইয়া দেখাও পৃথিবীর কাছে। জয়ঢাক বাজিবে, তুরী ভেরী বাজিবে। হরি, এমন সুদৃশ্য কবে দেখিব? এবারকার উৎসবে যেন দেখি। লোকে যেন বলে, প্রাণেশ্বর, এই কটি লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়াছেন যে, তাঁদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক একজন বেদীতে দাঁড়াইবেন; রাগ, লোভ, অহঙ্কার এঁদের ভিতর নাই, এঁরা মুক্তির সৈন্য চলেছেন, এঁরা ব্রহ্মকে পেয়েছেন, এঁরা বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণগুলি পেয়েছেন; এমনি করে ঠাকুর এঁরা বলুন। এঁদের একেবারে রাগ লোভ সব রিপু দমন হয়েছে, তাই এঁরা চীৎকার করে বলুন। মার প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন, তা বলুন। ক্ষুধিত ভারতভূমি এঁদের মুখের ভাল ভাল সত্যান্ন গ্রহণ করে আহার করুক। সকলকে লোকে দেখুক। এই কটা লোক তৈয়ার করে তুমি

জগতের সম্মুখে দাঁড় করাও। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, শত শত আত্মা আপন আপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথা বলুন, বলিয়া কৃতার্থ হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

[আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র]

ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগের উপায়।

ব্রহ্ম নিত্য ও লীলাময়। তিনি নিত্য আনন্দময় হইয়া তাঁর অমর সন্তানদিগকে যে আপন আনন্দে আনন্দিত করেন, তাহাতেই তাঁহারা মহোৎসবে মগ্ন হন।

সুতরাং নিত্য ব্রহ্মের আনন্দময় প্রকাশের নামই মহোৎসব। এ উৎসব সাধন দ্বারা লব্ধ হয় না, ব্রহ্মকৃপার গুণে সম্ভোগ হয়। তথাপি মহোৎসব সম্ভোগের জন্যও সাধনার প্রয়োজন।

নদীতে নৌকা চালাইতে হইলে দাঁড় টানিতে হয়। দাঁড় টানিবার ফলে যে বাদামে হাওয়া লাগে, তাহা নয়, তাহা কেবল ব্রহ্মকৃপাগুণে লাগে, এবং যখন লাগে তখন আর দাঁড় টানিতে হয় না, পালভরে নৌকা আপনা আপনি চলিয়া যায়।

উৎসবও তেমনি ব্রহ্মের কৃপাপবন। কখন আসিবে কেমনে আসিবে কেহ জানে না, কিন্তু দর্শনকাঙ্ক্ষী ব্যাকুল প্রাণে তাঁর কৃপার ভিখারী হইয়া জীবনতরীর সাধন দাঁড় টানিতে টানিতে তাহা সকল জীবনেই আসিয়া থাকে, ইহা ভবনদীপারের নৌকারোহী মাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

তাই যদি আমরা একনিষ্ঠচিত্তে সম্বৎসর ধরিয়া ব্যাকুল অন্তরে উপাসনা সাধন করিয়া থাকি, আমরা ব্রহ্মকৃপাগুণে তাঁর কৃপার পবনরূপ মহোৎসব পাইবই পাইব ইহা বিশ্বাস করি।

শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় কিরূপে?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "তোমার পক্ষে সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্মদর্শন হয় কিরূপে আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমি ইহা বলিতে পারি, তুমি যদি সত্যই ব্রহ্মকে চাও এবং তিনি বুঝেন যে তুমি তাঁহাকেই চাও, আর অন্য কিছু চাও না, তাহা হইলে তোমার যাহা প্রয়োজন তিনি তাহা বুঝিয়া দেবেন। তোমার দর্শন প্রয়োজন হয়, তাহাই দেবেন; অদর্শন প্রয়োজন বোধ করেন তাও দিতে পারেন।"

বাস্তবিক, এইরূপ নিস্বার্থভাবে চাওয়াই সত্য সাধনা, প্রকৃত উপাসনা। উপাসনা যোগে যদি আমরা প্রতিদিন নিত্য লীলাময় ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব মাতৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, তিনি তাঁহার প্রেমলীলাগুণে স্বয়ং আমাদের জীবনকে তাঁর সন্তানত্বে পরিপুষ্ট করেন, তাঁর বিভিন্ন স্বরূপের প্রতিভা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত ও বিকশিত করেন এবং তদ্দ্বারা আমাদিগকে নীচ-[illegible] বর্জ্জিত পরিবর্ত্তিত করাইয়া দেন।

আকাশের পরিষ্কৃত জলপ্রপাতে যেমন মলিন জল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তেমনি মা তাঁর সত্যস্বরূপের প্রভাবে আমাদের অসত্য জীবনকে সত্যবান, তাঁর জ্ঞানপ্রভাবে চৈতন্যযুক্ত, তাঁর অনন্ত প্রভাবে নীচ সংকীর্ণতামুক্ত—অমরত্বের অধিকারী, প্রেমপ্রভাবে ভক্তিপ্রেমানুগত, অদ্বৈত প্রভাবে ব্রহ্মযোগযুক্ত, পুণ্যপ্রভাবে পাপমুক্ত এবং এই সর্ব্বস্বরূপের মহামিলনের নিত্য আনন্দময় প্রভাবে আনন্দোৎসবপূর্ণ জীবন করেন।

ক্রমে এইরূপে সাধন করিতে করিতে, অর্থাৎ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইতে হইতে সর্ব্বস্বরূপের মিলিত পরিপূর্ণ আনন্দময় রূপ তিনি স্বয়ং প্রাণে প্রতিভাত করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আনন্দসম্ভোগে, উৎসবসম্ভোগে সক্ষম করেন।

তাই এই উৎসব বিধান তাঁহারই দান। তিনি না দিলে কেহ উৎসব সম্ভোগে ধন্য হইতে পারেন না। চেষ্টা দ্বারা সাধন দ্বারা এ সম্ভোগ হয় না, ব্রহ্মকৃপাবলেই ইহা লাভ হয়।

পৃথিবী যখন সূর্য্যের দিকে উন্মুখীন হয়, তখনই পৃথিবী সূর্য্যোদয়ের আলোক সম্ভোগ করিতে সক্ষম। পৃথিবীর যে দিক সূর্য্য হইতে বিমুখ সে দিকে অন্ধকার। তেমনি যদি আমরা ব্রহ্মের উন্মুখীন হই, তবেই আমরা ব্রহ্মালোক দর্শনে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হই। যদি বিমুখ হই, অন্ধকারে নিরানন্দে আচ্ছন্ন হই।

বাস্তবিক সূর্য্য স্বয়ং উদিত হইলেই সূর্য্যালোক দর্শন হয়, আমাদের সাধনে তাহা হয় না, তেমনি ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার আনন্দঘন রূপ দেখিতে ও সম্ভোগ করিতে দিয়া প্রাণে যখন উৎসবানন্দ বিধান করেন, তখনই মহোৎসব হয়।

তোমার ঘরে দাসদাসী হওয়া সৌভাগ্য। মূর্ত্তিমান অহঙ্কারী জীব দাসত্বের গৌরব জানে না। দাসত্ব কেমন কঠিন, সহজে প্রভু হওয়া যায়! গরীব হইতে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়। সমুদয় অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। চাকর হইতে গেলে অনেক ত্যাগ করিতে হয়। চাকর হইতে গেলে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। যারা চাকরী করে তাদের নীচ হীন মনে করি, আমি তবে চাকর নই? যদি সমস্ত মনুষ্যসন্তানের চাকরী না করি তবে চাকর নই। যে সেবা করে সেই চাকর। মেথরদের সঙ্গে কেন আপনাকে সমান করি না? কি ধোপা কি নাপিত আমরা সকলে ভাই বন্ধু। উপকারী বন্ধুগণ ছদ্মবেশে চাকরচাকরাণী নাম লইয়া যেমন বাপ মা উপকার করেন, তেমন চাকরচাকরাণী করেন। চাকরদের জন্য কি আমরা ভাবি? পরের সংসারে এসে ইহারা পায়ের তলায় পড়ে আছে। তাদের মনিবরা যত্ন করে না তারা বলে। ভগবানের কাছে চালাকি? আর যেন নীলকরের ব্যবসা সংসারের ভিতর না চালাই। যে যে চাকরকে কষ্ট দেয় সেই নীলকর। তারা ব্যাধিতে বিছানায় পড়ে থাক, তাদের পায়ে হাত বুলাইবে না? চাকরাণীর মাথায় চুলে তেল দিলে কি ক্ষতি হয়? এই উৎসবের সময় সমুদয় ভৃত্য তোমাদের নমস্কার করি। আমরাও ভৃত্য, আমরাও সেবা করিতে আসিয়াছি। প্রভু, চাকর চাকরাণীদের প্রতি সদয় হইয়া আমরা যেন শুদ্ধ ও সুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।"

৭ই জানুয়ারী—দীনসেবা।

"হে প্রেমসিন্ধু তুমি দুঃখীদিগের সহায়। তুমি দুঃখীদের রক্ষা কর। দয়া করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদা দুঃখীর প্রতি দয়ালু কর। দীনসেবা করিব কিরূপে তুমি শিখাইয়া দাও। যত দুঃখী দীনের চরণে পড়িয়া নমস্কার করি। পরসেবায় যেন এই দুর্লভ মানবজন্ম সফল করিতে পারি তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে দীননাথ, দীনবন্ধু নাম ধর তুমি, তুমি যে ধনীকে এক ক্রোড়ে বসাইলে, আর এক ক্রোড়ে কর্দ্দমলিপ্ত দুঃখীকে বসাইলে। তুমি দুঃখীকে ক্রোড়ে বসাইলে জগতের আশা হইল, আমরা দুঃখীর কাছে বিনয় শিক্ষা করি, কারণ দুঃখীর মত বিনয়ী না হইলে কেহ তোমাকে পায় না।

মা আজ পবিত্র উৎসবের সময় দীন দুঃখীদিগের জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার কত শ্রেণীর দুঃখী আছে, কত দুঃখ কত কষ্ট আছে তাদের, মা দুঃখীরা যে আমাদের ভাই, আমাদের ভগ্নী; তাদের দুঃখ স্মরণ করি, আর এই মিনতি করি যদি এই সকল দুঃখ বিপদ কল্যাণের হেতু হয়, তবে তুমি তোমার দুঃখী পুত্রকন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাদের সান্ত্বনা দাও। তারা যেন বিপদভঞ্জন বিপত্তিভঞ্জন বলে ডাকতে পারে। মা দুঃখে তো তোমাকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। যে দুঃখ ধার্ম্মিক করে, ভক্তিমান করে, সে দুঃখকে আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের সকলকার মধ্যে দীনাত্মার ভাব বিস্তার কর। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা খুব চেষ্টা করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করি এবং পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখী আছে সকলের সেবা করিয়া পবিত্র হই, দীনাত্মা হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

৮ই জানুয়ারী—শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ।

হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় স্বরূপ, আমি যে চিনাইয়া দেব না? যে উৎসব ভোগ করবে সে কে? চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র। দৈনিক মহিমা স্মরণ করি। নাড়ী চল। আর বসিয়া থাকিতে দিব না। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। মা তোমার বিশ্বাসী সন্তানকে কাল যে নিতে এসেছ? মা, সন্তান তোমার ভিতর এক হইয়া গেল, আর দেখতে পাই না। ব্রহ্ম সন্তানের যোগ।

আমার দেহখানি পড়িয়া আছে। আমার সোনার চিন্ময় কোথায় গেল। তোমায় আর বাঁধিতে পারি না, মাকে ভালবাস বলিয়া চলে গেল।

দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে তোমার পুত্রকে রাখবে কেন? রাখ সুখে তব পাদপদ্মে স্থান দিও। তোমার ধনকে তুমি নেবে হে ঈশ্বর, নাও, তোমার ছেলেকে যোগের ভক্তিরসায়ন দিয়া খাওয়াইয়া একখানি বৈরাগ্য-কাপড় দাও। তোমার প্রাণের প্রেমানন্দ রস ভুঞ্জাতে সময় দিও। খেলা করিতে চাইলে, তার বড় ভাইদের ডেকে দিও।

আমার আত্মাকে আমি প্রণাম করি। আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার দেহ বড়, ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ তুমি। তুমি এখন পরম ভগবানের নিকটে, তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

(ক্রমশঃ)

মাঘোৎসবে সাদর আহ্বান।

নবযুগের নবধর্ম্ম নববিধান যেমন কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, কোন বিশেষ প্রাদেশিক ধর্ম্ম নহে, বিশেষ কালে আবদ্ধ নহে, ইহা শুধু বঙ্গের অথবা ভারতের ধর্ম্মবিধান নহে, ইহা সমস্ত বিশ্বের সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিধান, তেমনই এই নবধর্ম্মের মহোৎসব মাঘোৎসবও শুধু কলিকাতার, বঙ্গের অথবা ভারতের ধর্ম্মোৎসব নহে, ইহা সমস্ত বিশ্বের, ইহকাল এবং পরকালের সকলকে লইয়া এক অখণ্ড মহামহোৎসব। এই মহোৎসবে আমরা যখন যোগদান করিব, কোন্ মন, কোন্ হৃদয় লইয়া এ উৎসবে যোগদান করিব? আমরা যখন আমাদের এ দেশের এবং অন্য দেশের ভাই ভগ্নীদিগকে এই মহোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিব, তাঁহাদিগকে কোন্ মন কোন হৃদয় লইয়া যোগদান করিতে আহ্বান করিব? আমরা কোন ক্ষুদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ দেশের বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক

হইয়া স্তুতি করিতেছি, একপ সাম্প্রদায়িক, অথবা প্রাদেশিক হৃদয় মন লইয়া আমরা এই মহোৎসবে যোগদান করিতে অগ্রসর হইব না। কোন ভাই ভগ্নীকেও সেরূপ হৃদয় মন লইয়া যোগদান করিতে আহ্বান করিব না। আমরা অনন্তের উপাসক, অনন্তের পুত্র কন্যা, অনন্ত স্বয়ং আমাদের বাসগৃহ, ইহকাল পরকালের সকলকে লইয়া এক অখণ্ড দেবপরিবারের লোক আমরা, এই সর্ব্বজনীন ভাব হৃদয় মনকে পূর্ণ করিব, এই সর্ব্বজনীন ভাবে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত হইয়া, ইহকালের পরকালের ছোট বড় সকলকে এক ব্রহ্মবংশের লোক বলিয়া, ব্রহ্মপরিবারভুক্ত বলিয়া, সকলকে প্রাণের অতি আদরের ভাই ভগ্নী এবং আপনার জন বলিয়া স্বীকার করিব, অন্তরে অন্তরে এই ভাবে সকলকে গ্রহণ করিয়া উদার সার্ব্বভৌমিক হৃদয় মন প্রাণ লইয়া আমরা এই মহোৎসবে যোগদান করিতে চেষ্টা করিব, আমাদের এদেশের এবং অন্য দেশের ভাই ভগ্নীদিগকেও সেই ভাবে যোগদান করিতে আহ্বান করিব।

বাহিরে এদেশে এবং অন্য দেশে সকলের মধ্যে কত দলগত ভাব, সাম্প্রদায়িক ভাব, প্রাদেশিক ভাব, কত খণ্ড ভাব রহিয়াছে তাহা কি আমরা জানি না? সমস্ত বঙ্গসমাজে, এমন কি আমাদের বর্ত্তমান নববিধানমণ্ডলীতেও কত মতগত ভিন্নতা, ধর্ম্মগত ভিন্নতা, পরস্পরের কত অবিশ্বাসের ভাব, কত ক্ষুদ্রতা, কত মন্দ ভাব রহিয়াছে তাহা কি আমরা জানি না? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দোষদুর্ব্বলতা, আমাদের মণ্ডলীগত জীবনের অভাব অভিযোগ কি আমাদের প্রাণে কত নৈরাশ্যের ভাব, কত দীর্ঘ শ্বাস আনিয়া আমাদের প্রাণকে সময়ে অসময়ে চঞ্চল এবং উদ্বিগ্ন করে না? আমাদের প্রাণে কত বেদনা, কত ক্লেশ উৎপাদন করিয়া আমাদের হৃদয় মনকে কি ভারাক্রান্ত করে না? এসব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর আমাদের হৃদয় মনকে সার্ব্বভৌমিক মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত করিবার আশা কোথায়? আমাদের ব্যক্তিগত, কি মণ্ডলীগত জীবনের দিক দিয়া দেখিলে অথবা এই পৃথিবীর কোন প্রকার পার্থিব জীবনের দিক দিয়া দেখিলে আর আশা হয় না সত্য, কিন্তু আমাদের অনন্ত লীলার আধার মহা মঙ্গলময় যিনি, তিনি জীবন্ত দেবতারূপে, পবিত্রাত্মারূপে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র হৃদয়কে তাঁহার দেবস্পর্শে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করিয়া অনন্তের ভাবে ভাবুক করিয়া অনন্তের অনুসরণে আমাদিগকে সদাই নব নব চেতনা বিধান করিতেছেন। আমাদের শত অপরাধ সত্ত্বেও আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার দিব্য স্পর্শে আমাদের মধ্যে দেবজীবনের সাড়া পাইতেছি, অনন্ত জীবনধারা প্রবাহিত দেখিতেছি, দেববংশজাত বলিয়া ইহকাল পরকালের দেবসন্তানদিগের সঙ্গে মিলিত হইবার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছি। অতএব আসুন প্রাণের ভাই ভগ্নীগণ, আমরা আমাদের প্রতি জীবনে উৎসবজননীর অযাচিত কৃপার সাক্ষ্য স্মরণ করিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁহার শ্রীপদে এ সময় ভাল করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তিনি আমাদিগকে উৎসবের স্বর্গের প্রস্তুতি দান করুন। তিনিই আমাদের জীবনে উৎসবকে সার্থক করুন।

ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক ভাই কালীনাথ ঘোষ।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ, ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক ভাই কালীনাথ ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার দ্বারা যে কার্য্য করাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁর শারীরিক রোগ অস্বীকার করিয়াও জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত আনন্দে ও পরম উৎসাহে সম্পন্ন করিয়া পরম মাতার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিলেন।

আজ আমি সেই স্বর্গবাসী আত্মা সম্বন্ধে দুএকটী কথা যাহা জানি বলিতে ইচ্ছা করি। আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর (১৯১০ সালে) আমি তাঁহাকে লাহিড়িয়াসরাই আমাদের বাড়ীতে প্রথম দেখি। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত উকীল স্বর্গীয় অদ্বৈতচরণ বসু, তখন পরম স্নেহভাজন পুত্রস্থানীয় জামাতা বিয়োগে একান্ত কাতর হইয়াছেন। ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয় প্রাতে ৫টার সময় আসিয়া আমাদের বাড়ীতে পৌঁছিলেন এবং আমার পূজনীয় পিতামহদেবের সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া অদ্বৈত বাবুর বাসা বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে লইয়া অদ্বৈত বাবুর বাসায় লইয়া যাইলাম। তখন শীতকাল অতি প্রত্যূষ কেহ উঠে নাই। কালী বাবু একতারা সহযোগে বারাণ্ডায় বসিয়া উপযোগী গান অতি সুমধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। তিনি অতি গভীর ভাবের সহিত গান গাহিতেছেন, (গানগুলি আমার মনে নাই) এমন সময় অদ্বৈত বাবু বাহিরে আসিলেন এবং একটী চৌকীর উপর বসিয়া অবিরল অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিলেন। আমি এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমি তখন বালক মাত্র, ঠিক বুঝিতে পারি নাই কেন একজন ভাবের সহিত গাহিতেছেন ও আর একজন তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত (অদ্বৈত বাবুর সহিত শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের এই প্রথম দেখা) ব্যক্তি অবিরল অশ্রুধারায় ভাসিতেছেন। এইরূপ প্রায় আধ ঘণ্টা চলিল। তাহার পর তিনি সময়োপযোগী একটী প্রার্থনা করিলেন। ভক্তিভাজন ভাই কালীনাথ ঘোষ কয়েক দিনের জন্য মাত্র আসিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত বাবু তাঁহাকে ছাড়িলেন না এবং প্রায় ১৫।১৬ দিন যাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহার আবাসে স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে লইয়া সঙ্গীত ও উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। সেই হইতে ভাই কালীনাথের সহিত স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদিগের বিশেষতঃ কয়েকটী পরিবারের সহিত বিশেষ যোগ হয়। ইহার পর একবার তাঁহারা প্রায় দুই মাস যাবৎ তাঁহাকে সপরিবারে লাহিড়িয়াসরাই আনিয়া

প্রতিদিন উপাসনা ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন এবং আমার বেশ মনে আছে প্রায় প্রত্যহ ৩০।৩৫ জন লোক উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। ইহার পর হইতে ভাই কালীনাথের সহিত বিহার প্রদেশের সহিত বেশ একটী যোগ স্থাপিত হয় এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তিনি নানা স্থানে নববিধান প্রচার করিয়াছেন।

তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া নানারূপে প্রসঙ্গ করিতেন, কেবলমাত্র মন্দিরে অথবা আবাসস্থলে উপাসনাদি করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বালক ও যুবকদিগের সহিতও তিনি খুব উৎসাহের সহিত মিশিতেন ও লাহিড়িয়াসরাইয়ে আমাদের নীতিবিদ্যালয়ের সভ্যদিগকে লইয়া একবার কালসংহার নাটকের কয়েকটী অঙ্কও অভিনয় করাইয়াছিলেন।

আমার স্বর্গীয় পিতামহ প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদারের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এবং আমার মনে হয় প্রচারকব্রত গ্রহণে তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। শেষ বয়সে তিনি লাহিড়িয়াসরাইএ বাস করিতেন এবং তাঁহারই আকর্ষণে ভক্তিভাজন ভাই কালীনাথ ঘোষ মহাশয় প্রথম ১৯১০ সালে লাহিড়িয়াসরাই গমন করেন ও তৎপরে সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তিনি তথায় যাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেন। খুব উৎসাহের সহিত স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে (সকলেই হিন্দু) লইয়া উপাসনাপ্রসঙ্গাদিতে যোগদান করিতেন। দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার এই উৎসাহী নববিধানবার্ত্তা-প্রচারককে অকালে ডাকিয়া লইয়া তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

শ্রীপূর্ণেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণে।

"মা মা মা মা" "বাবা বাবা"— গভীর আর্ত্তনাদ সমস্ত রাত্রি দীগন্ত কম্পিত করিল। কোনও ঔষধ, কোনও সেবা তাহা প্রশমিত করিতে পারিল না। কেবল মধ্যে মধ্যে সুমধুর সঙ্গীত, আত্মযোগের উচ্ছ্বাস, সে আর্ত্তনাদ থামাইল। বন্ধু বান্ধব দলগত ভাবে চারিদিক ঘিরিয়া শান্তভাবে, যখন ব্রহ্মস্তোত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তখন আর আর্ত্তনাদ নাই, যেন বেদনার অনুভূতি নাই, তখন সেই যোগ ভক্তির সমাধিস্থ ভাবে, ধ্যানে, সঙ্গীতে ও সে মন্ত্র-উচ্চারণে ইহলোকে যেন পরলোক সন্দর্শনে তাঁর হৃদয় মন উৎফুল্ল করিল, রোগমলিন মুখে হাস্য ফুটাইয়া তুলিল।

চিকিৎসক বন্ধু বান্ধবদিগকে যে বলেছিলেন, "আমার যথার্থ চিকিৎসা তোমরা করলে না।" এই কি সেই চিকিৎসা?

সে মর্ম্মভেদী "মা মা মা মা" "বাবা বাবা" ধ্বনি কি তবে এই জন্য? যে দেহে সব দেহী গৃহীত সেই সকল দেহীরই দৈহিক যাতনায় কি তাঁর প্রাণের এ মর্ম্মবেদনা? নতুবা যাই প্রাণ দেহমুক্ত হল, যাই দেহ মৃত হল, অমনি সে মুখ কেমনে উজ্জ্বল হইল! মৃতচক্ষে জ্যোতি ফুটিল, অধরে মধুর উচ্ছ্বসিত হাসি উদ্ভাসিত হইল! যাহা দেখিয়া গাইলেন সঙ্গীতাচার্য্য, "আহা কি সুখের মরণ! কে বলে মরণ, এ যে নূতন জীবন, হাসি হাসি যায় চলি অমর ভবন!"

সত্যই সর্ব্বদেহীর দৈহিক জীবনের দুঃখ রোগ শোক পাপ জরা মরণের যাতনার মর্ম্মবেদনা অনুভবেই সে মহা আর্ত্তনাদ "মা মা মা মা" "বাবা বাবা" ধ্বনি হইয়াছিল, সাধকের ব্রহ্মস্তোত্রে, সঙ্গীত গানে, যোগ ধ্যানেই তাহার প্রশমন হইল। দৈহিক জীবনের মরণে মাতৃক্রোড়ারোহণেই সে আত্মারামের ব্রহ্মানন্দের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা হল। তবে এই দেহে থাকিয়াও দৈহিক জীবনমুক্ত হইলেই সেই আনন্দ সেই হাস্য সম্ভোগে আমরাও ধন্য হইব ইহাই কি সে স্বর্গারোহণের শিক্ষা নয়? হায়! কবে আমরাও তাঁর সঙ্গে "ছাড়িয়ে এ পাপ দেহ পাব সে নবজীবন," দেহের মরণ সাধি ব্রহ্মানন্দে হব চির মগন! মা এই দিনে সেই সুদিন আন, সেই সৌভাগ্য দান কর।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

(কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

যুধিষ্ঠির একাকী দীনমনে আবার প্রস্থান করিলেন। সম্মুখে গন্ধমাদন, গন্ধমাদনের প্রাকৃতিক শোভায় যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার হইল। দুঃখের পর সুখ ও বিপদের পর সম্পদ কি রমণীয় বেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠির তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। তথায় স্বর্গীয় সুখের আভাস অল্প অল্প অনুভূত হইতে লাগিল। এক দিকে আনন্দজনক ব্যাপার সকল উপস্থিত হইতে লাগিল এবং অপর দিকে আবার ভ্রাতৃশোক ও স্ত্রীর শোক এবং পাপতাপ প্রভৃতি বিষাদজনক বিষয় সকল স্মরণ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন স্বকীয় পাপ ও কলঙ্কের জন্য তাহা সম্ভোগ করিতে পারা যায় না, তখন সাধকের কেমন মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হয় তাহা আর বলিবার নহে; এই সময়েই প্রকৃত অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ হয়। গন্ধর্ব্ব কুমারীরা আসিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সান্ত্বনায় যুধিষ্ঠিরের অনুতপ্তহৃদয় সুস্থির হইবে কেন? তাহারা কহিল, তোমার পুণ্যের সীমা নাই। তোমার পরম সৌভাগ্য যে এতদূর আসিতে পারিয়াছ, অতএব এখানে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে থাক। যুধিষ্ঠির পূর্ব্ববৎ কহিলেন, আমি স্বর্গযাত্রা

করিয়াছি, রাজত্বে আমার আর অভিলাষ নাই। কথা শুনিয়া কন্যারা নিবৃত্ত হইল।

সম্মুখে কিন্নর নগর। কিন্নর কুমারীরা তাঁহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি কে? আপনাকে অতি পুণ্যবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি কোন মহাপুরুষ হইবেন সন্দেহ নাই, নতুবা সাধারণ ব্যক্তি হইলে এস্থলে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের একটী বিশেষ প্রার্থনা আপনি কৃপা করিয়া আমাদের পাণিগ্রহণ করিলে আমরা একান্ত কৃতার্থ হই। আপনি এস্থানে সুখে বাস করুন। আমরা সকলে দাসীরূপে আপনার চরণসেবা করিব। জরা মৃত্যুরও এরাজ্যে অধিকার নাই। কি চমৎকার ব্যাপার! পরীক্ষা প্রলোভনের যে শেষ হয় না। ফলতঃ একেবারে স্বর্গে উত্তীর্ণ না হইলে পরীক্ষার আর নিবৃত্তি হইবার নহে। তিনি কহিলেন স্বর্গে যাইব স্থির সংকল্প, অন্য কথা আর শুনিতে পারি না, ক্ষমা কর।

অগ্র পক্ষতে প্রস্থান করিলেন। তথায় বৈতরণী নদী প্রবাহিত, বৈতরণী তটে অগণিত মহর্ষি ধ্যাননিমগ্ন। বাস্তবিক আশাই বৈতরণী নদী এবং তদীয় তটে থাকিয়া সাধকগণ তপস্যা করেন, উহা কবির উপকথা নহে। প্রত্যেক সাধক যে চরণ লাভ ও যে প্রেমানন দর্শন করিবার জন্য এই আশারূপ নদীর তটে বসিয়া আছেন সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরকে পারে সমাগত দেখিয়া মহর্ষিদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। পূর্ব্বে অনেকে যুধিষ্ঠিরকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছে, এখন আবার অনেকে তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া হর্ষ বিহ্বল হইতেছেন, এ অতি চমৎকার ব্যাপার! একই বিষয়ে পৃথিবীর দুঃখ ও স্বর্গের আনন্দ এ কি বিস্ময়কর হয়। মহর্ষিগণ কহিলেন, বৎস! বাস্তবিক তুমিই হরিপরায়ণ। সশরীরে স্বর্গারোহণ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; অতএব তুমি ধন্য। ফলতঃ মৃত্যুশেষে লোককে দয়ারাজ্যে নিশ্চয় প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু জীবিত কালে সে রাজ্যে প্রবেশ করা অতুল আনন্দের ব্যাপার। পৃথিবীর সুখভোগে যাহারা মত্ত তাহাদিগকেও একদিন না একদিন ক্রন্দন করিতে করিতে দয়ারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে; কিন্তু যাঁহারা এই পৃথিবীতে থাকিয়া সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। কারণ তাঁহাদিগকে আর পাপজনিত নরকযন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইবে না। মহর্ষিরা যুধিষ্ঠিরকে বৈতরণী নদী পার করাইলেন। এতদিনে যুধিষ্ঠিরের চির মনোরথ সিদ্ধ হইল। তাঁহার সকল বিষাদের অবসান হইল। ভক্ত সাধকদিগের মহত্ত্ব দেখিয়া বাস্তবিকই অবাক হইয়া থাকিতে হয়। সাধুভক্তগণ ধর্ম্মপথের বিশেষ সাহায্যকারী, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কারণ তাঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হন না, কিন্তু পিতা তাঁহাদিগকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। ঈদৃশ ভক্তদিগকে অগ্রাহ্য করা আর করুণাময় পিতাকে অগ্রাহ্য করা এক কথা। পারে উত্তীর্ণ হওতঃ যুধিষ্ঠির স্বর্গদ্বার দেখিতে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। দ্বারদেশে অগণ্য পুণ্যবান্ সাধক সকল দেবরাজ্যে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। দ্বারবানেরা ইন্দ্রের অনুমতি ভিন্ন দ্বার ছাড়িয়া দিতেছে না দেখিয়া যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ ভাবনাযুক্ত হইলেন। কিন্তু কি তাঁহার পুণ্যযোগ! কেমন তাঁহার সৌভাগ্য! তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দ্বাররক্ষকেরা আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গেল এবং কহিল ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন দেবরাজকে অবগত করিয়া অচিরে আপনাকে লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া ইন্দ্রসমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল। ইন্দ্র শুনিবামাত্র অতিমাত্র আগ্রহসহকারে কহিলেন, ত্বরায় তাঁহাকে রথযোগে এখানে লইয়া আইস।

এদিকে আবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ইন্দ্র দ্বিজরূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে বসিলেন। দ্বিজরাজ তথায় উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আর কত দূর? তিনি কহিলেন, বৎস আর ভাবনা নাই, ক্ষণমাত্রে স্বর্গধামে উপস্থিত হইবে, শোকদুঃখ সমুদায় দূর কর। এমন সময় এক কুক্কুর আসিয়া ব্রাহ্মণকে দংশন করিল। বর্ণিত আছে, ধর্ম্মরাজ পরীক্ষা করিবার জন্য কুক্কুররূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া কুক্কুরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, কুক্কুর আসিয়া যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইল; কিন্তু ব্রাহ্মণ কোনরূপেই নিবৃত্ত হইলেন না। যুধিষ্ঠির অনেক প্রকারে মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধ কিছুতেই নির্ব্বাণ হইল না এবং কহিতে লাগিলেন, পুণ্যশীল না হইয়া কাহারো এস্থলে অবস্থিতি করিবার অধিকার নাই। অতএব পাপিষ্ঠ কুক্কুর কেমন করিয়া এস্থলে থাকিতে পারিবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার পুণ্যের অর্দ্ধাংশ উহাকে প্রদান করিতেছি, আপনি আর শরণাগত জীবকে হিংসা করিবেন না। যে পুণ্য উপার্জ্জনের জন্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না, আর সেই পুণ্যের অংশ অন্যকে প্রদান করা, কি প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবের কার্য্য, তাহা কাহার সাধ্য বলিয়া উঠে। এ ভাব অন্তরে ধারণা করা যায় না, ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। ভাব দেখিয়া ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ প্রকৃত বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের চরণে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিবেন ইহা কল্পিতবাক্য নহে। ধর্ম্ম তাঁহাকে বিবিধ অলঙ্কার সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনিও আনন্দে ভাসমান হইতে লাগিলেন। এবং এইরূপ আনন্দসহকারে ক্ষণমাত্রে অমরাপুরীতে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পুণ্যবান্ সাধুলোকেরা তথায় মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। ইন্দ্র তাঁহাকে সাদরে স্বর্ণসিংহাসন প্রদান করিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং কহি-

লেন, তাহা হইলে আপনি এখনের রাজপদ গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারেন। তিনি কহিলেন, কেন এ প্রকার অনুচিত সম্ভাবনা করিতেছেন, বুঝিতে পারি না।

ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া অচিরে তাঁহাকে রথযোগে বৈকুণ্ঠধামে প্রেরণ করিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সপ্তস্বরূপ সাধনা।

ভক্তিসাধনমন্ত্র— গান)।

(ওগো) এত আমার মা
(তুমি) এই যে আমার মা।
তুমিই বাঁচাও তাইত বাঁচি—নইলে বাঁচি না।
তুমিই জান আমার মন—কেউত জানে না।
তুমিই ঘিরে ভরে আমায়, সামনে তাকাই না।
তুমিই বাস বড্ড ভাল—বড্ড ভা[illegible]।
তোমার মতন এমন আপন—আমার ত কেউ না।
তুমিই হর পাপ আমার—নইলে ত যায় না।
তুমিই ভর সুখে প্রাণ দুঃখ রাখ না।
তুমিই নাচ হৃদে ভবে—দোল দোল মা।
তুমিই আমার আমি তোমার—আর কি ভাবনা।

যোগসাধনমন্ত্র।

"আমি আছি" বল মা,
ঘোর চারিধারে মা
মার স্নেহে মায় পেয়ে
মায়ে পোয়ে থাকি মা।
মার কোলে আমি ম'রে
সুখে ভরে যাই মা,—
মা আমার আমি মার—আর কিবা চাই মা।
মা মা ব'লে যোগবলে "আমি" লয় হই মা॥

দীন সেবক।

মুঙ্গের উৎসবে নূতন সঙ্গীত।

(১)

"মুঙ্গের আমার"! "মুঙ্গের আমার"
কেঁদেছিল যেথা ভকতবীর
চরণপদ্ম সিক্ত যাঁহার করে গো ভক্তি অশ্রুনীর॥
তোমারি অঙ্কে সোণার মুঙ্গের সন্তানহারা জননী প্রাণ
তোমারি অঙ্কে ভকত আত্মা শরশয্যাকোলে ম্রিয়মাণ;
তুমি কি জানিবে, তুমি যে গো সেই সাধের স্বর্গ ভক্ত নীড়
সোণার মুঙ্গের সাধের মুঙ্গের গৌরাঙ্গে হেথা বসে কাঁদিত॥

(২)

মুঙ্গের তুমি ভকত চিত্ত অমিয় ধারা আকর,
(নব) ভক্তি তরঙ্গে উঠিছে নাচিছে ভক্তির গঙ্গা গাঙ্গ নীর।
পিতৃভক্তি পুত্রভক্তি—পতিভক্তি সতীভক্তি—
রাজভক্তি প্রজাভক্তি—ছুটিল বন্যা ডাকিছে বান।
জাগিল ছাত্র জাগিল জগৎ নবজাগরণে বহে উজান।
গাহিল জয় মা, জয় শ্রীগুরু, জয় জয় জয় নববিধান॥

(৩)

এ তো নহে শুধু প্রাচীন মহিমা গরিমা অঙ্কে পবিত্র ধাম,
কষ্টহারিণী পতিতপাবনী—নবযুগে নব বৃন্দাবন।
পূরব গগনে উদিয়া রবি রঞ্জিত করে সুন্দর ছবি,
কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গ কবি হরষে পুলকে গাহে সে গান—
কোথা সে মুঙ্গের; কোথা সে ভক্ত! মুঙ্গের তীর্থ চিদাকাশ।
ভক্তগণে মিলি শুদ্ধ মুঙ্গেরে আমার স্বর্গবাস॥

(৪)

মুঙ্গের আমার সবচেয়ে প্রিয়
ভক্তের নব জন্মস্থান।
মুক্তকণ্ঠে হেথা রহেন মালিক
অঙ্কে তোমার পরিত্রাণ।
দুঃখের কথা শোন গো মুঙ্গের
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়;—
মুঙ্গেরে গঙ্গা বহে দিবারাত,
মুঙ্গেরী বাতাস বহিয়া যায়
চৈতন্য আকাশে মুঙ্গেরী ভক্তি
সঞ্চার করানে জীবনীশক্তি,—
মায়ের অঙ্ক মুঙ্গের তুমি
তোমা বিনা এ জীবন দায়॥

মুঙ্গের। }
১৯। ১২। ২৩।

শ্রীবিধানভূষণ মল্লিক।

প্রেরিত।

মুঙ্গেরে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব।

নববিধান বিশ্বাসিগণের ভক্তিতীর্থ মুঙ্গের হইতে ডাক আসিল, এবারে সকলকে মুঙ্গেরে মিলিত হইতে হইবে। ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে অনেকে আসিলেন ২৪শে প্রাতঃকালে আমরা কয়েকজনে জামালপুর যাত্রা করিলাম, সেখানে মুঙ্গের হইতে আগত যাত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভজন ও ভোজন করিয়া সকলে মিলিয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলাম।

সেবা পরে মিলিয়া ব্রহ্মস্তব উচ্চারিত হয় এবং তাঁহার সময় নববিধানের উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং ভাই প্যারীলাল প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে রামমোহন রায় প্রণীত সঙ্গীত গীত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জজ সি সি. ঘোষ, ডাঃ কবিরাজ, মিঃ ঘোষদস্তি, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। হাবড়া রামকৃষ্ণপুরের সংস্কারালে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

শিশু উৎসব—শিশু সেবার দিন এবার রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের মার্ব্বেল প্রাসাদে বেশ সমারোহের সহিত উৎসব হইয়াছে। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত থাকিয়া সভানেত্রীর কার্য্য করেন। শিশুদিগকে উপদেশ, মিষ্টান্ন বিতরণ ও বায়োস্কোপ প্রদর্শন দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায় এই অনুষ্ঠানের সমুদয় বন্দোবস্তাদি করেন।

জন্মদিন—গত ৭ই জানুয়ারী শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জনের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমদেবালয়ে ও স্বর্গীয় শ্রীমান সত্যভূষণের কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে মঙ্গলবাড়ীতে শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্তের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। দেবালয়ের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীর এবং ১০ই জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কুমার বিকাশেন্দ্র নারায়ণের জন্মদিন স্মরণে তাঁহাদের মাতৃদেবী ও ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনাদি করেন।

জন্মদিন ও বিদ্যারম্ভ—গত ১২ই জানুয়ারী, ৬৮।২১ গড়পার রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিমলকুমারের পঞ্চম বর্ষের জন্মদিনে বিদ্যারম্ভ ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন। দান প্রচারভাণ্ডারে ২ টাকা।

সাম্বৎসরিক—গত ১৯শে অগ্রহায়ণ, বালীগঞ্জে শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় উপাসনা করেন। দান প্রচারভাণ্ডারে ৪ টাকা।

গত ১লা জানুয়ারী, ৪২।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, স্বর্গগত কেদারনাথ দের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। কন্যা শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ২ এবং পৌত্র শ্রীমান্ হরিকৃপা দে ২ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করেন।

গত ৪ঠা জানুয়ারী, ডাক্তার আর্. এল্. দত্তের পুত্র স্বর্গস্থ জহরলাল দত্তের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁর কলিকাতাস্থ ৪নং ময়রা ষ্ট্রীট ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কালীনাথের কন্যা ও সহধর্ম্মিণী মাসব্যাপী শোক সা[illegible] করিয়া গত ৬ই জানুয়ারী যথাবিহিত নবসংহিতা অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছেন। প্রচারাশ্রমের ছাদেই এই অনুষ্ঠান বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। সহানুভূতিকারী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকগুলি নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ব্যতীত কলিকাতাস্থ প্রচারকগণ সকলেই উপস্থিত থাকিয়া সমবেত ভাবে অনুষ্ঠান কার্য্য করেন। ভাই প্রিয়নাথ উদ্বোধন, ভাই প্যারীমোহন আরাধনা, ভাই প্রমথলাল পাঠ, ভাই বিহারীলাল প্রার্থনা করিলে ভাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচন করেন। প্রধান শোককারীর প্রার্থনা কন্যা নীহারবালা আকুল প্রাণে করেন। ভাই অক্ষয় কুমার সমবেত সকল অভ্যাগতদিগকে মিষ্টান্নাদি দিয়া পরিচর্য্যা করেন। বিবিধ প্রতিষ্ঠানে অর্থাদিও দান করা হইয়াছে। সন্ধ্যায় তাঁহাদের আবাসে সমাধি-প্রকোষ্ঠে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই অনুষ্ঠানের দান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শয্যা (মশারি, তোষক, চাদর, বালিশ, কম্বল) ১ প্রস্থ। আসন একখানা, ছত্র একটী, বিনামা এক জোড়া, বৈদিক ১১ খানা, বস্ত্র ২ খানা, তৈজস (থালা একখানা, গেলাস দুটী, তাম্রপাত্র তিন খানা, বাটী ৫টী) এক প্রস্থ। ভোজ্য ৩টী।

কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দির, কলিকাতা সাধারণ সমাজ, গিরিডি নববিধান ব্রহ্মমন্দির, চন্দননগর নববিধান ব্রহ্মমন্দির, কলিকাতা অনাথ আশ্রম, দাসাশ্রম, স্যালভেশান আর্মি রেস্কিউ হোম, সেণ্টস সিষ্টার্স অফ দি পুওর, মাতৃআশ্রম, হরিসেবাদল, কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়, কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়, মহাবোধি সভা, বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণানন্দাশ্রম, চন্দননগর লাইব্রেরী, মুসলমানের মসজিদ, খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা, বৈষ্ণব আখড়া, ভট্টপল্লী চতুষ্পাঠী, হাতিবাগান চতুষ্পাঠী, চন্দননগর মরগে হাসপাতাল, চন্দননগরস্থ দরিদ্রের জন্য কাপড় দেওয়ার ফেরাসে। প্রতি স্থানে ২ টাকা।

আদ্যশ্রাদ্ধে দান—শ্রদ্ধেয় এন্. এন্. ঠাকুরের পত্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৮০ টাকা "প্রেমেন্দ্র কন্যা সংস্থা"র ভাণ্ডারে দান করা হইয়াছে। আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাকে ধন্যবাদ দিয়া ঐ দান স্বীকার করিতেছি।

বিজ্ঞাপন

শ্রদ্ধেয় গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের সাহায্যের দ্বারাই ধর্ম্মতত্ত্বের মুদ্রণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। তাঁহারা ইহা স্মরণ করিয়া যথাসময়ে নিজ নিজ দেয় মূল্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করেন ইহাই সানুনয়ে নিবেদন। এসময় বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চতুর্নবতিতম

মাঘোৎসব।

কার্য্যপ্রণালী

(আবশ্যকমত এই কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৩০, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৪, মঙ্গলবার—ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে ৬॥০টায় আরতি—শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, বুধবার—অপরাহ্ণ ৫টায় কলেজ-স্কোয়ারে বক্তৃতা। সন্ধ্যা ৬টায় কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণে প্রান্তরে বক্তৃতা।

৪ঠা মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণে মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥০টায় ইংরাজীতে উপাসনা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলইন্দ্র ঘোষ।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৫টায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে সাংবৎসরিক সভা ও বালকবালিকাসম্মিলন। (প্রবেশের সময় নিমন্ত্রণপত্র প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিনোপলক্ষে প্রাতে ৮টায় উপাসনা—শ্রদ্ধেয় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ; সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণে ৯টায় কমলকুটীরে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব। যুবকদিগের উৎসব।

৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—প্রচারাশ্রমে উৎসব। অপরাহ্ণ ৪॥০টায় বক্তৃতা, সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, বুধবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥০টায় সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় শান্তি-কুটীরে ব্রাহ্মিকা উৎসব। সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, শুক্রবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, অপরাহ্ণ ৪টায় আলোচনা ও প্রসঙ্গ; সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায়।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শনিবার—নববিধান ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিন-ব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥০টায় কীর্ত্তন; ৮টায় উপাসনা—শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন। মধ্যাহ্নে ২॥০টায় উপাসনা; তৎপরে পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা। অপরাহ্ণ ৫॥০টায় সঙ্কীর্ত্তন ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, সোমবার—প্রাতে ৭॥০টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৫॥০টায় নগর সঙ্কীর্ত্তন ব্রহ্ম-মন্দির হইতে বাহির হইয়া নগরের রাজপথে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া কমলকুটীরে নবদেবালয়ে যাইয়া শেষ হইবে।

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীদরবারের উৎসব। কমলকুটীরে আনন্দবাজার।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, বুধবার—কমলকুটীরে আনন্দ-বাজার। সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শান্তিবাচন:—অপ-রাহ্ণ ৫॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি; সন্ধ্যা ৭॥০টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে কীর্ত্তনাদি।

সকলের সপরিবারে ও সবান্ধবে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫ই জানুয়ারী, ১৯২৪।	শ্রীপ্রমথলাল সেন সম্পাদক।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ প্রচার আশ্রমে অতিথি-সেবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হইবে। মফঃস্বলের বন্ধুগণমধ্যে কে কখন আসিবেন, তাহা সত্বর জানাইবেন।

উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যিনি যাহা দান করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, সম্পাদকের নিকট অথবা ৯২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

আকাশে সূর্য্য সর্ব্বক্ষণই উদীত, উচ্চ আকাশবিহারী যাঁরা, তাঁরা সর্ব্বদাই সূর্য্যালোক সম্ভোগ করেন, কিন্তু পৃথিবীর যে দিক যখন সূর্য্যের উন্মুখীন, তখনই তাহাতে আলোক, অন্য দিকে অন্য অবস্থায় সে আলোক পড়ে না। সেইরূপ চিদাকাশবিহারী অমরাত্মা যাঁরা, তাঁরা নিত্য আনন্দ-আলোক নিত্য উৎসব সম্ভোগ করিতেছেন, পৃথিবীস্থ বা মরলোকস্থ যাঁরা, তাঁদের সে আলোকের দিকে উন্মুখীন না হইলে উৎসবানন্দ সম্ভোগ হইবে কিরূপে? তাই ব্যাকুল অন্তরে আমাদের উৎসবানন্দ লাভের জন্য উন্মুখীন হইতে হইবে, উৎসবানন্দময়ী জননী নিজ কৃপাগুণে আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার অনুরূপ সম্ভোগ দিয়া ধন্য করিবেন।

যেমন বর্ষাকালে অযাচিতরূপে বর্ষা হয়, ঝড়ের সময় ঝড় হয়, মহোৎসবও তেমনি ব্রহ্মকৃপাগুণে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং এই সমুদয় নৈসর্গিক ব্যাপারে যেমন মানবকে আকাশের বারিতে সিক্তিত এবং ঝড়ে গাছ পালা উৎপাটিত, ঘর বাড়ী চূর্ণ করে, মহোৎসবও সেইভাবে আসিয়া পৃথিবীতে অলৌকিক ব্যাপার সকল সংঘটিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতেও যাহারা অধিক গরীব কাঙ্গাল দীন দুঃখী তাহারাই যেমন ঝড় বৃষ্টিতে ভুগিয়া আত্মহারা হয়, স্বর্গের মহোৎসবের ঝড় বৃষ্টিও সেইরূপ দীনাত্মাদেরই অধিক সম্ভোগ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর বলেন, "অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, দীনহীনের বন্ধু আমি সকলে জানে।" আমরা যেন সত্যই দীন হীন কাঙ্গাল হয়ে তাঁর মহা কৃপাগুণে মহোৎসব সম্ভোগে ধন্য হইতে পারি।

একান্ত দীনহৃদয় হইয়া আকাঙ্ক্ষিত না হইলে যেমন মহোৎসব সম্ভোগে সক্ষমতা হয় না, তেমনি শুদ্ধচিত্ততা বিনাও যথার্থ উৎসব সম্ভোগ হয় না। স্থির স্বচ্ছ সলিলে যেমন পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, তেমন আলোড়িত বা অস্বচ্ছ সলিলে হয় না।

রোগগ্রস্ত তিক্ত রসনায় যেমন পানীয় পবিত্র জলও তিক্ত বোধ হয়, তেমনি পাপরোগগ্রস্ত অসুস্থ হৃদয়েও সুস্থতার আনন্দ সম্ভোগ হইবে কিরূপে? তাই উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে আমাদের চিত্তকেও পূর্ণ শুদ্ধ করিতে হইবে। "বিশুদ্ধচিত্তেরাই ধন্য, কারণ তাহারাই ঈশ্বরের দর্শন পায়।"

অতএব প্রাণগত ব্যাকুলতা, অকৃত্রিম দীনতা এবং পূর্ণ শুদ্ধচিত্ততাই মহোৎসব সম্ভোগের যথার্থ উপাদান।

ব্রহ্মোৎসবের প্রস্তুতি।

ব্রহ্মোৎসবের প্রস্তুতির জন্য এক এক দিন এক এক বিষয়ের সাধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দৈনন্দিন সাধন উপলক্ষে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যে প্রার্থনাদি করিয়াছেন, তাহার সার সংগ্রহ নববিধানবিশ্বাসী সাধক মাত্রেরই সাধনার সহায়তা বিধান করে, এই বিশ্বাসে তাহা নিম্নে সংকলিত হইল।

১লা জানুয়ারী—নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা।

"মা, এই দেবালয় তোমার ঘর। এই ঘরে দেশদেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর, এই পল্লীর, সহরের ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, কাশী, মক্কা, জেরুজেলাম; এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? মা আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শনযন্ত্রণা দূর করেন।"

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ, কিছু কিছু দিয়ে মার পূজা করিও। মিছেমেছি অমনি কতকগুলি কেবল কথা দিয়ে মায়ের পূজা করিও না। আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল। আমার মাকে তোরা চিন্‌লিনে। এই মাই আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা, বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তোমাদিগকে তাঁর আপনার কোলে রাখিয়া ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"

রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

"ভগবান বলিলেন, "ভক্তকে বিচার করিব আমি, ভক্তি করিবে তুমি। যদি সাধুর বিচার কর, অনধিকার চর্চ্চা দোষে দণ্ডনীয় হইবে। মতের অনৈক্য থাকিলেও শ্রদ্ধা করিতে হইবে।" "প্রেরিতে প্রেরিতে অনৈক্য থাকে, দণ্ড দিতে হয় আমি দিব, তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া উপকার লইবে।" ঈশ্বরের আজ্ঞায় রামমোহনকে নমস্কার করি। শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন, এই সামান্য ভূমিখণ্ড হইতে ব্রহ্ম আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটী লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ। এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাসূত্রে জড়াইয়া রাখি।"

আমাদের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। একটী অদ্বিতীয় ঈশ্ব-

দের উপাসকমণ্ডলীর মাত্র স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। যদিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মপিতামহের সকল মতের ঐক্য না হয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কর। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইঁহাদিগের দুই জনের চরণে মস্তক নত করিব।"

২রা জানুয়ারী—নববিধান।

"হে নববিধান, তুমি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি। নববিধান সমুদয় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইহাকে একদিন প্রণাম করিবে।"

"নববিধান, ভগবান তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পদপ্রান্তের জন্য ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়।"

"হে দয়াময়, তোমার ধর্ম্ম আমাদের আদরণীয় হোক, তোমার এই আজ্ঞা যে, সাম্প্রদায়িকতা উপধর্ম্ম থাকিবে না। হে করুণাময়ি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রদত্ত নববিধানে প্রাণমন সমর্পণ করে অচল নিষ্ঠার সহিত অপ্রতিহত যত্নের সহিত এই উচ্চ ধর্ম্ম পালন করি, প্রচার করি।"

৩রা জানুয়ারী—মাতৃভূমি।

"আমরা মাতৃভূমির চরণে প্রণাম করি। হে করুণাময়, আমাদের সমুদয় মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণার ভিতরে আকর্ষণ কর। যেন আমরা ইহাকে যথোচিত সেবা করিতে পারি, ইহার প্রতি আমাদের যে বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতে পারি। আমরা ইঁহার নিকট যে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ, তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি। যে ধর্ম্মধনে ইনি আমাদিগকে ধনী করিয়াছেন ইহাকে আমরা সেই ধনে ধনী করিব, সেই ধনে সুখী করিব।"

"হে ভারত, তোমার গ্রন্থ, তোমার জীবন, তোমার ধর্ম্মভাব, তোমার হিন্দুজাতি কাহারও প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আমরা তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি এই আমাদিগের কামনা। হে মাতঃ মা, আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত কর।"

৪ঠা জানুয়ারী—গৃহ।

"হে করুণাসিন্ধু, কেন ঘর বাড়ী পাইলাম? মা লক্ষ্মী, তোমার সংসার দেখাইবে বলিয়া তুমি সংসার গঠন করিয়াছ। এখানে পিতামাতার মনে স্নেহ, তাই তাঁহাদের মনে বিশুদ্ধ প্রেম, স্ত্রী পুত্রের বিশুদ্ধ প্রণয়, মা বাপের অকৃত্রিম স্নেহ, ক্ষুদ্র শিশুদের সরল অনুরাগ অচলা ভক্তি! দক্ষিণ নাই—অথচ সকলে বাঁধা আছে।"

"ঘরের মধুরতা কে সৃজন করিল? এক অদ্ভুত কারীকর এই সংসার গঠন করিল। এই পৃথিবীর চূর্ণ বাতাস লইয়া একটা আশ্চর্য্য বৈকুণ্ঠ সৃজন করিল। কোন এক আশ্চর্য্য দৈববলে এই নরকের ভিতর দেবঘর রচনা করিল।"

"হায় রে বিধাতা তোর মনে এত ছিল। কোথায় সংসার জঙ্গলে কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসী হইব, সুধামাখা বাড়ী কেন? নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্য। ছোট ছোট এক একখানি বৈকুণ্ঠ, স্ত্রীপুত্র তাহাতে প্রেরিত। যেমন ঈশা মুষা প্রেরিত, তেমনি পিতা মাতা স্ত্রী সন্তানাদি প্রেরিত। আমরা নববিধানের লোক কেবল প্রেরিত চিনি।"

"যে গৃহে এত সুখ পাইলাম সে গৃহকে নমস্কার করি। এই বাড়ী যেন পুণ্যের কারণ হয়, এই বাড়ী যেন সংসার আসক্তি দৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। এই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে, প্রত্যেক মেয়ে এই বাড়ীর ভূমি ছোঁবামাত্র যেন মনে হয়, স্বর্গ স্পর্শ করিলাম। যেন আপন আপন বাড়ী স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই।"

৫ই জানুয়ারী—শিশু।

"হে প্রেমময় বিধাতা, যেখানে যত শিশু আছে সেখানে আমাদের মস্তক অবনত হউক। শিশুচরণে নমস্কার করি। হে শিশু, অজ্ঞাতসারে তুমি জীবকে ত্রাণ কর। তবে আমরা খাঁটি হব, ঠিক হব যখন শিশুকে চিনিব। শিশুর মত জগতে কি আছে? জগতে শিশুর মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে? ওর কাপড় পরিতে হইবে কেন? ও যে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী হইয়া। ওই যথার্থ পরমহংস, ওর বৈরাগ্য কঠোর নহে। ও খেলিতেছে অথচ কেমন প্রশান্ত, কেমন প্রফুল্ল, কেমন সদানন্দ। ও মার মুখের পানে তাকায়, এ দৃশ্যেও পরিত্রাণ। শিশু হাসে, মা হাসে; এমন মনোহর দৃশ্য আর কোথায় পাইব? আর রে শিশু, তোর মুখে জগজ্জননী চুম্বন করেন। আমার কাল মুখে তোর মুখ চুম্বন করিতে ভয় হয়। হে করুণাসিন্ধু, ঈশা বলিয়াছেন, ইহাদেরই মত স্বর্গ। কাঙ্গাল বলে আশীর্ব্বাদ কর যেন বালকের মত হই। কপট পুরোহিতের মত যেন নষ্ট না হয়। মা অভয়া, তুমি আমার এই যমভয় দূর করিয়া দাও। হে মঙ্গলদায়িনী, বৃদ্ধের কুটিল ভাব ছাড়াইয়া দিয়া বালকবালিকার সরল ভাব পাইয়া যেন ভক্ত ও সুখী হইতে পারি। করুণাময়ি, দয়া করিয়া আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

৬ই জানুয়ারী—কৃপা।

"হে প্রেমসিন্ধু, ধন্য পৃথিবীর কৃতাঞ্জল। ধন্য দাসদাসীগণ। কারণ পরম প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে পড়িয়ে।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ২।৩ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল, ১৮৪৫ শক, ৯৪ ব্রাহ্মাব্দ।
30th January & 3th Februry 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ ।

প্রার্থনা।

হে অমৃতানন্দবর্ষিণী অনন্ত স্নেহরূপিণী পরম জননি, তুমি তোমার বিশ্বের সকলের জন্য, বিশেষতঃ এই পৃথিবীর আমাদের মত অগণ্য অসংখ্য অতি নিম্ন স্তরের তোমার পুত্রকন্যাদিগের কল্যাণের জন্য কত ব্যস্ত, অনন্ত বক্ষের অনন্ত স্নেহের টানে তোমার প্রত্যেক পুত্রকন্যাদিগের মঙ্গল সাধনে কেমন পাগলিনী, এক একটী স্বর্গের উৎসব তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করে। তোমার কত দুঃখী দুঃখিনী পুত্র কন্যাদিগের ঘরে জঠরজ্বালা নিবারণের অন্ন নাই, শীত বাত নিবারণের বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত, বিপদ পরীক্ষার কশাঘাতে প্রপীড়িত মনের জন্য আপনার জন হইতে সহানুভূতি, সমবেদনা নাই; সান্ত্বনাবাক্য নাই, পাপভারাক্রান্ত দুর্ব্বল মৃত জীবনে হরিনাম, মা নামের মৃতসঞ্জীবনী শক্তিদায়িনী ধ্বনি শুনাইয়া জীবনশঙ্কটে যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করে এমন সৎসঙ্গ নাই, নানা ভাবে এরূপ অসহায় পাপক্লিষ্ট যাহারা, তাহাদের সকল দুঃখ তাপ নিবারণের একমাত্র ঔষধ তোমার দিব্য স্পর্শ দানে তাহাদের নব জীবনের সঞ্চার করিবে, নব আশা, উৎসাহ, শান্তি, আরাম আনন্দে তাহাদের প্রাণ পূর্ণ করিবে, তাহাদের সকল নিরাশা দূর করিয়া নিত্য নব জীবন লাভের মুক্ত দ্বার খুলিয়া দিবে, এই জন্যই তো এই স্বর্গের মহোৎসব। দুঃখী যদি সুখী না হয়, অশান্ত মন যদি শান্তি না পায়, শোকদগ্ধ জীবন যদি সান্ত্বনা না পায়, পাপক্লিষ্ট জীবন যদি স্বর্গের পুণ্যগঙ্গায় স্নাত হইয়া সুন্দর এবং সুস্থ না হয়, স্বর্গের প্রতিভায় দীপ্ত না হয়, তাহা হইলে স্বর্গের উৎসবের সার্থকতা কি? সত্যই এই উৎসবে কত মৃত জীবনে তুমি স্বর্গের নব জীবনের সঞ্চার করিলে, কত বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হইয়া আপনার দর্শনানন্দে সকলকে মত্ত করিলে, কত আশার বাণী শুনাইয়া কত জীবনকে অভয় দান করিলে, কত রোগ শোক ভারাক্রান্ত জীবনে স্বর্গের অমৃতবারি বর্ষণ করিলে, সান্ত্বনাবারি সেচন করিলে, কত বিচ্ছিন্ন হৃদয়ে মিলনানন্দ দান করিলে; তাই তো উৎসব সার্থক হইল। তাই তো শুধু এই বঙ্গের নয়, ভারতের নয়, সমস্ত পৃথিবীর আশা হইল। সর্ব্বোপরি তুমি এবার স্বর্গের প্রসাদ লাভের এই গূঢ় সঙ্কেতটী বিশেষ করিয়া শিখাইয়া দিলে, "যে যত দীনাত্মা হইবে সে তত স্বর্গের প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবে, সে তত ব্রহ্মকৃপার অধিকারী হইবে।" অতএব আশীর্ব্বাদ কর, খুব দীনাত্মা হই, দীনাত্মতা সাধন করি, দীন হইয়া তোমার চরণতলে পড়িয়া থাকি। দীন হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হই, প্রাণ ভরিয়া তোমার স্বর্গের দান তোমারই শ্রীহস্ত হইতে গ্রহণ করি, নিজ জীবনে সকল অভাব পূরণের ভিতর দিয়া আমার মত দীন দুঃখী অগণ্য অসংখ্য ভাই ভগ্নীর জীবনের অভাব

পূরণ দর্শন করি, সমস্ত দেশের জীবনে, সকল পৃথিবীর জীবনে সকল অভাব পূরণ দর্শন করি, এবং আশা, বিশ্বাস উৎসাহে পূর্ণ হই। কৃপা করিয়া তুমি আমাদের এই প্রাণের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গঠনের যুগ।

গঠনের যুগ (creative age) বলিয়া বিধান-রাজ্যে একটা কথা আছে। নববিধানের লীলাক্ষেত্রে ধ্বংশ Destruction এবং গঠন Constructionএ দুই হইয়াছে। পুরাতন ঘরখানা ভাঙ্গিয়া ঘরের নূতন পত্তন দিয়া যখন নূতন করিয়া নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন গৃহনির্ম্মাতা নূতন ঘরের যথেষ্ট আয়োজন করিয়া পরে পুরাতন ঘরখানিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং পুরাতন ঘরের স্থানে নূতন ঘরের নূতন ভিত্তি গাঁথিয়া নূতন ঘরের পত্তন দেন। স্বর্গের দেবতা পৃথিবীতে এই স্বর্গীয় মহা মিলনের ধর্ম্ম আনয়ন করিবার পূর্ব্বে স্বর্গ-রাজ্যে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশের সকল সাধু মহাজন-দিগকে মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া মহা মিলনের ব্যাপার সংঘটন করিতেছিলেন, যথাসময়ে পৃথিবীতে সেই মিলনের ধর্ম্ম সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইল, আর তিনি পৃথিবীর জন্য যাহা প্রয়োজন সেইরূপ সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিলেন, মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি এ যুগে পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিকে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন, রাজ্যপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বাহিরের কার্য্য উপলক্ষ করিয়া একক্ষেত্রে মিলাইলেন, তাই ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতির এক কার্য্যক্ষেত্রে সমাবেশ সম্ভব হইল, তাহার সঙ্গে প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের সমাবেশ সম্ভব হইল। এই রূপে বাহিরের উপাদান সংগৃহীত হইল, অপর দিকে অন্তররাজ্যের আয়োজন, বিচিত্র ভাবের সাধু মহাজন সকল লইয়া স্বয়ং লীলাময় ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

রামমোহনের সময়ে পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া এক ঈশ্বরের মহা উপাসনাকে ভিত্তি করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হইল। এক ঈশ্বর সকল শাস্ত্রের উপপাদ্য, সকল শাস্ত্র একই ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করে, সকল শাস্ত্র একই ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করে, ইহা সমস্ত পৃথিবীর জন্য রামমোহনের দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। ইহা পুরাতন উপাদানকে অবলম্বন করিয়া নব যুগের নূতন ধ্বনি, ব্রাহ্মসমাজগৃহ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের মিলিত উপাসনার প্রমুক্ত-মন্দির, ইহা পুরাতন উপাদান অবলম্বনে নূতন যুগ-প্রবর্ত্তনার নূতন ধ্বনি, এই মন্দিরের সমস্ত কার্য্য—পূজা বন্দনা, সঙ্গীত উপদেশাদি সেই ভাবে হইবে যাহাতে অনৈক্য উপস্থিত না হয়, প্রত্যুতঃ ক্রমাগত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি হয়, দৃঢ় হয়, ইহা নূতন যুগ আগমনের নূতন ধ্বনি। কিন্তু রামমোহনের সময়ে সেই নূতন ধ্বনির অনুসরণে, নূতন উপাদান অবলম্বনে, গঠনের পথে বিধিবদ্ধ ভাবে বিশেষ কোন কার্য্য হইল না। মহর্ষির জীবনে ঋষিভাবে আবার বিশুদ্ধ নিরাকার ব্রহ্ম-দর্শন, ব্রহ্ম উপলব্ধি, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, কিন্তু নবযুগের নূতন গঠন আরম্ভ হইল মুক্তভাবে কেশবচন্দ্র জীবনে। নিরাকার পরব্রহ্মের প্রমুক্তপ্রকাশ, স্বদেশের, বিদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র বক্ষে লইয়া এক অনন্তের প্রকাশ, সকলের বিশেষত্ব স্বীকার, বিশেষত্ব গ্রহণ, ইহকাল পরকাল সব লইয়া মণ্ডলী গঠন, অতীতের ধর্ম্মবিধান, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ধর্ম্ম-বিধান সব লইয়া নবধর্ম্ম, নববিধানের নব গঠন হইল কেশবযুগে, কেশবজীবনে, কেশবপ্রমুখ মণ্ডলীতে। তাই কেশবচন্দ্রের যুগ, বিশেষ ভাবে গঠনের যুগ। নূতন ভিত্তিতে নববিধানের নব প্রাসাদ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল; সে প্রাসাদের কত বিচিত্র গঠন, বিচিত্র শোভা, কত মহোচ্চ পরিণতি।

এ যুগে মহা মিলনের বিরাট ধর্ম্মবিধান গঠিত হইল, সে গঠনের ভিতরে ব্যক্তিগত জীবনের নব নব গঠন, পারিবারিক জীবনের নব নব গঠন, সামাজিক জীবনের নব নব গঠন, বিশ্ব মানব লইয়া, ইহকাল পরকাল লইয়া মহামণ্ডলী গঠন, কত ব্রত, কত নিয়ম, কত বিধি, কত ব্যবস্থা, কত অনুষ্ঠান, কত উৎসব, কত মহোৎসব, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের অন্তর্ব্বাহ্য কত বিচিত্র ব্যাপারের বিচিত্র গঠনক্রিয়া।

এই গঠনক্রিয়া কি ক্রমাগতই চলিতেছে না? নববিধানের গঠনক্রিয়া যে অব্যাহতভাবে চলিতেছে, বিশ্বের ঈশ্বর নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য লীলাময় হইয়া পবিত্রাত্মা-

রূপে যে ক্রমাগত গঠনকার্য্য করিতেছেন, তাহা আমরা এখন কোথায় প্রত্যক্ষ করিব? আমাদের প্রতি জীবনে, প্রতি পরিবারে এবং বিশেষ ভাবে আমাদের মণ্ডলীগত জীবনে কি তাহা প্রত্যক্ষ করিব না? আমাদের ব্যক্তিগত জীবন গঠনের উপর পারিবারিক জীবনের গঠন নির্ভর করে, পারিবারিক জীবন গঠনের উপর মণ্ডলীগত জীবনের গঠন নির্ভর করে, আমাদের মণ্ডলীগত জীবন গঠনের উপর বিশ্বমানব লইয়া, ইহকাল পরকাল লইয়া যে বিরাট, অখণ্ড স্বর্গীয় পারিবারিক জীবন, সেই জীবনের গঠন নির্ভর করে। গঠন ব্যাপারে পবিত্রাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়া জীবন্ত ভাবে এখন কোথায় প্রত্যক্ষ করি? নিত্য স্বজন, নির্জ্জন উপাসনায়, ধ্যান ধারণায়, প্রার্থনা প্রসঙ্গে, পাঠ আলোচনায়, সাধুসঙ্গ লাভে, সাধুসমাগম সাধনে, নানা সাময়িক অনুষ্ঠানে, সর্ব্বোপরি নববিধানের মহা মহোৎসবে। এক একটা মহোৎসবে কত উপাসনা, কত ধ্যান ধারণা, কত প্রার্থনা, কত পাঠ প্রসঙ্গ, কত সাধুসঙ্গ লাভ, কত ভক্ত মহাজন সমাগম, সকলই স্বর্গীয় গঠনক্রিয়ার জমাট বিরাট ব্যাপার। মাঘোৎসবরূপ মহা মহোৎসবের বিরাট ব্যাপার হইয়া গেল, এই উপলক্ষে দূর, নিকট হইতে সব ভাই ভগ্নী আমরা উৎসবক্ষেত্রে মিলিত হইলাম, এখন প্রতিজনের জীবনলেখা খুলিয়া গূঢ় অন্তর্দৃষ্টি সহকারে দেখা প্রয়োজন আমরা কতদূর গঠন লাভ করিলাম, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ও মণ্ডলীগত জীবনে কতদূর গূঢ় স্বর্গীয় গঠনক্রিয়া সম্পন্ন হইল। যতদূর গঠিত হইলাম, সেই পরিমাণে জীবনে উৎসব সার্থক হইল। জীবনগঠনের যুগ কি অব্যাহত ভাবে ক্রমাগতই চলিতেছে না?

ব্রহ্মোৎসবের প্রস্তুতি।

৯ই জানুয়ারী—মহাজনগণ।

"অদ্যকার দিন মহাজন স্মরণের দিন। আজ সাধু মহাজনদিগের নামে, এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হউক। তাঁহাদিগের সাধুজীবনের শোণিত এই উপাসকদিগের শোণিতে প্রবেশ করুক, হৃদয় আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম কর। তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। হরি হে! উৎসবের সময় সাধুদর্শন কিরূপে হইবে। তোমাকে দেখিব, সাধুদের দেখিব এই দুইটী আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধুগণ উঠ একবার। দেখা দাও। শান্তিবিতরণের ভার তোমাদের হাতে। শান্তিবিতরণ কর। আমরা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, সাধুগণ তোমরা আছ। সাধুসজ্জনগণ তোমাদের কাছে যেতে পা কাঁপে। বরং হরির কাছে যেতে পারি, কারণ হরির কাছে যাওয়ার সময় তাঁর প্রেম বড় মনে হয়। তিনি বিনা পাপীর যে আর গতি নাই। ভগবান তুমি না নিয়ে গেলে সাধুদের কাছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কে যেতে পারে? পৃথিবীর অসার কীট আমরা স্বর্গের খবর কি জানি। কি সুন্দর বৈকুণ্ঠধাম, রত্নমনি খচিত। সমুদায় শ্রীগুলি একত্র। একখানা ছবি এঁকে বাড়ী নিয়ে যাই। ধন্য ঈশা, ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ, ধন্য বুদ্ধদেব, ধন্য মহম্মদ, ধন্য সাধু সাধ্বীগণ। মা, সাধুদের জননী, দয়া করে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সাধুদর্শনরূপ সৌভাগ্য আমরা চিরদিন লাভ করিয়া কৃতার্থ, শুদ্ধ এবং সুখী হই।"

১০ই জানুয়ারী—জনহিতৈষীগণ।

"হে দীনশরণ, পৃথিবীর হিতৈষী সাধুদের কাছে, নমস্কার করিতে অনুমতি দাও, ক্ষমতা দাও। যাঁহারা পরদুঃখ মোচন জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন সমর্পণ করেন, তাঁরা আজ জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভের ন্যায় আমাদের নিকট দণ্ডায়মান হোন। আজ যাঁরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পৃথিবীর সুখবৃদ্ধি করিলেন, সেই সকল উদারস্বভাব প্রেমিক মহাত্মারা আমাদিগের রক্তের ভিতর প্রবেশ করুন। তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ে দয়া ঢালিয়া দিন। তাঁহারাই এই উৎসবের অধিকারী, যাঁহারা অন্যের জন্য প্রাণ অর্পণ করেছেন। মন প্রশস্ত হউক, আমরা পৃথিবীর জন্য আসিয়াছি। কেবল দেশহিতৈষী হইব না, মনুষ্যকুলহিতৈষী হইব। ধারাল অস্ত্র দিয়া স্বার্থপরতা কাটি। দুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্বহিতৈষী হই।

সকলকে ভাই ভগ্নী জানিয়া ভালবাসি ও সেবা করি, হে জননি, পরসেবা করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করি।

হে প্রেমস্বরূপ, ভালবাসা মানে ঈশ্বর, ভালবাসাই স্বর্গ। স্বার্থপরতা নরক। হে শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। প্রেমেতে হিতৈষণা হউক। কিসে মূর্খ জ্ঞান পায়, গৃহহীন গৃহ পায়, ধনহীন ধন পায়, দুঃখী সুখ পায়, এই ভাবি কেবল। চিরকাল যেন পৃথিবীকে ভালবাসি। জনসমাজের কল্যাণ করিব, যাতে পৃথিবীর অমঙ্গল অকল্যাণ দূর হয়, দুঃখ পাপ মোচন হয়, সত্যধর্ম্ম স্থাপন হয় তাই করিব। হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া সরল অনুরাগের সহিত জনসমাজের হিতসাধন করিতে পারি।"

১১ই জানুয়ারী—উপকারীগণ।

হে বন্ধু হরি, অদ্য কৃতজ্ঞতার দিন, প্রধান ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা বিধানবিরোধী, যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, তাহাকে কি মানুষ বলে, আমরা পরস্পরের প্রতি বিবিধরূপে উপকৃত। আমাদের রক্ত বন্ধুদিগের পরিশ্রম ভিন্ন থাকে না। যদি ১০ বৎসরের মধ্যে আমাদের কেহ কিছু দিয়া থাকেন চিরস্মরণীয়—

আমার বন্ধু কয়দিন আমাকে খাওয়াইয়াছেন, আমি তার হিসাব নেব। আর যে খাওয়াইলেন না সে হিসাব তুমি নেবে। যারা চাল ডাল দিলেন, তাঁরা আমার বাপ মা। এই যে দয়াদ্রহৃদয় আমাদের প্রাণের বন্ধুগণ, যাঁরা প্রচারের জন্য টাকা দেন, মাসিক দান দেন, অন্তকার দিনে সেই উপকারী বন্ধুদিগের পদতলে শত শত নমস্কার। তার পর যে ডাক্তার চিকিৎসা করেন, তাঁর চরিত্র যাই হোক না, তাঁর পায়ের নীচে বসে থাকা উচিত। লক্ষ্মীপ্রেরিত চিকিৎসক। মা তোমায় কৃতজ্ঞতা দিব আর এই লোকটিকে কেন উপেক্ষা করিব। প্রাণটা ১৪০০শ বার নমস্কার করি। খাওয়ায় যে তাঁকে নমস্কার করি, কাপড় দেয় যে তাঁকে নমস্কার করি। দয়ালু বন্ধু যাঁরা, ধন জ্ঞান, পরমার্থ উপদেশ দিয়া উপকার করেছেন, মা লক্ষ্মী, তোমার সেই প্রেরিত উপকারী দূতদিগকে সম্মান করিব। ধন্য তাঁহারা, যাঁরা অন্য লোকের দুঃখ দূর করেন, হে মা, কৃতজ্ঞ লোক মরে না। কৃতজ্ঞতা দান করিয়া যাহাতে তোমার বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। সকলের প্রাণ কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হউক।"

"হে শ্রীভগবান, যে যা উপকার করেছে তা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তোমাকে বলি, তাঁদের আশীর্ব্বাদ করিতে, দীনবন্ধু, করুণাময়, কৃপা করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যত দিন বাঁচিব উপকারী বন্ধুদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁদের দেবাংশ দেখিয়া চিরদিন যেন তাঁদের পদানত হইয়া থাকিতে পারি।

১২ই জানুয়ারী—বিরোধীগণ।

হে দয়ার অনন্তপ্রস্রবণ, হরিভক্তেরা অদ্য ক্ষমাব্রত পালন করিবার জন্য তব সন্নিধানে উপস্থিত। কঠিন ধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম। হে প্রেমস্বরূপ, এ পাপীগুলো আমরা আছি তোমার ক্ষমাগুণে। এক খেই সূত্র ক্ষমার উপরে পাপীদিগের জীবন। তবে আমরা আমাদের দ্বারে যে শত সহস্র শত্রু আছে তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিব না? যেখানকার শাস্ত্র অক্ষমা সেখানে নববিধান নাই। যখন তুমি নববিধান প্রেরণ কর, তখন তুমি বলিলে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিও। তোমার এই ক্ষমা নববিধানরূপ ময়ূরপাখীর সুন্দর পুচ্ছ। পৃথিবী থেকে শত্রু নিপাত হয় এই ইচ্ছা। এ অপরাধ কোন্ সমুদ্রের জলে ধৌত হইতে পারে? যদি শত্রু না থাকিত আমাদের দোষের কথা বলিত কে? শত্রুতাতে তোমার উপর নির্ভর বাড়িতেছে। যদি তোমার ইচ্ছাতে শিক্ষা দিবার জন্য শত্রুদল উঠে, তবে সেই শত্রুকে শিক্ষক করিয়া দাও। সুমতি দাও, ক্ষমা দ্বারা শত্রুতা জয় করিয়া শত্রুবক্ষেও বিধানের নিশান নিখাত করি। শত্রুরাও আমার ভাই। শত্রুদিগকে তোমার পথে আন। মা আসিবে না তারা তোমার কাছে? তোমার প্রত্যেক সন্তান আসিবে। ভক্তের পক্ষে কোন ঘটনা অনিষ্টকর হতে পারে না। সমস্ত শত্রু ভাই প্রণাম করি। মা, রাগ ছেড়ে ভেড়ার মত বিনীত হয়ে যেন শত্রুদের কল্যাণ সাধন করি জয় দয়াময়ের জয় বলিতে বলিতে সকল শত্রুতা পরাজয় করি।"

"হে শত্রুবৎসল, তুমি যখন শত্রু মান না তখন আমি কোথা-কার কে যে শত্রু মানিব। যে শত্রু মানে সে স্বার্থপর, সে অহ-ঙ্কারী। আজ উৎসবের ক্ষমা সাধনের দিন। যিনি যেখানে আছেন, যাঁরা আমাদের শত্রুতা করেন বা আমাদিগকে শত্রু মনে করেন তাঁদের মাথায় তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ রাখ, তাঁদের অন্তরের সহিত যেন ভালবাসিতে পারি, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা আজ পূর্ণ কর; যেন আমরা সকলে অক্ষমার নরক হইতে মুক্ত হই এবং সকলকে ক্ষমাপাশে প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে পারি।"

১৩ই জানুয়ারী—আত্মার জন্য।

"হে নিরাকার চিন্ময় হরি, শরীর ছাড়া একটী বস্তু আছে, আজ উৎসব সেই আত্মাকে বড় করিবে। তুমি আমাদিগকে শরীর বিস্মৃত, সংসার বিস্মৃত কর। আমি নিরাকার হয়ে গেলাম। শরীর নাই, কেবল আত্মা। চিন্ময় বস্তু আমি। সেই আমিকে আমি ভাল করে অনুভব করুক। হে অদ্ভুত তোমাকে বরণ করি। বড় সচ্চিদানন্দ আর ছোট সচ্চিদানন্দ, আর কিছু আমি নই। সার চিন্ময় আমিই আমি। সেই অদ্ভুত দেশে যেখানে সংসার নাই, পরিবার নাই, দেহ নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, সেই দেশে আছি। সে দেশে দুটী পাখী থাকে ভাল। জ্যোতির কোলে জ্যোতি, চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়। চিন্ময় ভাই, মানুষ তোমাকে জন্ম দেয় নাই। পবিত্র আত্মাজাত চিন্ময় পদার্থ, তোমার জন্ম প্রচ্ছন্ন। হে আমার আত্মন্, তুমি আমার ভিতর ঠিক হয়ে থাক, তাহলে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা সব অসম্ভব হবে।

হে পবিত্রাত্মা, তুমি একবার আত্মাকে শ্রীঅদ্ভুত নামকরণ করে কোলে করে নিয়ে বসো, আমি ভাল করে দেখি, ভাল করে চিনি। হে আত্মার পরমাত্মায়, হে আত্মার পিতামাতা, আশীর্ব্বাদ কর এই নব প্রকৃতিবিশিষ্ট নবকুমার, যার নাম শ্রীঅদ্ভুত হইল, যিনি ইহার পিতামাতাকর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কর্ত্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি তা বুঝিতে পারিয়া যেন আমার সকল নীচতা পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারি।"

১৪ই জানুয়ারী—চিত্তশুদ্ধির জন্য।

"হে উৎসবের রাজা, উৎসবের পূর্ব্বে গম্ভীর করিয়া দাও। কেবল বাহাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও না। নয়নকে ফিরাইয়া দাও হৃদয়ের দিকে, যেখানে পাপ বাস করিতেছে। শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য অনেক সময় দিয়াছিলে, এখন আমরা কি বলিতে পারি আমাদের মনে ভাই ভগ্নীদিগের প্রতি কোন কুভাব নাই? রাগ নাই, লোভ নাই, রাগ লোভ হইতে পারে না? হে কৃপাসিন্ধু, যা করিবার তুমি কর, প্রত্যেককে শুদ্ধ কর, উৎকৃষ্ট জীবন দাও। উৎসবের সময়

নিকৃষ্ট জীবন সংগ্রাম করে, এদের বলতে হবে সকলের কাছে স্ত্রীলোকের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন কি না, মনে অহঙ্কার আছে কি না, কলাকার কথা ভাবেন কি না এবার উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক না আসে, যদি আসে অশুদ্ধ থেকে যেন ফিরে না যায়। হে ঈশ্বর, তোমার সাধুদের একবার আন, তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। মা কারো পাপ আর থাকবে না। অন্তঃস্থল থেকে তারা যেন বলে যান খুব দল প্রস্তুত হয়েছে। এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, এমন শুদ্ধতা, এমন সাধুতা দেখব কিরে! মা আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন যথার্থ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের উক্তি।

[ইংরাজী হইতে অনুবাদ]

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ ভগবদ্ভক্তি পরিসম্পন্ন ব্যক্তি, আমরা আজ তাঁর সেই ধর্ম্মভাবের উচ্চ আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করি, যাহা তিনি রাজার (রামমোহনের) মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে আহূত হইয়া এই সমাজে অর্পণ করিতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার কিছু কিছু মানবীয় ভাববশতঃ তাঁহার আত্মার স্বাভাবিক মহত্ত্ব—যে জন্য সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী—তাহা যাঁহারা না স্বীকার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করেন।

তিনি তাঁর দেশের ইতিহাসে যে এক মহৎ কার্য্য সাধন করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং এই কার্য্য তিনি মহা মনস্বীদিগের স্বভাবসিদ্ধ অটল দৃঢ়তার সহিত এবং অনুরক্ত হইয়া সাধন করিয়াছিলেন।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি ঈশ্বরকে ভক্তিতে এবং প্রেমেতে জীবন্তরূপে পূজা করাই তাঁর সেই কার্য্য। ইহারই জন্য তাঁহার জীবন এবং শ্রম আমাদিগের নিকট অতি মূল্যবান্ এবং প্রীতিপ্রদ।

আড়ম্বর এবং কোলাহল ত্যাগ করাই এই কার্য্যের রীতি। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথকে সমাজসংস্কার যুদ্ধের অগ্রগমনে পাইব ইহা আশা করাই বৃথা। তাঁর মূল মন্ত্র যুদ্ধ নয় শান্তি, কর্ম্ম নয় ধ্যান।

তিনি আমাদিগকে সামাজিক যুদ্ধের কার্য্যবাহুল্যতায় নিয়োগ করিতে কখনও ডাকেন নাই, কিন্তু আমাদিগকে গৃহাভ্যন্তরস্থ নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া বেদীর পার্শ্বে বসাইয়া আপনাতে আপনাকে নিবিষ্ট করাইয়া আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত করান এবং আধ্যাত্মিক সাধনা সহকারে ঈশ্বরধ্যানে ও যোগে নিমগ্ন হইতে শিক্ষা দেন।

তাঁর কাজ বাহ্য জগৎ লইয়া নয়, কিন্তু অন্তর্জগৎ আত্মারাজ্যের আধ্যাত্মিক সত্য, আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রেম লইয়া।

ধর্ম্মভাব যখন তাঁর আত্মায় প্রথম উদিত হয় তদবধি তাঁর প্রধান আকাঙ্ক্ষা এই যে, যে সর্ব্বজীবন্ত সত্তায় এবং অন্তরের অন্তরতম স্থানে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং এমনই তাঁকে ভালবাসেন ও তাঁর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য এমনই সম্ভোগ করেন যে তাঁহাতেই চন্দ্রলোকে সম্পূর্ণ জীবন যেন যাপন করিতে পারেন।

অদ্বৈতবাদপূর্ণ বেদ অধ্যয়নে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা হয় এবং নিত্য প্রার্থনা ও চিন্তা দ্বারা তিনি ঈশ্বরে চিত্ত ও অন্তর নিবেশ করিতে সক্ষম হন।

তিনি শুষ্কজ্ঞানপ্রসূত দেবতার অনুসরণ করেন নাই, কিম্বা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়াও উল্লসিত হন নাই। তাঁর আত্মিক উন্নতি ধ্যানসম্ভূত, প্রার্থনা তাঁর পথপ্রদর্শক। বিনীত সরল প্রার্থনা তাঁহাকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সমীপে উপনীত করেন এবং তাই তাঁর আত্মাকে অদ্বৈতবাদ বা প্রেতবাদ বা অলৌকিকবাদে পতন হইতে রক্ষা করে।

তিনি যে ঈশ্বরকে কেবল মহা সত্তা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি তাঁকে অনন্ত প্রেমময় বলিয়া প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁর প্রেমের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিয়া তাঁকে পিতা মাতা বন্ধু ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া ভালবাসিতে ও পূজা করিতে শিখিয়াছিলেন।

এইরূপে ঈশ্বর তাঁহার জীবন এবং প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন, এবং সংসারের কষ্ট পরীক্ষায় আশ্রয় ও আরাম হইয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি আপনার ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিশ্বাস এবং প্রেম সহকারে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা সাধন করিয়াছিলেন।

যাহারা মনে করে একেশ্বরবাদ কেবল শুষ্কমত মাত্র, ইহা হৃদয়কে বিগলিত করিতে বা পাপীকে শান্তি আরাম দিতে পারে না, এই কথার স্থায়ী প্রতিবাদ তাঁহার জীবন।

চতুর্নবতিতম মাঘোৎসব।

১লা মাঘ ১৩৩০, ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৪, মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে জাতীয় আরতি।

ব্রহ্মমন্দির পত্রপুষ্পে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল, সচন্দন ধূপধুনার সাত্ত্বিক সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল এবং এই সকল মিলিয়া উপস্থিত সকলের মনকে বিমলানন্দে পূর্ণ করিয়াছিল। সমবেত উপাসক উপাসিকা ও দর্শকমণ্ডলীতে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। বেদীর নিম্নে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সজ্জিত অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল। বেদীর সম্মুখভাগের একদিকে নববিধানের নিশান নববিধানের জয় নীরব রবে ঘোষণা করিতেছিল। আঁতর

ঘণ্টা পড়িলে মন্দিরের সম্মুখ ভাগ হইতে সংকীর্ত্তন কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিছুক্ষণ প্রমত্ত কীর্ত্তনের পর আরতির সঙ্গীত ভাবের সহিত গীত হয়। পরে ভাই প্রমথলাল সেন ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া আচার্য্যদেবকৃত আরতির প্রার্থনা পাঠ করেন। পাঠশেষে একটী সঙ্গীত হয়, পরে ভাই প্রমথলাল সেন বেদী গ্রহণ করিয়া এ দিনের উপযোগী উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনাকালে শ্লোক সংগ্রহ হইতে আরতির ভাব উপযোগী অংশ বিশেষ পাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে ১৮৮১, ১৮৮২ সালে আচার্য্যদেবের সময়ের আরতিব্যাপারে আচার্য্যদেব কৃত প্রার্থনা ও প্রবচনাদির বিশেষ অংশ ও ধর্ম্মতত্ত্বে তৎকালে প্রকাশিত আরতির বিষয়ে বিবরণ পাঠ করিয়া সকলের অন্তরে তিনি আরতি ব্যাপারের গুরুত্ব মুদ্রিত করিয়া দেন। এই রূপে অদ্যকার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

২রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, বুধবার অপরাহ্ন পাঁচঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীমান্ শশিচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিহারীকান্তচন্দ্র বক্তৃতা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই—সম্মুখে সুন্দর বালকগণকে দেখিতেছি, কত আশা উৎসাহে পূর্ণ যুবকগণকে দেখিতেছি, দর্শনের গাম্ভীর্য্য গুরুত্বে পূর্ণ প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণকে দেখিতেছি, ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল্য কত, গৌরব কত, ইঁহাদের জীবনের উচ্চ নিয়তি কি তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি, ধারণার বিষয় করিতে পারি? ইঁহাদের পৃথিবীর পিতামাতা গুরুজন কেহ কি তাহা বুঝিতে পারেন, না ধারণার বিষয় করিতে পারেন? আমরা মূল্য বুঝি না, তাই আমাদের হাতে নিজের জীবনের এবং দেশের বালক যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলের জীবনের কত অসদ্ব্যবহার হইয়াছে, হইতেছে। বিশ্ব জীবনদাতা বিশ্বেশ্বর যিনি, তিনিই কেবল মানবজীবনের যথার্থ গুরুত্ব, গৌরব জানেন, তিনিই কেবল মানবজীবনের উচ্চ নিয়তি জানিয়া সেই উচ্চ জীবন দিতে পারেন। তিনি বিশ্ব সৃজন করিয়া, বিশ্বজীবন হইয়া সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া, বিশ্বের ছোট বড় সকল বস্তুর মধ্যে, সকল প্রাণীর মধ্যে, সকল জীবনের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। এই যে নক্ষত্রকোণের প্রকাণ্ড বৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, ক্রমাগত জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার মূলে সেই জীবনের জীবন লুক্কায়িত ভাবে আছেন বলিয়া। হে মানব, এই বৃক্ষের ভিতরে জীবনের জীবন রূপে সেই বিশ্বজীবন রহিয়াছেন, আর তুমি আমি বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত, তোমার আমার মধ্যে জীবনের জীবন রূপে কি তিনি নাই? তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে কোথায় যাইব? কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহাকে আমরা দর্শন করিতে পারিব, লাভ করিতে পারিব? তাঁহাকে জীবনে না পাইলে আমাদের সেই উচ্চ জীবন, আমাদের উচ্চ নিয়তি—নির্দ্দিষ্ট জীবন লাভ হয় না, আমরা আমাদের জীবনের মূল্যও বুঝিতে পারি না, আদরও করিতে পারি না। তাঁহাকে জীবনে লাভ করিবার উপায় কি? প্রণালী কি? একটী সহজ উপায় মনে হইতেছে, যে উপায়ের কথা আপনারা প্রায় সকলেই জানেন। আপনারা সেই নিরাশ্রয় অসহায় বালক ধ্রুবের কথা জানেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আমাদের কি কেহ নাই? মা বলিলেন, পদ্মপলাশ লোচন হরি আমাদের আছেন? তখন হরিকে দেখিবার জন্য হরিকে পাইবার জন্য ধ্রুবের প্রাণ ব্যাকুল হইল। আর তিনি আপনার মনে তাঁর অন্বেষণে ছুটিলেন। বালকের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া দয়ার সাগর যিনি তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি জীবনের দেবতা হইয়া তাঁহার জীবনেই যে রহিয়াছেন, তিনি দূরে নহেন, তাঁহার পরিচয় দিয়া ধ্রুবের অন্তরে হরি প্রকাশিত হইয়া দর্শন দিলেন। ধ্রুব অন্তরে হরিদর্শন লাভ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় হরিদর্শনে নিমগ্ন রহিলেন আর চক্ষু উন্মীলিত করেন না। হরি ধ্রুবকে বলিলেন, বর প্রার্থনা কর, তিনি বলিলেন, আর কি বর চাহিব, অন্য কিছুর তো আর আমার প্রয়োজন নাই, আমি তোমাকে পাইয়াছি, আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। এই যে ধ্রুব হরিকে পাইলেন, ধ্রুব কোন্ সাধনে হরিকে পাইলেন? শুধু সরল ব্যাকুলতা গুণে। ধ্রুব অল্প বয়সের বালক, সে সাধন ভজনের কি জানে? তাহার তো কোন শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তাহার তো কোন বাহিরের শিক্ষা ছিল না, ছিলমাত্র ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হইলে তুমি আমি সকলের, আমাদের জীবনের দেবতা সেই হরিদর্শন লাভ করিতে পারি, বিশ্বজীবন বিশ্বেশ্বরকে জীবনের দেবতারূপে পাইতে পারি। অনেকে মনে করেন নিরাকার ঈশ্বরকে কি করিয়া চিন্তা করিব, কি করিয়া মনে ধারণা করিব? অন্ততঃ মনের ভিতর কিছু কল্পনা করিয়া না লইলে কোথায় মন স্থির করিব? আমরা তাঁহাকে কেন কল্পনা করিব? তিনি তো বাহিরের কোন বস্তুর মত নন্। ধ্রুব যেমন নিরুপায় হইয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে চাহিয়াছিলেন, আমরা তেমনই তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলেই তাঁহাকে আমাদের প্রতি অন্তরেই পাইব। তাঁহাকে একবার প্রাণে পাইলেই দেখিব তিনি জীবনদাতা হইয়া জীবনের মধ্যে বসিয়া আছেন। তিনি আমাদিগকে নবজীবন দান করিবার জন্য প্রত্যেকের অন্তরে জীবনদাতারূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহা হইতে যে জীবন পাইব, সে জীবনের ক্ষয় নাই ধ্বংস নাই, সে জীবন মধুময়, অমৃতময়, সুখময়। সেই বিশ্বজীবন হইতে সেই অমৃতময় অমর জীবন পাইবার সকলেই অধিকারী। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, যে কোন দেশবাসী হউন, যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন সেই জীবন সকলেই তাঁহা হইতে পাইবার অধিকারী। সেই জীবন

পাইলে আমরা একে অন্যকে ভাল করিয়া চিনিব, ভাল করিয়া স্বীকার করিব, ভাল করিয়া গ্রহণ করিব। সেই দেবজীবনে যে একে অন্যের সঙ্গে মিলন হইবে, সে মিলনের আর ধ্বংস হইবে না, সে মিলনে আর বিচ্ছেদ আসিবে না। সেই জীবনের মিলনে হিন্দু মুসলমানে বৌদ্ধ খ্রীষ্টানে মিলন হইবে। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, সকলের মধ্যে যথার্থ মিলন সাধিত হইবে। এখন রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া ব্যবসা, বাণিজ্যের ভিতর দিয়া যে মিলনের চেষ্টা হইতেছে, মিলনের বাণী উঠিয়াছে, সে ভূমিতে যথার্থ মিলন অসম্ভব। সে মিলন এই আছে, এই নাই। যথার্থ মিলন এই উচ্চ জীবনের ভূমিতে। আমরা এই উচ্চ জীবন, নিত্য জীবন লাভের সরল সহজ পথের সংবাদ দিতে এবং সেই জীবনের ভূমিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের মিলনের শুভ সংবাদ দিতে আমরা এখানে আসিয়াছি। আপনারা এই পথের চর্চ্চা করুন, এই পথ গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন। যেই জীবনদাতা ভবকাণ্ডারীরূপে আমাদের প্রতি জীবনের কর্ণধার হইয়া স্থিত করিতেছে, তিনি এ পথে পরম গুরু, পরম শিক্ষক, পরম নেতা, পরম সহায়। তৎপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমানে স্বদেশের স্বদেশী ভাব বর্ণনা করিয়া সে ভাবের ভিতরে, সে প্রচেষ্টার ভিতরে ধর্ম্মভাব নাই বলিয়া সে প্রচেষ্টার অসারতা বর্ণনা করেন, ধর্ম্মভাবহীন পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক ঢেউ আসিয়া এ দেশে লাগিতেছে, সেই ভাবেই প্রধানতঃ আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে। এরূপ আন্দোলনে আমাদের দেশের কল্যাণ হইবে না, সুফল ফলিবে না। আমাদের দেশের বিশেষত্বই ধর্ম্মভাব। ভারত চিরদিনই ধর্ম্মপ্রাণ। এ দেশে যাহা কিছু করিতে হবে, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া করিতে হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এখন আর কেহ ধর্ম্মের কথা শুনিতে চায় না, ছোট বড় সকলের মধ্যে, ঘরে ঘরে, পরিবারে, পরিবারে কেবল বিদেশের কথা লইয়া আলোচনা, চর্চ্চা, বিদেশের ভাবে স্বদেশী কার্য্য করিবার মত্ততা। বক্তা দেশের বর্ত্তমান আন্দোলনের অসারতা নানা কথায় বুঝাইয়া ধর্ম্মের পথে আমাদিগকে সকল কার্য্য করিতে হইবে, ইহা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মের পথ সকলকে আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দ্র অল্প দুই চারি কথা বলিয়া শেষ করেন। সর্ব্বশেষে "গাও হরিনাম অবিরাম আনন্দমনে" এই কীর্ত্তনটী গীত হয়। ৬টায় কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ হয়।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণে ৫টায় ঢেঁড়ুয়া পুকুরের উত্তর ধারে প্রথমে কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বক্তৃতা করেন। ডাক্তার কামাখ্যা বাবুর বক্তৃতার মর্ম্ম :—এই বিশ্বে প্রত্যেক সামগ্রীর বিশিষ্টতা আছে, এই যে আমাদের জন্মভূমি ভারত, এ ভারতের বিশিষ্টতা কি ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের শিক্ষা সভ্যতার বিশিষ্টতা কি? "কল্যাণভাব" ভারতের বিশিষ্টতা। ভারতের বেদ বেদান্ত, ভারতের পুরাণ ইতিহাস কল্যাণ মন্ত্রে পূর্ণ। বক্তা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রাজা অশোকের জীবন কাহিনী বিবৃত করিয়া দেখাইলেন, অশোক প্রথম জীবনে বড় দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বাসয় অত্যাচারী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের একজনের প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন, অগ্নিতে তাহাকে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু এক একটী অঙ্গ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন আর ক্রমে তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। যখন তাঁহার কণ্ঠাগত প্রাণ তখন অশোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষু, তুমি এখন কি চিন্তা করিতেছ, তুমি কিছু চাও, তুমি আমার সম্বন্ধে বা কি ভাবিতেছ? তখন ভিক্ষু বলিলেন, আমি কেবল আপনার কল্যাণ চিন্তা করিতেছি, কল্যাণ কামনা করিতেছি। অশোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ কিরূপ ধর্ম্ম সাধন করে, আমি এর উপর এত অত্যাচার করিতেছি, আর সে আমার কল্যাণ চিন্তাই করে! ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার ধর্ম্ম কি? ভিক্ষু বলিল, আমি ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের শিষ্য, তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী। এ ধর্ম্মের শিক্ষাই এই, যে পর্য্যন্ত কণ্ঠে প্রাণ থাকে, সকলের কল্যাণ কামনাই করিবে, কল্যাণ চিন্তাই করিবে। তাই আমি আপনার কল্যাণ কামনাই করিতেছি, কল্যাণ চিন্তাই করিতেছি। এই কথা শুনিয়া অশোক অনুতপ্ত অন্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, এবং এই পবিত্র ধর্ম্মরূপ যে দান পাইলেন তাহার দক্ষিণা স্বরূপ অশোক ক্রমে রাজ কোষের সমস্ত ধন ভিক্ষুদিগের পরিপোষণ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার কল্পে দান করিলেন, ক্রমে তাঁহার যাহা কিছু ছিল তাহা দিয়া দিয়া একেবারে রিক্ত হস্ত হইলেন এবং এরূপ দানের জন্য কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিলে বলিতেন, আমি তো কিছুই দান করি নাই, ঈশ্বরের সামগ্রী তাঁহারই কার্য্যে অর্পিত হইল। ইহাতে আমার কিছুই গৌরব নাই। এবং সকলকে এই উপদেশ দান করিলেন, যাহার যাহা কিছু আছে, জগতের কল্যাণের জন্য প্রদান করিয়া ধন্য হও। ভারতের ধর্ম্ম—সকলের কল্যাণ করা, কল্যাণ কামনা করা। অপরের অনিষ্ট করা ভারতের ধর্ম্ম নয় ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র [illegible] দিনের [illegible] দেশের স্বদেশী ভাব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রচেষ্টা উল্লেখ করিয়া বলিলেন এ পথে যে দেশ স্বাধীনতা খুঁজিতেছে, এ পথ প্রকৃত পথ নহে, ধর্ম্মের পথই প্রকৃত পথ। তৎপর ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ এই মর্ম্মে বলেন, আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা খুঁজিতে পারি, রাজনৈতিক ব্যাপারের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা খুঁজিতে পারি, কিন্তু আমরা অন্তরে যদি স্বাধীন না হই, তবে তো যথার্থ স্বাধীনতা হইল না, অন্তরে নিজের মধ্যেই বিরোধ রহিয়াছে, বিরোধ চলিতেছে। ভয়ানক কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকুল আমার মধ্যে

থাকিয়াই আমার উপর অত্যাচার করিতেছে, আমাকে অধীনতার কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ভিতরে এত অধীনতা লইয়া কি স্বাধীন হইতে পারি? ভিতরে স্বাধীন হইলেই যথার্থ স্বাধীনতা, ভিতরে দেবজীবন লাভে সে স্বাধীনতা লাভ হয়। ঈশ্বর সেই স্বাধীনতা দিবার জন্যই তো ব্যস্ত। আসুন সকলে তাঁহার আশ্রিত হই, তাঁহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। তিনি এই নবযুগে আমাদিগকে নব জীবন দেবজীবন দিবার জন্য অবতীর্ণ। তাঁহা হইতে যে জীবন পাইব, সেই জীবন পাইলেই দেখিব, সে জীবন অমর জীবন, অনন্ত উন্নতিশীল জীবন, সে জীবন তরবারীতে কর্ত্তিত হয় না, অগ্নিতে ভস্ম হয় না, জলে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। সে জীবন সকল প্রকার হিংসা দ্বেষ মুক্ত দেবজীবন, সে জীবন বিশ্বজনীন জীবন, সে জীবন সর্ব্বজনীন জীবন। সে জীবন কিঞ্চিৎ লাভ হইলে সেই জীবনের লক্ষণই বলিয়া দিবে, এই জীবনে স্বদেশ বিদেশ, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলের অধিকার, সকলের জন্য এই জীবনই যথার্থ জীবন। তখন সকলের মধ্যে সেই জীবনের আভাস দেখিয়া, সেই জীবনের স্ফুরণ দেখিয়া, সেই জীবনের ভাবী সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে তখন আপনার বলিয়া চিনা যাইবে। সেই জীবন পাইলে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, সকল দেশের সকল লোকের মধ্যে যথার্থ সৌহার্দ্দের মিলন হইবে। সহজে সকলকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া জীবন ধন্য হইবে। এই জীবন দান করিবার জন্য অনন্ত জীবনদাতা পাপী, তাপী, ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে অবতীর্ণ, তিনি জীবন দান করিবেন, তিনি স্বাধীনতা দান করিবেন, তিনি যথার্থ স্বর্গের মিলনে সকলকে মিলিত করিয়া মহামিলনে ধন্য করিবেন। নবযুগের নবধর্ম্ম নববিধানের এই সুসংবাদ দিতে আমরা এসেছি। আপনাদের চরণে আমাদের এই বিনীত নিবেদন জ্ঞাপন করিবার সুযোগ যে আপনারা ধৈর্য্যধারণ করিয়া দিলেন এজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ।

১৮ই জানুয়ারী শুক্রবার ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬ টায় ইংরেজিতে উপাসনা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ ইংরাজীতে উপাসনা ও উপাসনান্তে উপদেশ দান করেন। তিনি বিজ্ঞানের অকাট্য ভিত্তির উপর কেমন নব বিধানের সত্য সকল সংস্থাপিত তাহা বিশদরূপে উপদেশে প্রমাণ করেন।

১৯শে শনিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে বালকবালিকাদিগের নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী সুচারুদেবী উপাসনা করেন। প্রার্থনার ভিতরে এই সকল কথা ছিল—"মার মা তুমি, পিতার পিতা তুমি, শিক্ষকের শিক্ষক তুমি। তুমি যে সকল সাধু ভক্তদিগকে পাঠাইয়াছিলে তাহাদিগকে দেখ্‌ব, আর তোমার নিকট প্রার্থনা কর্‌ব তাঁদের মত হবার জন্য। আমরা যে অবোধ শিশু, আমরা যে কিছুই বুঝি না। তুমি আমাদিগকে শিখাইয়া দাও, বুঝাইয়া দাও। নীতিবিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষা তোমার নিকট শিখিলেই খাটি শিক্ষা হয়। আমরা ফুলের মত এসেছি, ফুলের মতই থাক্‌ব। এই উৎসব এনেছ, উৎসব সার্থক কর, আমাদের সহায় হও। এদিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে বার্ষিক সভা ও বালকবালিকা সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্র কুমার বিশ্বাস সভাপতির আসন গ্রহণ করনান্তর একটী প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপর সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হয়। তৎপর বালক বালিকাগণের আবৃত্ত্যাদি হইলে পুরস্কার বিতরণ হয়। পুরস্কার বিতরণান্তে বালকবালিকাগণের জলযোগের বাবস্থা হয়।

২০শে জানুয়ারী রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে প্রাতে ৮টায় উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ঋষিজীবনসুলভ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান নব যুগের নবধর্ম্ম বিধানের গোড়ার সামগ্রী, ইহা এই মহা ধর্ম্মপ্রাসাদের অটল ভিত্তি। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া এই নব যুগে সেই ঋষিজীবনসুলভ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান শিক্ষা দিতে আগমন করিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতে যেমন বেদ বেদান্তের পর পুরাণ ও গীতাদির, তেমনই নব যুগে প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের আগমন, দেবেন্দ্রনাথের পরে কেশবচন্দ্রের আগমন। আমরা নববিধানের লোক, সকল বিধানের স্বর্গের সামগ্রীগুলি গ্রহণ আমাদের জীবনের উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা এখনও আমাদের ধর্ম্মের গোড়ার সামগ্রী ঋষিজীবনের ব্রহ্মসাধনায় অগ্রসর হইতে পারি নাই, সে পথের মূল্য, সে পথের গৌরব এখনও বুঝি নাই। কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের সেকালের উন্নতিশীল যুবকমণ্ডলী দেবেন্দ্রনাথের নিকট বিনীতভাবে এই ঋষিজীবনসুলভ ব্রহ্মদর্শনতত্ত্ব কত ভাবে শিক্ষা করিলেন, তাঁহারা জীবনে এই ব্রহ্মদর্শন লাভের জন্য কত ব্যাকুল সাধনাই করিলেন, কেশবচন্দ্র তাঁহার পরিণত জীবনে বিশেষ ভাবে ভারতীয় ঋষিজীবনসুলভ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মানুধ্যান এবং ব্রহ্মগত জীবন গভীর ভাবে লাভ করিবার জন্য হিমালয় পাহাড়ে কত সাধন করিলেন, প্রার্থনা করিলেন। তিনি অতি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, আমরা ভারতীয় ভাবে, হিন্দুজাতির জীবনের আদর্শে আমরা নববিধানের ধর্ম্ম ব্রত সাধন করিব, ভারতীয় বর্ণে যতই নব ধর্ম্মকে অনুরঞ্জিত করিব, ততই এ ধর্ম্ম বিদেশে আদৃত হইবে। এই কথাগুলি অন্তকার আত্মনিবেদনে ছিল।

সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে কমলকুটীরে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। বহু মহিলা এই উপাসনাক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিলেন। মধুর উপাসনা সম্ভোগ করিয়া

সকলে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এদিন সন্ধ্যার পর যুবক-সম্মিলনের উৎসব ঢাকুরিয়া, পি, সি, কুণ্ড এণ্ড সংস্ নামক মহাশয়ের বাড়ীতে সম্পন্ন হয়। প্রফেসার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন প্রার্থনা করেন এবং যুবকগণ উৎসাহের সহিত সঙ্গীতাদি করেন। তৎপর প্রীতিভোজন হয়।

৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রচারাশ্রমের উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৬॥টায় মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী স্বয়ং উপাসনা করেন, তৎপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাস মহাশয় সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনযোগে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণান্তর দাক্ষিণাত্যে প্রচার কালে দস্যুদলপতির উদ্ধারকাহিনী বর্ণনা করেন। পরে প্রীতিভোজন হয়।

৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী বুধবার ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥টায় কীর্ত্তনে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। ব্রহ্মমন্দির উপাসক উপাসিকা ও দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, স্থানাভাবে অনেকের দাঁড়াইয়া যোগদান করিতে হইয়াছিল। অতি মধুর এবং জমাট সঙ্কীর্ত্তনের উপাসনায় সকলে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

১০ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে ৯টায় শান্তিকুটিরে ব্রাহ্মিকা উৎসব হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। উপস্থিত সভাগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী বৎসরের জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল।

১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥টায় উপাসনা—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে ৫টার পর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন "বহুকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈষ্ণবসমাজে মাঘ মাসে কিরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে" তদ্বিষয়ে সুমধুর কথকতা করেন। কথকতা শ্রবণের জন্য ব্রহ্মমন্দিরে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৬॥টায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় উপাসনা করেন।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী শনিবার নববিধান ঘোষণার দিন, প্রাতে ৭॥টায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এদিন সন্ধ্যার কমলকুটীরে ভক্ত সম্মিলন হয়। সম্মিলনে সঙ্গীত প্রার্থনা ও প্রবন্ধ পাঠ হয়। শ্রীমতী মণিকা দেবী "অখণ্ড পরিবার" বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন :—

"আজ এই মহা সঙ্গমে সমন্বয়তীর্থে যাত্রীদল আসিয়াছি। নববিধানের মহাযজ্ঞে মহা সাধনার হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত। ব্রতধারী ব্রত উদ্‌যাপন মানসে আগত। এ সময় একবার আমরা আমাদের ঋণ চিন্তা করি। নববিধানের আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা যে কত ধনে ধনী হইয়াছি তাহা একবার স্মরণ করি। নববিধান আমাদের হৃদয়ে কত সুন্দর সুন্দর সামগ্রী দান করিয়াছেন তাহা গণনাতীত। তাঁহার ঋণের ভারে আমরা অবনত। আজ নিজ নিজ জীবন দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া সে ঋণভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করি। নববিধানের প্রস্তাবে যে মহাভাবের তরঙ্গে জীবন আন্দোলিত, যে স্বর্গের শোভায় প্রাণ পুলকিত, যে আনন্দমিলনে সেই আনন্দধামের প্রসাদ লাভে জীবন ধন্য, সেই সকল অমূল্য তত্ত্ব একবার স্মরণ করি। আমাদের অখণ্ড প্রেমপরিবারের কথা একবার স্মরণ করি। যে ভক্তদল সমাগমে জগত ধন্য, সেই ভক্তদল যেখানে জগৎ জনের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই পবিত্র মিলনের স্থানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমাদের মধ্য হইতে সকল বিচ্ছেদ ও ক্ষুদ্র ভাব বিদায় দিয়াছি। আজ আমরা যে সেই মহতের সন্তান, আমরা যে সেই আনন্দময়ীর পুত্র কন্যা তাহা বুঝিতেছি। এ মহামিলন স্থলে, মহাভাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতার আসিতে পারিবে না। নূতন চক্ষে নূতন বিশ্বাসে এক নূতন রাজ্য আমাদের নিকটে প্রকাশিত। আজ আর নিরাশার কথা বলিয়া ভাই ভগ্নীর অন্তরে অন্ধকার আনিব না। আজ পরস্পর পরস্পরকে কেবল আশার কথা বলিয়া প্রেমে মিলিত হইব। জীবনে সেই লীলাময়ীর অখণ্ড লীলা দেখে ধন্য হইয়াছি, সেই কথা প্রচার করিব। নববিধানের আশ্রয় যে লাভ করিয়াছে সে সামান্য নয়। নববিধান বিশ্বাসীর বক্ষে স্বর্গ বিরাজিত, চক্ষে তাঁর বিশ্বাসালোক, শ্রবণে তাঁর জ্ঞানের রাগিণী, বদনে তাঁর সুধামাখা মায়ের নাম। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি জগত দেখিয়া মোহিত, আনন্দিত ও স্তম্ভিত। এই সামান্য মনুষ্যের মধ্য হইতে সেই দেবমূর্ত্তির উত্থান। নববিধানের আবির্ভাবে জীব রূপান্তরিত। এই মহা মিলনের মধ্যে সেই নববিধানজননীর মধুর আহ্বানধ্বনি আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে, তাই সকলকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়াছি। এস সকলে প্রাণপণে মায়ের আদেশ জীবনে পালন করি। সকল অভিমান স্বার্থপরতা খর্ব্ব করিয়া মা আনন্দময়ীর চরণে যাহাতে লুটাইতে পারি এই ভিক্ষা লইয়া আসিয়াছি। প্রকাণ্ড নববিধানক্ষেত্রে নিজ নিজ জীবন দ্বারা মায়ের সাধ পূর্ণ করিতে পারি, জননী আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন। এই মহামিলনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এই মহাযজ্ঞ সফল হউক।"

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব।

প্রথমে ৭টার সঙ্গীত হয়, পরে ৮টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ ও প্রার্থনাদি অতি সুমধুর ভাবে সম্পন্ন হয়। বেলা ১১টার সময় উপাসনা শেষ হয়। পরে আহারান্তে আবার মধ্যাহ্ন ১টার সময় সংক্ষেপে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। এ উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস নির্ব্বাহ করেন। পরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শিষ্যপ্রকৃতি বিষয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নববিধানের বিশেষত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন আচার্য্যের উপদেশ হইতে নাম সাধন বিষয়ে পাঠ করেন। পরে ধ্যানের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় ধ্যানের উদ্বোধন করেন। পরে জমাট সঙ্কীর্ত্তন হইলে সায়ংকালের উপাসনা আরম্ভ হয়। এবেলায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম পরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। এবেলার কার্য্য প্রায় ৯টার সময় শেষ হয়।

১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে সকাল ৭টার সময় উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৪টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ভাই প্রমথলাল সেন প্রার্থনা করিয়া কীর্ত্তনের দলকে উৎসাহিত করেন। কীর্ত্তনের দল মত্ততার সহিত রাজপথে বাহির হইল। সাতখানা খোল ও কয়েক জোড়া করতাল, ভেরী প্রভৃতি দ্বারা গম্ভীর স্বরে রাজপথকে বিকম্পিত করিয়াছিল। নববিধান পতাকা প্রভৃতি দ্বারা আকাশমণ্ডল সুশোভিত হইয়াছিল। এবারকার নগরসংকীর্ত্তন সত্য সত্যই নগরকে নূতন জীবনস্রোতে উন্মত্ত করেছিল। সে শোভা ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে যাঁরা দর্শন করেছেন, তাঁরাই মোহিত হয়েছেন। সংকীর্ত্তনের দল মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বেণেটোলা, রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, পটুয়াটোলা, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, রাধানাথ মল্লিকের লেন প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া মৃজাপুর ষ্ট্রীট অপার সারকুলার রোড দিয়া কমলকুটীরে প্রমত্ত ভাবে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইলে সমাপ্তিসূচক শান্তিবাচন হয়। পরে কমলকুটীরে অনুমান চার পাঁচ শত লোক অতি উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার। অদ্য প্রাতে প্রচার আশ্রমে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে কমলকুটীরে আনন্দবাজার হয়। সায়াহ্ণে শ্রীদরবারের উৎসবের বিষয়ে গভীর আলোচনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হয়।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী বুধবার কমলকুটীরে আনন্দবাজার হয় এবং অপরাহ্ণ ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন প্রার্থনা করেন। পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ সেন বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তৎপর নূতন বৎসরের কার্য্য কিরূপ হইবে সেই বিষয়ে আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

১৭ই মাঘ ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শান্তিবাচন হয়। অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে একটি সঙ্গীত হইলে ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। তৎপর কমলকুটীরে সকলে মিলিত হন। সেখানেও ধ্যান, কীর্ত্তন ও আচার্য্য দেবের শান্তিবাচনের প্রার্থনা পঠিত হয়। পরে বিধানভোগ গ্রহণ ও শান্তিজল পান দ্বারা উৎসবের ক্রিয়া সমাধান হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গলা

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে মাঘোৎসব সম্ভোগ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইয়াছেন।

৬ই মাঘ রবিবার পূজ্যপাদ ধর্ম্মপিতা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ দিনে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। সায়ংকালে আরমানিটোলায় ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং শ্রীমন্মহর্ষি যে আমাদের আধ্যাত্মিক জন্মের পিতা হইয়া এক নবীন ব্রহ্মপরায়ণ বিশ্বাসী বংশের উৎপাদন করিয়াছেন, বেদী হইতে তদ্বিষয় উপদেশ প্রদান করেন। ৭ই মাঘ সোমবার প্রাতে দেবালয়ে উপাসনা এবং অপরাহ্ণে বুড়ীগঙ্গার ধারে করোনেশন পার্কে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। উপাসনা ও বক্তৃতা ভাই মহিমচন্দ্র করেন। ব্রহ্মসনাতন নিত্য বিরাট পুরুষরূপে বর্ত্তমান আছেন এবং প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে স্থিত হইয়া তাহাকে নিষেধ এবং বিধি দানপূর্ব্বক তাহার পরিত্রাণ দিতে ব্যস্ত আছেন, বক্তৃতাতে ইহাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর দিগ্বাজার স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। ৮ই মাঘ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন, সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দাস মহাশয়ের ভবনে ভাই মহিমচন্দ্র উপাসনা করেন। ব্রহ্মমাতা হয়ে কেমন ঘরে ঘরে পরিবারে পরিবারে সন্তানদিগের সেবাতে এবং তাহাদিগকে প্রেম পুণ্য পবিত্রতা এবং শান্তি আনন্দ দান করিতে ব্যস্ত আছেন সেখানে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

৯ই মাঘ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস দেবালয়ে উপাসনা করেন। সায়ংকালে আসক লেনে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে কীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা হয়। জজ আদালতের আমলা ভক্তিমান সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ

সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ভাই দুর্গানাথ রায় প্রার্থনা এবং অবিনাশবাবু শাস্ত্রপাঠ করেন। মহিলাগণ গৃহান্তরে অবস্থিতি করিয়া উপাসনাদি শ্রবণ এবং কীর্ত্তনের মত্ততা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে দেবালয়ে ভাই মহিমচন্দ্র উপাসনা করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার দাসের ভবনে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। ব্রহ্ম প্রেমময়ী মা হইয়া ইহলোকে এবং পরলোকে সকলকে আপনার প্রেমক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন এবং তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে সমান আদরে ও স্নেহে লালন পালন করিতেছেন ইহাই সেখানে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১১ই মাঘ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে আর্ম্মাণিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা করেন এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস উপাসনা করেন। দুই বেলাই বিশেষতঃ সায়ংকালে অনেক নরনারী উপস্থিত থাকিয়া উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা এবং জীবনপ্রদ উপদেশ হইতে উত্তরেই পাঠ করিয়া উপাসক এবং উপাসিকাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১২ই মাঘ শনিবার নববিধানঘোষণার দিন, পূর্ব্বাহ্ণে দেবালয়ে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা করেন। নবশিশুর জন্ম বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ পাঠ করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে "নববিধান" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সঙ্গীতান্তে ভাই দুর্গানাথ রায় প্রার্থনা করিলে সভাপতি নববিধান বিষয়ে সুমিষ্ট বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর আসন গ্রহণ করিলে ভাই দুর্গানাথ রায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম বক্তা যে নববিধানের সার্ব্বভৌমত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার পোষকতা করিয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপর বাবু রাজকুমার দাস ইংরেজিতে নববিধান বিষয়ে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ লিখিত মতগুলি পাঠ করেন। তৎপর ভাই মহিমচন্দ্র সেন অল্প কথায় বলেন যে, পদ্মা নদীতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র মিলিত হওয়াতে যেরূপ গঙ্গার সমুদয় উপনদীর এবং ব্রহ্মপুত্রের সমুদয় উপনদীর জল আমরা পদ্মার ধারে বসিয়া পান করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তদ্রূপ নববিধানে পূর্ব্বদেশীয় সমুদায় সাধুসজ্জনগণের ঘনীভূত ব্রহ্মদর্শন এবং পশ্চিমদেশীয় ভাবৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও প্রেরিত পুরুষগণের একীভূত ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার ন্যায় নববিধানে মিলিত হওয়াতে, আমরা এই সঙ্গমতীর্থে বসিয়া তদুভয় আস্বাদন করিতে পারিতেছি। ইহাই নববিধানের সার জিনিষ। অতঃপর বাবু অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত M. A B. L. বক্তৃতা করিলে কার্য্য শেষ হয়।

১৩ই মাঘ রবিবার দিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন হয়। তৎপর পাঠ আলোচনা হইয়া কীর্ত্তনান্তে সায়ংকালীন উপাসনা ভাই মহিমচন্দ্র সেন করেন। উপাসক ও উপাসিকাতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাবু হরিণীচরণ কর্ম্মকার উৎসবে যোগ দিয়া এবং সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করিয়া উৎসবানন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৪ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ণে দেবালয়ে বরণ হইয়াছিল। গেণ্ডারিয়া এবং উয়ারী হইতে মহিলাগণ আসিয়া বরণে যোগ দিয়াছিলেন। মহিলাগণ উৎসাহ সহকারে বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বরণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয়, ঢাকাতে বরণের অনুষ্ঠান এই প্রথম।—সম্পাদক।

নারায়ণগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ নববিধান বিশ্বাসী, তাঁহাদের মন্দির নাই বলিয়া নিম্নলিখিত ৩ বাড়ীতে ৩ দিন উৎসবের কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১ম দিন; ২৪শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী বুধবার বাবু যতীন্দ্র মোহন দাস উকিল মহাশয়ের বাসায় শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মহিমচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই যে, জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই চলা উচিৎ। তিনি সকলের সঙ্গেই কথা বলেন, এই নববিধানের বিশেষত্ব।

২য় দিন, ২৫শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, উপাসনার ঢাকা হইতে কোন প্রচারক ভ্রাতা না আসাতে শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দাসকে বেদীর কার্য্য করিতে হয়। আরো নববিশ্বাসী ভ্রাতা বাবু বিপিনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আচার্য্যের উপদেশ হইতে একটি উপদেশ পাঠ করেন, পরে প্রার্থনাতে নববিধানের বৈরাগ্য কি, তাহা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়।

৩য় দিন, ২৬শে পৌষ ১১ জানুয়ারী শুক্রবার রাত্রি ৬ ঘটিকার সময় বাবু সতীশচন্দ্র রায় উকিল মহাশয়ের বাসায় শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাবু মহিমচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, নারায়ণগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ এখন ১৬ বৎসরে পদার্পণ করিল। ঢাকার প্রচারকগণ বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা আর নারায়ণগঞ্জ আসিয়া উৎসবাদির কার্য্য করেন, এরূপ সম্ভব নয়। ১৫ বৎসর কাল তাঁহারা লালন পালন করিয়াছেন, এখন নারায়ণগঞ্জের উপাসক মণ্ডলী নিজের পায় দাঁড়াইয়া কার্য্য করুন।—শ্রীঅভয়চরণ দাস।

কুচবেহার।

১৯২৪ ইং, ১৩৩০ সাল, ১৮৪৫ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। ১১ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, শুক্রবার এখানে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব ব্রহ্মমন্দিরে হয়।

বিধানজননী আনন্দময়ী তাঁর নিঃসহায় দুঃখী সন্তানদের নিয়া এবার নিম্নলিখিতরূপে চতুর্নবতিতম শ্রীমাঘোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন

পূর্ব্বাহ্ণে ৮ঘটিকার সময় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হইলে সঙ্গীত আরম্ভ হয়। একটী প্রাভাতিক সঙ্গীত হওয়ার পর "আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে" প্রাণোচ্ছ্বাসের সহিত এই সঙ্গীতটী করা হয়। তৎপর ৮৷৷ঘটিকার সময় স্থানীয় বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীনবীন চন্দ্র আইচ বেদী গ্রহণ করিলেন। উদ্বোধনের সঙ্গীত হইলে পর বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ উৎসবানন্দময়ী জননীকে প্রণামপূর্ব্বক এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে ভক্তি কৃতজ্ঞতা দান পূর্ব্বক উদ্বোধন, উদ্বোধনান্তে সঙ্গীত, সঙ্গীতান্তে "সত্যং জ্ঞানং" মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আরাধনা, ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনা করা হয়। সাধারণ প্রার্থনার পর একটী সঙ্গীত হয়। সঙ্গীতান্তে স্তোত্রপাঠ, শ্লোক পাঠ ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা "নিত্য নূতন হরি" পাঠ ও তদনুযায়ী প্রার্থনা করা হয়। তৎপর সঙ্গীত, সঙ্গীত হইলে পর পুনরায় আনন্দময়ী মাতাকে প্রণাম এবং তাঁর ভক্ত সাধু সন্তানদিগকে ভক্তি কৃতজ্ঞতা দিয়া শেষ আর একটী সঙ্গীত করিয়া এবেলার কার্য্য প্রায় ১২৷৷টার সময় শেষ করা হয়। সঙ্গীতগুলি বেশ ভাব যোগের সহিত মনোরঞ্জনবাবুর নেতৃত্বে গভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। এবেলা অল্পসংখ্যক বাহিরের লোক এবং কতিপয় মহিলারা ও বালকবালিকারা সকলেই উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে ৪ঘটিকার সময় পুনরায় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় এবং শ্রীব্রহ্মানন্দ জীবন অবলম্বনে অল্পসংখ্যক লোকসহ পাঠ ও আলোচনা আরম্ভ হয়। ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িয়া মন্দিরটী লোকে প্রায় পূর্ণ হয় এবং সেই পাঠ ও আলোচনায় সকলে যোগদান করেন। আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের নূতন বিধান নববিধানে নূতন কি? নববিধানে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই পুরাতন নয়। সাধন ভজন সবই নূতন, দাঁড়াইয়া সংক্ষেপে বলা হয়।

৫৷৷ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। স্থানীয় প্রাচীন যুবক, যাঁহারা বরাবরই উৎসবাদি অনুষ্ঠানের কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা এবং স্কুল কলেজের ছাত্রগণ মধ্যে অনেকগুলি যুবক কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। কয়েকটী কীর্ত্তনের সঙ্গীত গীত হওয়ার পর ৬৷টার সময় উপাচার্য্য বেদী গ্রহণ করেন। এবেলা অধিকতর আনন্দ উৎসাহের সহিত উদ্বোধন ও আরাধনার কার্য্য সম্পন্ন হয়। ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনার পর সঙ্গীতান্তে শ্লোকপাঠ, শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা "সহজ সুখের ধর্ম্ম ও উপদেশ" "ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক" পাঠ করা হয়। পাঠান্তে "নিত্য নূতন হরি" "সহজ সুখের ধর্ম্ম" সার্ব্বভৌমিক নববিধান এবং বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে যে নিরাকার "ব্রহ্মদর্শন শ্রবণ স্বাভাবিক" এই তিনটী বিষয়ই অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনার পর স্থানীয় প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত রজনীনাথ দাস মহাশয় রচিত নিম্নলিখিত নূতন সঙ্গীত গান করা হয়। তদনন্তর পুনরায় সাম্বৎসরের সফল উৎসবজননীর আশীর্ব্বাদ প্রসাদ ও শ্রীব্রহ্মানন্দাদি সাধু ভক্তগণের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া এবারকার উৎসবের কার্য্য শেষ করা হয়। সর্ব্বশেষ "নমো দেব নমো দেব" এই প্রণামের সঙ্গীতটী করিয়া প্রায় ৯৷৷টার সময় শান্তিবাচন করা হইল।

সঙ্গীত।

মা তোমার প্রসাদে এবার আজ এই শুভ মাঘোৎসবে,
তোমারই গুণকীর্ত্তনে, মিলিত হয়েছি সবে।

যদি, দিয়েছ মা এ শুভ দিন, বিফলে যেন যায় না দিন,
দীনের ভাগ্যে এমন সুদিন, কবে আর হবে;
এই আশীর্ব্বাদ চাই সকলে, রইনা যেন তোমায় ভুলে,
ব্যাকুল প্রাণে মা মা বলে, ডাকি যেন ভক্তিভাবে।

মাগো, সঁপে তোমায় দেহ প্রাণ মন, মা বলে মা ডাকে যে জন
সফল হয় তার মানব জীবন, ধন্য সে ভবে;
চায় না মা সে আর কোন ধন, চায় কেবল তোমার নাম কীর্ত্তন
পেয়ে মা-নামের আস্বাদন সেই রসে সে থাকে ডুবে।

মাগো, প্রাণখুলে তোমায় ডাকিলে, আদর করে লও মা কোলে,
মা তোমার করুণা হলে, সকলই সম্ভবে;
সেই আশা করে অন্তরে, কাতরে ডাকি তোমারে,
সন্তানে করুণা করে, সে আশা কবে পুরাবে;

মাগো, মা বিনে সন্তানের বেদন, কে বুঝে আর মায়ের মতন,
তাই তোমায় করি নিবেদন, আমরা সবে;
যেন তোমার গুণগানে তোমারই নাম কীর্ত্তনে,
মা তোমার নাম সুধাপানে, মজে থাকি তোমার ভাবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

(কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া যে প্রকার আনন্দে নিমগ্ন হইলেন বাক্যে তাহা প্রকাশ করা যায় না। সকলই অপূর্ব্ব দৃশ্য, সকলই অলৌকিক ব্যাপার। দেবতাগণ মনের আনন্দে জীবন কর্ত্তন করিতেছেন। সে স্থানের শোভাসৌন্দর্য্য কে দেখে? মন্দিরগুলি রত্নময় ভবনপ্রাঙ্গণ রজতময়। চারিদিকে প্রাসাদগুলি সারি সারি সাজান রহিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে পথে পুরী-

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং নারায়ণ তথায় সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির আপনাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক রূপক পরিত্যাগ করিয়া ভাবিতে গেলে ইহাতে কাহার না হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইবে? কে না আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবে? রূপমাধুরী কথায় প্রকাশ করা দুষ্কর। যুধিষ্ঠির ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং ভগবানও যুধিষ্ঠিরকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। বস্তুতঃ তখন যুধিষ্ঠির অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলেন, কি তাঁহার সৌভাগ্য! দেবতাগণ তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত হইলেন। অতঃপর কথা আরম্ভ হইল। ফলতঃ পিতার সঙ্গে পুত্রের কথাবার্ত্তা না হইলে মনের ক্ষোভ দূর হইবার নহে। প্রকৃত শান্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। পত্নী ও ভ্রাতাদিগের মৃত্যুতে যে তাঁহার একান্ত কষ্ট ও মর্ম্মবাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল একে একে তৎসমুদয় নিবেদন করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, আমার সমভিব্যাহারে চল, এখনই তাঁহাদের সকলকে দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া দক্ষিণ দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পাপচক্ষে পবিত্রাত্মার ব্যাপার দেখা যায় না। আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তিনি সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইলেন তাঁহার নিকটে চারিদিকে অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল, প্রকৃতঃ তাঁহাকে তখন কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা অন্যে অনুভব করিতে পারে না। পিতামাতা প্রভৃতির নানাবিধ কথা শুনিতে পাইতেছেন, কিন্তু দেখিতে না পাইয়া ক্রমে তাঁহার যন্ত্রণানল শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাতেও তাঁহার বিপদের পরিসমাপ্তি হইল না; আবার বীভৎসজনক নরক দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। তাঁহাকে এরূপ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, বৎস! ভয় পরিত্যাগ কর, আর ভাবনা করিও না।

সম্মুখযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া (অশ্বত্থামা হত ইতি) বলিয়া যে এক বঞ্চনামূলক মিথ্যা ঘটনা করেন, বন্ধুবান্ধবদিগের অনুরোধে আপনার সত্যব্রতে স্থিরতর থাকিতে না পারিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতীতির জন্য যুধিষ্ঠিরও এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ইহাই যুধিষ্ঠিরের এরূপ ক্ষোভ প্রাপ্তির কারণ; কিন্তু তিনি প্রকৃত কারণ কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিলেন না। মঙ্গলময় পিতা কোন্ অভি-প্রায়ে কোন্ কার্য্য করেন তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারো ক্ষমতা নাই। এই মাত্র যে তিনি মঙ্গল ভিন্ন কাহারও অমঙ্গল করেন না, অমঙ্গল করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। বিষ্ণুর আদেশক্রমে গরুড় তাঁহাকে স্নান করিবার জন্য লইয়া গেল, তথায় অবগাহন করিবামাত্র দেবদেহ লাভ হইল। রাজা মনে মনে কত যে আনন্দিত হইলেন তা বলা যায় না। বিষ্ণুসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, আমার জীবন কৃতার্থ হইল। বোধ হয় যেন দেবত্ব অমরত্ব লাভ করি-লাম। তাঁহারা করুণাময় পিতাকে কৃতজ্ঞতাপুষ্প প্রদান করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার আরাধনা ও পূজা করিলেন, এবং সমস্ত বন্ধু বান্ধবদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলীপুটে প্রার্থনা করিলেন। স্বার্থপরতা ধর্ম্মরাজ্যের গুপ্তশত্রু, আপনার পরিত্রাণ হউক ইহা কে না বাঞ্ছা করে? কিন্তু সকলের পরিত্রাণ হউক ইহা কয়জন সাধক বাঞ্ছা করেন? যাহা হোক যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কিছুমাত্র স্বার্থপরতা স্থান পায় নাই। আদি হইতে পারি-বারিক ভাবে ধর্ম্মসাধন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দূরদৃষ্ট যে সকলেরই পথিমধ্যে পতিত হইতে হইল। যুধিষ্ঠিরের সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি হইল। সকল আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পাইয়া ও আলাপ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। রাজা একান্ত বিস্মিত হইলেন যে শত্রু-দিগকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াও আর অন্তকরণে বৈরভাব উপস্থিত হয় না।

পাঠকগণ একবার এস্থলে মনোনিবেশ কর, বুঝিতে পারিবে মুক্তির অবস্থা কেমন মধুময়, মুক্তিলাভ করিলে আর পাপতাপ মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না। কেবল উন্নতি, কেবল আনন্দ, কেবল শান্তি. তখন সত্য সত্যই পিতার বিরুদ্ধে চলা সকলেরই পক্ষে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। হরির অনুমতিক্রমে রাজা আপন পরিবার মধ্যে পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। প্রেমধামে প্রেম-পরিবার মধ্যে রাজা বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সাধন করিলে কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, সন্দেহমাত্র নাই। "ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না, কর সাধন পূর্ণ হবে মনস্কামনা।"

যুবকগণের উৎসব।

(৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, প্রাতঃকাল।)

[শ্রীযামিনীকান্ত কোঁয়ার।]

আজ যুবক মণ্ডলীর উৎসবে কেবলই মুঙ্গেরের কথা মনে হচ্ছে। এক বৎসর আগে আমাদের ভিতর মুঙ্গেরের কথা তেমন করিয়া আসে নাই। আজ কিন্তু দেবপ্রসাদে দেখিতেছি মুঙ্গেরের পুনরুত্থান হইয়াছে। এই পুনরুত্থিত মুঙ্গের সম্বন্ধেই দুএকটি কথা এখানে নিবেদন করিতে চাই। কেশবচন্দ্র যখন ৩০ বৎসরের যুবক মাত্র, তখন তাঁহার জীবনে মুঙ্গের আসিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের সংঘটন করে। জ্ঞান ও নীতির পর যখন ভক্তির সমাগম হইল, তখন কেশবজীবন বিয়োগ হইতে সংযোগের পথে প্রবেশ করিলেন। কেশবের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এই সময় হইতে হইল, যাকে ইংরাজীতে বলে he came to his own.

কেশবজীবনে যাহা সত্য তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির

জীবনে অল্প বিস্তর পরিমাণে সত্য। জ্ঞান ও নীতির পর ভক্তি যদি না আসে কিম্বা আসিতে দেরী হয়, তা হলেই ভক্তিবিহীন জ্ঞান ও নীতি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম আনিয়া উপস্থিত করে। শাস্ত্রের কথায় যখন আমরা বলি "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" এই যে ধর্ম্মের গ্লানির আরম্ভ হওয়া ইহা যেমন যোগ ভক্তির আতিশয্য বা অপব্যবহারে আসে তেমনি ভক্তিবিহনেও আসে। তাই শুভ মুহূর্ত্তে, psychological moment এ ভক্তি আসিয়া কেশবজীবন ও ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়াছিল। Miss Collett পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "The Bhakti movement of Monghyr saved the whole Brahmo Somaj from final dissolution." কিন্তু মুঙ্গের আসিয়াও দাঁড়াইতে পারিল না। ভক্তি আসিতে না আসিতে ব্রাহ্মসমাজে তাহাকে চাপা দিয়া দিল। কেশব জীবনের শেষ সময়ে খেদ করিয়া বলিলেন, "এমন নববিধান কিন্তু আজ তাতে মুঙ্গের নাই।" কেশবের মৃত্যুর পরও বিধানবিরোধী ভাব ও ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের ফলে মুঙ্গের ডুবিয়া গিয়াছিল, আজ সেই ভক্তির ম্লান দেখিয়া ভক্তময়ী মা নিজে তাঁর আদরের মুঙ্গেরকে আমাদের চোখের সামনে ধরিয়া তুলিতেছেন। আজ এই মুঙ্গের ও এই ভক্তি যুবকমণ্ডলীর কাছে আবার আসিয়াছে।

আদি সমাজে উপনিষদের ঋষিদের কথা ও লেখা ছাড়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মগ্রন্থে আর কাহারও বিশেষ স্থান ছিল না। হিন্দুস্থানের কাকেও নিতে গেলে পাছে পৌত্তলিকতার ছোঁয়াচ লাগে তাই হিন্দুস্থানের সাধু ভক্তদের দূরে দূরে রাখতে হয়েছিল। ভক্তি কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। এই ভক্তির রস মহর্ষিতে প্রবেশ করেছিল বলেই তিনি হিন্দুস্থানের বাইরে গিয়ে হাফেজকে অমন করে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কেন শ্রীগৌরাঙ্গকে ছেড়ে অত দূরের হাফেজকে মহর্ষি আদর করে নিয়ে এলেন তা বোঝা কিছু মুস্কিল নয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি অবস্থায় কেশবের ভিতরে ভক্তিরস প্রবেশ করে যখন তার লীলা আরম্ভ করিল, তখন তিনিও ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাঁর মনের মানুষ, মহাপুরুষ ধরবার জন্য। তখনকার নিরীশ্বর বৌদ্ধকে তিনি নিতে পারলেন না, শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যের কথা ত ভাবতেই পারলেন না, এমন একেশ্বরবাদী যে মহম্মদ তাঁকেও পাশ কাটিয়ে যেতে হ'ল। ঈশা ছাড়া আর কাকেও নেওয়া বা নিতে চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। মহর্ষি ঈশাকে নিয়ে তাঁর ভক্তিযজ্ঞ আরম্ভ করতে হ'ল। ঈশা কেশবের ভক্তিকুটিরের প্রথম সাধু অতিথি, প্রথম মহাপুরুষ, প্রথম মনের মানুষ। যাঁরা কেশবচন্দ্রের খৃষ্টগ্রহণে বিদেশীয়বাদ দেখেন, তাঁহারা মহর্ষির হাফেজ গ্রহণকে কি নাম দিবেন জানি না।

যাহা হউক, কেশবের যুগধর্ম্মের সাধুসমাগম-যজ্ঞের প্রথম অভ্যাগত খৃষ্ট বলিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেশবজীবনে ও বিধানভাগবতে ঈশার স্থান বিশেষ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ খৃষ্ট খৃষ্টানদের নয়, ইনি যুগধর্ম্মের। ইনি খৃষ্টানদের ঈশা হইলে অচিরে ভগবান সাজিয়া বসিতেন ও অন্য কোন সাধু বা মহাপুরুষকে তাঁর সঙ্গে বসিতে দিতেন না। এ খৃষ্ট নূতন, তাই নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশব ইহাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, ইঁহাকে পাইয়া যেন সব পাইলেন। ইনিও কেশবের সঙ্গে একাত্ম হইয়া ছোট বড় সকল সাধু সাধ্বীদের ডাকিয়া আনিতে লাগিলেন। তখন উপনিষদ ছাড়িয়া ভাগবতের, পুরাণের সূচনা হইল, স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্তে নামিতে হইল, হিমালয়বাসী নির্জ্জন সাধক ছাড়িয়া নিম্নভূমিতে ও জনসাধারণে নামিতে হইল।

কোথায়, কবে কোন্ গোপন অন্ধকারের গর্ভে এই পুরাণের আরম্ভ হইয়াছিল কে বলিবে, কিন্তু মুঙ্গেরে যে ইহার জন্ম হইল তাহা নিঃসন্দেহ। ব্রহ্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সাধুভক্তদের প্রতি বিশ্বাস ভক্তিও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিতে যে মুগ্ধ ও মত্ত হওয়া, তা আগে ছিল না। ব্রহ্মসঙ্গ ত যে স্বর্গ তার উপরে সাধুসঙ্গের স্বর্গ আসিল, শেষে পরস্পরের সঙ্গসংবাসে যে মর্ত্তে স্বর্গদর্শন ও লাভ হইল তাহা অভূতপূর্ব্ব। তাইত কেশব মুঙ্গেরকে সোণার মুঙ্গের, প্রাণের মুঙ্গের বলিলেন। এই স্বর্গ শুধু একাকীত্বের স্বর্গ নহে, এই স্বর্গ শুধু সাধুসমাগমের নহে, ইহা জনসাধারণকে লইয়া। ইহা শুধু ব্রহ্মলোক নহে, সাধুলোক নহে, ইহা এক পরিবার—ইহা সংসার—ইহা দৃষ্টাদৃষ্ট এক অপূর্ব্ব মণ্ডলী।

এই নবভক্তি আজ যুবকমণ্ডলীর ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য আসিয়াছে। ইহার ভিতরে কত রকম বিপ্লবের বীজ, সৃষ্টির উপাদান লুক্কায়িত আছে কে জানে? মুঙ্গেরে ভক্ত তাঁর বিপ্লবের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁর "ডাক দিয়ে গেছেন"। কে আজ বিপ্লবের নিশান ধরিতে চায়, ভক্তের ডাক, ভগবানের আদেশ শুনিতে চায়?

প্রেরিত।

জামালপুর ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয়ের ১৯২২ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব।

আয়।

মন্দির মেরামত জন্য দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার হালদার	৫৲
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমসুন্দর বসু	৩০৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র রায়	১০৲
প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার বসু	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু হাজারীলাল	৫৲

হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বেচুনারায়ণ লাল	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০৲
শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র	২৲
সরসী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর পাল	২৲
প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	
শ্রীযুক্ত বাবু যতীনাদ মল্লিক	
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়	
স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে মাঃ ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়	২০০৲
প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন	৫৲
	৩৪৫৲

ব্যয়।

জমীদারী খাজানা—১৯১৭ সালের পূর্ব্ব বাকী সমেত		৬১৮/০
টাক্স		৮৮৸/১০
নাম খারিজ দাখিলের জন্য		৸৫/১০
ভাড়াটীয়াদের অধিকার হইতে মন্দির উদ্ধার করণ জন্য নানা স্থানে উকীল ব্যারিষ্টার'দগের পরামর্শ লইবার জন্য যাতায়াতের খরচ, শেষ ঈশ্বরকৃপায় সংকেই মন্দিরটী উদ্ধার হওয়ায় তাহার দখলাদি লইবার জন্য যাতায়াতে খরচ এবং দখলের পর মন্দিরে কয়েকবার উপাসনাদি জন্য খরচ		৩০৶১৫
মন্দিরের জন্য তালা		৸৶০
মন্দির সংস্কারের মোট ব্যয়		৩৭৷১৫
অর্থাৎ দখল পাওয়ার পর চুণ ফিরাণাদি দ্বারা মন্দিরটী পরিষ্কার মাঃ অধরবাবু	৫৷১৫	
১৯২৩ সালে বর্ষার সময় মন্দিরের চালে খাপরা দেওয়ান ও চুণ ফেরাণ	৩২৲	
	৩৭৷১৫	
		১৪৮৷৶১০
	হাতে স্থিত—	১৯৬৸১০
	মোট—	৩৪৫৲

২১ বৎসর পরে মন্দিরটী দখল পাওয়া গিয়াছে। এতকাল মধ্যে মেরামত না হওয়ায় একবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। চাল-গুলি নূতন করিতে হইবে, পূর্ব্ব পশ্চিমের প্রাচীর যেরূপ ফাটিয়াছে, সম্ভবতঃ সে দুটীও ভাঙ্গিয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত মেজে নূতন করা দরকার, তার পর ভিতর বাহির প্লটিং করিয়া চুণ ফেরাইতে হইবে। রাস্তার প্রাচীরের ইট ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই একটী estimate করিয়া মেরামত করা আবশ্যক।

শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সংবাদ।

নববেবালয়ে উপাসনা—মহোৎসব সাধনার্থ এবার ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে প্রাতে ৯॥০টার সময় বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

বিশেষ উপাসনা—শ্রীমন্মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীমান্ বিধান ভূষণ মল্লিক উপাসনা করেন। ডাঃ শ্রীমতী শান্তিপ্রভা ও একটী বিহারী যুবা যোগদান করেন।

উৎসব—নববিধান ট্রষ্টের সাধারণ সভা ও ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব।—৫নং রমাকান্ত সেন লেন, উল্টাডিঙ্গিতে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সভানেতৃত্বে নিম্নলিখিত কার্য্য-প্রণালী অনুসারে নববিধান ট্রষ্টের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। (১) সঙ্কীর্ত্তন, (২) উপাসনা, (৩) গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী (১৯২৩), (৪) আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, (৫) গৃহপ্রবেশ—দানশীল শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন মহাশয়ের প্রদত্ত জমীখণ্ডে—(ক) কান্তিচন্দ্র-স্মৃতিনিবাস; (খ) গোপীনাথ সেন পুস্তকাগার ও পাঠাগার। অনেকগুলি নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন।

কাকীনায় মাঘোৎসব—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ কাকীনায় বন্ধুগণের আহ্বানে মাঘোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি করিয়া আসিয়াছেন। বিশদ বিবরণ পরে প্রকাশ হইবে।

কুচবিহারের সংবাদ—২০শে জানুয়ারী ১৯২৪, ৬ই মাঘ ১৩৩০ সাল রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৩য় পুত্র শ্রীমান্ পরিমলকুমারের ৫ম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার করুণাকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা ও শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করা হয়।

বিদ্যারম্ভ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে প্রফেসার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ দত্ত D Sc., P. R. S. মহাশয় উক্ত শ্রীমানের হস্তে লিখাইয়া শুভানুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে উক্ত শিশুর অভিভাবক ৫৲ টাকা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে দান করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী সংক্ষেপে উপাসনার কার্য্য করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্য, ভাই অক্ষয়কুমার দত্ত ও ভাই চন্দ্রমোহন দাস অধ্যেতার

কার্য্য করেন। শরৎচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও তাঁহাদের জিতেন্দ্রমোহন সেন প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দান প্রদত্ত হয় :—

কাপড় ১৬ খানা, গৈরিক ১৬ খানা, সাদা পাথরের গেলাস ৬টা, তোড়া ৬টা।

নগদ দান।

প্রচারাশ্রম ২০৲, অনাথাশ্রম ২০৲, কান্তিচন্দ্র স্মৃতিনিবাস ১০৲ শ্রমজীবি বিদ্যালয় ১০৲, নীতিবিদ্যালয় ১০৲, ভগ্নীসমিতি ১০৲, কাশী অনাথাশ্রম ১০৲, কালা বোবাদের স্কুল ১০৲।

শ্রীমতী মীরা ও উমাদেবী তাঁহাদের কাকার শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করেন :—

প্রচারাশ্রম ১০৲, অনাথাশ্রম ১০৲, কান্তিচন্দ্র স্মৃতিনিবাস ১০৲ শ্রমজীবি বিদ্যালয় ১০৲, অন্ধদের বিদ্যালয় ১০৲ টাকা।

স্মৃতিসভা—গত ২০শে জানুয়ারী শ্রদ্ধেয় ভাই কালীনাথ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধার্পণার্থ তাঁহার প্রতিবেশীগণের উদ্যোগে চন্দন নগরে একটী স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু পঞ্চানন ঘোষ বক্তৃতা করেন এবং সময়োপযোগী সঙ্গীত দ্বারা ভাইএর প্রতি প্রীতি অর্পণ করেন। ঐ দিন রাত্রে চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দত্ত, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ইচ্ছাময়ী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবাড়ীতে স্বর্গগত ভাই উমানাথ গুপ্তের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ২নং নবীনচন্দ্র পাল লেনে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রদত্ত হয় :—প্রচারাশ্রমে ৩৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৩৲, কান্তিচন্দ্র-স্মৃতিফণ্ডে ২৲, চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে ২৲।

বিজ্ঞাপন

মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ ছিল, তাই এবার দুই পক্ষের "ধর্ম্মতত্ত্ব" একত্র বাহির করিবার উদ্দেশ্যে চারি ফর্ম্মার দুই সংখ্যা প্রকাশ করা হইল। আগামী বারের সংখ্যাও চারি ফর্ম্মায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা। এবার হইতে যাহাতে "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রতিবারে নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহির হয় এবং যাহাতে ইহার অন্যান্য প্রকার অভাবাদি মোচন হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। এক্ষণে গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহাশয়গণের সহায়তা ভিক্ষা।

নববর্ষের অভিবাদন।

মা নববিধানবিধায়িনী জননীর কৃপায় নববিধান শ্রীদরবারের মুখপত্র এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" উনষষ্ঠি বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে জননীচরণে প্রণাম করিয়া স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীমৎ আচার্য্য এবং ইহপরলোকস্থ প্রেরিত প্রচারক গ্রাহক অনুগ্রাহক লেখক ও মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নী সকলকে নববার্ষিকী অভিবাদন করি। "ধর্ম্মতত্ত্ব" যাহাতে বিশেষ ভাবে এবার সুসম্পাদিত ও সুপরিচালিত হয়, শ্রীদরবার তাহার ব্যবস্থা করিতে অভিলাষ করেন। যদিও এজন্য একজন সেবকের উপর ইহার সম্পাদন ভার অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীদরবারস্থ সকল ভাইয়ের সমবেত সহযোগীতায় ও সমগ্র নববিধান পরিবারের একত্র সংযোগে এবং স্বয়ং পবিত্রাত্মার জীবন্ত আলোকে যাহাতে ইহা পরিচালিত হয় ইহাই একান্ত আকাঙ্ক্ষনীয়। নববিধান বিশ্বাসী মাত্রে এবং ইহার পাঠক পাঠিকা সকলেই যাহাতে ইহাকে আপনার মনে করিয়া, যাঁহার যাহা দেয় তাই দিয়া ইহাকে প্রতিপালন ও গ্রহণ করেন এবং ইহার দোষ ত্রুটী ক্ষমা করিয়া ও অভাবাদি পূরণ করিয়া ইহার উপযুক্ত সেবা সাধনে সক্ষম করেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রাথনা। মার ও সবার শুভাশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষণ হউক।

শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ।

১৯২৪ খৃঃ, ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশনের নির্দ্ধারণ :—

১। প্রচারক পরিবার ও প্রচার কার্য্যের সাহায্যকারী যাঁহারা প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার আপাততঃ ভাই গোপালচন্দ্র গুহ গ্রহণ করিলেন।

২। "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদন ও তাহার অর্থাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায়ের সহকারিতায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক গ্রহণ করিলেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

আর্য্য ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৩৩০ সাল, ১৮৪৫ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
28th February, 1924.

বাৰ্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধানবিধায়িনী জননি, ধন্য হও তুমি। তুমিই ত আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগকে বৈদিক যুগে বিশ্ব প্রকৃতিযোগে তোমায় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তোমারই বেদগান করাইয়াছিলে। তুমিই আবার পর-ব্রহ্মরূপে প্রকট হইয়া তাঁহাদিগকে আত্মায় পরমাত্মাকে জ্ঞানযোগে সমাধান করিতে শিখাইয়া যোগধ্যানে নিমগ্ন করিয়াছিলে। তুমিই ত পৌরাণিক যুগে তোমার ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত করিয়া তোমাকে শ্রীহরি ও পিতা মাতা সখা সুহৃদাদি বিভিন্ন নামরূপে তোমার লীলাবিহার উপলব্ধি করিতে ব্যাকুল করিয়াছিলে এবং ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ সাধনায় নিরত করিয়াছিলে। তুমিই ত যুগে যুগে যত যোগী যত ভক্ত যত জ্ঞানী যত কর্ম্মী সন্তান জন্ম দিয়া এবং ঈশা মুষা নানক গৌর মোহম্মদাদি এক এক সন্তানকে এক এক বিশেষ বিধানবাহক করিয়া যুগধর্ম্ম-বিধান সকল বিস্তার করিয়াছ এবং তদ্দ্বারা সাধারণ জন-গণের মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছ। আবার সেই তুমিই এই নবযুগে সর্ব্বধর্ম্মবিধান ও সর্ব্বভক্তকে নবভাবে সঞ্জীবিত করিয়া সর্ব্বসমন্বয়-জীবন নবসন্তানকে কোলে লইয়া স্বয়ং মাতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ এবং সমুদয় মানবকে তোমারই অঙ্কে একই নবশিশু অঙ্গে গাঁথিয়া যোগ-ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বিত পাপ-আমিত্বমুক্ত পরি-বর্ত্তিত নবজীবনে বাঁচাইবার জন্য এবং তোমারই আনন্দে নিত্য-আনন্দে মগ্ন করিতে এই নববিধান বিধান করিয়াছ। তুমিই আপন চিদাত্মা সহযোগে আমাদিগেরও ন্যায় অধম পাপীজনগণকেও তোমার এই বিধানের আশ্রয়ে আনি-য়াছ। তবে তুমিই মা আমাদিগকে নিজ কৃপাগুণে তোমারই পরিচালনায় পরিচালিত করিয়া তোমারই যন্ত্র-রূপে ব্যবহার করত জীবনে তোমার বিধান পূর্ণ করিয়া লও। তোমার নববিধান জয়যুক্ত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে দয়াময়, এই দলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। হরির দলে মিশিয়া হরিকে ডাকিব। দলবল লইয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকিব এই চাই। পরস্পরের চাকরের মতন হইয়া তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব ইহাই বিধানের অভিপ্রায়। আশীর্ব্বাদ কর তাহাই যেন হয়।—(এই দলেই পরিত্রাণ—দৈ, ১ম। ৪০)

হে পরমেশ্বর, মত হইতে চরিত্র বড়। তোমার রাজ্যে পরস্পরকে দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইব। পরস্পরের সঙ্গ পাইয়া ভাল হইব। ভক্তের মন্দ দিক থাকিলই বা, সে দিক আমরা দেখিব না। কেবল ভাল দিক দেখিয়া ভাল

হইব। তোমার দল করিবার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শুদ্ধদল কর। (শুদ্ধদল—দৈ, ২য়—৩৯)

——

তোমার বিধান একটী শরীর, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষ। "মানুষ যদি পৃথক্ হইয়া ধর্ম্ম সাধন করে, নববিধানের পরিত্যক্ত বস্তু হয়, যোগই প্রাণ, বিয়োগেই মরণ, যাহারা বিধানের কার্য্য করে তাহারাই বিধানের লোক। আমরা যতক্ষণ ইহার কাজ করি ততক্ষণ বাঁচি। বিধান ছাড়া চলিলে তিনি নির্জীব। বিধানের রক্ত আমাদের দেহমনে আসিলে তবে আমরা জীবিত। আমি যদি বাইরে গিয়া বৌদ্ধমতে কি হিন্দুমতে কি মুসলমান মতে উপাসনা করি, তবে আমি মৃত নিষ্ফল তরুর ন্যায়। তোমার কর্ম্মচারী তুমি স্থির করিয়া যিনি যেখানে আছেন তোমার বিধানশরীরের সহিত সংযুক্ত কর। (বিধানশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দৈ, ২য়—৪৬)

——

মহোৎসবের মহাফল।

জাপানে ভূমিকম্প হইল। সংবাদ আসিল আকস্মিক অগ্ন্যুদ্গীরণে নগর গ্রাম দেশ একেবারে ধ্বংশ হইল। কোথাও বা মহাজলপ্লাবনে নগরের পর নগর ধৌত হইয়া গেল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও রহিল না, তাহার সহিত কত গৃহ, কত জনপদ, কত জীবজন্তু নরনারী কোথায় ভাসিয়া গেল কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। আবার আর এক দিকে সমুদ্রগর্ভ হইতে কেমন এক সুন্দর নবদ্বীপ উত্থিত হইল।

প্রকৃতির নৈসর্গিক ব্যাপারে এরূপ যে সকল মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহা সর্ব্বদাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যেও কি এরূপ ঘটনা ঘটে? যদি না ঘটে অধ্যাত্মভূকম্পের মাহাত্ম্য কোথায়?

মহোৎসব আর কি? মহোৎসবও পৃথিবীতে স্বর্গীয় নৈসর্গিক আন্দোলন। ভূকম্পন, ঝড়, জলপ্লাবন যেমন ভৌতিক প্রকৃতিতে, মহোৎসবও তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যে। ইহা পৃথিবীতে স্বর্গের অবতরণ, স্বর্গের অদ্ভুত আন্দোলন।

স্বর্গ হইতে একটা ঝড় উঠিল, একটা মহা বর্ষা নামিল, তাহারই নাম মহোৎসব। পরমাত্মা তাঁর আত্মাময় স্বর্গস্থ দেবসন্তানদিগকে লইয়া পৃথিবীস্থ জীবদিগকে অধ্যাত্ম আন্দোলনে আন্দোলিত করিতে যে আত্মপ্রকাশ করিলেন তাহাই এই মহোৎসব।

যাহারা সংসার করিতেছিল, বিষয়বুদ্ধি লইয়া একটু আধটু ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছিল তাহাদিগকে যেন উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবার জন্য মহোৎসব আসিল। কিন্তু সত্যই কি ইহা অলৌকিক ক্রিয়া করিয়া ঝড় যেমন তৃণ ধূলিকেও আকাশে উড়াইয়া লইয়া যায়, তেমনি কতই উচ্চ লোকে এই মন প্রাণকে উত্থিত করিয়া, কতই উচ্চ ভাবের ভাবুক করিয়া দিয়া চলিয়া গেল?

দেখিলাম বটে, যে নাচিতে জানিত না সে নাচিল, যে গাইতে জানিত না সে গাহিল, যে বক্তৃতা করিতে পারিত না সে কতই বক্তৃতা করিল, যে জড়সড় হইয়া আপন শোক তাপ দুঃখে ম্রীয়মাণ হইয়া বসিয়াছিল, সে [illegible] নিমেষ মধ্যে ভুলিয়া সে ব্যক্তি আনন্দবাজার করিতে লাগিল।

কিন্তু ইহা কি সাময়িক, আকস্মিক না সত্য আধ্যাত্মিক? বাহ্য দৃশ্যে যাহা দেখিলাম, যদি নিত্য জীবনে তাহা স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বলিব ইহা কেবল সাময়িক ভাবের উত্তেজনা মাত্র।

ভূকম্পে যেমন সত্য সত্যই দেশ প্লাবিত হইল, অগ্নিকুণ্ডে বৃহৎ অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইল, আবার সুন্দর এক নবদ্বীপ উত্থিত হইল, সত্য মহোৎসবের ফলেও তেমনি পুরাতন "আমি" পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, জ্ঞানাভিমানসম্ভূত বিদ্যাবুদ্ধি ভাসিয়া যায় এবং পুরাতন জীবনের যাহা কিছু সমুদয় উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া নববিধানের নূতন মানুষ তৈয়ারী করিয়া দেয়। এ মানুষ আর সে মানুষ নয়, যে কেবল চলে বলে খায় পরে সংসার করে, কিন্তু সে সকলই নবভাবে পবিত্রাত্মার উত্তেজনায় করে, ব্রহ্মভাবে ব্রহ্মনন্দনের ভাবে করে। সে আর তার নয়, সে যে মার, মা যে তার। সে মা বই জানে না। তার "আমি" "আমার" সকলই মার দ্বারা অধিকৃত। তার ধর্ম্ম তার আর নিজের হাতে নাই, কাম ক্রোধ লোভ রিপুর তাড়না এবং দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার উত্তেজনা তাহাকে আর বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। তাহাকে সাধন দ্বারাও যে সে সকলকে প্রশমিত করিতে হয় তাহা নয়, মা স্বয়ংই পবিত্রাত্মা সহ তাহার মন প্রাণ অধিকার করিয়া তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ নিত্য আনন্দ নিত্য উৎসব সম্ভোগে তাহাকে সক্ষম করেন।

জাগাইয়া দিলে। তাই কি তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ সমগ্র চেষ্টা, ধন ও সম্পত্তি, সেই নববৃন্দাবনলীলাকারীদিগের কীর্ত্তি সংরক্ষণে নিয়োজিত হউক এই কাতর প্রার্থনা প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত করিলে? শ্রীনববৃন্দাবনের মনোরম চিত্র উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশিত হইল।

যেদিন এই নববিধান বিশ্বাসভাণ্ডার সংস্থাপিত হইল, সেই দিন শ্রীনববৃন্দাবন কি, সকলকে বুঝাইবার জন্য, হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, সেই লীলারসময় শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্থান, শ্রীমন্দির দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। অজস্র অশ্রুসলিলধারে সকলের হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া উর্ব্বরা করিবার, আর বিদীর্ণ বক্ষবিনিঃসৃত শোণিতধারার উত্তাপে সকলের তুষ্ণীম্ভাব নিরাকরণ করিয়া জীবনীশক্তির সংস্পর্শে সকলকে আপনার করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। শ্রীনববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার পুথি জলন্ত জীবন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল।

আর আজ এই স্মৃতিমন্দির অনন্ত আকাশে উচ্চ শির তুলিয়া আমাদিগকে কি নিবেদন করিতেছে। ঠাকুর, এই কয় বৎসর ধরিয়া তুমি এই দীন সন্তানগণকে লইয়া কত লীলাই না করিলে, কত শিক্ষা দান করিলে। তোমার প্রেমে তোমারই দিকে কত ভাবে আকৃষ্ট করিলে।

নববিধানের মহাজনদিগের কীর্ত্তিসংরক্ষণের চেষ্টা কত ভাবে সংঘটিত হইল। কিন্তু হায়! এ পর্য্যন্ত কিই বা সংসাধিত হইল? কেহ কেহ বলিলেন, কমলকুটীর আচার্য্যপরিবারের। সেই পরিবারবর্গের দ্বারাই সংরক্ষিত হইবে। দেবতা, আচার্য্যদেব কোন পরিবার সংগঠনের জন্য জীবনপাত করিলেন? সমগ্র বিধান মণ্ডলীকে তাঁহার প্রেমপরিবারভুক্ত করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ যদি সেই মণ্ডলী আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিসংরক্ষণের দায়িত্ব অনুভব না করেন, তবে কি আচার্য্যদেবের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয় না? শ্রীহরি, অধিকারী নয় বলিয়া, তুমি কি কোন দিন দীন কাঙ্গাল সন্তানদিগকে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে বঞ্চিত করিয়াছ? তুমি ত চির দিনই কাঙ্গালদিগকে শাকের ক্ষেত দেখাইয়া তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রেমপ্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়াছ। পিতার প্রেমরাজ্যে সকল সন্তানেরই অধিকার, এই বাণী চিরঘোষিত হইয়াছে।

* * * * *

যাঁহার হস্তে তোমার বিধানের পতাকা দিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে সুদূর প্রদেশে, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের বার্ত্তা, শান্তি এবং মানবহৃদয়ে বিশ্বপ্রেম প্রচারিত করিলে, তাঁহারই জন্যে অধিষ্ঠিত আশ্রম আজ জীর্ণ, বিদীর্ণ। আর মণ্ডলী অসদ্ভাব, অসম্মিলনের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার সংরক্ষণে বিফলপ্রয়াস।

মঙ্গলময়ী মা, তোমার সকল ভক্তের গৃহে, তোমারই অধিষ্ঠান স্থান হউক, এই ইচ্ছাই প্রকাশিত হইল। এই অভিপ্রায়েই মঙ্গলবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইল। হায়, আজ সকল গৃহে অমঙ্গলের আশঙ্কায় সকলে সশঙ্কিত।

নববিধান প্রচারাশ্রম, প্রেমিক বৈরাগীদিগের আবাসস্থান কাকা বাবুর সেবাক্ষেত্র। সেই আশ্রম অপ্রেমিক মণ্ডলীর ঘোর সাংসারিকতায় আজ কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। মণ্ডলীর সেবার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবার জন্য মণ্ডলীর কেহই দায়িত্ব বোধ করেন না। তাঁহাদের সেবার ভার গ্রহণে কেহই ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। কাহার সহিত কি সম্বন্ধ কেহই বুঝিতে চেষ্টা করেন না। কে কাহার আত্মীয়, এ কথা কেহই মনে ভাবেন না।

প্রেমময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, তোমারই সম্বন্ধে যে সকলেই আত্মীয়, কেহ কারো পর নয়; সকলেই প্রাণের ভাই, প্রাণের ভগিনী, এ সব কথা কবে আমরা বুঝিব? এ সব কথা না বুঝিলে, অসম্মিলন অসদ্ভাব না ঘুচিলে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয় না, জগতে শান্তি সংস্থাপিত হয় না, মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ অসম্ভব। বিশ্বাস, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, কিছুরই আস্বাদন পাওয়া যায় না। অসম্মিলনে হরিলীলা হয় কি সাধন?

ন্যায়বান বিচারপতি, তাই কি আজ তুমি, তোমার নববৃন্দাবন মন্দির, এই সুদূর স্থানে সংস্থাপিত করিলে? তাই কি আজ তুমি দেখাইলে যে, নববিধান মহাজনদিগের কীর্ত্তি সংরক্ষণ এত দুঃসাধ্য?

যে দিন দ্রোণাচার্য্যের নিকট বালক একলব্য অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইল, আচার্য্য তাহাকে অক্ষত্রিয় নীচ জাতি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই দীন সন্তানের অভিপ্রায় দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় দূরে প্রক্ষিপ্ত হইল। অনুরাগ ভরে, ভক্তিযোগে, আচার্য্যের পূজা অর্চ্চনা করিয়া, গভীর প্রাণযোগ সাধনে, একলব্য সেই সেই অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ হইলেন। পরে গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন।

কাঙ্গালের ঠাকুর, তাই আজ তোমার কাছে এই কাতর নিবেদন, সেই পুরাণ কথিত আদর্শ শিষ্যের ন্যায় জীবন সাধনে সন্তানকে প্রবৃত্ত কর। তোমার উপর বিশ্বাস চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকুক। তোমার প্রেমমূর্ত্তি ভগ্নহৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিয়া নীরবে চলিয়া যাই। তোমার আশীর্ব্বাদ ভক্তিভরে অবনত হইয়া চিরদিন তোমার ভক্তপদধূলি মস্তকে বহন করি। আর যাঁহার স্মরণার্থে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহারই ন্যায় দাসত্বব্রত সাধন করিয়া যেন কাঙ্গাল বৈরাগী হইতে পারি। আর সেই ভক্তচূড়ামণি যিনি পিতৃভক্তি প্রদর্শনের জন্য এই পুস্তকাগার ও পাঠাগার সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন এবং তদুপরি সেই ভক্ত সেবকের স্মৃতিনিবাসকে আশ্রয় দিলেন, তাঁহার কথাও যেন কোন দিন না ভুলি।

এই নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রথমে তোমারই কৃপা ভিক্ষা করিয়া আরম্ভ করিয়াছি, তোমারই কৃপা সেই কার্য্য সাধনে কত শত পরীক্ষা-সাগরে উত্তীর্ণ হইতে সহায় হইয়াছে, আর আজ এই শুভ গৃহ প্রবেশানুষ্ঠানের দিনে তোমারই কৃপা ভিক্ষা করিয়া সকলে সমস্বরে আবার বলি,—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

ভক্ত কবি স্বর্গীয় ভাই কালীনাথ ঘোষ।

ভক্ত কবি, দীনসেবক, ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীমৎ কালীনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদে প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলাম। প্রেমময় শ্রীহরি এই পাপীকে ভক্ত কালীনাথের সঙ্গে প্রেমের একটী নিগূঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার অমায়িক ও মধুর প্রকৃতি এবং ভক্তিপূর্ণ কবিত্ব আমাকে তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মবন্ধুত্বের স্বর্গীয় সূত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

অনেক দিন পূর্ব্বে ভাই কালীনাথ টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে টাঙ্গাইলে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে তিনি আশাকুটীরে সাপ্তাহিক কাল অবস্থিতি করেন। এই হইতে তাঁহার সহিত এ দাসের যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, তাহা চিরজীবন অক্ষুণ্ণ আছে ও থাকিবে। ভক্ত বন্ধুদিগের এতাদৃশ প্রাণগত মিলন দয়াময় শ্রীহরির অসীম কৃপার অকাট্য প্রমাণ সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় কালীনাথের আগমনে টাঙ্গাইল বিশেষ ভাবে উৎসবময় হইয়াছিল। আশাকুটীরের বালক, যুবক বৃদ্ধ সকলেই কালী বাবুর সুমধুর সঙ্গীত ও সুমিষ্ট উপাসনায় এবং ভাবপূর্ণ বক্তৃতায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তৎকালে আশাকুটীরে কয়েকজন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, তন্মধ্যে আমার ভগ্নীপতি পরম প্রীতিভাজন স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর বাগছী এবং শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার রায় প্রধান। ভক্ত কালীনাথের আকর্ষণে ইঁহারা অতিমাত্র মুগ্ধ এবং কালীনাথও ইঁহাদের ভালবাসায় একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রিয় শ্যামসুন্দর বাগছী মহাশয় কালীবাবুকে তাঁহার পরলোকগত পালিত পুত্রের আদরের একখানি কংসনির্ম্মিত থালা (Plate) উপহার দেন। কালী বাবু তাহা পাইয়া যে কি আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে হয়, স্বর্ণমুদ্রা পাইলেও কেহ এত সন্তোষ লাভ করে না। শ্রদ্ধেয় কালী বাবুর হৃদয় খুব প্রেমপ্রবণ ও প্রেমলোলুপ ছিল। অল্প মাত্র ভালবাসা পাইলেই তিনি গলিয়া যাইতেন। টাঙ্গাইলের এই উৎসবের কথা কালী বাবু আনন্দের সহিত স্মরণ করিতেন।

ইহার পর সিরাজগঞ্জ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। সে ১৩২১ সালের আষাঢ় মাস। এই সময় শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত সিরাজগঞ্জে আমার নিজ বাসায় আমি অনেক দিন একত্র অবস্থিতি করি। একত্র পান ভোজন অবস্থান সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনায় আমাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলন আরও গাঢ় হয়। সেথায় কালীবাবু সিরাজগঞ্জবাসীদিগের অপূর্ব্ব সেবা করিয়াছিলেন। একাধারে তাঁহাতে যে সকল প্রচারোপযোগী গুণ ছিল, তাহা অল্প লোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক দিকে তাঁহার সরল ও নির্ম্মল স্বভাব, অপর দিকে প্রেমপূর্ণ সুমিষ্ট ব্যবহার, ভক্তি প্রীতি ও দীনতা, তাঁহার সঙ্গীতপটুতা, বক্তৃতা ও উপাসনার ক্ষমতা প্রভৃতি তাঁহাকে প্রচারকদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছিল। ইহার পর গিরিধি ও কলিকাতায় তাঁহার সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি, ততবারই আমি তাঁহার ভালবাসা ও দীনতায় মুগ্ধ হইয়াছি। প্রথম দৃষ্টিতে হয় তো কেহ কেহ মনে করিতে পারিতেন, তিনি বুঝি খুব ব্যক্তিত্ব-প্রধান ছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমি অনেকবার তাঁহার ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু ব্যক্তিত্বাভিমানের দুর্গন্ধ তাঁহাতে টের পাই নাই। যখন আমি কলিকাতায় ২নং রাজাবাগান স্ট্রীটে ছিলাম, তখন তিনি অনেকবার আমাকে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিতেন। যতবার তিনি আসিতেন, ততবারই আমি তাঁহার জীবনের শিশু ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। অতি দীন ভাবে আমার গৃহে প্রবেশ করিতেন, পাদুকা অতি দূরে রাখিতেন, অনেক সময় মেঝের উপরই বসিয়া পড়িতেন, আর কত সুখ দুঃখের কথা বলিতেন। কখন কখন প্রার্থনাও করিতেন। তবে ভাব না আসিলে বড় সঙ্গীত করিতেন না। ইনি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। দরবারে ও অন্যান্য স্থানে হয় তো প্রাণের কথা একটু তীব্র ভাষায় বলিয়া ফেলিতেন, তাই কেহ কেহ ইঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন। কিন্তু আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি, যদি তাঁহারা ইঁহার অন্তরপ্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ ইঁহার প্রতি বিরক্তি কি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার

—o—

কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক ও চতুর্নবতিতম মাঘোৎসব।

কাকিনায় এবার ৯ই মাঘ বুধবার হইতে ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার পর্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী-মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের আহ্বানানুসারে এই মাঘোৎসব উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ তথায় যান এবং তথায় কয়েকদিন উপাসনা পাঠ প্রসঙ্গ ও বক্তৃতাদি যোগে প্রভুর কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া ১৫ই মাঘ বুধবার

কলিকাতায় ফিরেন। এই উৎসবের প্রোগ্রাম অনুসারে নিম্ন লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল :—

৯ই মাঘ বুধবার ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে উদ্বোধনসূচক উপাসনা। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই বেলায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই দিন সন্ধ্যার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন প্রচারক শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপচন্দ্র দাসের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্রসমাজ গৃহে শোকসভা হয়। এই সভায় পুরুষ মহিলা, বালক বৃদ্ধ, যুবক প্রভৃতি স্থানীয় অনেকে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন জন্য সম্মিলিত হন। প্রথমে একটি সঙ্গীত হইলে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া একটী প্রার্থনা করেন। তৎপর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর অনেকে স্বর্গগত আত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন। তৎপর সভাপতি নবদ্বীপ বাবুর সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সম্পর্কাদি বর্ণন করিয়া, নবদ্বীপ বাবুর প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিলে একটী সঙ্গীতান্তে অগ্রকার কার্য্য শেষ হয়।

১১ই মাঘ প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই বেলার উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন, অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনাদি হয়।

১২ই মাঘ শনিবার কাঁকিনা ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব। পূর্ব্বাহ্নের উপাসনা স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত লালতমোহন সেন সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তন হয়। খুব মত্ততা ও ব্যাকুলতার সহিত নগরকীর্ত্তনের কার্য্য হয়। সায়ংকালের উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন। এবেলা স্ত্রীলোক পুরুষ, বালক বৃদ্ধ নানাশ্রেণীর লোক দ্বারা মন্দির বিশেষ ভাবে পূর্ণ হয়। উপাসনা ও উপদেশাদি উপস্থিত সকলের যথাসম্ভব উপযোগী রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালের উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন, অপরাহ্নে ছাত্রসমাজের উৎসব ও বালকবালিকা সম্মিলন হয়। সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বালকবালিকাদিগের আবৃত্তি, পাঠ ইত্যাদির পর বালকবালিকাদিগের জলযোগ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১৪ই মাঘ সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে তাঁহার কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনাদি করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় ছাত্রসমাজ গৃহে "স্বর্গের সুসমাচার" বিষয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বক্তৃতা দান করেন।

১৫ই মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে মহিলাসম্মিলন হয়।

এইরূপে লীলাময় শ্রীহরির পবিত্র উৎসবক্ষেত্রে সকলে তাঁহার পূজা বন্দনা, সঙ্গীত সংকীর্ত্তন, পাঠ প্রসঙ্গাদি যোগে পবিত্র স্বর্গীয় উৎসব সম্ভোগ করিয়া ধন্য হন।

সংবাদ।

পারিতোষিক বিতরণ—গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ নন্দনের স্বর্গারোহণ দিনে মঙ্গলবাড়ীতে ও ২৬শে স্বর্গীয় ভ্রাতা প্রসন্নকুমার চৌধুরীর সাম্বৎসরিক দিনে ২২নং হ্যারিসন্ রোডে ডাক্তার জে, এম্, দাসের বাড়ীতে উপাসনা হয়। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ উভয় স্থানেই উপাসনা করেন।

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে, শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলালের জামাতা ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী প্রার্থনা করেন।

স্বর্গীয় ভুবনমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের বাড়ীতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

দীক্ষা—বিগত ১২ই ফাল্গুন, খুরুপুর ষ্টেসন মাষ্টার শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র চন্দের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীলিমা নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত হইয়াছেন। নীলিমার পিতামহ শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দ উপাসনা করিয়াছিলেন।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ৫ই ফাল্গুন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষের বালিগঞ্জের বাটীতে তাঁহার আত্মীয় শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন গুহ নবসংহিতা মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের কার্য্য করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ডাক্তার ডি, এন্, মল্লিকের পৌত্রী এবং শ্রীমান্ অজিতনাথ মল্লিকের শিশু কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

পরলোকগমন—করাচির জজ, ভ্রাতা মতিরাম আদ্বানির সহধর্ম্মিণী কয়েক দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, ইনি রেঃ জয়সীর কন্যা। বালেশ্বর নিবাসী ভ্রাতা ধ্রুব কুমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরলোকগত আত্মাগণ মাতৃক্রোড়ে শান্তিলাভ করুন এবং শোকসন্তপ্তদিগকে তিনিই সান্ত্বনা বিধান করুন। আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের শোক সহানুভূতি জানাইতেছি।

উৎসব—গত ৪ঠা ফাল্গুন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন অমরাগড়ীর সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ৪ঠা সন্ধ্যায় আরতিযোগে উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ৫ই ফাল্গুন, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া-

ছিল। ৬ই ফাল্গুন শান্তিবাচন হয়। ভাই প্রিয়নাথ ও ব্রাতা অখিলচন্দ্র উপাসনাদি করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভাগলপুরে ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব হইতেছে। কয়েক দিন ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে উপাসনা, রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব, সোমবার ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব, মঙ্গলবার শিশুদিগের উৎসব, বৃহস্পতিবার যুবকদিগের উৎসব ও শুক্রবার শান্তি-বাচন, ইহাই উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

সেবা ও সেবকগণ—ভাই বিহারী লাল সেন চক্ষু অস্ত্র করাইয়া কয়েক দিন শয্যাগত ছিলেন। এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাইতে পারেন।

ভাই চন্দ্রমোহন ও ভাই অক্ষয়কুমার বালেশ্বরে স্বর্গীয় ভাই নন্দলালের পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

ভাই প্রমথলাল ভাগলপুরের উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তিনি ভাগলপুর হইতে মুঙ্গেরে যাইতে পারেন।

মাঘোৎসব সাধন—বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে জাতি ভিয়া সবাইয়ে শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষের বাটীতে তিন দিন বিশেষ উপাসনা, একদিন বালক বালিকা-সম্মিলন ও একদিন আনন্দবাজার হইয়াছিল। স্থানীয় ভিন্নমতিলাগণ সকলেই সাগ্রহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিক্ষালয়ের উন্নতি—জাতিভিয়া সবাইয়ে বিনয়ভূষণ বালিকা শিক্ষালয়ের দুইটী ছাত্রী নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এই শিক্ষালয়টী দুই বৎসরাধিক কাল স্থানীয় বঙ্গবালিকাগণের "শিক্ষালয়"এর অভাব মোচন করিতেছে।

কুচবিহারের সংবাদ—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ লিখিয়াছেন:—গত ৮ই জানুয়ারী শ্রীমদাচার্য্যদেবের ৪০শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কেশবাশ্রমে বিশেষ উপাসনা, ৯টা ৫৩ মিনিটের সময় ধ্যান. মধ্যাহ্নে ঐ আশ্রমেই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করা হয়। ১লা জানুয়ারী, ১৭ই পৌষ হইতে ১২ই জানুয়ারী ২৮শে পৌষ পর্য্যন্ত এ কয়দিন এক এক বাড়ীতে ও বাসায় প্রাতঃতর উপাসনা হইয়াছিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ ইং, ২৬শে মাঘ, ১৩৩০ সাল, শনিবার সরস্বতীপূজার দিনে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে তাঁহার করুণাকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী, ৮ই ফাল্গুন, বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৭।৷ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অনাদিরঞ্জন আইচের ১৭শ বর্ষের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

নূতন পুস্তক।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী প্রণীত "Harmony" নামে একখানি নূতন পুস্তক প্রচারকার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ।৷০ আনা, ডাক মাশুল ইত্যাদি ৵০ আনা। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ।৷৵০ আনা পাঠাইলে পুস্তক পাওয়া যাইবে।

বিশেষ নিবেদন।

"ধর্ম্মতত্ত্বে" যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ ও সংবাদাদি লিখিয়া ইহার সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রবন্ধাদি একটু ছোট করিয়া লিখিতে চেষ্টা করেন। দীর্ঘ প্রবন্ধ বা ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইলে অধিকাংশ পাঠকের তেমন প্রীতিকর হয় না। প্রচারক ও সাধক মহাশয়দিগের সাধনসম্ভূত অভিজ্ঞান বিষয়ক ঘনীভূত ভাবপূর্ণ ছোট ছোট প্রবন্ধই সকলের বিশেষ আদরণীয় হয়। লেখকমহাশয়দিগকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতে অনুরোধ করি।

গ্রাহকমহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

যাঁহার যাহা দেয়, তিনি দয়া করিয়া যদি না চাহিতেই দেন, অর্থাভাবে আর "ধর্ম্মতত্ত্বের" মুদ্রণাদির অভাব হয় না।

প্রত্যেক গ্রাহক মহাশয় যদি আর একজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, এখনই গ্রাহকসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায়। গ্রাহকমহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া এই দুইটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন কি?

পাঠকমহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

পাঠকমহাশয়গণ "ধর্ম্মতত্ত্ব" পাঠ করিয়া যদি অন্য এক জনকেও ইহা পড়িতে দেন, পাঠকসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। যদি তাঁহারা ইহার লেখা সম্বন্ধে দোষ ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া কিম্বা সৎ উপদেশ দিয়া সম্পাদককে লেখেন, তবে ইহা শীঘ্রই তাঁহাদের মনের মত হইতে পারে। নববিধানতত্ত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্ন মনে উদিত হইলে আমাদিগকে লিখিলে আমারা যথাসাধ্য প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিব

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যথার্থ মহোৎসব সম্ভোগের সুফল এই। যাঁহারা এবার মহোৎসব সম্ভোগ করিলেন, তাঁহারা কি এ সুফল লাভের সাক্ষী দিবেন? মা মহোৎসব-বিধায়িনী, যদি মহোৎসব আনিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা জীবন দ্বারা ইহার মহাফলের পরিচয় দিয়া ধন্য হই।

তত্ত্ব।

আরতির বিশেষ কথা।

"পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, বিবেকপ্রদীপ আমাদের হস্তে। এই পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ঘুরাইতেছি। ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখা দাও বিরাট রূপে। কথা কও। মা বলে ডাকি উত্তর দাও। ইচ্ছা হয় মার স্তনের দুগ্ধ খাই, স্তন ধরে ঝুলছে এই সন্তান। ব্রহ্মমূর্ত্তি কোল দাও। আলিঙ্গন দিয়া শুদ্ধ হই। সেবকের বুকে দাঁড়াও। যোগী ফকীর কর। হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। রাজা সম্রাটের মুকুট পদতলে রাখিয়া উড়াইলাম নববিধানের নিশান। নিশ্চয় নববিধান দিগ্বিজয়ী হইবে।" বাহিরের আলো উপলক্ষ করিয়া অন্তরের আলো জ্বালিয়া অন্তর বাহিরে ব্রহ্মালোক দর্শন ও তাহাতেই তন্ময় হইয়া তৎপ্রদর্শন ইহাই এই আরতির মর্ম্ম।

শরীর ব্রহ্মমন্দির।

সাধারণ লোকে বলে, "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং", কিন্তু বিশ্বাসীর কাছে শরীর ব্রহ্মের মন্দির। বাস্তবিক এ শরীর বিধাতা স্বহস্তে গড়িয়াছেন, তিনি ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে তাহাতে প্রাণের প্রাণ মনের মন যিনি তিনি নিত্য বাস করিবেন। আমরা তাহা না করিতে দিয়া ইহাকে আমার শরীর মনে করিয়া ইহাকে জরা জীর্ণ ব্যাধির মন্দির করি এবং কাম ক্রোধাদি ভূতের বাসা হইতে দি। ধিক আমাদিগকে, এখন হইতে যিনি সত্য এর দেহপতি তাঁহাকেই ইহা উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকেই ইহা দখল করিতে দি, তিনি ইহার সংস্কার করিয়া তাঁহারই মন্দিররূপে প্রদর্শন করুন।

সংসারের সুখস্বচ্ছতা।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেব বলিলেন, "মা আমাকে লক্ষপতি করেছেন, আমি কি মার কাছে পুঁইশাক ভিক্ষা করবো?" লক্ষ টাকা যাঁর পুঁজি তিনি কি কখনও তাই দিয়া পুঁইশাক কিনিতে যান? সিকি পয়সাতেই পুঁইশাক মেলে। পুঁইশাকের ব্যবসায়ীর কাছে যদি লক্ষ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে চাও সে উপহাস করিয়াই উড়াইয়া দিবে। বলিবে তাহা দিতে আমি কোথায় পাইব? সংসারও যে সুখ সম্পদ স্বচ্ছতা শান্তি লইয়া কারবার করেন তাহাও পুঁইশাকের মত অসার অলীক মায়িক, ধর্ম্মের বণিক যিনি, ধর্ম্মধনে ধনী যিনি, তিনি ইহা চান না, ইহা পানও না। তাই মহাপুরুষ সাধু ভক্ত যাঁরা, বিষয়সম্বন্ধে চির দুঃখী চির অসুখী তাঁরা। নিত্য সুখ নিত্য শান্তি তাঁরা চান এবং তাহাতেই তাঁহাদের মন নিবদ্ধ রাখেন, কায়িক মায়িক অনিত্য সুখস্বচ্ছতার জন্য তাঁহারা লালায়িত নন, দাতা যিনি তিনিও তাহা তাঁহাদিগকে দেন না যা তাহাতে তাঁহাদের লুপ্ত হইতে দেন না। তিনি চান সংসারের সুখ দুঃখে লাভালাভে স্বচ্ছতায় অস্বচ্ছতায় অবিচলিত ও নিষ্কাম নির্লিপ্ত থাকিয়া তাঁরই ইচ্ছার অনুসরণ করা হয়, ইহাই সত্যধর্ম্ম সাধনের মহাপ্রসাদ।

ব্রহ্মোৎসব সাধন।

[শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনার সার।]

১৫ই জানুয়ারী—উৎসবারম্ভ।

হে প্রেমময়, সম্মুখে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। মনোত্তমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি।

মহারাজাধিরাজ, তুমি আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দাও। নববিধান আমাদিগের জীবন, এই আমাদের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে। আমরা কয়জন তাহার দূত।

হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও, পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল পথের কড়ি নববিধান।

এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটী প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এই দিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত, এই দিকে বুড়োমির চূড়ান্ত। খুব ক্ষমা দীনতা বৈরাগ্য শিখিতে হইবে।

পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর এই প্রার্থনা।

১লা মাঘ, সন্ধ্যা—আরতি।

শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সহকারে আরতি আরম্ভ হইল। স্বর্গ এবং পৃথিবী যোগ দিল।

সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান মূর্ত্তি দর্শন কর। ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন কর। হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি।

পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, বিবেকপ্রদীপ আমাদের হস্তে। এই পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশ্বর

বলি আর দীপ দুরাই। ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখা দাও। আকাশজোড়া তোমার রূপ।

গগন থালে সূর্য্য চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়া তোমার আরতি করে, আকাশ তোমার সিংহাসন। প্রকাণ্ড মহাদেব, ক্ষুদ্র নরনারী পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীরা তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে। আরও সমুজ্জ্বলিত হও। শত সহস্র প্রদীপ হাতে ধরি। সমাগত নরনারী তোমার মুখ দর্শন করিবে। তোমায় দর্শন করি বিরাট রূপে।

সমস্ত আকাশ ব্রহ্মমূর্ত্তিতে পূর্ণ হইল। আমরা সকল সুর একত্র করিয়া তোমার আরতি করি। আমাদের প্রেমপ্রদীপ ভক্তিপ্রদীপ বলিয়া দিল তুমি লাবণ্যময়ী সুন্দরী, সর্ব্বারাধ্যা দেবী।

ব্রাহ্মেরা কেন এতদিন তোমার আরতি করে নাই। না আবার আলোটী ধরি। দেখি তোমার স্নেহনয়ন কেমন? আলো, দেখাও ত আমার মার রূপ। এই যে আমার জননীর মুখ! মার মুখ সন্তানের কাছে প্রকাশ কর মা। ইচ্ছা হয় মার স্তনের দুগ্ধ খাই।

বঙ্গদেশ, ভারত পৃথিবী আজ জগজ্জননীর আরতি কর। আজ তোমার স্নেহগুণে ভক্তমণ্ডলীর কাছে ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তিত হউক। ভক্তহৃদয়বিলাসিনীর আনন্দমুখ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম।

মা তোমার যত যোগী ভক্ত, যত ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় স্মরণ করি। নববিধানের জয় ঘোষণা করি, প্রাচীন কাল হইতে যত অমূল্য তত্ত্বকথা সোনার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতে জননী কর্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছেন।

আজ আরতির বাদ্য সংকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম, রাজা সম্রাটদিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া আজ উড়াইলাম তোমার নববিধানের নিশান। এখন ভক্তের বিনীত প্রার্থনা—ভীরুতা, অপবিত্রতা, অসরলতা দূর কর। মা তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর।

দ্বার খুলিল, দেবদেবী দেখা দিলেন। সকল ভাই ভগ্নীর সঙ্গে জাতি-নির্ব্বিশেষে এক হইলাম। গুণনিধি, সেবকের বক্ষে দাঁড়াও। যদি ইচ্ছা হয় যোগী ফকির কর।

এবারকার উৎসবে স্বর্ণকলস পূর্ণ করিয়া কি আনিয়াছ জানি না। এই তোমার সমক্ষে নববিধান নিশান নিখাত হইল, নিশ্চয়ই নববিধান অক্ষয় অমর দিগ্বিজয়ী হইবে।

আমরা মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমাদের সেনাপতি ব্রহ্মাণ্ডপতি। এস ব্রহ্মমূর্ত্তি কোল দাও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই।

পবন যাঁর আরতি করে, সূর্য্য যাঁর দীপ সেই প্রভুকে আমরা ধরিয়াছি। তোমায় ছাড়িব না। তোমায় বক্ষে বাঁধিব। তুমি এই পাপ হৃদয় গ্রহণ কর।

স্নেহময়ী আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবে প্রকৃত ফল লাভ করে কৃতার্থ হই, যেন দেশ শুদ্ধ লোক মেতে যাই। মা জগজ্জননি, পতিতোদ্ধারিণী মা, আমার মা, আমার ভাই বন্ধু সকলের মা, দুঃখিনী ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আরো কাছে এস, আর মা ছাড়া হইয়া কাঁদিব না।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী কল্যাণদায়িনী মা জগজ্জনে তোমায় মা বলে ডাকে উত্তর দাও। উৎসব খোলা হইল, মা একবার মুখভরে আনন্দমনে তোমায় মা বলে ডাকি। আশা ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

১৬ই জানুয়ারী।—ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী।

হে আশ্চর্য্যদলপতি, তুমিই এই দলের কর্ত্তা। তুমিই ইহার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য ও মঙ্গলবিধাতা, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে, বিশ্বাস থাকে। তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। এবার উৎসবে সকলেই ভাগীদার হবেন, পশ্চাতে থাকা কারো ঘটিবে না।

আদর করিয়া, আমোদ করিয়া সকল ভাইগুলি দৌড়িয়া আসিবেন। বলিবেন আমরাও মার প্রেমের কথা বলিব। একজন দুইজন যে স্বর্গের প্রেম এক চেটে করেছে তা নয়, সকল ঘটে ব্রহ্মের করুণা, ব্রহ্মের প্রেম। এই কজন ভক্ত কি পেয়েছেন তাই জগৎকে বলুন, আমার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে এঁদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য্য মাধুরী, চরিত্র কি অপরূপ রূপ, প্রেমের লীলা সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন, পবিত্রাত্মা যেন সকলের ভিতর থাকেন।

এবার প্রচারক প্রেরিত, ভক্তমণ্ডলী, বৈরাগী, গৃহস্থ সাধক সকলেই সুসমাচার লইয়া আসিয়াছেন। সাক্ষীর দল ক্রমশঃ বাড়িবে। মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আসিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়া দিবেন চরিত্রে।

হে দেব, তুমি ইহাদিগকে বলে দাও। লোকে যেন বলে প্রাণেশ্বর এই কটী লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়েছেন যে তাঁদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক একজন বেদীতে দাঁড়াইয়া বলিবেন, রাগ লোভ অহংকার এঁদের ভিতর নাই, এঁরা মুক্তির সৈন্য চলেছেন, এঁরা ব্রহ্মকে পেয়েছেন, এঁরা বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণগুলি পেয়েছেন, এমনি করে ঠাকুর এঁরা বলুন। মার প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন তা বলুন। ক্ষুধিত ভারতভূমি এঁদের মুখের ভাল ভাল সত্য গ্রহণ করে আহার করুক। এই কটা লোক তৈয়ার করে তুমি জগতের সম্মুখে দাঁড় করাও।

হে দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর শত শত আত্মা আপনাপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথা বলুন, বলিয়া কৃতার্থ হউন।

১৭ই জানুয়ারী।—হরিই সর্ব্বস্ব।

হে ঈশ্বর, তুমিই একমাত্র এই প্রাণ মনের অধিকারী হও। দিবারাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা যেন তোমারই কাছে পড়িয়া থাকি,

তুমি ভিন্ন তো আর কেহ নাই যে প্রাণকে টানিতে পারে, আর কেহ নাই যার জন্যে প্রাণ জন্ করিয়া উঠে। তোমার কাছে থাকিলে সকলই হইবে ইহা বিশ্বাস করিতে দাও। হরি সুখ, হরি শান্তি, হরিই সর্ব্বস্ব।

নিত্যোৎসাহী হইয়া তুমি আমাদের জন্য উৎসব গৃহ রচনা করিতেছ। কাল হারিয়া গেল, কাল তোমাকে বৃদ্ধ করিতে পারিল না। তুমি উদ্যমপূর্ণ বালকের ন্যায় কত করিতেছ। তুমি আমাদের জন্য পুরাতন উৎসব আনিতে পার না। উজ্জ্বল নূতন উৎসব রচনা করিতেছ, কত আয়োজন করিতেছ।

১৮ই জানুয়ারী।—খাঁটি প্রেম।

হে দয়াময় বিচারপতি, আমি যে অভিযোগ কচ্চি তা সত্য কি না, বল। আমি পৃথিবীর লোকের কথা বলছি না, এই ঘরের লোকগুলির কথা বল্‌ছি, আমার বিশ্বাস হয় না যে হরি, আমার ভাইরা কেউ তোমায় তেমন ভালবাসেন! যতক্ষণ না হরি বলে উন্মত্ত হন এঁরা।

মা যাত্রীরা এলেন, প্রেমিক তো এলেন না? জ্ঞানী কর্ম্মী ভক্ত বিশ্বাসী নববিধানবাদী দলে দলে আস্‌ছেন, আমার মাকে যে ভালবাসে সে তো আস্‌ছে না? সে যে কেবল হরি হরি বলে, সে যে প্রেমে কেবল নয়নজলে ভাসে।

হরি, মাকে যে ভালবাসে তাকে আমি চাই, আর কাউকে চাই না। আমার মাকে ভাতের চেয়ে, জলের চেয়ে, কাপড়ের চেয়ে, টাকার চেয়ে, বাড়ীর চেয়ে, পুকুরের চেয়ে, গঙ্গার চেয়ে ভালবাসে এইটুকু চাই।

মা প্রেমের মিষ্টতা একবার ভাল করে বুঝিয়ে দে। মস্ত কর মুগ্ধ কর, আর যেন কেহ সংসারের বিষকে অমৃত না বলে। মা ভিন্ন তুলনায় বস্তু আর পাব না। প্রচারকেরা মাকে আগে সৌন্দর্য্য বলুক, ধন বলুক, বাড়ী বলুক, মিষ্ট বলুক, অন্ন জল বলুক, মচ্ছরী বলুক, তবে তো মার মান রক্ষা হবে।

হে কৃপাময়ি, কৃপা করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার স্বর্গের খাঁটী প্রেমরস পান করে একেবারে আনন্দময় হয়ে চিরমুগ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারি।

১৯শে জানুয়ারী।—ব্রহ্মবাণী।

হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, ভক্তিরাজ্যের তুফান তুমি। ১১ই মাঘের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের চক্রের ভিতর ভক্তেরা পড়িলেন। ঝড় কি? প্রত্যাদেশ, ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ হাওয়ার ঝড় নয়, ব্রহ্মের কথা ভারতে ঘুরিতেছে। প্রত্যাদেশ ঘনীভূত হইয়াছে এই ঝড়ে। কোন্ দিক হইতে আসিতেছে কোথায় যাইতেছে, কে বারণ করিতে পারে? ঐ দিকে সকলে চলিতেছে।

হে অগ্নিময় ঝড় এ সময় যেন নির্জীব না থাকি। ব্রহ্মবাণীর ঝড় উঠেছে এই নাম ঘোষণা কর। নিদ্রিত জগৎকে চাই না। যে রাজ্যে প্রত্যাদেশ নাই, ব্রহ্মবাণী শোনা যায় না, সে রাজ্যে সে নরকে থাকিতে চাই না। মানুষের নির্জীব কথা শুন্‌তে চাই না। তুমি কথা কও স্পষ্টাক্ষরে, পৃথিবীর উপদেষ্টারা চুপ করুন। এখন মানুষের শাস্ত্র প্রচারের সময় আর নাই। এ যে উৎসব, এ যে ১১ই মাঘ! আমি কেবল জীবন্ত শাস্ত্র মানি।

হরি হে নির্জীব নিদ্রিতদের জাগাও। এখন কথা কও কথা কও, তোমার কথা শুনি। ঝড় আস্‌ছে ৪০ হাজার বেদ বেদান্ত তার সঙ্গে ছুটছে। "আমি এয়েছি" "আমি এয়েছি" এই শব্দ আরো ভাঁকিয়ে আসুক। "আমি আছি" "আমি আছি" "আমি আছি" "আমি আছি" এই ব্রহ্মের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া ঝড় হইয়া আসুক। মা শক্তিরূপিণীর কথা তাড়িতগুলি হৃদয়ে এসে লাগছে। আমার মার মিষ্ট কথাগুলি এখন বজ্রধ্বনিতে আসছে। এ শব্দ না শুনে কে আর থাক্‌তে পারে? পৃথিবী চুপ, ব্রহ্ম মা কথা কও।

প্রেমময়ী এই আনন্দের সংবাদ জগৎ শুনাইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ তোমার কথায় তোমার সত্যের প্রমাণ। তোমার ঝড় লোকগুলিকে শুনিয়ে তোমার সত্যের প্রমাণ করি।

মা অঃ শক্তিরূপিণী, জোর হয়ে পরাক্রম হয়ে এস। আর অবিশ্বাসী নাস্তিক যেন কেউ না থাকে। শব্দ আমাদের পথের নেতা হোক। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নববিধানের উৎসবের দ্বারে উপস্থিত হই। ভাই বন্ধুকে নিজে বল। সকলে মিলে ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠধামে যাই। শুনি আর আরো পবিত্র হই।

হে করুণাময়ি, তুমি দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর তোমার প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া শুনে, স্পষ্ট করে দেখি, নবজীবন লাভ করি এবং দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হই।

২০শে জানুয়ারী—মহত্ত্বলাভ।

হে নববিধানের বিধাতা, তোমার সকলই ভাল। তুমি ছোট যদি তবে ভাল, তুমি বড় যদি তাহলেও ভাল। পিতা, ছেলেরা ছোট চায়, তাই তুমি বলেছ যে আমার ছেলে হবে আমি তার খেলাঘর হব। আবার মা বড় হলেন যখন, তখন আমি ছোট থাক্‌তে পারি না।

নববিধান যে অতি প্রশস্ত ব্যাপার। এ যে বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড ধর্ম্ম, এসিয়া আমেরিকাকে গ্রাস করিল। আমি কথা কহিলাম ছোট ছোট স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে, এখন কথা কচ্ছি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে। আমি ছোট হই ধূলীকণার ভিতর বসে ব্রহ্ম সাধন করি, আবার হঠাৎ করে গিয়ে চন্দ্র সূর্য্যকে দুই দিকে রেখে বিশ্বপতি তুমি তোমার আরাধনা করি।

আমার মন রবারের মত দুই দিকে টানা যায়। আমি কেবল ছোট হইলে হবে না। আমি যদি মাটীর ঢিপিকে পাহাড় কল্পনা করিয়া, যোগ সাধন করিয়া জীবন কাটাইলাম, তবে প্রকাণ্ড হিমালয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিলাম আর সেই

কথা এতিস্ পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল ইহা তো দেখিতে পাইলাম না।

হে পরমেশ্বর নববিধানবাদী হলাম, ব্রহ্মাণ্ডকে বুকে রাখিতে পারিলাম না? আমরা মহাসমুদ্র প্রকাণ্ড পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। হৃদয়কে প্রশস্ত কর, মনটাকে খুব বড় কর। রাজা হব মেদিনীপুরে, রাজা কর্‌বো আনন্দ রাজ্যে। প্রত্যাদেশের ঝড়ে হৃদয়ের দরজা খুলে দাও।

সময় আসিয়াছে, আসিতেছে ভগবান, যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি দুই ভূখণ্ডকে দুই দিকে রাখিব।

ভাই হও ভাই, স্বামী স্ত্রী হও ভাই, আনন্দের মিলন কিন্তু চাই। ভগবান সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত কাল আর ঝগড়া থাক্‌বে? দুঃখের নিশি কবে অবসান হবে। মা পৃথিবীর ক্রন্দন শোন। নববিধান এসেছেন। মা দশ মিলিয়ে দাও।

যত ভাই যত ভগ্নি তোমায় মা বলে ডাক্‌বে। সকল জাতি তোমাকে ডাকিবে, একটী বিস্তীর্ণ নববৃন্দাবন করিয়া দাও, তাতে সকল সাধকেরা নৃত্য করুন।

হে কৃপাময়ি, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা ছোট ছেড়ে বড় হই, যেন প্রকাণ্ড পৃথিবীর মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হই এবং সমস্ত জাতি সমস্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হই।

২১শে জানুয়ারী।—নিত্য নূতন হরি।

হে ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি আছ কি না বল। তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই, যদি না থাক আপত্তি আছে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক আমার বারা শঙ্কা, হরি যদি চিরকাল সমান থাক তবে আমার মরা ভাল।

এখনও সেই ব্রহ্ম চিন্তা, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান? আমি মানি না হরি। আমি মানি নূতন নূতন পরিবর্ত্তন। রোজ নূতন নূতন ঈশ্বর। হরির লীলা না হলে হরিকে ভাল লাগে না। আমার হরিতে অরুচি হয় না।

একতারায় অরুচি হয় না। একটা তার বটে, কিন্তু আমি ওর ভিতর থেকে মহাদেব, দুর্গা, শ্রীমতী কালী সকলকে বাহির করি। আমি শঙ্কর গুরুকেও পাই আবার মিষ্ট মা নামও পাই।

শুষ্ক ঈশ্বর এক রকম থাকে। আমাদের হরি রোজ রোজ নূতন নূতন রকম। কত রকম তুমি জান! তুমি আমাদের মা কত রকম পোষাক পর। চিরকাল ভক্তরাজ্যে এই রকম বিচিত্রতা প্রকাশ করিও।

মা রোজ নূতন সরস সতেজ না হলে মানুষের ভাল লাগে না। নববিধানের ঠাকুর যে নবীন তার ছেলেরাও নবীন। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ ওরাও মার মত নূতন নূতন পোষাক পরেন। তুমি যে দিন মধুময় হও তোমার আকাশও সে দিন মধুময়। নবীন গাছ, নবীন ফুল নবীন জগৎ নবীন হরি, আমি চিরদিন যেন নবীন ভাবে পূজা করিতে পারি।

এক মা লক্ষ মা। কোটী কোটী রূপ তোমার। তুমি চিরনবীন বীণা বাজাও। দয়াময়ী আমাকে যদি বাঁচাতে চাও তোমার রোজ নূতন হতে হবে। আর আমি এঁদের সেবক ভৃত্য আমাকে যদি নূতন দেখাও শুনাও। আমি এঁদের নূতন শোনাব দেখাব। নূতন নূতন প্রার্থনা করিব, নূতন উৎসব করিব। ভ্রাতৃপ্রেম নূতন কর্‌বো। নববিধান নূতন বিধান। নূতন কর। নূতন বিশ্বাস, নূতন চক্ষু, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ, নূতন প্রতিষ্ঠা, নূতন প্রার্থনা। নবীনের নবীন, নবীনের ভক্তবৎসল, তুমি নবীন আমরা নবীন। নিশান নূতন সবই নূতন, আকাঙ্ক্ষা নূতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন চেতন দাও, নূতন উৎসাহ দাও। নবীন দলকে মাতিয়ে এবার পৃথিবীকে দেখাও। নববিধানের লোকেরা তোমায় নূতন করে রেখেছে।

দয়াময়ি, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নূতন ভাবে, নূতন উৎসাহে, নূতন মত্ততায় মত্ত হয়ে চির নবীন ভাবে তোমারি পূজা করিতে পারি।

নববিধানের আদর্শচরিত্র সঙ্গীত।

("শুভ আশীর্ব্বাদ দানে"—সুর)

(নব) বিধানের আদর্শ চিত্র, রাখি সম্মুখে নিয়ত,
গড়ি জীবন সেই মত, আচার্য্যের এই বাচন ;
মা, করুন আশীষ দান, এ আদর্শ মত যেন
করি জীবন গঠন, (হই) নববিধান মূর্ত্তিমান।

জানি নর ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মকন্যা নারী যত,
(হই) প্রবৃত্তিহীন শুদ্ধচিত্ত, কার প্রীতি সম্মান ;
ভালবাসি শত্রু যত ক্ষমি তাদের অপরাধ,
না হই কভু উত্তেজিত, হলেও ক্রোধের কারণ।

সৌভাগ্য লভিলে অন্যে হই আনন্দিত মনে,
হিংসা দ্বেষ পরতন্ত্র, নই আমি কদাচন ;
আমি দীন বিনীত অহঙ্কার শূন্য চিত্ত,
পদ, ধন, জ্ঞান, শক্তি, ধর্ম্মেরও অহংহীন।

বৈরাগী ভাবনাশূন্য চাহি না পার্থিব ধন,
বিধাতার প্রদত্ত অর্থ, করি কেবল গ্রহণ ;
পেয়েছি যাদের ভার সাধ্য মতে সেবি তার
পরিজন সন্তানে শিখাই, ধর্ম্ম নীতি অনুক্ষণ।

হয়ে আমি ন্যায়বান, করি যার যা প্রাপ্য দান,
সময়মত ঋণশোধ, দিই ভৃত্যের বেতন ;
বলি সদা সত্য কথা সত্য বই বলি না যা তা
করি ঘৃণা মিথ্যা কথা, আমি সারা জীবন।

দয়ালু দরিদ্রের প্রতি দুঃখ নিবারিতে রতি,
দাতব্যে করি সাহায্য, অবস্থা আমার যেমন ;
বাসি ভাল সর্ব্বজনে, শ্রম করি নিশি দিনে,
মানবের কল্যাণ বর্দ্ধনে, স্বার্থপর নই কখন।

আমার উদার চিত্ত, ঈশ্বরে স্বর্গেতে স্থিত,
নই সংসারে আসক্ত, জীবনের এই পণ ;
করি একেশ্বরে বিশ্বাস, জড় পূজায় নাই বিশ্বাস,
জাতিভেদে অবিশ্বাস, মানি ভাই সর্ব্বজন।

সর্ব্বসম্প্রদায়ের সত্য সর্ব্ব শাস্ত্রে আছে যত,
লয়ে তাদের অবনত, করি সবারে গ্রহণ ;
সাম্প্রদায়িক পাপাতীত করি বিশ্বাস নিয়ত,
পবিত্রতা সত্য কোন দলে বদ্ধ নয় কখন।

করি বিশ্বাস সব বিধানে, সর্ব্ব সাধু ভক্তগণে,
করেন যাঁদের ভিতর দিয়া ঈশ্বর বাণী প্রেরণ ;
করি বিশ্বাস বিজ্ঞানে ঈশ্বরের আলোক জেনে,
বিজ্ঞানবিরুদ্ধ যাহা করি ঘৃণা অনুক্ষণ।

সমন্বয় নববিধানধর্ম্মে, প্রেম, যোগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, কর্ম্মে
নিরপেক্ষে সব ভাবে করি সর্ব্বদা সাধন ;
ঈশাদি সকল ভক্তে, সবারই বিশেষ অনুরক্ত,
দিই বিশ্বাস ব্যক্তিগত করি ভক্তি অনুরাগ দান।

আপনাতে কি জগতে করি চেষ্টা প্রতিষ্ঠিতে,
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ এই ধর্ম্মবিজ্ঞান ;
দেখেছি আমার ঈশ্বরে, শুনেছি বাণী অন্তরে
(হই) তাঁর পরম আনন্দিত, করি জীবন যাপন।

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

১৬ই আষাঢ়, ১৭৯৬ শক।—অন্যূন একবৎসরকাল প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে কেহ এই সভা কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক প্রচারকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না। এক বৎসরের পর আবেদন করিলে, সেই আবেদন সর্ব্বসম্মতিতে স্থিরীকৃত হইবে।

২৯শে আষাঢ়।—প্রচারকসভাতে সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইবেন। নিকটে বা দূরে প্রচার বা অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষে যদি গমন করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া অনুমতি লইতে হইবে।

প্রচারকগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রচারকসভায় যথা সময়ে তাহার বিচার ও মীমাংসা হয়।

৪ঠা শ্রাবণ।—প্রচারকেরা সপরিবারে প্রচারার্থ দূরে গমন করিলে তথায় অন্যূন এক বৎসরকাল প্রচার করিবেন।

২৫শে শ্রাবণ।—যদি কেহ কখনও এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন, তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইলে যেখানে সেখানে দোষোল্লেখ না করিয়া প্রচারকেরা তদ্বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সভাতে উহার বিচার করিবেন।

সত্য ও উদারতা সম্বন্ধে এই কথা হইল যে, প্রথমে শুধু সত্য, পরে উদারতা। সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করিবে না। প্রত্যেক অসত্যের বিরুদ্ধে আমরা খড়্গহস্ত বীর। অসত্যের প্রতি আমাদের অমিশ্রিত ঘৃণা থাকিবে। আমরা যেমন অসত্যকে ঘৃণা করিব, তেমনি কোন লোককে আবার ঘৃণা করিব না। "সকলকে ভালবাসি" আমরা মরণ পর্য্যন্ত একথা বলিব। যদি কেহ গালাগালি দিয়া লেখে, তবে তাহার উত্তর প্রচারকদের না দেওয়া ভাল। সাধারণ ব্রাহ্মদিগের সহিত এ প্রকার সম্বন্ধ ও সদ্ভাব স্থাপিত করিতে হইবে যে, যেন তাহার জবাব তাঁহারা আপনারা ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া দেন; আমরা নিজে প্রতিবাদ করিব না, তাঁহাদিগকে এমন জানাইব। প্রচারকদিগের মধ্যে কাহার সম্মুখে গালাগালি দিলে তিনি সেস্থান হইতে সরিয়া যাইবেন এবং উপস্থিত আর সকলে তাহার অবশ্য প্রতিবিধান করিবেন।

প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে যে সকল দোষ দেওয়া হইতেছে তাহা সত্য হইলে আমরা এ প্রকার প্রচারকদিগকে অস্বীকার করি।

২২শে ভাদ্র।—"সুখী পরিবার" বই খানি এখনকার আদর্শ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি চির প্রচারকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাই।

কেহ মিথ্যা কহিতে পারিবেন না। যদি কেহ কয়েন, তাঁহার সহিত খাওয়া দাওয়া রহিত হইবে। জগতের লোকে অন্ততঃ বলিবে ইহারা সত্যবাদী। যিনি রাগ করিবেন তাঁহার উপর কোনরূপ শাসন হওয়া চাই।

উপদেশের সময় নিদ্রা, আলস্য ও ঔদাস্য পরিহার করিতে হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থায় সময় যেন উপদেশ শোনা না হয়। এ সময় শোনা সত্যকে অপমান করা।

ব্যভিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর ভাব কোন মতে আসিতে পারিবে না। যাহাতে ১০০ বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে এরূপ দেখিতে

হইবে। অপবিত্র তাকান, নিকটে বসা, এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অন্তের মনে: কি উত্তরকালীয় বংশের মধ্যে কোন কালে এ ভাব না আসে এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। চক্ষুতে, ইচ্ছাতে, ভাবেতে, ভঙ্গীতে কোনরূপে ব্যভিচারের ভাব যেন সম্ভব না হয়।

স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, বৈরাগ্য গ্রহণ; অহঙ্কার পরিত্যাগ বিনয় গ্রহণ; বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগে প্রেম প্রকাশ করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, রাগাবহীন এবং সত্যগ্রাহী হইতে হইবে।

মূল মন্ত্র দুই :—(১) সকল সময়ে অবিচলিত থাকা, (২) এখন যাহা করিব তাহা চিরকাল করিব।

—•—

আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের পত্রাবলী।

[ইংরাজির অনুবাদ]

কলিকাতা, কোলুটোলা, ৮ই জুন, ১৮৬৭ খৃঃ।

প্রিয়—

আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আমার সন্দেহ, তোমার বর্ত্তমান চিত্তের অস্থিরতার অবস্থায় আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার সন্তুষ্টি হইবে কি না? তোমার অন্তরের সংগ্রাম ও প্রলোভনের যথার্থ ই অতি ক্লেশকর ছবি তুমি চিত্রিত করিয়াছ, এ ছবি এমন ঠিক জীবন্ত যে, প্রতি সমপাপীর সহানুভূতি উদ্দীপন না করিয়া থাকিতে পারে না।

আত্মা দিন দিন পাপে মগ্ন হইতেছে, এ বোধ নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর এবং ক্লেশকর; বিপদ ও ক্লেশ আরও বাড়ে, যখন পরিত্রাণের বিষয়াণ্বেষণে নিরাশা উপস্থিত হয়।

কিন্তু তুমি কি জান না ঈশ্বরের স্নেহ অনন্ত এবং অতি অধম পাপীকেও তিনি পরিত্রাণ করেন? তাঁহার করুণার উপরে সুদৃঢ় বিশ্বাস কর, অবসন্ন হইও না।

তুমি সে করুণাকে অস্বীকার করিতে পার না, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি তুমি অস্বীকার করিতে পার না। কারণ তুমি নিজেই বলিয়াছ, অধঃপতিত হইতেছি, ইহা দ্বারা তুমি পরোক্ষঃ স্বীকার করিতেছ, ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার এক সময়ে উন্নতাবস্থায় উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ কিছু কাল তোমার সে অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, তুমি এখন যেমন অনুভব করিতেছ, এমন আর পূর্ব্বে কখনও অনুভব কর নাই, বল:কোন্ উপায় তোমায় ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের কয়েক বৎসর ভাল অবস্থা অনুভব করাইয়াছিল? এ কথায় উত্তর আমি দিতে চাই না, তুমিই দেবে।

ঈশ্বর এক সময়ে তোমায় সাহায্য করিয়াছেন, এখন কেন তিনি তোমায় সাহায্য করিতেছেন না? যে একটী মনের অবস্থায় তিনি তাঁহার করুণা বর্ষণ করেন, উহা বিশ্বাস অথবা বাধ্যতা।

আমাদের পাপ ও দুষ্টতা যত বড় হউক না, যদি আমরা কেবল তাঁহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করি, যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন সকলই তিনি দিবেন; কিন্তু যখন অহঙ্কার উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বাস অন্তর্হিত হয়। বিশ্বাস নীচলোককে উন্নত করে, অহঙ্কার উচ্চতমকে নিম্নে নিক্ষেপ করে।

তুমি বলিতে পার যে, আমি আমার অহঙ্কারকে বশে আনিতে পারি না, আমাকে ধূলিতে পতিত করিয়া ফেলা এবং তদনন্তর উত্থাপন করিয়া নবজীবন দান করা ঈশ্বরের কার্য্য।

আমি স্বীকার করি যে, কোন কোন সময়ে এমন ঘটে যে, একটি ঘটনা যাহাকে আমরা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বলি—পাপীর হৃদয়ের অহঙ্কার বিদূরিত করে, তাহাকে বিনীত করে, এবং সে ব্যক্তির নিজের সমধিক প্রয়াস বিনা তাহাকে বিশোধিত করে। কিন্তু তোমার এ কথা স্মরণে রাখা উচিত যে, আরম্ভই শেষ নহে।

ঈশ্বরের পবিত্র প্রভাবের ক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন রাখিতে গেলে সংশোধিত পাপীর ক্রমাগত ক্রিয়াশীলতা, জাগ্রদবস্থা, যত্ন এবং সংগ্রামের প্রয়োজন।

যদি কখন অহঙ্কার আস্তে আস্তে হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং ঈশ্বর হইতে চিত্তকে দূরে লইয়া যায়, সে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক হারাইয়াছে, তাহাকে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অনেকের সম্বন্ধে কি এইরূপ নহে? ঈশ্বর তাঁহার করুণাধিক্য বশতঃ আমাদিগকে অনেক দান দিয়াছিলেন, কিন্তু অহঙ্কারপূর্ব্বক আমরা কেন সে সকল অগ্রাহ্য করিলাম? নিশ্চয়ই আমাদিগকে এ জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং হারান সম্পদ পুনরায় লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। অপিচ আমাদিগের হৃদয়কে পুনর্ব্বার ঈশ্বরের শাসিত এবং প্রভাবের অধীন করিতে হইবে।

অনেকের ধর্ম্মজীবন ক্লেশকাঠিন্যে আরম্ভ হয়। তাঁহারা যখন ঈশ্বরের সাহায্য পান, তখন তাঁহারা উহার মূল্য বোঝেন, এবং যতদূর পারেন উহা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে যত্ন করেন।

আমাদের পক্ষে, আমায় বলিতে হইতেছে, ঈশ্বরের সাহায্যকে লঘু করিবার প্রলোভন আছে, এবং আমরা অল্প বিস্তর সেই প্রলোভনের বশ হইয়াছি।

অহঙ্কার মানুষের মনের সংস্কারের উপরে অল্প প্রভাব বিস্তার করে, উহাই অহঙ্কারের কলুষিত করিবার ভয়ঙ্কর সামর্থ্য।

এতদ্দ্বারা হৃদয়ের দূষিত ভাব মস্তিষ্কে গিয়া বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত

কলুষিত করিয়া ফেলে। এই অসৎ প্রভাব অপরিহার্য্য। আমার ভয় হয়, এই অসৎ প্রভাব আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। প্রার্থনা, সৎসঙ্গ, উপদেশ, ইতিহাসে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের বিশেষ বিধানরূপ, এ সকলের ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসকে আমরা পূর্ব্বে বহুমূল্য মনে করিতাম, এখন মনে হইতেছে, সে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে।

সংশয়বাদ একবার হৃদয়ের প্রভু হইলে, অন্তরে যে ভয়ঙ্কর কলুষিত ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, অতি সত্বর তাহার চূড়ান্ত সীমা উপস্থিত হইবে। ৫টা বাজিয়া গেল, আমি আর অধিক লিখিব না। প্রিয় বন্ধু, প্রতিদিনের প্রার্থনাযোগে হৃদয়কে বিশ্বাস ও বিনয়ে প্রতিষ্ঠিত কর; একদিন ঈশ্বর এমন আত্মপ্রকাশ করিবেন যেমন আর কখনও করেন নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে অতি অধম পাপীরও নিরাশা নাই। তাঁহার করুণা গোপনে পাপের গভীরতম নিম্নদেশে পর্য্যন্ত গিয়া শান্তি ও পুণ্যনিলয়ে পাপীকেও আরোহণ করিতে সমর্থ করে।

তোমার স্নেহের
কেশবচন্দ্র সেন।

ভাগলপুর, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৮ খ্রীঃ।

প্রিয় অঘোর,

তোমরা যেখানে থাক ঈশ্বরেতে থাক তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। তোমরা দেশ বিদেশে দীন হীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্বরূপ মুক্তিদাতার নাম প্রচার কর ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে? সংসারে শান্তি নাই, সাংসারিক ধর্ম্মেও শান্তি নাই, শান্তি কেবল তাঁহাতে যিনি শান্তিস্বরূপ।

সংসারে নীচ কিম্বা উচ্চ পদ, যেখানে থাকি না কেন, কখন পতন কখন উন্নতি, কিন্তু শান্তি লাভ করা অসম্ভব। ঈশ্বরের সহবাস ভিন্ন মন কিছুতেই শান্ত করা যায় না। পবিত্রতার সঙ্গে শান্তির নিগূঢ় যোগ, একটী ছাড়িয়া আরটী পাওয়া যায় না। যদি তাঁহার পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারি সকল শোক সন্তাপ চলিয়া যাইবে, সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে।

ঈশ্বরের নিকট থাকিলে তাঁহার পবিত্রতারসের জ্যোৎস্না মনকে যেমন আলোকিত করে তেমনি স্নিগ্ধ করে। অতএব তাঁহার নিকট থাকিতে বাসনা কর এবং তাঁহাকে নিজের ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর। তিনি অবশিষ্ট সকলই করিবেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তবে আমরা তাঁহাকে সাধারণ ভাবে শুষ্ক হৃদয়ে উপাসনা না করিয়া পিতা বলিয়া অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবৎসল ভক্তের নিকট থাকিবেনই থাকিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

পরলোকগত প্রিয়জন ও আত্মীয়গণের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক সাধন, এক বিশেষ সাধন।

হিন্দু এই দিনে পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে কেবল যে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানুষ্ঠান করেন তাহা নহে, তাঁহার আত্মার প্রীতি কামনায় অন্ন জল ভোজ্যভোজ্য দিয়াও অর্পণ করিয়া থাকেন। নববিধানে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আমরা কেবল পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে করি না, আমরা বিশ্বাস করি তাঁহাদের আত্মা ব্রহ্মবক্ষে চিরজীবিত হইয়া রহিয়াছেন এবং এখন তাঁহারা আর অন্য কোন ভোজ্যভোজ্য চান না, তাঁহাদের অদেহী আত্মা আমাদের ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনারূপ উপচারেই তৃপ্ত হন। এজন্য তাহাই আমরা তাঁহাদিগকে অর্পণ করি। আমাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আরো সেই পরলোকগত আত্মায় তীর্থগমন। আমরা পরম জননীর ক্রোড়ে তাঁহাদিগের সঙ্গসাধন করিয়া, তাঁহাদের স্বর্গীয় চরিত্রের স্পর্শ লাভে ধন্য হই। এই ভাবে, এই সাধনায় আমরা ইহলোকে পরলোকবাসের সুযোগ পাই এবং পরলোকের সম্বল যথেষ্ট লাভ করি। এই সাম্বৎসরিক উপলক্ষে যেমন যাঁহারা অর্থ সাহায্য করেন, "ধর্ম্মতত্ত্বে" তাহার উল্লেখ করা হয়, তেমনি এই সাধনায় আমাদের ভাণ্ডারে কি পরমার্থ সঞ্চয় হয়, তাহাও আমরা লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু।

জন্ম—৮ই ফাল্গুন, ১২৪৭ শক; প্রচারব্রত গ্রহণ—১৮৬৫ খ্রীঃ,
স্বর্গারোহণ—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫ খ্রীঃ।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন গিয়াছে।

শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন। বহু সম্পন্ন পরিবারের সহিত তিনি পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বাল্যকালে ডফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হন। মহর্ষিদেবের সহিত শ্রীকেশবচন্দ্র যখন হালিসহরে গমন করেন, মহেন্দ্রনাথ কেশবের সহিত তর্ক করিতে আসেন এবং তখনই তাঁহার প্রেমজালে ধরা পড়িয়া যান। ক্রমে তিনি আপন গৃহবাস ও কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। "ভারত-আশ্রমে" থাকিতে থাকিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নৈতিক পদস্খলন অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অন্য কেহ হইলে হয় তো আত্মগোপন করিয়া লোকচক্ষে ধূলি দিতে পারিতেন, কিম্বা মণ্ডলী হইতে পলায়ন করিতেন, কিন্তু তিনি আত্মদোষ সংশোধনার্থে শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট একান্ত অনুতাপ করেন। কঠোর সংযম ও বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিয়া বিশেষ ভাবে আত্মনিগ্রহ করেন এবং "সহিষ্ণুতা" তাঁহার জীব-

নের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া আচার্য্যদেব কর্তৃক স্বীকৃত হন। "খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম" সাধনও তাঁহার বিশেষ সাধন হয়। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শেষ পীড়ার সময় তিনি যেমন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, এমন কেহই করিতে পারেন নাই। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর শ্রীদরবার হইতে Unity and the Minister নামে যে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় তাহার সম্পাদকতা করা তাঁহার বিশেষ কার্য্য হয়। আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে মন্তব্যলিপি সংগ্রহ করিয়া যাহা তিনি প্রকাশ করিতেন তাহা তাঁহার বিশেষ কীর্ত্তি। যখন বিভিন্ন প্রদেশের ভার এক একজন প্রচারকের উপর প্রদত্ত হয়, তখন তিনি পঞ্জাবকে তাঁহার প্রচারক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গুরু নানকের জীবনী অধ্যয়ন করিয়া "নানক-প্রকাশ" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এবার তাঁর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রমথলাল তাঁহার মঙ্গলবাড়ীস্থ গৃহে উপাসনা করেন এবং তাঁহার নিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিণী প্রার্থনা করেন।

রাজর্ষি শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও।

জন্ম—১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ ; তিরোধান—২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খ্রীঃ।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো দেবোপমগুণৈর্যুতঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ ক্ষমাবাংশ্চ সত্যনিষ্ঠঃ শুচিস্মিতঃ॥
ধর্ম্মজ্ঞো ভক্তিমান্ শুদ্ধঃ শান্তঃ শান্তিপ্রিয়ঃ সদা।
শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাখ্যো ময়ূরভঞ্জভূপোঽভবৎ॥
প্রজারঞ্জনকার্য্যেষু রামচন্দ্র ইবাপরঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমবানিব॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
এতদ্ভগবতোবাক্যং যেন বৈ সফলীকৃতম্॥
ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থশ্চ বৈদেহীজনকো যথা।
ত্রিংশদ্বর্ষাণি সাম্রাজ্য পিতৃরাজ্যমপালয়ৎ॥"

"হে রাজর্ষি তুমি ব্রহ্মের অনুজ্ঞায় কঠোর ধর্ম্ম পালন করিলে। ভয় প্রলোভনের মধ্যে প্রশান্ত চিত্তে প্রকাণ্ড রাজ্যের কর্ত্তব্যভার বহন করিলে। বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া সংসারের মধ্যে ঋষি হইয়া কি প্রকারে থাকিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত তুমি দেখাইলে।"—শ্রীকেশব।

"My whole life has been a lesson in Bairagya"
আমার সমগ্র জীবন বৈরাগ্য শিক্ষার নিদর্শন —শ্রীরামচন্দ্র।

"Grant me strength of mind and purity of thought, Oh kindly Light, that I may follow Thy behests in this life without wavering."

"হে দয়ার জ্যোতি, আমাকে মনের বল ও চিন্তার শুদ্ধতা বিধান কর, যেন আমি এ জীবনে অবিচলিত ভাবে তোমারই আদেশভার বহন করিতে পারি।—শ্রীরামচন্দ্র।

ময়ূরভঞ্জের শ্রীমন্মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজার সমাধিস্তম্ভে যে কয়টী সৎ বচন অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। মহারাজার জীবন-মাহাত্ম্য যাহা ইহাতে বর্ণিত আছে তাহা একটীও অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার বিনয়, বৈরাগ্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রজাবাৎসল্য এবং ধর্ম্মসাধনে নিরতি ও উদার প্রেম যথার্থই অনুকরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি এতই অকিঞ্চন ভাবাপন্ন ছিলেন যে, তাঁহার বজ্‌বজ্‌ রোডের "রাজবাগ" প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাকালে ইহার নাম "অকিঞ্চন কুটীর" রাখিতে চাহিয়াছিলেন। আজ দ্বাদশ বর্ষ হইল তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সতী সহধর্ম্মিণী মহারাণী সুচারু দেবী নববিধানাচার্য্য ভক্তকন্যার আদর্শানুরূপ এবং রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তিমতী সীতার ন্যায় স্বর্গীয় বৈরাগ্য ব্রতধারিণী হইয়া দেবদেবী পিতা মাতার ও দেব স্বামীর জীবনাদর্শ অবলম্বনে যে মহজ্জীবন যাপন করিতেছেন তাহা নববিধানেরই গৌরব, কে অস্বীকার করিবে? সে দিন তাঁহার সহিত এই শ্রীরামচন্দ্র তীর্থ-সাধন করিয়া মণ্ডলীস্থ অনেকেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও শ্রীমতী মহারাণী সুচারু দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনাসাধন বিধি।

শ্রীঈশার উক্তি।

"যখন প্রার্থনা করিবে, কপটদিগের অনুরূপ হইও না; তাহারা মন্দিরে ও রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে ভালবাসে, কেন না মনুষ্যেরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহাদের পুরস্কার তাহারা পাইবে।

তুমি যখন প্রার্থনা করিবে গৃহ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর। তৎপরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই গোপনস্থিত পিতার নিকট প্রার্থনা কর। তোমার পিতা যিনি গোপনে দর্শন করেন, সর্ব্বসমক্ষে তোমাকে পুরস্কার দান করিবেন।

তোমরা যখন প্রার্থনা করিবে, ধর্ম্মান্ধদিগের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না, কারণ তাহারা মনে করে অধিক কথা বলিলেই ঈশ্বরের গ্রাহ্য হইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না; কারণ তোমাদের অভাব কি, তোমাদের বলিবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা তাহা জানেন।

অতএব তোমরা এইরূপে প্রার্থনা করিও :—

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক। তোমার রাজ্য সমাগত হউক, স্বর্গেতে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদিগকে অদ্যকার আহার দেও। আমরা অপরাধীদিগকে যেরূপ ক্ষমা করি, সেইরূপ তুমি আমাদিগের

অপরাধ ক্ষমা কর আমাদিগকে প্রলোভনে পতিত হইতে দিও না কিন্তু পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। কারণ, রাজ্য ও ক্ষমতা এবং গৌরব চিরকালই তোমার। তথাস্তু।"

শ্রীকেশবচন্দ্রের উক্তি।

"ঠিক অন্তরের ব্যাকুলতার বিবরটি শব্দে প্রকাশ পাইলে তবে প্রার্থনা হয়। অনেকেই ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করিবার জন্ম প্রার্থনা করেন। এ প্রার্থনায় ফল পাইবার প্রত্যাশা রাখিও না। যে প্রার্থনা অন্তরের ব্যাকুলতার প্রার্থনা সেই প্রার্থনাই ঠিক।

যেমন আহার, প্রার্থনা তেমনি, আহার করিতে করিতে শরীর সবল সুস্থবোধ হয়, উপাসনা করিলাম পরে ফল লাভ হইবে, ইহাতে মনের তৃপ্তি হয় না, উপাসনার সঙ্গে কিছু ফল লাভ একান্ত প্রয়োজন।

অসাবধানতার সহিত কাঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে নহে, কিন্তু ব্যাকুলতা, সরলতা, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের লালিত্যসহকারে (প্রার্থনা করিবে)।

প্রতিদিন প্রার্থনা নূতন হইবে। আমাদের ঈশ্বর বৃথা বাক্যবিন্যাসে সন্তুষ্ট হন না। অত্যন্ত বাক্যের বারংবার পুনরুক্তি, অর্থহীন অসার কথা, কৃত্রিম বিনয় ও দীনতা, অঙ্গভঙ্গী বা স্বরভঙ্গীতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন।

ঈশ্বরের গৃহে যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, কেবল চাহিলে হইবে না, পাইতে হইবে; ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহা হইতে পুণ্য, শান্তি এবং তাঁহার শ্রীমুখের প্রত্যাদেশ ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে।

অতএব প্রার্থনান্তে যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর কিছু কথা না কহেন, এবং স্বীয় করুণাগুণে প্রত্যেক হৃদয়কে জ্ঞান, প্রত্যাদেশ, পুণ্য ও আনন্দে পরিপূর্ণ না করেন, ততক্ষণ বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাক।"—নবসংহিতা।

"প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা আমাদের মণ্ডলী হইতে দূর করা আবশ্যক।

যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্ম অপেক্ষা করে না সে প্রবঞ্চক। যার উপরে ভিতরে সমান নয়, যে বহুভাষী হয়, মনটা সে সময় ঠিক রাখে না, সে প্রবঞ্চক। প্রার্থনার অবস্থা বড় কঠিন অবস্থা। যে বহুভাষার স্রোতে ভাসিয়া যায়, সে প্রবঞ্চক।

সকালে প্রার্থনার সময় কি বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই; রবিবারে কি বলিয়াছে মঙ্গলবারে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না, সে প্রবঞ্চক। ধনধান্যের জন্ম, সংসারের জন্ম, কিম্বা চৌদ্দ আনা ধর্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্ম, অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সম্পত্তি আর আধ আনা সংসারের জন্ম যে অসদাচরণ প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি একটা পয়সা সংসারের জন্ম যে চাহিবে, তার সমস্ত প্রার্থনা নিষ্ফল।

এই জন্ম প্রার্থনা বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক পরলোক সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে।"—জীবনবেদ।

পুত্রের প্রতি গ্ল্যাডষ্টোনের উপদেশ।

কোন সময়ে বৃদ্ধ মন্ত্রিবরের এক পুত্র অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাকে তিনি আপনার ছাত্রজীবনের আচরিত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রস্তাবের আকারে পাঠাইয়া দেন;—

১। প্রতিদিনের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে, ইহা দৈনিক অমূল্য উপহারের এক অতিশয় মূল্যবান হিসাবপুস্তক।

২। আয় ব্যয়ের একখানি হিসাব থাকিবে। ইহা রক্ষার সহজ উপায় সাবধানতা।

৩। টেলারের "এসে অন্ মনি" মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবে।

৪। দৈনিক পাঠের সময় স্থির রাখিবে। তাহা অন্যূন সাত ঘণ্টা হওয়া চাই। বিশেষ কারণ ব্যতীত ইহার কম না হয়। কোন দিন কম হইলে তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। ছুটির সংখ্যাও যত কম হয় তত ভাল।

৫। রবিবার যাপন একটি গুরুতর ব্যাপার। যদিও সেদিন সাংসারিক কার্য্য পরিহার করা আমাদের উচিত কিন্তু তাহা বলিয়া অলস থাকা উচিত নহে। ধর্ম্মের ভিতরেও জ্ঞানের প্রশস্ত ভূমি আছে এবং তাহা স্কুল পাঠের পক্ষে উপযোগী। এখনকার এই দিগন্তব্যাপী অসার সংশয়বাদের দিনে আমাদের অন্তরের আশাকে যুক্তি সহকারে স্থাপন করা প্রার্থনীয়।

৬। প্রাতঃ সন্ধ্যার দৈনিক প্রার্থনা, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দানের অল্পই আবশ্যকতা মনে করি। তথাপি একটি কথা বলি,—ইহা কিছু কঠিন নহে, এবং ইহা অতিশয় ফলপ্রদ—মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্ম ঈশ্বরের পানে চিন্তার গতি ফিরাইবার অভ্যাস করা চাই। কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহায্য এবং পরিচালনা প্রয়োজন হয়।

৭। সাধারণ কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে আত্মনির্ভরের তুল্য মূল্যবান উপদেশ আর কিছু নাই। যে কাজ নিজে করিতে পার তাহার জন্ম অন্যের মুখাপেক্ষী হইও না, সেরূপ ইচ্ছাও করিও না। আর যতদূর পার অভাব কমাও; কারণ, ইহাই পুরুষত্ব, যথার্থ অর্থ এবং সুখ। পক্ষান্তরে অভাব বৃদ্ধিতে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ পরাধীন এবং স্বার্থপর করিয়া তোলে।

৮। টাকা আর সময়কে বাঁধাবাধির নিয়মে ব্যবহার করিলে অনেক উপকার হয়। ধর্ম্মার্থ এবং দাতব্যে আয়ের কিয়দংশ

উৎসর্গ করা বিধেয়। যৌবনে ইহা সহজে অভ্যাস করা যায়, বড় হইলে আর তাহা হয় না। এজন্য কিছু সঞ্চয় রাখা উচিত। কেন না, সময় উপস্থিত হইলে তাহা হইতে দান করা যাইতে পারে। আয়ের দশমাংশের ইহা কম না হয়।

৯। দাতব্যে দান ব্যতীত, আরও কিছু সঞ্চয় রাখিতে হইবে, যাহা বিপদ আপদের কালে ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে।

নববিধান ট্রাষ্ট।

সাধারণ সভা ও ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব।

মা আনন্দময়ীর অপার করুণাগুণে, বিগত ২৬শে মাঘ ১৮৪৫ শকাব্দে, শনিবার অপরাহ্ণে উল্টাডিঙ্গি রমাকান্ত সেন লেনস্থ ৪ নম্বর ভবনে, নববিধান বিশ্বাসভাণ্ডারের এই উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী অনুগ্রহপূর্ব্বক সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলাগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। দানশীল শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন মহাশয়ের প্রদত্ত জমীখণ্ডে কান্তিচন্দ্র স্মৃতিনিবাস এবং গোপীনাথ সেন পুস্তকাগার ও পাঠাগারের জন্য একটী দ্বিতল বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহারই প্রাঙ্গণে এই উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বন্ধুগণ সহ উৎসাহের সহিত সর্ব্বপ্রথমে একটী সঙ্কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রাণের গভীর আবেগের সহিত উপাসনা করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন একটী প্রার্থনা পাঠ করেন; তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সর্ব্বশেষে সভানেত্রী কাকাবাবুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং এই স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে প্রাণের পরিতৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়া অতি মধুর ভাবে একটী প্রার্থনা করেন এবং এই উৎসব-কার্য্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া উপাসনা শেষ করেন,

উপাসনান্তে গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং সভাদ্বারা গৃহীত হয়। আগামী বর্ষের জন্য সংগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উপস্থিত সকলের দ্বারা অনুমোদিত হইলে গত বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য এবং অন্যান্য কার্য্যকারীদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তৎপরে শুভ গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সংসাধিত হয়। সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করেন। "অদ্য ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, ২৬শে মাঘ ১৮৪৫ শকাব্দে, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দে, শনিবাসরে, পঞ্চমী তিথিতে, সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের সন্নিধানে, নবমণ্ডলীর সেবার্থে, নববিধানবিশ্বাসী সেবকগণের ব্যবহারার্থে সংস্থাপিত এই শ্রীনববৃন্দাবন মন্দিরে শুভ গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল। সকলে স্বস্তি বলুন।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের চির সহায় হউন। হে গৃহদেবতা, এই বাসভবন এবং এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবহার্য্য বস্তু তোমার চরণে উৎসর্গীকৃত হইল। এই সকলকে তুমি আশী-র্ব্বাদ কর এবং শুদ্ধ করিয়া দাও।

এই গৃহের অধিবাসীদিগকেও তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহারা তোমার কৃপায় শুদ্ধ ও সুখী হন।"

মঙ্গল শঙ্খধ্বনি দ্বারা এই শুভ অনুষ্ঠান ঘোষিত হয় এবং সর্ব্বশেষে উপস্থিত সকলকে যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দানে প্রীতিসম্ভাষণ করা হইয়াছিল। আনন্দময়ীর আশীর্ব্বাদে এই উৎসবে সকলের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন হইয়াছে।

সম্পাদকের প্রার্থনা।

নববিধানের দেবতা, স্নেহময়ী মাতা, আজ আবার এই দীন সন্তানদিগকে কোথায় আনিলে, কি করাইতে আনিলে। আজ বাণী বীণাপাণির পূজার উৎসবের দিন। কি মূর্ত্তিতে তুমি আজ সকলের নিকট প্রকাশিত হইবে; কি অদ্ভুত বাণী সকলকে শুনাইবে, তাহা তুমিই জান।

লীলারসময় শ্রীহরি, আজ তোমার কোন্ লীলামাধুর্য্য দরশনে বিমোহিত হইব; কোন্ অতুল আশীর্ব্বাদ লাভে কৃতার্থ হইব? ঐ শ্রীচরণে সকলের মস্তক কৃতজ্ঞতাভরে অবনত, চিরদিনের তরে অপার করুণা ঋণে বিক্রীত।

মনোরম মহানগরীর বহির্ভাগে, সমাজের অস্পৃশ্যদিগের সমাধিস্থানে, তোমার দীন কাঙ্গাল সন্তানগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আজ উপস্থিত। এও কি তোমার লীলাক্ষেত্র? এই স্থানেও তোমার প্রেমধাম শ্রীমন্দির শ্রীনববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত? তোমার সমগ্র ভক্ত-দল লইয়া তুমি কি এখানে বিরাজিত?

কল্পনা, অনুমান দূর হইয়া যাক্; বিশ্বাস আলোকে তোমার শ্রীমুখ দর্শন লাভ করি। এই পূতিগন্ধময় অপবিত্র স্থান তোমার পবিত্র অধিষ্ঠানে পদ্মগন্ধ সুতীর্থে পরিণত হউক। যাত্রীদল পুণ্যাভিলাষী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তোমার আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কাম পূর্ণ হউক। এই তীর্থসঙ্গমে সকলের মুক্তি বিধান কর।

যেদিন সেই প্রেমিক বৈরাগীর স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের ইচ্ছা সকলের মনে জাগরূক হইল, যে দীন সন্তান ভগবানের আদেশে ও ভক্তের নিয়োগে, ভক্তবৃন্দের, মা আনন্দময়ীর সন্ততিগণের, নববিধানের মহাজনদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ কত প্রকার প্রস্তাব কত ভাবুকের মনে উদিত হইল।

দীনদয়াল, তুমি এই দীনের হৃদয়ে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার ভাব কেন উদ্দীপিত করিলে? আচার্য্যজীবন, মূর্ত্তিমান নববিধান— সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। তাঁহারই লীলাক্ষেত্র শ্রীনববৃন্দাবন। কাকাবাবু তাঁহারই দাস, সেবক, কার্য্যাধ্যক্ষ। তাই কি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন চেষ্টায় এই নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠার কথা এ দীনের মনে

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্,
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

৫৯ ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩০ সাল, ১৮৪৫ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
14th March, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩।

প্রার্থনা।

মা, তুমি আছ সকলেই বলেন, আমরাও বলি, কিন্তু আমাদের বলা হয়ত মুখের বলা, শুনে বলা, আন্দাজে বলা, বিচার বুদ্ধি সিদ্ধান্ত করিয়া বলা। তাই তুমি নিজে বলিলে, "আমি আছি।" আর এই প্রাণ মন অধিকার করিয়া এমনই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে যে, তুমি এই যে সত্য সত্যই সম্মুখে আছ, তোমাকে বিশ্বাস না করিয়া পারি না। এই যে তুমি প্রাণের প্রাণ হইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছ, স্বয়ং জ্ঞানদায়িনী হইয়া সকল অজ্ঞান সংশয় দূর করিতেছ, অনন্তরূপ প্রকাশ করিয়া এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনের অতীত হইয়া আমাদিগকে অবাক করিতেছ; এই যে আবার নিজ অনন্ত প্রেমে আমাদের সকল ভার লইয়া নিত্য প্রতিপালন করিতেছ। তুমি সর্ব্বেশ্বরী, সবারই এক উপাস্য উদ্দেশ্য হইয়া সকলকে তোমারই করিয়া লইতেছ। তোমার একত্ব ও পুণ্যপ্রতাপে আমাদিগকে পাপ-আমিত্বের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া তোমারই পুণ্যরাজ্য সংস্থাপন করিতেছ এবং নিত্যানন্দময়ী জননী হইয়া সকল নিরানন্দ নিরাকরণ করিতেছ ও তোমারই আনন্দে নিত্যানন্দে পূর্ণ করিতেছ। তবে তোমারই এই "আমি আছি" সত্যতেই মন প্রাণকে নিত্য অধিকার করিয়া রাখ, আমরা তোমারই হইয়া তোমারই ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপনে ধন্য হই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে প্রাণেশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি। দৈঃ প্রাঃ ৪র্থ, ৪৮।

দয়াময়, এক কর এক কর। এ ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দৈঃ প্রাঃ ৪। ৪২।

হে দয়ার সাগর, "তুমি আছ" শুদ্ধ এই কথা জানিয়া কি হইবে; যদি "তুমি আছ" এই কথা আমার হৃদয় দৃঢ়রূপে ধারণ না করিল? অতএব প্রার্থনা, "তুমি আছ" এই কথা যেমন বলিব তেমনই যেন হৃদয়ে অনুভব করি, যেন উহা আমাদিগের নিয়ামক হয়। নূঃ দৈঃ প্রাঃ ৭ম ভাঃ।

হে দয়াল হরি, তোমার দলেতে থাকিলেই পরিত্রাণ হয়। যে ব্যক্তি তোমার ভক্তের হৃদয়ের বাহিরে থাকে, সে তোমার দলের লোক নহে। তোমার ভক্ত এবং তোমার দল এক। হে দলের ঈশ্বর, আমরা সকলে যাহাতে প্রত্যেকের ভিতরে এবং প্রতিজনের ভিতরে এক হইয়া থাকিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।—"ভক্ত ও দল এক।" নূঃ দৈঃ প্রাঃ।

"তিনি"—"তুমি"—"আমি"।

যিনি অজানিত, অপরিচিত বা দূরস্থ তিনিই "তিনি" বলিয়া উল্লিখিত হন। তাই "যে দেবতা অগ্নিতে, জলেতে, যিনি ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন" সেই তাঁরই আরাধনা প্রাচীন যুগে সাধকগণ করিয়া গিয়াছেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজেও যখন ব্রহ্মারাধনা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এই অজানিত বা অপ্রত্যক্ষীভূত ব্রহ্মকে "তিনি" বলিয়াই উল্লেখ করা হইত। ওঁ তৎসৎ অর্থাৎ তিনিই সৎ বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ মনন দ্বারা বা তাঁহার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার আরাধনা অর্চ্চনা করা হইত। অবশ্যই ঋষিদিগের নিজে সে "তিনি"র ভিতরও প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শনযোগ সম্ভোগ করিতেন।

যাহা হউক, "তিনি"শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায়, ব্রহ্মের সহিত তখনও সাধকের সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপলব্ধ হয় নাই। পার্থিব ভাবেও কোন ব্যক্তিকে যখন "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তখন তিনি যে নিশ্চয়ই বক্তার সম্মুখে বর্ত্তমান নহেন ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে কেহ কখনও "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করেন না।

ব্যক্তি যখন সম্মুখস্থ হন, তখন আর তিনি "তিনি" থাকেন না। তখন তিনি "তুমি" বলিয়া আদৃত হন বা আরাধিত হন। এই জন্য ঈশা যখন ঈশ্বরকে পিতারূপে আরাধনা করিতে শিষ্যদিগকে শিখাইলেন, তখন প্রার্থনায় বলিলেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম ধন্য হউক, তোমার স্বর্গরাজ্য আসুক।"

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দও যখন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মারাধনা আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া "তুমি" বলিয়া উপাসনা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন আর আদি ব্রাহ্মসমাজের "তিনি" শব্দে ব্রহ্মকে সম্বোধন করা চলিল না। তখন ব্রহ্ম "ওঁ তৎসৎ" রহিলেন না। তখন পিতা, প্রভু, হরি, দয়াল, দয়াময় ইত্যাদি নামে অভিহিত হইলেন এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে যেমন "তুমি" বলিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক সম্বোধন করা হয়, তেমনি হইতে লাগিল।

নিরাকার পরব্রহ্ম যিনি, তিনি ভক্তের যত নিকট হইতে নিকটতর হইলেন, ততই তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রাণসখা ইত্যাদি কতই ঘনীভূত মিষ্ট ও মিষ্টতর সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সংবদ্ধ হইলেন, এবং ভক্তও "তুমি" "তুমি" "তুমি" বলিয়া কতই আদরে তাঁহাকে ধরিলেন।

এই "তুমি" সম্বোধনেও কিন্তু সাধকের নিজত্ব রহিল। তখনও তাঁহার "দয়াল এস হে" "দয়াল এস হে", "ইহ আগচ্ছ" "ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া সাধন-সাপেক্ষ ব্রহ্মনিরূপণের ভাব যায় নাই। কিন্তু ভক্ত ক্রমে গভীরতর ভক্তিভাবে পূর্ণ হইয়া "তুমি আছ" "তুমি আছ" বলিয়া আরো উচ্ছ্বসিত ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলেন। ঈসপের গল্পে যেমন রাখাল "ঐ বাঘ" "ঐ বাঘ" বলিতে বলিতে বাঘ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, তেমনি ব্রহ্ম তখন "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া আত্মস্বরূপ বিকাশ করিয়া ভক্তের সকল "আমি" গ্রাস করিয়া ফেলিলেন এবং প্রত্যক্ষ বিধাতারূপে তাঁর জীবনরথের সারথি হইয়া তাঁকে তাঁহারই অধিকারে অধিকৃত, তাঁহারই পরিচালনায় পরিচালিত করিলেন।

ইহারই নাম বিধান। এখন আর ভক্তের "আমি আমার" ধর্ম্ম রহিল না। ব্রহ্মও এখন আর ভক্তের সাধন-সাপেক্ষ, আহ্বানসাপেক্ষ রহিলেন না। তিনি নিজেই "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া আপন শক্তিপ্রকাশে তাঁহাকে বাঁচাইয়া নাচাইয়া, দেখাইয়া শুনাইয়া, চলাইয়া ফিরাইয়া, বলাইয়া করাইয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ জীবন দিয়া, মা যেমন শিশুকে লালন পালন করেন—তেমনি করিলেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই আর্য্য ঋষিগণ বলিলেন :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

তাঁকে দেখিলে সাধকের হৃদয়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়, সকল সংশয় দূর হয়, সকল কর্ম্ম বা সাধনাদি একেবারেই টুটিয়া যায়।

ইহাই নববিধানের সাধন। ইহা নববিধানবিধাতারও নব বিধান। এই নববিধানের দেবতাই তাই সেই মা যিনি বলেন "আমি আছি"। নববিধানের ভক্তও তাই মার নবশিশু—মার বিধানই যাঁর প্রাণ, মার স্তন্যরসই যাঁর অন্নপান, মাই যাঁর সকলই করান।

নববিধানে সেই "তিনি" ও "তুমি"ই "আমি আছি" হইয়া ভক্তকে সর্ব্বদাই বাঁচাইয়া থাকেন। এ বিধানের উপাস্য ব্রহ্ম দূরস্থ "তিনি" নন, সাধকের আহ্বান-আরা-

ধনাসাপেক্ষ "তুমিও" নন, কিন্তু নিত্য বিদ্যমান প্রাণের প্রাণ জীবনের রক্ষক ও পরিচালক "আমি আছি।"

যে "আমি আছি"কে দেখিলেন মুষা সেই বিশ্বাসের সাইনা পর্ব্বতে প্রজ্বলিত হুতাশনসম এবং যিনি দেখা দিয়া ছিলেন আর্য্য ঋষিগণকে "অহমস্মি"রূপে, সেই "আমি আছি"ই বর্ত্তমান যুগেও নববিধানের নবশিশুর নিকট হইলেন "স্বয়ং মা দেদীপ্যমানা"। যিনি অযাচিত বিনা সাধ্য-সাধনাসিদ্ধ অনাহত ধ্বনীতে ভুবন মন ভরিয়া নিত্য বলিতেছেন, "বৎস, তোমার মা আমি আছি।"

তত্ত্ব।

যথার্থ বীরত্ব কিসে?

নববিধানাচার্য্য আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিলেন। ইহার অর্থ মানবমাত্রেই পাপপ্রবণ, পতনসঙ্কুল। সুতরাং আমরা যে যে কোন মুহূর্ত্তেই পাপে পতিত হইতে পারি তাহা আর অসম্ভব কি? তবে যত জন যিনি পাপে পতিত হইয়া তাহা স্বীকার করেন ও অনুতপ্ত হন এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরুত্থান করেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই ভাবে পতন হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন তাঁহারাই আমাদের মধ্যে বীর, তাঁহাদের জীবনই আমাদের আদর্শ। পণ্ডিত বলেন, "কখনও পতন না হওয়া অপেক্ষা পতনের পর পুনরুত্থানেই আমাদের যথার্থ বীরত্ব।"

নববিধানের আসল উদ্দেশ্য কি?

নববিধানের আসল উদ্দেশ্য এক অদ্বিতীয় জীবন্ত মাকে দেখিয়া শুনিয়া, এক অখণ্ড মানবসন্তান হইয়া জীবনযাপন, ইহাই সমাধানের জন্য নববিধানের আগমন।

ঈশ্বর যিনি এতদিন বহু চার্চ্চের মধ্যে নয় কল্পিত বা মৃত পুত্তলিকায় নিবদ্ধ ছিলেন, যিনি যে জীবন্ত জাগ্রত চিন্ময়ী মা, অথচ তাঁকে দেখা যায় ও তাঁর বাণী সকলেই শুনিতে পায় ইহা প্রতিপন্ন করিতেই নববিধান আসিয়াছেন।

আর মানুষ যে কেবল এই মার সন্তান তাহা নয়, রোগা শিশু যেমন রোগ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মার প্রিয়, তেমনি পাপরোগ-দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মানুষ অচেষ্টিত অযাচিত ভাবে মার কৃপায় ও স্নেহের পাত্র এবং মার কৃপাই তাহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিপালন ও জীবনগঠনের একমাত্র উপায়, এই অভিজ্ঞান দিতেই নববিধান আসিয়াছেন।

এবং প্রতিজনের বিচিত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এক ব্যক্তিত্বে সমাধান করাইতেও নববিধান সমাগত।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান অর্থাৎ মানুষ নিজ পুরুষকার দ্বারা ব্যক্তিত্বে উন্নত হইবেন না, পবিত্রাত্মা সবার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিয়া এক ব্যক্তিত্বে নিমজ্জন পূর্ব্বক অখণ্ড মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহাই নববিধানের আসল উদ্দেশ্য।

প্রকৃত মিলন।

"অনেকেরই অনেক সময় এই মনে করিয়া ভ্রম হয়, যে তাহারা ঈশ্বরের ঘরে একযোগে সুখী পরিবার হইয়া বাস করিতেছে, যখন বাস্তবিকই তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিয়াছে।

বাহিরের মিলনকেই অন্তরের মিলন বলিয়া ভুল হয়। যদি পঞ্চাশজন দেবালয়ে পূজা উপাসনার জন্য মিলিত হন, আমরা প্রায়ই সিদ্ধান্ত করি, এই পঞ্চাশজনই বিশ্বাসে ও প্রেমে ভগবানের সন্তানরূপে এক।

এরূপ ভ্রম বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দূর করা উচিত। কারণ ইহা বড়ই অনিষ্টকর, ইহা সাংঘাতিক।

এই সকল লোকের আত্মা বিশ্বাস, সাধন এবং পবিত্রতায় একই মার্গে অবস্থান করেন কি না?

যাঁহারা পরস্পরকে ভাই বলেন, তাঁহারা কি একই ঈশ্বরের পূজা করেন?

তাঁহারা কি পরস্পরকে একই ব্যক্তিরূপে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, যাঁহাদের প্রতিজনের ব্যক্তিত্ব সেই একই ব্যক্তিত্বে নিমজ্জিত?

তাঁহারা কি একই কর্ত্তব্য নীতি, একই নৈতিক বিধি অনুসরণ করেন?

তাঁহারা ধর্ম্ম মতে এবং আত্মিক ভাবে কি এক?"—অনুবাদিত।—N. D.

শিবরাত্রি

হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ। নববিধান সকল ধর্ম্মকেই বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকার করেন। তাই সকল ধর্ম্মের সকল পার্ব্বণই নববিধানের সাধনাঙ্গীভূত। ইনি কোন পার্ব্বণকেই উপেক্ষা করেন না। তবে যে ধর্ম্মে যাহা মানবমনঃকল্পিত বা মানবীয় সংস্কারকলুষিত, তাহা ইনি পবিত্রাত্মার আলোকে সংস্কৃত করিয়া গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্ম্মের এই যে পার্ব্বণের বৈচিত্র, ইহাতে নববিধানের নিত্য নব নব সাধনার অনুরূপ ভাব নিহিত থাকায় তাহা আমাদের আরো আদরণীয়।

এই ভাবে শিবরাত্রির ভিতর যে উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধন নিহিত রহিয়াছে তাহা নববিধান অনাদর করেন না।

শৈব সম্প্রদায় এক ভাবে শিবরাত্রি সাধন করেন এবং সাধারণ হিন্দুগণ আর এক প্রকার মিশ্রণ ভাবে ইহা সাধন করিয়া থাকেন। শিব স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি পূর্ণ ব্রহ্মের সৃষ্টি-

স্থিতি প্রলয় শক্তির, প্রলয় বা সংহারকারী স্বরূপ বিশেষ, এই ভাবে কেহ কেহ তাঁর পূজা আরাধনা করেন। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে মহাযোগী বিশ্বাস করিয়াও যোগেতে তিনি "পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র" অর্থাৎ তাঁহার চারি দিকে চারি মুখ এবং ঊর্দ্ধদিকে আর এক মুখ এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ ত্রিনেত্র এইরূপ ভাব তাহাতে আরোপ করেন, অথচ তিনি হিমালয়কুমারী পার্ব্বতী গৌরীর পাণিগ্রহণে গৃহস্থ সন্ন্যাসী। এই ভাবেই তাঁহাকে হিন্দু গৃহস্থের পরমাদর্শ জানিয়া অনেকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক মহাযোগী যিনি, তাঁহার পাঁচ দিকে পাঁচ মুখ অর্থাৎ সর্ব্বদিকেই তিনি সম্মুখে ব্রহ্মদর্শন করেন এবং তাঁহার ত্রিনেত্র অর্থাৎ তিনি ত্রিকালের তত্ত্বই সংজ্ঞাত। আবার যেমন তিনি যোগে মগ্ন, তেমনি সংসারকে শ্মশানবৎ মনে করিয়া বাস করেন, অথচ তাঁহার সহধর্ম্মিণী শক্তিনীও নিত্য তাঁহার সঙ্গে।

নববিধানের গৃহস্থ বৈরাগ্য ধর্ম্ম সাধনেরও ত ইহাই আদর্শ।

শিবরাত্রি দিনে শৈব শাক্ত সকল বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী হিন্দুগণ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শিবপূজা করেন এবং পরদিন পর্য্যন্তও নিদ্রাত্যাগ করিয়া সাধনে দিনযাপন করেন।

আলস্য নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক একটী দিনরাত্রিও পূজা অর্চ্চনায় অতিবাহিত করা ইহাই কি শিবরাত্রি সাধনের শিক্ষা? বিষয়ী হিন্দু যদি দিন রাত্রি কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তিনি একদিন এক রাত্রিও অনন্যকর্ম্মা ও নিরালস্য অনিদ্রায় যোগসাধনে নিরত থাকিবেন, ইহাও সামান্য উদ্দেশ্য নহে।

তাঁহাদের সাধারণ সংস্কার, একজন ব্যাধ পশুহত্যা করিয়া আসিয়া এক বিল্ববৃক্ষে উঠিয়া এই রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার শিবলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল। যাহা হউক, যোগী যোগিনী হরগৌরীর জীবনাদর্শ অবলম্বনে সংসারে যোগ বৈরাগ্য সাধন এবং মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া ধর্ম্মসাধনায় দিন রাত্রি যাপন যদি শিবরাত্রির শিক্ষা হয়, তবে কেন না আমরা তাহা গ্রহণ করিব?

আরো কথিত আছে, মহাযোগী শিব যোগসাধনা করিতে করিতে এই ফাল্গুনী চতুর্দ্দশীর রাত্রেই মহাযোগে আত্মাহত শবসমান হইয়া হৃদয়ে মহাশক্তিকে নৃত্য করিতে দর্শন করত যোগে সিদ্ধ হন। এই জন্যই এই রাত্রি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়রূপে সাধিত হইয়া থাকে।

বাস্তবিক সাধনযোগে "আমিত্ব" বিনাশে শবসমান হইলে বা "আমি নাই" হইলেই, "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া মহাদেবী আদ্যাশক্তি যখন এই আত্মার নৃত্য করেন, তখনই যে যথার্থ যোগে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা কি নববিধান অস্বীকার করিতে পারেন?

নববিধানের প্রবর্ত্তক বলেন, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পার লুকান রতন।"

এই ভাবে সর্ব্বধর্ম্ম সাধন হইতেই নববিধান লুকান রত্ন উদ্ধার করিয়া তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে ভূষিত করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মোৎসব সাধন।

২২শে জানুয়ারী—মঙ্গলবাড়ীর উৎসব।

হে স্নেহময়ী জননি! তোমার অনুবর্ত্তিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপার স্নেহের পরিচয় দিতেছে। আমি এই মাটি স্পর্শ করিতেছি আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে দেখিলাম হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করে, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে।

তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে মাথা রাখে, তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি।

এই যুগেতে তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ীগুলি তাহা নয়, তাহা তোমার কীর্ত্তি।

তুমি একজন আছেন সকলে জানে, কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন ইহা সকলে জানে না। ব্রহ্মশালার নির্ম্মাণ হইল, সাধারণ স্থান ইহা নহে। ঐ মার হাতের জিনিষ। এ বাড়ী যে ছুঁইবে সে পবিত্র হবে।

প্রচারক বন্ধুদিগকে তুমি সমাদর করিতেছ, যাহাতে তাঁহাদের ভক্তি বৃদ্ধি পায় তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কালকেকার জন্য ভাবতে না যারা, তুমি তাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত আশার সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি।

২৩শে জানুয়ারী—আত্মপরিচয় দান।

প্রেমস্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখেছি যে একজন কেহ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? এমন কি কেউ একজন আমাদের ভিতর হয়েছে, যার বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে লোকে, ইহার ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে?

ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। এমন মানুষ চাই যে ভগবানেতে আনন্দ পেয়েছে, যাহার চক্ষু, মুখ, কর্ণ দিয়া অমৃত পড়েছে। যোড়হাত করি, দুইটা দাও, মানুষ দেখাও। গরীব বলতে চায় ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব বলতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী মিশে হয়ে আসে নাই, মহাপুরুষের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হল, সাম্প্রদায়িক ছিল, হ'ল সার্ব্বভৌমিক। কাল মলিন ছিল, ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হ'ল; কঠোর ছিল, কোমল হ'ল। এ পাপীর জীবন দেখে যেন লোকের আশা হয়।

সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে. তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন ক'রে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট ক'রে নববিধান পেয়েছে ; ইহা লোকে যেন বলে। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন আর কার জীবনে আছে ?

আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বলছি, আমার জীবন দেখ বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হ'তে পারে এ যদি দেখতে চাও তবে ভাই, এ বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ।

এঁদের বন্ধু দরকার। একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন ক্ষুধা পাবে একটা মেঠাইয়ের দানা আমাকে কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি পাপী হয়ে পুণ্যাত্মা হতে চাই না, এই একটা আশার কথা বলতে চাই, একটা খুব পাপী ছিল, যার প্রসাদে তার জীবনের খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা তা হ'বে, অসম্ভব যা তা'ও হ'বে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে. একটা কাল ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে, এই আশার কথা শুনবো, আর সকলে ভাল হয়ে যাব।

২৭শে জানুয়ারী—পরিবর্ত্তিত জীবন।

হে দয়াল হরি, হৃদয়বৃন্দাবনের শ্রীনাথ তুমি। তোমাতে আর একটু টানিয়া লও আমাদিগকে আর একটু টানিয়া লইতে হইবে। বন্ধুগণ বাহিরের মজা লুটিলেন, বাহিরের উৎসব সম্ভোগ করিলেন, কিন্তু গোঁসাইদের পিতা অন্তরের অন্তরে কি নব বৃন্দাবন স্থাপন করিতে পারিলেন ?

আমি যে সেই লোক, যে বাহিরের দেখে তুষ্ট হয় না। পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন এই কঠোর হৃদয় লোকের কাছে কিছুই যে আদরণীয় নয়। এঁরা বাড়ী যাবেন কি নিয়ে ? হরিদর্শন পেয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে ? তাই লোক বাহিরে নৃত্যগীত ভাল, কিন্তু মন দেখাও তুমি। ভিতরে হাত দিয়ে দেখি আমি চিকিৎসকের মত ভিতরে কি হয়েছে।

জমাট নিরেট ব্রহ্মবাজনার সুর পাওয়া যায় কি না কান দিয়ে দেখি। নববৃন্দাবনপাহাড়ের উপর যোগ ধ্যান চলছে বেশ, এ বোঝা যায় কি না ? বুকের ভিতর যদি এসব শোনা যায়. দেখা যায় বেশ, তোমার উৎসব সফল হয় তবে।

উৎসবান্তে এঁরা এমন কিছু নিয়ে যাচ্ছেন কি না, যা ছিল না। শূন্য মন নিয়ে ফিরছেন ? প্রচারকেরা উৎসবের পূর্ব্বে যা ছিলেন তার চেয়ে কি ভাল হবেন না ? পাঁচ মিনিট ধ্যান করে যা হত, এখন এক মিনিট ধ্যান করে কি তা হবে না ?

ধ্যানে বসলেই ব্রহ্মদর্শন হয়, লোকে বলে যেতে পাচ্ছে না ? ভক্তির নৃত্য তাল জমাট হলো না। যোগ প্রেমের মিলন হলো না ভাল। ভাইয়েতে ভাইয়েতে মিল হল না। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় এক হবার কথা ছিল, কৈ হল এক ? আশীর্ব্বাদ কর এবার যেন হয়।

২৮শে জানুয়ারী—জীবন্ত প্রমাণ।

স্বয়ং ব্রহ্ম এবার প্রমাণ হয়ে এসেছেন। ভক্তদের জগৎ কেঁপিয়াছে। ভক্তদের হিমালয় গা ঝাড়া দিয়াছে। ভক্তদের চন্দ্র সূর্য্য উঠেছে। প্রাণেশ্বরি, নূতন নূতন প্রেমের প্রমাণ দাও। ভিক্ষা এই, পুরাতন মাকে যাঁরা এনেছেন, ফেলে দিয়ে আমার লাবণ্যময়ী মাকে নিয়ে যান। যে মা আছে কি নেই, বিচারীর মা মাটির মা, সে মাকে সকলে ফেলে দিন, দিয়ে এই মাকে সকলে লউন। এই যে আসল মা, যাকে আমি মা বলেছি, ভারত, তুমি তাকে লও, লও ভাই বন্ধু, দেশস্থ ভাই ভগিনী গণ লও।

পরীক্ষিত মা, সোণার মা, এঁকে লও। প্রেমসিন্ধু, আর একটু সহজ হও, এঁরা যেন পরিষ্কার করে বলে যান, কে কি নিয়ে যাচ্ছেন। হরিদর্শন, ধ্যানযোগ সকলের মনে একটু একটু যেন সঞ্চার হয়। এই তোমার নিকট প্রার্থনা, কেহ যেন ফাঁকিতে না পড়েন। হে প্রেমময় আর একবার ভাল করে, প্রেমিক হয়ে বাঁশী হাতে করে মোহন মূর্ত্তি ধরে দাঁড়াও, সকলকে মাতাও একবার সেরূপে ঈশাকে, মুসাকে, মোসলমানদের, বৈষ্ণবদের মোহিত করেছিলে, সেই রূপ ধরে সকলকে মাতাও, ব্রহ্মদর্শন সহজ কর।

ভাইদের সঙ্গে এক, পরম বন্ধু হরির সঙ্গে এক হয়ে, সত্যকে সাক্ষী করে সকলে লিখে দিয়ে যান। দয়া কর, ঠাকুর, এই হ'র, এই হরি, বলতে বলতে সকলে দর্শন করিবেন। সকলে তোমায় স্পর্শ করিবেন। হরির চরণারবিন্দ সকলে [illegible]। এবার উৎসবান্তে জীবেতে মিলন, ব্রহ্মেতে মিলন, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া যথার্থ একত্ব আর প্রেমের যোগ তোমার সঙ্গে আর ভাইদের সঙ্গে স্পষ্টরূপে লাভ করিব।

২৯শে জানুয়ারী—দুঃখের পর সুখ।

হে আনন্দের প্রস্রবণ, এইটী প্রত্যেককে বুঝিতে দাও যে, শোক এবং দুঃখকে পশ্চাতে রাখিয়া দিন দিন আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। খুব সুখী হইতেছি এইটী মনের মধ্যে থাকিবে।

সমস্ত ঝড় উপদ্রব পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের তরী এখন শান্তি উপকূলের দিকে যাইতেছে। মাঝিরা এখন দাঁড় ছেড়ে দিয়ে বসে আরাম কচ্চে, কল কল শব্দে নৌকা আপনি চলছে। জীবন, এখন কি আর দুঃখ পাও ? মার কাছে সাক্ষী দাও না।

হে মাতঃ, তুমি যদি সুখ দিয়ে থাক, তবেই তুমি আমাদের, আমরা তোমার। তোমার উপাসনা করে সুখী হয়েছি, মঙ্গল পাড়া সুখে ভরা, এইটী যদি বলতে পারি, তবেই জানলাম তোমাকে সাধন করেছি।

প্রাণেশ্বর! দিন হয়েছে? আর রাত হবে না? তুফান ঝঞ্ঝার ভয় গিয়াছে? যে জায়গায় যাব, সেখানকার সৌরভ আসছে? জগতের মিলনের স্থান ঐ যে দেখা যাচ্ছে।

যা কিছু সুখ আছে প্রকৃতিতে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সব ঘনীভূত হয়েছে মা?

করুণাসিন্ধু! জগৎ যেন বলে, এই গরীবের দল বড় সুখী। না খেয়ে খেয়ে, গরীব হয়ে, মাতাল হয়ে, পাগল হয়ে, বয়ে গিয়ে সুখী এই দল। আর কিছু নই সুখী বই, এ কথা যেন বলতে পারি।

মা অনেক দুঃখ, জরা পরীক্ষা উৎপীড়ন সহ্য করেছি, এখন যেন শেষ জীবনে সুখী হই। হে সুখদায়িনি, কৃপা করে দুঃখ সন্তপ্ত সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিপদ, শোক, দুঃখ ও অন্ধকারের রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া এসেছি, ইহা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে হৃদয়বৃন্দাবনে সুখের রাজ্যে তোমাকে পাইয়া নৃত্য করিতে পারি।

শ্রীঈশার ক্রুশদণ্ড।

শ্রীঈশার ক্রুশ দণ্ড দান সম্বন্ধে বাইবেলে যাহা উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, ইহুদী ধর্ম্মযাজকগণ শ্রীঈশার সব ধর্ম্ম প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া নানা প্রকার কৌশল করিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন। তখন জেরুজেলাম রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাই রোমীয় রাজপ্রতিনিধি পন্টিয়াস পাইলেটের নিকট ধর্ম্মযাজকগণ ঈশাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল।

ফরাসী পণ্ডিতগণ যে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় সে সময়ে জুডিয়াতে অনেক প্রবক্তা উদিত হইয়া নানা প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা পাছে কোন প্রকারে রাজদ্রোহিতা বিস্তার করিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা উদ্দীপন করেন সেই জন্য সম্রাট অগষ্টাস্ সিজার রোমজমান সিল অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক হুকুমনামা জারী করেন :—

"প্যালেষ্টাইন ও নিকট এবং সুদূর আরবের রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি এই আদেশ করা যায়—

ভবিষ্যৎবক্তা ও ধর্ম্মদ্রোহীগণ জনগণমধ্যে উদিত হইয়াছে। এই সকল ভবিষ্যৎবক্তাদিগকে রোমীয় আইনানুসারে কোন প্রকারে প্রতিরোধ করা হইবে না, যতদিন তাহারা প্রজাদের শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অশান্তি আনায়ন না করে। যদি তাহারা তাহা করে, তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে দমন করিতে হইবে। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন এই সকল ধর্ম্মনেতা রাজকীয় করসংগ্রহে ও কোনরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রতিবাদী না হয়।"

যখন ঈশা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সম্রাট আগষ্টাস সিজারের এই হুকুমনামা রোমীয় আইনরূপে জারী ছিল। শ্রীঈশার বিচারের সময় পন্টিয়াস পাইলেট প্যালেষ্টাইন প্রদেশের "Procurator" বা সংগ্রাহক তহশীলদার ছিলেন। বিচার কার্য্যের ভারও তাঁহারই উপর ছিল।

সম্রাটের হুকুম, যদি কোন ধর্ম্মপ্রবক্তা করসংগ্রহে প্রতিবাদী হন বা রাজদ্রোহিতা বিস্তার করেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। তাই ইহুদী ধর্ম্মযাজকগণ ঈশাকে এই বিধি অনুসারে দণ্ডিত করিবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত করেন। তাহারা প্রথমে এই জন্য তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট কতকগুলি টাকা আনিয়া বলিল, "এই টাকাগুলি কাহাকে দিব?" ঈশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে কাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত?" তাহারা উত্তর করিল "সিজারের", তখনই ঈশা বলিলেন, "যাহা সিজারের তাহা সিজারকে দাও, যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দাও।"

যেমনি যখন তাঁহাকে পন্টিয়াস পাইলেটের সম্মুখে উপস্থিত করিল, তিনি ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রাজা?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুমিই বলিতেছ।" সেন্ট জনের গ্রন্থে আছে, তিনি আরো বলিয়াছিলেন, "কিন্তু আমার রাজ্য এ পৃথিবীর নয়।" তাই পন্টিয়াস পাইলেট বলিয়াছিলেন, "আমি ত ইহার কোন দোষ দেখিতেছি না।" কিন্তু ইহুদী যাজকেরা নানা প্রকারে গোলমাল করিতে লাগিল, এবং "তিনি আপনাকে ইহুদীদিগের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছেন" এই দোষারোপ করিয়া ক্রুশদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়াছিল।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি, ঈশা আপনাকে "ঈশ্বরপুত্র" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, হঠাৎ ইহুদিগণ ক্ষিপ্ত ও এই জন্যই ইহুদী যাজকগণ অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্রুশাহত করিতে বদ্ধপরিকর হন।

—০—

স্বর্গীয় ভ্রাতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম—ইং ১৮৪০—ফাল্গুন মাস, দোলপূর্ণিমা।
মৃত্যু ইং ১৯২৪—৩রা মার্চ্চ, সোমবার শিবচতুর্দ্দশী; রাত্রি ১১। ৩০ মিনিট।

নববিধান পরিবারের আর এক জন অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ সাধক পরলোক যাত্রা করিলেন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ৩রা মার্চ্চ সোমবার শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে ১১.৩০ মিনিটের

সময় তাঁহার পুত্র অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়ের বাসা ৫৬ নং অপার-সার্কুলার রোডস্থ ভবনে পূর্ণ ৮৩ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিনে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার আদি জন্ম স্থান হালিসহর। তিনি সেখানে শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ ও ভাই মহেন্দ্রনাথের খেলার সাথি ছিলেন। তাঁহার মামার বাড়ী গরিফা। স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁহার মামা ছিলেন। গরিফাতে প্রায় তাঁহাদের বাড়ীতেই তিনি থাকিতেন এবং সেই সময় হইতেই আচার্য্যদেবের সহিত তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্টতা হয়। কেশবচন্দ্র তখন যে ছেলের দলের নেতা ছিলেন, শ্রদ্ধেয় হরিমোহন তাঁহাদের মধ্যেও এক জন। আচার্য্যদেবের প্রভাবের ভিতর তখন হইতেই তিনি পড়িয়া যান।

হালিসহরে যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হয়, তিনি তাহার এক জন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। বয়স হইলে তাঁহার কাকার কাছে থাকিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন্ এবং বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের সময়েও তিনি আচার্য্যদেবকে বর্দ্ধমান লইয়া যান। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাব চাঁদ হরিমোহনকে বড় ভাল বাসিতেন। মহারাজা তাঁর বাংলা রিডিং পড়া শুনিয়া আপনার প্রকাশিত ১ সেট্ মহাভারত সভার মধ্যে তাঁহাকে উপহার দেন। তার পরে হরিমোহন তাঁহার পিতৃদেবের সঙ্গে কোচবিহারে যান। তখন কোচবিহারের রাজধানী জলাইগুড়ি ছিল। জলাইগুড়ির ব্রাহ্মসমাজ, কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কার্য্যে হরি বাবুই অগ্রণী ছিলেন। কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজে নববিধান বিরোধী দলের প্রাধান্য হইলে, মহারাজা সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও মহারাণী সুনীতি দেবীর উৎসাহে কোচবিহারে যে নববিধান সমাজ স্থাপন হয় তাহার জন্য প্রথম হইতে হরিমোহন বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই সমাজের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী সভ্য ছিলেন। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। হরিমোহন বাবু কোচবিহারে ওভারসিয়ারের কাজ করিতেন, কিন্তু মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে প্রত্যেক বার শীকার অভিযানের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকেই লইয়া যাইতেন। মহারাজকুমারির বিবাহে কোচবিহার হইতে অন্য কর্ম্মচারিকে কাজ কারবার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু মহারাজা তাহা পছন্দ না করিয়া হরিবাবুকে টেলিগ্রাফ্ করিয়া কোচবিহার হইতে আনাইয়াছিলেন। সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাকে তিনি বিশেষ আদর এবং সম্মান করিতেন। এক বার হরি মোহন বাবু শীকারে তাউঁয়ের সব বন্দোবস্ত করিয়া এক নিভৃত জঙ্গলে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, মহারাজা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে গিয়া দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া উপাসনায় যোগ দেন এবং তখন হইতে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হন। হরিমোহন বাবু আচার্য্য দেবের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং সকল প্রচারককেই হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অতি নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন।

উদরের পীড়ায় মাত্র ১৩দিন তিনি ভুগিয়াছিলেন। মৃত্যুর দিন সকাল বেলাও শ্রদ্ধেয় গোপাল বাবু প্রচারক মহাশয়ের সহিত উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। ব্যারামের সময় এক দিনও তাঁর মুখ দিয়া রোগ যন্ত্রণায় জন্য অস্থির হইতে কেহ দেখে নাই। শেষ বয়সে স্ত্রীবিয়োগ এবং উপযুক্ত দুইটি সন্তান বিয়োগ শোক তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু রোগে শোকে কখনই কেহ তাঁহাকে ম্রীয়মান হইতে দেখে নাই, ধর্ম্মোৎসাহ তাঁহার চির দিন অক্ষুন্ন ছিল। এক মাত্র পুত্র ও কয়েকটি কন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্র পৌত্রী এবং ভ্রাতৃগণ যাঁহাদিগকে রাখিয়া তিনি অমর ধামে গিয়াছেন, সকলকে এবং পরলোকগত আত্মাকে মা বিধান-জননী শান্তি বিধান করুন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী।

জন্ম—২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৪১ খৃঃ অঃ;

স্বর্গারোহণ—১লা মার্চ্চ, ১৯০৮ ।

গত ১লা মার্চ্চ সতী জগন্মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন। নববিধানপরিবারের ইহা একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল ধর্ম্মনেতা জগতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এক মোহম্মদ ভিন্ন আর সকলেই হয় দারপরিগ্রহ করেন নাই, নয় দার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনা ও প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের বিশেষত্ব সদলে ও সপরিবারে ধর্ম্ম-সাধন। তাই এবারকার বিধানবাহকের সহিত সহধর্ম্মিণীরূপে যিনি সংযুক্তা হন, এ বিধানে যে তাঁহারও বিশেষ স্থান আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী অতি শৈশবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হন। বিবাহ বাসর হইতেই কেশবচন্দ্রের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। কাজেই সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যেমন মায়া মোহে বা সাংসারিক ভাবে আরম্ভ হয়, ইঁহাদের জীবনে তাহা হয় নাই। বৈরাগ্যের শ্মশানে ইঁহাদের সংসারের পত্তন হয়, তথাপি তখন হইতেই স্বামীর আনুগত্য জগন্মোহিনী দেবীর জীবনের বিশেষ লক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হয়। যখন তিনি অতি বালিকা, স্বামীর সঙ্গে দেখা শুনাই নাই, কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরাদেশে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ গ্রহণ করিতে সম্ভ্রান্তপরিবার, আত্মীয় স্বজন, এমনকি মাতৃদেবীকেও ত্যাগ করিয়া মহর্ষির আশ্রমে যাইতে হয়, তখনও সতী জগন্মোহিনী দেবীই একমাত্র তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া সকলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বামীর অনুগামিনী হন। এই সময়েই মহর্ষিদেব যেমন কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিলেন, জগন্মোহিনী দেবীকেও "ব্রহ্মনন্দিনী" নামকরণ করেন। সতীপতির মধ্যে সংসার

ও ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন মধ্য জীবনে যত কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও শেষ জীবনে ব্রহ্মানন্দ স্বীকার করিলেন, "আমরা দুজনে এক-জন", "আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে সচ্চিদানন্দের শিষ্য হইয়া চলিলাম। আমার ভাইরাও যেন এই পথে আসেন।"

শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর ১৪ বৎসর দেহে থাকিয়া স্বামীর সহিত নববিধানের এই একাত্মতাসাধন ব্রত মহাতপস্বিনীর বেশে সাধন করিয়া ইংরাজী ১৯০৮ সালের ১লা মার্চ্চ সতী স্বর্গে গিয়া তাহা উদ্‌যাপন করেন। এই দিন ব্রহ্মানন্দের অনুগামী তাঁর সহধর্ম্মী মাত্রেরই বিশেষ দিন। নববিধান ও আচার্য্যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং সর্ব্বজনে স্নেহ দয়া সতী দেবীর জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। এবার কমলকুটীরের নবদেবালয়ে এই দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শাস্ত্রাদি পাঠ ও আচার্য্যের প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী মণিকাদেবী মাতৃদেবীর প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই প্যারীমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন হয় ও সন্ধ্যায় চণ্ডীর গান হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিলেন, আমার নববিধানের দুইটী সাক্ষী চাই, একটী পরিবার ও একটী দল। তাই কি এই ১লা মার্চ্চ যেমন পরিবারের প্রতিমা মা জগন্মোহিনী দেবী স্বর্গারোহণ করিলেন, তেমনি দলের প্রতিনিধিস্বরূপ নববিধান প্রেরিত শ্রীদর-বার সম্পাদক উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ও নববিধানের সাক্ষী দিতে সর্গেশ্বরের আহ্বানে যাত্রা করিলেন?

শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং বাল্যকালে সংস্কৃত ও ইংরাজী অল্পই শিক্ষা করিয়া পুলীশ বিভাগে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। রংপুরে অবস্থান কালে সাধু অঘোরনাথের সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস হয়। ইহার পরেই লোকজহরী কেশবচন্দ্রের প্রভাবে পড়েন ও ভগবৎ-প্রেরণায় পুলীশের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁহার বিশেষ কার্য্য হয় এবং আচার্য্যদেব যখন যাহা কিছু তাঁহার ভাবের উপযোগী সংস্কৃত শাস্ত্রবচন চাহিতেন, ভাই গৌরগোবিন্দ তখনই তাহা যোগাইয়া দিতেন। "ব্রহ্মস্তোত্র" এবং এই ধর্ম্মতত্ত্বের শীর্ষদেশে যে "সুবি-শালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং" মন্ত্র আছে, ইহা তাঁহারই রচিত। এই ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদকতা ও শ্রীদরবারের সম্পাদকতা এবং শাস্ত্রব্যাখ্যাতা উপাধ্যায়ের কার্য্য আচার্য্যপ্রদত্ত তাঁহার কার্য্য ছিল। যেমন চেহারায় খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, কঠোর বৈরাগ্য এবং যোগসাধন ও বিধিপালনে দৃঢ়তা তাঁর জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। দীনতা ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানপ্রচার তাঁহার বিশেষত্ব বলিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন। আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর চির আচার্য্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া শ্রীদরবারের সহায়তায় "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" নামে বিস্তৃত আচার্য্যজীবনী তিনিই সম্পাদন করেন ও শ্রীকৃষ্ণচরিত, গীতা সমন্বয় ভাষ্য, বেদান্ত সমন্বয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসম্পূর্ত্তি ও আচার্য্যগ্রন্থ সম্বন্ধে যে কয়েকটী বক্তৃতা দান করেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তিনি নববিধানের জ্ঞানভাণ্ডার যথেষ্ট পরিপুষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে নববিধানশাস্ত্রের মূর্ত্তিমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশের ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে তিনি এক সময় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, যখন প্রেরিতদিগকে এক এক প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ভার দেওয়া হয়, তখন উত্তরবঙ্গ ও উড়ি-ষ্যার ভার ভাই গৌরগোবিন্দের উপর অর্পণ হয়। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই থাকিয়া প্রচার করিতেন। এবার তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনে প্রচারাশ্রমে প্রাতে বিশেষ উপা-সনা হইয়াছিল, ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা হয়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস, অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু বক্তৃতা করেন।

ভক্ত কবি স্বর্গীয় ভাই কান্তানাথ ঘোষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভক্তিভাজন সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের পরে ইঁহার মত সুগায়ক ও অপূর্ব্ব গীতি কাব্যরচয়িতা আর কাহাকেও নববিধান ব্রাহ্মসমাজে দেখা যায় নাই। গোমুখীর ধারার মত ইঁহার প্রতিভা হইতে অগণ্য অসংখ্য সঙ্গীত নির্গত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্লাবিত করিয়াছে ইঁহার কয়েক খানি সঙ্গীতপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কতকগুলি অমূল্য গান হারাইয়া গিয়াছে এবং শত শত সঙ্গীত অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সঙ্গীত রচনায় ইঁহার যে অদ্ভুত প্রতিভা ছিল, তাহা দেখিয়া আমি অনেক সময় ইঁহাকে শ্রদ্ধেয় কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের সহিত তুলনা করিয়াছি। ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যাইত, হৃদয় প্রেম ভক্তিতে প্লাবিত হইত। ইঁহার রচিত "অনন্ত হয়েছ তাইত কয়েছ, থাক চির দিন অনন্ত অপার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর" সঙ্গীত ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল বিভাগের আদরের সামগ্রী। সংকীর্ত্তন রচনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, এক এক সঙ্গীতে কত নূতন নূতন ভাব কুসুমই ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার এই সংকীর্ত্তনটী আমার

কর্ণে যেন পিযূষধারা ঢালিত। "এ কি আশীর্ব্বাদ। এ যে প্রাণ ভরা নাম, মধুর হরি নাম, জীবের ভাগ্যে এ যে স্বর্গের প্রসাদ। ইত্যাদি"—

আমরা অনেক সময় দুঃখ করিয়াছি, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ইঁহার সঙ্গীত প্রতিভার আদর করিতে পারিল না এবং মণ্ডলীর মধ্যে সঙ্গীত বিষয়ে ইঁহার যে উচ্চ স্থান ছিল তাহা ইঁহাকে অর্পণ করিয়া ইঁহার প্রতিভা ও গৌরবত্বের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইল। এ আক্ষেপ আমাদের যেমন, শ্রদ্ধেয় কালীবাবুরও তেমনি ছিল। ইনি বেশ গুণগ্রাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীত ভিন্ন দুই এক খানা ক্ষুদ্র নাট্য-কাব্যও ইনি রচনা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই কালীনাথ ভাবে প্রেমে স্নেহে সঙ্গীতে সুমিষ্ট ব্যবহারে পরকে যেমন আপন করিয়া লইতে পারিতেন এরূপ অল্প লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কলিকাতায় তেমনি মফঃস্বলে অনেক পরিবার মধ্যে ইঁহার অব্যাহত গতি ছিল। মেয়েদের মধ্যে কাহাকে মা, মাসি, পিসি প্রভৃতি ডাকিয়া সকলের স্নেহ অধিকার করিতেন, সুমিষ্ট সঙ্গীত ও সরস উপাসনা করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন, এবং পরিবারের কোন কোন সাধু সাধ্বী নরনারীর নামে তাঁহাদের শ্রাদ্ধোপলক্ষে সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়া গাইতেন। এই সকল সঙ্গীত শোকসন্তপ্ত প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিত এবং মণ্ডলীর সাধু ভক্তগণকে স্মৃতিতে চিরজীবিত রাখিত। কত জনের নামেই যে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বেশ বুঝা যায় ভাই কালীনাথের হৃদয় কত প্রশস্ত ও উদার ছিল। এই সঙ্গীত মুদ্রিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের একটী সম্পদ হইবে সন্দেহ নাই।

ভাই কালীনাথ নববিধান মণ্ডলীর মধ্য যুগের এক জন ভক্ত সাধক ছিলেন। ভক্তিভাজন প্রেরিতপ্রবর মহাত্মা প্রতাপচন্দ্রের পবিত্র সঙ্গ এবং তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ইনি ধর্ম্মজীবনে বিশেষ সমুন্নত হইয়াছিলেন। তৎপর শ্রদ্ধেয় ভক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, ললিতমোহন রায় প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মবন্ধুত্বে বদ্ধ হইয়া বিশেষ লাভবান হন এবং বিধাতার আহ্বানে বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নববিধান প্রচারার্থ জীবন সমর্পণ করেন। প্রচারক জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য ইনি অম্লান বদনে বহন করিয়াছেন। ইনি অতি সামান্য বেশে থাকিতেন, ইঁহার বিনয় ও দীনতা লোভনীয় ছিল। ইনি ঈশ্বরের একজন প্রিয় ও ভক্ত সন্তান এবং ব্রাহ্মসমাজের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ইনি প্রভুর আহ্বানে শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। বিধানজননী কৃপা করিয়া তাঁহার এই ভক্ত পুত্রকে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং ইঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণী এবং কন্যাকে সান্ত্বনা দিন। আশা করি নববিধানমণ্ডলী এই ভক্তপরিবারের অভাবধান ও অভাব মোচনে যত্নশীল থাকিবেন এবং ইঁহার অমুদ্রিত সঙ্গীত-গুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবেন।

শ্রীশশিভূষণ ভাদুড়ী।

বিশ্ব-সংবাদ।

"বিশ্বে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার" সম্বন্ধে সম্প্রতি লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলেন "ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের মিলন এখনও বহুদূর। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিজ্ঞান বই আর কিছুই জানেন না।" কোন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আটলাণ্টিক পথে তাঁর দেখা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "এ জীবনের উদ্দেশ্য আর কি, এই পার্থিব শারীরিক মানসিক উন্নতি শক্তির বৃদ্ধি করে, ছেলেদের তাহা দিয়ে যাওয়াই এ জীবনের উদ্দেশ্য।" বক্তা বিশ্বের বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছেন, পাশ্চাত্য সকল দেশেই প্রায় "টাকা উপার্জ্জনই" প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে; কোথাও "মটর গাড়ী ও খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান" ইহাই অনেক ধর্ম্মযাজকদিগের পর্য্যন্ত প্রধান ধর্ম্ম। অষ্ট্রেলিয়ার কোন ক্যাথলিক ধর্ম্মনেতা খ্রীষ্টধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ভাঙ্গিয়া ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ভারতে কি খৃষ্টীয় কি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী যথেষ্ট। থিওসফি সম্প্রদায়ের একজন কেম্ব্রিজ অধ্যাপক নাকি পশুজীবনে আত্মা সঞ্চালিত হয় কিনা পরীক্ষা করিতেছেন। অধ্যাপক বলেন, হিন্দুগণই সকল অনুষ্ঠান ধর্ম্মভাবে করেন। কল কারখানা খুলিতেও তাঁহারা দেবতার পূজা দেন। কারখানার যন্ত্রাদিও ফুলের মালায় সাজাইয়া পূজা করেন, ইহা দেখিয়া হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবের বিশেষ প্রশংসা করিয়া অধ্যাপক বলিয়াছেন, "সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুই ধর্ম্ম ও সংসার অনেক পরিমাণে মিলাইয়াছেন।"

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী এই "নববিধান" যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মিলন সমাধান করিতেই আবির্ভূত, অধ্যাপক মহাশয়কে কি আমরা বিনীত অন্তরে জ্ঞাপন করিতে পারি?

*

কত দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে কত প্রকার সংস্কার বা কুসংস্কারই যে প্রচলিত আছে তাহা বলা যায় না। সলমন দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের হাঙ্গরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। মানুষের মৃতদেহকে নৈবেদ্যরূপে দান করিয়া হাঙ্গরদেবতাকে পরিতৃপ্ত করে। তাহারা এই দেবতাকে এতই ভয় করে যে, কোন ব্যক্তি যদি সাঁতার কাটিতে কাটিতে তাহাকে হাঙ্গরে ধরে, এবং সে তাহার গ্রাস হইতে বাঁচিয়া উঠিয়া আসে, তার প্রতিবাসীরা তাহাকে জোর করিয়া পুনরায় হাঙ্গরঠাকুরের মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার পরও যদি সে ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠে, তাহাকে আর ফেলিয়া দেয়

না। এইরূপে প্রথমে একজনের একটা হাত হাঙ্গরে খাইয়া ফেলে, সে ব্যক্তি হাঙ্গরের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া উঠিলে তাহার জাতিবাসীরা তাহাকে আবার ফেলিয়া দেয়। তখন হাঙ্গরদেবতা তাহার পা একটী কাটিয়া খায়। হস্তপদ দান করিয়া সে ব্যক্তি কোনরূপে বাঁচিয়া উঠিলে প্রতিবাসীগণ বুঝিলেন বোধ হয়, ঠাকুর হাত পা বলী পাইয়াই তৃপ্ত হইয়াছেন, নতুবা কেন তিনি তাহাকে ত্যাগ করিবেন। এই বিশ্বাসে আর তাহারা তাহাকে বলীরূপে অর্পণ করিল না।

বাস্তবিক দেখা যায়, কোন না কোন আকারে বলীদান প্রায় সকল ধর্ম্মসংস্কারের ভিতরই আছে। আত্মবলী বা আমিত্ববলীই যে যথার্থ বলীদান সকলে ইহা একদিন শিখিবেই শিখিবে।

***

মিসর দেশের ক্যাইরো নগরের "আল আজাহর" কলেজ নাকি জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন কলেজ। ইহা ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানে জগতের সকল মুসলমানদেশের ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আসে। গরীব ছাত্রগণ যে কেবল বিনা বেতনে অধ্যয়ন করে তাহা নহে, তাহারা আহার বাসেরও সাহায্য পাইয়া থাকে। অধ্যাপকগণও কোন বেতন পান না। ছাত্রগণের খেলা ধূলা করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনাই এখানকার বিশেষ বিধি। ১৭ বৎসর অধ্যয়ন করিলে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হয়।

***

সন্ন্যাসী সুন্দরসিং নামে একজন পঞ্জাবদেশবাসী প্রথম জীবনে বড়ই খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী ছিলেন, পরে স্বপ্নযোগে খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করিয়া খৃষ্টবিরুদ্ধতা ত্যাগ করিয়া তাঁর ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ঈশার অলৌকিক ক্রিয়াদি দেখাইয়া খ্রীষ্টজগৎকে অবাক করিয়া এখন তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং নানা স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। পাশ্চাত্য পাদ্রি সাহেবদিগের ন্যায় খৃষ্টবেশের মত প্রচার অপেক্ষা খৃষ্টজীবন যিনি প্রচার ও প্রদর্শন করিবেন তাঁহারই দ্বারা যথার্থ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইবে।

***

মিসর রাজমন্ত্রী আজিজ ইজ্জৎপাসা এখন বিলাতে। তিনি সম্প্রতি কোন সভায় বলিয়াছেন, "যদিও পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে বিষয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কাল শিখিতে হইবে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহকেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এই মুসলমানজগতের অনেক শিখাইবার আছে। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত।"

নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দও অনেক দিন পূর্ব্বে এই ভাবেরই কথা বলিয়াছিলেন।

সংবাদ।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতে হাবড়া খুরুট নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। ভ্রাতা অশ্বিনীচন্দ্র প্রার্থনা করেন।

নামকরণ—শ্রীযুক্ত ডাঃ পূর্ণানন্দ রায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণ নবসংহিতানুসারে গত ১লা মার্চ্চ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, শিশুর নাম "শ্রীপরমানন্দ" রাখা হইয়াছে। খাটরা নিবাসী ডাঃ শরৎকুমার দাসের পৌত্রীর নামকরণ গত ৯ই মার্চ্চ সম্পন্ন হয়, ভ্রাতা অশ্বিনীচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। শিশু কন্যার নাম সবিতা রাখা হইয়াছে। মঙ্গলময় উভয় শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ৩রা মাঘ, স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদারের পৌত্র এবং স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং স্বর্গীয় ভাই অমৃতলাল বসুর দৌহিত্রী ও স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের কন্যা শ্রীমতী সত্যপ্রিয়ার শুভ পরিণয় হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল উপাচার্য্য এবং পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বালেশ্বরে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথের সহিত, স্বর্গীয় ধ্রুব করের কন্যা নবকুমারীর শুভবিবাহ নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভাই চন্দ্রমোহন দাস আরাধনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ পৌরোহিত্য করেন।

বিগত ১৮ই ফাল্গুন, শনিবার, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় (পাটনা) খড়্গপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের সংলগ্ন, ষ্টেসন মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের বাসভবনে, গিরিধি প্রবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহের পুত্র শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন গুহের সহিত ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দের পৌত্রী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দের প্রথমা কন্যা নীলিমার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। স্থানীয় বহুসংখ্যক লোক দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—উলুবেড়িয়া বাণীবন ব্রাহ্মপল্লীতে গত ৯ই মার্চ্চ, স্বর্গীয় হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা তাঁহার পিতৃ-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—১৩ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার স্বর্গগত বৃদ্ধ সাধক শ্রীযুক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সহযোগিতায় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্য ও

পৌরহিত্য করেন। ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন, এবং ভাই গোপালচন্দ্র স্বর্গীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বলেন ও প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক সসন্তানে শোককারীর প্রার্থনা করেন। শ্রীআচার্য্যপরিবারস্থ ও মণ্ডলীর অনেকে যোগদান করেন। শ্রীমান্ অজিতনাথ মল্লিক সঙ্গীত করেন।

পরলোকগমন—সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গীয় ভ্রাতা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ড শ্রীকালীনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা এবং শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগীর পত্নী শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী গত ৮ই মার্চ্চ, শনিবার বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে বহুদিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বামীর সহিত হাজারীবাগে বাস করিতেছিলেন, রোগ প্রতী-কারের জন্য, কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আনীতা হন। মা বিধানজননী শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা মাতা, স্বামী ও সন্তানসন্ততি, এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে সান্ত্বনা ও পরলোকগত আত্মাকে শান্তি-বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী সেন পিতৃদেবের উদ্দেশে একটী আত্ম-নিবেদন পাঠ করেন।

বিগত ১৩ই ফাল্গুন, বুধবার সকাল ৯॥০টার সময় ভাগলপুরে গোলকুটীর বাসভবনে স্বর্গীয় সাধক শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গম্ভীরভাবে উক্ত উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত হেমসুন্দর বসু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১লা ফাল্গুন, বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০টার সময় জালাকুটীরস্থ বাসভবনে নববিধান-বিশ্বাসী স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎ-সরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন কন্যা হৈমবতী সকাতরে প্রার্থনা করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কুমুদিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে মঙ্গলপাড়ায় ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

ভক্তিভাজন ভাই উমানাথ গুপ্তের সহধর্ম্মিণী দেবীর সাম্বৎ-সরিক দিনে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করিয়াছিলেন।

রাণীগঞ্জে উৎসব—কোন বন্ধু লিখিয়াছেন:—এখন তো আর ইচ্ছা করিলেই স্থানান্তরে গিয়া উৎসবের প্রসাদ সম্ভোগ করিবার মত ক্ষমতা নাই। কেবল সদাই ভাবি, "যারা পরে এলো, আগে গেল, আমি রহিলাম পড়ে।" ভগবান শেষকালে এই নির্ব্বান্ধব দেশে আনিয়া কেন যে ফেলিলেন তা তিনি জানেন। ১১ই মাঘ প্রাতঃকাল হইতে সেই চিন্তাই মনকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল যে, এবার এমন দিনে কিছুই হইল না। ভাবিতে ভাবিতে অপরাহ্নে সহসা বুদ্ধির স্ফুর্ত্তি হওয়ায় কয়েক পরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করিলাম। অবশ্য তাঁরা কেউ ব্রাহ্মসমাজের কোন ধার ধারেন না। সন্ধ্যা ৭টার সময় ভগবানের কৃপায় ৬।৭টী ভদ্রলোক উপস্থিত হইলেন, তার মধ্যে একজন ডাক্তার ও আর একজন স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। যথাসময় উপাসনা আরম্ভ হইল। উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম,—'স্বর্গরাজ্যই স্বরাজ্য। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান সাধন করিতে করিতে যখন প্রেম পুণ্য জীবনে লাভ হইবে, তখনই মানুষ হিংসা দ্বেষাদি রিপুর অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধী-নতা লাভ করিবে। আধ্যাত্মিকতা, আত্মোন্নতি, প্রেম ও সত্য যখন প্রত্যেকে সাধন করিবেন, তখন সকলই স্বাধীন, কোথাও অশান্তি বা স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা নাই, তখনই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য অবতরণ, দেশে দেশে নববিধানপ্রতিষ্ঠিত ও প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে নববৃন্দাবন সমাগম হইবে। কেবল নববিধানের মহামিলন সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই এই স্বরাজ্য বা স্বর্গরাজ্য লাভের পথ।"

দানপ্রাপ্তি—প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

জুলাই:—(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুই মাসের ৪৲।

আগষ্ট:—শ্রীযুক্ত বসন্ত রায় টাকিলরাম পিতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ সন্তানের মঙ্গলার্থ ৫৲, শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পাল মাসিক দান ৫৲, শ্রীযুক্ত চুণিলাল মুখোপাধ্যায় মাসিক দান ১৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন মাসিক দান দুই মাসের ৪৲, শ্রীযুক্ত বিহারী কান্ত চন্দ পুত্রের শ্রাদ্ধে ২৲, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধে প্রতিশ্রুত দান ৫৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিক দান দুই মাসের ২৲, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ মাসিক দান তিন মাসের ৬৲, জনৈক মাননীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা মাসিক দান ১০৲, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই মাসিক দান ১৫৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিক দান ২৲, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মাসিক দান ২৲, জনৈক বন্ধু ৫৲, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় পুত্রের শুভ বিবাহে ৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার মাসিক দান চারি মাসের ৪৲, শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার [illegible] মাসিক দান ৫৲, ডাঃ উমা-প্রসন্ন ঘোষ মাসিক দান পাঁচ মাসের ১০৲, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র লাল খাস্তগীর মাসিক দান দুই মাসের ১৲, শ্রীমতী প্রমীলা গুপ্ত স্বামীর সাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মাসিক দান চারি মাসের ৮৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃসাম্বৎসরিকে ৩৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রকাশ ঘোষ পুত্রের নামকরণে ৫৲, শ্রীযুক্ত দামোদর পাল

৫৲, বার ব্রাহ্মণ ৬৶০, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী স্বামীর জন্মদিনে ৫৲, শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র দে ৫৲, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দত্ত মাসিক দান আট মাসের ৮৲, শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ৫৲।

সেপ্টেম্বর :—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বিতীয় কন্যার জন্মদিনে ১৲, শ্রীযুক্ত মন্মোথ ধন দে নবকুমারের কাতকর্মে ২৲, শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিক দান ১৲, শ্রীযুক্ত ডব্লিউ ডাকেলা কন্যার জাতকর্মে ২৲, নিবদেশ প্রতিভার অন্নপ্রাশনে কুচবিহার ষ্টেট হইতে ১৫০৲, শ্রীমতী মহামায়া দেবী পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ মাসিকদান তিন মাসের ৬৲, শ্রীযুক্ত চুণিলাল মুখোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মাসিকদান ৪৲, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী সিই, আই মাসিকদান ১৫৲, শ্রীযুক্ত ডাঃ শরচ্চন্দ্র দত্ত পৌত্রীর শ্রাদ্ধে ১৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার মাসিক দান ১৲, জনৈক মাননীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা মাসিকদান ১০৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুই মাসের ৪৲, জনৈক বন্ধু ২৲, স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত ফণ্ডের চা বাগানের পাঁচ অংশের লভ্য ৫০৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় মাসিক দান দুই মাসের ৪৲, শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পাল মাসিকদান ৫৲, শ্রীমতী ভক্তিসুধা হেমরাজ পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীমতী সারদাসুন্দরী সেন স্বামীর সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ শ্বশুরের সাম্বৎসরিকে ২৲, শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ পিতৃসাম্বৎসরিকে ৩৲, শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত পিতৃসাম্বৎসরিকে ১৲, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র সেন কনিষ্ঠপুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধে ১৫৲, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত জন্মদিনে ১৲, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে কন্যা "বুলুর" আদ্যশ্রাদ্ধে ৪৲, শ্রীযুক্ত বামাপদ চট্টোপাধ্যায় ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির মাসিকদান দুই মাসের ২০৲।

অক্টোবর :—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত পৌত্রীর আরোগ্যলাভে ১৲, শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পাল মাসিকদান ৫৲, জনৈক বন্ধু ২৲, অধ্যাপক জিতেন্দ্রমোহন সেন ১৲, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায়ের ভগিনী মাতৃশ্রাদ্ধে ১৲, অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ মাসিকদান তিন মাসের ৬৲, শ্রীযুক্ত নবারুণচন্দ্র [illegible] ও [illegible] পুত্রের নামকরণে ৪৲, শ্রীমতী বিনোদিনী দাস নূতন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে ১৲, রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মাসিকদান ৪৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু ১৲, শ্রীযুক্ত চুণিলাল মুখোপাধ্যায় মাসিকদান ১৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান দুই মাসের ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিকদান পাঁচ মাসের ১০৲, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত মাতৃসাম্বৎসরিকে ২০৲, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই বলদেব রায়ের প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৫৲, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই, মাসিকদান ১৫৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মাসিকদান ছয় মাসের ৬৲, পুত্রের বিলাতযাত্রা উপলক্ষে ১৲, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু পত্নীর সাম্বৎসরিকে ২৲, স্বর্গীয় সত্যশরণ গুপ্তের কন্যা সুলতার শুভবিবাহে ১০৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চন্দ রায় দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম্মে ২৲, জনৈক বন্ধু ১০০৲, ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার মাসিকদান চারি মাসের ২০৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র পিতৃদেবের জন্মদিনে ২৲, ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৲, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী হালদার মাতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, ও শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর জন্য ৫৲, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫৲, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত কন্যার জাতকর্ম্মে ২৲, শ্রীযুক্ত অশোককুমার সেন মাতৃসাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীযুক্ত ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্র মাতৃদেবীর ও পিতৃদেবের সাম্বৎসরিকে ৪৲।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীষ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

—•—

নূতন পুস্তক।

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল নববিধান মণ্ডলী হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। Apostles and Missionaries of the Navavidhan. Published by Niranjan Niyogi, on behalf of the Brotherhood, 3 Ramanath Mozoomdar's Street. Price Cloth Bound Rs 5, Paper Rs. 3.

২। Harmony, by Rev. Bhai P. M. Chowdhuri. Price As. 8.

৩। দীনচরিত অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের জীবনী। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম, মূল্য ১॥০।

৪। আমার জীবন-কথা।—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

৫। জীবনে ব্রহ্মকৃপা স্বীকার।—শ্রীবিহারী লাল সেন।

গ্রাহকমহাশয়দিগের নিকট নিবেদন :

যাঁহার যাহা দেয়, তিনি দয়া করিয়া যদি না চাহিতেই দেন, অর্থাভাবে আর "ধর্ম্মতত্ত্বের" মুদ্রণাদির অভাব হয় না।

প্রত্যেক গ্রাহক মহাশয় যদি আর একজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, এখনই গ্রাহকসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যায়। গ্রাহকমহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া এই দুইটী অনুরোধ রক্ষা করিবেন কি?

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

৫৯ ভাগ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩০ সাল, ১৮৪৫ শক, ৯৪ ব্রাহ্মাব্দ।
29th March, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্।

প্রার্থনা।

মা জননি, তুমিই ত আমাদিগকে স্বয়ং জন্ম দান করিয়াছ। মাতৃগর্ভে তুমিই নিজ হস্তে এই দেহ গঠন করিয়া পৃথিবীতে প্রসূত করিয়াছ। তুমিই এই দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া এবং জীবনের জীবন হইয়া এতাবৎকাল এই জীবনকে বাঁচাইতেছ। আমরা নিজে দেহে আসি নাই এবং তোমার জীবন্ত শক্তির সহায়তা বিনা আমরা কখনই বাঁচিতে পারি না। তবে এ জীবনের প্রভু আমরা কিসে? তুমি বাঁচাও তাইত বাঁচিতেছি, তুমি তোমার জীবনীশক্তি প্রত্যাহার করিলে এক নিমেষও যখন আমাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তুমি প্রাণবায়ু সঞ্চার না করিলে যখন এক নিশ্বাসও ফেলিবার শক্তি নাই, তখন তোমা বিনা যে এ জীবন কিছুতেই ধারণ করিতে পারি না, কেন না বিশ্বাস করিব? তাই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে দাও, এ জীবনের জীবন তুমি, এ জীবন তোমারই। ইহার উপর আমাদের আধিপত্য কিছুই নাই বিশ্বাস করি ও তোমারই আনুগত্য স্বীকার করি। এই জীবন তুমিই দিয়াছ, তুমিই রাখিতেছ, তোমারই ইচ্ছামত ইহাকে তোমারই যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বাঁচাও ও তোমারই কার্য্য সাধনে ইহাকে সুক্ষম কর। তোমার জিনিষকে আমাদের মনে করিয়া যেন ইহাকে বৃথা নষ্ট হইতে না দি। সূর্য্যের জ্যোতিতেই যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকাশ হয়, কিন্তু রাহুর ছায়া পড়িলেই তাহার গ্রহণ হয়, তেমনি তোমার প্রভাবেই এ জীবন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখ, আমাদের মোহচ্ছায়া যেন ইহাকে অন্ধকারময় করিতে না পারে, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

"হে পরম পিতা, সে আশ্চর্য্য অলৌকিক বল কোথা হইতে আসে, যাহাতে পাপ জয় হয়? যে মন একবার বেঁকেছে, তাহা সহজে সোজা হয় না। নিজের চেষ্টা বিদ্যা বুদ্ধি, এ সব কি মনকে অশুদ্ধ পথ হইতে শুদ্ধ পথে আনিতে পারে? ব্রহ্মকৃপা বিনা একটা অসাধুতাও দূর হয় না। স্বর্গীয় অলৌকিক বলে সব ভাল হয়। সেই অলৌকিক বল পাঠাইয়া দাও।" দৈঃ প্রাঃ ১।

"দয়াময় হরি, পরস্পরের প্রতি অভিমান, রাগ, হিংসা কেন জীবন হইতে ধৌত হইয়া যায় না? এজন্য মিনতি করিতেছি, প্রাণ যেমন তোমাকে ডেকে মত্ত ও সুখী হবে, তেমনি বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ঘৃণাশূন্য হইয়া সব মানুষের সেবা করিবে। যে হৃদয়ে তোমার প্রতি ভক্তি আছে, তার নিকট আর একটী হৃদয় বসাইয়া দাও, যাতে জীবের প্রতি প্রেম থাকে। তাহা হইলে জীবে দয়া নামে ভক্তি জীবনে সার করে তোমার পদারবিন্দ লাভ করি, যাতে তোমার প্রেমে প্রমত্ত হয়ে সব জীবকে ভালবেসে শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি।" দৈঃ প্রাঃ ১৩।

জীবনে প্রমাণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুনিয়াছিলেন, একদল ব্রহ্মজ্ঞানী আছেন যাঁরা ঈশ্বরকে দেখেন, সে দেখা কেমন জানিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন এবং দেখিলেন বেদীর উপরে একটী বাবুর মনের "ফাৎনা ডুবেছে" অর্থাৎ ব্রহ্মেতে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাঁর ধারণা ছিল কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ভগবানে মন ডোবে না, কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্র বাহিরে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করিলেও তাহার চরিত্রের আকর্ষণে রামকৃষ্ণদেব যে বিলক্ষণ আকৃষ্ট হন, তাহা সকলেই জানেন। রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বাস কেশবচন্দ্র নববিধানের "চাপরাস" পেয়েছিলেন।

বাস্তবিক নববিধান জীবনের বিধান, চরিত্রের বিধান, জীবনের চাপরাস, চরিত্রের চাপরাস বিনা নববিধান প্রমাণ হয় না। মুখে আমরা নববিধানী বলিলে কেহই মানিবে না, যদি না আমরা জীবনে তার লক্ষণ সকল মিলাইয়া দিতে পারি।

অন্যান্য ধর্ম্ম কেবল মতে, শাস্ত্রের কথায়, শুনা কথায় প্রচার হইতে পারে, কিন্তু যদি আমরা নববিধান-জীবন দেখাইতে না পারি, আমরা নববিধানের লোকই নই। আমরা নববিধানের উচ্চ কথা কতই শিখিয়াছি, বলিতেছি, প্রচারও করিতেছি, কিন্তু কাজে কর্ম্মে জীবন দ্বারা যদি না দেখাইতে পারি যে, "আমরা আমাদের ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তাঁর বাণী শুনিয়াছি এবং তাঁতেই আমরা নিত্য আনন্দিত ও তদ্দ্বারা চরিত্র এবং জীবনে আমরা নববিধান মূর্ত্তিমান হইতেছি", আমরা কি করিয়া বলিব আমরা নববিধানের লোক?

মতে তত্ত্বে আমাদের দেশের লোক ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিতে কেহই পশ্চাৎপদ নন, পাদ্রি ডাক্তার হেষ্টি সাহেব বলিতেন "ভারতবাসিগণ দার্শনিকের জাতি"। সত্যই আমাদের দেশের লোক ধর্ম্মের উচ্চ কথা জানে না এমন বোধ হয় কেহই নাই।

একদিন একখানা রিক্স করিয়া আমরা আসিতেছিলাম, আমাদের হাতে নববিধানের নিশান ছিল, রিক্সচালক তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের ঝাণ্ডা?" বলা হইল "ইহা নববিধানের ঝাণ্ডা, এটা 'নয়া মজব', ঈশ্বর সকলকার মা, আর সকল মানুষ সেই এক মারই ছেলে মেয়ে, তাই সবাই ভাই, আর যত সব ধর্ম্ম—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব ধর্ম্ম একই ধর্ম্ম ইহাই মানিতে হইবে। কেহ কাহারও সহিত আর ঝগড়া বিবাদ কিম্বা পরস্পরকে ঘৃণা বিদ্বেষ করিবে না, ইহাই ভগবানের হুকুম আসিয়াছে, এটি তাঁরই "ঝাণ্ডা"।

সে ব্যক্তি অমনই কতই বক্তৃতা দিয়া বলিল, "এইত ঠিক্‌ই কথা, এই যে কেউ বড়লোক, আর আমি এই গরীব রিক্স টানছি, এটা কেবল বাইরের তফাৎ, কিন্তু ভেতরে সবারই দেহে সেই একই রকম 'খুন' অর্থাৎ রক্ত।" এই কথা বলিয়া নববিধানের তত্ত্ব সমর্থনে সে কতই উপদেশ দিতে দিতে রিক্স টানিয়া চলিল।

এইরূপে নববিধানের মত ও তত্ত্ব কথা বলিয়া আমরা যে লোকের কাছে বেশী কিছু বাহাদুরী লইতে পারিব তাহা মনে হয় না, তবে নববিধানের মত চরিত্রে পরিণত করাই শক্ত; যদি সাধন দ্বারা তাহা করিতে আমরা কৃতসংকল্প না হই এবং যাহা আমরা মুখে বলি, তাহা কাজে না করিতে পারি, কেহই আমাদের কথা গ্রহণ করিবে না, শুনিবেও না।

সা, রে, গা, মা মুখে বলিতে সকলে পারে, হাতে বাজানই ত শক্ত। খোলের বোল মুখে আমরা কে না জানি, কিন্তু হাতে না বাজালে সে বোলে কি কখনও মন মাতে?

তাই নববিধান কেবল মত নয়, জীবনে ধর্ম্মের মত সকল কার্য্যতঃ পরিণত করা ও তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্যই নববিধানের বিশেষ অভ্যুত্থান। বাস্তবিক আমরা যদি এমন উচ্চ ধর্ম্ম পাইয়াছি জীবনে যাহাতে তাহা সম্ভোগ সমাধান করিতে পারি এবং জীবন দ্বারা জীবনকে আকর্ষণ করিতে পারি তাহারই জন্য এবার সকলে মিলিয়া এবং প্রতিজনে বিশেষ সাধনায় নিযুক্ত হই। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত হয় না, যদি না তাহা পরীক্ষিত হয়, তেমনি নববিধানের সত্য যাহা লাভ করিয়াছি তাহা যদি জীবনে পরীক্ষা করিয়া সাক্ষ্য দিতে না পারি তাহা কেবল আমাদের কল্পিত মত মাত্র বলিয়া কেহই গ্রহণ করিবে না। বস্তুত আমরা গানে ভাবে বক্তৃতায় নববিধানের উচ্চ মত যত বলি, জীবনে তাহার অনুরূপ চরিত্র কই দেখাইতে পারিতেছি?

সত্যই আমরা যেন অনেক "জেনে শুনে তবু ভুলে আছি", জীবনে তেমন দেখাইতে পারিতেছি না, ইহা স্বীকার

করিয়া এখন ব্যাকুল প্রাণে স্বজনে নির্জ্জনে কি আমাদের কাঁদা উচিত নয়?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরে বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত হন, তিনি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, তিনি একজন ওস্তাতের কাছে গান শিখিতে যান, ওস্তাত শিক্ষার্থীকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গান্ টান্ কিছু জান?" শিক্ষার্থী মনে করিলেন, "হয়ত জানি বলিলে ভাল করিয়া শিখাইবেন", তাই বলিলেন, "হাঁ৷ কিছু কিছু জানি", "কিছু কিছু জান? তবে যা জান ভুলে আমার কাছে এস আমি শেখাব।"

বাস্তবিক এই ওস্তাত যাহা বলিয়াছিলেন, অতি সত্য কথা! আমরা এই যে নববিধানের তত্ত্ব অনেক জানি বলিয়া আমাদের অহং আছে, তাই আমাদের জীবনে নববিধান শিক্ষা হইতেছে না, নববিধান শিক্ষার মূল আমি কিছু জানি না, আমি পাপী, আমি শিশু অজ্ঞান, এই ভাব অবলম্বনেই নববিধানপ্রবর্ত্তক মূর্ত্তিমান নববিধান-জীবন হইলেন।

এখন যদি আমরা সত্যই নববিধানবিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে চাই, আমাদের আমিত্ব অহং থাকিতে কখনই আমরা তাহা পারিব না, সম্পূর্ণরূপে সেই অহংশূন্য হইয়া যথার্থ আমাদের জীবনে কিছু হইল না, এই বলিয়া যদি আমরা অকৃত্রিম ভাবে কাঁদিতে পারি, এবং সরল ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে পারি, তবেই আমাদের গতি হয়।

বাস্তবিক নীতিতে, বিধিতে, বিশ্বাসেতে যতক্ষণ না আমরা নববিধান মূর্ত্তিমান জীবন হইতে পারি, এবং নববিধানের লক্ষণ সকল জীবনে মিলাইয়া লইয়া তাহার প্রমাণ দিতে পারি, ততক্ষণ আমরা নববিধানের লোকই নই। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কিন্তু নববিধানীর ছেলে নববিধানী হইতে পারে না, যদি না জীবনে নববিধানের লক্ষণ তিনি দেখান। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান, তীর্থদর্শন এই নয় প্রকার গুণ থাকিলে তবে যেমন পূর্ব্বে কুলিন হইত, তেমনি সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের আদর্শ জীবন যিনি সাধন করিবেন, তিনিই নববিধানী। তাই বলি:—

"নূতন বিধান নহে অনিশ্চিত জ্ঞান,
জীবন্ত প্রমাণ তার নূতন জীবন।"

পূর্ব্বে ছিল ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, মুসলে ইমান, অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি তিনিই মুসলমান, যাঁহাকে দেখিলে মুখে আসে হরিনাম তিনই "বৈষ্ণব"প্রধান। কিন্তু হায়! বর্ত্তমানে সেই সকল আখ্যা বংশগত হইয়া কি দুর্দ্দশাই আনিয়াছে, নববিধানে যাহাতে তাহা না হইতে পারে ইহাই আমাদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নববিধান নবজীবন দিতে আসিয়াছেন, সুতরাং জীবন বিনা নববিধান হইতেই পারে না ইহা চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। লবণের লবণত্ব না থাকিলে যেমন তাহা লবণই নয়, তেমনি নববিধানে নবজীবন না থাকিলে তাহা নববিধানই নয় ইহা স্থির নিশ্চয়।

আমাদের কেবল নববিধানবাদী হইলে হইবে না, নববিধানবিশ্বাসী জীবন হইতে হইবে। তাই বাহ্য আড়ম্বরশূন্য হইয়া ব্যক্তিগত ভাবে এবং সদলে যাহাতে বিশেষ সাধনায় নিযুক্ত হইয়া নববিধানকে জীবনে প্রমাণিত এবং গৌরবান্বিত করিতে পারি তাহারই জন্য যেন এখন আমরা কৃতসংকল্প হই।

মা নববিধানবিধায়িনী জননী আমাদের প্রতিজনাকে এবং সকলকে নববিধানসাধনায় প্রাণপণ যত্ন করিতে সুক্ষম করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

উন্নতির অন্তরায়।

এত প্রার্থনা উপাসনা করিতেছি, জীবন তেমন উন্নত হইতেছে না কেন? এত ঔষধ খাইলাম রোগ ত গেল না? ভিতরে ময়লা থাকিতে যেমন ঔষধ কার্য্যকারী হয় না, তেমনি ভিতরে আমিত্ব স্বার্থ, কামনা, বাসনা থাকিতে কিছুতেই উপাসনা প্রার্থনা সফল হইতে পারে না। আচার্য্য বলেন, "আধ আনা সংসার ও সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সম্পত্তি চাইলেও সমুদয় প্রার্থনা বিফল।"

মাটীর ঢিল যতই উচ্চ ছোড়া হউক মাটীতেই ফিরিয়া আসে, কিন্তু নিশ্বাসের বিন্দুবায়ু আকাশেই যায়; তেমনি পার্থিব উচ্চ কামনাও স্বর্গে গৃহীত হয় না, প্রাণের নিষ্কাম আকাঙ্ক্ষাই স্বর্গে পৌছায়।

—•—

প্রকৃত বন্ধু।

প্রঃ। "তোমাকে এত গালাগালি দিল তুমি যে একটী কথাও বলিলে না?"

উঃ। কি আর বলিব, উনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহার

সম্ভাবনা যে সকলই আমার ভিতর আছে। আমি কি তাহা অস্বীকার করিতে পারি? আমি এখনই ঐ সকল অপরাধে অপরাধী, কখনও না হইলেও পাছে হইয়া পড়ি আমার পতন হয় তাহাই তিনি সাবধান করিয়া দিয়া আমার পরম বন্ধুরই কাজ করিলেন। আমি যাহাতে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক হই তাহাই তিনি দেখিতে চান, তাঁহার মত হিতকারী আমার কে?

—•—

অপরাধী অধিক কে?

চোর চুরি করিল, কিন্তু যাহার চুরি করিল সে ব্যক্তিই অধিক কাঁদিয়া আকুল। জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, আমার বিবেকরাজ আমাকে বড়ই দণ্ড দিয়াছেন, তিনি বলিলেন, আমারই ত অপরাধে এ চুরি হইয়াছে। কেন আমি এমন অসাবধান হইলাম যে ঐ ভাই চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইল, আমার অসাবধানতার জন্য ত আমি অপরাধী, উঁহাকে চুরি করিতে প্রলোভন দেখাইয়াও অপরাধী, আর যাহা হারাইলাম তাহাও ত আমার নয়, তাহা আমার প্রভুর গচ্ছিত অর্থ, সুতরাং তাহা অপচয় হইতে দেওয়াতেও আমি অপরাধী, যিনি লইয়াছেন তাঁহার অপরাধ কেবল পরদ্রব্যাপহরণ মাত্র, অতএব অপরাধ ত আমারই অধিক, সেই জন্যই অনুতাপ করিতেছি। আমি যে বড় সাবধান বলিয়া অহং ছিল তাহাও ভাঙ্গিল।

"তিনি" "তুমি" "তিনি"।

আমাদের উপাসনার প্রথম অঙ্গ উদ্বোধন, তাহার পর আরাধনা, তাহার পর ধ্যান; উদ্বোধন অর্থে মনকে উদ্বুদ্ধ করা। তখনও উপাস্য দেবতা সম্মুখস্থ হন নাই, তাই তখন তাঁহাকে "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং তাঁহার আবির্ভাব উদ্দেশ্যে মনকে তাঁহাতে সমাধান করিতে চেষ্টা করা হয়। তাহার পর আরাধনায় তাঁহাকে সম্মুখস্থ উপলব্ধি করিয়া "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

কিন্তু ধ্যানে আবার "তুমি" ছাড়িয়া "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহার কারণ অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, এই যাঁহাকে "তুমি" বলিয়া আরাধনা করিতেছি, তাঁহাকে আবার "তিনি" কেন বলিব? এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞান এই, আরাধনায় আমরা আমাদের উপাস্য দেবতাকে সম্মুখস্থ দেখিয়া বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসারে তাঁহার এক একটী স্বরূপ উপলব্ধি ও দর্শন করি, ধ্যানে তিনি স্বয়ং তাঁর সর্ব্বস্বরূপ একাধারে সমন্বিত করিয়া তাঁর এক ব্যক্তিত্ব এই হৃদয়মন্দিরে প্রকাশ করিয়া দেখা দেন। আরাধনায় কতকটা সাধকের চিন্তা ও বাক্যের সংযোগ থাকে, কিন্তু ধ্যানে সাধককে সে সমুদয় নির্ব্বাণ করিয়া নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া কেবল উপাস্যদেবতার পূর্ণ দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তাই তখন আর তিনি সে আরাধ্য "তুমি" নন। তিনি আপনি যা তাই "তিনি"। এই জন্য তখন "তিনি" বলা হয়।

ধ্যানের উদ্বোধন কালে সম্মুখস্থ "তুমি"কে ছাড়িয়া তখন দৃষ্টি আপন আত্মার দিকে পড়ে, সেজন্যও "তুমি" ছাড়িয়া "তিনি" বলা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন কাহারও চক্ষু পরীক্ষা করা হয়, তখন বাহিরের যে আলো—সূর্য্যের আলো তাহাতে হয় না, সে আলো সব অন্ধকার করিয়া অন্ধকার ঘরে লইয়া আর এক প্রকার পরীক্ষার আলো চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করান হয়। সেইরূপ ঐ বাহিরের আলো অন্ধকার করিলে যেমন সেই অভ্যন্তরীণ আলোতে চক্ষু জ্যোতি উপলব্ধ হয়, তেমনি আরাধনাতে যে "তুমি", তাঁহাকেও যেন সরাইয়া দিলে ঘন আঁধারে ধ্যানের উপলব্ধ ব্যক্তিকে দেখা যায়। আরাধনার দর্শন ও ধ্যানে দর্শন ভিন্ন দর্শন, সেটী ঘনীভূত দর্শন, এইটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই এই "তুমি" কেমনে "তিনি" হইতে পারেন বুঝিতে পারা যায়।

আরাধনায় এক এক স্বরূপ আহার করা, ধ্যানে তাহা হজম করা। আহারীয় বস্তু হজম করিলে যেমন রক্ত মাংস সঞ্চারিত হয়, ধ্যানে তেমনি ব্রহ্ম আত্মায় মনে অনুপ্রবিষ্ট হন, ইহাও দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে।

মত ও বিশ্বাসের ক্রমবিকাশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ।

ওঁ তৎসৎ।

১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

আমি এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয়, পর-

ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মসমাধান করিব।

৪। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্! সম্যকরূপে এই পরমধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

***

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার।"

ঈশ্বর।—ঈশ্বর এই সমুদয় বিশ্বের আদি কারণ। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, তাঁহার ইচ্ছা ও সৃজনী শক্তিতে যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণী সৃষ্ট হইল। তিনি মূল শক্তি ও প্রাণ হইয়া সমুদয় ধারণ ও রক্ষা করিতেছেন। তিনি চৈতন্য, জড় নহেন। তিনি পূর্ণ, অনন্ত ও নিত্য। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বানন্দ ও শুদ্ধ। তিনি আমাদের পিতা, রক্ষক, প্রভু, রাজা ও পরিত্রাতা। তিনি একমাত্র আরাধ্য।

পরলোক।—আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যু কেবল শরীরের বিয়োগ, কিন্তু আত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরেতে জীবনধারণ করে। মৃত্যুর পর নূতন জন্ম হয় না; কেবল বর্ত্তমান জীবনের প্রসারণ ও ক্রমোন্নতিকে পরজীবন বলা যায়। প্রত্যেক আত্মা আপনার দোষ গুণ লইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয় এবং সেই দোষ গুণের ফল ভোগ করিতে করিতে অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমে অগ্রসর হয়।

শাস্ত্র।—ঈশ্বরের স্বহস্তরচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই, জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মনিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান।

সাধু।—স্বয়ং ঈশ্বর কখনও মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অবতার হন না। তাঁহার দেবত্ব সকলের আত্মাতে নিহিত আছে; লোকবিশেষে উহা অধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। ঈশা, মুষা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ সময়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মজগতের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহারা সকলের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারা অভ্রান্ত ও নিষ্পাপ নহেন, কিন্তু সাধু মনুষ্য।

প্রায়শ্চিত্ত।—পাপ করিলে তাহার সমুচিত ফল বিলম্বে বা অবিলম্বে, ইহলোকে বা পরলোকে পাইতেই হইবে, যেহেতু ধর্ম্ম নিয়ম অখণ্ড, এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচার অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার দয়ার অন্যথা হয় না। প্রত্যেক পাপের জন্য ন্যায়বান্ রাজা হৃদয়-মধ্যে যথোচিত যন্ত্রণা বিধান করেন; সেই দণ্ড পাইয়া পাপী ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিলে দয়াময় পিতা তাহাকে উদ্ধার ও গ্রহণ করেন এবং আবার তাহার সঙ্গে মিলিত হন। এই পুনর্মিলনই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত।

মুক্তি।—পাপ চিন্তা ও পাপ কার্য্যের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া পুণ্যের পদবীতে স্বাধীনভাবে উন্নত হওয়াই যথার্থ মুক্তি। এই উন্নতি অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে। তিনি অসীম পুণ্য ও আনন্দের প্রস্রবণ, তাঁহাতে আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর পুণ্য ও শান্তি লাভ করিবে। ঈশ্বরের সহবাসই ব্রাহ্মের স্বর্গ।

উপাসনা।—প্রকৃত উপাসনা আধ্যাত্মিক, ইহাতে বাহ্যাড়ম্বর নাই। আন্তরিক প্রেম ও ভক্তি, বিনয়, চিত্তসংযম, ইহাই ব্রহ্ম-পূজার উপকরণ। উপাসনার চারি অঙ্গ, শুদ্ধ মহান্ ঈশ্বরের আরাধনা, নিমীলিত নয়নে অন্তরে পরমাত্মাকে ধ্যান, দয়াময় পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবং মুক্তিদাতার নিকট পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা। প্রাত্যহিক উপাসনা দ্বারা পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ হয়।

সাধন।—মুক্তিলাভের প্রধান উপায় উপাসনা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে, যথা—সাধু-সহবাস, হিতকর গ্রন্থপাঠ, সৃষ্টির কৌশলদর্শন, নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তা, ইন্দ্রিয়দমন, পাপের জন্য অনুশোচনা। এতদুপায়ে মনুষ্যের সাধ্যানুসারে ধর্ম্মচেষ্টা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা, এই দুই মিলিত হইয়া মুক্তিসাধন করে।

জাতি।—সকল মনুষ্য এক জাতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে সকলের সমান অধিকার। ইহাতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও যবনের প্রভেদ নাই।

অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ।—প্রচলিত সকল ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন, অথচ ইহা সকলের সার। ইহা অন্যান্য ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। উহাদের যে যে অংশ সত্য তাহা ইহার আদরণীয়, কেবল ভ্রমাংশ পরিত্যাজ্য।

কর্ত্তব্য।—ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ত্তব্য চতুর্ব্বিধ। (১) ঈশ্বরের প্রতি—একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস, প্রীতি, উপাসনা ও সেবা করা। (২) নিজের প্রতি—শরীর রক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা ও আত্ম-শুদ্ধি। (৩) অপরের প্রতি—সত্য কথন ও অঙ্গীকার পালন, কৃতজ্ঞতা, ন্যায় ব্যবহার, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়দিগকে প্রীতি এবং জগতের সকল নরনারীকে ভাই ভগিনী নির্ব্বিশেষে ভালবাসিয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের অভাব মোচন ও হিতসাধন। (৪) নিকৃষ্ট জীবের প্রতি—পশু পক্ষী প্রভৃতির প্রতি দয়া।

নববিধানের মূল-সত্য।

এক ঈশ্বর; এক শাস্ত্র; এক মণ্ডলী।

আত্মার অনন্তোন্নতি।

সাধু মহাজনদিগের সহিত যোগ সাধন।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব; নরের ভ্রাতৃত্ব ও নারীর ভগ্নীত্ব।

জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম, কর্ম্ম, যোগ ও বৈরাগ্যের উচ্চাঙ্গে সমন্বয়।

রাজভক্তি।

•*•

নববিধানের বিশ্বাস।

ঈশ্বর।—ঈশ্বর এক, অসীম, পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়, পূর্ণ পবিত্র, পূর্ণানন্দ, নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী, এবং তিনি আমাদের স্রষ্টা, পিতা, মাতা, বন্ধু, নেতা, বিচারক এবং পরিত্রাতা।

আত্মা।—আত্মা অমর এবং চির-উন্নতিশীল।

নৈতিক নিয়ম।—ঈশ্বরের নৈতিক নিয়ম বিবেকের বাণী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সকল বিষয়ে পূর্ণ ধর্ম্ম পালনার্থ আদেশ করে। ঐকান্তিক ভাবে আপনার নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী এবং ইহপরকালে আমাদের পাপ পুণ্যের জন্য বিচারিত, পুরস্কৃত এবং দণ্ডিত হইব।

ধর্ম্মসমাজ।—যে ধর্ম্মসমাজ সমস্ত প্রাচীন জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার এবং সমুদয় আধুনিক বিজ্ঞানের আধার; যাহা সমস্ত মহাজন এবং সাধুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে একতা এবং সমস্ত বিধানের মধ্যে পূর্ব্বাপর যোগ স্বীকার করে; যাহা সকল প্রকার পার্থক্য ও বিভিন্নতা সম্পাদক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বদা একতা ও শান্তির মহিমা ঘোষণা করে; যাহা জ্ঞান এবং বিশ্বাস, যোগ এবং ভক্তি, বৈরাগ্য এবং সামাজিক উচ্চতম কর্ত্তব্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে; যাহা পূর্ণ সময়ে সকল জাতি এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে এক রাজ্য এবং এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, তাহাই বিশ্বজনীন ধর্ম্মসমাজ।

সাধারণ ও বিশেষ আদেশ ও করুণা।—বিধাতার সাধারণ ও বিশেষ নৈসর্গিক প্রত্যাদেশ এবং সাধারণ ও বিশেষ করুণা আছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র।—ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে পরিমাণে প্রত্যাদিষ্ট প্রতিভাশালী মহাজনগণের জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্মাচরণ এবং মানবজাতির পরিত্রাণার্থ বিধাতার বিশেষ কৃপাবিধান লিপিবদ্ধ আছে, যাহার ভাবই কেবল ঈশ্বরের, কিন্তু অক্ষর মনুষ্যের, তাহাই (আমরা) স্বীকার করি ও শ্রদ্ধা করি।

মহাজনগণ।—পৃথিবীর প্রত্যাদিষ্ট মহাজন এবং সাধুগণ যে পরিমাণে ব্রহ্মচরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আত্মস্থ ও প্রতিবিম্বিত করেন এবং পৃথিবীকে শিক্ষিত ও শোধিত করিবার জন্য জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেন, সেই পরিমাণে (আমরা) তাঁহাদিগকে গ্রহণ করি। তাঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু ঐশ্বরিক গুণ আছে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা এবং তাহার অনুসরণ করা (আমাদের) উচিত; এবং সে সকল আত্মার সহিত একীভূত হওয়া এবং যাহা কিছু তাঁহাদের ও ঈশ্বরের তাহা আপনার করিয়া লইতে যত্ন করা (আমাদের) উচিত।

ধর্ম্মমত।—সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহা সকলকে জ্ঞান দান করে।

ধর্ম্মনিষ্ঠা।—সেই ঈশ্বরপ্রেম, যাহা সকলকে পরিত্রাণ করে।

স্বর্গ।—সকলের অনায়াসলব্ধ ব্রহ্মগত জীবনই স্বর্গ।

মণ্ডলী।—সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আধার ঈশ্বরের যে অদৃশ্য রাজ্য তাহাই (নববিধান) মণ্ডলী।

ব্রহ্মোৎসব সাধন।

২৬শে জানুয়ারী—নবশিশুর জন্ম।

গৃহস্থের ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্য? পঞ্চাশ বৎসরের পর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সমুদয় স্বর্গীয় গুণে সুসম্পন্ন হইয়া শিশু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই শিশুর গর্ভে বেদবেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে। শিশুর মুখের ভিতর সব-স্বর্গের সুখ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

শিশু জননীর গর্ভে থাকিয়াই সকল বিদ্যা শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং জ্ঞানদায়িনী নিরাকারা সরস্বতী শিশুর জিহ্বা আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছেন। শিশুর কিছুমাত্র ধন ভাবনা নাই। কি খাইব, কি পরিব শিশু এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না, নিরাকারা লক্ষ্মী সমস্ত ধনধান্য লইয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, লক্ষ্মীর সংসারে তাঁহার বাস। পূর্ণ লক্ষ্মী পূর্ণাকারে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার সুখের সংসার।

পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার। শিশুর বুকের মধ্যে সিংহের বল। সেই শিশুর রসনা বলিতেছে, "যখন আমি ব্রহ্মকথা বলিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই কথা শুনিবে।"

সময়ের পূর্ণতা হইবামাত্র পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নবপ্রসূত শিশুর মুখ দেখিয়া জননীর কত আহ্লাদ। দেবলোক হইতে দেবতারা শিশুকে অভিষেক করিতে আসিলেন।

ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন।

আজ যদি মন তুমি ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গ অবিশ্বাস কর

মরিবে। আজ ষোল আনা বিশ্বাস ভিন্ন কেহ বাঁচিতে পারিবে না।

বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগূঢ় স্থানে মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বর্গীয় যোগী, ঋষি সাধু, ভক্তগণ, সাধ্বী ঋষিকন্যাগণকে দেখিতে পাইবে। যোগবলে দেখ রূপলাবণ্যময় স্বর্গ। মহাদেব মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, আর এই শিশু তাঁহার সমস্ত সাধু ভক্ত সন্তানগুলিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশকোটী দেবতাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন।

শিশু স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট নরভাব নারীভাবরূপ আশীর্ব্বাদ পাইয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে চলিল। সে কি সামান্য শিশু? সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্ম এক হইল। আজ নূতন শোভা, আজ পৃথিবীতে নূতন ব্যাপার।

অবিশ্বাসী, তুমি দূর হও। এই নূতন বিধান, এই নবকুমারকে না মানিলে মরিবে।

বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহার সাক্ষী। যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। কালথেকে সত্য সাক্ষ্য দিবে, মার নাম করিবে আর দুই চক্ষে জল পড়িবে।

যারা অভক্ত, যারা অবিশ্বাসী তারা ব্রাহ্ম নহে। যারা মার ভক্ত তারা সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখে। মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া, যোগবলে তেজস্বী হইয়া, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী এবং ছেলেগুলিকে ধ্রুব প্রহ্লাদ করিয়া লইতে হইবে। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গুলির মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে।

আপনার শরীরের রক্ত ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। নববিধানশিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন। হে স্বর্গের শিশু, আমাদের কাল বুকে তুমি বসিবে কি?

ভাই ভগ্নী তোমরা সকলে এই ছেলেকে কোলে লও, যত শিশুকে হাতে লইয়া নাচাইবে, ততই তোমাদের প্রাণের ভিতরে শান্তি আরাম লাভ করিবে।

শিশু, তোমার জন্মে মেদিনী ধন্য হইল, তুমি দীর্ঘজীবী, চিরজীবী হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্গ কর।

নূতন বিধান, নূতন শিশু সকল ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন।

২৬শে জানুয়ারী সন্ধ্যা—বিধানের পূর্ণতা সাধন।

হে প্রেমসিন্ধু! প্রথমে তত লোকে বুঝিতে পারে নাই, ক্রমে লোকে বুঝিতে পাচ্ছে নববিধান কি? নববিধান এখন ক্ষুদ্র শিশু, ক্রমে উন্নত হবে। আমরা মনে করি নাই যে ইহা এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে এবং পৃথিবী ইহার রাজধানী হবে। স্বর্গরাজ ইহার রাজা হবেন। সকলে মানছে ইহা এক বৃহৎ ব্যাপার।

এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হবে আমরা ভাবিয়া আরম্ভ করি নাই, প্রথমে আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, তার পর ঈশা মুষার প্রতি একটু ভক্তি হইল, তার পর হরিনামের সুধা আরও গড়াইল। কতক গুলি সামান্য সামান্য লোক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া ছেলেখেলার প্রচার করিতে করিতে হইল প্রচারক। তার পর হইল প্রেরিত। একটু বৈরাগ্য করিতে করিতে হইল গৃহস্থ বৈরাগী।

পুকুরে স্নান করছিলাম, দেখি মহাসমুদ্র দুই চারিটী ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতেছিলাম, পরে দেখি স্বর্গের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি খেলাঘর করিতে এনে, কোথায় এনে ফেলেছ? এখন দেখি শাস্ত্র, মন্ত্র, তীর্থ, হোম, জলসংস্কার প্রকাণ্ড একটী ধর্ম্মাবাধ। এর ভিতর আপন ইচ্ছায় আর কিছু করিতে পারি না। লোকে বলুক আর না বলুক বুঝচে যে এ একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্ম।

এখন যদি উপাসনা খারাপ হয়, চরিত্রের মূলে কলঙ্ক থাকে, বিশ্বাস ভক্তির দোষ থাকে, তাহলে সব যাবে। পাপ করবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আসতে পারবে না।

বল পরমেশ্বর, আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি, তার উপযুক্ত হচ্ছি কি না? সত্য ধর্ম্ম আসিয়াছে, সত্য দৈববাণী আসছে যে, "সকলে পবিত্র হও, খাঁটি হও, বিবেক, ভক্তি, বিশ্বাস সব খাঁটি কর।"

হে কৃপাময়ী! এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই জাগ্রত জীবন্ত সময়ে তোমার পবিত্র শাসনে শাসিত হইয়া সকলে নববিধান প্রচার করি ও উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা নববিধান পূর্ণ করি।

কাঁকনায় তীর্থযাত্রা।

কলিকাতায় এবার যখন মাঘোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের পিপাসু ও উৎসব প্রিয় ভাই ভগ্নীদিগের আগমনে কলিকাতায় নববিধান সমাজের উৎসবক্ষেত্র জমাট আকার ধারণ করিয়া ক্রমে অধিকতর উৎসবময় হইতেছে, মধুময় হইতেছে, এমন সময় কাঁকনা হইতে ক্রমে আহ্বান আসিতে লাগিল। কাঁকনায় এবার মাঘোৎসব কার্য্য সম্পাদন জন্য কাঁকিনার বন্ধুগণ নববিধান সমাজের এক জনকে অবশ্যই চান। এ সময় কলিকাতা উৎসবক্ষেত্র ছাড়িয়া যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। যখন শুনিলাম কাঁকনায় যাইবার লোক পাওয়া যাইতেছে না, তখন আমার প্রাণে কাঁকনায় যাওয়ার জন্য একটা গূঢ় ঝঙ্কার উপস্থিত হইল। আমি কাঁকনা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

যখন জগন্নাথগঞ্জ রেলওয়ে লাইন খোলে নাই, ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ব বঙ্গের প্রদেশ হইতে জগন্নাথগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সুদীর্ঘ ও সঙ্কটপূর্ণ নৌকাপথে যাইতে হইত, সেই সুদূর অতীতে আমার পাঠ্যজীবনে আমার পৈতৃক বাসস্থান হইতে

জলপাইগুড়ি নৌকা যোগে যাওয়ার পথে কখন কখন কাকিনা জমিদারবাটীর নিকট তিস্তা নদীর ঘাটে আমাদের নৌকা লাগিত, তখন ২।১বার জমিদার বাড়ীর সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছিল; একবার কাকিনায় তিস্তা নদীর ঘাটে আমাদের নৌকায় স্থিতি কালে ঝড় তুফান হইয়াছিল, নৌকায় আহারাদির ব্যবস্থা হইবার উপায় না থাকায় কাকিনার কুম্ভকার পাড়ার একটী গৃহস্থবাড়ীতে আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল, কুম্ভকার বাড়ীর এক খানা ঘরে আমাদের পাক ও আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল, বিশেষ ভাবে অতীতের এই স্মৃতিটী আমার প্রাণে জাগিয়া কাকিনাকে আমার নিকট বিশেষ আদরের, বিশেষ আকর্ষণের এবং আপনার প্রাণের অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল। কাকিনার সমাজের এখনকার বন্ধুদের কাহারও সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, এসব প্রতিকূলতা সত্বেও আমি যেন এক গূঢ় টানে যাইতে বাধ্য হইলাম।

৮ই মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে আমি কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্নে কাকিনায় পৌছি। সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ দাস গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে আমার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। কাকিনা আমার নিকট অতীতের স্মৃতি যোগে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ আদরের ছিল, মিষ্ট ছিল, কিন্তু কাকিনা উপস্থিত হইলে পর কাকিনার বন্ধুদিগের আদর, যত্ন ও সৌজন্য এবং তথাকার বন্ধুদিগের নিকট কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের অতীতের ইতিহাস যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে কাকিনার ব্রাহ্মসমাজ আমার নিকট অধিকতর আদরের, গৌরবের এবং কাকিনার মণ্ডলী সমধিক অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হইল।

বন্ধুগণের নিকট জানিলাম, কাকিনার ভূতপূর্ব্ব রাজা স্বর্গগত মহিমা রঞ্জন যখন পাঠ্যজীবনে রঙ্গপুর স্কুলে পড়িতেছিলেন, সেই সময় নববিধানের গৌরব প্রচারক স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথ রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন, মহিমারঞ্জন অপরাহ্নে কোন মুক্ত স্থানে বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট দিয়া সাধু অঘোরনাথ যাইতেছিলেন, তিনি মহিমারঞ্জনের নিকট স্থানীয় স্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবুর বাসা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহিমারঞ্জনের নির্দ্দিষ্ট একটী বালকের সঙ্গ পাইয়া সাধু অঘোরনাথ হেড্ মাষ্টার বাবুর বাসায় চলিলেন। সাধু অঘোরনাথের কথা ও চাল চলনের মধ্যে মহিমারঞ্জন এমন কিছু দেখিলেন, এমন কিছু অনাসক্ত, এমন কিছু মুক্ত স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিলেন যে সেই যুবক, সেই বাঙ্কুড়ু ধনী পরিবারের সন্তানের মন, এই গরিব, ফকির প্রচারকের প্রতি গূঢ় প্রাণের টানে আকৃষ্ট হইল; এবং ইনি কে জানিবার জন্য হেড্ মাষ্টার বাবুর নিকট অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক। সাধু অঘোরনাথের সঙ্গ পাইবার জন্য ও তাঁহার উপাসনায় যোগ দিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। তৎপর তাঁহার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা হইল, সাধু অঘোরনাথের উপাসনা ও সঙ্গ মহিমারঞ্জনের জীবনকে গূঢ় ভাবে পরিবর্ত্তিত করিল। তিনি সেই হইতে ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনার জীবনের ধর্ম্ম করিলেন, পাঠ, আলোচনা শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি যোগে তিনি আপনার জীবনের উপলব্ধ ধর্ম্মজ্ঞানকে সকলের মধ্যে বিস্তার করিতে যত্ন করিলেন। তাঁহার স্নেহ আদরের পুত্র কাকিনার বর্ত্তমান রাজাকে ১৩। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি কাকিনার ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা দান করেন। তাঁহারই দ্বারা কাকিনায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, তাঁহারই সুব্যবস্থার ফলে পঞ্চাশবৎসরের ঊর্দ্ধ কাল কাকিনাতে ক্রমাগত শত ব্রহ্মোৎসবের পর ব্রহ্মোৎসব হইতেছে, কত সাধু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। শুনিলাম রাজা মহিমা রঞ্জন আপনার জমিদারী হইতে কিছু জমি ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য চিহ্নিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই জমির আয় হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনীয় ব্যয় সকল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

এক সময় কাকিনাতে গৌরব প্রচারক স্বর্গগত কালীশঙ্কর কবিরাজের বিশেষ গতিবিধি ছিল। ঢাকার স্বর্গগত ভাই ঈশানচন্দ্র সেনও কাকিনায় প্রচার কার্য্যোপলক্ষে অনেক সময় স্থিতি করিয়া কাকিনাকে প্রিয় কার্য্যক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনিও কাকিনাবাসী ব্রাহ্মসমাজের সকলের বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার ও ঢাকার নববিধানসমাজের অনেকে সময় সময় প্রচার ও অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে কাকিনা সমাজে কার্য্য করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণই অধিকাংশ সময় এখানে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। স্থানীয় মণ্ডলীর অনেকেই বেশ পিপাসু, কুম্ভকার জাতীয় সরল ধর্ম্মপ্রাণ কেহ কেহ এই সমাজের উপাসনা সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একজনের বাড়ীতে গিয়া আমার কিছু সময় যাপন করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ব্যাকুলতা ও মাতৃভক্তি দেখিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। এখানে লীলাময় শ্রীহরির বিশেষ লীলাক্ষেত্র।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব।

৪৩৯ বৎসর হইল ইংরাজী ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে, মা শচীদেবীর গর্ভে নিমাই জন্মগ্রহণ করেন। নিমাই সুন্দর গৌরবর্ণ বলিয়া গৌরাঙ্গ নামে বিখ্যাত হন, তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার ও প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া শ্রীচৈতন্য নামেও ভক্তগণ তাঁহাকে অভিহিত করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক এক অধ্যাপকের নিকট নিমাই অধ্যাপনা করিয়া সকলশাস্ত্রে বিশারদ হন। অতি অল্প দিন মধ্যেই তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। তিনি দুই বার দার পরিগ্রহ করেন। শেষে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিহার করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

তাঁর পাণ্ডিত্য এবং মহত্ত্ব সর্ব্বজনবিদিত। তিনি এক খান ন্যায় শাস্ত্রের টীকা লিখিয়া একদিন গঙ্গা পার হইতেছেন, এমন সময় একজন পণ্ডিতের সহিত পরিচয় হয়। পণ্ডিত নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার হাতে কি? তিনি বলিলেন, তাঁহার স্বরচিত ন্যায়ের টীকা, শুনিয়া পণ্ডিতের মুখ মলিন হইল, নিমাই জানিলেন যে, সেই পণ্ডিতও একখানি সেইরূপ টীকা লিখিয়াছেন, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা পাইলে আর কেহ তাঁর টীকা লইবে না, ইহা শুনিয়া নিমাই নিজকৃত টীকা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন।

তাহার পর হইতেই জ্ঞানাভিমান ত্যাগ করিয়া ভক্তি লাভের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। ঈশ্বরপুরী নামক এক ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভক্তি সাধনে কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত হন।

সে সময়ে বঙ্গদেশে শাক্ত ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু শাক্ত ধর্ম্মের অপভ্রংশ ভাবেরই প্রাবল্য অধিক হয়, পঞ্চ মকারের আধ্যাত্মিক ভাব অপনীত হইয়া সুরাপান ব্যভিচার পশুবলীদানাদিরই অধিক আধিপত্য হয়। ওদিকে মুসলমান বিজেতাগণ দেশে যেমন রাজ্য বিস্তার করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের একেশ্বরবাদ মুসলমান ধর্ম্মও প্রচার করিয়া দেশে সেই ধর্ম্মেরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই দুই ধর্ম্মের সংঘর্ষণ সময়ে নিমাই ভগবৎ প্রেরণায় হরি ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করেন। তৎকালে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার প্রতি তিনি প্রথমে তত আস্থাবান হন নাই, কিন্তু পরে যথার্থ হরিভক্ত বৈষ্ণবদলে মিলিয়া তিনি ভক্তির অস্বাভাবিক ভাবে গদগদ হন এবং দেশদেশান্তরে গমন করিয়া দেশকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। কেশব ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। গদাধর নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন তাঁহার প্রধান শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যবন হরিদাসের জপনিষ্ঠা তাঁহাকে অধিক মোহিত করিয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে সদলে গিয়া বহুদিন বাস করিয়া উত্তমা ভক্তি ধর্ম্মের উন্মত্ততায় সকলকে উন্মত্ত করেন। বিশুদ্ধ প্রেম, তৃণাদপি সুনিচ দীনতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানীকে মান দান, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, জপ, সংকীর্ত্তন, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি সাধন আচরণ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হইয়া সত্যই শ্রীচৈতন্য প্রাপ্ত হন। "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ" অর্থাৎ সৎ চিৎ এবং আনন্দময় যিনি তিনিই প্রত্যক্ষ উপাস্য ইহাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। বাহ্য মূর্ত্তি পূজা তাঁহার শিক্ষা নয়, কেবল নাম জপেই নামী যিনি তাঁহাতে ভক্তি লাভ হয় ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল কথা। দীনতা, বৈরাগ্য এবং সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমান জানিয়া বিশুদ্ধ প্রীতি সাধন ও তদ্দ্বারা দাস্য ও মধুরভাব লাভ করিতে হইবে ইহাই তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মের সার। শ্রীক্ষেত্রে ভক্তির উন্মত্তভাবস্থায় শ্রীগৌরচন্দ্র সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করেন।

বসন্তপূর্ণিমা তিথিতে এই ভক্তির অবতার জন্মগ্রহণ করেন; তাই এই দিনে বিশেষ ভাবে এই মহাত্মাকের অকিঞ্চনা ভক্তি ও প্রেমানুরাগ লাভ এবং পরস্পরকে তাহা আদান প্রদানের যোগ্যতা লাভ করিবার দিন।

এই দিন তাই বসন্তোৎসবের দিন। বাহিরের হোলী খেলায় আমোদপ্রিয় ব্যক্তিগণ মত্ত হইল, কিন্তু পরস্পরকে প্রেমানুরাগের আদান প্রদানই ইহার আধ্যাত্মিক সাধনা। শ্রীগৌরাঙ্গ যে মহা হরিপ্রেমে দেশকে মাতাইলেন এবং তাঁর যে হরি-সংকীর্ত্তনে মাতিলে সংসারের সকল নিরানন্দ ঘুচিয়া ভক্তিরসে মধুর ভাব সঞ্চার হয়, তাঁহার সেই দিব্য আত্মা আজ আমাদেরও জীবনে এই কালযুগে নবজন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেই মহাভাব লাভে ধন্য করুক।

নব বসন্ত সমাগমে যেমন প্রকৃতিতে মধুর বসন্তসমীরণ প্রবাহিত হয় এবং বৃক্ষরাজিরও পুরাতন পত্র ঝরিয়া গিয়া তাহা নব পল্লবিত হয়, তেমনি এই বসন্তোৎসবে যেন আমাদেরও পুরাতন ভাব সমুদয় ঝরিয়া গিয়া জীবন নবজীবনে পল্লবিত হয় এবং স্বর্গের নববিধান-বসন্তসমীরণ তাহাতে প্রবাহিত হয়, মা এই আশীর্ব্বাদ করুন।

—o—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

গৃহস্থপ্রচারক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্, এ।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে প্রেরিত প্রচারক এবং সাধকগণ যেমন তাঁহার সঙ্গী সহচর ছিলেন, তেমনই কয়েকজন যুবা ছাত্রও তাঁহার নিকট সহচর ভাবে তাঁর স্নেহানুগত ছিলেন। এই যুবাদের মধ্যে শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র একজন। নগেন্দ্রচন্দ্র মুস্তফী মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের বাড়ীতে সময়ে সময়ে শুভাগমন করিতেন। তাই বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্রচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারাকাঙ্ক্ষা যুবা নগেন্দ্রচন্দ্রের প্রাণকে অধিকার করে। আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে পড়িয়া নগেন্দ্রচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিয়া ছেলের দলের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তখন নগেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে "ছোট কেশব" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু নগেন্দ্রচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচার আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া আপনার [illegible] জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী

ভক্তিমতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। অবকাশমত অপরে নগেন্দ্রচন্দ্র পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করিয়া কিছু অর্থসংস্থান করেন, এবং ব্রহ্মমহাশয়ের উৎসাহ ও সহায়তায় বিলাত গমন করেন। সেখানে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ এম্. এ উপাধি লাভ করেন ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ব্যারিষ্টারী কর্ম্ম নগেন্দ্রচন্দ্রের তেমন উপযোগী মনে হয় নাই, তাই তিনি শিক্ষাবিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত ছাত্র শিক্ষার ভার লইয়া তাহাই গৃহস্থপ্রচারকের ভাবে অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। সময় ও সুযোগ পাইলেই নববিধানের প্রচার করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপাসনায় সত্যান্বেষীগণ যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সৌজন্য ভক্তি-উন্নত পিতৃদেব ও স্বামীর ধর্ম্মপথের পরিচালিকারূপধারিণী হইয়া আমাদের ভগ্নীগণের মধ্যে উচ্চ ধর্ম্মজীবনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া নববিধান পরিবারকে উজ্জ্বল করিতেছেন। গত ১৭ই মার্চ্চ ৫১। ১নং দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

—•—

কোচবিহারের "হরি"।

১

বিশ্বাসী বিধান-ভক্ত হ'য়ে আজ দেহ মুক্ত
গিয়াছেন চ'লে "হরি" নরহরি হায়!
"কোচবিহারের হরি" সেই প্রিয় মূর্ত্তি স্মরি
কত না তরঙ্গ উঠে হৃদয় বেলায়!

২

"রাজর্ষি নৃপেন্দ্র" স্মৃতি "সত্যেন্দ্রের সেই মূর্ত্তি
মনে পড়ে আজ সব বসিয়া এখানে,
রাজর্ষির প্রিয় "হরি" মণ্ডলীর সেবা করি
কত কাজ করেছেন বসিয়া সেখানে।

৩

বিধানের লোক পে'লে "হরি" যে যেতেন গ'লে,
শক্তি নাই—শক্তি তবু আসিত তাহার,
সমাজের কাজে ব্যস্ত, প্রাণ মন সব ন্যস্ত,
সব কথা মনে পড়ে আজ সে দাদার।

৪

জাতি, মান, কুল ভুলে, অনেক পরীক্ষা ঠেলে,
এসেছেন ভক্ত "হরি" নবীন বিধানে,
যে নববিধান সাধনে, পাই নব শক্তি প্রাণে
শান্তি স্থান নববঙ্গ-মায়ের চরণে।

৫

ঐ কোচবিহার দ্বারে আছে লেখা স্বর্ণাক্ষরে
ভক্তের প্রবেশ তথা "পাপের" প্রবেশ,
ব্রহ্মানন্দ করাঘাত সেই দ্বারে দিন রাত
পাইবে শুনিতে চির কোচবিহার দেশ।

৬

কোচবিহারের "হরি" তোমাকেও তাই স্মরি
নত শিরে করি আজ শত নমস্কার,
স্মরি সেই মহারাণী তপস্যার তপস্বিনী
পশে'ছে পরাণ কত যাঁর প্রার্থনার।

শোকার্ত্ত প্রণত সেবক
গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

বিশ্ব-সংবাদ।

আবেকন উপদ্বীপ প্রায় ৪০০০০ মাইল বিস্তৃত একটী দ্বীপ। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৬০০০০০০০০, ইহারা প্রায় সকলেই মূর্খ ও নানা পুত্তলিকা পূজা করে, বহু বিবাহ করে, নরবলী দেয় এবং রাক্ষসের ন্যায় নাকি মানুষের মাংসও খায়। এই প্রদেশে কিছুদিন হইতে রেঃ মেকফার্ড নামক একজন খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসিয়া বাস করিতেছেন, তিনি এই স্থানের উর্ব্বরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন এবং এখানে চির অধিবাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ধন্য তাঁহার আত্মত্যাগ এবং ধর্ম্মবিশ্বাস।

•*•

বিলাতের একটী রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঘুসাঘুসীও নাকি শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা কি আমোদ না ব্যায়াম শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য?

•*•

খ্রীষ্টধর্ম্ম এখন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পাশ্চাত্য দেশীয় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক খৃষ্টীয় প্রচারকগণ ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়া আপন আপন সম্প্রদায় রচনা করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশবাসীকেও সেই সেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভুক্ত করিয়াছেন। এই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরিচালনা বিলাতস্থ নেতাদিগের বিধি ব্যবস্থা অনুসারেই হইয়া থাকে, কেন না সেখানকার লোকের অর্থসাহায্যেই এই সকল সাম্প্রদায়িক মিশন চলিয়া থাকে। রাজ্যশাসনের ব্যাপার যেমন তেমনি এই সকল সাম্প্রদায়িক কার্য্য এবং সমাজশাসনও পাশ্চাত্য কর্ত্তৃপক্ষদিগের দ্বারাই হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি নানা সম্প্রদায়স্থ দেশীয় খ্রীষ্টানগণ রাওলপিণ্ডিতে সমবেত হইয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাসনব্যবস্থা তাঁহারা আপনাদিগের হস্তেই গ্রহণ করিবেন। ভারতবাসী সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীই কি এ সম্বন্ধে এক মত? আমাদের মনে হয়, স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ এক সময় দেশীয় "খৃষ্টীয় সমাজ" নামে একটী স্বাধীন খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মানবের আদি পুরুষ বানরের কঙ্কাল আবিষ্কার করিবার জন্য মিঃ ইয়র্ক 'বাচ্ছুবারের" সহঃ অধ্যক্ষ মোঙ্গলিয়া প্রদেশে এক অভিযান যাত্রা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার এরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই। এবার গবী মরুভূমে আদি মানবের কঙ্কাল পাইবেন আশায় যাত্রা করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন ইহারই নিকট নাকি ইডন উদ্যান ছিল। কেহ কেহ বলেন, উত্তর ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে মধ্যএশিয়ার উপত্যকা প্রদেশে ইডন উদ্যান ছিল। ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আন্দাজ ৫০০০০০ বৎসর পূর্ব্ব সময়ের এক কঙ্কাল একজন ডচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মানুষের কিম্বা অন্য কোন জীবের কঙ্কাল হইবে। ইউরোপের এক স্থানে ২৫০০০০ বৎসরের মনুষ্যকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু সকল বিজ্ঞানবিৎদিগের বিশ্বাস মধ্য ভারতের কোন স্থানেই প্রথম মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

***

ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাধিকরণ যেমন পোপ, হিন্দু ধর্ম্মের যেমন মোহান্ত, তেমনি মুসলমানসম্প্রদায়ের খলিফা। তুরস্কের সুলতান যেমন রাজকীয় বিষয়ে সম্রাট, তিনিই এতাবৎকাল জগতের সমগ্র মুসলমানজাতির ধর্ম্মাধিকরণ বা খলিফারূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছিলেন। বিগত ইউরোপের মহাযুদ্ধে তাঁহার প্রতি অসম্মান হইয়াছিল বলিয়া ভারতের মুসলমানসম্প্রদায় অনেকে খিলাফৎ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কিন্তু তুরস্ক প্রজাতন্ত্রসংস্থাপনকারীগণ সুলতানকে যেমন রাজসিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে খলিফাপদচ্যুত করিয়াও সপরিবারে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। যাহা হউক, তুরস্কের বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র কেবল যে খলিফাকে পদচ্যুত করিয়াছেন তাহা নহে, সেখানে সর্ব্বত্র বিদ্যালয় হইতে মুসলমান ধর্ম্মশিক্ষা পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহা নিতান্তই ধর্ম্মদ্রোহিতা বলিয়া মনে হয়। এস্লামধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী মুসলমানগণ এই ধর্ম্মবিপ্লব নিবারণ করা কি তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষা মনে করেন না? দেশের মধ্যে যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন করেন, আমরা তাঁহার পক্ষপাতী নই, কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাসীগণ সরল বিশ্বাসে আপনাপন ধর্ম্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করেন তাঁহারা সকলধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই সহানুভূতিও পাইবেন।

—•—

সংবাদ।

নববিধানট্রষ্ট সম্পাদক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, "কাশীচন্দ্র স্মৃতিমন্দিরে" যদি কোন সাধক বাস করিতে চান, তাঁহার নিকট আবেদন করিবেন।

অনাথাশ্রমের সাম্বৎসরিক অধিবেশন—কলিকাতা অনাথাশ্রম নববিধানের প্রচারক ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। স্যর আর এন মুখার্জি এখন ইহার সভাপতি এবং ডাঃ চুণিলাল বসু সম্পাদক। গত ১৭ই মার্চ্চ এবার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে গবর্ণর লর্ড লিটন সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ২২শে মার্চ্চ হাজারীবাগে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগীর পত্নী স্বর্গগতা শ্রীমতী চপলা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ কলিকাতা হইতে আহূত হইয়া গিয়া উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত হেমসুন্দর বসু ও হাজারিবাগের শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ অধ্যেতার কার্য্য করেন।

দীক্ষা—গত ৯ই মার্চ্চ, ২৬শে ফাল্গুন রবিবার ভ্রাতা স্বপ্রকাশ দাস সপরিবারে মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই প্রমথলাল আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব—গত ২১শে ২২শে মার্চ্চ মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব হইয়াছে। ঐ দিন বেলা ১০টায় মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা ও সংকীর্ত্তন, সায়ংকালে কষ্টহারিণী ঘাটে সন্ধ্যা, সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনাদি খুব জমাট এবং মধুর ভাবে হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই জন্মোৎসবে যোগ দিবার জন্য পাটনা হইতে ভ্রাতা প্রশান্তকুমার সেন, রায় সাহেব হরনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, বাবু সত্যসুন্দর বসু এবং ভাগলপুর হইতে বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু সেখানে আগমন করিয়াছিলেন।

বসন্তোৎসব—গত ২১শে মার্চ্চ বসন্তপূর্ণিমা দিনে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব ও বসন্তোৎসব উপলক্ষে বাগানের শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে দুই বেলা বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। যিশুনামকীর্ত্তনকারী একদল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী রবিবার দিন সন্ধ্যার উপাসনার পর সেবক সঙ্গে প্রায় কীর্ত্তন করেন। এইতো যিশুগৌরের মিলন।

কুচবিহারের সংবাদ—বিগত ৬ই জানুয়ারী ২১শে পৌষ পূর্ব্বাহ্ণ চারঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচের স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক এবং ৫ই মার্চ্চ, ২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে তাঁর স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর ১৯শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

৮ই মার্চ্চ শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকার সময় শাস্ত্রসাধক স্বর্গীয় পণ্ডিত কেদারনাথ দে মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার ৩য় পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল মহাশয়ের বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। মনোরঞ্জনবাবু সঙ্গীত ও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

১৩ই মার্চ্চ, ৩০শে ফাল্গুন ১৯২৪ ইং ১৩৩০ সাল বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় পরলোকগত প্রাচীন ব্রাহ্ম, নববিধানবিশ্বাসী শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে

কলিকাতায় তাঁহার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া, কোচবিহারস্থ তাঁহার পুর্ব্ব বাসগৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় হরিবাবুর উপাসনার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে সঙ্গীত করেন।

১৬ই মার্চ্চ, ৩রা চৈত্র রবিবার পুর্ব্বাহ্ন ৯ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে পঞ্চম কন্যা স্বর্গগতা সুনীতিবালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক ও দৌহিত্র (দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী মুক্তবালার প্রথম পুত্র) স্বর্গীয় অনুপমচন্দ্রের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে ভ্রাতা নবীনচন্দ্রই উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—ভ্রাতা মনোরঞ্জন দের পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই উপাসনা করেন। শিশু ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ কোচবিহারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সাম্বৎসরিক—গত ১৭ই মার্চ্চ ২নং নবীনচন্দ্র পাল লেনে শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেনের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে এবং গত ৮ই মার্চ্চ ৪২ B মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে স্বর্গগত শাস্ত্রসাধক ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ মঙ্গলপাড়ায় স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কুমুদিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনেও ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৮ই মার্চ্চ শ্রীমান্ কাপ্তেন কল্যাণকুমারের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে পাটনায় তাঁর ভাগিনীপতি শ্রীতারদাস চাটার্জির (ইনকমট্যাক্স অফিসারের) গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। অনেকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু উপস্থিত থাকিয়া উপাসনায় যোগদান করেন।

কমলকুটীরেও সন্ধ্যার সময় ঐ দিনে উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার ভাই প্রিয়নাথের শিশু কন্যা শ্রীকৃপার স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল।

গত ৯ই মার্চ্চ কাশীপুরে স্বর্গগত ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে এবং ১৪ই মার্চ্চ শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

আনুষ্ঠানিক দান—শ্রীমনোরঞ্জন দে পুত্রের জাতকর্ম্মে ৫, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন মাতৃশ্রাদ্ধে ১, ভ্রাতৃশ্রাদ্ধে ১, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী জামাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২, শ্রীমনোমোহন দে ২, ও শ্রীমতী বনলতা পিতৃশ্রাদ্ধে ৫, শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্রের পত্নীর দিন উপলক্ষে পুত্রগণ ১, ডাক্তার মতিলালের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানে ৪৪, শ্রীমতী ভাক্তমতী মিত্র স্বামীর সাম্বৎসরিকে ৫।

দানপ্রাপ্তি—প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে;—

নবেম্বর।—শ্রীযুক্ত দামোদর পাল জ্যেষ্ঠপুত্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে ১০, শ্রীমতী আকিঞ্চনবালা পাল মাসিকদান ৫, শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় মাসিকদান দুই মাসের ৪, মিসেস্ এস্. কে. লাহিড়ী ৫, শ্রীমতী শান্তিলতা মল্লিক ২, অধ্যাপক জিতেন্দ্রমোহন সেন ২, রায় যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর বাহাদুর পিতৃসাম্বৎসরিকে ৫, রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মাসিকদান ৪, শ্রীযুক্ত চুনিলাল মুখোপাধ্যায় মাসিকদান ১, শ্রীমতী ভাক্তমতী মিত্র মাসিকদান দুইমাসের ৪, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র ভ্রাতা ডাঃ বিধানবিহারী দের জন্মদিনে ৫, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই, মাসিকদান ১৫, মিসেস মনোহর দাস কেওড়ামল ২, শ্রীমতী মহামায়া দেবী মাতৃসাম্বৎসরিকে ১, জনৈক বন্ধু ১০০, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দত্ত আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১ ও মাসিক দান তিন মাসের ৩, শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গুপ্ত পিতৃ সাম্বৎসরিকে ৩, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ মাসিকদান ২, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১, শ্রীমতী করুণা সেন মাসিকদান ১, ডাঃ আর্, এল্, দত্ত মাসিকদান দুই মাসের ১০, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস পুত্রের জাতকর্ম্মে ১, শ্রীমতী সরযূবালা রায় পিতৃ-সাম্বৎসরিকে ১০, শ্রীমতী সরোজবালা গুপ্ত পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধে ১, মাননীয়া জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা মাসিকদান দুই মাসের ২০, শ্রীমতী ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগীর মাসিকদান চারি মাসের ২, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মাসিকদান তিন মাসের ৩, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর জন্য ৫, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিনে ১, শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ আরোগ্য লাভে ২, টাকা।

ডিসেম্বর।—শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র ভগিনী শ্রীমতী বনলতা দের জন্মদিনে ৫, জনৈক বন্ধু ১০০, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ছয় মাসের ২, রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মাসিকদান ৪, শ্রীমান্ শ্যাম লাল ঘোষ মাতৃ-সাম্বৎসরিকে ৪, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী কন্যা কুমারী কল্যাণী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ২, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত পিতৃ সাম্বৎসরিকে ২, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ মাসিকদান ছয় মাসের ৬, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী মাসিক দান ১৫, ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার মাসিকদান দুই মাসের ১০, অধ্যাপক মদনকৃষ্ণ দে ১, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ মাসিকদান ২, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২, শ্রীমতী চারুবালা হালদার মাসিদান ১, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১, মেজর জ্যোতিলাল সেন মাসিকদান পাঁচ মাসের ১০, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মাসিকদান পাঁচমাসের ১০, শ্রীমতী প্রমীলা গুপ্ত শ্বশুরের সাম্বৎসরিকে ৫, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান তিন মাসের ৬, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মাসিকদান তিন মাসের ৬, ডাঃ আর্. এল্, দত্ত মাসিকদান ৫, শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সেন কনিষ্ঠ পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধে ৫, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ঘোষ শ্রীধরবাবু কর্ত্তৃক শ্রদ্ধেয় ভাই কালীনাথ ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধে ৫, ডাঃ অভয়চরণ দাস পিতৃ-সাম্বৎসরিকে ২, শ্রীমতী আকিঞ্চনবালা পাল মাসিকদান ৫ টাকা।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
14th April, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধানবিধায়িনী নবজীবনদায়িনী আজ নববর্ষ দিনে নববিধানপরিবারস্থ যে যেখানে সর্ব্বজনে তোমারই নবভক্তসনে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া তব শ্রীচরণে প্রণত হই। ধন্য তুমি, যে তুমি নিজ কৃপাগুণে আমাদের জীবনে আর একবৎসর শেষ করিয়া নববর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিলে। পুরাতন বৎসর যে ভাবে কাটাইলাম তাহা তুমি জান। তুমিত এই সমগ্র বর্ষে "আমি আছি" "আমি আছি" বলিয়া সর্ব্বক্ষণই সম্মুখে বিদ্যমান ছিলে, তুমি অনিমেষে আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের প্রত্যেক নিমেষ উন্মেষ এবং মনের প্রত্যেক চিন্তা ভাবনা প্রত্যক্ষ করিলে, তুমি তোমার অনন্ত সর্ব্বশক্তি প্রভাবে নিত্য নব নব উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সদাই ব্যস্ত ছিলে, তুমি তোমার উচ্ছসিত প্রেমে আমাদিগের নিত্য কত মঙ্গলই বিধান করিলে, তুমি এ জীবনের একাধিপতি হইয়া জীবনকে তোমার ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে চাহিলে, এবং নিজ পুণ্যপ্রভাবে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার ইচ্ছানুরূপ শুদ্ধ জীবন নব শিশুসন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিলে। তুমি আনন্দময়ী মা হইয়া তোমারই আনন্দে নিত্য আনন্দে পূর্ণ করিতে এবং তোমারই আনন্দে যাহাতে আনন্দিত হই ও তোমাকে আনন্দিত করি তাহাই ত চাহিলে। আবার মা তুমি যেমন তোমার ভক্তবৃন্দও তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের প্রভাব ও শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের নিত্য সহবাসে স্বর্গবাসে রাখিতে সর্ব্বক্ষণ তোমারই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন, আরও তোমার পৃথিবীস্থ সন্তানসন্ততি আত্মজন দ্বারা ও কত অবস্থা কত ঘটনা সুযোগ উৎসবাদি দ্বারা আমাদের জীবনকে সুখময় করিয়া দিতে তুমি চাহিলে, কিন্তু হায়! আমরা কই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম? তোমার যাহা করিবার তাহা সকলই করিলে, আমাদের যাহা করণীয় তাহা কই করিলাম; তথাপিও তুমি তোমার পবিত্রাত্মার বিধানে অনন্ত প্রেমগুণে আবার আজ এই নব বর্ষ আনিলে যে আমরা আমাদের পুরাতন পাপময় জীবন পরিহার করিয়া, নববিধানের নূতন মানুষ হইয়া, তোমাকে তোমার ভক্তবৃন্দকে তোমার নবভক্তকে এবং নববিধানকে জীবনে পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি এবং নববিধান মূর্ত্তিমানজীবন হই। আশীর্ব্বাদ কর, আজ যেমন সুপ্রভাতে পুরাতন বর্ষ একেবারে চলিয়া গিয়া বিশ্ব অভিধানে নববর্ষ হইল, তেমনি তোমার কৃপায় আমাদেরও পুরাতন জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আমরা যেন নবজীবন প্রাপ্ত হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

বর্ষশেষে।

পিতা, যেসকল দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, তদ্দিনের বিষয় আলোচনা করিতে আমাদের সহায় হও। অতীত বর্ষ হইতে আমরা যেন সুখাবহ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি। এবং যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের হইতে বিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে অনুরাগ ও বিশ্বস্ততা সহকারে স্মরণে রাখিতে সক্ষম হই। ভূতকালের ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া যেন আমরা তাহা হইতে আগামী বর্ষে আশা ও বিশ্বস্ততা বর্দ্ধনে নূতন পন্থা প্রাপ্ত হই। অনন্তকাল তোমারই নাম সমগ্র জগতে পরিকীর্ত্তিত হউক।

নূ. দৈ, প্রা ২। ১।

নববর্ষ।

হে কৃপাসিন্ধু পরম পিতা, গত বৎসর যেরূপে কাটাইয়াছি তাহাত তোমার অবিদিত নাই। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে যে আমরা পাপ পুণ্য করিয়াছি তাহা রহিয়াছে। এই নববর্ষের প্রথম দিন হইতে আমরা একান্ত মনে যেন অধিক কথা ছাড়িয়া অন্যের কাছে সাহায্য পাই আর না পাই, সকলের দাসত্ব করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন করিব। দয়াময়, যেন আমরা সকলেই তোমাকে অন্তরে রাখিয়া সুখী হই এবং শীঘ্র আমাদের পাপের জীবন শেষ হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।

নূ. দৈ, প্রা ২। ১.১।

শুভ শুক্রবার।

হে ঈশ্বর, যখন মনের ভিতর যোগাসনে বসিতে যাই, তখনই ঐ তোমার ঈশা ছেলেকে মনে হয়। আপনার আমিত্বকে বিদায় করে দিচলেন ঈশা। ভগবান "তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা" বলিতে বলিতে তোমার সঙ্গে এক হয়েছিলেন। "আমি তোমাতে তুমি আমাতে" বলিতে বলিতে তোমার সঙ্গে একাকার নিরাকার হয়ে যাই। মা আমার "আমি" নাশ কর। সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বিনাশ করিয়া যেন ঈশার পথ ধরিয়া পিতাপুত্রে এক হইয়া যেতে পারি।

হে প্রেমসিন্ধু, তুমি আমাদের মিলন সম্পন্ন কর। এক গর্ভধারিণী, এক প্রেমময়ী মা তুমি। তুমি যদি মিলন হইলে, তাহা হইলে যত প্রেরিত মহাপুরুষ সাধু তাঁহারা আমার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই কয়দিন তোমার সন্তান ঈশাকে স্মরণ করিয়া সকলে এক হইব। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে এক হউক, এক মার গৃহে সকলে এক পরিবার হউক। এই শুভ শুক্রবার উৎসবে তোমার সেই সাধু সুসন্তানকে স্মরণ করিয়া সকলে এক হউক। আমরা যেন সকলে এক হইয়া অনন্তকালের জন্য মিলিত হইতে পারি। দৈ, প্রা, ৫ম। ৭৩। ৭২।

নববর্ষের অভিবাদন।

আজ নববর্ষ। এই নববর্ষ সমাগমে নববিধানবিধায়িনী জননী এবং তাঁর স্বর্গস্থ সুসন্তানদিগকে প্রণাম করিয়া আমরা নববর্ষের নব সাধনায় প্রবৃত্ত হই।

নববিধানের নবভক্ত, প্রেরিত, প্রচারক, সাধক এবং বিশ্বাসী মণ্ডলীর ভাই ভগিনী ও দেশের রাজা, রাজপ্রতিনিধি, জনসেবক এবং জগতস্থ সর্ব্ববিধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকেও বিশেষ ভাবে অভিবাদন করি।

আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকপাঠিকা এবং সহযোগীদিগকে শ্রদ্ধাভিবাদন করিয়া এই সেবাব্রত সাধনে সকলকার সহানুভূতি ভিক্ষা করি।

মা! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহারই প্রদত্ত এই ব্রত সাধনে আমরা নববর্ষে তাঁহার নববিধানকে পূর্ণভাবে গৌরবান্বিত করিতে সক্ষম হই।

নববর্ষ।

ধন্য মা, যে তিনি আজ নববর্ষ লইয়া সমাগত হইলেন। আজ আর পুরাতন বৎসর নাই। কাল যে বৎসর, মাস, বার, তিথি ছিল, আজ আর তাহা নাই। বর্ষ, মাস, বার, তিথি সকলই আজ নূতন। এক রাত্রে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

নববিধান, নূতন বিধান, নিত্য নূতনের পক্ষপাতী, তাই নববর্ষে যেমন এক রাত্রে কত পরিবর্ত্তনই সংসাধন করিল, তেমনি নববিধান নিত্য নব নব পরিবর্ত্তনের জন্যই সমাগত। এই নব নব পরিবর্ত্তনই জীবন্ত বিধাতার বিধান। তিনি লীলাময় হইয়া নিত্য নব নব লীলা বিধান করিতেছেন। তিনি স্বয়ং এক অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও মানব-

জীবনে নিত্য নব নব উন্নতি বিধান করিয়া তাঁহার নব-বিধানের পরিচয় দিতেছেন, তাই নববিধানে নব বর্ষের এত আদর।

এই নববর্ষদিনে নববিধানবিশ্বাসীগণ নবজীবনাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ নব নব ব্রত সাধনায় উৎসাহী হন ইহাই ত স্বভাবানুমোদিত।

হিন্দু বিশ্বাসীগণ এই দিনে ঘটস্থাপন, জলদান, গঙ্গা স্নান, বৃক্ষরোপণ বা ছায়াদান ইত্যাদি কতই নব নব ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শৈব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীগণ কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় নববিধান তাই এই দিনকে নব নব ব্রত গ্রহণের দিন বলিয়া বিশেষ ভাবে সাধন করিতে নির্দ্দেশ করেন।

এই দিনেই নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রথম আচার্য্য পদে মহর্ষি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হন। এই দিনেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী প্রাচীন ধর্ম্মের দুর্গ হইতে ভগবৎপ্রেরণায় বাহির হইয়া ধর্ম্মার্থে সতীত্ব ব্রতের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন ও বর্ত্তমান যুগে জড়বাদ কুসংস্কার-সমন্বিত অবরোধপ্রথা উন্মোচনের পথ প্রথম প্রদর্শন করেন, এবং পরিণামে যুগলব্রত গ্রহণ করিয়া স্বামীসহ নববিধানের একাত্মতা লাভে ধন্য হন।

আরও এই দিনেই নববিধানাচার্য্য প্রেরিতগণকে বিশেষ ভাবে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, শুদ্ধতার মহাব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া তাঁহাদের সহব্যবস্থানের উপায় বিধান করেন।

অতএব এই দিন নববিধানের এক বিশেষ দিন ইহা স্মরণ করিয়া আমরাও যেন পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য, প্রেরিত, সাধকগণের অনুগমনে, নববিধানের নব নব জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া, আজ নববিধানজননীর নিকট হইতে নব নব ব্রত গ্রহণ করি এবং তদ্দ্বারা এই নববর্ষে আমরা নববিধানের নবজীবন লাভে ও প্রদর্শনে ধন্য হই। বিধানপরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে পবিত্রাত্মার প্রেরণায় নববর্ষ ব্রত গ্রহণে মা উৎসাহী করুন এবং নব জীবন দানে কৃতার্থ করুন।

শুভ শুক্রবার।

শুভ শুক্রবার ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশার ক্রুশোপরি আরো-হণ বার। নিষ্কলঙ্ক মেষশিশু যিশুকে এই বারে কাল-ভেরীর বধ্যভূমিতে ধর্ম্মদ্রোহী রাজদ্রোহী বলিয়া দুই দিকে দুই দস্যুর মধ্যে ক্রুশ কাষ্ঠোপরি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সংসারের অভিধানে এ দিনের মত দুর্দ্দিন অশুভ দিন আর কি হইতে পারে? কিন্তু শ্রীঈশার বিশ্বাসী ভক্ত শিষ্যগণ এই দিনকে, এই বারকে, শুভ দিন, শুভ বার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ এই, যিশু য়িহুদী বংশে মেরী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। য়িহুদী জাতি অপৌত্ত-লিক একেশ্বরের উপাসক। কিন্তু গীতায় যেমন উক্ত হইয়াছে, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি......সম্ভবামি যুগে যুগে।" সেই ভাবে যখন য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ মৌখিক ভাষায় এবং বাহ্য অনুষ্ঠানাদিতে ধর্ম্মকে নিবদ্ধ করিলেন, সেই সময় যিশু প্রাচীন ধর্ম্মকে নববিধানে পরিণত করিতে আবির্ভূত হন এবং য়িহুদীগণ যাঁহাকে "জিহোভা" বলিয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া "স্বর্গস্থ পিতা" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন এবং আপনাকে তাঁহার পবিত্রাত্মাজাত "প্রিয়-পুত্র" বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তিনি অবশ্যই প্রাচীন ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে চান নাই, কিন্তু তাহাতে যে সমুদয় বাহ্য সংস্কারাদি আরোপিত হইয়াছিল তাহা সুসংস্কৃত করিয়া তাহার পূর্ণতা সংসাধ-নের জন্যই শ্রীঈশা এই নবধর্ম্মবিধান প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরের সাহিত মানবের যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ ইহাই প্রচার করা এবং জীবন দ্বারা তাহা সংস্থাপন করাই তাঁহার ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা।

জড়ভাবাপন্ন প্রাচীন সংস্কারাবদ্ধ য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ ঈশার প্রচারিত এই নব ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে রাজদ্বারে উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন, "ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহার আবার পুত্র কি? মহান্ জিহোভাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অবমাননা, মানুষ হইয়া 'ঈশ্বরপুত্র' বলা আর আপনাকে 'স্বয়ং ঈশ্বর' বলিয়া পরিচয় দেওয়া একই কথা।" বিশে-ষতঃ যোগযুক্ত হইয়া তিনি ত সত্যই বলেন, "আমি ও

আমার পিতা এক", ধর্ম্মাভিমানী যাজকগণ তাঁহার এ কথার কত বিকৃত অর্থ করিলেন এবং তিনি যে তাঁহাদের মত ও সংস্কারগত ভক্তিশূন্য বাহ্য আচরণ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহাতেই উত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন।

ঈশা ভাববাদীর ন্যায় স্বর্গরাজ্যের কথাও বলেন এবং তিনিও ভবিষ্যৎ ধর্ম্মরাজ্যের রাজা হইবেন বলিয়াছিলেন, ইহারও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তিনি "যিহুদীদিগের রাজা" হইতে চান এই দোষারোপ করিয়া তাঁহার নামে তখনকার রোমীয় গবর্ণরের নিকট অভিযোগ করেন এবং তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ড দিতে অনুরোধ করেন।

কথিত আছে ঈশার প্রথম শিষ্যদিগের মধ্যেই জুডাস নামে একজন ত্রিশ টাকা ঘুষের লোভে তাঁহাকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দেন। ঈশা কিন্তু মেষশিশুর ন্যায় ধরা দিয়া বিনা আপত্তিতে ক্রুশ দণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং যাহারা তাঁহার প্রাণ বধ করিল তাহাদিগকে অভিসম্পাত না করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না ইহারা কি করিল।" "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই বলিয়া তিনি ক্রুশে আত্মসমর্পণ বা আত্মবলীদান করিলেন।

প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান ইতিহাসে এমন আর কোথায়? তাই তাঁহার অনুগামী নব ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ ইহাকে মহা শুভকার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, এবং সমগ্র জগতের পক্ষে এই দিন মহা শুভ দিন বলিলেন। সংসারে প্রাণবধ বা মৃত্যু অশুভ বলিয়া লোকে চিরদিন মনে করিত, ঈশার প্রাণবধ কিন্তু শুভ বলিয়া সমাদৃত হইল। কেন না সে মৃত্যুতে মানুষ যে ব্রহ্মপুত্র ও তিনি পরার্থে প্রাণদান করিতে পারেন তাহা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হইল।

বিশেষ ভাবে শ্রীঈশা আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি ব্রহ্মপুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সেই ভাবে সর্ব্বজনের পাপকে সহানুভূতিযোগে আপনার বলিয়া আপনাতে আরোপিত করিয়া আপনি তাহারই বলীস্বরূপ হইলেন।

যেমন হিন্দুধর্ম্মে তেমনি যিহুদীধর্ম্মেও বলীদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু পুরোহিত গৃহস্থ সাধকের প্রতিনিধি রূপে পূজা করেন এবং ছাগাদিও সাধকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপেই বলীরূপে প্রদত্ত হয়। বলীদানের অর্থ এইরূপে অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যায়, শ্রীঈশা স্বয়ং সমগ্র মানবের প্রতিনিধি হইয়া বলী হইয়াছেন, এবং সেই বিশ্বাসেই বিশ্বাসী সাধকগণ এই দিনকে শুভদিন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই ভাবে এই দিনকে আমরাও যেন গ্রহণ করিতে পারি।

শুভ শুক্রবারের সাধন।

মানুষ পাপে পতিত। সেই পতিত মানবের পাপভার গ্রহণ করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আপনাকে যদি কোন মহাজন আত্মবলীদান করেন, পাপী জগতের পক্ষে তাহা কি সামান্য শুভ সংবাদ, আশার সংবাদ? এই ভাবেই শ্রীঈশা মানবের পাপমুক্তির জন্য যে আত্মদান করেন, এই ব্যাপারকে ভক্ত বিশ্বাসিগণ অতি শুভ ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য সাধারণ লোকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে কি না জানি না।

শ্রীঈশা যে কি ভাবে মানবের প্রায়শ্চিত্ত হইলেন তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগে পবিত্রাত্মার এই নববিধান বিশেষ ভাবে সমাগত। "ঈশা আমার পাপের জন্য বলী হইয়াছেন, ইহাতেই আমার পাপের মুক্তি হইল", কেবল মুখে বা মতে যেমন অনেক খ্রীষ্টান এই কথা বলেন, তাহাতে হইবে না।

শ্রীঈশা আমার পাপভার যেমন আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমার সহিত একাত্ম হইলেন, তেমনি আমাকেও তাঁহাতে আত্মনিমজ্জন করিতে হইবে এবং তাঁহারও এই আত্মবলীদানরূপ ক্রুশে আমার পাপ "আমিকে" সাধনযোগে বিদ্ধ করিতে হইবে, আমাকেও তাঁর আত্মবলীদান গ্রহণ করিতে হইবে।

পাপ দ্বারাই আমরা ব্রহ্ম হইতে বা ব্রহ্মপুত্র হইতে স্খলিত হইয়াছি। আমরা সকলেই ব্রহ্ম হইতে জন্ম পাইয়াছি সত্য, কিন্তু পাপ আমিত্ব আমাদিগকে তাঁহা হইতে পৃথক করিয়াছে। যাই সে পাপ যায়, পিতাপুত্রের ব্যবধান যায়, তখনই আমরা যোগযুক্ত হই ও বলিতে সক্ষম হই "আমি আমার পিতা এক।" অর্থাৎ তাঁহার সহিত ভাবেতে এবং ইচ্ছাতে এক।

শ্রীঈশা আজ ক্রুশারোহণ করিলেন, অর্থাৎ মানবীয় স্বতন্ত্র আমিত্ব বলীদান করিলেন। তিনি "আমি নাই" হইলেন। তার পর কথিত আছে, তিন দিন পর দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিবার পর তিনি সশরীরে পুনরুত্থান করিলেন। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুত্র মানব পাপ আমিত্ব বলীদান করিয়া বা আমিত্বহীন দেহে পৃথিবীতে সামান্য তিন দিন মাত্র অর্থাৎ মায়িক দেহে অল্পদিন মাত্র ছিলেন, তাহার পর সমগ্র মানবদেহ লইয়া বা সমগ্র বিশ্বজনকে আত্মাতে লইয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন। অর্থাৎ তাঁহার

সহিত সমগ্র মানবজাতি ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভে পুনরুত্থিত হইবেন তাহাই সপ্রমাণ করিলেন।

এই ভাবে আজ আমরাও আত্মিক যোগে শ্রীঈশার সহিত একদেহ হইয়া আমাদের পাপ আমিত্ব বলিদান করি এবং আমিত্ব-বিহীন হইয়া এই দেহপুরে বাস করি এবং ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সমগ্র মানবকে দেহের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া স্বর্গারোহণ করি বা ব্রহ্মযোগে মগ্ন হই।

শ্রীঈশার শিষ্যগণ ঈশার ক্রুশারোহণের তিন দিন পরে নাকি তাঁহার আত্মার প্রভাব অনুভব করিয়া নবজীবনে সঞ্জীবিত হন ইহাই অনেকে তাঁহার পুনরুত্থান বলিয়া অর্থ করিয়া থাকেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই সংসারই আমাদের ক্রুশ, এখানে আমরা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় আসিয়াছি, প্রতি নিয়ত আমাদের আমিত্ব এই সংসাররূপ ক্রুশে বিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে যত আমরা আমিত্ব-মুক্ত বা অহংচূর্ণ হই এবং ইহা ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছা বলিয়া বিশ্বাস করি, ততই আমরা এই দেহেই স্বর্গবাস করি, ইহাই শ্রীঈশার ক্রুশারোহণে এই শুভ শুক্রবারের সুশিক্ষা। আমারই পাপ মুক্তির জন্য শ্রীঈশা আত্মবলিদান দ্বারা এই সুশিক্ষা দান করিলেন ইহা আমরা প্রত্যেকে হৃদয়ঙ্গম ও সাধন করিয়া যেন ধন্য হই।

—•—

চড়কসন্ন্যাস।

খ্রীষ্টজগতে যেমন ঈশার ক্রুশারোহণ উৎসব, হিন্দু শৈবসম্প্রদায়ে তেমনি ঠিক একই সময়ে সন্ন্যাস ও চড়ক। গৃহস্থ নরনারীগণ এই সময় মাসেক কাল সাধনের জন্য নিজ নিজ গৃহ গোত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শিবগোত্রে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি যেমন গৃহ সংসার ত্যাগ করেন, তেমনি সকলে এক শিবস্বরূপ মহাদেব, যিনি শ্মশানবাসী বৈরাগী তাঁহারই গোত্র গ্রহণে সবাই এক গোত্র এক জাতি হন এবং বৈরাগ্যের ত্যাগ সংযমাদি অবলম্বনে সেই শবসমান আমিত্ববিহীন এক শিবেরই সাধনা ও জয় গান করেন।

এই সন্ন্যাসের পরিসমাপ্তি "ঝাঁপ" ও "চড়ক"। সন্ন্যাসীরা শিবের নামে অস্ত্রের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়ে, কিম্বা পৃষ্ঠে কাঁটা বিদ্ধ করিয়া চড়ককাঠে ঘুরিয়া থাকে। শিবের নামে এই সমুদয় কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া দেখায় যে, তাঁর নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বিপদ পরীক্ষার অস্ত্রাঘাত বা দুঃখকণ্টকবিদ্ধ সংসারচক্রে ঘূর্ণনও নিরাপদ। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগের হাতে পড়িয়া ধর্ম্মের এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব কতই জীবনবিহীন একটা সাধারণ লৌকিক প্রথা বা আমোদ আহ্লাদের সং তামাসার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ইহারও বাহ্য খোসা ফেলিয়া কি ভিতরকার শাঁস আমরা গ্রহণ করিতে পারি না?

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অগ্নিত্বের প্রমাণ কিসে?

অগ্নি স্পর্শে যাহা কিছু আসিবে তাহা দগ্ধ হইবেই হইবে, তেজহীন অগ্নি অগ্নিই নয়, তাহার যে দাহিকা শক্তি নাই। অগ্নিতে উত্তাপ থাকিলে শক্ত কালো কয়লাতেও আঁচ ধরিয়া পুড়িয়া অগ্নিময় হয়। ব্রহ্মাগ্নির উত্তাপও সেইরূপ। হে আগুন, যদি তোমার ভিতর সত্য ব্রহ্মাগ্নি থাকে, তোমার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিতে তাহার উত্তাপ লাগিবেই, যদি না লাগে বুঝিবে তোমার ভিতর এখনও তেমন অগ্নি জমে নাই তেজময় হয় নাই। অন্য জীবনে সংক্রামণ দ্বারাই প্রকৃত ধর্ম্ম চরিত্রের প্রভাবের প্রমাণ হয়।

কে ডাকে কাকে?

সাকারবাদী কল্পিত মূর্ত্তি গড়িয়া "ইহা গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া নিরাকার শক্তিকে আহ্বান করত মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন ও তাহারই পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

নিরাকার ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মকে আকার বিহীন দূরস্থ ভাবিয়া [illegible] ডাকিলেন, সে ডাক ফিরিয়া আসিল।

নববিধানের জীবন্ত নিত্য বিদ্যমানা চিন্ময়ী মা স্বয়ং সন্তানকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আছি" "আমি আছি", "আমি আসব আবার কোথায়? থাকবো কেমনে দূরে? কেন আমায় কল্পনায় আবদ্ধ করিস, কেন আমায় মিথ্যা দূর মনে করিস? আমি ত সদাই আছি, এই সম্মুখেই নিত্য বিদ্যমান, আর মিথ্যা কথা বলিস্ না, কল্পনার মনগড়া মূর্ত্তি গড়িস না, তোদের মন প্রাণ নিয়ে আয় আমার কাছে, দেখ্ আমার হৃদয় মাঝে, শোন্ আমার কথা, চল্ আমার পথে, হও আমার মনের মত, যেমন আমার নবশিশু নবভক্ত।"

নববিধানে ছেলে ডাকে না মায়, মাই ডাকেন তায়।

নবসাধন পঞ্জিকা।

রবিবার।—শ্রীমুসাচার্য্য সনে বিশ্বাস পর্ব্বতোপরি মন বন দীপ্যমান "অহমস্মি" "আমি আছি" সত্যস্বরূপিণী দেবীপূজা। প্রাতে সপরিবারে। সন্ধ্যায় সমগ্র মানবপরিবার সহ। বেদ ও আবেস্তা পাঠ।

সোমবার।—শ্রীসক্রেটিসাচার্য্য সনে বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মজ্ঞানবিধায়িনী চিন্ময়ী মা বাগবাদিনী সরস্বতীপূজা ও আত্মদর্শন এবং বিজ্ঞান অধ্যয়ন, বিবেকবাণী শ্রবণ ও আদেশে জীবনপথে বিচরণ।

মঙ্গলবার।—শ্রীবুদ্ধাচার্য্য সনে বোধীবৃক্ষতলে অনন্ত ঘন নির্ব্বাণ-স্বরূপিণী মহাকালী পূজা ও "কোথায় আমার আমি-পাখী সে এ দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না" সাধন ও "আমি" শব হইয়া হৃদে শক্তি ধারণ যোগ। ললিতবিস্তর ও মহানির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ।

বুধবার।—শ্রীচৈতন্যাচার্য্য সনে প্রেমময় শ্রীহরিবিগ্রহ পূজা ও নামসুধা সেবনে উন্মত্ত কীর্ত্তন। কলসীর কাণা খাইয়াও সঙ্কীর্ত্তন প্রেমদান। ভাগবত পুরাণাদি পাঠ।

বৃহস্পতিবার—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যাচার্য্য ও ঋষিগণ সনে দেবাদিদেব মহাদেব একমেবাদ্বিতীয়মের মহা পূজা ও সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বভক্ত সমন্বয় মিলন সাধন এবং মানবযোগ সমাধান। বেদাদি কোরাণ পাঠ।

শুক্রবার।—শ্রীঈশাচার্য্য সনে ক্রুশারোহণে ইচ্ছাযোগ সমাধান-পূর্ব্বক স্বর্গীয় পুণ্যময় পিতার পূজা ও আমিত্ব বলীদান করত সশরীরে স্বর্গ প্রদর্শন। বাইবেল শাস্ত্র পাঠ।

শনিবার।—শ্রীসর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নববিধানাচার্য্য পবিত্রাত্মা সনে আনন্দময়ী পূর্ণানন্দস্বরূপিণী নবতত্ত্বসিংহবাহিনী সর্ব্ব-পাপদুঃখাসুরমর্দ্দিনী লক্ষ্মীসরস্বতী-সহকারিণী পুণ্য কার্ত্তিকগণেশ-জননীর হরিসিংহাসনারোপিত [illegible] শ্রীমূর্ত্তির পূজা এবং ব্রহ্মানন্দময় নববিধানমূর্ত্তি নব-শিশুজীবন লাভ। নববৃন্দাবন পাঠ।

ব্রহ্মোৎসব সাধন।

২৭শে জানুয়ারী—নবযুগদান।

হে দীনবন্ধু, হে শুভসময়দাতা, সময় আসিয়াছে, যখন তোমার কথা আর গোপন করা যায়না, করা উচিত নয়, নববিধানের নিশান ছিল গোপনে, এখন উড়াতে হবে। ভগবানের একতারা বাক্স মধ্যে ছিল, এখন বাহির করে বাজাতে হবে। ঠাকুর, ছিল অস্ত্র খাপের মধ্যে এখন বাহির করে সঞ্চালন করতে হবে। তোমার নিদ্রিত অলস ভক্তদিগকে একবার আদেশে সঞ্জীবিত কর। এমন সময় আসিয়াছে, যখন আপনি মাতিয়া পরকে মাতাব।

এই সেই শুভদিন, এখন আপনি রোগমুক্ত হইয়া পরকে রোগমুক্ত করব। যাহা দেখিলাম গোপনে, সে আগুন ঢাকা যায়না। যাহা দেখিয়াছি তাহাও এখন বাহির হলনা, তবে পৃথিবী আসবে কেন?

মা পৃথিবীর সুরে গান গাহিয়াছি। বৈকুণ্ঠের সুরত পৃথিবীতে বাজনাই। ভিতরে যেরূপ দেখেছি সেরূপ কে বলিয়াছে। ভিতরের খবর হঠাৎ টের পায়না। সেইটা পাইলে মাতিবে।

মা এসকল কথা শুনাইলে পৃথিবী ত পৃথিবী, নরকও স্বর্গে যায়। হরিনামের আসল গুণ যাহা ভক্তেরা কিঞ্চিৎ জানিয়াছে তাহা যদি বলা যায়, কোন্ হতভাগা নর নারী পেটের দায়ে থাকবে? যাইতেই হইবে।

একটা উৎসবে একবার মোহর ছড়াতে ইচ্ছা, তাহা হলে সাধ মেটে, দেখি রাজা বড় কি আমি বড়। জোলো ক্ষীর অনেকেই খাইয়াছে। একবার ইচ্ছা হয় নববিধানের সুধা খাওয়াই। তাহা হইলে সব যেখানকার সেখানেই থাকবে।

মা আর কেন চাপি? সময় আসিয়া ডাকিছ অনুমতি দাও, ঢাক বাজাইয়া বলি। দাও, মা, উৎসাহ ভক্তি ভিতরের গূঢ় কথা বাহির হোক, জগৎ নির্ব্বোধ বোকা অবাক হয়ে শুনবে, বলবে "ওমা এত কথাও ছিল"।

মা নববিধান নাম হইয়াছে নূতন কথাও বলা হয় না। একবার মা নূতন ভাণ্ডার খোল। যে যেখানে আছে, অবাক হইয়া সেইখানে থাকুক। একবার ঝাঁটা খুলে দাও। লোক গুলোকে জুড়াতে দি।

মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার গভীর কথা দশজনের কাছে বলি। আর ছোটখাট ভক্তিতে মত্ত থাকবনা, গভীর কথাগুলি শুনব, শুনাব। আপনারাও ভরে যাব, পরকেও ভরাব। এই আশা করিয়া প্রণাম করি।

১৮শে জানুয়ারী—নববাজার-আনন্দবাজার।

হে দয়াবান, বাজারে লাঠালাঠি, দোকানদারের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। আমি বলছি, ঝুটা জিনিষ এখানে বিক্রী করতে দেব না। এ অতি পবিত্র বাজার, খাঁটী জিনিষ দেখাও, ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র বিক্রেতাগণ খাঁটি বলে বিক্রয় করছে। জোলো দুধ, পচা দুধ বিক্রী করছে। দেখ একবার, ঠাকুর তোমার কাছে নালিশ করছি, তোমার বাজারে পচা জিনিষ বিক্রী করছে। আমি ছুড়ে ছুড়ে ফেলি, আবার সকলে আনে। ঠাকুর, তোমার আজ্ঞা এখানে। এই নূতন বাজারে কেবল খাঁটি জিনিষ বিক্রী হবে। দামও খুব চড়া হবে, যে পারবে কিনবে। কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হতে পারবে না, ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা শাস্ত্র, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকবে। ষোল আনা খাঁটি থাকবে। কোন ধর্ম্মভাব খাটো করবেনা, ষোল আনা দেখ দিতেই হবে।

পৃথিবীর দুঃখীরা এখানে এসে কেউ ঠকবে না, ভেজাল, মেশাল, কৃত্রিম জিনিষ কেহ দিতে পারিবে না। ষোল আনা ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করতেই হবে।

তুমি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এই নূতন বাজার স্থাপন করেছ। এখানে একজনও প্রবঞ্চক দোকানদার স্থান পাবেনা। স্বর্গের খাঁটি অমৃত তুমি তৈয়ারী করে পাঠাবে। আমরা কেবল বিক্রয় করি। প্রস্তুত আমরা করব না। তবে সকলকে খাঁটি ধর্ম্ম প্রচার করতে বল। সকলে প্রতীক্ষা করে আশা নয়নে তাকিয়ে আছে, কবে নববিধানের উৎসবে নূতন বাজারে মঙ্গল

হাট বসবে। সকলে বলবে, এমন উপাসনা! এমন ভক্তি! এমন বিনয়! এমন বৈরাগ্য, এমন পবিত্রতা কেবল খাঁটি জিনিষ।

নববাজারের আনন্দ বাজারের খাঁটি জিনিষ দেখে ক্রয় করে যাত্রীরা আনন্দে মত্ত হবে।

কৃপা করে আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন প্রবঞ্চনা আর না করি; কিন্তু তোমার বাজারে খাঁটি জিনিষ, স্বর্গের খাঁটি ধর্ম্মভাব বিক্রয় করে আপনারাও পরিত্রাণ পাই এবং যাত্রীদিগকেও সুখী করতে পারি।

২৯শে জানুয়ারী—হরিনাম কল্পতরু।

হে দয়াসিন্ধু, মত হইতে অনুষ্ঠান কতদূরে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান কতদূরে। সাধন ক্ষেত্র হইতে মুক্তিধাম বহু দূরে। আমাদের চেষ্টা হইতে লক্ষ্য কত দূরে।

উৎসবে ধনদান করেছ, আশীর্ব্বাদ করেছ, এখন আমার হাতে তন্ময় হওয়া। মালক্ষ্মী স্বয়ং সন্তানের হাত ধরে নৃত্য করেছেন, মার হস্ত সন্তানের হস্তের সঙ্গে এক হয়েছে। ধ্যানেতে, ভক্তিতে, যোগেতে, মার এবং ছেলের চক্ষু এক হয়েছে। ভক্তের [illegible] গিয়েছে, এখন বাকি, হরিময় হওয়া আমার হাতে।

বাড়ী যাওয়ার সময় উৎসবের যাত্রীরা হয় ব্রহ্মকে লইয়া যাইবেন, নতুবা যাহার বাড়ীর ব্রহ্ম তাঁর বাড়ীতে থাকবেন। তন্ময় হয়ে যাব। ব্রহ্মচক্রে ঘুরব, ব্রহ্ম আকাশে উড়ব, শরীর স্বর্গময় হয়ে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাব, ঈশার গৌরাঙ্গের যা হয়েছিল।

আমাদের কাল শরীর যদি গৌরাঙ্গ হয়ে যায়, ব্রহ্মেতে লীন হয়ে যদি ব্রহ্ম দেহ হয়ে যায়, তবে কিছু কাজ গুছিয়ে নিয়ে চল্লাম। ভিতরে সমস্ত হরি হয়ে গেল। বুকের ভাব, সুতার সেতার, চমৎকার সুতান বাহির হয়। যখোক্ত সমুদয় শরীর তন্ময়। শ্রীহরি, উৎসবে এতগুলি সঙ্গী করেছেন। এবং সকলে কি তাহা এক একখানি গহনা নিয়ে বাড়ী যাইবেন? মা সকল সতীকে ঘরে ডেকে গহনা দিয়েছ?

এবার তন্ময় শরীর। হরি আমাতে, আমি হরিতে। তোমার ভিতর ঐ আমি, আর আমার ভিতর এই তুমি। এই যে নিবিষ্ট হওয়া, এইটী তুমি এই কয়জন ভক্তকে হরি করে দাও আমি আমার ভাইবন্ধু সকলে এক হয়ে তন্ময় হয়ে যাই। আর ভাইদের ছেড়ে দোব না।

তন্ময় হরিতে, আর তন্ময় ভাই বন্ধুকে সকলে এক হয়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ব্রহ্ম নিনাদ শুনি, ব্রহ্মবাদ্য শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি। সকলকে একাকার করে। তোমার চরণে তন্ময় করে দাও। এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভিক্ষা।

৩০শে জানুয়ারী—নিত্যবৃন্দাবন বাস।

হরি হে, এই দুদিনের মধ্যে উৎসব চক্র থামবে। সম্ভাবনা এই, ইহার পর পাপী আবার পাপ করবে, ঝগড়াটে আবার ঝগড়া করবে, অবিশ্বাসী অবিশ্বাসে ডুববে। ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত এমনি করে আসে আবার চলে যায়।

শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাটা নিবারণের উপায় কি আছে? দয়াসিন্ধু, উপায় কিছু করে দাও। এই যে আমরা একটা মাস সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল, এ অবস্থাটা স্থায়ী করে দাও।

হে প্রেমসূর্য্য চিরউজ্জ্বল থাকিয়া হৃদয়ের গগন পরিষ্কার করিয়া রাখ। এবার বৃন্দাবনে এসে সপরিবারে বাড়ী যায়গা জমি কিনেছি। এমন বৃন্দাবনের সুখ হইতে কি বিচ্যুত করবে? হে ভগবান, দয়া করে এমন ব্যবস্থা কর, এইখানেই যাতে জীবনের শেষ কটাদিন কাটাই।

বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করে তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ। আবার রাগিব? আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়ব? আবার কুপ্রবৃত্তি গুলো আমাদের কাছে আসবে? সাধ্য কি। দয়াময়, চিরকালের জন্য স্থান দাও।

এমন বাতাস আর কোথাও বয় না। এমন যমুনা আর কোথাও ত নাই। এমন ফুল আর কোথাও ফুটে না। আর পুরাতন বাটিতে কেন যাব? এবার বৃন্দাবনবাসী হয়ে থাকব। ভক্তকুল আমাদের কুটুম্ব হলেন। সাধুদের সঙ্গে থেকে মানুষ হব। ওদের বাগানে গিয়ে বেড়াব। সমুদায় শ্রীসম্পত্তি এখানে পেলাম, তাই বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাক।

হে মঙ্গলময়ী শ্রীমতী জননি, অনুগ্রহ করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন নব বৃন্দাবনে নিত্যবৃন্দাবনে চিরবাসী হয়ে এখানে শ্রীসম্পত্তি সৌন্দর্য্যলাভ করে কৃতার্থ হই।

৩১শে জানুয়ারী—শান্তিবাচন।

হে হৃদয়নাথ, হে হৃদয়শোণিতের জীবন, এবং উজ্জ্বলতা অদ্য অপরাহ্নে কমল সরোবরের চারিদিকে তোমাকে আমরা ধ্যান করিয়া যোগেতে তোমাকে লাভ করিয়া উৎসবান্ত করিব। উৎসবের সমুদয় রস আজ ঘনীভূত হইবে। তোমাকে আজ বুকের ভিতর করিয়া রাখিবার দিন, আজ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিত্যকুটুম্বিতা স্থাপনের দিন। আজ হরিধ্যানের দিন। ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে এক হইবেন তাহার দিন। পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন।

আমরা সরোবরের চারিদিকে, শান্তি সরোবরের চারিদিকে ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে বিলীন হইবেন। আজ ভাগবতী তনু হইবে, সকলের শরীর আজ ব্রহ্মতে উজ্জ্বল হইবে, এই কর।

আজ তোমার সহিত গভীর মিলন। আজ তোমার

অন্তঃপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ। আজ অন্তঃপুরে যাইয়া মার হাতের রান্না খাব। আজ দাস দাসীদের বেতন পাইবার দিন। আজ পৃথিবীর সঙ্গে যে স্বর্গের উদ্বাহ হইবে। এক মাসের উৎসব আজ বুকের ভিতর বাঁধিব।

আজ যে মা শান্তিদায়িনী তুমি স্বয়ং তোমার করকমল দ্বারা ভিতরের সমুদয় পাপ ও অশান্তি দূর করিয়া দিবে। হে শান্তি-দাতা, আজ ভক্তদিগকে সমস্ত ধনীভূত করিয়া লইতে দাও, আজ যে মহাযোগের দিন। ব্রহ্মোৎসব শেষ করিতে চাই শান্তিজল পানে। আজ যুগল সাধনে যত স্বামীস্ত্রী ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিয়া শান্তিজল পান করিবে। তোমার চরণে প্রত্যেকে শান্তিঃ বলিবে। ভাই ভাইয়ের হাত ধরিয়া শান্তিঃ বলিবেন।

পৌরহিত প্রেমহিতে চির মিলন। আজ ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া সকলে শান্তিতে মিলিত হইবেন। তোমাকে প্রণাম করি, শান্তিজল পান করি, তাঁহাদের স্মরণ করি, শান্তিতে উৎসব শেষ করি। আজ সমুদয় দলকে তোর কার মুক্ত সৃষ্টি কর।

দেখি, আজ এস সন্ধ্যার সময়, দেখা দিও, আজ আনন্দের সহিত সকলকে লইয়া ব্রহ্মসরোবরে ঝাঁপ দিব। ঝাঁপ দিয়া নিত্যানন্দের ভিতর চিরমগ্ন হব। আজ সমুদয় সাধুদের আগার করিতে দিব।

শ্রীঈশার বিবেক, শ্রীমুসার বহুবিশ্বাস, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মধুতা এক করিবে? ক'খানি চাবির একখানি করে পাইয়ে দিও।

হে মঙ্গলময়ী, এই আশীর্ব্বাদ কর আজ তোমার অন্তঃপুরে তোমার হাতের খেয়ে আনন্দে মত্ত হইব। এবং মাতৃপ্রেমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইব।

—•—

উপাধ্যায় ও গীতাপ্রপূর্ত্তি

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যে প্রকার মহাভারতাদি পুরাণ রচনা পূর্ব্বক অন্তরে শান্তি অনুভব করিতে না পারিয়া সাত্বত সংহিতা অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, আমার মনে হয়, তদ্রূপ উপাধ্যায় গীতাভাষ্য সমন্বয় এবং বেদান্তভাষ্য সমন্বয় প্রকাশ করিয়াও সম্যক্ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন নাই, সেজন্য "গীতা প্রপূর্ত্তি" করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আর কি বলা যাইতে পারে? "গীতা প্রপূর্ত্তির" উপক্রমণিকাই তাহা প্রমাণ করিবে।

উপক্রমণিকা।

উপাধ্যায় বলিতেছেন:—কি প্রকারে সাত্বত সংহিতা গীতা প্রপূর্ত্তি নামে সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থাপিত হইল, তাহার কারণ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্যবোধে উপক্রমণিকাতে প্রপূরণ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করা গেল। সুধীগণ মূলের সহিত এই সকল মিলাইয়া দেখিবেন।

নিবৃত্তিমূলক প্রবৃত্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ তাহা কোথা হইতে পাওয়া যায়, প্রথমতঃ তাহাই বিবেচ্য। "কর্ম্মযোগে ও জ্ঞান-যোগে এক একাগ্রবুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদিগের একাগ্রবুদ্ধি হয় নাই, তাহাদিগের বুদ্ধি বহু দিকে প্রধাবিত হয়, এবং বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। গীতা ২য় ৪১ শ্লোক। সত্ত্ব, রজ ও তমগুণসম্ভূত কর্ম্ম সকল বেদের উপদেশের বিষয়, হে অর্জ্জুন, তুমি এই তিন গুণের অতীত হও, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে অভিভূত না হইয়া নিত্য আপনাতে আপনি অবস্থিতি কর; যাহা পাও নাই বা যাহা পাইয়াছ তাহার জন্য ব্যাকুল না হইয়া আপনাকে স্ববশে রাখ। ২।৪৫ ঐ। নানাপ্রকার লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; সেই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন সমাধিতে অচল হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগ লাভ করিবে। ২।৫৩। নিরাহার দেহীর (বাহিরে) ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু (ভিতরে) তৎপ্রতি অভিলাষের নিবৃত্তি হয় না; উহা বিষয়ের অতীত আত্মাকে দর্শন করিলে নিবৃত্ত হয়। ২।৫৯। সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক যোগী ব্যক্তি একমাত্র আমায় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে। ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে থাকে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত [illegible] ২।৬১। [illegible] হইয়া জীব আর মোহ প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুকালেও সে ইহাতে স্থিতি করিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করে। ২।৭২। যে মানব আত্ম-রতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার করিবার কিছুই নাই। ৩।১৭। এখানে নিবৃত্তিযোগের সাধারণ উপলব্ধি হয়।

প্রবৃত্তিযোগ সম্বন্ধে বলা হইতেছে:—কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলেতে নহে। তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না, কর্ম্ম করিব না এরূপ যেন তোমার নির্ব্বন্ধ না হয়। ২।৪৭। সিদ্ধিতে এবং অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া, হে ধনঞ্জয়, কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। তুমি কর্ম্ম না করিয়া শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। ৩।৮। যে কর্ম্ম দ্বারা যজ্ঞ হয় না সেই কর্ম্ম দ্বারা লোকের বন্ধন হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, তুমি নিষ্কাম হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মানু-ষ্ঠান কর। ৩।৯। কর্ম্ম ব্রহ্ম (বেদ) হইতে এবং বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিও। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৩।১৫। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম, নির্ম্মম এবং শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। দোষদৃষ্টি পরিহারপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল লোক আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্মবিমুক্ত হয়। আর যাহারা দোষদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অবিবেকী, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিষয়ে বিমূঢ়। জানিও তাহারা বিনষ্ট হইয়াছে। ৩।৩০—৩২। ব্রহ্মেতে সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করে,

কালের মধ্যে সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ হয় না, সেই প্রকার সে পাপে লিপ্ত হয় না। ৫।১০। মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই যাজনা কর, আমায় নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ৯।৩৪। যাহারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত (ভক্তি) যোগে আমার ধ্যান করতঃ উপাসনা করে, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে, হে পার্থ, অচিরে মৃত্যুসংসার সাগর হইতে আমি উদ্ধার করিয়া থাকি। ১২।৬—৭। হে পার্থ, আসক্তি ও ফল ত্যাগপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই আমার নিশ্চিত উত্তম মত। ১৮।৬। যাঁহা হইতে ভূতগণের চেষ্টা সমুপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদয়েতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। ১৮।৪৬।

এইরূপে প্রবৃত্তিযোগের উপদেশ সুন্দররূপে প্রচার আছে। এই গীতাগ্রন্থটিতে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যোগের উপদেশ একত্র সন্নিবেশ ও প্রকাশ। গ্রন্থটিতে সকলই সুধীগণ তাহা দেখিতে পাইবেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার রসিকলাল দত্ত।

আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান্ ডাক্তার আর, এল্ দত্ত মহাশয় পূর্ণ অশীতি বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গত ৩রা এপ্রেল শুক্রবার স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন। যদিও তাঁহার বয়স এত অধিক হইয়াছিল, স্বাস্থ্যরক্ষা গুণে তিনি শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট সবল ছিলেন, এমন কি বুধবারও রোগী চিকিৎসার্থ বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অনেকটা আকস্মিক হইয়াছে। তিনি দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে অতি সুচিকিৎসক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বহুকাল গবর্ণমেণ্টের সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্রের প্রভাবাধীনে আসিয়া তিনি পরিণত বয়সে সপরিবারে নববিধানে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ [illegible]লালকে আমাদের প্রিয় বন্ধু স্বর্গীয় [illegible]লালের [illegible] কন্যার সহিত নববিধানমতে বিবাহ দেন। [illegible] মহাশয়ের বিষয়, অল্পদিন মধ্যে শ্রীমান্ [illegible]লাল স্বর্গ গমন করেন। বৃদ্ধ মহাশয় পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি পুত্রবধূ ও পৌত্র পৌত্রীদিগকে লইয়া নববিধানের অনুষ্ঠানাদি পরিবারে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিতেন। পৌত্রীর সহিত [illegible] মেজর শ্রীমান্ [illegible]চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন, লর্ড সিংহের পুত্রের সহিত কনিষ্ঠা পৌত্রীর এবং তাঁহার কন্যার সহিত পৌত্র শ্রীমান্ [illegible]লালের বিবাহ দেন। ডাঃ দত্ত মহাশয় শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্যতম ট্রষ্টী ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনকে এ শোকে মা সান্ত্বনা বিধান করুন। পরলোকগত আত্মাকে তিনি তাঁহারই নিত্য শান্তিক্রোড়ে শান্তি দান করুন।

পুস্তকপরিচয়।

Harmony, By Rev. P. M. Choudry.
Truine Printing House. মূল্য ।৵০

প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় এখন একেবারেই দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বাহিরে দৃষ্টিহীন হইলেও তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কেমন উজ্জলরূপে এখন সেই মহামিলন-লোক দর্শন করিতেছেন তাহারই আভাস এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকার "Harmony" "Magic" "Beauty" "Sweetness" "Fragrance" এই কয়টী বিষয়ের আধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ও "The Happy Home" এবং "Oh! The Wondrous World" সম্বন্ধে দুটী উপদেশও শেষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বলা বাহুল্য পাঠকগণ শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের আধ্যাত্ম অভিজ্ঞানের পরিচয় পুস্তকখানির প্রত্যেক প্রবন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রাপ্ত হইবেন।

AUTOBIOGRAPHY OF AN INDIAN PRINCESS.

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সি, আই, অতি সুললিত ভাবে ইংরাজী ভাষায় এই আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যজীবনের ও ব্রাহ্মসমাজ-আলোড়নকারী কোচবিহার বিবাহের অনেক অপ্রকাশিত নূতন কাহিনী ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাণী দেবী জীবনে একদিকে কতই পার্থিব সুখ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের আলোক, আবার দেবস্বামী পুত্রকন্যার শোক দুঃখের অন্ধকারও যুগপৎ কতই ভোগ করিলেন। এই দুইএর ভিতর সেই লীলাময়ী জননীরই লীলা কি ভাবে তিনি দর্শন করিতেছেন তাহাই বিশদরূপে এই পুস্তকে বর্ণন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার গভীর পিতৃমাতৃ ভক্তি, স্বামী ভক্তি এবং সন্তানবাৎসল্য ও নববিধানবিশ্বাসের পরিচয় এই পুস্তকে অতি উজ্জলরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশীয় ইংরাজ পাঠক পাঠিকার জন্যই পুস্তকখানি লিখিত। মহারাণী দেবী তাঁহার মধুর বাঙ্গালা ভাষাতেও যদি আত্মজীবনী লেখেন, আরো উপাদেয় ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাপ্রদ হইবে। যে জীবনের সহিত নববিধানের অভ্যুত্থান বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট, নববিধানবিশ্বাসী মাত্রেরই

আর্, এল্, বসু মাসিকদান দুই মাসের ১০৲, শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক ৩৲, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বর্দ্ধন ১০৲, স্বর্গীয় এস, কে, লাহিড়ীর সাম্বৎসরিকে ১০৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় মাসিকদান ২৲, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের সাম্বৎসরিকে পুত্রগণ ২৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ মাসিকদান ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিক দান দুই মাসের ২৲, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান দুই মাসের ২৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

—•—

প্রেরিত।

মুঙ্গের মন্দিরের আয় ব্যয় ১৯১৭ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব।

আয়।

মন্দির সংস্কারের জন্য দান প্রাপ্ত ৪২২৲, স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত তিন বারে মাঃ ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ২১০।

ভাগলপুর—শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৲, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১৲, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, শিশির কুমার বসু ৫৲, বেচুনারায়ণ লাল ১৲, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র বসু ১৲, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ ১৲, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ১৲, পুলক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ৬৲, কুমুদিনী চট্টোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৫৲, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১৲, শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৲। ৭২৲

মধুপুর—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস ৫৲, সুরেন্দ্রনাথ দাস ১০৲ ২৫৲

বাঁকিপুর—শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মিত্র ১০৲, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ১০, ব্যারিষ্টার শশাঙ্ককুমার সেন ১০৲ ৩০৲

কৃষ্ণনগর—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৲, রাজকুমার দাস ২৲ ১২৲

ঢাকা—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান ৫৲, তারাপ্রসন্ন দাস ২৲ ৭৲

ভাই বিহারীলাল সেন ২৲, মাঃ ভাই বিহারীলাল সেন ৫৲, শ্রীযুক্ত দিনাচার্য্য বরাট ২৲, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায় ১০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ২০৲ ৩৯৲

গিরিধি—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৲, শ্রীসত্যভূষণ গুহ ১০৲, শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ ৫৲ ২৭৲

মাসিক চাঁদা—কুচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৯১৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯১৯এর আগষ্ট ৮৫৲

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২০এর মে ৯ মাসের চাঁদা পাওয়া যায় নাই। ১৯২০ সালের জুন হইতে ১৯২৩এর নবেম্বর ৪২ মাসের ২১০৲ ২৯৫৲

ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা শ্রীমতী সুচারু দেবী ১৯১৭ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২০এর মে ৩৮ মাসের ১৯০৲, ১৯২০ সালের জুন হইতে আগষ্ট তিন মাসের বাকি আছে। ১৯২০এর আগষ্ট হইতে ১৯২৩এর নবেম্বর ৩৯ মাসের ১৯৫ ৩৮৫৲

মাঃ অখিলবাবু—লেডি ডাঃ মুঙ্গের ১৲, গোপালবাবু ॥০ ১॥০

শ্রাদ্ধের দান—স্বর্গীয় ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় ৫৲, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, সাধু অঘোরনাথের স্বর্গীয়া পত্নী ৫৲, স্বর্গীয় ডাক্তার হরিসুন্দর বসু ২০৲, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের স্বর্গীয় পুত্র ৪৲, স্বর্গীয় গজেন্দ্রনারায়ণ ১০৲, স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ৫৲, স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ৪৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী ২০৲, শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গীয়া শ্বশ্রূ পারমল ২৩৲ ১০৩৲

বিবাহের দান—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের বিবাহে ২৫৲, ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ দাস ১৫৲ ৪০৲

মুঙ্গের মন্দিরের কাঁটাল বিক্রয় ৭।৶০, ভাই বিহারীলাল সেন খুচরা খরচ ১৲, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী মুঙ্গের মন্দিরের ফটো লইবার জন্য দুই বারে যে টাকা পাঠান তাহার খরচের উদ্বৃত্ত ১, অখিলবাবু ৶০, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসু ।৹, খুচরা আয় ১৶১০, সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ২৭৸৶০। মোট—১২৮৫৶১৫।

ব্যয়।

মন্দিরের খাজানা ১৯১৭ হইতে ২২। ২৩	৩০৲
নামখারিজ খরচ	।৶৫
মালীর বেতন ১৯১৭ এপ্রিল হইতে ২২ ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ৭৲ হিসাবে	৪৩৮।০
ঐ ১৯২৩ জানুয়ারী হইতে ৫ই মে ১০৲ হিঃ	৫২।৵০
ঐ ১৯২৩ ১৬ই জুন হইতে নবেম্বর ১০৲ হিঃ	৫৫৸০
মন্দির সংস্কার ১৯১৭ ডিসেম্বর	১৮৬।৶০
ঐ ১৯১৯ জুলাই	৮৩৷২॥
ঐ ১৯২১ জুলাই	৩৮।০
ঐ ১৯২০ মাঃ অধরবাবু	২৲
ঐ ১৯২৩ মাঃ অধরবাবু	৬৭।৶১৫
পাথের ১৯১৭ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ভাই প্রিয়নাথ	১০৲
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮।৬০
ডাকমাশুল ১৯১৭ হইতে ১৫ই নবেম্বর	১৭।৶০
মুঙ্গের মন্দিরের পর্দ্দা, মাঃ শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়	৩৶০
তালা, চাটু, সুতলী, কুমার দাড় ইত্যাদি খুচরা খরচ	৩।৶২॥
	৯৯০।৶০
মজুত তহবিল	২৯৪।৶১

মোট—১২৮৫৶১৫

শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 29th April, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

নববিধানের মা, সত্য মা তুমি। তোমার কাছে মিথ্যার লেশ মাত্র প্রশ্রয় পায় না। মুখের কথায়, মনের কল্পনায়, আন্দাজের ভাবে ভাবুকতার ধর্ম্মে কেহ তোমাকে ভুলাইতে পারে না। তুমি জীবন্ত প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে আত্ম-সত্য নিত্য প্রতিষ্ঠা করিতেছ। মিথ্যা ভাব, ভাণ তুমি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেল, দেখিয়া ফেল এবং তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মহা শাসনে শাসিত করিয়া সর্বপ্রকার মিথ্যা কথা, মিথ্যা ভাব, মিথ্যা আচরণ নিরাকরণ করিয়া তোমার সত্য প্রভাব সংস্থাপন কর। সর্বশক্তিময়ি! দোর্দ্দণ্ড তোমার প্রতাপ, আমাদের সকল প্রকার ধর্ম্মাভিমান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য যে কিছুই নয় তাহা প্রমাণ করিয়া আমাদের আমিত্ব তুমি একেবারে চূর্ণ কর। আমাদের আমিত্বপ্রসূত ধর্ম্ম পর্য্যন্ত তুমি লোপ করিয়া তোমারই সত্যধর্ম্ম, সত্যবিধান তুমি প্রতিষ্ঠা কর। এইজন্যই তো তুমি বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুগে তোমার জীবন্ত পবিত্রাত্মার বিধান এই নববিধান লইয়া তুমি প্রকট হইয়াছ, সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। তবে তোমার এই জীবন্ত সত্য বিধানে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা পরিহার করত তোমার সত্যের জয় স্বীকার ও ঘোষণা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

সর্ব্বত্রই পুরাতন, নূতন কেবল এখানে। তোমার নূতন বিধানে আমাদিগকে নূতন মানুষ কর।—নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৩৪॥

"আপনাকে জান", এই যাহার যথার্থ নাম, তিনি তোমার অঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হই।—নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৩৫॥

শুদ্ধ, শান্ত, সুখ দুঃখ সমান, তোমার নির্দেশদর্শী, সত্যের জন্য সম্যক্ অর্পিতপ্রাণ, নিরন্তর আত্মজ্ঞানপরায়ণ, সেইরূপ হইব।—নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৩৪॥

জড়রূপ গরল পানে মৃত্যু, চৈতন্যদ্বারা উজ্জীবন, চিৎ যেখানে সম্রাট, বিবেক যেখানে মন্ত্রী সেইখানে আমাকে লইয়া যাও।—নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৩৫॥

হে ঈশ্বর, সত্য বলিয়া যখনই তোমাকে ডাকিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইবে। আমাদের মধ্যে কিছুই কৃত্রিম অর্থাটি থাকিতে দিও না। খাঁটি ধর্ম্ম দাও। খাঁটি ভাবে তোমাকে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ করিতে শিক্ষা দাও। —নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৫৫॥

আজ সত্য ভিক্ষা করিতেছি। মনের মধ্যে অনেক মিথ্যা প্রজা বসাইয়া তাহাদের খাজনায় জীবনধারণ করিতেছি, এখন তাহাদিগকে দূর করিয়া সত্য আরাধনা, সত্য ধ্যান, সত্য প্রার্থনা, সত্য যোগ, সত্য ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করি। তোমাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া চলিয়া না যাই। তোমার জ্ঞানপ্রদ শ্রীচরণ আমাদের ভ্রান্ত মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ চরণ প্রসাদে মিথ্যা খেলা, মিথ্যা স্বপ্ন দূর করিয়া সত্য রাজ্যে প্রবেশ করি।—নৃ, দৈঃ প্রাঃ, ২।১৭৭।

ধর্ম্ম ও নীতি সাধন।

যখন রাজর্ষি রামমোহন ভারতে ব্রাহ্মসমাজের আদি বীজ বপন করিলেন, তখন তিনি বহু ঈশ্বরের স্থানে এক ঈশ্বরকে মানিতে শিখাইলেন। আচরণে হিন্দু মুসলমান যিনি যাই থাকুন, মতে এক ঈশ্বরবাদ মানিয়া, একত্রে এক ঈশ্বরে স্তবস্তুতি করিবার জন্যই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যাহা করিতে আসিলেন তাঁহাই করিয়া গেলেন। একেশ্বরবাদ বা একেশ্বর মত শিক্ষা দেওয়া তাঁহার কার্য্য। তাহাই তিনি নিষ্পন্ন করিলেন।

তাহার পর ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আসিয়া সেই একেশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। এবং সেই একেশ্বরবাদীদিগের একটি সমাজও গঠন করিলেন। তিনি একটি অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজের স্থাপনা করিলেন এবং তাহারই নাম দিলেন "ব্রাহ্মসমাজ"। তখনও হিন্দু সমাজের ব্যবহার পুরাতন সংস্কার যাহা ছিল, কাজে কর্ম্মে আচরণে তাহাই ব্রাহ্মসমাজে রহিল, কেবল সেই "এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনের" আরাধনা বন্দনা চলিল। তখন জীবন যাহাই হউক, চরিত্র, নীতি, আচার, ব্যবহার যাহার যেমন, তাহার তেমন থাকিলেও, এক উপাসনা করিলেই চলিত। ধর্ম্ম যে চরিত্রে জীবনে আচরণ করিতে হইবে, তাহার প্রতি ঐকান্তিকতা ব্রাহ্মসমাজে তখনও আসে নাই। সমাজে ব্রাহ্ম, ঘরে গোঁড়া ব্রাহ্মণ হইলেও তখন বাধা ছিল না।

তাহার পর আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন "যে দেবতা অগ্নিতে, জলেতে," সেই দেবতাকে প্রত্যক্ষ সম্মুখস্থ ব্যক্তিরূপে দেখিলেন, তখন হইতে আর কেবল মতের সে ব্রহ্মোপাসনা চলিল না। কাজে কর্ম্মে, আচরণে, চরিত্রে, জীবনে সেই প্রত্যক্ষ দেবতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিলেন। কাজেই সে জীবন্ত দেবতার পূজা করিলে যাহা হয়, আত্ম জীবনে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে তাহাই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল।

এই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়াই ব্রহ্মানন্দের আত্মজীবন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, মহা পাপ বোধ উদ্দীপন হইল, প্রাণে ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে আবেগ আসিল এবং তাহা হইতে চরিত্রে জীবনে যাহাতে ব্রহ্মোপাসনা কার্য্যকারী হয়, তাহারই প্রতি প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা বাড়িল। তাহা হইতেই জাতিভেদ নিদর্শন ছাড়িতে হইল। কুসংস্কার কদাচার ত্যাগ করিতে হইল, নীতি চরিত্র যাহাতে ধর্ম্মানুগত হয়, তাহারই জন্য তাঁর প্রাণ মহা ব্যাকুল হইল।

ইহাতেই সঙ্গতসভার স্থাপনা, তীব্র কঠোর নীতি সাধনা, কুসংস্কারবর্জ্জিত সামাজিক অনুষ্ঠান সাধন, সমাজসংস্করণ, মাদক নিবারণ, বিবাহবিষয়ক অনীতি দুর্নীতি দূরীকরণ ও সুনীতি প্রবর্ত্তন ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানের আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। কেন না, ইহা যে জীবন্ত বিধাতার বিধান। তাঁহার বিধানে যে ধর্ম্ম কেবল মতে রক্ষা করা চলিল না। স্বয়ং জীবন্ত বিধাতার বিধাতৃত্বে যাহা মতে বিশ্বাসে কেহ মানে, তাহাকে তাহা কাজে কর্ম্মে চরিত্রে জীবনে সংসাধন করিতে তিনি যে প্রণোদিত ও পরিচালিত করেন। সত্য জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনার ইহাই বিধান ও লক্ষণ।

এই জন্য হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা হানিমান সম্বন্ধে যেমন শুনা যায়, তিনি এক একটি ঔষধ নিজে সেবন করিয়া নিজ দেহে তাহার প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া ঔষধের গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তেমনই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার হৃদগত নববিধানের প্রত্যেক মতটি নিজ জীবনে পরীক্ষা ও তাহার সত্যতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে স্বয়ং বিধাতা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়াছিলেন, এবং এইজন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মকে ব্রাহ্মের ধর্ম্ম আর না বলিয়া নববিধান অর্থাৎ বিধাতার নূতন বিধান বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

সুতরাং নববিধান জীবনের বিধান। ধর্ম্ম নীতিতে এবং চরিত্রে সাধনই বিধানের লক্ষণ। ধর্ম্ম যতদিন মতে

আবদ্ধ থাকে, ততদিন তাহাকে ঠিক বিধাতার বিধান বলিয়া ধরা যায় না। জীবন্ত বিধাতার পাল্লায় পড়িলে ধর্ম্ম জীবনে, নীতিতে, চরিত্রে প্রদর্শিত না হইয়া পারে না। তাই সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, সে উপাসনা মৌখিক উপাসনা, সে গানও তোতা পাখীর মুখস্থ গান, যাহাতে জীবনে, প্রাণে, চরিত্রে তাহার প্রত্যেক ভাব এবং শব্দ কার্য্যতঃ সাধন ও প্রদর্শন করিতে প্রাণকে পাগল করিয়া না তুলে।

কেন না নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বর, মতে ধর্ম্ম মানিয়া স্থির থাকিতে দেন না, জীবনে কাজে কর্ম্মে সে ধর্ম্ম পালন করিতে স্বয়ং ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন এবং তিনিই মহা পাপ বোধ উদ্দীপন করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতটি চরিত্রে প্রতিফলিত করিতে প্রণোদিত করেন। প্রবাহিত জলে যেমন ময়লা জমিতে পায় না, তেমনি জীবন্ত বিধানে পাপ ও দুর্নীতির মলিনতা কিছুতেই থাকিতে পারে না, বিবেকের দংশনে প্রাণ ছটফট করে।

এই জন্যই নববিধানে সঙ্গতের নীতির এত প্রাধান্য। নীতি বিনা ভক্তিও ভাবুকতা মাত্র। বাস্তবিক ভক্তিকে ধর্ম্মকে চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এবং স্থায়ী জীবনগত করিতে হইলে সর্ব্বদা নীতি সাধনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইবে।

সঙ্গতের নীতি সাধনের প্রতি একসময় আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ কিরূপ দৃঢ় নিষ্ঠাই দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা কে না জানি? এই নীতি সাধনের প্রভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও উপবীত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ব্যাণ্ড অব্ হোপের সময় "ব্যাণ্ড অব্ হোপ"এর বালকেরাও যেমন "তামাক পর্য্যন্তও কোন প্রকারে ব্যবহার করিব না" প্রতিজ্ঞা করিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্রও তাহাদের সহিত চিরদিনের জন্য নস্য ত্যাগ করিলেন। তাহার পর যুবকদিগের নীতিসভা গঠন করাইয়া তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন, "চিরদিন আমরা চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে ও দুর্নীতি পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প।" কত প্রকার ব্রত সাধনার দ্বারা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে আচার্য্য আমাদিগকে সহায়তা করেন। এমন কি আপনাদের মনের পাপও লিখিয়া স্বীকার করিয়া খামে আবদ্ধ করিয়া আচার্য্যের নিকট প্রদান করিতে হইত। সে সময় ছোট্ ছোট ছেলেদেরও চরিত্রপুস্তক রাখিবার কেমন নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এইরূপে নীতিসাধনই যথার্থ নববিধানের জীবন্ত জীবন লাভের একমাত্র উপায়। যেখানে নীতির শিথিলতা, সেখানে নববিধানের ধর্ম্ম নাই। খ্রীস্টধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম একসময়ে কি নীতিসমন্বিত ধর্ম্মই ছিল, কিন্তু হায়! এখন সে সমুদয় ধর্ম্মমণ্ডলীতে কি নীতিসম্বন্ধে শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সে সমুদয় ধর্ম্মকে জীবনবিহীন করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তি, নিষ্ঠা, নিয়ম, উপাসনাদি থাকিলেও নীতির দৃঢ়তা না থাকায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কি দুর্গতিই না হইয়াছে।

নীতির শৈথিল্য যেখানে, জীবন্ত ঈশ্বরও থাকেন না সেখানে। তাই, যদি আমরা জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের বিধান বলিয়া নববিধানকে ঘোষণা করিতে চাই, আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে আমাদের জীবনে এবং চরিত্রে কোন রকম দুর্নীতিকে তিনি স্বয়ং প্রশ্রয় দেন না। আমাদের মা জীবন্ত, পাপ অসুরনাশিনী জননী। তিনি পাপ এবং দুর্নীতি অসুরকে বলিদান করিয়া আমাদের হৃদয়ে যে নিত্য নৃত্য করেন।

তাই সমস্ত জগৎ, সমস্ত সম্প্রদায় আশান্বিত দৃষ্টিতে নববিধানের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে। এই ধর্ম্ম এবং নীতির সমন্বয় বিধান কবে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়া জীবনে ইহা প্রমাণিত এবং প্রত্যক্ষীভূত হইবে? মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা জীবন এবং চরিত্র দ্বারা তাঁহার এই নববিধানকে গৌরবান্বিত ও প্রমাণিত করিতে সক্ষম হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিপদ পরীক্ষা রোগ শোক কেন?

ঔষধ তিক্ত, কিন্তু তাহাতেই ম্যালেরিয়ার বিষ নষ্ট হয়, শরীর রোগমুক্ত হয়। স্ফোটকে যত অস্ত্রচালনায় চিকিৎসক রক্তাক্ত করেন, ততই শীঘ্র আরোগ্য হয়। সংসারের দুঃখ কষ্ট বিপদ পরীক্ষা রোগ শোক নির্য্যাতন পীড়নরূপ কশাঘাতও তিক্ত ঔষধ সেই ভাবে আমাদের আত্মারও কল্যাণপ্রদ। ধন্য তিনি, যিনি এই সকল বিধাতার বিধান বলিয়া বিনীত অন্তরে বহন করেন ও তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্যই মায় দান বলিয়া গ্রহণ করত আনন্দিত হন।

ভক্ত কি করেন?

ক্ষীণদৃষ্টি উজ্জ্বল করিবার জন্য যেমন চসমার প্রয়োজন হয়, ক্ষীণ বিশ্বাসকে জীবন্ত করিবার নিমিত্ত তেমনি ভক্তগণের সঙ্গ সহায়তা চাই। চসমা চক্ষু ও দৃষ্টবান্ বস্তুর মধ্যে থাকিলেও মধ্য-

বস্তু ব্যবধান হয় না। চক্ষু চসমাকে দেখে না, চসমার সহায়তায় বস্তুকেই দেখে। সেইরূপ ভক্তগণ আপনাদিগকে দেখান না, তাঁহারা সহায় হইয়া ভগবানকেই দেখান।

লণ্ঠনের অভ্যন্তরস্থ আলোকই সকলের দৃষ্টিপথে পড়ে, আলোককে ঢাকিবার জন্য নয়, কিন্তু তাহাকে সংসারের ঝড় বাতাস হইতে রক্ষা করিতে ও উজ্জ্বল করিতেই লণ্ঠনের প্রয়াস। ভক্ত আত্মাও তেমনি ব্রহ্মালোক অন্তরে রক্ষা করিয়া তাহা উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সকলকে আলোকিত করিতেই রহিয়াছেন।

ব্রহ্মদর্শন সহজ।

চক্ষের অব্যবহিত সম্মুখে "আমি আছি" যাঁর নাম, তিনি জীবস্বরূপে বিরাজমান। তাঁহাকে দেখিতে কিছুরই সহায়তার প্রয়োজন নাই। আমরা যাহা কিছু দেখি তাঁহার ভিতর দিয়াই দেখি। অগ্রে তাঁহাকে দেখি, তাহার পর আর যাহা কিছু তাহা দেখি। এই জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন, তিনি চক্ষুর চক্ষু তিনি মনের মন। বাহিরের যাহা কিছু দেখিতেও তাঁহার ভিতর দিয়া দেখিতে হয়, মনের ভিতরেও তিনি মন হইয়া আছেন, তাই মনের ভিতর যাহা উপলব্ধি করিতে হয় তাহাও তাঁহারই ভিতর দিয়া করিতে হয়। তবে তাঁহাকে দেখা যেমন সহজ তেমন আর কি? তিনি এই সত্য আছেন বিশ্বাস করিলেই তাঁহাকে দেখা যায়। মন তাঁহাকে কাছে থাকিতে দূরে মনে করে বলিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। মন তাঁর কাছে আসিলেই তিনি উজ্জ্বলরূপে দেখা দেন।

ধর্ম্ম অহৈতুক ও নিষ্কাম।

ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অহৈতুক। মানুষের চেষ্টা সাধনায় যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয় না। মানুষ হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই ধর্ম্ম হাওয়ার ন্যায় উড়িয়া যায়। আমিত্ববিহীন হইলেই ধর্ম্ম আপনাপনি লব্ধ হয়।

পার্থিব কামনা বাসনা থাকিতেও ধর্ম্ম হয় না। কোন প্রকার পার্থিব কামনা মনে আসিলেই ধর্ম্ম উড়িয়া যায়। তাই কোন পার্থিব বিষয় কামনা করিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা কখনই সফল হয় না। তবে যে ধর্ম্মসাধক পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্য কখনও লাভ করেন বা তাঁহার কোন প্রয়োজনীয় প্রসাদ লাভ হয়, তাহা তাঁর ধর্ম্মসাধনের চেষ্টায় নয়, ব্রহ্মকৃপায়। মা আমাদের অনন্ত কৃপাময়ী, তিনি না চাহিতেই সন্তানের যাহা কিছু চাই তাহাই প্রদান করেন। তিনি মন জানিয়া অভাব জানিয়া নিজে সন্তান পালন করেন। তাহাকে ঐহিক বস্তু চাহিতে হয় না।

নববর্ষে ব্যবসাদারগণ কারবারের নূতন খাতা খুলিয়া নবভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জীবনকারবারের নূতন খাতা এই দিনে যাহাতে আমরাও খুলিয়া সাধু সওদাগর মহাজনদিগের সহিত কারবার করিয়া যথার্থ পরমার্থ উপার্জ্জন করিতে পারি তাহারই জন্য কৃতসঙ্কল্প হই। জীবনকারবারের হিসাব দৃষ্টে বেশ বুঝা গেল, গত বর্ষে "আমি" খরিদ্দার যথেষ্ট প্রবঞ্চনা করিয়া মূলধন পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়াছিল, তাহার সহিত এবার হিসাব নিকাশ করিয়া আর না খরিদ্দার কারবার করি, স্বয়ং আড়তদার প্রভুর কারবারে দাস হইয়াই এ কারবার নিষ্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি তিনি এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গীয় নববিধানবিশ্বাসী হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

[প্রাতঃবাসরে পঠিত]

আমার বাল্যজীবনে অথবা পাঠ্যজীবনে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একবার সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের দিনে একজন সৌম্যমূর্ত্তি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম বেদীর সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া একটী ছাপান উপদেশ পাঠ করিতেছিলেন দেখিয়া আমি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অদ্যকার স্মরণীয় স্বর্গগত শ্রীমৎ হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জীবনই সেই জীবন। শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল কোচবিহারে জীবন যাপন করিয়াছেন, সকলে ইঁহাকে কোচবিহারের হরিমোহন বলিয়াই জানেন, কিন্তু আমার প্রথম জীবনে আমি ইঁহাকে জলপাইগুড়ির ব্রাহ্ম হরিমোহন বলিয়া জানিতাম এবং স্মরণে রাখিতাম আমার নিকট ইনি যদি সে সময় জলপাইগুড়ির হরিমোহন না হইতেন, ইঁহার জীবন আমার নিকট এখন যেমন মূল্যবান বলিয়া, আদরের বলিয়া গৃহীত হইতেছে, সেরূপ আমার নিকট হইত না।

আমার পাঠ্যজীবনে আমি কিছুদিন জলপাইগুড়ি বাস করিয়াছিলাম। সে সময়ে একবার জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই উৎসবক্ষেত্রে আমি ইঁহার কার্য্যের ভিতর দিয়া ইঁহাকে একটু চিনিয়া লইলাম। মনে হয় ইনি সেদিন প্রাতঃস্নানাদির পর উৎসবের উপযুক্ত ধৌত বস্ত্র অথবা নব বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উৎসবক্ষেত্রে উপাচার্য্যের বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্মরণ আছে ইনি পূর্ব্বাহ্নের উপাসনা কালে একটী ছাপান উপদেশ অতি নিষ্ঠার সহিত গম্ভীর ভাবে পাঠ করিতেছিলেন, সকলে আমরা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলাম। সেই উপদেশের মূল্যবান্ অংশবিশেষ এখনও আমার স্মরণে রহিয়াছে। সে অবস্থায় তাঁহার জীবনে যে সাত্ত্বিক নিষ্ঠা, শুদ্ধতা ও সৌম্যভাব দর্শন করিয়াছিলাম তাহা আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিল; আমি তো তখন জানিতাম না, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম আমার জীবনের ধর্ম্ম হইবে, তাঁহার জীবনে সে সময়ে যে দেবভাবের উৎস উৎসারিত হইতেছিল, চিরদিন তাহা আমার আদরের সামগ্রী হইবে, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও সে সামগ্রী সে ধর্ম্ম আমারও দীর্ঘ জীবনের সাধনের বিষয় হইবে। তখন তো আমি জানিতাম না বিশ্বাসী

হরিমোহন আমার ধর্ম্মজীবনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবেন, তাঁহার জীবনমরণের সঙ্গের সাথী হইব আমি, আমার জীবন মরণের সঙ্গের সাথী হইবেন তিনি।

জলপাইগুড়িতে তাঁহাকে আমি চিনিয়া লইলাম, কিন্তু সে সময় তাঁহার নিকট আমি কোনরূপে পরিচিত ছিলাম না। আমি পাঠ্যজীবনের একজন ছাত্র, মনে হয়, তিনি ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের বিষয়কর্ম্মে নিরত ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমি জলপাইগুড়ি ছাড়িতে যাইয়া দীর্ঘ দিনের জন্য তাঁহাকে ছাড়িলাম। পরে যখন আমি আমার জীবনের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বয়সেই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে আমার জীবনের ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইলাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই বিশ্বাসী হরিমোহনের জীবন আমার স্মৃতিপথে উদিত হইত। পরে অনুসন্ধানে জানিলাম ইনি কোচবিহারে স্থিতি করিতেছেন। যত দিন যাইতে লাগিল, যতই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম আমার জীবনের ধর্ম্ম হইতে লাগিল, ব্রাহ্মসমাজের সকলে আমার প্রিয় ও আপনার হইতে লাগিলেন, আদরের হইতে লাগিলেন, বিশ্বাসী হরিমোহনের স্মৃতি আমার নিকট ততই প্রিয় হইতে লাগিল। ক্রমে আমি নববিধানক্ষেত্রে প্রচারব্রত গ্রহণ করিলাম, সময়ে কোচবিহারে আমি Resident Missionary রূপে আহূত হইলাম। দেখি কোচবিহার Railway Station এ সেই আমার পাঠ্যজীবনের সুপরিচিত বিশ্বাসী হরিমোহন আমাকে আদরে গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত। জীবনের সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্ম বলিয়া যাঁহাকে চিনিয়াছিলাম, সেই বিশ্বাসী হরিমোহনের জীবনের সঙ্গে আমার আবার মিলিত হইবার সৌভাগ্য হইল। যত দিন আমি কোচবিহারে ছিলাম, ইনি সেখানকার কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই আমার সঙ্গী এবং সহায় ছিলেন, বিশেষতঃ উপাসনাব্যাপারে আমার বিশেষ সহযোগী ছিলেন। কোচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ইনি একজন নিয়মিত উপাসক ছিলেন। তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল অনুষ্ঠানে, সকল উৎসবে ইনি সহ উপাসকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। উৎসব সময়ে বৃদ্ধ বয়সেও যুবকসমুচিত উৎসাহে মন্দিরাদি সুন্দর করিয়া সজ্জিত করিবার কার্য্যে তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়াছি। তিনি কোচবিহার "কেশব আশ্রমের" প্রতি সপ্তাহে মিলিত উপাসনায় ও বিশেষ বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ও অন্যান্য স্থানে আমার বিশেষ নিয়মিত সঙ্গীরূপে কার্য্য করিয়া আমার আত্মিক জীবনের কতই সহায়তা করিয়াছেন। তখন প্রতি মঙ্গলবার আমার বাসগৃহে মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় আমি বিশ্বাসী হরিমোহনের উপর উপাসনাকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছি, ইঁহার সরল সুমিষ্ট উপাসনা সম্ভোগ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। কোচবিহার স্থিতি কালে আমি কোন কারণে মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিতে না পারিলে অনেক সময় বিশ্বাসী হরিমোহনের উপর মন্দিরের উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছে। উপাসনানিষ্ঠা বিশ্বাসী হরিমোহনের জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। উপাসনাশীল হরিমোহনের গৃহে নিত্য উপাসনার জন্য পারিবারিক দেবালয় ছিল। যত দিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেহে বিদ্যমান ছিলেন, হরিমোহন সস্ত্রীক উপাসনাদি করিয়া নববিধানের ধর্ম্ম জীবনে সাধন ও পালন করিতেন। মনে হয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহদেবালয়ে মধুর ব্রহ্মোপাসনা হইত। অনেক সময় সে উপাসনায় এই বিশ্বাসী দম্পতীর সহিত মিলিত হইবার আমার সুযোগ হইত। হরিমোহনের প্রার্থনাশীলা নিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিণী উপাসনাকালে মধুর প্রার্থনা করিতেন, সে প্রার্থনায় যোগ দিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। সময় সময় এই বিশ্বাসী পরিবারে আমার আহারের নিমন্ত্রণ হইত। আহার্য্য প্রস্তুতে ও পরিবেশনে ইঁহার সহধর্ম্মিণীর যেরূপ নিষ্ঠা ও আর্য্যপরিবারোচিত সাত্ত্বিক ভাব দর্শন করিয়াছি, অন্য কোন ব্রাহ্মপরিবারে আমি সেরূপ দর্শন করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শেষ জীবনে তিনি যতদিন কলিকাতায় স্থিতি করিতেন, ৩নং প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে দৈনিক উপাসনায় যথাসাধ্য যোগদান করিতেন। ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় ও উৎসবাদি ব্যাপারে যথাসাধ্য নিয়মিতরূপে যোগদান করিতে দেখিয়াছি।

রূপদেহে যতদিন তাঁহার পুত্র অরুণোদয়ের গৃহে বাস করিতেছিলেন আমি সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, গেলেই উপাসনা করিতে অনুরোধ করিতেন এবং উপাসনায় যোগদান এবং প্রার্থনাদি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রয়াণের পূর্ব্বদিনও তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিয়াছি, উপাসনাকালে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া একজন বলিলেন, তিনি অন্তরে অন্তরে যোগরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রোগের অবস্থায় যখনই তাঁহার সঙ্গে একত্র উপাসনা করিয়াছি, প্রার্থনায় "মাই তাঁর সর্ব্বস্ব" এই কথা ব্যাকুল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আজ সেই পরম জননীর সুন্দর কোমল ক্রোড়ে আনন্দে তিনি বিরাজ করিয়া ধন্য, আমরাও তাঁহাকে সেই পরম মাতার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া ধন্য হই।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

—•—

নববর্ষের ব্রত।

নববিধান প্রেরিতগণের জন্য।

(শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের উপদেশের সারকথা)

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদায় ভ্রাতৃগণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া এই জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্ত ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইতে হইবে। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে। এতদিন কিয়ৎপরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। প্রচারকপরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে।

সাহায্যকারী বান্ধবদিগকেও ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের দেশের প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্ত দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। কল্যকার জন্ত চিন্তা দূর করিয়া দাও; প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণী সহ বৈরাগ্য ব্রত সাধন কর।

দ্বিতীয় নিয়ম ভালবাসা। পরস্পরে প্রেম কর। কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে। মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও প্রেম করিবে। ভালবাসার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে; প্রেমের ভিতরে ক্ষমা সহিষ্ণুতা থাকিবে। প্রেম দোষ ভুলাইয়া দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সহ্য করে; প্রেম শত্রুর সহিত এক ঘরে বাস করে। এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।

তৃতীয় নিয়ম উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ, এক এক প্রেরিতের দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম প্রকাশিত। সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে।

চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। ধর্ম্মের উচ্চ সাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। রসনা সম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুন্নত কর। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রেরিতগণ! দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কার্য্যে তোমরা যেমন সুনিপুণ, ছোট ছোট কার্য্যেতেও সেইরূপ।

বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও, সমস্ত বৎসর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবারসমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন। প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকিল; পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।

—•—

রঘুনাথগোস্বামীর বৈরাগ্য সাধন।

বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রথম জাতিভেদ ছিল না। বিশ্বাসেও বৈষ্ণবগণ তাহা মানেন না, তবে আচারে ব্যবহারে এখন ক্রমে পার্থক্য বা ভেদাভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

রঘুনাথ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সাধনবলে "গোস্বামী" হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ যবন হরিদাসের প্রভাবে পড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রধান সাধক শিষ্য হন। যত দিন শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীতে ছিলেন, রঘুনাথ ধনীর সন্তান হইয়াও কঠোর ভাবে বৈরাগ্য সাধন করেন, তাহার বিবরণ বৈষ্ণবধর্ম্মসাধনের একটি বিশেষ আদর্শ বলিয়া আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকদিগকে নিম্নে উপহার দিতেছি :—

একবার ধনপতি গোবর্দ্ধনদাস লোক মুখে পুত্রের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যাঁহার গৃহে প্রত্যহ শত শত অতিথি পরিতোষ সহকারে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোগ করিতেছে, সেই ধনাঢ্যের একমাত্র বংশধর সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া মধ্যাহ্নে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষান্নে প্রাণরক্ষা করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার মত ধনী লোকের পক্ষে অধিক কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে! তাই তিনি অতি সত্বর কয়েকজন ভৃত্য, একজন পাচক ব্রাহ্মণের সহিত নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও চারি শত মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ প্রথম তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেন না, লোকগুলি অনেক দিন সেখানে বসিয়া রহিল দেখিয়া ভক্তবীর ভাবিলেন, পিতা মাতার স্নেহপ্রেরিত বস্তুকে এ প্রকার উপেক্ষা করা উচিত নহে, ইহাতে তাঁহাদের অপমান হইতে পারে। এই ভাবিয়া পক্ষান্তে সেই টাকা হইতে চারিপণ কড়ি লইয়া চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। দুই বৎসরকাল এই প্রকারে পৈতৃক ধনে গুরুসেবা চলিতে লাগিল, তৎপর তাঁহার মনে হইল, "আমি

বিষয়ীর অন্ন লইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছি ইহাতে কখনই প্রভু তুষ্ট হন না, কেবল আমারই প্রতিষ্ঠা লাভ হইতেছে মাত্র।" ইহা ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করা পরিত্যাগ করিলেন।

দুই মাস পরে গৌরাঙ্গ এক দিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ রঘু আর আমার নিমন্ত্রণ করে না কেন?" স্বরূপ রঘুনাথের মনোভাব ব্যক্ত করিলে শচীনন্দন হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হইল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥"

রঘুনাথ কতক দিন পরে সিংহদ্বারে ভিক্ষার্থে দণ্ডায়মান থাকা রীতি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধাকালে অন্নছত্রে গিয়া ভিক্ষার ভোজন পূর্ব্বক দেহরক্ষা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দমুখাৎ তাহা চৈতন্যদেব শ্রবণ করিয়া রঘুনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকা প্রথমে রঘুর যে প্রকার সাধনে সাহায্য করিয়াছিল এখন আর তাহা করে না। অগ্রে তথায় দাঁড়াইবামাত্র নানা প্রকার নব নব ভাবের তরঙ্গে হৃদয় প্লাবিত হইত, মনকে হরিপ্রেমে বিগলিত করিত। এখন আর সে প্রকার হয় না, এখন যেন মনে হয় উদরপূর্ত্তির জন্যই এখানে দাঁড়ান হইয়াছে, সুতরাং উহা বৈরাগীর পক্ষে অনাচার, অতএব পরিত্যাগ করা উচিত। গৌরচাঁদ নবভাবের পিয়াসী, যেখানে নূতন ভাবের কথা শুনিতেন অমনি মোহিত হইতেন, রঘুনাথের ভাব পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত সুখী হইয়া বলিলেন ;—

"প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥"

শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনশিলা সহ গ্রথিত গুঞ্জামালা আনিয়া গৌরাঙ্গকে উপহার দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদেব গোবর্দ্ধনের ভাবযোগে এই মালাছড়াটী অত্যন্ত আদর ও যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। সময় সময় উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া একবার চোখে, একবার কাণে, কখন মাথায়, এইরূপে আদর করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। এইরূপে তিন বৎসর সেই মালা ব্যবহার করিয়া পরিশেষে রঘুনাথের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে সেই পরম আদরের বস্তু উপহার দান করিয়াছিলেন, গুরুর নিকট এই অপূর্ব্ব দান লাভ করিয়া রঘুনাথ প্রেমে বিগলিত হইয়া গেলেন, উভয় হস্তে মালা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন।

"প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥"

অমূল্য বস্তু পাইলেন বটে, কিন্তু কোথায় রাখিবেন? বৈরাগী রঘুনাথের কি আছে? তিনি আপনার মস্তকেই তাহা রক্ষা করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সৌভাগ্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন; এবং যাঁহার যাহা সাধ্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন, রঘুনাথ সাধন ছাড়িয়া ভোগের জন্য ভিক্ষা করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং স্বরূপকেই তাহার চেষ্টা করিতে হইল।

এইরূপ বৈরাগী রঘুনাথ নিয়মিত সাধন ভজনে জীবন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা এত অটল হইল যে কিছুতেই সাধনের ত্রুটি সহ্য করিতে পারিতেন না। কঠোর ব্রতই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, প্রত্যহ তিনি সাড়ে সাত প্রহর সাধন ভজনে অতিবাহিত করিয়া চারি দণ্ড মাত্র আহার নিদ্রাদির জন্য প্রদান করিতেন। যে কোন কঠোর ব্রতই হউক, অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে ছিন্ন কন্থাই তাঁহার অতি আদরের বস্তু ছিল, ক্রমে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করাও তাঁহার নিকট অন্যায় ও নীচ কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইল, অগত্যা তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদান্ন বিক্রেতাদের পরিত্যক্ত অন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সমস্ত অন্ন বিক্রয় না হওয়ায় তিন চারি দিবস পরে পচিয়া যাইত, তাহারা সে সমস্ত পয়ঃপ্রণালী মধ্যে নিক্ষেপ করিত, কাক কুকুর ও তৈলঙ্গ গাভী সকল আসিয়া সেই অন্ন ভোজন করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, অথবা যাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হওয়ায় তাহারাও ভোজন করিতে পারিত না, রঘুনাথ সেই অন্ন তুলিয়া লইয়া গৃহে গিয়া পর্য্যাপ্ত জলে ধৌত করিয়া তাহার ভিতরের সারাংশ লবণসংযোগে ভোজন করিতেন, একদিন স্বরূপগোস্বামী ইহা জানিতে পারিয়া কিছু চাহিয়া লইয়া ভোজনপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। কঠোর বৈরাগী রঘুনাথ কখন কি কার্য্য করেন, কি আহার করেন, তাহার তত্ত্ব লইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দকে বিশেষরূপে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং রঘুর কোন কার্য্যই গৌরাঙ্গের অগোচর থাকিত না। যে দিন তিনি রঘুনাথের নব প্রসাদ ভোজনের কথা শ্রবণ করিলেন সে দিন আর কিছুতেই নিজ গম্ভীরাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভরে স্বরূপের বাসার দিকে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখেন, রঘুনাথ প্রসন্নচিত্তে উক্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন, প্রেমসাগর গৌরাঙ্গের "খাসা বস্তু খাও সবে, আমারে না দাও কেনে" বলিয়াই রঘুর উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে এক গ্রাস তুলিয়া লইয়া আপনার শ্রীমুখে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ মাত্র স্বরূপ আসিয়া কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, প্রভু করেন কি, এ কি আপনার যোগ্য আহার? গৌরাঙ্গ বলিলেন :—

"নিত্য নিত্য নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

পরম পূজনীয় পিতৃদেবের বাল্যাবস্থা।

[ছোটকাকার মুখ হইতে শুনা]

পিতৃদেবের জীবনের ঘটনা সকল শুনিলে যা মনে করিলে পাপ খণ্ডন হয়, প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয়। তাই যাহা শুনিয়াছি লিপিবদ্ধ করিলাম।

পিতৃদেব বাল্যকালে অতি সুন্দর ছিলেন, তাঁহার মুখশ্রী একবার যে দেখিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে নাই। তিনি যখন ছোট ছিলেন, অত্যন্ত আমুদে ছিলেন। কত রকমই খেলা করিতেন। এখনকার ছেলেরা যেন বড়দের মত সমুদায় করিতে চায়, কিন্তু তিনি সে রকম ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ছিল। তিনি প্রায় ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন। যখন ঘোড়ায় চড়িতেন সাদা চাপকান, টুপী, বার্ণিশ করা জুতা, জরীর পাগড়ী, কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ পরিয়া ঘোড়ায় চড়িতেন। তখন তাঁহার অপূর্ব সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া উঠিত।

পিতৃদেব প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করিতেন। পিতৃদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর দুই পুত্র মোহিনী যোগীন ও পিতৃদেবকে সঙ্গে লইয়া প্রতি রবিবার গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। সকলের স্নান হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত জলে দাঁড়াইয়া হরিনাম জপ করিতেন। আর সকলে অমনি উঠিতেন, কিন্তু পিতৃদেব জলে দাঁড়াইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাতের মত কাপড়ের ভিতর হাত লইয়া জপ করিতেন। স্নানের পর ঘাটে উঠিয়া লাল চেলি পরিয়া থাকিতেন এবং গায়ে রাধাকৃষ্ণ নাম অঙ্কিত করিতেন। তাঁহার পবিত্র দেবমূর্ত্তি তখন এক অপূর্ব শোভায় শোভা পাইত। সেই সময় তিনি স্কুলে পড়িতেন এবং তখন হইতে কাহাকে কাহাকে নিজেও পড়াইতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত বলিয়াছিলেন, এই সন্তান ভবিষ্যতে এক জন হইবে।

পিতৃদেব কখন কখন যাত্রা করিতেন, কখন কখনও বক্তৃতা দিতেন। একদিন একটি তবলা কিনিয়া তিনি এবং তিন চারি জন সঙ্গী মিলিয়া পাঠের পর একটা ঘরে গিয়া ঘর বন্ধ করিয়া খুব বাজাইতেছেন, এমন সময় তাঁর বড় ভ্রাতা আসিয়া দেখিয়া সে সমুদয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন।

পিতৃদেব তাঁর ছোট ভাইকে বড় ভালবাসিতেন, "বুড়ো" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন বলিলেন, "বুড়ো! এদিকে আয়," তিনি আসিলেন; তখন বলিলেন, "মুখস্থ কর "to be" তিনি সেইটি ক্রমাগত একদিন ধরিয়া মুখস্থ করিলেন, তাহার পরদিন আবার এক লাইন মুখস্থ করাইলেন, এইরূপে একটি সেক্সপিয়রের পদ্য সমস্ত মুখস্থ করাইলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। কত রকম ম্যাজিক করিতেন। তখন তাঁর বয়স ১৪।১৫ হইবে।

১৮ বৎসর বয়সে পিতৃদেবের বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে একসময় তাহার মামার বাড়ী গরিফাতে যাইতেছেন নৌকা করিয়া, যখন বালীতে আসিলেন, দিদিমা আসিয়া তাঁর জামাই দেখিয়া খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

তাঁর বিবাহের দিন ঠিক হইল বৈশাখ মাসে। বেশভূষা করিয়া জ্যেষ্ঠতাতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ও উপেন্দ্র বর সঙ্গে চলিলেন। দুইটি মিতবর, তাহাদের পোষাক হইল জরীর টুপী নেটের চাপকান। বরের পোষাক মাথায় পালক দেওয়া জরীর পাগড়ী, গোলাপী রংএর silk এর চপকান। আরও অনেক সাজে সজ্জিত হইয়া নহবৎ ব্যাণ্ড রসন চৌকি আলো লইয়া খুব সমারোহের সহিত পথ আলো করিয়া যাইতে লাগিলেন। যখন গঙ্গার ধারে গেলেন বেশ একখানি ভাল বোটে চড়িয়া চলিলেন। আরও সঙ্গে ছোট নৌকা বজরা অনেকগুলি রহিল। তাহাতে চতুর্দ্দোলা নহবৎ ব্যাণ্ড ইত্যাদি অনেক সঙ্গে চলিল। সকলে শুভক্ষণে কোনের বাড়ী পৌঁছিলেন। সেই দিন বিবাহ হইল, তার পরদিন বৈকালে বর কোনে লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতঃ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতঃ পছন্দ করিয়া মনের মত কোনে পাইয়া বিবাহ দেন। কিন্তু পিতৃদেবের বিবাহের পরই কঠোর বৈরাগ্যের উদয় হইল। এই দেখিয়া অনেকে ভাবিতে লাগিল তাঁহার মনের মত বিবাহ হয় নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার তখন নূতন ধর্ম্মভাব উদয় হইতেছিল।

তিনি ছোট বেলায় একদিন সকলের সঙ্গে স্নান করিতে করিতে জলে ফুঁ দিলেন আর বলিলেন, "এই ফুঁ আমার ঐ গাছের ভিতর দিয়াও দেশে আমেরিকায় যাইবে।" বাস্তবিক তাহাই হইল, এখন আমেরিকা ইয়ুরোপ সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িল, সময়ে আরও দেশ দেশান্তরে তাঁহার নববিধান লইবে। বাস্তবিক তাঁর কথা, যাহা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন সে সমস্ত ঠিক হইত।

পিতৃদেব তাঁহার বিবাহের পর মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে ১১ই মাঘের সময় মাকে লইয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। ভোর রাত্রিতে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়া ঠাকুরমার ঘরের প্রদীপ জ্বালিতেছিল, পাছে ঠাকুরমা দেখিতে পান, সেই জন্য মা বলিলেন প্রদীপ সরাইতে। পিতা ঠাকুর যখন প্রদীপ সরাইতেছেন ঠাকুরমা বলিলেন, "কেন প্রদীপ সরাইলে?" তিনি কেবল হুঁ বলিয়া মাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন বাড়ীতে কত লোক তাহার অসীম সাহস ছিল। মাতা ঠাকুরাণী পাল্কীতে উঠিলে পিতা ঠাকুর এবং তাঁহার ছোট ভাই সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। বাড়ীর কাছে বড় মজুমদারের বাড়ী, তিনি দরজায় দণ্ডায়মান ছিলেন। পিতা ঠাকুরকে দেখিয়া বলিলেন "এ কি?" তিনি বলিলেন, "আমার Wকে লইয়া যাইতেছি।" তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সেখানে সেই দিনই ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

নববিধানের নূতনত্ব।

নববিধান বিভিন্ন ধর্ম্মবিধান এবং ধর্ম্মসাধনাদির সমন্বয়, কিন্তু ইহা যে কেবল নবসমন্বয় তাহাও নয়, ইহা নবদৃষ্টি, নবসৃষ্টি, নবজীবন। ইহা জীবনের ধর্ম্ম, কেবল মত বা ভাব নয়। ইহা জীবনের অভিজ্ঞাত প্রধানতঃ এক নূতনত্বের সমন্বয়।

নববিধানের সবই নূতন। ইহার ঈশ্বর নূতন, ইহার ভক্ত নূতন, ইহার শাস্ত্র নূতন, ইহার সাধন ভজন যাহা কিছু সবই নূতন। পুরাতন ধর্ম্মের কিছুরই সঙ্গে ইহা মেলে না। এইটীই কিন্তু বুঝা ও বুঝান কিছু শক্ত। পবিত্রাত্মার প্রভাবে বা ঈশ্বর কৃপায় যাহার নূতন দৃষ্টি না খোলে, সে কি করিয়া এই নূতন সৃষ্টি দেখিবে? কি করিয়া এই নবজীবনের আস্বাদ বুঝিবে? আমরা বলতে পারি না, সন্দেশ যে না খেয়েছে, সন্দেশের মিষ্টতা কি তাকে যেমন বুঝান অসম্ভব, চক্ষু যার অন্ধ, গোলাপের সৌন্দর্য্য বা চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য তাকে হৃদয়ঙ্গম করান যেমন অসম্ভব, নববিধানের এই নব সৃষ্টি নবশিশুর এই নব দৃষ্টি ও নবজীবন কি তাহাও বুঝান তেমনি কঠিন।

তবে কতক পরিমাণে যদি ব্যক্ত করিতে পারা যায় তাতে এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে নববিধানের এই যে ধর্ম্মসমন্বয় এ কেবল হিন্দু, মসলমান, খৃষ্টান, বুদ্ধ, শিখ এই সকল ধর্ম্ম-বিধানের মতের সম্মাননা বা গোটাগুটী শ্রদ্ধা দেওয়া নয়; ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, মোহম্মদ, বুদ্ধকে মহাধর্ম্মনেতা বলে শ্রদ্ধা দেওয়া কিম্বা প্রশংসা নয়। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান বা হোম জল-সংস্কার ইত্যাদি সাধন খুব বাঞ্ছনীয়, এবং তাহা খুব ধার্ম্মিক, পণ্ডিত যাঁরা তাঁদেরই পক্ষে লভনীয়, এরূপ স্বীকার করা নয়। কিন্তু এই সকলই একাধারে মহা সম্মিলনে রাসায়নিক প্রক্রিয়া যোগে জীবনে গ্রহণ এবং সাধন ইহাই নববিধান। এমন কি অজ্ঞান মূর্খ পাপীর জীবনেও ইহা লভনীয়, ইহাই নববিধানের বিশেষত্ব।

দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন দল হয়ত সকল ধর্ম্মের প্রতি খুব মত সম্মান দিয়া কতই উদারতা দেখান; আজ হিন্দু-ধর্ম্মের বক্তৃতা, কাল মুসলমান ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, তার পরদিন বাইবেল পাঠ, তার পরদিন সত্যনারায়ণের সিন্নি দিলে যে নববিধানের উদারতা দেখান হয় তা নয়। চাল ডাল আলু মসলা একত্রে কেবল মিসালেই যেমন হয়, উপরোক্ত উদারতা দেখান সেই রকম। পূর্ব্বে যেমন বলা হইল নববিধান এই সকল ধর্ম্ম মতের বা ধর্ম্ম জীবনের রাসায়নিক সংমিশ্রন, কেবল মতে মিলান নয়, সুতরাং ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। Oxigen Hydrogen আলাহিদা পদার্থ তাহাদের সংমিশ্রনে যাহা হয় তাহা এক নূতন জিনিষ, চাল ডাল আলু মসলা আলাদা আলাদা জিনিষ, কিন্তু জল আগুনে সে সমুদয় একত্রে সুসিদ্ধ করিলে যেমন একটা নূতন জিনিস হয়, অথচ তার ভিতর সেই সবই থাকে, নববিধান সেই রকম। তেমনি ঈশ্বর ও ঈশা, মুশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য, মোহম্মদ, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এ সকল আলাদা আলাদা জিনিস; এ সকলকে পৃথক্ ভাবে আদর সম্মান দেওয়া এক জিনিষ, আর এই সকলের সংমিশ্রনে যা হয় তা আর এক নূতন জিনিষ এবং তাতেও আবার তাঁদের প্রত্যেকেরই অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব আত্মার ও এক এক রূপ নূতন অভিব্যক্তি বিকশিত, এই সর্ব্বসমন্বিতময়ী নবত্বপূর্ণ নবজীবনই নববিধান।

এই নববিধানের ঈশ্বর যিনি তিনি সেই পুরাতন ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু তিনি জীবন্ত পিতামাতাব্যক্তিরূপে এমনই উজ্জ্বল ভাবে প্রকট হইয়াছেন যে, তিনি আর সেই প্রাচীন জ্ঞানীর অজ্ঞেয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নন, কিম্বা পৌরাণিক মৃণ্ময়ী দেবীও নন, কিন্তু এখন সত্যই তিনি এক অনির্ব্বচনীয় নবরূপে সন্তানবৎসলা চিন্ময়ী মাতৃরূপে প্রকাশিত।

বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মও সেই পুরাতন অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম নন, কেবল সে ব্রহ্ম নাম মাত্র ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনি নববিধানে হরি, কালী, দুর্গা, মা [illegible] সকলই সে পৌরাণিক দেবতা নন, কেবল সেই নাম মাত্র গৃহীত, [illegible] সম্পূর্ণই আলাদা, সেই নিরাকারই স্বীয় প্রেমলীলায় [illegible] নিকট [illegible] ভক্তি চক্ষে এই বিভিন্ন নাম রূপে [illegible], সুতরাং নববিধানে সকলই নূতন দর্শনে [illegible] নূতন।

তেমনি [illegible] ঈশাও নববিধানের নন। তিনি মানবের পাপের [illegible] বলীদানরূপী ব্রহ্মপুত্র চিরজীবিত, স্বর্গগত নন। [illegible] ভাবে, মুসলমানবাদীর মহম্মদ, বৈষ্ণবের শ্রীগৌরাঙ্গ, বৌদ্ধের বুদ্ধ নববিধানের নন এবং সকলই আবার নবজীবন [illegible] নব মিলনে একীভূত হয়ে নববিধানের রাসায়নিক প্রক্রিয়া যোগে এক অখণ্ড ভক্তরূপে প্রকট হইয়াছেন এবং তাঁরাও জীবন্ত ব্যক্তিরূপে ব্রহ্মে চিরজীবিত।

এইরূপ [illegible] ধর্ম্মও নব ভাবে নব অর্থে বিকশিত, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, উপাসনা পূজা, ধ্যান, বৈরাগ্য, হোম, জল-সংস্কার, সাধুভোজন এমন কি সংসারসাধন এ সকলও সে পুরাতন জিনিষ নয়। [illegible], ভাষার স্বল্পতা বশতঃ অনেক পুরাতন ভাষা ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু নববিধানে সকলের অর্থই নূতন। সকলই [illegible], সকলই নব ভাবে সংমিশ্রিত, এই মহা সংমিশ্রনই নববিধান।

দীন সেবক।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

নববিধানপ্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই অমৃতলাল বসু।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিলেন, "আশী বৎসরের বৃদ্ধের এমনি

থেকে যে রসনা হইতে কথা বাহির হইতেছে, অমনি লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বোধিত হইতেছে। অগ্নি! অগ্নি! অগ্নি! রসনা ইহাই কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্ব্বদাই এই মন্ত্র সাধন করুক।"

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের এই অগ্নিমন্ত্র শ্রদ্ধাস্পদ লোকগত ভাই অমৃতলালের জীবনে যেমন সংক্রামিত এবং পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল, নববিধানপ্রেরিতদিগের মধ্যে এমন আর কারও? বাস্তবিক তাঁহার কথায়, কার্য্যে, আচরণে সর্ব্বদাই এই অগ্নিমন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যাইত। আজ ১২ বৎসর হইল, এই অগ্নিমন্ত্রসাধক ভাই অমৃতলাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি বলেন, "তোমরা একটু আমায় তুলে ধরনা, আমি ফুক্ ক'রে উড়ে যাই।" সত্যই তাঁর শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁহার উৎসাহ অগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই।

কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ "বসু" বংশে ভাই অমৃতলাল জন্মগ্রহণ করেন। খাস কলিকাতার লোক প্রেরিতদিগের মধ্যে তিনি ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার আদি নিবাস গরিফা। তাই ভাই অমৃতলাল আপনাকে একটা কল্‌কাতার 'বদমায়েস্' ছেলে বলিয়া অনেক সময় আত্মপরিচয় দিতেন। বাল্যকালে তাঁহার পড়াশুনা যে অধিক হইয়াছিল তাহা নহে। হেয়ার স্কুলে তাঁহার বাল্যশিক্ষা হয় এবং ঐ স্কুলেই তাহার পর মাষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত অমৃতলালের বিবাহ হয়। আচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত Good-will fraternityতে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় হয় এবং একদিন ভাই অমৃতলাল কোনও বাসায় ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় কেশবচন্দ্র গিয়া "অমৃত উঠ" বলিয়া যেমন ডাকিলেন, অমনি ঠিক যেন স্বর্গের ডাক অনুভব করিয়া সেই যে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইলেন, আর সে যোগ কখনও ভঙ্গ হইল না।

ক্রমে ভাই অমৃতলাল বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ভারতের নানা স্থানে বার বার পর্য্যটন করিয়া অগ্নিময় উৎসাহের সহিত বিধানধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের পরিদর্শন কার্য্য তিনি একাই মহাবীরের ন্যায় দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নিষ্পন্ন করেন এবং বহু বৎসর এই মন্দিরের সেবা এবং পরিদর্শনে আত্মনিয়োগ করেন।

নববিধান প্রেরিত নিয়োগ কালে আচার্য্যকর্ত্তৃক তিনি "সোহমা ভক্ত" এই নাম প্রাপ্ত হন এবং মান্দ্রাজের প্রাদেশিক প্রচারকরূপে তিনি বিশেষ ভাবে প্রেরিত হন। ইংরাজী, বাঙ্গলা ও হিন্দিতে বিশেষ শিক্ষিত না হইলেও তিনি পবিত্রাত্মার প্রেরণায় এমনি অগ্নিময় তেজে অনর্গল ঐ সকল ভাষায় বক্তৃতা করিতেন যে, যে কেহ শুনিত, অগ্নিময় না হইয়া ফিরিত না।

একদিকে ভক্তির উন্মত্ততা যেমন, অন্য দিকে নীতির কঠোরতা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। কাহারও কোন বিষয়ে কিছু শিথিলতা দেখিলে তিনি তীব্রভাবে স্পষ্ট কথা বুঝাইয়া বলিতে ছাড়িতেন না, এমন কি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবকেও অনেক সময় রেয়াৎ করিতেন না। ভক্তির উন্মত্ততাসাধনে শরীরের রোগ দুর্ব্বলতা কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং জীবন্ত ঈশ্বরপ্রেরণায় নববিধান প্রচার করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। "উৎসাহ" তাঁহার জীবনের লক্ষণ বলিয়া আচার্য্যদেব নির্দ্দেশ করেন।

গত ২৭শে এপ্রিল তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ৫১।১ রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে তাঁহার কন্যার বাড়ীতে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও কন্যাদ্বয় মধুর প্রার্থনা করেন। তাঁহার হাটখোলার বাড়ীর সমাধিক্ষেত্রেও তীর্থযাত্রা করা হয়।

—o—

বিশ্ব-সংবাদ।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ঐতিহাসিক ধর্ম্ম কি না ইহা লইয়া নানা জনে নানা মত আলোচনা করিতেছেন। মতামত লইয়া তর্কে বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, জীবনে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। যিশুর জীবন্ত জীবন যে এত শতাব্দী ধরিয়া কত শত জীবনকে নব জীবন দানে ধন্য করিয়াছে, ইহাই কি এ ধর্ম্মের জীবনপ্রদায়িনী শক্তির পরিচয় নয়? "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" বৃথা তর্কে ফল কি?

●*●

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু পরীক্ষায় আবিষ্কার করিয়াছেন দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স দেশে হটেনটট্ জাতীয় অসভ্য লোকেরা বাস করিত। পর্ব্বতের গুহাদির গহ্বরে সেরূপ মানবকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সেই আদিমনিবাসীদিগকে আফ্রিকা অঞ্চলে নির্ব্বাসিত করিয়া বর্ত্তমান ফরাসী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে অধিবাস করেন। ইঁহাদের রক্তে নাকি আদিম অধিবাসীদিগের বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। ইহার সত্যতা কে প্রমাণ করিবে?

●*●

ইংলণ্ডে নাকি ধর্ম্মপ্রচারকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। প্রতি বর্ষে মৃত্যুর সংখ্যা যত নব ব্রতধারীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক কম। তাহাতেই অনেকে অনুমান করেন অনতিবিলম্বে প্রচারক ব্রতাবলম্বীর সংখ্যা একেবারেই লোপ হইবে। প্রচারক চাকরী অপেক্ষা অন্য চাকরীতে আয় অধিক বলিয়াই নাকি এ চাকরীতে লোক অধিক ভর্ত্তি হইতেছে না। প্রচারব্রতের যদি লক্ষ্য অর্থ হয়, তাহার দশা যে এইরূপই হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "কল্যকার জন্য চিন্তা করিবে না" যে ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা সে ধর্ম্মের যাজকগণের যদি অর্থচিন্তাই কর্ম্মনিয়ন্তা হয় তাহার নিয়তি ইহা বই আর কি হইতে পারে? বিচারবুদ্ধি

এবং অর্থসমস্যা জাগতিক সকল ধর্ম্মকেই গ্রাস করিতে বসিয়াছে। পবিত্রাত্মার শক্ত্যাদেশের প্রজ্বলিত অনল বিনা কে এ শত্রুকে বিনাশ করিবে?

***

বিলাতে সুরাপান করিয়া কেহ মটর গাড়ী হাঁকাইলে তাহার প্রথম অপরাধেই তিন মাস কারাদণ্ড ও পার ৫০ পাউণ্ড জরিমানা হইবে, এইরূপ এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। এদেশেও এরূপ সুরাপায়ীকে কোন প্রকার গাড়ীই হাঁকাইতে দেওয়া উচিত নয়। মার্কিণ দেশে ত সুরা ব্যবসায়ই একেবারে সর্ব্বত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আফিং ও আফিংঘটিত কোন দ্রব্য সেবনও যাহাতে বন্ধ হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" যে ভারতের চির আচরিত জীবনগত ধর্ম্ম, সে ভারতে সুরার প্রচলনও কি সেই ভাবে নিবারণের চেষ্টা করা উচিত নয়?

***

মিঃ জে, এচ, সটন্ডার লিখিয়াছেন, তিনি দশের বৎসর ধরিয়া ভারতে বাস করিয়া অনেক "যোগীর" আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়াছেন। একবার নাকি একজন যোগী দুইজনের পরিমাণ মাত্র খিচুড়ি রাঁধিয়া প্রায় বিশজনকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আবার নাকি একজন "যোগী" ক্রুদ্ধ হইয়া একটী গ্রামের লোকদিগকে অভিসম্পাত করেন, আর সে গ্রামের ৩০০ শত লোক সকলেই প্লেগ মরিয়া গেল। এরূপ "যোগীর" গোলযোগে আমরা বড় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। এ অলৌকিক ভেল্কীবাজীতে সত্যধর্ম্মের মাহাত্ম্যের কোন পরিচয় হয় না। সত্য যোগ সহজ অথচ অলৌকিক।

***

কত জাতীর কত রকমই প্রথা আছে। নীলগিরি পার্ব্বত্য অঞ্চলে তোড নামে এক জাতি আছে। ইহারাই সে প্রদেশের প্রধান বা রাজা। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীয়া ইহাদিগকে কর প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা সূর্য্য ও আলোকের পূজা করে। প্রাতে সূর্য্যোদয়ে কত প্রকার হাব ভাবেই তাহাকে প্রণাম করে, তেমনি সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালিয়াও তাহাকে প্রণাম করে। পথে কোন নারী বয়স্থ পুরুষকে দেখিলে অমনি ভূমে অঙ্গুলি দিয়া প্রণাম করে, তাহার পর ভূমে মাথা রাখিয়া আবার একবার প্রণাম করে, তাহার পর বয়স্থ ব্যক্তির পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে সে ব্যক্তি তাহার মাথার উপরে পা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। কোন ব্যক্তি মৃতপ্রায় হইলে তাহাকে নববস্ত্র পরান হয় এবং কিছু আহারীয় তাহার নিকটে রাখিয়া দেওয়া হয় যে পরলোকে তাহাকে অনাহার ভোগ করিতে না হয়। মৃত হইলে তাহাকে দাহ করা হয় এবং সেই সঙ্গে দুইটী মহিষও বলিদান করা হয়। মহিষকে তোডারা বড়ই ভক্তি করে, পুরুষ ভিন্ন কোন নারীর মহিষ চরাইবার অধিকার নাই। মৃত ব্যক্তিকে সংকার করিয়া একবার তাহার শ্রাদ্ধ করা হয়, আবার কয়েক মাস পরে আর একবার শ্রাদ্ধ হয়, তাহাতে পান ভোজন আমোদ প্রমোদ যথেষ্টই হইয়া থাকে।

—•—

সংবাদ।

নববর্ষ-সাধন—১লা বৈশাখ সোমবার প্রাতে সাত ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়। তৎপর বেলা ৯ ঘটিকার সময় কমলকুটীরে উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উদ্বোধন করেন। পরে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আরাধনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ব্যক্তিগত বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং প্রেরিতদিগের প্রতি নববর্ষে বিধি হইতে চারিটি ব্রতের বিধি পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন আচার্য্যদেবের ও আচার্য্যপত্নীর প্রার্থনা পাঠ করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক নববর্ষের বিধি বলিয়া কতকগুলি বিধি পাঠ করেন এবং মহারাণী সুনীতিদেবী ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে বিশেষ প্রার্থনা করেন। অদ্যকার উপাসনা ও প্রার্থনাদি অতি গভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মা বিধানজননী এইরূপে তাঁর মণ্ডলীতে অত্যাশ্চর্য্যরূপে লীলাপ্রকটন করিতেছেন দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও সেদিন সায়াহ্ন বিশেষ উপাসনা ও ব্যক্তিগত ব্রতগ্রহণ হয়।

নামকরণ—গত ২০শে এপ্রেল রবিবার প্রাতে কোচবিহার "করুণাকুটীরে" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পুত্রের নামকরণ নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর নাম "সুনীত কুমার" রাখা হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীমন্মহারাজ কুমার ভিক্টর নৃত্যেন্দ্রনারায়ণ এবং স্থানীয় ও অন্যত্র হইতে সমাগত অনেকগুলি বিশ্বাসী বন্ধু উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান ও প্রীতিভোজন করেন।

কোচবিহারের উৎসব—গত ১৭ই এপ্রেল হইতে আরম্ভ করিয়া ২৩শে পর্য্যন্ত কোচবিহারের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৭ই আরতি, ১৮ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব, ১৯শে কেশবাশ্রমে উপাসনা ও সন্ধ্যায় কার্য্যবিবরণ আলোচনা। ২০শে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা। ২১শে প্রচারাশ্রমের উৎসব, সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহারাজবির সমাধিতে উপাসনা। ২২শে কেশবাশ্রমে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব, সন্ধ্যায় মন্দিরে সঙ্গতসভা। ২৩শে কেশবাশ্রমে সন্ধ্যায় শান্তিবাচন হয়। ভাই প্রিয়নাথ পবিত্রাত্মার সেবকের আহূত হইয়া এই উৎসবে ব্যবহৃত হন। রংপুর, গাইবান্ধা ও কলিকাতা হইতে কয়েকজন বন্ধু এই উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া উৎসব সাধনে যথেষ্ট সহায়তা বিধান করেন। উৎসবের বিশেষ বিবরণ পাইলে প্রকাশ করা যাইবে।

রংপুরে নববিধান—রংপুরে অনেক দিন হইতে একটি নববিধান মন্দির আছে। কিন্তু এখানে কোন নববিধানবিশ্বাসী

এখন থাকেন না বলিয়া মন্দিরটি একেবারে পরিত্যক্ত ও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। কোচবিহার যাত্রা কালে গত ১৬ই এপ্রিল বুধবার ভাই প্রিয়নাথ রংপুর গিয়া স্থানীয় অনেকগুলি সহানুভূতিকারী বন্ধুর সহায়তায় ভগ্ন মন্দিরটি পরিষ্কার করাইয়া উপাসনা ও প্রসঙ্গ করেন। যুবা বৃদ্ধ প্রায় ২৫।৩০জন উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করেন। উপাসনার পর মন্দিরটী জীর্ণ সংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্নলিখিত বন্ধুদিগকে লইয়া একটী আপাততঃ কার্য্যকারী সভা গঠন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল, শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসাদ সেন হেড মাষ্টার বালিকাবিদ্যালয় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ নীরদচন্দ্র সেনগুপ্ত ভেটিরিনারী সার্জ্জন। আরও নাম পরে গৃহীত হইতে পারিবে।

বিশেষ উপাসনা—বিগত ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে ভাগলপুরে শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পালের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জী মহাশয় সময়োপযোগী উপাসনা করেন, স্থানীয় কয়েকটী ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ উৎসব—বিগত ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার মহর্ষি ঈশার স্বর্গারোহণ দিন স্মরণ করিয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জির গৃহে সকাল ৯টায় বিশেষ উপাসনা হয় ও সন্ধ্যায় ঈশাচরিত্র আলোচনা এবং সংপ্রসঙ্গাদি হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জি মহাশয় উপাসনা করেন, মহিলারা সঙ্গীত করেন।

সেবা—ভাই বিহারীলাল সেন লিখিয়াছেন, "একজন ভক্ত ব্রাহ্ম আসাম ভ্রমণে বহির্গত হইয়া আমাকে আমার ছেলের নিকট যাওয়ার সহায়তা করিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। চট্টগ্রামে আসিয়া রবিবার মন্দিরে প্রাতে তিনি এবং রাত্রিতে আমি উপাসনা করিয়াছি। বাড়ীতে বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও উপাসনা করিতে হইয়াছে। এই কয়দিন উৎসবের ভাবে কাটিয়া যাইতেছে। আশা করি আপনি [illegible] মত সম্মিলনের কার্য্য করিতেছেন এবং দরবারের কার্য্য [illegible] চলিতেছে, আমরা এখানে গত শুক্রবার বিশেষ [illegible] বিষয় লইয়া উপাসনা করিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছা পালন [illegible] যে ভয়ানক যন্ত্রনাপূর্ণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন [illegible] প্রেমের জয় হইল।" ভাই বিহারীলাল চট্টগ্রাম ছাড়িয়া [illegible] নল ও সীতাকুণ্ডের পথে যাত্রা করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ইউনিভার্সিটি হলে এক সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বি, এল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু বেণীমাধব দাস এম, এ, প্রভৃতি কয়েকজন সুবক্তা তাঁর পবিত্র জীবন উৎকৃষ্ট রূপে শ্রোতৃবর্গের মনে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ জন্য বিশেষ ভাবে তাঁর বাড়ীতেও উপাসনা হইয়াছিল। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

২৭শে এপ্রিল চট্টগ্রামের ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ডাক্তারের পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ দত্তের বাসায় ভাই প্যারীমোহন উপাসনা করেন।

২৫শে এপ্রিল স্বর্গগত ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ সেনের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমান্ যামিনীকান্ত কোঁয়ার উপাসনা করেন।

২৪শে এপ্রিল শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদারের পুত্র স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে শ্রীমান্ জীতেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ৬ই বৈশাখ ২৪নং বৈদ্যনাথ টেম্পল ষ্ট্রীটে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র শুভ উপাসনা করেন, অনুকূল বাবু প্রার্থনা করেন।

শান্তিপুরে সারদা আশ্রম—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পুণ্যভূমি শান্তিপুর গ্রামে স্বর্গীয় কুমুদবিহারী সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমপ্রসাদ সেন কর্ত্তৃক "সারদা আশ্রম" নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে উক্ত ভবনে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মার নামে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল।

আরোগ্যলাভ—গত ২রা বৈশাখ কাশীপুরে স্বর্গীয় মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুসুমিকা দেবীর কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ উপলক্ষে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র শুভ উপাসনার কার্য্য করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ৬ই ডিসেম্বর বুলটী নিবাসী রায় বাহাদুর ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায়ের গৃহে স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের পৌত্র ও শ্রীমান আনন্দ সুন্দর বসুর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। গত ২৩শে জানুয়ারী ঐ নবশিশুর জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় উক্ত গৃহে উপাসনা করেন।

শুভ শুক্রবার—এবার মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে ভাই প্রমথলালের উৎসাহে খুব জমাট ভাবে শুভ শুক্রবারের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে যাহারা সমবেত হইয়াছিলেন সকলেই বিশেষ সম্ভোগ করিয়াছেন।

কলিকাতা শান্তি কুটীরেও এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

প্রচার যাত্রা—শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ লইয়া ভাই অক্ষয় কুমার লন [illegible] যাত্রা করিয়াছেন। তথাকার নববিধান সমাজের সম্পাদকের অনুরোধে তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া সেবার কার্য্য করিবেন।

আশীর্ব্বাদ—পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান্ অরুণেন্দ্রনাথ বসুর সহিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই অমৃতলাল বসুর পৌত্রী কুমারী জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ, বি, টির শুভ বিবাহের আশীর্ব্বাদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত শনিবার ২৬শে এপ্রিল ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করিয়াছেন। আগামী ৬ই মে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে পাত্র পাত্রীকে প্রজাপতি শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

আনুষ্ঠানিক দান—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণে তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুমতিবালা মিত্র কর্ত্তৃক ২৲ ও তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুষমা বসু কর্ত্তৃক ২৲ টাকা। শ্রীমান আনন্দসুন্দর বসুর পৌত্রের জাতকর্ম্মে ২৲। শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণীর আরোগ্যে ২৲।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 15th May, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

"মা নির্ব্বাণ দাও, নির্ব্বাণ দাও।" "আমি আমার" নির্ব্বাণ না হইলে আমি কই "তোমার আমি" হই? "তোমার আমি" না হইয়া "আমি আমার" লইয়া যাহা কিছু করিলাম তাহা সকলই মিথ্যা, সকলই যে বৃথা হইল। আমার নীচ আমিত্বের বশে যাহা করি তাহা তো সকলই আমাকে পাপে কলুষিত করে, আমাকে নানা প্রকার রিপুর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নরকগামী করে। আবার আমার যে ধর্ম্মকর্ম্ম, সাধন ভজন, তপস্যা বিদ্যাবুদ্ধি, বক্তৃতা, প্রচার, সেবা ইত্যাদিও যাহা কিছু তাহাও আমার অহং ও আত্মাভিমানই বৃদ্ধি করে, আমাকে যথার্থ তোমা হইতে কতই দূরে রাখিয়া দেয়, তোমার ইচ্ছা পালনে ও প্রীতি সাধনে আমাকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। তাই একান্ত বিনীত ও নির্ব্বন্ধাতিশয় চিত্তে কাতর প্রাণে ভিক্ষা চাই, মা আমার সকল প্রকার "আমি আমার" নির্ব্বাণ কর, "নীচ আমি" "ধার্ম্মিক আমি" সকল "আমি"কে নির্ব্বাসন কর, আমার পাপ করিবার শক্তিও হরণ কর, আমার পুণ্য করিবার পুরুষাকারও নির্ব্বাণ কর। "আমি কিছু নই" "আমার কিছু নাই", এইটি সজ্ঞানে উপলব্ধি করি এবং তুমিই আমাকে তোমার করিয়া লইয়া তোমার বিধান পূর্ণ করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে গুরু, তোমার যাত্রীরা ইন্দ্রিয়রূপ মিসর দেশ হইতে আত্মতত্ত্বরূপ গ্রীস রাজ্যে চলিয়া গেলেন সেই দেশ হইতে আবার তাঁহারা নির্ব্বাণরূপ বুদ্ধগয়াতে চলিলেন। বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধ গম্ভীর ভাবে মহা তেজ প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ জয় করিয়াছেন, ভবকাণ্ডারী যাত্রীদিগকে সেই নির্ব্বাণরাজ্যে লইয়া যাও। সেই রাজ্যে আসক্তির প্রদীপ, বিদ্যামদের প্রদীপ, অহঙ্কারের প্রদীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে।—নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৩৫॥

হে নির্ব্বিকার পুণ্যময় সখা, শাক্যের ন্যায় আমাদিগকে অনাসক্ত কর। শাক্য বলিলেন, "আমি মায়াবদ্ধ হইব না।" তিনি নিবৃত্তির জল ঢালিয়া প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিলেন। তিনি কামনার মূলে কুড়াল মারিলেন। তিনি সংসারাসক্তির প্রতিবাদকারী প্রকাণ্ড বীর। হে পিতঃ দুঃখে বৈরাগ্যে শাক্যের ধর্ম্ম আরম্ভ, দুঃখীর প্রতি দয়াতে তাঁহার ধর্ম্ম শেষ হইল। শাক্যের বৈরাগ্য অহিংসা ও দয়া মিশ্রিত। হরি সেই বৈরাগ্য আমাদিগকে দাও।—নূ, দৈঃ প্রাঃ, ১। ১৩৬॥

আমিত্ব নাশ।

পরমব্রহ্ম যখন বিধাতারূপে আত্মমহিমা প্রকাশ করিলেন তখনই তিনি বলিলেন, "অহমস্মি," "আমি আছি।" এই "আমি আছি" স্বয়ম্ভু এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্, অর্থাৎ আপনি আপনাতে অবস্থিত এবং তাঁহার আর দ্বিতীয় নাই।

মানবাত্মাকে তিনি তাঁহার লীলার সহচর বা প্রেমের পাত্ররূপে সৃজন করিলেন। মানবাত্মা পরমাত্মাজাত, পরমাত্মার লীলার আধার। তাঁহা হইতেই ইঁহার জন্ম, ইঁহার জীবন, ইঁহার জ্ঞান, শক্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মহত্ব, দেবত্ব, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু সকলই। সূর্য্য হইতে জ্যোতি যেমন, আকাশ হইতে বাতাস যেমন, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা তেমন।

সুতরাং যদিও পরমাত্মা হইতে মানবাত্মার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু পরমাত্মা যে "আমি আছি" বলেন এই "আমি আছি"র শক্তিতেই মানবাত্মার "আমি" বা ব্যক্তিত্ব সঞ্জাত। সে অনুভূতি বিনা মানবের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার সম্ভূত স্বাধীনতা নাই। তাঁহার স্বাধীনতা পরমাত্মার অধীনতা, সে অধীনতা অতিক্রম করিলেই স্বেচ্ছাচারিতা আসিল, তাহা হইতেই অহং বা আমিত্ব উদ্ভূত হয়।

পরমাত্মাই পূর্ণ, মানবাত্মা অপূর্ণ। এই অপূর্ণতা বশতঃই মানবাত্মাতে কখনও আলোক, কখনও অন্ধকার, কখনও জ্ঞান, কখনও অজ্ঞানতা আসিয়া থাকে। মানবের আমিত্ব বা অহং পরমাত্মা হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য বোধ বা অজ্ঞানতারূপ মোহ হইতেই জন্মাইয়া থাকে।

সূর্য্য এবং সূর্য্যালোক চিরসংযুক্ত। সূর্য্যের সহিত যোগেই আলোকের জ্যোতি, তাহা হইতেই বিয়োগ বা স্বাতন্ত্র্যে যেমন অন্ধকার, পরমাত্মার সহিত যোগেই মানবাত্মার মানবত্ব ও দেবত্ব, বিয়োগেই "আমিত্ব" বা পতন। এই "আমিত্ব" হইতেই মানবের যত প্রকার পাপে পতন হইয়া থাকে। মানবের এই পতন হইতে উদ্ধারের জন্যই ধর্ম্মবিধান। পরমাত্মা বিধাতারূপে মানবের এই আমিত্বের বিনাশ সাধন করিয়া তাহাকে পতন হইতে উদ্ধার করেন। তখন মানবাত্মা পুনরায় পরমাত্মাতে যোগযুক্ত হন বা তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার সন্তানত্বে বরিত হন।

"আমিত্ব নাশ" তাই সর্ব্বধর্ম্ম সাধনেরই মূল সাধন। সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই এইজন্য আমিত্ব নাশ সাধনের আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শিবের শবসাধন, বুদ্ধের নির্ব্বাণ, ঈশার ক্রুশারোহণ, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ সকলই আমিত্ব নাশ সাধনের দৃষ্টান্ত। যথার্থ আমিত্ব নাশ কি এবং কেমন করিয়া করিতে হয় তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ নিজ নিজ জীবনাদর্শে তাহা প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তাহাই করিতে ডাকিতেছেন। আমরাও যদি ব্রহ্মসন্তান হইতে চাই, তাঁহাদিগের অনুগামী বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, এমন কি যদি যথার্থ ধর্ম্ম চাই এই আমিত্ব বিনাশ সাধন করিতেই হইবে। আমিত্ব বিনাশ বিনা সত্য ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা নাই। আমিত্ব নাশই নববিধানের প্রথম সোপান, প্রথম প্রবেশের পথ।

ক্রুশোৎসবের শিক্ষা।

পুরাণে কথিত আছে ভগবান নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া দৈত্য দানবাধিপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক ভাব ও শিক্ষা অতি গভীর। বাস্তবিক মানবের "আমিত্ব" বা দ্বৈত ভাবই যথার্থ দৈত্য দানব, যে দানবের অত্যাচার উৎপীড়নে এই অমূল্য মানবজীবন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত এবং মহাপাপে কলুষিত। এই "আমিত্ব" হইতেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য আদি রিপুদল জন্মলাভ করিয়া মানবজীবনকে দৈত্যপুরী করিয়া নরকাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করে। এই "আমিত্বই" শ্রীহরির পরম শত্রু, হরিনামও যাহার কাণে মহা শেল বিদ্ধ করিয়া থাকে।

সেই আমিত্বাধীন জীবনের কোন শুভ মুহূর্ত্তে যে দেবভাবরূপ প্রহ্লাদের জন্ম হয়, সে ভাবকেও এই "আমিত্ব" দৈত্য স্বতঃ পরতঃ বিনাশ করিতেই চেষ্টা করে। কখনও বা হস্তিমূর্খতার পদতলে ফেলিয়া, কখনও পাপানলে দগ্ধ করিয়া, কখনও বক্ষে মোহশীলা চাপাইয়া সংসার সাগরে ভাসাইয়া, কখনও বিষয়বিষ পান করাইয়া বধ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষে আপনিই আপনার পাপের স্তম্ভেতে জড়িত হইয়া ভক্ত মানবসিংহ হৃদিস্থিত ভগবানের পুণ্য প্রভাবে বিনষ্ট হয়। পবিত্রাত্মা ভগবান এমনি করিয়াই আমাদের নীচ "আমিত্ব" স্বয়ং বিনাশ করেন।

আমাদের জীবনের নীচ "পাপ আমিত্ব" কেমনে বিনাশ করিতে হয়, তাহারই নিদর্শন এই হিরণ্যকশিপুর জীবন আখ্যায়িকায় বেশ উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু পবিত্রাত্মার নববিধান প্রদর্শিত নবজীবন লাভ করিতে হইলে, কেবল "নীচ আমিত্ব" বিনাশেও হইবে না। নীচ আমিত্ব বিনাশ হইলেও জীবনে আর এক "বড় আমিত্ব" গজাইয়া থাকে। সে "আমিত্ব" ধর্ম্মের "আমিত্ব"। "আমি ধার্ম্মিক, আমি সাধু, আমি খুব উপাসনা করি, আমি খুব কীর্ত্তন করি, আমি গানে বক্তৃতায় শত শত লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলি, আমার উপদেশ শুনিয়া কত লোক আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, আমার মতন যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, নববিধানী আর কে? আমি যেমন নববিধান বুঝি এবং বুঝাইতে পারি এমন আর কেহই পারে না।" এইরূপ ধর্ম্মাভিমানও কি আমাদের "বড় আমিত্ব" নয়? "আমি এই করি ঐ করি, এই পারি, এই করিব" ইত্যাদি পুরুষাকার ধর্ম্মসম্ভূত "আমিত্ব", আমাদের সাধন ও তপস্যার ভিতরেও আসিয়া থাকে।

এই সকল "আমিত্ব" বিনাশের নিদর্শনই প্রদর্শিত হইল শ্রীঈশার ক্রুশারোহণে, ঈশার ক্রুশারোহণের মর্ম্ম এবার আমাদিগের নিকট বিশেষ ভাবে ইহাই উপলব্ধি হইয়াছে যে ভগবান কেবল হিরণ্যকশিপুকেই অর্থাৎ আমাদের নীচ আমিত্বকেই বধ করিয়া তুষ্ট হন নাই, তিনি আমাদের ধার্ম্মিক আমিত্বকেও বলিদান করেন।

ঈশা যাঁহাদিগকে কত উচ্চ ধর্ম্মের তত্ত্বশিক্ষা দিলেন, তাঁহার সেই শিষ্যদিগের মধ্যেই প্রধান শিষ্য তাঁহাকে অস্বীকার করিল, আর একজন শিষ্য তো সামান্য ৩০৲ টাকার অর্থলোভে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল। তিনি যে জাতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন, সে জাতির ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত যে কেবল তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না তাহা নহে, তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত, ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ এবং যত প্রকারে পারিল, রক্ত ঘর্ম্মে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া প্রাণান্ত এবং মৃত্তিকা প্রোথিত করিল। ধর্ম্ম-আমিরও যে এইরূপই নিয়তি কে অস্বীকার করিবে?

ঈশা যে ক্রুশারোহণ করিয়াও কাঁদিলেন, "পিতা! পিতা! তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিলে?" ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ যন্ত্রণা, শারীরিক ক্রুশ যন্ত্রণা অপেক্ষা মহাযোগীর অদর্শন যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা আর নাই। সেই যন্ত্রণার অনুভূতিতেই মানবীয় পুরুষাকার ধর্ম্মের "আমি" চির বিনাশ হয়। শ্রীঈশা তাহারই আদর্শ এই মহা ক্রুশারোহণে দেখাইলেন।

আমাদের এই শারীরিক নীচ আমি এবং ধর্ম্মসমন্বিত বড় আমি এই উভয়বিধ আমিত্ব বিনাশ হইলে তবেই নববিধানের নবজীবনে এই মানবাত্মা উচ্চ জীবন লাভ করেন।

সম্পূর্ণ আমিত্ব বিনাশ এবং অহৈতুকী নিষ্কাম সাধনাই নববিধান। "আমার ইচ্ছা নয় তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" ঈশা যে শিক্ষা দিলেন ইহাই নববিধানের বিশেষ শিক্ষা। আমার কামনা নাই, আমার ইচ্ছা নাই, আমার পাপও নাই, আমার পুণ্যও নাই, আমার আমিই নাই, এইরূপে যথার্থ আমিত্ব শূন্য হইলেই পবিত্রাত্মা এই আত্মাকে অধিকার করেন এবং আপন প্রভাবে পরিচালন করেন, ইহাই নববিধান।

নববিধান বাহক আচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবন অনুধ্যান করিলেও দেখা যায়, তাঁহার প্রথম জীবনে "পাপ আমিত্বের" সহিত সংগ্রাম ছিল। তাহার পর যখন আচার্য্যপদে বরিত হইলেন আচরণে তপস্যায় সাধনে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিলেন ও ব্রাহ্মসমাজমণ্ডলী গঠন করিলেন, কুচবিহার বিবাহের মহা ক্রুশে তাহা সকলই তাঁহাকে বলিদান করিতে হইল। এবং যাই তাহা করিলেন তখনই তিনি বলিতে সক্ষম হইলেন, "আমার ক্ষুদ্র আমি পাখী, এ দেহমন্দির হইতে উড়িয়া গিয়াছে আর ফিরিবে না।" সাধারণ ধর্ম্মজীবনে আমি পাখী উড়ে আবার ফিরে, কিন্তু যখন আর ফিরে না তখনই পবিত্রাত্মা আসিয়া সে মন্দিরে আপন অধিকার স্থাপন করেন। এই অবস্থা প্রাপ্তেই ব্রহ্মানন্দ বলিতে সাহসী হইলেন,—

"I have no religious freedom. I am not responsible for the truths I have to preach. If any one is to blame, the Lord God of Heaven is to answer for having taught me, and constrained me to do most unpopular things for the good of my country."

"আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা নাই। আমাকে যে সত্য প্রচার করিতে হয় তাহার জন্য আমি দায়ী নই। আমার দেশের কল্যাণের জন্য মানবের অতি অপ্রীতিকর কার্য্য সকল করিতে আমার প্রভু স্বর্গের ঈশ্বরই আমাকে শিখাইয়াছেন ও বাধ্য করিয়াছেন সুতরাং

তাহার জন্য যদি কাহাকেও দোষ দিতে হয় তিনিই তার উত্তর দিবেন।" ইহাই নিষ্কাম পবিত্রাত্মার নববিধানের অভিজ্ঞান। ধন্য সে জীবন যাহাতে ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীবুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ।

আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ এবং তিরোধানের দিন, সুতরাং এই দিন বৌদ্ধজগতে এবং শুধু বৌদ্ধজগতে কেন, বর্ত্তমানে সর্ব্ব মানবজগতের পক্ষে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কপিলবাস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই মানবের বার্দ্ধক্য জরা, মৃত্যু এবং সন্ন্যাসধর্ম্মেরও দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার রাজৈশ্বর্য্যে বৈরাগ্য উদয় হয়। শুদ্ধোদন সন্তানকে সংসারধর্ম্মে নিবিষ্ট চিত্ত করিবার উদ্দেশ্যে অল্প বয়সে অতুল রূপলাবণ্যবতী বহুগুণ-সম্পন্না যশোধরার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। অল্প দিন মধ্যে তাঁহাদের রাহুল নামে একটী সুপুত্র জন্মে। কিন্তু সংসার সুখ অধিক দিন সিদ্ধার্থকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি একদিন গভীর রাত্রে যশোধরা ও রাহুলকে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া রাজ্যৈশ্বর্য্যে চির জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন এবং রাজ্যসীমান্তে গিয়া একটী দরিদ্রের সহিত স্বীয় বেশ বিনিময় করতঃ রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজগৃহ তখন বিম্বিসার রাজার রাজধানী ছিল। এখানে অনেক ধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত ছিলেন শুনিয়া, সিদ্ধার্থ ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা মানসে তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। তিনি এক এক করিয়া কয়েকজন শিক্ষকের নিকট উপদেশ লইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবিল্ব জঙ্গলে ক্রমাগত ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং উপবাস ও আত্মনিগ্রহে একবারে কঙ্কালবৎ দেহ হন। এই সময়ে পাঁচ জন শিষ্য তাঁহার যথেষ্ট পরিচর্য্যা করেন; কঠোর তপস্যা করিতে করিতে সিদ্ধার্থ এক রাত্রে হতচৈতন্য হইয়া ভূমে পতিত হন। তখন এইরূপ বাহ্য শরীরনিগ্রহে যথার্থ মুক্তিলাভ হয় না, ইহাই উপলব্ধি করিয়া নিরাশ ও বিরক্তি সহকারে সমুদায় তপস্যা একেবারে পরিহার করেন।

এই সময় যখন তিনি অনাহারে মৃতপ্রায় হন, তখন সুজাতা নাম্নী এক কৃষককন্যা তাঁহার যথেষ্ট সেবা করেন এবং তাঁহারই প্রদত্ত অন্ন আহার করিয়া ঠিক সেই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন ও তথাগত নাম গ্রহণ করেন।

গৌতম প্রজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় কৃচ্ছ্র সাধন ছাড়িয়া পূর্ব্ব পরিত্যক্ত সেই ভিক্ষার বেশ ধারণ করিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার সেই পাঁচ জন শিষ্যও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় নিরঞ্জনা নদী তীরে এক পবিত্র বোধি-বৃক্ষমূলে সাধন করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন বা বাহ্য আত্মত্যাগ বা রাত্রিজাগরণ, কঠোর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ, যাহা দ্বারা তিনি সাধু, সিদ্ধ বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইলেন, তাহাতেও তাঁহার কামনা বাসনার নিবৃত্তি হইল না, তিনি যে পথ ধরিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না ইহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার মনে নানাপ্রকার ভীষণ চিন্তা এবং প্রলোভন পরীক্ষার উদয় হয়। এই সকল মানসিক পরীক্ষাকে ভীষণ "মারার" পরীক্ষা বলিয়া তাঁহার মনে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মার বলিল, "হে ক্ষত্রিয়! ওঠ, তোমার মৃত্যু উপস্থিত"; কিন্তু বোধিসত্ত্ব মহা বিশ্বাসবল সঞ্চয় করিয়া সেই মারাকে তৎক্ষণাৎ মন হইতে নির্ব্বাসন করিলেন এবং তাহাতেই একেবারে সমুদয় মানসিক চিন্তাকে চিরতরে নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইলেন।

তখন কাম ক্রোধ, লোভ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ইচ্ছা, আলস্য, ভীরুতা, সন্দেহ, কপটতা নিন্দা প্রশংসা যশোলিপ্সা ইত্যাদি মারার সৈন্যদলকে একে একে ছিন্ন করিয়া তিনি সর্ব্বোপরি জয়লাভ করিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে মহাপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া দিব্যদৃষ্টি পাইলেন এবং তদ্দ্বারা অনন্ত [illegible] তাঁহার নিকট চতুরার্য্যসত্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

শ্রীবুদ্ধ এই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া আত্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার সেই পূর্ব্ব পরিত্যাগকারী শিষ্যদের কথা মনে করিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে সেই শিষ্যদিগকে পাইয়া আপন মত ব্যক্ত করিলেন এবং নিম্নলিখিত অষ্টপথ অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ হইবে ইহাই প্রকাশ করিলেন।

(১) বিশুদ্ধ মত, (২) বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, (৩) বিশুদ্ধ বাক্য, (৪) বিশুদ্ধ চরিত্র, (৫) বিশুদ্ধ জীবিকা (৬) বিশুদ্ধ চেষ্টা, (৭) বিশুদ্ধ মন, (৮) বিশুদ্ধ ধ্যান।

তখন দেশদেশান্তর হইতে শিষ্য দল আসিয়া তাঁহার নির্ব্বাণ মত গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সন্তান ও পরিবারস্থগণও তাঁহার নবধর্ম্ম গ্রহণে ধন্য হইলেন।

অশীতিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে করিতে পাভা গ্রামে আসিয়া চণ্ডা নামক একজন চর্ম্মকারের গৃহে তথাগত বা শ্রীবুদ্ধদেব আতিথ্য গ্রহণ করেন। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে চণ্ডা শুষ্ক শূকরের মাংসও প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেয়। তিনি

বলেন, "অন্নাদি যাহা কিছু আছে তাহা অন্যান্য ভিক্ষুকদিগকে আহার করিতে দাও, আমাকে ঐ শুষ্ক শূকরের মাংসই দাও।" তাহাই খাইয়া তথাগতের উদরাময় রোগ হইল। রুগ্ন শরীরে তিনি শিষ্য আনন্দের সহিত পরিভ্রমণ করিতে করিতে কুশীগ্রামের শালবনে এক বৃক্ষতলে শেষ শয্যা প্রসারণ করাইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, সকল বস্তুই অনিত্য ও ক্ষয়শীল, আমাকেও এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রমসহকারে আপনাদের পরিত্রাণ সাধন কর।" তখন তাঁহার বুদ্ধত্বে সত্যেতে এবং তাঁহার পথে শিষ্যবর্গ পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি মহা নির্ব্বাণ লাভ করিলেন অর্থাৎ স্বর্গারোহণ করিলেন।

নিকটবর্ত্তী কুশীনগরের মোল্লা শিষ্যগণ সংবাদ পাইয়া মৃতদেহকে শত স্তরে নূতন কাপড়ে জড়াইয়া তৈলকটাহে রাখিয়া তাহা আবার একটী লৌহকটাহে রক্ষা করিয়া নানাপ্রকার সুগন্ধযুক্ত কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করতঃ দাহ করিল। তাহার পর দেহভস্ম প্রধানতঃ অষ্ট বিভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণ বিভিন্ন স্থানে সমাধিস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষা করিলেন।

শস্যতত্ত্ব।

সময়ে শস্যসঞ্চয় কর।

হাটে যখন চাউলের আমদানী হয়, তখন সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে দুর্ভিক্ষের সময় হাহাকার করিয়া মরিতে হয়। বিধানের প্রত্যাদেশ সময়ে যে না জীবন্ত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া লয়, পরে তাহাকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মড়ামারীতে মরিতে হয়।

মিলনের উপায়।

বনে যখন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইয়া অগ্ন্যুদ্গীরণ হয় এবং তাহাতে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়। আমিত্বে আমিত্বে সংঘর্ষণেরও ফল এইরূপ। যদি দুইটী কাষ্ঠখণ্ডকে জুড়িতে হয়, দুইটীকেই র‍্যাদা দিয়া ঘাসিয়া মসৃণ করিলে তবে জোড়া যায়। এইরূপে আমিত্বক্ষয় হইলেই যথার্থ মিলন হয়।

আপনার ও পরের দোষগুণ।

পরের চক্ষে আপনার দোষগুণ তুচ্ছ দেখিবে। গুণের জন্য বিনীত ও কৃতজ্ঞ অন্তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে, দোষের জন্য আপনাকে অপরাধী জানিয়া ধিক্কার দিবে ও অনুতপ্ত হইবে। আপনার চক্ষে পরের গুণই দেখিবে এবং তাহা গ্রহণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, যদি কাহারও দোষ দেখিতে পাও তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। কাহারও দোষে কখনও উল্লাস প্রকাশ করিবে না, কিন্তু কোন ভাইয়ের শারীরিক পীড়া দেখিলে যেমন সহানুভূতি কর, তেমনি সহানুভূতিসহকারে সুচিকিৎসক ভগবানকেই ডাকিবে এবং তাঁহার হাতে চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে।

উপদেশদানের দায়ীত্ব।

উপদেশ লইবে সবার, দেবেনা যাকে তাকে। অযাচিত উপদেশের আদর হয় না। ঈশ্বরই মানবের একমাত্র গুরু ও উপদেষ্টা। তাঁহার মুখের কথা ভিন্ন কাহারও প্রাণে অন্য কাহারও কথা স্পর্শ করে না। হে আত্মন, তুমি যদি মনে কর কাহাকেও উপদেশ দিয়া ভাল করিবে, তুমি ঈশ্বরের অধিকার অপহরণ করিলে। যদি তোমার কোন কথায় কাহারও মনকে স্পর্শ করে কিম্বা কাহারও ভাল লাগে, জানিবে তাহা ঈশ্বরের কৃপায় হইয়াছে তোমার কথায় বা গুণে নয়। যদি ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে কাহাকেও কিছু বলিতে বলেন কিম্বা উপদেশ দিতে অনুমতি দেন দেবে এবং তাহার ফলাফল তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিবে। কেহ যদি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, সাবধান, আপনাকে ঈশ্বরের বিত্তাপহারক জানিয়া ধিক্কার করিবে। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলেন, "আমার কথা কেহ শুনিবে না, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলিবে।" বর্ত্তমান বিধানে প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণের সহায়তা করাই সকল উপদেষ্টার কাজ।

ভরদ্বাজের পরিবর্ত্তন।

ভরদ্বাজ নামে একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রজাত শস্যসংগ্রহে ব্যস্ত, এমন সময় শ্রীবুদ্ধদেব ভিক্ষা কমণ্ডলু হস্তে তাঁহার দ্বারস্থ হইলেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, ভরদ্বাজ কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "হে শ্রমণ, আমি চাষ আবাদ করি আর খাই; তুমিও তেমনি কর খাইতে পাইবে।"

শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমিও ত চাষ আবাদ করিয়াই খাই।"

ব্রাহ্মণ। "তুমি যদি কৃষিকার্য্য করিয়া খাও, তোমার বলদই বা কোথায়, লাঙ্গল ও বীজই বা কই?"

শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, "বিশ্বাস আমার বীজ, সংকল্পরূপ বৃষ্টিতে তাহা অঙ্কুরিত হয়। প্রজ্ঞা এবং বিনয় আমার লাঙ্গল, মনই আমার পরিচালক বল্গা। বিধির দৃঢ়তার হস্তে একাগ্রতা ও পরিশ্রমরূপ বলদ দ্বারা আমি চাষ করি। এই চাষে মোহ জঙ্গল পরিষ্কার হয় এবং নির্ব্বাণরূপ অমৃতফল উৎপন্ন হয়। এই চাষে সকল সন্তাপও শেষ হয়।"

ভরদ্বাজ বলিলেন, "তবে আমিও আপনার পথ অবলম্বন করিব।" এই বলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

শাক্য-সমাগম।

শাক্যমুনি কোথায়? ঐ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি তোমার ক্রোড়ে। শাক্য দেবের চিদাত্মাকে আজ আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট কর। তাঁহার স্বভাব চরিত্রকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি। আমাদের প্রাণের মধ্যে শাক্যপ্রাণ, আমাদের রক্তের মধ্যে শাক্যরক্ত, আমাদের ভাবের মধ্যে শাক্যভাব। আমরা শাক্য-গত হইলাম, সকলের বক্ষে শাক্যমুনির আত্মা। মহাপুরুষ শাক্য আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন!

মহামুনি শাক্যদেব সশিষ্য দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। যদিও বুদ্ধ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থান তাঁহার হইল না। হিন্দুগণ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে হিন্দুস্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। বিদেশে তাঁহার নামে কত শত মন্দির স্থাপিত হইল।

বীরপুরুষ বুদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন, "আমি বেদ ব্রাহ্মণ মানি না, জাতিভেদ মানি না।" গৌতমের ধর্ম্ম ভেদাভেদ বিনাশ করিয়া সমস্ত একাকার নিরাকার করিল। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ রহিল না। এক নূতন জাতি বৌদ্ধ জাতি, চিন্তার জাতি, সমাধির জাতি নূতন [illegible] হইল। শাক্যের জয় হইল। তিনি চিন্তা এবং ধ্যানের বলে অভিমান উড়াইয়া দিলেন। অথচ তিনি বলিলেন, মনুষ্যের কাছে মাথা হেঁট করিব না, ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত, বেদের অতীত পরাবিদ্যা শিখিব।

তিনি জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া পৃথিবীকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; মনুষ্যের রোগ জরা, মৃত্যু দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আর জীবের দুঃখ সহ্য করিতে পারি না। যাহাতে এ সকল দুঃখ নিবারণ হয় তজ্জন্য আমি প্রাণ দিব, আমি মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিব, আমি দুঃখ কষ্ট রোগ ও মৃত্যু নিবারণের মন্ত্র অন্তরে সাধন করিব।" এক দিকে পুরোহিত এবং পুরাতন শাস্ত্রের দম্ভ চূর্ণ করিয়া মনুষ্যের একজাতিত্ব প্রমাণ করিয়া উদারতা শিক্ষা দিলেন, অন্য দিকে কিসে জীবের দুঃখ যায়, এই চিন্তা করিয়া এক নূতন বুদ্ধের পথ, নূতন জ্ঞান, নূতন চৈতন্যের পথ প্রকাশ করিলেন।

নির্ব্বাণ সমাধিযোগে ডুবিতে ডুবিতে তিনি দেখিলেন এক স্থানে এমন অবস্থা আছে যেখানে দুঃখ নাই। সেই অবস্থা নির্ব্বাণের অবস্থা, সেই পথ নিবৃত্তির পথ। তিনি দেখিলেন জীবের মনে বাসনার আগুন, ইচ্ছার আগুন, প্রবৃত্তির আগুন ইত্যাদি নানা প্রকার আগুন জ্বলিতেছে, শান্তিজল ঢালিয়া এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেই জীবের দুঃখ দূর হয়! এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া নিশ্চিন্ত বৈরাগী না হইলে জীবের দুঃখ দূর হয় না। যখন বুদ্ধ সাধন দ্বারা এই সত্য লাভ করিলেন, তখন তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন—"ধন্য আমার মন, ধন্য আমার মন! নির্ব্বাণ সুখ সম্ভোগ কর।" যাহাতে জগৎ তরিবে, মনুষ্যের গতি হইবে, যিনি সেই নির্ব্বাণ পথ আবিষ্কার করিলেন, তিনি ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার এবং সকল প্রকার জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। মহামতি শাক্যমুনি দুঃখনিবৃত্তির অবতার। বিষয়বাসনা এবং সুখবিলাসের স্থান ছাড়িয়া গাছতলায় গিয়া বসিলেন।

শাক্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি জননীর নিকট কি গূঢ় মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছিলে? তোমার কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিল না, তুমি সমস্ত প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিয়াছিলে, তুমি কিছুই কামনা করিতে না। তোমার শিষ্য দরিদ্র বৈরাগীগুলি ভিক্ষা চাহিতেও পারে না। হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, তুমি কিরূপে সকল দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিলে? তোমার পথাবলম্বীরা বৈরাগী। এমন দুঃখ দরিদ্রতার ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিলে, অথচ বড় বড় রাজা সকল তোমার শিষ্য প্রশিষ্যের পদানত হইল। বৈরাগ্যের নিকট রাজার মস্তক অবনত, বৈরাগীর কাছে সম্রাট বশীভূত। বৈরাগ্যধন, নির্ব্বাণরত্ন পাইবার জন্য তুমি রাজত্ব স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব ছাড়িলে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সত্যের জন্য সকলই ছাড়েন! পৃথিবীর অসারতা বুঝিয়া সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলে; স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাড়িতে পার। এইজন্য স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। হে গৌতম, তুমি পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্ব্বাণের পথ জীবে দয়া দেখাইয়াছ। তুমি জীবে দয়ার অবতার। তুমি বলিলে—"একটি পোকাও মারিও না, জীবহিংসা করিও না।" তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না। তোমার আত্মা বলেন, "কাহাকেও দুঃখ দিও না, কাহারও দুঃখে উদাসীন থাকিও না।" সে নিষ্ঠুর হৃদয় যে এই নির্ব্বাণমন্ত্রবিরোধী। সে শাক্যের শত্রু যে কোন জীবকে কষ্ট দেয়।

হে দয়াময় ঈশ্বর, আমরা তোমার শাক্যের অত্যন্ত বিরোধী, জীবের দুঃখ দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয় না। আমাদিগকে যথার্থ বৈরাগ্য এবং দয়া শিক্ষা দাও। শুষ্ক, পুরাতন মৃত পুস্তকের বিদ্যাভিমানী হইয়া আমাদিগের বুদ্ধি খুলিল না। এই বিদ্যাভিমানের পদতলে পড়িয়া প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দৈববাণী শুনিতে পাই না। বাহিরের কল্পিত বেদ অন্তরে প্রত্যাদেশস্রোত বন্ধ করিতেছে। "আমি বাহিরের বেদ বেদান্ত মানি না, আমি নূতন বিধান স্থাপন করিয়াছি", এইরূপে তাঁহার গম্ভীর আত্মা বিদ্যামদরূপ অসুর বিনাশ করিতেছে। জননি, যেখানে জড়ের প্রভুত্ব নাই, জ্ঞান পৌরহিত্যের অভিমান নাই, তোমারই আজ্ঞানুসারে সেখানে শাক্যের নির্ব্বাণমন্ত্র সাধন করি।

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, পাপ একেবারে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুদ্ধ তনু তাঁহার। জননি, তোমার এই দুরন্ত সংসারী সন্তানদিগকে উঁহার ন্যায় নির্ব্বিকার করিয়া লও। উঁহার

গায়ের পবিত্র বৈরাগ্য বাতাস আমাদের গায়ে লাগুক। যে দুঃখীর মত সর্ব্বত্যাগী হইয়া গাছতলায় বসে না সে বুদ্ধের রাজ্যে যাইতে পারে না। বুদ্ধের নিকট যাইতে হইলে সংসার কাপড় ছাড়িতে হয়। পুরাতন ইন্দ্রিয়-তনু ছাড়িয়া নূতন ভাগবতী তনু গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে হয়। দয়া করে আমাদের অন্তরে যথার্থ গয়া এবং প্রকৃত বৈরাগ্যবৃক্ষ দেখাও। হে পবিত্র ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদের দেহ হইতে বিলাসরূপ পরিচ্ছদ কাড়িয়া লও।

হে আগুন, হে মন, ফকীর হও, গাছতলায় বস। কুপ্রবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গ হইতে জননী জল ঢালিয়া সে সমস্ত নির্ব্বাণ করিলেন। অনাসক্তির বৃষ্টি বৈরাগ্যের বৃষ্টি, নির্ব্বাণ বৃষ্টি। আজ হইতে আমরা নির্ব্বাণপন্থী হইলাম।

যে কাম ক্রোধে অধীর হয়, যে সংসার আসক্তিতে অস্থির হয়, সে বিষয়লালসায় চঞ্চল হয় সে শাক্যের শত্রু। হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শাক্যের বন্ধু এবং শাক্যকে আমাদের বন্ধু করিয়া দেও। যেন আমরা সকল প্রকার সংসার জ্বালা, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারি। আমরা সকল লালসা ছাড়িয়া, সকল দুঃখের আগুন নির্ব্বাণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। [শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইতে]

কীর্ত্তন।

[মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত]

কাঁদ শুধু ভাই।
(ভবে) কান্না বিনে আর গতি নাই।

১। কেঁদেছিল যে—— কৃষ্ণ নাম পরে,
(তাই) মুড়াল ছিল সীতাদাস অনুতাপ করে;
কেঁদে কেঁদে প্রাণ না দিলে——
স্বর্গ কিসে হাতে পাই।

২। কোথা নাথ! বলে ডাকিতে গলে
কেঁদেছিল শ্রীচৈতন্য শ্রীহার বলে;
কেঁদে কেঁদে নিত্যানন্দ
তরালেন জগাই মাধাই॥

৩। জীবের দুঃখে শ্রীবুদ্ধ কেঁদে
রাজ্যসুখ ত্যজি আয় বিকায় শ্রীপদে।
সাধনাশ বিনা জগতের আর গতি নাই॥

৪। (মন) ভক্ত অশ্রুজল—— ভক্তি গঙ্গাজল
পড়েছিল (মহা) তীর্থে তাই লাভ পুণ্যফল।
মঙ্গের আমার! মুঙ্গের আমার॥
[প্রাণের মুঙ্গের! সোনার মুঙ্গের!!]
(বলে) কেঁদে ধুলিতে লুটাই॥

৫। (মার) কান্নার সুরে— জনমের তরে
ভক্তসঙ্গে কেঁদে সারা হতে হবে ভাই।
(মার) কান্না দেখে কাঁদতে শিখে
কেঁদে কেঁদে মরে যাই॥

৬। (ভক্তি) অশ্রু বর্ষণে (প্রেম) রবি কিরণে
(হেরি) স্বরূপের সপ্ত প্রকাশ হৃদয় গগনে
ওরে! স্বর্গলোক প্রতিভাত
ভক্তি অশ্রু দর্পণে॥
[অশ্রুপাতে পেয়ে মাকে
(মার) আনন্দেতে গলে যাই॥
হাঁসি কান্নার মিলনে
(মার) মনের সাধ মিটাই॥]

পরম পূজনীয় শ্রীমৎ পিতৃদেবের যৌবন কাহিনী।

শ্রীমৎ পিতৃদেব আর একবার ১লা বৈশাখ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের বাড়ীতে গমন করেন এবং আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন। সেবারে তাঁহার ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী বাবুকে দিয়া তাঁহার দাদাকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইব"। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিঠি পাইয়া অত্যন্ত রাগিয়া লিখিলেন, "না, এক শতবার না, যাইতে পাইবে না।" সেই চিঠি পাইয়া আবার তিনি লিখিলেন, "আমার বিন্দু বিন্দু রক্তপাত হইলেও আমি লইয়া যাইব।" তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাঃ পাছে কিছু হয় জানিয়া আগেই বাড়ী হইতে গরিফায় গিয়াছিলেন, তাঁর যাওয়াতে ভালই হৈল। ভগবানই তাঁকে সরাইয়াছিলেন। বাড়ী জমজম করিতেছে, সে দিন অনেক দ্বারবান আনাইয়া দরজায় রাখা হইয়াছে। দরজায় কুলুপ লাগান। কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প পিতা ঠাকুর সকাল হইতে একখানা পাল্কী লইয়া দরজায় রাখাইলেন। তাঁহার ছোট ভাইকে দিয়া একখানা চিঠি মার নিকট পাঠাইলেন। "কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শীঘ্র আসিবে।" সেই পত্রখানি মা পাইয়া, অত লোক রহিয়াছে সকলে বারণ করিতেছেন দেখিয়া তিনি সাহস করিতে পারিলেন না। এমন সময় বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পিতা ঠাকুর নিজে গেলেন। গিয়া মার হস্ত ধরিয়া আনিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া সেখানে তাঁহার জেঠাইমা মা সকলে ছিলেন, তাঁরা পিতৃদেবের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা অমন করিও না আমাদের কথা শোন, লইয়া যাইও না।" তিনি অত্যন্ত জোরের সহিত বলিলেন, "আমি লইয়া যাইবই।" বাস্তবিক তখন তাঁহাতে ঈশ্বরের বল আসিয়াছিল। মাকে সঙ্গে লইয়া সেই গোল সিঁড়ি দিয়া নামিলেন। বাহিরের লোক জনে পূর্ণ দেউড়ি। দ্বারবান্

দরজা খুলিয়া দিল না দেখিয়া নিজে সজোরে ছড়কা এমন ভাবে ধরিলেন, যে সেই ছড়কা খুলিয়া পাঁচ হাত দূরে পড়িল, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মা অত লোকের সম্মুখে কখনও বাহির হন নাই। এই সকল দেখিয়া উপর হইতে তাহার দাদা নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?" পিতৃদেব বলিলেন, "দেখ না, ইহারা দরজা খুলিয়া দিতেছে না।" তখন তার দাদা বলিলেন, "বলিলেই তো হইত।" এই কথা বলিয়া দারবানকে বলিলেন, "ছোট দরজা খুলিয়া দে।" সেই ছোট দরজা দিয়া তিনি মাকে লইয়া গেলেন। মা পাল্কীতে উঠিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে "কি ভয় লোকভয়ে" এই গানটি গাহিতে গাহিতে চলিলেন।

যখন মহর্ষির বাড়ীতে গেলেন, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া মাকে লইতে আসিলেন। সকলে খুব সুখে উৎসব করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁর ছোট ভাই যিনি সর্ব্বদা তাঁর ছোট দাদার কাছে থাকিতেন, তাঁর কষ্ট হইল, তিনি অত্যন্ত দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময় সেই দিনই পিতা ঠাকুর একখানি চিঠি ছোট কাকাকে লিখিলেন, "My Dear, কৃষ্ণবিহারি, আমরা এখানে খুব উৎসব আমোদ করিতেছি, কিন্তু তুমি নাই বলিয়া বড় কষ্ট হইতেছে। এই গাড়ী পাঠাইলাম ইহাতে আসিও।" সেই পত্র পাইয়া কৃষ্ণবিহারী বাবু অতি অহ্লাদের সহিত চিঠিখানি পড়িয়া, যাহা পরিয়াছিলেন মোটা চাদর ও সেই কাপড় পরিয়া দৌড়িয়া, তিনি এবং উপেনকাকা দুইজনে গাড়ীতে উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন সেই গাড়ীতে রাখালরাজ রায় ছিলেন। গাড়ী যেমন চলিতে লাগিল সেইখানে একজন দারবান্ ছিল তাহার নাম রামলাল। সে বলিয়া উঠিল, "বাবু কাঁহা যাতা?" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া একেবারে ঘোড়ার মুখ ধরিল। গাড়ীর ভিতর হইতে উপেন বাবু বলিলেন, "এই কোচয়ান, চাবুক লাগাও"। সে কথা আর কে শোনে, গাড়ী লইয়া আবার কলুটোলা বাড়ীতে আসিল। নবীন বাবু আসিয়া সেই ভদ্র লোকটিকে বলিলেন, "কেন মহাশয় আপনি এ রকম করিয়া ইহাদের লইয়া যাইতে-ছেন?" সে বাবুটি মিথ্যা করিয়া বলিল, "আমি কেন লইয়া যাইব? আমি জুতা কিনিতে আসিয়াছিলাম উহারা আমার সঙ্গে আসিল।" তাহার পর জোর করিয়া তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইলেন। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ আসিয়াই এই সকল ব্যাপার শুনিয়া ভয়ানক বিরক্ত হইলেন, তাঁহাকে কত কি বলিতে লাগিলেন।

পিতৃদেব চার মাস মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণবিহারী বাবুর কর্ণবেধ হইল, তাঁর একটুও মত ছিল না হিন্দু মতে কিছু হয়, তবুও তাঁকে জোর করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া পৈতা দেওয়া হল। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। তাহার কিছুদিন পরে একদিন তিনি দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন কে দরজা ঠেলি-তেছে, খুলিয়া দেখেন পিতা ঠাকুর। তাঁর খুব আহ্লাদ হইল।

তাহার কিছুদিন পরে পিতৃদেব সিংহলদ্বীপে যান। তখন তাঁর মনের ভাব গলিতে গলিতে লিখিয়া দিলেন "হে ভ্রান্ত লোক, তোমরা সংসারে ভুলিয়া থাকিও না।" সকলে সেই কাগজে লেখা দেখিয়া বলিত যে কে পাগল আসিয়াছে, সেই এ রকম করে। তিনি কখন কখন সকলের সঙ্গে বসিয়া কত প্রকারের উপদেশ দিতেন, গল্প করিতেন। তাঁহার মুখের উপদেশ শুনিতে সকলেরই ভাল লাগিত। যখন তিনি লঙ্কায় (সিংহলদ্বীপ) যান তখন তাঁহাদের কলুটোলার বাড়ী মেরামত হইতেছিল। তখন তিনি শরীর সারিবার জন্য উল্টাডিঙ্গির বাগানে ছিলেন। সেইখান হইতে কাহাকেও না বলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সিংহল চলিয়া যান। ঠাকুর মা উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সকলেই কোথায় গেল বলিতে লাগিলেন। শেষে একখানা চিঠি কৃষ্ণবিহারী বাবুর হাতে আসিল, "ভাই আমি কিছু দিনের জন্য যাইতেছি, সঙ্গে তোলা এবং বরাফ লইয়াছি, তোমরা কিছু ভাবিত হইও না।" তখন মাতা ঠাকুরাণী বালিতে ছিলেন। সেখানে তাঁর কঠিন পীড়া হইয়াছিল। পিতা ঠাকুর দেবেন্দ্র বাবুদের সঙ্গে যখন লঙ্কায় যান, তখন সেই জাহাজের ছাতে ডেকের উপর দেবেন্দ্রবাবুর কোলে মাথা রাখিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে তাহাকে কত গল্প বলিতেন। একটি আমার মনে আছে যে পিতা ঠাকুর বলিয়াছিলেন "আমার ইচ্ছা হয়, নদীর ধারে একটি কুটীরে থাকি।" তিনি দেবেন্দ্র বাবুকে বড় ভক্তি করিতেন, দেবেন্দ্র বাবুও তাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এমন সুন্দর "ব্রহ্মানন্দ" নাম তিনিই পিতৃদেবকে দিয়াছিলেন।

লঙ্কায় যাইবার পূর্ব্বে পিতৃদেব থিয়েটার করিতেন Hamlet অভিনয় করিতেন। তিনি নিজে Hamlet সাজিতেন। বিধবা বিবাহ নাটক যখন অভিনয় হয় তিনি কিছু সাজেন নাই, কিন্তু সমুদয় উদ্যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর লঙ্কায় যান। লঙ্কা হইতে যে জাহাজে আসিলেন তাহার নাম Bentick। তিনি যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলেরই খুব আহ্লাদ হইল, তিনি সাদা চাপকান ও সাদা পায়জামা পরিয়াছিলেন।

পিতৃদেব তখন বড় রোগা ছিলেন। প্রথম যখন চাকরী করেন ২৫৲ টাকা মাহিনা পান। তাহার পর Bank of Bengal এ মাধব বাবু ৩০৲ টাকার চাকরী করিয়া দেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেখানের Cooke সাহেব বলিল, মাধব তোমার পাশে ও bright ছেলেটি কে? সে সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসি হইয়া মাধব বাবুকে বলিল ও আমার কাছে কাজ করুক। Cooke সাহেব ৭০৲ টাকার কাজ দিলে সেখানকার বড় সাহেব Dicson তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। কিছুদিন কাজ করি-লেন। তার পরে একদিন Cooke সাহেবকে চিঠি লিখিলেন, "My Dear Sir, আমি আজ হইতে মিশনারী হইব।" এই

চিঠি পাইয়া সে সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইল। Dicson সাহেব বলিল "কেন তুমি চাকরী ছাড়িবে?" তিনি বলিলেন "আর কাজ করিব না আমার প্রতিজ্ঞা।" সে সাহেব বলিল, "আমি ১০০৲ টাকা দিব।" তাহার পর বলিল ১৫০৲ টাকা দিব। এই কথায় তিনি বলিলেন, "তুমি ৫০০৲ টাকা দিলেও আমি চাকরী করিব না।" তখন আর সাহেব কি বলিবেন। তিনি যখন যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেন কেহ তাহা হইতে তাঁহাকে নড়াইতে পারিত না।

যখন তিনি Bankএ কাজ করিতেন, তখন সাহেব একদিন সকলকে বলিল, "Bankএর কথা কাহাকেও বলিবে না।" সকলকে সেই খাতায় সই করিতে হইবে। পিতা ঠাকুর বলিলেন, "আমি সই করিব না।" এই কথায় সমস্ত Bank এর কর্ম্মচারী লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন কেন?" তিনি বলিলেন, "আমার বিবেক বলেন।" Bentick সাহেব বলিলেন "ঠিক বলিয়াছ তোমার সই করিতে হইবে না।" তিনি চাকরী ছাড়িয়া আসিলেন, সকলের খুব দুঃখ হইল।

বাড়ীর সকলে যখন গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন তিনি বলিলেন, "আমি মন্ত্র লইব না।" এই কথায় বাড়ীতে গোলমাল উঠিল তবু তিনি লইলেন না। তিনি ১৮৫৮ সালে আপনি লিখিয়া দীক্ষিত হন। একটা কাগজে এই লেখেন পৃথিবীতে সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। তিনি লণ্ডন হইতে আসিয়াই ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় স্কুল খুললেন, এবং সেই সময় বাড়ীর মেয়েদের পড়াইতেন। শেষে Miss Gomes নাম্নী এক মেম পড়াইতে আসিলেন। সেই প্রথম বাড়ীতে মেম আসিল, সকলেই ব্যস্ত। এই দেখিয়া তাঁহার ছোট খুড়া মুরালী বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন মুরালী বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতঃ হরিমোহন বাবুকে পত্র লিখিলেন, "একজন হটাৎ বাবু আমাদের বড় জ্বালাতন করিতেছে। সে মনে করে আমি কি হইয়াছি, কাহাকেও মানে না। ইহাকে একেবারে জব্দ করা উচিত।" এই শুনিয়া হরিমোহন বাবুও বিরক্ত হন। সেই হইতে আর মেম আসিতে দিতেন না। পিতৃদেবকে চিরকাল কত লোকে কষ্ট দিয়াছে, তিনি কাহাকেও ধমকও দিতেন না। এক দিন একটা সন্ন্যাসী নামে চাকর তাঁকে কি কটু কথা বলিয়াছিল তিনি ঘরে দরজা দিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

—•—

মার কথা।

(১)

(শ্রীমতী চঞ্চলা নিয়োগীর শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত)

আমাদের পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী ১৮৮২ সালে ১৭ই আষাঢ় তাঁদের মামার বাড়ী জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের দাদা মশাই স্বর্গীয় শ্রীকালীনাথ বসু পুলিশে কাজ করিতেন। এই কাজে তিনি অল্প বয়সে বিশেষ সাহস ও সততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই সময় মায়ের বয়স মাত্র সাত বৎসর। মায়েরা সাতটি বোন ও একটি ভাই। আমাদের মামা সেই সময় মাত্র চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন। দুটি বোনের মাত্র বিবাহ হইয়াছিল, পাঁচটি বোনেদের মধ্যে মার বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল এবং লেখবার ইচ্ছাও খুব বেশী ছিল, সুতরাং তিনি লেখা পড়ায় বিশেষ উন্নতি করেন। তাঁর আগ্রহ দেখে তাঁদের মাসীমা তাঁকে খুব যত্ন নিয়ে লেখা পড়া শিখান। এত বেশী পড়ার আগ্রহ ছিল, এক পৃষ্ঠা পড়া দিলে তিনি দেড় পৃষ্ঠা করে রাখ্‌তেন, পাঁচটি অঙ্ক কষতে দিলে দশটি করে রাখতেন। হাতের লেখা সুন্দর করবার জন্য যথেষ্ট সাদা কাগজ পাওয়া সম্ভব হতো না বলে তিনি খবরের কাগজে হাতের লেখা লিখে এমন সুন্দর হাতের লেখা করেছিলেন যে, সে রকম হাতের লেখা হ'তে অনেক সময় লাগে এবং সব সময় সকলের হয় না।

মায়ের মামা স্বর্গীয় শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মাকে খুব ভাল বাসতেন। খুব ছোট বেলা থেকেই মার গান করবার ক্ষমতা ছিল এবং গলার স্বরও খুব মিষ্টি আর সুন্দর ছিল। মা অনেক বয়স পর্য্যন্ত কারুর কাছে কিছু শিখ্‌তে পারলে ছাড়্‌তেন না। গান বাজনায় নিজের খুব চেষ্টা ছিল এবং এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীদীননাথ মজুমদার মহাশয়ের সাহায্যে অনেক উন্নতি করেন। তিনি বিশেষ করে ধর্ম্মসঙ্গীতই শিক্ষা করেন। উপাসনাতে তাঁর গান বড়ই সুন্দর ও উপযোগী হইত।

পনের বৎসর বয়সে মার বিবাহ হয়। দিদিমা পয়সা কড়ি না দেখে ভাল ছেলে দেখে বিবাহ দেন। আমাদের ঠাকুরমা বাবাকে আট বছরের রেখে মারা যান, বাবা তাঁর কাকা স্বর্গগত ব্রজগোপাল নিয়োগীর কাছে থেকে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হন। মার তিনটি সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দিদিমার কাছেই ছিলেন। একটি ছেলে কঠিন রোগে ভুগে রুগ্ন হইয়া পড়লে তাকে লইয়া আকুল হইয়া নানা স্থানে যান। কিছুদিন ভাগলপুরে বাবার ঠাকুরদাদা ভক্ত শ্রীহরিসুন্দর বসু মহাশয়ের গৃহে ও কিছু দিন বাবার পিসিমাতার বাড়ীতে থাকেন। সেখানে আমাদের দাদাকে একটু সারিয়ে নিয়ে আবার কলকাতায় আসেন।

হাজারিবাগে আসা মার জীবনে এক অদ্ভুত সাহসের পরিচয়। দাদা রুগ্ন হওয়াতে ও চিরদিন এ ভাবে কলিকাতা বাস করা সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া মা তিনটি ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে একটি পরিচিত লোকের সহিত গিরিধি আসেন। সেখানে একটি আত্মীয়ের বাড়ী কয়েকদিন থেকে 'পুষ্‌পুষ্‌' করে হাজারিবাগ রওনা হন। তখনকার সে পথের কথা ভাবলেও ভয় হয় চোর ডাকাত, বাঘ ভালুক, কোন জিনিষেরই অভাব পথেছিল।

না, সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে, সেই পথে যাওয়ায় যে কি রকম মনের জোর ও সাহসের দরকার তা বলা যায় না।

হাজারিবাগে শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসু নামে একটি আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠেন ও পরে এখানকার মেয়ে স্কুলে নিজে কাজ নেন। পরে স্থানীয় ব্যাঙ্কে বাবার একটি কাজ হওয়াতে একটি ছোট বাটী ভাড়া করিয়া বাস করেন। পরে স্কুলের বাটি বাসের উপযুক্ত হইলে প্রায় আট বৎসর ঐ স্কুলে কাজ করেন ও সেই বাটীতে বাস করেন। সেই বাড়ীতে তৃতীয়া কন্যার (আমার) জন্ম হয়। দিদিমা, মামা, মাসীমা প্রভৃতি কাহারও ইচ্ছা ছিল না যে মা ও ভাবে বিদেশে চলে আসেন, মা সকলের কথা অগ্রাহ্য করে চলে আসাতে সকলেই বড় দুঃখিত হন। সেই স্কুলবাড়ীতে থাকতে অনেক বন্ধু ও প্রচারক মহাশয়গণ এসে মার কাছে থেকেছেন।

তখন হাজারিবাগ যদিও খুব সস্তা জায়গা ছিল কিন্তু তবু ৬০৲ টাকা আয়ে ঘর বাড়ী করার কথা ভাবাই অনেকের পক্ষে অসম্ভব। মা সেই আয়ের ভিতর অল্প কিছু সম্বলে বাড়ী আরম্ভ করেন ও আস্তে আস্তে শেষ করেন। তার জন্য যে তিনি কি ভয়ানক পরিশ্রম করেছিলেন বলা যায় না। ছেলে মেয়েদের সুখের জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করিতেন না। এই সামান্য আয়ের মধ্যে আমাদের সকলকে যতদূর সম্ভব লেখা পড়া শেখান। সংসারে উন্নতি ও ছেলে মেয়েদের সুখের জন্য নিজে নানা ভাবে উপার্জ্জন করবার চেষ্টা করেন। কত মেয়েদের গান শিখিয়ে, বোনা, সেলাই ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। মা বলতেন পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করছি এতে দোষ কি? যদি কাহারও কাছে হাত পাতিতে হয় সেই দোষের। বাগানে তরী তরকারী করে গরু পুষে ছেলেদের দরকার মত দুধ রেখে আর বাকি বিক্রী করে আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন, যাতে ছেলে মেয়েদের সুখে রাখতে পারেন।

এই বাড়ীতে এসে অনেক দিন পরে আমাদের আর একটি বোন হয়। সে কিছু বড় হলে সংসারের এত পরিশ্রম সত্ত্বেও উপরে বসে সকলে একটি ভাল গান করে সেলাই আরম্ভ করতেন। সেই সেলাই বিক্রীর পয়সা মা নানা কাজে দান করেছেন দেখেছি।

আমাদের কোন ভাই বোনকেই ছোট বেলায় স্কুলে যেতে হয় নি। মা সকলকেই বাড়ীতে পড়াতেন। আমাদের মেজ বোনের বিবাহ পর্য্যন্ত মার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল।

কুচবিহারে অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

মা বিধানজননীর বিশেষ কৃপায় সেবক ভাই শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয়ের শুভাগমনে এবার কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দায় নগ্নপদে দাঁড়াইয়া "চল ভাই সবে মিলে যাই সেই পিতার ভবনে" এই কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এবং কীর্ত্তন করিতে করিতেই মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। কীর্ত্তনান্তে বালক বালিকাগণসহ মোমবাতী হস্তে লইয়া আরতির গান "জয় মাতঃ জয় মাতঃ" করা হইল। সঙ্গীতান্তে সেবক ভাই জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের আরতির প্রার্থনা উচ্চারণ করিলেন। পাঠান্তে "তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন" এই গানটী করিয়া উৎসবের উদ্বোধনের কার্য্য শেষ করা হয়। আফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে মহাশয় সঙ্গীতের নেতৃত্ব করেন।

৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮৷৷০ ঘটিকার সময় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে সঙ্গীত আরম্ভ করা হয়। ৯৷৷০ ঘটিকার সময় সেবক ভাই আমিত্ব বিহীন হইয়া জ্বলন্ত জীবন্ত উৎসাহের সহিত প্রমত্ত ভাবে উপাসনা করিলেন। উদ্বোধন হইতে আরাধনা প্রার্থনা শেষ পর্য্যন্ত গুড শুক্রবার, শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ, আত্মবলিদান ও তিন দিন পর উত্থানের আধ্যাত্মিক ভাব সকল বিশেষ ভাবে বিবৃত এবং প্রকাশিত হয়, আমাদের ছোট আমি (কামক্রোধাদি) আর বড় আমি (ধর্ম্মের অভিমান) বলিদান করিতে হইবে, সম্পূর্ণরূপে আমি নাই হইতে হইবে। আমার কিছু থাকিলে কিছুই হইবে না, আমার সম্পূর্ণ আমিকে বলিদান না দিলে কখনই নববিধানের জীবন গঠিত হইবে না। যদি উপাসনায়, ধার্ম্মিকতায় একটুকু আমিত্বের গন্ধও থাকে তবে পরিত্রাণের ব্যাঘাত হইবে। অতএব যন্ত্রীর হাতে আমিত্ব স্বামিত্ব কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। নববিধানের আদর্শজীবন পাঠ করা হয়, শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ ও প্রার্থনান্তে শান্তিবাচন হয় এবং প্রায় ১১টার সময় এ বেলার কার্য্য শেষ হয়। সেবক ভাই মন্দিরেই সমস্তদিন অবস্থান করেন। আমরা সকলে প্রচারাশ্রমে এসে প্রীতিভোজন করি।

মধ্যাহ্নে আমাকে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিতে হয়।

অপরাহ্ণ ৫টায় পাঠ, আলোচনা, ৬টায় কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৭টায় পুনরায় সেবক ভাই উপাসনা করেন। এ বেলায় সকাল বেলার ভাব সমুদায় আরও উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত হয়। এবং স্বয়ং শ্রীভগবানই স্বর্গ, তাঁতে বাস করাই সশরীরে স্বর্গগমন ইহাও বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। আর কুচবিহারের রাজা প্রজা এবং বিশেষ ভাবে যাঁদের অনুগ্রহে এই ব্রহ্মমন্দির, সাধন ভজনের স্থান, উৎসবানন্দ সম্ভোগ, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, কাঁদিতে হইবে, শ্রীভক্তজননীর চরণতলে প্রতিদিন

প্রার্থনা করিতেই হইবে এবং যেমন আপনাদের আমিত্ব বলিদান করিতে হইবে, তেমনি ঈশ্বর অনুগমনে পরার্থে ধর্ম্মার্থে প্রাণদান করিতে হইবে। ইহাই বিশেষ ভাবে এ বেলার উপাসনা ও উপদেশ ব্যক্ত হয়।

৬ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল, শনিবার—প্রাতে ৮টায় কেশবাশ্রমে তিন জনে মিলিয়া উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন, শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ আরাধনা ও সেবক ভাই মল্লিক মহাশয় অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করেন।

সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন হয়। গত বর্ষের মণ্ডলীর কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। নববিধানমণ্ডলী কি ভাবে কুচবিহারের সেবা করিতে পারেন এবং সর্ব্বসাধারণে কি ভাবে নববিধানে সেবকগণকে গ্রহণ করিতে পারেন ও কি চান, এই বিষয় কিছু আলোচনা হয়। স্থানীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শীতেশচন্দ্র সন্যাল মহাশয় বিশেষ ভাবে এই আলোচনাতে যোগদান করেন ও আপন মনোভাব জ্ঞাপন করেন। স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন, গাইবাঁধার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রভূষণ দত্ত মহাশয় এবং মল্লিক মহাশয় আলোচনার পরিপোষকরূপে ব্যবহৃত হন।

৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পুত্রের নামকরণ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান তাঁহার করুণাকুটীরে সম্পন্ন হয়, এই শিশুটী গত ১৭ই মে ১৯২৩ খৃঃ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সালে জন্মগ্রহণ করে। এই শুভ অনুষ্ঠান মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিন্স ভিক্টোর নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং আগন্তুক কয়েকটী বিশিষ্ট ভদ্র লোক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করায় অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কেদার বাবু মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত সকলকে যোড়শোপচারে ভূরিভোজন করান। শিশু "সুনীতকুমার" নাম প্রাপ্ত হয়। ভাই মল্লিক মহাশয়ই উপাচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

সন্ধ্যা ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। কথিত আছে ঈশা তিন দিন মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিয়া পুনরুত্থান করিলেন, এই আখ্যা অবলম্বনে উপাসনায় ব্যক্ত হইল যে, এ দেহে আমরা তিন দিন মাত্র থাকিতে আসিয়াছি, এ দেহও ঈশ্বরের জানিয়া ইহা ঈশ্বরকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহাতেই সশরীরে স্বর্গবাস হইবে।

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, সোমবার—প্রচারাশ্রমের উৎসব। আজ শ্রীঈশার পুনরুত্থানের দিন। তিন দিন পর কবর হইতে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশদরূপে প্রকাশ হইল। শ্রীকেশবও কুচবিহারের সেবার্থ আত্মবলিদান করিয়াছেন। আমরা কিছুতেই নিরাশা হইব না। কেশবচন্দ্র আশার চন্দ্র। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই, যাহা কিছু আত্মিক তাহা পরমাত্মার, আমরা তাঁরই, খাই, তাঁরই পাই, তাঁকে আমাদের সব দিতে হইবে। এই প্রচারাশ্রম হইতে যেন কুচবিহারের যথার্থ সেবা হয়। রংপুরের বাবু চণ্ডীচরণ চৌধুরীও কল্য হইতে আসিয়া যোগ দেন।

অপরাহ্ণ ৫৷৷০টায় রাজবাড়ীর উদ্যানাস্থিত সমাধি তীর্থে স্বর্গীয় মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমাধিপার্শ্বে স্বর্গীয় অমরধাম নিবাসী শ্রীকেশবাত্মা, নৃপেন্দ্র, রাজরাজেন্দ্র, জীতেন্দ্র হিতেন্দ্র ও প্রতিভাসুন্দরী প্রভৃতি অমরাত্মা সকলকে মাতৃরঙ্গে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেবক ভাই গম্ভীরভাবে উপাসনা করেন। এই যে অমরধাম, তাঁতে বাসই স্বর্গ, "পরিণামে শান্তি" এই তিনটী ভাবই বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়। "সম্মুখে অমরধাম" "ঐযে দেখা যায়" "তোমার অসীমে" ক্রমে এই তিনটী সঙ্গীত হয়। শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

৯ই বৈশাখ ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে ১০টায় আর্য্যনারী সমাজের উৎসব কেশবাশ্রমে হয়। সেবক ভাই মল্লিক মহাশয়ই উপাসনা করেন। নববিধানের আদর্শচরিত্র কেদারবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ এবং প্রার্থনা শ্রীযুক্ত মনোরথ বাবুর স্ত্রী পাঠ করেন। কোচবিহার আর্য্যনারীদিগের নেতৃ মহারাণী সুনীতিদেবীর আধ্যাত্মিক উপস্থিতি ও সহযোগিতা স্মরণে মহিলাদিগকে উপদেশাদি প্রদান করা হয়। সংসারে প্রত্যেক মানবজীবনে পার্থিব সুখ দুঃখ যোগ শোক পর্য্যায় ক্রমে ভোগ করিতে হয়। কখনও বা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া যেমন সুখসম্ভোগ হয়, আবার তাহার বিপরীতে শোকে তাপেও কতই জর্জ্জরিত হইতে হয়। এই সকল অবস্থাতে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিলে আর দুঃখ থাকে না, সুখে দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত যিনি ধরিতে পারেন তিনিই সশরীরে স্বর্গ সম্ভোগ করেন। মহারাণী সুনীতি দেবীর জীবনেও বর্ত্তমান যুগে নববিধানবিধায়িনী জননী সেই ভাবে কতই লীলা করিতেছেন। উৎসবান্তে আশ্রমেই খেচরান্ন গ্রহণ করা হয়। অনেকগুলি মহিলা এই উৎসবে যোগদান ও সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন।

প্রচারকমহাশয় এই দিন অপরাহ্ণ ৫টায় জেলখানার কয়েদীদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। প্রাতঃসন্ধ্যা মা নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও প্রণাম করিলে সকল যন্ত্রণা যাইবে বলা হয়। জেলখানা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় কলেজ বোর্ডিংএর অল্পসংখ্যক ছাত্রদের সম্মুখে গৃহ সম্বন্ধে ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। তাহাতে ছেলেরা বেশ উপকৃত হইল বলিলেন।

সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গতসভার অধিবেশন। শ্রীযুক্ত তারাকান্ত সেন মহাশয় "শক্তি" সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেবক ভাই সপ্ত স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বর "শক্তি"র মীমাংসা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি স্কুল কলেজের ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন।

১০ই বৈশাখ ২৩শে এপ্রিল বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ঘটিকার সময় শ্রদ্ধেয় মল্লিক মহাশয় শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী ইন্দুলেখার ১১শ বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার বাসায় উপাসনা করেন। কন্যার মাতামহ শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের "জীবজন্ম" প্রার্থনান্তে শান্তিবাচন হয়। অপরাহ্ণে কিছু জলযোগ করান হয়। এই দিন প্রচারকমহাশয় "সুনীতি বালিকাবিদ্যালয়" পরিদর্শন করেন ও ছাত্রীদিগকে কিছু নীতি উপদেশ দেন এবং ছাত্রদিগের পাঠাগারও পরিদর্শন করেন।

সন্ধ্যা ৭টায় কেশবাশ্রমে উৎসবের শান্তিবাচন হয়। ঐ সময় আকাশ হইতেও শান্তিবারি বর্ষিত হইয়াছিল। বিধানভোগ ও সরবৎ ভক্তগণের চারিরূপে বিতরিত ও গৃহীত হয়। মহিলা ও ছাত্রগণ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

১১ই বৈশাখ ২৪শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় সময়

প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ ও শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতাসূচক আকুল প্রার্থনা করেন। সেবক ভাইয়ের প্রার্থনাতেও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং আরতির দিন হৃদয়ের পঞ্চপ্রদীপ যোগে মার শ্রীমুখ দর্শন, উৎসবে এবার "আমি নাই" হইয়া যে গভীর উপাসনা হয়, সমাধিতীর্থে "পরিণামে শান্তি" ও আর আর যে সকল মহা সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা স্মরণপূর্ব্বক মাতৃচরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন ও কোচবিহারের জন্য বিশেষ ভাবে আকুল প্রার্থনা করেন এবং প্রতিদিন কোচবিহারের জন্য প্রার্থনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

সেবক ভাই আহারান্তে ১১টার ট্রেণে পুনঃযাত্রা করেন।

সেবক শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ।

বিশ্ব-সংবাদ।

গত ৬ই মে মুসলধর্ম্মাবলম্বীদিগের "ইদল্‌ফেতের" পর্ব্ব গিয়াছে। ত্রিশ দিন ধরিয়া রোজা রাখিয়া সন্ধ্যায় অর্থাৎ নমাজের পর অল্পাহার করিয়া এই দিনে তাঁহারা নবসাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সমবিশ্বাসী আত্মীয় স্বজনদিগকে লইয়া সমবেত উৎসব করেন। বন্ধুস্থানে মিলিয়া নমাজ করিয়া পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন করেন, পরস্পরকে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন, দরিদ্রদিগকে অন্নদান করেন এবং পরে একত্রে পান ভোজনাদি করিয়া থাকেন। অন্যান্য দিন পাঁচবার করিয়া নমাজ করিবার নিয়ম। এই দিন তাঁহারা ছয়বার নমাজ করেন এবং সেদিন দানের নিয়ম—যাঁহারা অবস্থাপন্ন তাঁহারা অন্ততঃ শতকরা আড়াই টাকা দান করিবেন। মুসলমান মসজিদে উজীর ফকিরের কোন প্রকার পার্থক্য নাই, সকলেই একত্রে ধূলিতে আসন করিয়া নমাজ করেন এবং পান ভোজনেও ভেদাভেদ নাই! এবার লণ্ডনে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সেদিন এক মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ।

নবদেবালয়ে উপাসনা—গত কয়েক সপ্তাহ হইতে প্রতি রবিবার প্রাতে ৯টার পর কমলকুটীর নবদেবালয়ে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইতেছে। গত রবিবার ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। পূর্ব্ব দুই রবিবার শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী স্বয়ং উপাসনা করিয়াছিলেন।

সেবকগণ—ভাই প্রমথলাল সেন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কাঁথির উৎসবে গিয়াছেন। ভাই বিহারীলাল সেন তাঁহার পুত্রের নিকট গিয়াছেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ গিরিডিতে থাকিয়া সেবাদি করিতেছেন।

সুসংবাদ ও কৃতজ্ঞতা—আমরা সানন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গগত নববিধানপ্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার সেন ব্যারিষ্টার বিহার হাইকোর্টের জজপদে আপাততঃ অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, পরে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। প্রশান্তকুমার ইতিপূর্ব্বে বিহার ব্যবস্থাপক-সভার সভাপদে অভিষিক্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। যাঁহারা এক সময় ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানদিগকে বিধাতাই কেমনে পুরস্কৃত করেন তাহারই নিদর্শন প্রশান্তকুমারের উচ্চপদ লাভে দর্শন করিয়া আমরা তাঁহাকেই কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি এবং প্রশান্তকুমারের আরও উন্নতি ও চিরকল্যাণ ভিক্ষা করি।

গাজীপুরের উৎসব—স্বর্গীয় ভ্রাতা নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী দেবীর ঐকান্তিক যত্নে উৎসবে গত ১৫ই মার্চ্চ হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত গাজীপুরের সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। ১ম দিন উদ্বোধন, মধ্য দিনে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব এবং শেষ দিনে মহিলাদিগের উৎসব হয়। শেষ দিনে প্রায় ৪০জন মহিলা উপস্থিত থাকিয়া যোগদান করেন। ভ্রাতা কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

নূতনখাতা—গত ৭ই মে বাটরায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের ডাক্তার খানার নূতন খাতা অনুষ্ঠানে ভাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

শুভবিবাহ—গত ৬ই মে, ৫১।১ দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটে পুলিশ ডেঃ কমিশনার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান অরুণেন্দ্রনাথ বসুর সহিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই অমৃতলালের পৌত্রী কুমারী স্নানপ্রিয়ার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। ১০ই মে বাগবাজারে উপেন্দ্রনাথের বাড়ীতে নববধূ সমাগম অনুষ্ঠান হয়।

পারিতোষিক বিতরণ—শ্রীমান্ ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ ও মা সুধাদেবীর স্বর্গগত পুত্র প্রেমেন্দ্র স্মৃতি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান গত ৯ই মার্চ্চ গৌরীপুর বাবুর বাগানে মহারাণী সুনীতিদেবী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী প্রেমেন্দ্র কার্য্যসংঘ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। মিসেস এন, সি সেন এই সংঘের সাহায্যার্থ ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পরলোকগমন—গত ৯ই মে হাবড়ানিবাসী শ্রীমান্ বিনয়কুমার দাসের শিশু পুত্র "করুণাকুমার" পিতা মাতা পিতামহ পিতামহী এবং মাতামহ মাতামহী ও বহু আত্মীয় স্বজনকে শোকবিহ্বল করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছেন। মা জননী শিশুকে তাঁহার স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং সকলকে সান্ত্বনা দিন।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই মে রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরের পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমারের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁহাদের প্রবাস ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা যোগেন্দ্রলাল আকুল প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে দানদরিদ্রদের সেবা ও ধর্ম্মপ্রচারার্থ অর্থ ও চাউল উৎসর্গ করা হয়।

আনুষ্ঠানিক দান—কোচবিহারপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় পুত্রের নামকরণে প্রচারাশ্রমে ১৲, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ১৲। শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথের ছাতা কিনিতে ২৲। রায় যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির বাহাদুর স্বর্গগত পুত্রের সাম্বৎসরিকে প্রচারাশ্রমে ৫৲। ওসমান তাগেদা কন্যার নামকরণে ৫৲। শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ কন্যার শুভ বিবাহে ১০০৲। শ্রীমতী প্রভাতবালা মাতৃশ্রাদ্ধে ৫৲। কুমারী অন্নপূর্ণা সেন পিতার সাম্বৎসরিকে ৪৲।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্,
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 30th May, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, ছিলাম যখন আমি মার উদরে, মার শক্তিতে আমার শক্তি, মার নিশ্বাসে আমার নিশ্বাস ও মার আহার পানের রসে আমার আহার পান হইত, মার ভিতরেই আমার আমি ছিলাম, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র ছিল না। যাই সংসারে প্রসূত হইলাম, সংসারের হাওয়া গায়ে লাগিল, সংসারের রৌদ্র জল, আহার পান, সঙ্গ উপসর্গ জুটিল, আমি ক্রমে মার কোলছাড়া হইলাম, পৃথক হইলাম, আপনার আমিত্ব জাহির করিলাম, কর্ত্তৃত্ব স্বামিত্ব আপনাতে আরোপিত করিলাম, স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম, তখন হইতেই মাতৃযোগের নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তি হইতে চ্যুত হইয়া সংসারের সুখ দুঃখের বিপদ সম্পদের অধীন হইলাম এবং নানা প্রকার সাংসারিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। এখন বেশ বুঝিতেছি, আমার স্বতন্ত্র আমিত্বের ফলেই আমার এই দুর্গতি, আমার এই দুরবস্থা। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেমন মার শক্তিরসে সঞ্জীবিত রক্ষিত হইয়া সুখশান্তি আরামে জীবন যাপন করিয়াছিলাম, তেমনি এখন মা আমার এই তোমা হইতে বিযুক্ত স্বাতন্ত্র্যের মোহ নির্ব্বাণ করিয়া তোমার অস্তিত্বে আমাকে যোগযুক্ত আবেষ্টিত কর। যেন "আমি আমার" একেবারে তোমারই ভিতরে নিমজ্জিত আত্মবিলীন হইয়া তোমার গর্ভস্থ সন্তান হই ও তোমার সত্যে সত্যজীবন তোমার জ্ঞানে সজ্ঞান হইয়া তোমারই আনন্দে নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে ঈশ্বর, এ সংসারে বহু বিঘ্ন। সে সমুদয়ের মূল তোমা হইতে স্বতন্ত্রতা। হে নাথ, তোমার সঙ্গে যোগে একপ্রাণ করিয়া উহার নিবৃত্তি সাধন কর এই তোমার নিকট প্রার্থনা। মু, দৈ প্রাঃ, ১ম, ১৪৩।

———

মা তুমি এবং যাহারা তোমার, তাহাদিগের সঙ্গে বিয়োগ জনিত ক্লেশ অপনয়ন করিয়া যোগ নিষ্পন্ন কর এই যোগেতে বিপদাপদ সমুদয় বিষয় নির্ব্বাণ কর। তুমি আমাদের হৃদয়ে অবিভক্ত হও। নূ, দৈ প্রাঃ, ১ম, ১৪২।

———

সুষুপ্ত অবস্থায় পাপের নিবৃত্তি হয়। আবার জাগ্রৎ হইলে পুনরায় পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে, এরূপ নির্ব্বাণ প্রার্থনা করি না, ইহা নির্ব্বাণ নয়। যে জলে সমস্ত নির্ব্বাণ হয়, তাহাই কৃপা করিয়া বিধান কর। নূ, দৈ প্রাঃ, ১ম, ১৪৩।

হে দেব, যে ব্যক্তি গৃহ হইতে পলায়ন করে, সে কাপুরুষ। অতি দুঃখজনক গৃহে সুখস্বরূপ তোমাতে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া যিনি নিতান্ত শান্তচিত্ত হইয়াছেন তিনিই যোগী, আমরাও নিত্য সেইরূপ হইব। নূ, দৈ প্রাঃ, ১ম, ১৪৪।

আমিত্ববিনাশ সাধন।

পুরাণে শিবের শবত্ব সাধন আমিত্ববিনাশের অতি মহোচ্চ নিদর্শন। কবিকল্পিত বাহ্যমূর্ত্তি আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু তাহার ভিতর যে আধ্যাত্মিক সত্তা এবং সত্য তাহাই আমাদের গ্রহণীয়।

আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী ঘন নির্ব্বাণ-আঁধাররূপিণী পাপ-রক্তবীজবিনাশিনী সর্ব্বভক্তের মুণ্ড আপন অঙ্গভূষণ করিয়া বিরাজিতা, তিনি সংসার-আবরণত্যাগিনী মহা বৈরাগ্যবেশধারিণী হইয়া এই বিশ্বশ্মশানে নিত্যকাল নৃত্য করিতেছেন, মহাযোগী বিনা কে সে মহাশক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে?

তাই সংসারবিষধরে জড়িত মহাদেব শিব আপন বক্ষ পাতিয়া দিয়া মহাযোগে আত্মাহত হইলেন এবং বক্ষে তাঁর সেই আদ্যাশক্তি যিনি তিনিই নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিবের "আমিত্ব" শবত্ব প্রাপ্ত হইল, বক্ষে একমাত্র মহাশক্তিরই নৃত্য অব্যাহতচিত্তে অনিমেষে তিনি দেখিতেছেন। শিব বাহ্য সংজ্ঞাশূন্য, সংসারবিষধরের দংশন তাঁর চিরশিবভূষণ হইলেও তাহা উপেক্ষিত, দৃষ্টি তাঁর কেবল ঐ হৃদিস্থিত মহাশক্তির নৃত্যদর্শনে স্থির। ইহাই কি যথার্থ আমিত্ববিনাশে যোগসমাধি প্রাপ্তির মহানিদর্শন নয়? আদি যুগের আত্মবিনাশ সাধনের উচ্চ নিদর্শনই এই মানবাত্মার শায়িত শব শিবজীবনে চিত্রিত।

ইহার পর প্রাচীন ইতিহাসেও আমিত্ববিনাশের নিদর্শন শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ। শ্রীবুদ্ধমূর্ত্তি উপবিষ্ট শবমূর্ত্তি। তিনি দেহে উপবিষ্ট, কিন্তু তাঁহার দৈহিক প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়-সুখবিলাস কামনা বাসনা মৃত। তিনি স্ত্রীপুত্র সংসার রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ আত্মসুখ সকলই নির্ব্বাণ করিয়া মহা-বৈরাগ্য বৃক্ষমূলে বসিয়া গভীর সমাধিসাধনে রত, কেবল পরার্থে পরদুঃখ অপনোদনে মাত্র তিনি জীবিত। রাজপুত্র হইয়া হইলেন সর্ব্বত্যাগী পথের ভিখারী, আত্মস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া আপনি খাইলেন শুষ্ক শূকরের মাংস, দিলেন কিন্তু উপাদেয় ভক্ষ্য ভোজ্য শিষ্য প্রশিষ্য ভিক্ষুক দিগকে। মহানির্ব্বাণ জলে নিবাইলেন জীবের দুঃখ, নিষ্কাম বৈরাগ্য সাধনে বিতরিলেন জগজ্জনে মহাশান্তি। ইহা কি সামান্য আমিত্ববিনাশ সাধনের নিদর্শন?

শ্রীঈশার ক্রুশারোহণের ন্যায় আমিত্ব বিনাশের এমন উজ্জ্বল নিদর্শনই বা আর কোথায়? প্রসারিতহস্ত দণ্ডায়মান শব শ্রীঈশা। তিনি কেবল "আমি" "আমার ইচ্ছা" বলিদান পূর্ব্বক শবসমান দণ্ডায়মান হইলেন তাহা নহে, তিনি প্রসারিত হস্তে প্রসারিত হৃদয়ে সমগ্র মানবের আমিত্ব-পাপ আপনাতে আরোপিত করিয়া আপনাকে বলিরূপে অর্পণ করিলেন, কেন না জগজ্জন তাঁহার দেহে একদেহ হইয়া দৈহিক সর্ব্বপাপ মুক্ত হইবেন ও তাঁহার পুনরুত্থানে উজ্জীবিত হইবে। তাঁহার আত্ম-ইচ্ছা বিনাশে ও পরার্থে আত্মবলিদানে কেবল দৈহিক কামনা বাসনা পাপ নির্ব্বাণ হইল এবং দৈহিক দুঃখ দারিদ্র্যে শান্তিলাভের পথ খুলিল তাহা নহে, আত্মিক পরিত্রাণ এবং মানবের নবজীবনও লাভ হইল। মানবের আমিত্ববিনাশ সাধনের কি গভীর এবং উচ্চ আদর্শ দেখাইলেন শ্রীঈশা।

শ্রীমোহম্মদের শয়তাননিগ্রহ এবং আজানমন্ত্র উচ্চারণে শয়তান দূরীকরণ আমিত্ববিনাশ সাধন বই আর কিছুই নহে। শয়তানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নমাজ সাধন এবং আল্লা নামোচ্চারণের বলে পাপ শয়তানকে দূর করা ইহাইত আমিত্ববিনাশ সাধন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ বৈরাগ্যসাধন এবং নামোচ্চারণে নৃত্য কীর্ত্তন, এক দিকে আমিত্ববিনাশ এবং অপর দিকে ভগবৎ প্রেমোন্মত্ততার নিদর্শন ভিন্ন আর কি?

এই সর্ব্বপ্রকার আমিত্ববিনাশ সাধনই নববিধানের আদর্শ জীবনে একাধারে সমাবিষ্ট। শিবের শবত্ব, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীঈশার ক্রুশারোহণ, শ্রীমোহম্মদের আত্মনিগ্রহ, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস নববিধানে সমন্বিত ভাবে গৃহীত এবং পরিদৃশ্যমান। সর্ব্বপ্রকার আমিত্ববিনাশে যে নবজীবন তাহাই নববিধানের আদর্শ জীবন। "নাই যার আমি আমার, জানে না যে মা বই আর, মার ইচ্ছা স্নেহই যার সর্ব্বস্ব ও সার।" জীবনে জীবনে কবে এ জীবন পরিদৃশ্যমান হইয়া আমিত্ববিনাশ সাধনের যথার্থ সিদ্ধি লাভ হইবে?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের উপাসনা।

উপাসনার অর্থ উপাস্য দেবতার নিকট উপাসকের উপবেশন। তিনি আছেন উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমীপাগমন ইহাই উপাসনার মৌলিক অর্থ। ইহা বিচারবুদ্ধিগত ভাবসম্ভূত হইতে পারে। কিন্তু উপাস্য দেবতার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি হইলে উপাসনা দেখা শুনায় পরিণত হয়, ক্রমে দেখা শুনা ঘনিষ্ঠতর হইলে মায়ে পোয়ে কথোপকথন হয়। ইহাই যথার্থ নববিধানের উপাসনা।

সংসারের বাহাদুরী।

সংসারের জারীজুরী বাহাদুরী বিদ্যাবুদ্ধির আড়ম্বর ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব অহংকার, শারীরিক বল বীর্য্যের আস্ফালন, সকলই বিকারের খেয়াল বা মাতালের মত্ততাজনিত আস্ফালনের ন্যায় অসার ও অলীক। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন কত কি খেয়ালে একে বা উঠিয়া দাঁড়াইতে যায়, কিন্তু তাহা যথার্থ বল নয় দুর্ব্বলতারই লক্ষণ এবং মাতালও যেমন পানাসক্তির বশেই বল বিক্রম দেখায়, আসল বল তাহার কিছুই নাই, সংসারের বাহ্য আড়ম্বর, আমিত্বের প্রসার, আর্থিক মানসিক কায়িক আস্ফালনও তেমনি অন্তঃসারশূন্য। তাহার আসল ক্ষমতা কিছুই নাই, তাহা অনিত্য অধ্রুব ফেণোপম ক্ষণিক জানিয়া প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত বা ভীত হন না এবং তাহা স্পৃহনীয়ও মনে করেন না। তিনি ধর্ম্মই একমাত্র ধ্রুব সত্য ও নিত্য পদার্থ জানিয়া তাহাতেই নিত্য নিবদ্ধ হন এবং তাহারই জন্য সকল দুঃখ বহন করেন, মনের সমগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়োগ করেন।

মোহঘুম ভাঙ্গিবার উপায় কি ?

শরীরের নিদ্রা যেমন কেহ না ডাকিলে ভাঙ্গে না, হয় জীবনদাতা প্রকৃতিপতি স্বয়ং ডাকেন, নয় তাঁর কোন মানবসন্তান দ্বারা ডাকান, তবেই দৈহিক নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তেমনি মোহঘুমও তিনি না ভাঙ্গাইলে কিম্বা তাঁর ভক্তবন্ধুযোগে না ডাকিলে কিছুতেই ভাঙ্গে না। মোহনিদ্রাভিভূত মানবাত্মা কই আপনাপনি জাগে, তিনি না জাগাইলে? ব্রহ্মকৃপাই একমাত্র মোহনিদ্রানাশের উপায়, তিনি যতক্ষণ না জাগান শত উপদেশেও কাহারও ঘুম ভাঙ্গে না। তাই মহর্ষি বলিলেন, "পাপ নাশ হেতুরেষ ন তু বিচার বাগ্বলম্—ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্"।

আমার মনের মতন।

"আমার মনের মতটি সব হয়" সবাই আমরা চাই। "আমার মনের মত" একটু না হইলে কতই বিরক্ত হই। আমার মনের মত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সংসার, স্ত্রী, পুত্র, দল সব হইলেই আমরা তুষ্ট হই। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আমরা সংসারবুদ্ধি ও আমিত্বপ্রিয়। আমরা যথার্থ আমিত্বহীন হইলে আমার মনের মত কিছু হয় চাহিতে পারি না। ঈশ্বরের মনের মত হইবো। শ্রীঈশা যেমন বলিলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক", তেমনি যথার্থ আমিত্বহীন আত্মা বলেন, "আমার মনের মত নয়, তোমার মনের মত হউক"।

নির্ব্বাণ সাধন।

[ব্রহ্মগীতোপনিষৎ হইতে সঙ্কলিত]

যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সংসারে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

যোগ জীবন যদি চাও, অস্থি মাংসের জীবন পরিত্যাগ কর। বিয়োগ প্রথমে, যোগ পরে। মৃত্যু আগে দ্বিতীয় জীবন পরে।

তোমার এক জীবন আছে, এই জীবন থাকিতে তুমি অন্য জীবন পাইতে পার না।

সর্ব্বপ্রথমে নিবৃত্ত হও, সকল প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। আসক্তি, প্রেম, ক্রোধ, কার্য্য, চিন্তা ঐ সমুদায় হইতে নিবৃত্ত হও, সংসার হইতে মনের সমস্ত অনুরাগ স্নেহকে নিবৃত্ত কর। যখনই কোন সংসার কামনা অথবা সংসার চিন্তা আসিবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিবে। প্রিয় অপ্রিয়, মনে কাহাকেও স্থান দিবে না। শান্ত নিস্তব্ধ ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে। একেবারে মনকে খালি করিয়া ফেলিবে।

যোগের উপায় নির্ব্বাণ। যদ্দ্বারা মনকে একেবারে নিশ্চিন্ত এবং নির্ভাবনাযুক্ত করা যায়। যদি নির্ব্বাণ চাও, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সাধুতা, অসাধুতা, কিছুই ভাবিতে পারিবে না।

নির্ব্বাণে নিজের কোন ভাবনা থাকিবে না। মনের ভিতর হইতে সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। নির্ব্বাণের অবস্থায় মনের চিন্তা ভাবনা আসক্তি কিছুই থাকে না। মনের যন্ত্রগুলিও নিষ্ক্রিয় এবং অহং পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, একেবারে শূন্য ঘর।

হে সাধক, তোমার এই নির্ব্বাণের অবস্থা চাই। কিন্তু নির্ব্বাণ তোমার উদ্দেশ্য নহে, নির্ব্বাণ যোগ পথের উপায়।

মনকে একেবারে খালি করিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে ঘোরান্ধকার মধ্যে সাধন কর। এক মিনিট অন্ততঃ সাধন কর দেখি। শূন্য মন কি তাহা একবার ভাব, পূর্ণ মন ভাবিও না।

প্রতিজ্ঞা কর, কোন ভাবনাকে মনে আসিতে দিব না। যথার্থ বৌদ্ধজীবন ধারণ কর। সমস্ত নির্ব্বাণ কর, কিছুই যেন মনেতে থাকে না। শেষে আপনি থাকিবে, তাহাকেও হাত ধরিয়া বিদায় করিয়া দিবে।

নির্ব্বাণের জল হাতে করিয়া থাক, যাই মনের মধ্যে চিন্তার অগ্নি কিম্বা কোন প্রকার কামনার প্রদীপের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে অমনি তাহা ঐ জলে শোঁ করিয়া নিবাইয়া দিবে।

যদি ঈশ্বর আছেন যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও,

তবে আমি নাই ইহা সিদ্ধান্ত কর। জীবাত্মার বিয়োগ, পরমাত্মার আবির্ভাব। আমি না গেলে, হরি, তুমি আস্‌বে না, বলে পার, কৌশলে পার আমি শত্রুকে নির্ব্বাসন কর।

এই গৌতমের জীবন, এই শান্তি, এই নির্ব্বাণ, এই পূর্ণ প্রবৃত্তি।

অহঙ্কারের নিপাত হইলে যথার্থ যোগপথে যাইতে পারিবে।

আমি ভাবি তাহা নহে, আমি ভাবি না তাহাও নহে, কিছুতে অহঙ্কার হইবে না। যোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় যখন আমি দেখা দেয়। যখন আমির মৃত্যু হইল তখন সমুদয় প্রদীপ নিবিল এবং দেহ স্বামীর সমাধি তিরোভাব হইল।

মৃত্যু আমার ঘোর অন্ধকার এবং আকাশের অন্ধকার মিলিয়া ভয়ানক অন্ধকার হইল। অন্ধকার মধ্যে কে? উত্তর নাই।

যদি যোগী হইতে চাও, এই অবস্থাতে আসিতে হইবে। আমাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

লোকে বলে নিশ্বাস অবরোধ করিলে যোগ হয়। কার নিশ্বাস? ভ্রান্তি, মানুষ নাই, নিশ্বাস কোথায়? যতক্ষণ নিশ্বাস, ততক্ষণ যোগ ধ্যানে নাহি বিশ্বাস।

সমুদয় সামগ্রী এবং সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ কর, বিবস্ত্র শূন্য অহং রহিল, এবার এইটীকে এক কোপে কাট, এই মূল অগ্নি নির্ব্বাণ কর। আমি আর নাই। বাকী হইল শূন্য এবার হইবে পূর্ণ, কেবল ঔদাসীন্য, কেবল নিবৃত্তি, নেতি নেতি।

হে মহানির্ব্বাণ, আত্মহত্যার মন্ত্র সাধন করিতে শিক্ষা দেও, "না" মন্ত্রে দীক্ষিত কর। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।

হে নিবৃত্তি, হে অনন্ত নির্ব্বাণ, হে পরম বৈরাগী, হে পরমহংসের উদাসীন হরি, তোমাকে বারম্বার ডাকিতেছি, হরি তুমি যে বলিতেছ না, না। তোমার করুণা ভিন্ন, হে ঠাকুর, এই প্রবৃত্তিসাগর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না। পতিতপাবন এস তবে।

যে মনে করে আমি আমার প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিব, সে কখনও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না।

হে মোক্ষদায়িনী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন নিবৃত্তির সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীদরবারের বিশেষ অনুশাসন।

[শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্যের দেহাবস্থান কালে]

২৯শে ভাদ্র ১৭৯৬ শক।—ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ততা ভিন্ন আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। বাহিরের কোন কারণে এই উন্মত্ততা উৎপন্ন হইবে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরধ্যান, ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরপ্রেমে আত্মা উন্মত্ত থাকিবে। সঙ্গীত ইত্যাদি বাহিরের ব্যাপারে যে উন্মত্ততা তাহা স্থায়ী নহে।

ভাল কথা কি তোমরা এখনও শুন নাই? এবং ভাল কথা কি তোমরা এখনও বল নাই? অন্য কথা আমরা কেন বলিব?

এখনও কূপে অগাধ জল আছে, তোমরা যদি যোগ রাখিতে ইচ্ছা না কর, তোমাদিগকেই শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হইবে।

৫ই আশ্বিন ১৭৯৬ শক।—পাপের প্রতি ঘৃণা বশতঃ প্রচারকদিগের অতি রুক্ষ স্বভাব হইয়াছে। তাহাদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় গুণগ্রাহী হইয়া পরস্পরকে উৎসাহী করিবার জন্য তেমন আলোচনা করিতে দেখা যায় না। এখন গুণের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং দোষের প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বিচ্ছেদ ও পতনের পূর্ব্বেই এই দোষটী লক্ষিত হয়।

আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাঁহার নিকট আমরা গুণ এবং সৎকার্য্যের পুরস্কার আশা করিতে পারি, অতএব আমার ইচ্ছা যে এই সভা হইতে এমন একটী শাসনপ্রণালী স্থাপন হয় যদ্দ্বারা সৎকার্য্যের পুরস্কার ও দোষের সংশোধন করা হয়।

সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া Defiant spirit এ যদি কেহ প্রচার করিতে পারে তবে বুঝিতে হইবে সেই প্রচারক সমাজের প্রাণ নাই।

আমাদের মধ্যে মিলন ও একতা হইবে না, এইরূপ অবিশ্বাস এবং নিরাশার কথা কেহই মুখে আনিতে পারিবে না। আশার Atmosphere এ না থাকিলে পরিত্রাণ অসম্ভব।

প্রচারক কয়েকজনের কেন একটী ঘর, এক রকম আহার পরিধান হইবে না, সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রচারকেরা আখড়াবাসী বৈষ্ণবদিগের ন্যায় সেই ঘরে থাকিবেন, শাক্তেরা বাহিরে থাকিবে। যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন বিনয় এবং দীনতা অসম্ভব।

আশ্রমের অধ্যক্ষই বল কিংবা আর কিছু বল, প্রাচীন ঋষির ন্যায় সর্ব্বদাই ঈশ্বরের স্তবস্তুতি এবং ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিয়া পশুপক্ষী এবং আশ্রমের সমুদায় মনুষ্যদিগের যাহাতে কল্যাণ বিধান হয় তাহার জন্য বিশেষ মনোযোগী ও ব্যস্ত থাকিবেন।

১২ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।—প্রচারকদিগের পরিবারের উপজীবিকার জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ যে প্রণালী ও যে পরিমাণে অর্থাদি দিবেন তাহা একখানি কাগজে লিখিয়া ঐ সকল পরিবারের গোচর করিবেন।

প্রচারের জন্য ও প্রচারকদিগের উপজীবিকার জন্য যিনি যেখান হইতে যত টাকা দিতেছেন বা দিবেন সমুদায়ের হিসাব বর্ষশেষে প্রকাশ করা হইবে।

৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক।—পরস্পরের সহিত কলহ, বিবাদ হইলে তজ্জন্য কেহ বিরক্ত হইয়া উপবাস বা ব্রতভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

৫ই মাঘ, ১৭৯৬ শক।—যাঁহারা সর্ব্বদা একেবারে মফঃস্বলে থাকেন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ মাসও কলিকাতায় অবস্থিতি করেন না, প্রথম হইতেই মফঃস্বলের সঙ্গে যোগ, তাঁহাদিগের প্রচারসভার সভ্য হইয়া কোন ফল নাই। তবে এই হইতে পারে, যখন সাম্বৎসরিক বা অন্য উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আইসেন তাঁহারা প্রচারসভার অধিবেশনে অবস্থিতি করিতে পারিবেন এবং সভার নির্দ্ধারণ জানিবার অভিলাষ জানাইলে নির্দ্ধারণের প্রয়োজনীয় সারাংশ সম্পাদক জানাইবেন।

১৯শে মাঘ, ১৭৯৬ শক।—আশ্রমস্থ লোক মধ্যে পরস্পর বিবাহ না হওয়াই শ্রেয়স্কর এবং তদ্বিষয়ে আলোচনাও নিষিদ্ধ।

১৭ই ফাল্গুন।—প্রচারকসভা হইতে যে সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে, প্রচারকসভার অভিপ্রায় ভিন্ন তাহা প্রকাশিত হইবে না।

১লা চৈত্র।—ব্রাহ্মবিবাহের বিধি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে প্রচারকেরা তাহাতে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। বিধি বিরুদ্ধ বয়সে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হইলে অথবা বহু বিবাহ হইলে প্রচারকেরা তাহাতে উপাসনা করিবেন না।

বেশ্যা বিবাহে প্রচারকেরা আচার্য্য বা পুরোহিতের কার্য্য করিবেন না, কিন্তু ব্যভিচারিণীর সংশোধন সম্বন্ধে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।

৮ই চৈত্র।—পরস্পরের অধীন হয়ে কার্য্য করিতে শিক্ষা, যাদের সঙ্গে মতের মিল নাই তাদের সঙ্গে যোগ রাখা। নিষ্ফল তর্ক শীঘ্র শেষ করা। মনুষ্যের পাদস্পর্শ ত্যাগ করা। মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি করা। আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রচার কার্য্যালয়ে অর্পণ করা এবং নিজে তৎসম্বন্ধে অর্থব্যয় না করা। প্রচারকসভার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া। আহারাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বৈরাগ্য লক্ষণ গ্রহণ করা। দূরদেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্র লেখা। সাংসারিক ভাবে পরস্পরকে সম্মান না দেওয়া। সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখা। দাসদাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার। সময়ে সময়ে স্বহস্তে রন্ধন, একত্র ভোজন ও শয়ন। তপোবনের এই নূতন বিধি প্রত্যেক প্রচারক নিজ নিজ জীবনে পরিণত করিতে যত্ন করেন এবং উহা মুদ্রাঙ্কনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক খণ্ড নিকটে রাখেন।

প্রত্যেক প্রচারক প্রতিদিনের জীবনে এত অধিক পরিমাণে প্রচারকার্য্য বা প্রচারচিন্তা করিবেন যে তদ্দ্বারা তিনি প্রচারকব্রতের পরিচয় দিতে পারেন।

শ্রীবুদ্ধ, শ্রীঈশা ও শ্রীচৈতন্য জীবনের গূঢ় যোগ।

একজন ঈশ্বরের পূজা বন্দনা করা দূরে থাকুক ঈশ্বরের নাম মুখেও আনিলেন না, এমন জীবনের সঙ্গে, ঈশ্বরের পূজা বন্দনার প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার ইচ্ছা পালন যোগে ঈশ্বরের রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করা, ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন, নাম কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া জগতকে মাতান যাঁহাদের জীবনের কাজ, এমন ঈশ্বরপরায়ণ ঈশ্বরপ্রেমিক দুইজন মহাপুরুষের জীবনের মিলন কোথায় ও কিরূপে সম্ভবে, এ প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে।

আমরা মিলনের ধর্ম্ম নবযুগের নববিধান-বিশ্বাসী। পবিত্রাত্মা তাঁহার অযাচিত কৃপাতে আমাদের অন্তরে এই তিন মহাপুরুষের মিলনভূমি যেরূপে উদ্ভাসিত করিয়াছেন আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এই তিনটী মহাপুরুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন সাধনাযোগে সংসিদ্ধ করিবার জন্য ইঁহাদের আগমন হইয়াছিল। ইঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব, ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও সাধনার প্রণালীর বিশেষত্ব ও ভিন্নতা কে অস্বীকার করিবে? অস্বীকার করিলে সত্যেরই অপলাপ হয়। কিন্তু বিশেষত্ব ও ভিন্নতার মধ্যে একত্ব কোথায়, মিলন কোথায়, ইহা প্রদর্শন নববিধানের কার্য্য। এক সাধনক্ষেত্রে সম্মিলিত পাঁচজন সাধকের মধ্যে বিশেষত্ব ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও যেমন ঐক্যের ভূমি, মিলনের ভূমি আছে স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা এক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মিলন সম্ভব হয় না, তেমনই এই বিভিন্ন প্রকৃতির মহাজন, বিভিন্ন সাধন পথের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জীবনে গূঢ় মিলনের ভূমি আছে, অন্যথা সমস্ত মানবমণ্ডলীর একই পরিত্রাণের সংবাদ লইয়া, একই উচ্চ গতি লাভের স্বর্গীয় পথের দর্শক হইয়া ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিক ক্ষেত্রে এই তিন বিভিন্ন ব্যক্তির আগমন হইত না। শ্রীবুদ্ধ সমস্ত মানবমণ্ডলীর সকল প্রকার দুঃখের নিরসনে চরম শান্তি, শাশ্বত আনন্দের পথ দেখাইতে আসিলেন। শ্রীঈশা কি আমিত্ব বিনাশে মানব জীবনের সকল প্রকার দণ্ড ও দুঃখের নিরসনে শান্তি ও আনন্দের পথ, অনন্ত জীবনের পথ দেখাইতে আসেন নাই? শ্রীচৈতন্য কি ত্যাগের অনন্ত মূর্ত্তিরূপে নিবৃত্তির পথে পরম শান্তি সুখের আধার অনন্ত সচ্চিদানন্দ যিনি তাঁহারই মধুর নাম কীর্ত্তন যোগে তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিতে আসেন নাই? মহাজনদিগের কার্য্য এই—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। তাই শ্রীঈশা বলিলেন আমিই পথ, শ্রীবুদ্ধ কি বলিতে পারেন না আমিও পথ। শ্রীচৈতন্য কি সেই ভাবে বলিতে পারেন না আমিও পথ?

যাহা হউক, এই তিনটী জীবনের গূঢ় মিলন ভূমির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আমরা সংক্ষেপে দেখাইতে চাই, অনন্তে আত্মসমাধান জীবের চরম ও উচ্চ গতি। অনন্তকে প্রাপ্তি ভিন্ন জীবাত্মার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। বাস্তবতঃ যে পথ অথবা যে সাধনই অবলম্বন করুন না, এই তিন মহাপুরুষই আপনারা অনন্তে আত্ম-সমাধান করিয়া পরম তৃপ্তি, পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত মানব জগতকেও সেই

পথ প্রদর্শন করিতেছেন। অনামী অধামী বলিয়া তাঁহার নাম একজন হয় তো অবলম্বন করেন নাই, কেহ বিশেষ নামে ডাকিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, কেহ বিশেষ বিশেষ নামে সাধন করিয়া হয় তো শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "অনামিক হরি তুমি, তোমাকে নাম কে বা দিল।"

শ্রীবুদ্ধ অন্তরের কামনা বাসনার নিবৃত্তি জন্য কত কৃচ্ছ্র সাধন অবলম্বন করিলেন, শরীর মনকে কত শুষ্ক করিলেন। কিন্তু অস্বাভাবিক পথে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইল না। তিনি আমাহার অবলম্বন করিয়া যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, স্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইল তখন, স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার স্বভাবের ভিতরে পরম স্বভাব, অনন্ত যিনি তিনি আপনাকে প্রকাশিত করিতে সুযোগ পাইলেন। সে প্রকাশ অনন্ত সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। সিদ্ধি লাভের পর সপ্তরাত্রি শ্রীবুদ্ধ সেই আনন্দে বিভোর হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার ভিতরে সেই অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত আনন্দের খেলা।

তখন ক্রমাগত সেই অনন্ত বস্তুকে ধ্যান ধারণা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া কি গভীর সাধনে মগ্ন হইলেন। তিনি কি তাঁহার দেহ মন ও আত্মার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অনন্ত বস্তুকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন নাই? শ্রীঈশা স্বর্গস্থ পিতা বলিয়া পুত্ররূপে সেই অনন্তকে সাধন করিলেন, সেই অনন্তে যীশুত্ব লাভ করিলেন স্বর্গস্থ পিতাতে অনন্ত জীবনের আস্বাদ পাইলেন, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের জন্য Eternal Life অনন্ত জীবন রহিয়াছে ইহা জগতে ঘোষণা করিলেন, তাঁহার সর্ব্বোচ্চ উপদেশ এই, সর্ব্ব হৃদয় মন আত্মার সহিত ঈশ্বরকে ভালবাস। শ্রীচৈতন্য প্রেম ভক্তির পথে সেই পরম যিনি তাঁহার স্বরূপে স্বরূপত্ব অথবা যীশুত্ব লাভ করিয়া "মুই সেই মুই সেই" বলিয়া উচ্চ যোগের সাক্ষ্য জীবনে প্রদর্শন করিলেন এবং অনন্তের জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া অনন্ত ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ, অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ," এই লক্ষণাক্রান্ত যিনি তিনিই কি শ্রীচৈতন্যের পরম উপাস্য ও জীবনের লক্ষ্য নহে? তাই বলি, এই তিন জনই সেই অনন্তের উপাসক, অনন্তে অনন্ত জীবনের আস্বাদন লাভ করিয়া তিন জনই উচ্চ তৃপ্তি পাইলেন, আনন্দের পরম শান্তি ও চরম পথ জগৎকে প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

সত্য সত্য ঈশ্বরদর্শনই ধর্মজীবন লাভের একমাত্র উপায় দর্শন ভিন্ন জীবন হয় না। এই দর্শন যত গভীর এবং উজ্জ্বল হইবে ততই জীবন সরস ও সুন্দর হইবে। দর্শন কেবল একটা ভাবের কথা নহে। "তিনি দেন দরশন, কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।" যে যত ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকিবে সে ততই গভীর দর্শন করে কৃতকৃতার্থ হবে। কেহই তাঁকে ডাকিয়া বঞ্চিত হয় নাই। কেন না তিনি যে স্বয়ং দেখা দিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। সুতরাং যে ডাকে সেও তাঁকে পাইবে ইহাত অভ্রান্ত সত্য আবার যে না ডাকে সেও যে তাঁকে পায়। কেন না তিনি যে মঙ্গলময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা। তাঁর মত স্নেহ মমতা আর কার প্রাণে আছে? যুগে যুগে তাইত তিনি নব নব বিধান প্রেরণ করিয়া পাপী সাধু নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীকে আহ্বান করিতেছেন। আহা কি মধুর প্রীতি, কেমন কোমল প্রকৃতি তাঁর! ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, তাঁর পবিত্র সঙ্গ লাভের জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কে তখন না ডাকিয়া থাকিতে পারে? এই ডাকও তিনিই প্রাণের ভিতর হইতে উত্থিত করেন। তাই মানুষ তাঁকে সজনে নির্জ্জনে সুস্বরে নীরবে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে বাধ্য হয়। কেহ কি তখন সেই ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে বাধা দিতে পারে? চক্ষের জলে তখন তার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। হা নাথ, হা নাথ বলে তখন প্রাণ ক্রন্দন করিয়া উঠে।

শ্রীবুদ্ধ এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও কার ডাক শুনিয়া পাগল হয়ে বাহির হইলেন? শ্রীঈশা কার কথা শুনিয়া এমন তাঁহার অমূল্য জীবন ক্রুশকাষ্ঠে সমর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অরূপ সাগরে কার কথায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন? এঁরা যে এমন করে জীবন সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন তাতে কার মহিমা ও প্রেম প্রকাশ পাইল? তাঁহারা সেই প্রেমদাতা শ্রীহরির রূপ দেখিয়া তাঁর অমৃত কথা শ্রবণ করিয়া আর আপনাতে আপনি থাকিতে পারিলেন না। একদিকে তাঁহারা ঈশ্বরে আপনাদিগকে বিলীন করিয়া দিলেন, অপর দিকে জগতের জন্য আত্মবিক্রয় করিলেন। ইহা সাধুদের নিজগুণে নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-কৃপাপ্রভাবে। ধন্য তাঁহাদের জীবন, যাঁরা এমনি করে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে, জীবনকে জগতের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করেন।

আমরাও কি এমনি করে তাঁকে দেখি না, যিনি অজস্র বার "আমি আছি, আমি আছি" বলে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন? ডাকা অর্থ আমার ডাকা নয়, তিনি যে সর্ব্বদা ডাক শিখাইতে-ছেন, সেই ডাকের প্রতিধ্বনি করা মাত্র। মা যেমন ক্ষুদ্র শিশু সন্তানকে "মা মা" বলে মা নাম শিক্ষা দেন, তিনিও তেমনি করে আমাদিগকে ডাক শিক্ষা দিতেছেন, তাই আমরা ডাকিতে থাকি। তিনি না ডাকাইলে কেহ কি ডাকিতে পারে? তবে আমাদের ব্যাকুলতা চাই, নতুবা কেমন করে সেই অমূল্যধন লাভ হবে? ভগবান মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা কিছুতেই সেই পরম দেবতার প্রসন্নমুখ দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বদা ব্যাকুল প্রাণে যে ডাকে সেই তাকে

দেখিতে পায়। তবে কেবল ডাকিলেই যে তাঁকে পাইবে, তাও নয়; আমাদের ডাকা ত চাই, আবার ভগবানের কৃপায় অবতরণ চাই, তবেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তয় কি না একবার সেই ভাবে ডাকিয়া দেখ, নিশ্চয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে। বৃথা সময় নষ্ট যেন না হয়। ভক্তিভরে প্রাণসখারে ডাকিলে, তিনি কখনও আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না।

—•—

মার কথা।

(২)

(শ্রীমতী চঞ্চলা নিয়োগীর শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত)

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নববিধান বিশ্বাসী সমিতির অধিবেশন পাটনায় হয় এবং সেই সময় আমাদের কাকা শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বিবাহ পাটনায় হয়। সেই দুই উপলক্ষ্য করিয়া মা বাঁকিপুর যান এবং সেই সময় হঠাৎ পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় ভয়ানক কাতর হইয়া পড়েন। তখন হইতে মার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভাল থাকিলেও ভিতরে ভিতরে শরীর বড়ই খারাপ হইতে থাকে। এত শরীর খারাপ তবু কাজের কি উৎসাহ। এখানকার মেয়েদের স্কুলটি মা ছেড়ে দেবার পর বড়ই শোচনীয় অবস্থা হয়, কিন্তু স্কুলটি আবার যাতে ভাল করে গড়ে উঠে তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন ও স্কুলটি বেশ ভাল ভাবে চলচে দেখে বলেন, "ভাল কাজ কি পড়ে থাকে, মেয়েদের লেখা পড়া শেখান কত বড় দরকারী কাজ, সুন্দর চলচে।" স্কুলটির উন্নতির কথায় বড় তৃপ্ত হতেন।

হাজারীবাগ সহরের উপর আমাদের বাড়ী, কিন্তু প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর বাবা সুবিধা করে একখানি গ্রাম কিনেছিলেন, ইদানীং মা অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটাতেন। একটি ছোট হোমিওপ্যাথিক বাক্স সম্বল করে ছোট ছোট দুতিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বছরের অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটাতেন, গ্রামটি কি অবস্থায় পেয়ে আর কি অবস্থা করে রেখে গেছেন, তা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। শস্য রাখবার জন্য একটি প্রকাণ্ড ভাণ্ডার, আর সে দেশের মত মাটির দোতলা বাড়ী থাকবার জন্যে করে রেখে গেছেন। এখনও তাঁর পরিশ্রমে উৎপন্ন কত শস্য সেই ভাণ্ডারে রয়েচে। এ সমস্ত কাজ তিনি একাকী করেচেন, ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে আমোদ আহ্লাদ করা মার জীবনের একটি বিশেষ গুণ ছিল। শত দুঃখের ভিতরেও সর্ব্বদা হাস্যময়ী থাকিতেন। হাজারীবাগে কাহারও বাড়ীতে কোন অসুখ অথবা বিপদের কথা শুনলে আগে সেখানে উপস্থিত হতেন। বলতেন, সুখের সময় যদি কেহ আদর করে ডাকে তবে যাব, কিন্তু বিপদের সময় খবর পেলেই যাব। একেবারে অপরিচিত দেশে এসে এই ভাবে সকলকে আপনার করে গেছেন।

হাজারীবাগে নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনে একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। মণ্ডলীর সকলের যাতে একত্রিত হয়ে ভগবানের নামগুণ গান কীর্ত্তনের একটি স্থান হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে কিছুদিন হলো একটী মন্দির স্থাপন দেখে গিয়েছেন; এবং হাজারীবাগে থেকে মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হবার বিশেষ সাহায্য হলো দেখে তৃপ্ত হয়েচেন।

গত বৎসর জুন মাসে আমাদের বড় ভাইটী হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করেন ও মা তাহাতে অত্যন্ত কাতর হন। সেই সময় মা গ্রামে ছিলেন, শেষ দেখা দেখিতে পারেন নাই। সেই অবধি শরীর বড়ই অপটু হইয়া পড়ে। স্থানীয় চিকিৎসকগণ পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। সেই অবধি পক্ষাঘাতের চিকিৎসা হইতেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লিভারে যে দুরন্ত ক্যান্সার রোগ আক্রমণ করিতেছিল তাহা ধরিতে পারা যায় নাই। এই সময় ৩৷০ মাস রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে ৪ঠা তারিখে মঙ্গলবার চিকিৎসকগণের পরামর্শে আমরা মাকে নিয়ে কলকাতায় আসি। সেখানে পঁহুচে নিজের মা ও ভগিনিগণকে দেখে তৃপ্ত হন, কিন্তু কলিকাতায় চিকিৎসার সুযোগ হলো না। শুক্রবারেই মার অবস্থা খুব খারাপ হলো। মৃত্যু যে নিকট হয়েচে তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন এবং কলিকাতায় আসার পর যেন সংসারের দিক থেকে মনকে টেনে নিয়েছিলেন। নির্ভয় ও শান্ত ভাবে যেন মৃত্যুকে ধীরে ধীরে বরণ করে নিলেন। বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা হরিনাম করিতেছিলেন, তিনিও যতক্ষণ শক্তি ছিল যোগ রাখেন। ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে আমাদের স্নেহময়ী মা সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে গত ৮ই মার্চ্চ শনিবার বেলা ১১টার সময় মহাপ্রস্থান করিলেন।

পরম মাতা আমাদের স্নেহময়ী জননীকে তাঁর কোলে নিত্য শান্তিতে রাখুন।

--০--

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

[জন্ম অক্টোবর, ১৮৪০; স্বর্গারোহণ ২৭শে মে, ১৯০৫]

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আজ ১৯ বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার দেবজীবন স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করি। যাঁদের

তিনি দেহমুক্ত হইয়া আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্ম ভাবে তিনি নববিধান মণ্ডলীকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আত্মার চির অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেই নববিধান সমাগত, সুতরাং নববিধানে যাঁহারা প্রেরিত তাঁহারা চিরপ্রেরিত, তাঁহাদের অধ্যাত্ম জীবনের প্রেরণা কখনই মণ্ডলী হইতে প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। কেন না যিনি যে বিশেষত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যে স্বয়ং ঈশ্বরপ্রদত্ত, তাহা তো তাঁহাদের নিজ ব্যক্তিত্বসম্ভূত নয়, তবে নববিধান বিশ্বাসীদিগকে প্রেরিতগণ তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবনের প্রভাব হইতে কিরূপে বঞ্চিত করিবেন?

তাই আমরা বিশ্বাস করি প্রতাপ, অমৃত, অঘোর, ত্রৈলোক্য, গিরিশ, গৌর প্রভৃতি সকল নববিধান প্রেরিত আত্মাই অমরলোকে চিরজীবিত থাকিয়া আমাদিগকে এখনও তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব ভাবে অনুপ্রাণিত এবং উন্নত করিতে মাতৃবক্ষে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহাদের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিনে আমরা বিশেষ ভাবে সেই ভাব স্মরণে আনিয়া তাহা আস্বাদ করি এবং তাঁহাদের অধ্যাত্ম সঙ্গ অনুভব করিয়া ধন্য হই।

প্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাল্য সহচর ছিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ সালে, প্রতাপচন্দ্রের জন্ম ১৮৪০ সালে। উভয়ের পৈতৃক বাসভূমি গরিফা, কলিকাতাতেও একই কলুটোলায় পাশাপাশি বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। কেশবের নেতৃত্বাধীনে সেই শৈশব হইতেই প্রতাপচন্দ্রের জীবন গঠিত হয়। উভয়েই একই সময়ে ইংরাজী ১৮৬২ সালে ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রতাপচন্দ্র দীক্ষিত হন এবং মহর্ষিদেবের প্রভাবও তাঁহার জীবনকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু আজীবন কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিতেই তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তবে তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব স্বাধীনতা এবং ইউরোপীয় ভাব, সেই স্বাধীনতা ও ইউরোপীয় ভাবেই তিনি শ্রীকেশবের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা ঢালাই করিয়া লইয়া অনুসরণ করিয়াছেন।

নববিধান প্রেরিত নিয়োগকালে প্রতাপচন্দ্র বোম্বাই প্রদেশাচার্য্যপদে বরিত হন এবং খৃষ্টধর্ম্ম তাঁহার বিশেষ শিক্ষা বলিয়া সম্মানিত হন। তিনি ভারতের নানা স্থানে তো ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান প্রচার করিয়াছিলেন, কেশবের দেহাবস্থান কালে একবার বিলাতেও প্রচারার্থ গমন করেন, আর একবার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন। প্রতাপচন্দ্র এই প্রচারযাত্রা হইতে পুনরাগমন না করিতে করিতেই কেশবচন্দ্রের তিরোধান হয়। এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় নিজ নিজ বিশেষত্বের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ প্রেরিতদল মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে প্রতাপচন্দ্রের আদর অক্ষুণ্ণ ছিল। আমেরিকায় সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলন বা Parliament of Religionsএর অধিবেশনে তিনি আমন্ত্রিত হইয়া বর্ত্তমান যুগবিধানের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তথাপি অবসর পাইলেই অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া অধ্যাত্ম শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা বিধান করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের মধ্যে Heart Beats, Spirit of God ও "আশীষ" সর্ব্বত্র বিশেষ আদৃত। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ যথার্থ অতি গভীর ভাবসমন্বিত ও জীবনপ্রদ ছিল।

বিগত ২৭শে মে তাঁহার "শান্তিকুটীরে" ভাই প্যারীমোহন উপাসনা করেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীদেবী ও শ্রীমতী হেমলতা প্রার্থনা করেন।

শ্রীকেশবানুজ স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন।

"হায় রে ভাই, তুই যে আমায় বড্ড ভালবাসিস" এই বলিয়া মহা প্রয়াণের কয়দিন পূর্ব্বে আকুলপ্রাণে কনিষ্ঠের গলা জড়াইয়া ধরিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।

সত্যই শ্রীকৃষ্ণবিহারী কেশবচন্দ্রকে বড্ড ভাল বাসিতেন; রামায়ণে যেমন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন, কৃষ্ণবিহারীও ঠিক সেইরূপই শ্রীকেশবের অনুগামী ছিলেন। অঙ্গসৌষ্ঠবে যেমন শ্রীকেশবের মুখের ছাব কৃষ্ণবিহারীর মুখে স্বভাবত প্রতিফলিত, তেমনি কেশবের জীবনের ছায়াও নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে কৃষ্ণবিহারীর চিরআকাঙ্ক্ষা এবং সাধন ছিল।

কেশব ও কৃষ্ণবিহারী একই পিতামাতার সন্তান। কৃষ্ণবিহারী অতি শৈশবকাল হইতেই শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রভাবাধীনে গঠিত ও শিক্ষিত হন। শ্রীকেশবচন্দ্রের মত ও দেবত্ব লোপক্ত, কৃষ্ণবিহারী শৈশব হইতেই তাহা অনুসরণে ও অনুগমনে নিরত। পার্থিব বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীকেশবের বিদ্যাশিক্ষা অধিক হয় নাই, মহাবিদ্যার কাছেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা, কিন্তু কৃষ্ণবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এত বিদ্যা শিখিয়াও বিদ্যার অভিমান তাঁর কিছুই ছিল না। কেশবচন্দ্রের অনুগমন সাধন ও তাঁহার প্রচারিত নববিধান জীবনগত করিবার জন্য কৃষ্ণবিহারী নিজের যাহা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, বিত্ত, মান সম্ভ্রম সকলই ত্যাগ বা অর্পণ করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন।

কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থান সময়ে তাঁর অধীনে "ইণ্ডিয়ান মিরার" এবং "লিবারল ও নিউ ডিসপেন্সেসন" সম্পাদনে, তাঁর কলিকাতা বিদ্যালয় যাহা পরে আলবার্ট কালেজে পরিণত হয় তাহা পরিচালনে, আলবার্ট ইনষ্টিটিউট ও ভারতসংস্কারক সভার কার্য্য সম্পাদনে সহকারিতা করিতে কৃষ্ণবিহারী জীবন মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর প্রেরিত প্রচারকমহাশয়দিগের

মধ্যে যখন মতগত পার্থক্য উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলন সংস্থাপনের জন্য কৃষ্ণবিহারী প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের সামাজিক কার্য্যসম্বন্ধীয় বিবাদ নিবারণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হন। বিশেষ ভাবে কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুর সহযোগীতায় নববিধানে কি ভাবে কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহারই জন্য কেশবতীর্থ সাধনে নিরত হন। তিনি স্বাভাবিক বিনয় ও আত্মত্যাগবশতঃ কখনই প্রকাশ্য ভাবে কোন উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই এবং ইংরাজী বাঙ্গালা ফরাসী প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইলেও দুই এক খানি ভিন্ন পুস্তক রচনা করিয়া আত্মগৌরব বিস্তার করেন নাই। তাঁহার রচিত "নববিধান কি ?" এবং "অশোকচরিত্রের" ন্যায় বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই আছে।

শ্রীকেশব শিক্ষা দিলেন, "I and brother are one" "আমি ও আমার ভাই এক", নববিধানের ইহাই বিশেষ সাধন। ভাই কৃষ্ণবিহারীও আপনার স্বাতন্ত্র্য ভাই কেশবে নিমজ্জিত করিয়া জীবনে তাহাই ত প্রদর্শন করিলেন। ভাইএর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালবাসায় এই সাধনের আরম্ভ, একই মা এবং একই বিধান গ্রহণে এক সন্তানত্বে আত্মনিমজ্জন ইহার যোগ বা মিলন সাধন, এবং একই চরিত্রের শুদ্ধতা সাধনে একই জীবন লাভ করা ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণবিহারী নিজ জীবনে তাহাই কি প্রমাণ দিলেন না? মা সারদাদেবীর একই পবিত্র গর্ভে যেমন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়, একই বিধানজননীর বক্ষে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগল মিলন দর্শন করিয়া আজ আমরা ধন্য হই এবং এই আদর্শে আমরাও কেশব ভাইএর ভাই হইয়া, সব ভাই ভাই এক নববিধানে এক জননীবক্ষে এক হইয়া যাই।

গত কল্য ২৯শে মে তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমান্ কুমুদবিহারী শোককারীর প্রার্থনা করেন।

—•—

লক্ষ্য।

বিশ্ব সাগরের মাঝে, জীবন তরণীখানি
কেন ভাসায়েছ ? কি কাজ তাহার নাহি জানি॥
অপার করুণা ধারায়, চলেছে অবিরত
অনন্তের পানে গো! বায়ু ভরে মেঘের মত।
কাণ্ডারীর আসন পাতি যদি লও গো তুমি,
যাত্রা সফল, নহে বিফল হে জীবন স্বামী।
তীরে তীরে তব প্রিয় কাজের বারতা লয়ে,
জগত হিত কুশল সাধন বিভোর হয়ে।
একমাত্র লক্ষ্য তুমি, আর তব প্রিয় কাজ,
না থাকে অন্য কামনা কিছু! নহে কোন সাজ॥
হোক সার্থক জীবন, করি ব্রত উদ্‌যাপন,
প্রেমময়! এই আশা তুমি করিও পূরণ॥

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিশ্ব-সংবাদ।

আমরা নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, ভারতের দুইটী রত্ন এই পক্ষকাল মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা দুই জনেই যে কেবল কলিকাতা হাইকোর্টের জজের আসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা নহে, বহু প্রকারে স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভে আমাদের "ব্যাণ্ড অব হোপের" সভ্য ছিলেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। দেশের সকল প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানে যেমন তাঁহার উৎসাহ ছিল, তেমনি গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভাদিরও সভ্যরূপে দেশের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞতা, পরসেবাপরায়ণতা এবং উন্নতচরিত্র ও গভীর ধর্ম্মপ্রাণতা দ্বারা তিনি যথার্থই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র বঙ্গদেশ নিতান্তই সন্তপ্ত। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পরিবারস্থ সন্তানদিগকে আমাদের হৃদয়ের শোকসহানুভূতি জানাইতেছি।

***

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কে, সি, এস্, আই মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসীর সহিত আমরা যথার্থ গভীর শোকে সন্তপ্ত। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই নবসংস্কারক ও নবজীবনদাতা বা জীবনস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হাইকোর্টের বিচারাসনে তাঁহার সমসাময়িক কালে যাঁহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ ও সুবিচারক এমন আর কে? তিনি একপ্রকার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেও হিন্দু সমাজসংস্কার বিষয়ে তাঁহার যথেষ্টই উৎসাহ ছিল। তাঁহার অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হইলে যথার্থ হৃদয়বান পিতার ন্যায় সৎসাহস দেখাইয়া তিনি কন্যার পুনরায় বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সামাজিক নৈতিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেই প্রায় তিনি নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। সত্যই তিনি এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে নিত্য শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার সন্তপ্ত পরিবারকে তিনিই সান্ত্বনা দিন।

***

মার্কিন রাজ্যে সুরাপান আইনানুসারে বন্ধ করা হইয়াছে। ইহার সুফলে যেখানে ৫৫২৮৬ দরিদ্র ছিল সেখানে ৩১০৪২ দরিদ্র হইয়াছে। যেখানে সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে পূর্ব্বে মাসে $১০০ জমা হইত এখন $২৫০০ টাকা করিয়া প্রত্যেকে জমাইতে

পারিতেছে। যেখানে শতকরা পাঁচজন মাত্র বাড়ীভাড়া দিতে পারিত এখন শতকরা বারজন দিতে পারিতেছে। অথচ পীড়া বার আনা কমিয়াছে। হাঁসপাতালের সর্ব্বপ্রকার রোগীর সংখ্যাও যথেষ্ট কমিয়াছে। ধর্ম্মালয়ে উপস্থিতির সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং নীতিধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির আগ্রহ বাড়িয়াছে, ভিখারীর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে। জগতের সকল [illegible] হইতেই এই সুরাপান বন্ধ হইলে অচিরেই [illegible] স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হইবে।

*

কোন লেখক বলেন যে, যদিও সভ্যজগতে ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে, কিন্তু জগতে যত সৎকার্য্যের দান ও পরসেবার কার্য্য তাহা বিশ্বাসী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই সম্পন্ন করিতেছেন। জাপান ও অন্যান্য দেশের দুঃখ দুর্ব্বিপাকে যে সমুদয় অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগেরই দান। সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী ক্রমে জগত হইতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ সৎকার্য্য সাধনে বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলিত ভাবে অনেকে কার্য্য করিতেছেন। সর্ব্বধর্ম্মের মিলন সাধন সম্বন্ধে অনেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ যাহাতে চিরতরে বন্ধ হয় তাহার জন্য অনেক ধর্ম্মযাজকই বদ্ধপরিকর। সুসংবাদ। ইহাইত নববিধানের পূর্ব্বাভাস।

*

বিলাতে ওয়েম্ব্লী সহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রদর্শনী বসিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে খৃষ্ট ও হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে ইংরাজী ভাষাতে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হইবে। যাঁহারা বক্তৃতা দিতে চান সম্পাদককে লিখিয়া জানাইবেন। ধর্ম্মমতের আদান প্রদান এইরূপে যত হয়, ততই সর্ব্বধর্ম্ম সম্মিলন সাধনের সুযোগ হইবে সন্দেহ নাই।

অনেকে হয় তো জানেন না বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য লিখিবার প্রথম পথপ্রদর্শক কোন বঙ্গবাসী নন, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক রেভারেণ্ড কেরী। তাঁহার অনুবাদিত বাইবেলই বাঙ্গালার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তাহার পূর্ব্বে পদ্য লেখাই দেশে প্রচলিত ছিল, গদ্য লিখিবার প্রথা প্রায় ছিলই না। পোষাকি ধরণের গদ্য লেখা তখন কতক চলন ছিল। সুতরাং যদিও বাইবেলের ভাষা তত মার্জ্জিত না হউক পাদ্রী কেরী সাহেবকে প্রথম বাঙ্গালার গদ্য লেখক বলিয়া সকলকেই চিরসম্মান দিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে অনেকটা মৌলিক মার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের পিতামহ সুপণ্ডিত শ্রীরামকমল সেন প্রথম [illegible] অভিধান রচনা করেন। তিনিই বলেন, "আমি নিশ্চয় স্বীকার করিব বাঙ্গালা ভাষার যাহা কিছু আর উন্নতি, এখন কি ইহাকে ভাষার আকারে প্রতিষ্ঠা করা সেই মহাত্মা ডাঃ কেরী ও তাঁহার সহযোগীদিগের দ্বারাই হইয়াছে। যাঁহাদের উদারতা এবং বহুল চেষ্টায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই প্রাদেশিক ভাষার সাধারণ প্রকৃতি অধিকরূপে উন্নত হইয়াছে।" সাহিত্যরাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে এখনকার প্রচলিত পুস্তকরচিত ভাষার প্রবর্ত্তক বলিয়া সকলে সম্মান দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, "আমি কেশবচন্দ্রের ভাষা শিখিতে ব্রহ্মমন্দিরে যাই।"

*

বিধাতার রাজ্যে অস্পৃশ্য কেহই নাই। তবে আচার ব্যবহার ও নীতির তারতম্যেই মানুষ উচ্চ বা নীচ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের পার্থক্য বোধ হয় এই ভাবেই হইয়াছিল। তখন সাত্ত্বিক শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রহ্মগত প্রাণ যাঁহারা তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং তদ্বিপরীত আচারধর্ম্মসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই চণ্ডাল, শূদ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। ক্রমে ব্যবসায়ের পার্থক্যেও পার্থক্য উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে জাতিগত ও সমাজগত পার্থক্য উপস্থিত হইয়া, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ আসিয়াছে। আচার ব্যবহারের ভেদ বা নৈতিক উচ্চতা হীনতার যে বিচ্ছিন্নতা হয় তাহা সাধন শিক্ষা দ্বারা ক্রমে অপনীত হইতে পারে। প্রাচীন যুগে বিশ্বামিত্র ব্যাসাদিও ত ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই কুসংস্কারসম্ভূত জাতিগত পার্থক্য কখনই ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।" ইহাই যথার্থ ধর্ম্মবিধি। পতিত যে, ঈশ্বরের চক্ষে সে কখনই চিরপতিত নয়। তেমনি ধর্ম্মসমাজের পক্ষে কাহাকেও চিরপতিত মনে করা উচিত নয়। পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্র জাতিকে হিন্দুসমাজ পতিত জাতি বলিয়া মনে করেন, এজন্য তাঁহারা আপনাদের উদ্ধারসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। হিন্দুসমাজ যদি তাঁহাদিগকে নমস্য বলিয়া গ্রহণ না করেন তাঁহারা খ্রীষ্টসমাজ বা অন্য কোন সমাজের সহিত সংযুক্ত হইবেন, এই ভাবে নাকি ভয়ও দেখাইতেছেন। সম্প্রতি হিন্দুসমাজসংস্কারক বন্ধুগণ তাই নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে একটী বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে "চলিত" করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শিক্ষা নীতি সদাচার এবং যথার্থ ধর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বজাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ইহা মনে রাখিয়া নমঃশূদ্রগণ কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই তাঁহারা অচিরে উন্নত হইতে পারিবেন।

*

বিলাতের বর্ত্তমান লর্ড চান্সেলার লর্ড হ্যালডেনের মাতৃদেবী কয়দিন হইল শতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সম্রাট জর্জ এই দিনে তাঁহাকে স্বহস্তে অতি শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন পত্র লিখিয়াছেন। শতবর্ষীয়া রমণী কেমনে এত দীর্ঘ জীবন লাভ করিলেন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন, "সুরা বা উত্তেজক কোন পানীয় পান করি না। মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং চিত্তকে স্থির

থাকিবে।* বিলাতের কেণ্ট বিভাগে মিঃ টেলার নামক একজন বৃদ্ধও ১০১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার পত্নী আগামী নবেম্বর মাসে ১০০ বৎসরে পড়িবেন এখন তাঁহার বয়স ৯৯ বৎসর। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হয়, পরি বারটীও সুখী ও দীর্ঘজীবি। দুইটী ছেলের বয়স এখন ৬২ ও ৬০ এবং মেয়েটীর বয়স ৫৮ বৎসর। ধর্ম্মাচরণ, চরিত্রসংযম, মিতাচার এবং চিত্তপ্রফুল্লতাই যে স্বাস্থ্য সুস্থতা এবং দীর্ঘ জীবনের উপায় ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

***

ধর্ম্মযাজকদিগকে উপদেশ দিয়া কোন লেখক বলেন, বিসপ ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ যে এক দিনে অনেক মিটিং করিয়া বেড়ান ইহা এক রকম পাগলামী। আহার করিয়াই ছুটাছুটী করিলে হজমও ভাল হয় না, মানসিক চিন্তাও গভীর হয় না। সকলেরই আহারান্তে কিছুক্ষণ আরাম চৌকিতে হস্ত পদাদি প্রসারিত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ বেশ বিশ্রামের পর চিন্তা করিলে ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম উভয়ই রক্ষা হয়। সৎযুক্তি সন্দেহ নাই, তবে দিবা নিদ্রায় যে আলস্য আসে তাহাও যেন মনে রাখা হয়।

সংবাদ।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালীতে কাম্মবাজার সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৬ই মে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় মন্দিরপার্শ্বস্থ লাইব্রেরী হলে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ৭ই মে, বুধবার প্রাতে নিকটস্থ পল্লীর সর্ব্বত্র ঊষাকীর্ত্তনের পর মন্দির প্রাঙ্গনে সকলে সমবেত হইলে সময়োচিত সঙ্গীত হয় এবং শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দত্ত প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনান্তে ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেন, পরে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে অল্পক্ষণ শাস্ত্র পাঠ করার পর যুবক ও বালকবালিকাদিগকে সম্মিলিত করিয়া ২টী সঙ্গীত ও একটী প্রার্থনার পর তাহাদিগকে জলযোগ করান হয়। সায়াহ্নে মন্দিরে স্থানীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন ব্রহ্মোপাসনা করেন। ৮ই মে, বৃহস্পতিবার সকাল বেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত "রাজা রামমোহন রায়ের বাণী" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। তৎপর ১২ই মে, সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মন্দিরে উপাসনা আলোচনাদি হইয়াছে।

শ্রীবুদ্ধোৎসব—গত ১৮ই মে, রবিবার শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও তিরোধান দিনে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন।

এই উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও দুই বেলা বিশেষ উপাসনা হয় এবং মধ্যাহ্নে সেবক ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সাত বাড়ী হইতে চাউল ও তরকারী আদি ভিক্ষা করিয়া আনিলে সেবিকা স্বহস্তে খেচরান্ন রন্ধন করিয়া অনেকগুলি দরিদ্র প্রতিবেশীকে ভোজন করান। দরিদ্রদিগের হস্তাদি ধৌত করিয়া দিয়া উচ্ছিষ্ট পত্রাদি আপনারাই পরিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ সাধন বিষয়ে ভাই চন্দ্রমোহন পাঠ উপদেশদান ও প্রার্থনাদি করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যদিন—২৪শে মে, মহারাণী দেবী মা ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন। তাঁহারই সাম্রাজ্যকালে নববিধানের অভ্যুত্থান হয়, এই জন্য এই দিনে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ ভাবে প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনা হয় এবং যাহাতে পূর্ব্বপশ্চিমের মহাসম্মিলনে ও সর্ব্বজাতির শান্তিসদ্ভাবে জগতে নববিধানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত না হয় শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনান্তে ইহাই প্রার্থনা হয়। সে দিন পতাকাদির দ্বারা আশ্রমকে শোভিত করা হইয়াছিল।

নামকরণ—কুচবিহার বিধানপল্লীতে গত ৭ই মে, ২৪শে বৈশাখ, বুধবার শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৬ষ্ঠ সন্তান ৪র্থ পুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান তাঁহার বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ কর্ত্তৃক শ্রীমান্ "সুললিত চন্দ্র" নাম প্রদত্ত হয়। শিশুর পিতা মাতা অতি সাগ্রহে বালক বালিকাসহ মণ্ডলীর সকলকে প্রীতিভোজন করান।

গৃহপ্রবেশ—কুচবিহারে ৭ই মে, ২৪শে বৈশাখ, বুধবার সন্ধ্যার পর প্রাচীন হিন্দু ভক্ত শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস মহাশয়ের নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাঁহার বাসগৃহে উপাসনা হয়। নবসংহিতা হইতে "বাসভবন" বিষয়টী পাঠ করা হয়। প্রথম "এসহে গৃহদেবতা" শেষ "জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী" এই দুইটী সঙ্গীত করা হয়, উপাসনান্তে বাতাসা সন্দেশ দ্বারা জলযোগ হয়। ঠিক সন্ধ্যাকালে হিন্দু ভক্তগণসহ কীর্ত্তনাদি হয়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১৮ই মে, বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের একমাত্র পৌত্র ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাসের একমাত্র পুত্র ও শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের একমাত্র দৌহিত্র স্বর্গীয় শিশু করুণাকুমারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে। নববিধান রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সঙ্গীতের জন্য "করুণাকুমার স্মৃতি" পারিতোষিক—চারি বৎসরের ৪৲ হিসাবে ১৬৲, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, নববিধান প্রচার আশ্রম ৫৲, ভারসমিতি (কলিকাতা) ২৲, বাঁটরা অনাথবন্ধু সমাজ ২৲, বাঁটরা নৈশ বিদ্যালয় ১৲, স্থানীয় দরিদ্র সেবার জন্য ৫৲, কস্মোপলিটন্ ক্লবের শিশু বিভাগের জন্য (একটী ফুটবল) ৩৲, হাওড়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা বিভাগে ২৲ টাকা।

সাম্বৎসরিক—বিগত ১৭ই বৈশাখ, স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথের পত্নী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁদের ৮নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রেমানন্দ গুপ্তও ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বিগত ২০শে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় ভাগলপুরপ্রবাসী স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বসুর ৩য় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে আদমপুরস্থ বাসভবনে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু সময়োপযোগী সুমিষ্ট উপাসনা করিলে পর কন্যা সুধাকণা বসু একটী লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে কিছু সাহায্য দান করা হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার—বিলাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে মহা প্রদর্শনী হইতেছে, বম্বাইয়ের Times of India পত্রিকা তাহার এক সচিত্র বিবরণী মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

ভ্রম সংশোধন—ভুল বশতঃ নবপরিণীতা শ্রীমতী জ্ঞানপ্রিয়া ভাই অমৃতলালের "পৌত্রী" বলিয়া লেখা হইয়াছিল। তিনি অমৃতলালের দৌহিত্রী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের কন্যা। মাতা শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী দেবী মধ্যমা কন্যা ডাঃ শ্রীমতী সত্যপ্রিয়ার শুভ বিবাহ উপলক্ষে যে ১০০৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছিলেন, যথাসময়ে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত।

দানপ্রাপ্তি—প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

মার্চ্চ।—(এককালীন) শ্রীমতী খুসী ১৲, শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা গুহ ১৲, শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ বসু ১০৲, কোন বন্ধু ৪৲, শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস ১৲। (অনুষ্ঠানিক দান) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দ ৫৲, শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ ১৲, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে ৫৲, স্বর্গীয় কেদারনাথ দের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস ২৲, শ্রীযুক্ত নীহারচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র বসু ১০৲, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ২৲, শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ কর ২৲, শ্রীমতী বনলতা দেবী ৫৲, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন ২৲, কোন বিশেষ পরিবার ১৲, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ৫৲, স্বর্গীয় ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ১৫৲, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী ৪৲, (মাসিক দান) শ্রীমতী সরলা দাস (জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী) ২৲, শ্রীমতী কমলা সেন (জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী) ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার (দেড় মাসের) ১৷৹, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র (পাঁচ মাসের) ১০৲, শ্রীমতী সরলা দাস (মার্চ্চ) ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন (মার্চ্চ) ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ৮৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, মিসেস্ এস্, এন্, গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲ টাকা। গাজীপুরের উৎসব উপলক্ষে মোট ২০৲ দান পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাড়ীভাড়া ও প্রেসফণ্ডে যে যে দান পাওয়া গিয়াছে, তাহা আগামী বারে প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীষ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

বিশেষ আবেদন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলেন, "বিল পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করা অতি নিকৃষ্ট প্রণালী, না চাহিতে যাঁহারা দান করেন তাহাই উৎকৃষ্ট।" আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকমহাশয়দিগকেই ইহার অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জানি। তাঁহারাও অবশ্যই জানেন, তাঁহাদের অর্থসাহায্যই ইহার জীবনরক্ষার উপায়। তাই তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট বিল বা তাগিদ পাঠাইবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া দিলে যে বিশেষ উপকার হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

ধর্ম্মতত্ত্বের বার্ষিক মূল্য অতি অল্প। এখন যেমন কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিরও ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে এই অল্প মূল্যে ধর্ম্মতত্ত্বের সম্যক ব্যয়ই নির্ব্বাহ হওয়া দুরূহ, তাহা আবার বাকী পড়িয়া থাকিলে কিম্বা তাগিদ দিয়া আদায় করিতে হইলে কষ্টকর হয়।

নির্দ্দিষ্ট মূল্য ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্বের মুদ্রণার্থ কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইলেও ভাল হয়। ছাপাখানার টাইপগুলিও যেরূপ পুরাতন হইয়াছে তাহা বদলাইতে না পারিলে চলে না। তাহারও জন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ে গ্রাহকমহাশয়গণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্,
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৫৯ ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, রবিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 15th June, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধান-বিধায়িনী জননি, "আমি আমার" চেষ্টায়, সাধনায়, পুরুষকারে কিম্বা তোমার প্রেরিত যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধু সন্তানদিগের শাস্ত্রোপদেশ বা উজ্জ্বল জীবনাদর্শ প্রভাবেও বহু মানবের পাপমন ফিরিল না, জগজ্জন তোমার হইল না, তাই তো তুমি এবার জীব উদ্ধারের ভার স্বয়ং লইয়াছ। তাই তো তুমি সত্য সত্যই বলিতেছ, "আমি আছি", আর সেই সত্য রক্ষা করিতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছ। তবে তোমার এই সত্য প্রকাশ আমার মিথ্যা আমিত্ব গ্রাস করুক, এবং তোমার দিব্য জ্ঞানালোক আমার মনে এমন উজ্জ্বলরূপে জ্বাল, যেন তোমার আলোতে আমার মনের সকল সংশয় অন্ধকার দূরে যায়, আমি আত্ম-জ্ঞানে আপনার অন্ধতা অজ্ঞানতা বুঝিতে পারি, আর তোমাকেও উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই, তোমার কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারি এবং সেই মত চলিতে পারি। তোমার আলোতে দেখি যে, তুমি কত বৃহৎ এবং আমি কত ক্ষুদ্র। তবুও তুমি তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা আমারই জন্য নিত্য নিয়োগ করিতেছ। তোমার প্রাণ যে অনন্ত স্নেহে ভরা, তুমি আমাকে মা, বাপ, বন্ধু, গুরু, আত্মজন, সর্ব্বশাস্ত্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সবই দিয়া সত্য যে কেবল প্রতিপালন করিতেছ তাহা নয়, নিজে সবই হইয়া আছ। এক অদ্বৈত হইয়া, তুমি আপনাকেও দিয়াছ। হে আমার প্রাণের ঈশ্বর, আর কি তুমি আমাকে অন্য কারো অধীন বা আমার নিজ কল্পিত "আমি আমার" অধীন থাকিতে দিতে পার? তোমার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমায় এক তোমার করিয়া লও। তোমার স্বভাব যে তেজোময়, তোমার ইচ্ছাই যে শুদ্ধতা, তুমি তাই স্বয়ং আমাকে পাপের অধীনতা হইতে মুক্ত কর এবং তোমার পুণ্য তেজ সঞ্চার করিয়া দিয়া পরিবর্ত্তিত শুদ্ধ নবজীবন তোমার নবশিশু জীবন কর। তুমি যে আনন্দে আনন্দিত করিবার জন্য আমার আনন্দময়ী মা হইয়াছ, সে আনন্দ না দিলে তোমারও যে সুখ হয় না আমারও ত সুখ হয় না। তবে আমায় এমন করিয়া তোমার করিয়া লও, যাহাতে তোমা ছাড়া অন্য সকল প্রকার আনন্দ স্পৃহা আমার চলিয়া যায় এবং তোমারই নিত্য আনন্দ সম্ভোগের আমি উপযুক্ত হই। তুমিও আমাতে আনন্দিত হও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে মাতঃ, আমরা অন্তরে বৈদিক বাহিরে পৌরাণিক হইব। যোগী মহাত্মা সকল আমাদিগের জীবিকা হউন।—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ১৪০।

——•

যাত্রা আরম্ভ করিয়া প্রথম আত্মতত্ত্ব তদনন্তর নির্ব্বাণ লাভ করিলাম। আজ সত্যস্বরূপ, তোমাতে এই আত্মা যোগে প্রবৃষ্ট হউক।—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ১৩৯।

যাঁহাদিগেতে নিবৃত্তি, নিয়ম, যোগ ও আত্মতত্ত্বে সমাদর একত্র মিলিত হইয়াছে, তোমাতে নিমগ্ন তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকে কর।—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ১৩৯।

যে তনুতে দিব্যধামবাসিগণ বাস করেন এবং যে মনুষ্যকে তাঁহারা জাগ্রত করিয়া তুলেন, সেই তনু এবং সেই মনুষ্যকে, প্রভো, আমাদিগের মধ্য হইতে উত্থাপন কর।—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ১৪১।

রাজাধিরাজ তুমি, তোমারই চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ এক হউক। মা, আমরা তোমার নববিধান পূর্ব্ব পশ্চিমে সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া কুশলের রাজ্য স্থাপন করিতে পারি। —প্রাঃ হিমাচল, ১ম, ৪০।

—০—

দুর্ব্বোধ্য নববিধান।

অভিযোগ উঠিয়াছে, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবন্ধ দুর্ব্বোধ্য। বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের নিকট হইতেই এইরূপ অভিযোগ শুনা যায়। বাস্তবিক যাঁহাদের উপর ধর্ম্মতত্ত্ব পরিচালনের ভার এখন ন্যস্ত, ইহা তো সত্যই যে, তাঁহাদের এমন বিদ্যা নাই যদ্দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের মনের মত বোধগম্য ধর্ম্মপ্রবন্ধ লিখিতে পারেন। কিন্তু কেবল ভাষার প্রাঞ্জলতা বা বুদ্ধিবিচারের দ্বারাই কি ধর্ম্মতত্ত্বের তত্ত্বকথা বোধগম্য হয়? কে না জানে ধর্ম্মের তত্ত্ব চিরদিনই বুদ্ধি যুক্তির কাছে অবোধ্য? যাহা "শিশুর নিকট সহজ, পণ্ডিতের নিকট অবোধ্য", ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই তো চিরদিন উক্ত হইয়া আসিয়াছে।

চক্ষুর যাহা গোচর, কর্ণের তাহা নয়, যদিও চক্ষু এবং কর্ণ একই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন উপাদান। তেমনি সরল সহজ বিশ্বাসে যে ভাব উপলব্ধ হয়; বিচার বুদ্ধি, তর্ক যুক্তি, পাণ্ডিত্যের নিকট তাহা যে একেবারেই অবোধ্য ইহা কে না জানে? বুদ্ধির গোচর বিষয় যাহা তাহাই কেবল বোধগম্য হয়, যাহা তাহা নহে বুদ্ধি কেমনে তাহা বুঝিবে?

বিশেষতঃ নববিধানের তত্ত্ব যাহা বিশ্বাসীর নিকট অতি সহজ এবং প্রাঞ্জল, তর্ক যুক্তি পরতন্ত্র ভাববাদীর পক্ষে তাহা কিরূপে সহজবোধ্য হইবে?

সাধনের কথা সাধনশীল না হইলে ত কখনই আমরা বুঝিতে পারি না, এই জন্যই তো ভক্ত নিষেধ করিলেন, "আপন সাধন কথা না কহিবে যথা তথা"। পণ্ডিত পণ্ডিতের কথা বুঝিতে পারেন, মূর্খের সহজ ভাব কি করিয়া তিনি ধরিবেন?

বাস্তবিক আমরা নববিধানের গূঢ় তাৎপর্য্য এখনও তেমন ধারণা করিতে পারি নাই, তাই আমরা অন্যকে বুদ্ধি বিচারের তর্ক যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করি। ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া আমরা বুদ্ধি বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-যোগে সকল তত্ত্ব বুঝিব এবং বুঝাইব এই শিক্ষাই আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাই ব্রাহ্মসমাজের নব অভিব্যক্তি যে নববিধান, তাহার ভিতরে আসিয়াও আমরা বুদ্ধি যুক্তির দ্বারাই সে তত্ত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই। এইজন্য আপনারাও না পারি তাহা বুঝিতে, না পারি কাহাকেও বুঝাইতে।

নববিধান একেবারেই বুদ্ধি বিচারের ধর্ম্ম নহে, বিশ্বাসযোগে জীবনের সাধন দ্বারাই ইহার সকল ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সে পথ ছাড়িয়া বুদ্ধি বিচারে যাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইবেন, তাঁহারা কিছুতেই তাহা পারিবেন না। নববিধান বিশেষ ভাবে নব সমন্বয়ের বিধান, নবজীবনের বিধান। আমাদের পুরাতন মনে, পুরাতন ধর্ম্মে, পুরাতন শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি, পড়িয়াছি, শুনিয়াছি তাহাই বুঝিতে, ধরিতে পারি।

যাহা পুরাতন শাস্ত্রে পড়ি নাই, শিখি নাই, তাহা কি করিয়া বুঝিব। বেদের তত্ত্ব, বৈদিক জ্ঞানে আমরা বুঝিতে পারি। পুরাণের তত্ত্ব, পৌরাণিক জ্ঞানে বুঝিতে পারি, কিন্তু বেদ পুরাণের সমন্বয় তত্ত্ব আমরা কি জ্ঞানে বুঝিব? মানুষ কি আমরা জানি, দেবতা কি হয়ত আমরা কল্পনায় বুঝিতে পারি, কিন্তু মহাপাপী হইয়া দেবতা, ইহা কি করিয়া বুঝিব? বুদ্ধের নির্ব্বাণ বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁহার সাধনে শিবহৃদে শক্তির নৃত্য কেমনে উপলব্ধি হয় তাহা কি করিয়া বুঝিব? এইরূপ নববিধানের সকল তত্ত্বই সাধারণ জ্ঞানে নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য।

ঈশা নিকডিমাসকে বলিলেন, "নিকডিমাস, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তুমি যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ না কর, বা দ্বিজাত্মা না হও, তুমি কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" নিকডিমাসের ন্যায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত তখনকার সময়ে কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ; কিন্তু ঈশার এই কথার মর্ম্ম নিকডিমাস তখন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এখনও আমাদিগের মধ্যে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তর্ক যুক্তি দ্বারা নববিধানের তত্ত্ব বোধগম্য নহে বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করেন, তাঁহাদিগকেও শ্রীঈশার সহিত আমরা বিনীত অন্তরে নিবেদন করি, বিচার বুদ্ধি ছাড়িয়া জ্ঞানাভিমান ত্যাগ করিয়া সরল শিশুর ন্যায় বিশ্বাসী জীবন পরিধান না করিলে কখনই স্বর্গের নববিধান তত্ত্বে আমরা কেহ প্রবেশাধিকার পাইতে পারিব না, এবং চিরদিনই তাহা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য থাকিবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দিবালোকে না দীপালোকে?

দীপালোকের প্রয়োজন ততক্ষণ অন্ধকার যতক্ষণ, সূর্য্যালোক প্রকাশ হইলে আর অন্ধকারও থাকে না, দীপালোকেরও প্রয়োজন হয় না। সংসারের অন্ধকারেই সাধনের দীপালোক প্রয়োজন হয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের নববিধানালোক প্রকাশে "আমি আমার" সাধনের প্রয়োজনই হয় না। তখন জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আলোক মন প্রাণ জীবনকে আলোকিত করিয়া থাকে তখন সমুদয় বিশ্ব উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়, প্রত্যক্ষ দেখা শুনাও যায়, এবং জীবনপথে নির্ভয়ে চলা ফেরা যায়।

ভক্তগ্রহণ।

রাত্রে যে চন্দ্রের আলোক বা গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি বিকশিত হয় তাহা সকলই সূর্য্যালোকের প্রতিচ্ছায়া। অন্ধকার রজনীতে যেখানে ও যে সময়ে সূর্য্যের আলোক প্রকাশ হয় নাই তখনই তাহা দৃশ্যমান হয়, সূর্য্যালোক যখন যেখানে প্রকাশমান, তখন সেখানে সেই সমুদয় জ্যোতিষ্মান গ্রহনক্ষত্রগণ সূর্য্যালোকেই আপনাদের আলোক নিমজ্জিত করিয়া আকাশে বিহার করে, তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর দৃষ্টিগোচরই হয় না। ভক্তগণও ঠিক এইরূপ। সংসারের অন্ধকারে সংশয় অন্ধকারে মানবের পথপ্রদর্শক রূপে তাঁহারা বিরাজিত, কিন্তু বিশ্বাসী বিশ্বাস আলোকে দেখেন যে তাঁহারা ব্রহ্মেতেই আত্মনিমজ্জিত হইয়া চিদাকাশে নিত্য বিহার করিতেছেন, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রূপে আর আপনাদিগকে দেখিতে দেন না, যদিও আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের ন্যায় তাঁহাদেরও ব্যক্তিগত প্রভাব হইতে মানবকে তাঁহারা কখনই বঞ্চিত করেন না।

নিম্নভূমি উচ্চভূমি।

নিম্নভূমিতেই গ্রীষ্মের উত্তাপ, উচ্চ হিমালয় শিখরে শীতলতা চিরবিরাজিত। নিম্নদেশ ছাড়িয়া উচ্চ হিমালয়ে উঠিলে আর গ্রীষ্মের উত্তাপ সহিতে হয় না। উত্তপ্ত মরুভূমি ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে যাইলেও কেমন নিত্য প্রবাহিত সুস্নিগ্ধ সমীরণ সম্ভোগ হয়। এমনই এই সংসারের পাপের উত্তাপ হইতে শান্ত হইতে হইলে যোগের হিমালয়ে উঠিলেই শান্তি আরাম সহজে লাভ হয়। কিম্বা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমসমুদ্রতটে গেলেই তাঁহার পবিত্র প্রেমসমীরণ সম্ভোগ হয়। সত্য উপাসনার রথে চড়িলেই উত্তর পথে অনায়াসে যাইতে পারা যায়।

স্বাস্থ্যোন্নতি।

শরীরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন যেমন, আত্মার কল্যাণ বিধানের জন্য উপাসনাও তেমনি। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে শরীরের রোগ দুর্ব্বলতা দূর হয়, উপাসনায় ব্রহ্মস্বরূপের বায়ু সেবনেও আত্মার স্ফূর্ত্তি ও বল স্বতঃই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এক এক স্বরূপ আত্মার তত্তৎ শক্তি সঞ্চালিত করিয়া জীবনকে উন্নত করিয়া দেয়। এই বায়ুপরিবর্ত্তনই নিত্য স্বাস্থ্যপ্রদ।

নবসাধন পঞ্জিকার তাৎপর্য্য কথা।

শুনিতেছি ১লা বৈশাখের প্রকাশিত নবসাধন পঞ্জিকার তাৎপর্য্য কাহার কাহারও পক্ষে কিছু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যে এই প্রণালী অবলম্বনে যেন এক একদিন ঈশ্বরের এক একটী স্বরূপ আমরা সাধন করিতে চেষ্টা করি। সংক্ষেপে অনেক কথা প্রকাশ করিতে কিছু প্রাঞ্জলতার অভাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু নববিধানসাধনপিপাসু যিনি হইবেন, তাঁহার পক্ষে ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে কিছুই কঠিন বোধ হইবে না। যথা—রবিবার সত্যস্বরূপের সাধনা, এই স্বরূপ বিশ্বাসী মুসা যে ভাবে সাধন করিয়া ঈশ্বরকে "আমি আছি" নামে উপলব্ধি করিয়াছেন, সাইনা পর্ব্বতের দাহ্যমান বনে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, কিম্বা ঋষিগণ যেমন তাঁহাকে "অহমস্মি" রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনি বিশ্বাসরূপ পর্ব্বতের উপর বসিয়া মনরূপ বনে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন সাধন করিতে হইবে। প্রাতে সপরিবারে এবং সন্ধ্যায় সামাজিক ভাবে। বেদ ও আবেস্তা শাস্ত্রে ব্রহ্মের অস্তিত্ব তত্ত্ব যেমন আছে এমন আর কোথায়? সুতরাং তাহা পাঠ করিয়া

নসাধ ও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এইরূপ সোমবার আত্মজ্ঞান শিক্ষার গুরু সক্রেটিসের সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ সাধন করিতে হইবে এবং বিজ্ঞানে ও এই বি·প বিদ্যালয়ে যে জ্ঞান শিক্ষা হয় তাহার ভিতর জ্ঞানস্বরূপের প্রেরণায় জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। মঙ্গলবার শ্রীবুদ্ধের কাছে নির্ব্বাণ শিক্ষা করিয়া অনন্তস্বরূপ সাধনায় আত্মস্থ নিমজ্জন করিতে হইবে। বুধবার হরিপ্রেমে যিনি উন্মত্ত, সেই প্রেমিক গৌরাঙ্গের সঙ্গে প্রেমস্বরূপ সাধন করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধিতে প্রেমসাধন করিতে হইবে। বৃহস্পতিবার মোহম্মদ যেমন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মহিমা দর্শন এবং সাধন করিয়াছেন, তেমনি করিয়া তাঁহার ও ঋষিগণের আত্মার সহযোগে একমেবাদ্বিতীয়ম্ স্বরূপ সাধন করিতে হইবে। শুক্রবার শ্রীঈশার ন্যায় আত্মইচ্ছা বলিদান করিয়া শুদ্ধস্বরূপের সাধন করিয়া শুদ্ধতা লাভ বা সশরীরে স্বর্গের পবিত্রতা সম্ভোগ সাধন করিতে হইবে। শনিবার, সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বভক্তের মিলনে যে নববিধান তাহাত পবিত্রাত্মার বিধান, সুতরাং এই পবিত্রাত্মার প্রভাবে আমাদিগকে আনন্দস্বরূপ সাধন করিয়া ব্রহ্মানন্দজীবন লাভ করিতে হইবে। এইরূপ এক এক দিন এক এক শাস্ত্র পাঠ করিবে। আশা করি যাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই ভগবান্ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

চোর কে?

বৈরাগ্যব্রতধারী ধারিণী প্রার্থনা করিলেন আসক্তি নির্ব্বাণ কর। ব্রতধারী চাহিলেন না কিন্তু অযাচিতরূপে পাইলেন একখানি নূতন চাদর, চাদরখানি পাইয়া একটু বেশী খুসী হইলেন। ছিন্ন পাদুকা পরিয়া কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইতে কুণ্ঠিত হইয়া ভিক্ষালব্ধ জীবিকার অর্থে কিনিলেন একজোড়া নূতন পাদুকা। বৈরাগ্যব্রতধারিণী গৃহিণীর মাত্র দুইখানি বস্ত্র ছিল, পাইলেন অযাচিত রূপে আরও দুইখানি, কতই খুসী হইলেন যে তাঁর দুইখানির জায়গায় চারিখানি হইল। একদিন চোর আসিয়া স্বামী স্ত্রীকে গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া চারিটী জিনিষই চুরী করিয়া লইয়া গেল। সেই ছিন্ন পাদুকা পায়ে মলিন বেশে ব্রতধারীকে বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তির নিকট যাইতে বাধ্য হইতে হইল। দুঃখিনীর দুইখানিই যে যথেষ্ট, চারিখানি থাকিবে কেন? তাঁহারা উভয়ে ভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন চোরত তাহাই চৈতন্য দিয়া গেল। সে চোর কে?

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী।

বম্বে, মালাবার হিল, ২৯শে মার্চ্চ, ১৮৬৮ খ্রীঃ।

প্রিয় দীননাথ,

তুমি পূর্ব্বে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু উপস্থিত পত্র পাঠে অতীব আনন্দিত হইলাম এবং হৃদয়ের সহিত তোমাকে শুভাশীর্ব্বাদ অর্পণ করিতেছি। তোমরা যতদিন আমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছ, ততদিন নিয়ত তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা, মঙ্গল প্রার্থনা ও মঙ্গল চিন্তা করিতেছি।

বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি, নিশ্চয় জানিও হৃদয় মধ্যে যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি, তন্মধ্যে তোমরা সদা অবস্থান করিতেছ, এবং দূরে থাকিলেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই।

যে জন্য এই সম্বন্ধ পরস্পর মধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় তাহাই প্রার্থনীয়। তিনি সর্ব্বসাক্ষীরূপে সর্ব্বক্ষণ নিকটে রহিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে; এবং পরস্পরকে পাপের নিবারক ও শাস্তা এবং ধর্ম্মপথে সহায় মনে করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধুতা রক্ষা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমাদের মধ্যে যে যোগ তাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে, নতুবা পরস্পর হইতে বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ। প্রাত্যহিক উপাসনাকে আরও বিনম্র ও জীবন্ত কর, এবং সমস্ত অনুরাগের সহিত দয়ালু পিতার চরণ ধারণ কর; পবিত্র উৎসাহ সাগরে পাপের নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইবে।

তোমাদের মঙ্গল হউক। অদ্য এখানকার শেষ বক্তৃতা হইবে, অতএব এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রথম বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, একখণ্ড পাঠাইয়াছি, বোধ করি পাইয়া থাকিবে। এখানকার সমুদায় বক্তৃতাগুলি সংবাদ পত্রে প্রকটিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্টগুলি হয় তো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এখান হইতে আগামী বুধবার যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

মুঙ্গের, ৩রা জুন, ১৮৬৮ খ্রীঃ।

প্রিয় গৌরগোবিন্দ,

তোমার কয়েকখানি পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার প্রচারবার্ত্তা পাঠে আনন্দলাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের আত্মোন্নতির জন্য যে সকল সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, যেরূপে বিশেষ করুণা করিতেছেন তদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগের জীবন তাঁহার রাজ্য বিস্তারের জন্য ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

তোমাদের বল বুদ্ধি শরীর সকলই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়াছে; তাহার উপর আর তোমাদিগের অধিকার নাই এই মনে করিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে তোমরা তাঁহার অনুগত দাস হইয়া তাঁহার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া নিজের ও দেশের মঙ্গল সাধন

. ইহাই আমার হৃদয়ের ইচ্ছা, ইহা দেখিলে আমি কৃতার্থ

যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ মাত্র অনুমান মনে করিয়া-
ম, আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল আনন্দের বিষয়। এবার
সম্বন্ধে কানপুরের কথা যাহা লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া
পর্য্যন্ত উল্লাসিত হইয়াছি বলিতে পারি না। অল্পবিশ্বাসীরা
তে পারে না, কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্বর সকলই করিতে-
। বোধ করি উমানাথ বাবু সপরিবারে তথায় আছেন।
নে আগামী রবিবারে আর একটী উৎসব হইবার কথা।
তার মাতারা কি আসিতে পারিবেন? সকলকে নমস্কার
নাইবে, রাজনারায়ণ বাবুকেও নমস্কার জানাইবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

রাজভক্তি।

মহারাণী মা ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ
র্থনা করিলেন:—"হে প্রেমময় ভারতের রাজা, আজ হরি-
ক্ত সহিত রাজভক্তি মিলাইয়া তোমায় পূজা করিব। আমরা
ার জানি না, পরিবারের পিতামাতাকে জানি না, আমরা
ল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলই তুমি, আমাদের
াণী ভিক্টোরিয়া তোমারই। আমাদের ভারতশাসন, পরি-
র পালন, কল্যাণের হেতু আমরা তাহাই জানি।
এই রাজ্ঞী তোমারই প্রেরিত এই আমরা মনে করি। সংসারে
দের মা যেমন, রাজ্যে তেমনি আমাদের মা মহারাণী।
তোমার তাই আমার, তাই আমাদের। যা তোমার নয়
আমাদের নয়। আমরা রাজা টাজা মানি না, আমরা কেবল
কে মানি।
আমাদের রাজার কীর্ত্তি আমরা একটুও বাদ দিতে পারি না।
তোমার বিধানের ভিতরে এই রাজা, তোমারই ভিতরে এই
। এই আর একখানি রূপ। মা কত রূপই দেখাও।
মা গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীর্ত্তি তব অনেক
র। কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার। যতদিন বাঁচিব
মার কীর্ত্তি মাথায় করিব।
আমরা কেমন সুখে সুখী। আমরা রাজাটাকেও মার কাছে
লাম। হে নববিধান, তুমি সকল ধর্ম্ম এক করিলে। যেমন
বধানের লোক রাজভক্ত এমন কি আর কেহ হইতে পারে?
, ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তজ্জন্য তুমি কৃতজ্ঞতা নাও,
নাও। আর রাজার রাজা তুমি হরি, তোমার এই ব্রাহ্ম-
রাজা, এই নববিধানের রাজা আমরা কুশলে রাখিব।
মা কয়টী তোমারই দাস, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ
করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারই চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ
এক হউক। তুমি আজ সকল বিবাদবিসংবাদ দূর কর, আমরা
সকলে এক হই।"

নববিধানের কয়েকটী মূল সত্যের মধ্যে একটী সত্য "রাজ-
ভক্তি।" নববিধানে কেন এ সত্য নিহিত হইল এ সম্বন্ধে আমা-
দের মধ্যেও মতভেদ আছে। কিন্তু বাস্তবিক প্রকৃত নববিধান-
বিশ্বাসী যিনি তিনি স্বয়ং ঈশ্বরকেই রাজার রাজা বলিয়া বিশ্বাস
করেন, রাজশক্তি তাঁহারই শক্তি, রাজা যিনি তিনি তাঁহারই
প্রেরিত। দেশে দুর্নীতি পাপ অবিচার অনাচার অন্যায় অধর্ম্ম
দমন ও অপনোদন করিবার জন্য এবং ধর্ম্মরক্ষা ও শান্তিরক্ষা
করিয়া প্রজানুরঞ্জন করিবার জন্যই রাজা তাঁহার প্রেরিত এবং
তাঁহাই রাজশক্তি তাঁহার প্রতিনিধিগণের দ্বারা কার্য্য করিতেছে।
মানবীয় যন্ত্রের গুণ বা দোষে সে শক্তির সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার
হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি রাজা বা রাজশক্তিকে আমরা
কখনও উপেক্ষা করিতে পারি?

ভক্তিসাধন ব্যক্তি বিনা হয় না। ঈশ্বরকে যখন পিতা, মাতা,
রাজা, বিচারপতি বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি তখনই তাঁহাকে
পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রাজভক্তি অর্পণ করিতে পারি। সেইরূপ
এই সকল প্রকার ভক্তির আধার যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও তাঁহারই
প্রতিনিধিরূপে আমরা ভক্তিদান করি। পিতা, মাতা, রাজা
তাঁহারই প্রেরিত এবং প্রতিনিধি ইহা বিশ্বাস করিয়া আমরা
ভক্তি অর্পণ করি।

পার্থিব পিতামাতার দোষ ত্রুটী সত্বেও যেমন তাঁহাদিগকে
অবশ্যই ভক্তি না দিয়া পারি না, তেমনি বাহ্যিক মানবীয় রাজ্য-
শাসনের বিশৃঙ্খলা সত্বেও রাজাকে বা রাজশক্তিকে স্বয়ং বিধাতার
প্রতিনিধি বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে ভক্তি অর্পণ করিব। এই জন্যই
নববিধান রাজভক্তিকে এক মূল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে
শিক্ষা দিয়াছেন। "যাহা রাজার তাহা রাজাকে দিতেই হইবে।"

বিশেষ ভাবে নববিধান সর্ব্বধর্ম্মের ও সর্ব্বমানবের মিলন
বিধান। পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন বিধানের জন্য, ভারতের প্রাচীন
ধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানকে সমন্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই
বিধাতা এই ইংলণ্ডেশ্বরকে ভারতেশ্বররূপে নিযুক্ত করিয়াছেন
এবং সেই রাজ্য শাসন সময়েই এই নববিধানের অভ্যুত্থান হই-
য়াছে, সুতরাং যে নববিধান ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীকে এক
ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করিবে সে নববিধান কখনই এ রাজ্যের প্রতি
অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন না। কারণ নববিধান বিশ্বাস করেন,
রাজভক্তি অর্পণ দ্বারাই শান্তি কুশলের রাজ্য ভারতে ও জগতে
সংস্থাপিত হইবে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন ও সদ্ভাবে ধরায়
স্বর্গরাজ্য আসিবে।

কত বড় উচ্চ মার্গ হইতে ব্রহ্মানন্দ এত বড় বিশ্বাস ভক্তির
কথা বলিয়াছেন, অত গভীর ভক্তিসহকারে ইহার মর্ম্ম আমরা
যেন উপলব্ধি করিতে পারি।

এবার সম্রাট পঞ্চম জর্জের শুভ জন্মদিন পর্ব্বে তাঁহার প্রতি আমাদিগের হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করিতেছি। তাঁহার সাম্রাজ্যে যেন সত্যধর্ম্মসূর্য্য কখনও অস্তমিত না হয় এবং শান্তি কুশলের রাজ্য নববিধানের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রার্থনা করি।

—•—

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও বঙ্গচন্দ্র।

শুনিয়াছি আচার্য্য কেশবচন্দ্র কোনও এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার শিষ্য যে হইবে সে আমার শিষ্য হইবে না।" বলা নিষ্প্রয়োজন যে এস্থলে "শিষ্য" শব্দ দুই বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম স্থলে "শিষ্য" শব্দের অর্থ অনুগামী, সমধর্ম্মাবলম্বী; দ্বিতীয় স্থলে 'শিষ্য' শব্দের অর্থ আজ্ঞানুযায়ী দাস অর্থাৎ যে অর্থে এদেশে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে। উপাচার্য্য বঙ্গচন্দ্র আচার্য্য কেশবচন্দ্রের চিরশিষ্য। কিন্তু তাহা শেষোক্ত অর্থে নহে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ধর্ম্মজীবনের প্রথম হইতেই পবিত্রাত্মা ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের সঙ্গীত তাহা পরিষ্কার প্রমাণ করিতেছে। উক্ত সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা গেল:—

"মন কে বল গুরু সংসারে।

যিনি জ্ঞানময়, পিতা দয়াময়, যিনি অন্তর্য্যামী, সকল জেনে উপদেশ দেন অন্তরে।

বেদ তন্ত্র পুরাণ প'ড়ে বহুতর, জ্ঞানবলে মন কর অহঙ্কার, প্রলোভন এলে জ্ঞানবল লয়ে কি হবে তখন বল; পাপকূপে পড়ি কর হায় হায়, কে তারিবে তোমায় দেখে নিরুপায়, কত শত জ্ঞানী হ'য়ে অভিমানী ডুবল পাপসাগরে।

গুরু ব'লে তাঁর লও রে শরণ, অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন, পিতার দুয়ারে থাক রে পড়িয়ে শুনবে মধুর বাণী; বিপদে সম্পদে পাবে উপদেশ, না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ, মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে, যাবে ভবার্ণব পারে।

উপদেশ তিনি দেন নিরন্তর, তাহা না শুনিয়ে বধির অন্তর, পাপে তাপে পুড়ে কর হাহাকার, ওরে ভ্রান্ত মম মন; তাঁহার আদেশ মস্তকে ধরিয়ে, কর রে পালন জীবন সঁপিয়ে, গুরুমন্ত্র তাঁর, শুন নিরন্তর, না রবে পাপআঁধারে।" (বি, কৃ, গো)

আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে পবিত্রাত্মাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বঙ্গচন্দ্রও সেই গুরুরই শিষ্য হইয়াছিলেন। এজন্য প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিয়া বঙ্গচন্দ্র নবধর্ম্ম সাধনের জন্য এবং প্রচার জন্য যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অনেক ব্রাহ্মের নিকট তৎকালে তাহা কেশবচন্দ্রের অনুকরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। এজন্য যে কেহ কেহ তাঁহার উপর তীব্র কটাক্ষপাত না করিয়াছেন এমনও নহে। কিন্তু চিরদিনই বঙ্গচন্দ্রের বিশ্বাসের বিশেষত্ব এই দেখা গিয়াছে যে, কে কি বলে বা ভাবে, তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বা কোন কথা না বলিয়া, নিজে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন তাহা অকুতোভয়ে করিয়া যাই[...] আচার্য্য কেশবচন্দ্র নববিধানীদের জন্য, বিশেষতঃ যাঁহারা [...] অধীৎ ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদে[র] দৈনিক সম্মিলিত উপাসনার এবং সৎপ্রসঙ্গের ব্যবস্থা ক[...] বঙ্গচন্দ্রও পবিত্রাত্মার পরিচালনায় ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি[...]

প্রথমতঃ দৈনিক সমবেত উপাসনাতে অধিক সংখ্যক বিশ্বাসী তিনি না পাইলেও তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হন [...] তিনি প্রথমতঃ একটীমাত্র বন্ধুকে লইয়া সমবেত দৈনিক উপ[াসনা] আরম্ভ করেন। সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়। প্রমাণিত হইয়া ক্রমে দৈনিক উপাসনাতে উপাসক উপা[সিকার] সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। সমবেত ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা শুভ হইবে, মনে শান্তি এবং সুখ হইবে, পরস্পরের মধ্যে [...] সাধুতার প্রতিষ্ঠিত হইয়া সপরিবারে স্বর্গের বিমলানন্দে[র] আস্বাদন করা যাইবে, এই শুভ সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মানন্দ [...] সংস্থাপন করেন এবং সপরিবারে আশ্রমে বাস করিতে থা[কেন।] এই আশ্রমে অনেকগুলি ব্রাহ্মবন্ধু সপরিবারে বাস [...] উল্লিখিত আদর্শানুসারে চরিত্র ও জীবন গঠন করিতে [...]য়াছিলেন। তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা এবং গৌরব প্র[কাশিত] হইয়াছে। বঙ্গচন্দ্রও এই ঢাকা নগরে ঐ আদর্শে একটী [...] সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অনেকগুলি ভাই [...] উপাসনাশীলতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি শিক্ষা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় সুদীর্ঘ ধর্ম্ম[জীবনের] প্রথম ভাগে অনেক সময়ই হিমালয়ে বাস করিয়া ব্রহ্মযো[গে] ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে শেষ জীবনে নিকেতনে, কলিকাতাতে এবং কলিকাতার নিকটস্থ নানা [স্থানে] বাস করিতেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে নিরত ব্রহ্ম সহবাসে যোগে নিমগ্ন থাকাতে নির্জ্জন হিমালয়ে বাসের ন্যায়ই ছিল।

একদা আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র কথা প্রসঙ্গে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনি তো এক[ান্ত] ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া যোগের অবস্থাতেই স্থিতি করেন।" উত্তর করিয়া বলিলেন, "এও তোমাদেরই জন্য।" কেশবচন্দ্রও সিমলা, নৈনীতাল, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে গিয়া অনেক সময় ধ্যান ধারণা এবং উপাসনা প্রার্থ[নায়] নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গচন্দ্র তাঁহাদের, কাহারও মত পর্ব্বতে বাস করিতে সুযোগ পান নাই। কিন্তু তিনি যৌবনে যোগ-জীবন সাধু অঘোরনাথের সহবাস লাভ [করিয়া]ছিলেন, তাহাতেই তিনি জনকোলাহলপূর্ণ নগরে বাস [করিয়াও] নির্জ্জনতাপ্রিয় হইয়াছিলেন। সময় সময় তিনি যু[...] চট্টগ্রামে স্থিতি কালে অনেক দিন পাহাড়ে বসিয়া

আলোচনা করিতেন। তাহা ছাড়া ঢাকার নবাববাড়ীর রমণার মাঠস্থিত সুপ্রসিদ্ধ টিলা তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। স্বর্গীয় নবাব সার আবদুল গনির সাবাগ নামক বিস্তৃত বাগান এবং স্বর্গীয় বাবু মোহিনীমোহন দাস ও প্রতাপচন্দ্র দাসের বাগান তাঁহার এবং ঢাকার ক্ষুদ্র দাস মণ্ডলীর জন্য ধ্যান ধারণা এবং নির্জ্জন চিন্তা ও সময় সময় ব্রহ্মোৎসবের স্থান ছিল। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যোগ এবং ভক্তি শিক্ষার্থীদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মগীতোপনিষদ নামে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত আছে এবং উহা যে ধর্ম্মের ইতিহাসে যোগ ভক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপম পরম সম্পদরূপে বিদ্যমান তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রও যোগ এবং ভক্তি শিক্ষার্থীদের প্রতি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাও ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া "সাধনতত্ত্বসার" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখ এই যে এক্ষণে যোগ ভক্তি লাভের পিপাসু আমাদের যেমন অভাব, এ সকল উপাদেয় যোগতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব পাঠের জন্য লোকের আগ্রহও তেমন কম।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

যোগ—বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন।

(আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্যাখ্যাত Yoga—Objective & Subjective প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের সাধনপ্রণালীর বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল সাধনপ্রণালীর মধ্যে "যোগ" অন্যতম। এই সাধনপ্রণালী—প্রাচীন একটী বিশিষ্ট প্রণালী। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মজীবনে এরূপ প্রণালী আদৌ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুক্তিবাদী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইহাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত ধর্ম্মমত ও নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। হিন্দু যোগপ্রণালীর সহিত যে অনেক স্থলে অনেক ভ্রান্তি এবং কাল্পনিক বিষয়সংমিশ্রিত হইয়া আছে, সে বিষয় অস্বীকার করা চলে না। যাঁহারা এই যোগপ্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে অনেক স্থলে যোগের নামে যোগের বিকৃতি বা অপব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ বিকৃত যোগপ্রণালীতে এমন অনেক ভুল ভ্রান্তি, অনেক অবৈজ্ঞানিক ও অসত্য ব্যাপার সংশ্লিষ্ট থাকে যাহা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এ সকল হইল—বিকৃতি বা অপব্যবহারের কথা। আমরা "বিকৃতির" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসি নাই। যিনি প্রকৃত চিন্তাশীল ও দার্শনিক, তিনি আকস্মিক উপাধির আবর্জ্জনা রাশিকে দূরে রাখিয়া প্রকৃত সার তত্ত্বেরই আলোচনা করিবেন। যিনি "খোসা" হইতে "শস্য"কে পৃথক করিয়া দেখিতে পারেন না—তিনি কিছুতেই নিরপেক্ষ সমালোচক বলিয়া গণ্য হন না। তাঁহার এই পার্থক্য সাধনের অক্ষমতা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, হয় তাঁহার বিচারবুদ্ধি স্থূল অথবা তাঁহার মধ্যে সেই নির্ব্বিকার উদারতার ভাব নাই, যাহা দ্বারা তিনি পক্ষপাতিত্ব দোষ শূন্য হইয়া প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারেন। এরূপ সমালোচকের মত কখনই সমীচীন ও ন্যায্য হইতে পারে না। যিনি এই সুপ্রাচীন ও গৌরবান্বিত হিন্দুজাতির ধর্ম্মজীবনের নিরপেক্ষ সমালোচক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে উপরে ভাসমান মলিনতা ও আবর্জ্জনা রাশি ভেদ করিয়া রহস্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই গভীর-তলদেশে যে প্রকৃত সত্যরত্নরাজি নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। "যোগ" হিন্দুজাতির জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুস্যূত এবং এই জাতির মানসিক ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বকে দূরে রাখিয়া একনিষ্ঠ সত্য সেবকের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই যোগের প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিব।

ইহার অর্থ কি?

যোগের ধাতুগত অর্থ কি? ইহার অর্থ "মিলন।" ইংরাজীতে "Communion" শব্দটীর দ্বারা ইহারই যথা সম্ভব অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করা যাইতে পারে। সৃষ্ট জীবাত্মা এই মর্ত্ত্যলোকের পাপসঙ্কুল অবস্থায় সেই পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অপরিচিতের ন্যায় বাস করে। এই দুই আত্মার পুনর্ম্মিলন আবশ্যক। শুধু পুনর্ম্মিলন বলিলেও ঠিক বলা হয় না, তাহা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর কিছুর প্রয়োজন। সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য বিধায়ক যে সম্মিলন, ইহাই জীবাত্মার কাম্য বস্তু; এবং ইহাকেই সে লাভ করিয়া ধন্য হয়। পরমাত্মার সহিত এই সংযোগই হিন্দু যোগের প্রকৃত গূঢ় রহস্য। ইহা আত্মিক একত্ব বিধান, ইহা একের মধ্যে দুইয়ের অনুভূতি, ইহা একত্বের মধ্যে দ্বিত্বের উপলব্ধি। চিন্তাশীল দার্শনিক হিন্দুর পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ। তিনি অন্য কোন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল নহেন, তিনি ইহা ব্যতীত অন্য কোনও মুক্তিই কামনা করেন না। বিচ্ছিন্নতা, অমিলন, ব্যবধান, পার্থক্য বোধ, দ্বিধভাব, অহংজ্ঞান—ইহাই হিন্দুর মতে সকল পাপ ও যন্ত্রণার নিদান। ভগবানের সহিত একাত্মতা ও সজ্ঞান সম্মিলনই হিন্দুর একমাত্র কাম্য স্বর্গ। এই দেবাত্মক মানবত্বের বরণীয় অবস্থা লাভ করিতেই হিন্দু যাবজ্জীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি জানেন যে একবার এ অবস্থা লাভ হইলে তিনি শোক বিক্ষেপ, পাপ অপবিত্রতার বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন তাঁহার অন্তরে চিরশান্তি ও চিরস্থিরতা বিরাজ করিবে। হিন্দুর সকল সাধন, সকল ভজন, তাঁহার যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান, তাঁহার

ধ্যান ধারণা সংযম ও আত্মত্যাগ—এ সকলই এই আকাঙ্ক্ষণীয় শান্তির স্বর্গলাভের উপায় ও প্রক্রিয়া মাত্র।

(ক্রমশঃ)

নবধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং বর্ত্তমান নববিধানমণ্ডলী।

কোন ধর্ম্মবিধান সার্ব্বভৌমিক নয়? শুধু নবযুগের নবধর্ম্ম নববিধানই কি সার্ব্বভৌমিক? বর্ত্তমান যুগে যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জীবনী শক্তি আছে, যাঁহারা আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মবিধানের বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া সে বিধানকে নানা উপায়ে সজীবিত করিতে যত্নবান্, তাঁহারা অনেকেই আপনাদের ধর্ম্ম-বিধানের সার্ব্বভৌমিকতা প্রদর্শন করিয়া তাহা সর্ব্বজনের গ্রহণীয় বলিয়া ব্যাখ্যা ও ঘোষণা করিতেছেন। ভারতের কেহ কেহ বেদ বেদান্তাদির ধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায় আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্মবিধানের সার্ব্বভৌমিকতা প্রদর্শন করিতেছেন, খ্রীষ্টসমাজ খ্রীষ্টশায় জীবনের ধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এ চেষ্টা কি দুশ্চেষ্টা? কখনই নয়। সত্যই প্রত্যেক ধর্ম্মবিধান সার্ব্ব-ভৌমিক অর্থাৎ সকলের গ্রহণীয়। প্রত্যেক ধর্ম্মবিধান বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরালোকে পূর্ণ, যাহা কিছু ঈশ্বরের এবং ঐশ্বরিক তাহাই সকলের এবং প্রত্যেকের গ্রহণীয়, এই অর্থে সকল বিধানই সার্ব্বভৌমিক। এ অর্থে নববিধানও সার্ব্বভৌমিক। নবধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার অপর একটী দিক্ আছে; এ ধর্ম্ম যে কোন স্থানে যে কোন সত্য প্রাপ্ত হন তাহা আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। একটী সামগ্রী সকল ভূমি, সকল স্থান, সকল জীবন অধিকার করিয়া বর্ত্তমান, অতএব সে সামগ্রী সার্ব্ব-ভৌমিক, এ অর্থে পুরাতন নূতন সকল বিধানই সার্ব্বভৌমিক। সার্ব্বভৌমিকতার অপর দিক এই, ইহা সকল স্থান হইতে সকল সত্য আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া সকল ভূমিকে আপনার ভূমি করিয়া লন। এই শেষার্থে শুধু নবযুগের নবধর্ম্মই সার্ব্ব-ভৌমিক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবিধানের মধ্যে কোন কোন স্থানে সকল স্থান হইতে সত্য গ্রহণের ভাব, মূলে স্থিতি করিলেও, সে সকল প্রত্যেক বিধান, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে, বিশেষ বিশেষ আচরণে, বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সে সকল ধর্ম্মবিধান সর্ব্বস্থান হইতে সত্য গ্রহণের ভাব ও শক্তি কার্য্যতঃ হারাইয়া ফেলিয়াছে, বিশেষ সীমা ও গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম দুই অর্থেই সার্ব্বভৌমিক। ব্রহ্মনাম লইয়া, ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া এ ধর্ম্ম নবযুগে নবভাবে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম বর্ত্তমান, ব্রহ্ম হইতে যাহা সমাগত তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম অতএব ব্রহ্মের যাহা, ব্রহ্ম হইতে সমাগত যাহা, তাহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের গ্রহণীয়, পালনীয়, এই অর্থে ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। অপর দিকে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বদেশে, বিদেশে, দূরে, নিকটে যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐশ্বরিক আলোক ও সত্য দর্শন করিলেন তাহা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন ও ভবিষ্যতেও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। নবযুগের ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ বিধানের, বিভিন্ন সত্য, বিভিন্ন প্রকৃতির সত্য, আপাতবিরুদ্ধ ভাবের সত্য আপনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া সেই বিভিন্ন ভাবের মিলনের মধ্যে আপনার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন, এই বিশেষত্ব জন্য ইনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান হইতে স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে বুঝিতে পারিলেন এবং এই বিশেষত্ব প্রদর্শন-করিয়া আপনার নববিধান নাম ঘোষণা করিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবন প্রথম হইতে উদারভাবে দেশ ও কালের ভেদ ঘুচাইয়া সকল স্থান হইতে যাহা কিছু গ্রহণীয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মধ্যাহ্নে কেশবজীবনের যখন পূর্ণ উদয়, তখন দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনে খ্রীষ্টশায় (Self denial) আত্মত্যাগ, একান্ত বিশ্বাস, প্রার্থনা, নির্ভর বৈরাগ্য ও নীতি, অপর দিকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি, অনুরাগ, তৃতীয় দিকে ঋষি ভাবোচিত ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পানের একত্র সমাবেশ। ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া ক্রমে অখণ্ড ব্রহ্মের ভিতরে হিন্দুসমাজের অগণ্য অসংখ্য পৌরাণিক খণ্ডভাবগুলির সত্যতা ও সামঞ্জস্য তিনি দর্শন করিলেন। খ্রীষ্ট সমাজের ত্রিত্ব-বাদের মধ্যে একত্ববাদ, একত্ববাদের মধ্যে ত্রিবাদের সত্যতা, সামঞ্জস্য তাঁহার মানসচক্ষুর গোচর হইল। তিনি হিন্দুসমাজের খণ্ডভাবগুলি ও খ্রীষ্টসমাজের ত্রিমূর্ত্তির ভাব খণ্ড খণ্ড ভাবে সাধন করিয়া তাহার ভিতরে অখণ্ডের অনবদ্য সম্ভোগ করিলেন। কেশবচন্দ্রের সমস্ত জীবনের সাধনা অখণ্ড হইতে খণ্ডে গমন ও খণ্ডের সাধন, আবার সকল খণ্ডের সমাধানে অখণ্ডকে দর্শন ও অখণ্ডে স্থিতি শান্তি ও ক্রমোন্নতি লাভ।

"ব্রহ্মখণ্ডের সংযোগ" শীর্ষক উপদেশের উপসংহার কালে কেশবচন্দ্র বলিলেন, "এই পৃথিবীতে কালীর সঙ্গে কৃষ্ণের, শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের, হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধের এবং খৃষ্টানের সঙ্গে মুসল-মানের যুদ্ধ দেখিতেছ, উহার মূলে ব্রহ্ম বস্তুর বিয়োগ দেখিতে পাইবে। এই সকল অংশের যখন যোগ হইবে, তখন আবার সেই এক পূর্ণ ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত হইবে। সকলের হাতেই ব্রহ্মের খণ্ড আছে; কেহ তাঁহার জ্ঞানখণ্ড, কেহ তাঁহার প্রেম-খণ্ড, কেহ তাঁহার দয়াখণ্ড, কেহ তাঁহার পুণ্যখণ্ড লইয়া পর-স্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। * * * ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান এই সমস্ত খণ্ড একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ণাবয়ব ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত করিবে।"

কেশবচন্দ্রের জীবনের ধর্ম্ম এক অখণ্ডে আরম্ভ, ক্রমে খণ্ডের ভিতরে অখণ্ডকে, অনন্তকে দর্শন ধারণ, পরিণামে সকল

খণ্ডকে এক অখণ্ডে পরিণত করিয়া এক অখণ্ডে মহা যোগ সমাধান।

বর্ত্তমান নববিধানমণ্ডলীতে আমরা কেশবচন্দ্র জীবনের পৌরাণিক ভাবের সাধনার প্রাধান্য সাধারণতঃ দেখিতে পাই। সাধনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সকলের এক অখণ্ড হইলেও খণ্ড ভাবই প্রধান। ইহার ফলে মণ্ডলীমধ্যে এত ভাবান্তর, মতান্তর। কিসে আমরা কোন খণ্ডভাবে আবদ্ধ না হই, ক্রমাগত সকল খণ্ডভাব সাধন করিয়া সকল খণ্ড ভাবকে এক অখণ্ডে দর্শন করিতে পারি এবং এইরূপে নব সার্ব্বভৌমিক ভাব সাধন করিয়া নবধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, মহিমান্বিত করিতে পারি, লীলাময় ঈশ্বর এ বিষয়ে সহায় হউন। "শ্রীগ—"

—

নববিধানের তীর্থ।

(প্রাপ্ত)

সকল ধর্ম্মেই তীর্থের মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। ভগবান ভক্তসঙ্গে যে স্থানে বিশেষ ভাবে কোন লীলা করিয়াছেন বা ভক্তগণ কোন বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই স্থানকে তাঁহাদের অনুগামীগণ তীর্থ বলিয়া আদর করিয়া থাকেন এবং তত্তই তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া আত্মোন্নতি সাধনে ধন্য হন। পৌরাণিক ধর্ম্মে তীর্থের যেরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত, সে ভাবে যদিও আমরা তীর্থসকলকে না দেখি, কিন্তু সকল ধর্ম্মের সকল তীর্থেরই প্রতি আমরা শ্রদ্ধা অর্পণ করি এবং সেই সেই তীর্থে সাধকগণ যে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাব সাধন করিয়া থাকেন আমরাও তাহা কেন না করিতে পারিব?

এই ভাবে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মক্কা, জেরুজেলাম, পুরী, নবদ্বীপ সকলই আমাদের আদরণীয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের তীর্থ ব্যতীত নববিধান সাধনেরও জন্য যে যে স্থানে ব্রহ্মমন্দির ও সাধনাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে তাহাকেও যেন আমরা তীর্থরূপে গ্রহণ করি এবং তৎপ্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া সেই সেই স্থানে তীর্থযাত্রীর ভাবে গমন করিয়া সাধন ভজনাদি করিয়া ধন্য হই।

বিশেষ ভাবে এই বিধান সাধনের জন্য চারিটী স্থানকে নববিধানের লীলাতীর্থ রূপে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দির ও "নবদেবালয়"।

সামাজিক উপাসনা সাধনের জন্য ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত। এই মন্দিরের শীর্ষে নববিধানের জয়ধ্বজা উড়িতেছে, এখান হইতেই সর্ব্বপ্রথমে জগতে নববিধানের জন্মবার্ত্তার ঘোষণা হইয়াছে এবং নববিধানের ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত ও বিবৃত হইয়াছে। ইহার পরিচালন কার্য্য নববিধানপ্রেরিত শ্রীদরবার এবং মণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত। শ্রীদরবারের প্রচারকমণ্ডলীগণ ইহার আধ্যাত্মিক সেবার ব্যবস্থা করিবেন এবং মণ্ডলীর সভ্যগণ ইহার বৈষয়িক কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন ইহাই বরাবর বিধি আছে। অবস্থা বিপর্য্যয়ে ইহার অন্যথা না হয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। ফলে এখানে পূর্ণ নববিধান সমাজগত ভাবে সাধনার ব্যবস্থা থাকিলে এস্থান চিরদিন নববিধানের এক বিশেষ তীর্থরূপে সমাদৃত হইবে।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালের শেষ কীর্ত্তি "নবদেবালয়" প্রতিষ্ঠা। নববিধানবিশ্বাসীবিশ্বাসিনীগণ প্রেরিত প্রচারক সপরিবারে সদলে শ্রীমৎ আচার্য্যপরিবারের সঙ্গে একযোগে মিলিত হইয়া পারিবারিক ভাবে নববিধান সাধন করিবেন এবং নববিধান পরিবার হইবেন এই উদ্দেশ্যেই, চিকিৎসকগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, দেহের মায়া অগ্রাহ্য করিয়া নববিধানাচার্য্যদেব এই নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বলিলেন, "ইহাই আমার মক্কা, কাশী, বৃন্দাবন, জেরুজেলাম, এস্থান ছাড়িয়া আমি আর কোথায় যাইব? এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পাড়ার, কলিকাতার এবং সমস্ত দেশের কল্যাণ হইবে, এখানে আমার মাকে পূজা করিলে অধর্ম্ম সকল যাইবে, মাকে একটী ছোট ভক্তিফুল দিলে স্বর্গে তার আদর বাড়িবে এবং তিনি চিরকাল সুখে থাকিবেন।" বাস্তবিক ভক্তের এই শেষ উপদেশের প্রতি লক্ষ্য [illegible] হইয়া কি আমাদের পারিবারিক সাধনের জন্য এই নবদেবালয়কে নববিধানের বিশেষ তীর্থ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়? ইহা এখন শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সন্তান সন্ততিগণ বিশেষ ভাবে শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, যাহাতে এখানে মণ্ডলীর সকল পরিবার আসিয়া মিলিয়া সাধন ভজন করেন ও নিত্য উপাসনার ব্যবস্থা দ্বারা সকলকার আকর্ষণের স্থান হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। দেহাবসান কালে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিয়াছিলেন, "আমার বাড়ী সবার বাড়ী" তাই আমাদের সকলেরই কি ইহাকে আপনার সাধনতীর্থ মনে করা কর্ত্তব্য নয়? শ্রীকেশবের জন্মস্থানও একটী তীর্থ।

কোচবিহার ব্রহ্মমন্দির ও "কেশবাশ্রম"।

কোচবিহারও আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের আত্মবলীদানের তীর্থ। এখানকার ধর্ম্মান্দোলনের ফলেই নববিধানের অভ্যুত্থান হয়। সুতরাং ইহাকেও এক বিশেষ তীর্থ মনে করিয়া বিশ্বাসীগণের সাধন ভজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। "সুনীতির সহিত সুনীতি, আলোক পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে" বিশ্বাসের সহিত শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ইহাই বলিয়াছেন। সে কথা কি কখনও মিথ্যা হইবে? যাহাতে ভক্তের এই সত্য রক্ষা হয় তাহার জন্য আমাদের সকলেরই যত্ন করিতে হইবে।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ।

মুঙ্গের হইতেই নববিধানে ভক্তি সাধনের উন্মেষ হয়। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তির নববিধানে পরিণত এই মুঙ্গের তীর্থেই প্রথম

হইয়াছিল। এখানে এখন এমন আর একটীও স্থানীয় সাধক নাই যে, সে সাধনের দীপ জ্বালিয়া রাখেন। সম্প্রতি এই তীর্থ উদ্ধারের জন্য কাহারও কাহারও মনে কিছু কিছু জাগরণ আসিয়াছে। এখানকার মন্দিরের পরিচালক কার্য্যসম্পাদক মহাশয়দিগের সহযোগিতায় এবং নববিধানমণ্ডলীর সকল ভক্তের সহায়তায় যাহাতে এই স্থানটী বিশেষ ভাবে নববিধানের তীর্থরূপে রক্ষিত হয় তাহার চেষ্টা হওয়া উচিত।

হিমালয় ব্রহ্মমন্দির ও যোগ আশ্রম।

শ্রীব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ কালের শেষ কয়মাস হিমাচলে অবস্থান করিয়া নববিধানের যোগ সাধন করেন এবং "যোগ" ও "সংহিতা" রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটী ব্রহ্মমন্দির ও আশ্রম স্থাপন হয়, তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল এবং এজন্য প্রার্থনাও করিয়াছিলেন, তাঁহারই সে সাধ পূর্ণ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই লালা কাশীরাম বন্ধুদ্বয়ের সহায়তায় একটী সুন্দর মন্দির এবং আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, মন্দিরের বেষ্টিত ভূমিখণ্ড প্রায় অর্দ্ধ মাইল পরিধি হইবে। ইহার মধ্যে কয়েকখানি ভাড়া দিবার উপযুক্ত বাড়ী করাতে মন্দিরের আয় প্রায় বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা হইয়াছে। ভাই কাশীরাম তাঁহার প্রিয় জামাতা ও কন্যার সহায়তায় এখানে অবস্থান করিয়া মন্দিরের কার্য্য ও সমাজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তীর্থযাত্রীদের জন্যও একটি প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। যোগসাধনের এমন সুন্দর তীর্থ নববিধান বিশ্বাসীদের জন্য স্বয়ং বিধাতাই করিয়া দিয়াছেন। নববিধান সেবকদিগের শিক্ষা সাধনের দ্বার এ তীর্থের সদ্ব্যবহার যাহাতে হয়, ভাই কাশীরাম তাহাই করিতে এখনও আকাঙ্ক্ষী। ভাইয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক।

পুস্তকপরিচয়।

The Apostles and Missionaries of the Navavidhan, published by Niranjan Niyogi, on behalf of the Brotherhood, 3 Romanath Mozumdar's Street. Price Rs. 3—8—0.

এই পুস্তক বা এল্‌বামখানিতে আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহযোগী স্বর্গগত কয়েকজন নববিধান প্রেরিত প্রচারক মহাশয়ের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত অতি সুন্দররূপে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। প্রীতিভাজন শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী পুস্তকখানি সংকলনে ও প্রকাশে প্রাণগত চেষ্টা করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নববিধানবিশ্বাসী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক পরিবারেই ইহার এক একখানি রক্ষিত হইলে আমরা সুখী হইব।

"ধর্ম্মযোগ"।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি, এল প্রণীত।

এই গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে প্রবচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ধর্ম্মের উদার ও সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আশা করি এ গ্রন্থ পাঠে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই বিলক্ষণ উপকার ও আনন্দ লাভ করিবেন। এইরূপ গ্রন্থ যতই প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থকার একজন কৃতবিদ্য ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সম্প্রতি পেন্সন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যথার্থই সুখী হইয়াছি। আমরা প্রার্থনা করি তিনি আরো দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভগবানের সেবায় ও জগতের মঙ্গলসাধনে তাঁহার বিশুদ্ধ জীবনকে আরো সার্থক করুন। গ্রন্থ ২০৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

বিশ্ব-সংবাদ।

বিলাতের ওয়েম্ব্‌লি প্রদর্শনীতে সমস্ত জগতের প্রায় পনের লক্ষ দর্শক সমবেত হইয়াছেন। আমাদের সম্রাট জর্জ্জ এই প্রদর্শনী স্বয়ং উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সাম্রাজ্ঞী মাঝে মাঝে সসম্মানে প্রদর্শনী দর্শন করিতে যাইতেছেন। ভারতীয় প্রদর্শনী বিভাগ দর্শনে ও ভারতীয় দ্রব্যজাত সংগ্রহে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

***

রুষ প্রদেশে সামাজিক স্বেচ্ছাচার নীতিতে এখন রাজ্য শাসন চলিতেছে। ইহার ফলে সহস্র সহস্র অনাথ শিশু রাস্তায় রাস্তায় গৃহহীন আশ্রয়হীন অভিভাবকবিহীন হইয়া বেড়াইতেছে। অনাহারে, শীতে বস্ত্রাচ্ছাদন অভাবে কত শতই অকালে প্রাণ হারাইতেছে এবং অবশিষ্ট কত শতই ভিক্ষা বা চুরি করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। দুরাচার, স্বেচ্ছাচার, নীতি বা বোল্‌সিভিজিমের ইহা ভিন্ন আর ভীষণ ফল কি হইবে? বিধাতা জগতকে এ দুর্গতি হইতে রক্ষা করুন।

***

কোন লেখক বলেন, জড়বাদিগণ অনেকেই পরলোক বিশ্বাস করেন না। আত্মা যে পাপের জন্য পরলোকে শাস্তি পাইবে কিম্বা পুণ্যের জন্য পুরস্কার পাইবে ইহা বিশ্বাস না করিলেও পরবর্ত্তী লোকেরা যে আমাদের পাপের জন্য নিন্দা ও পুণ্যের জন্য প্রশংসা করে ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তাহা হইলেই তো আত্মার অমরত্ব লোকে না

পাপিদেরও পার্থিব ভাবের অমরত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। অমরত্ব স্বীকারের ইহাও মন্দ যুক্তি নয়। পাপের জন্য মনবেদনা ও পুণ্যের জন্য আত্মপ্রসাদ মানবের প্রকৃতি নিহিত ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন?

***

রোমান কাথলিক ধর্ম্মনেতা পোপ একাদশ পায়াস সম্প্রতি বিশেষ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার তীব্র নীতি বিধির প্রশংসা সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে। বেশভূষার জাঁক-জমক দেখাইয়া নারীগণ ধর্ম্মমন্দিরে বা পোপপ্রাসাদে না যান, এ সম্বন্ধে তিনি এক বিশেষ বিধি প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি ১৫০ জন নারী পোপের নিকট কোন বিষয়ে আবেদন নিবেদন জানাইতে যাইতে চান, কিন্তু তাঁহাদের জামার গলা বড় ও হাত কাটা বলিয়া প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। সমাজে বা ধর্ম্মমন্দিরাদিতে আজকাল পোষাকে যাওয়া সকল সভ্য সমাজেরই কুপ্রথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। সামান্য দীন বেশেও ভগবানের নিকট যাইবার চিরব্যবস্থা হওয়া উচিত।

***

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যেই ধর্ম্মযাজন বা উপাসনা কালে ঘণ্টা বাজাইবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি বৌদ্ধ, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই প্রায় ঘণ্টা বাজাইয়া উপাসনা বা পূজা আরম্ভ হয়। পুরীর বা কাশীর মন্দিরের সম্মুখে যেমন বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখেও তেমনি বড় বড় ঘণ্টা টাঙ্গান রহিয়াছে, ধর্ম্মসাধকগণ মন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে ঘণ্টা বাজাইয়া প্রবেশ করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের গির্জ্জার চূড়ায় ঘণ্টা বাঁধিয়া তাহা বাজাইয়া নিকটস্থ উপাসকদিগকে উপাসনায় আহ্বান করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বে মধ্য যুগে নাকি কেবল উপাসনার সময় নিরূপণের জন্য গির্জ্জার ঘণ্টা বাজান হইত না, তখন বিশ্বাস ছিল আকাশের মেঘমালার মধ্যে সয়তান থাকিত, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ঘণ্টা বাজান হইত। মুসলমান মৌলবীগণ যেমন আজান মন্ত্র উচ্চারণে সয়তান তাড়াইয়া থাকেন, খ্রীষ্টের গির্জ্জার ঘণ্টা বাজানার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস ঘণ্টা বাজাইলে সে শব্দে দেবতা জাগ্রত হন, এই জন্য তিব্বতের লামাগণ ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা পাকড়ি পরিয়া থাকেন। ধর্ম্মসাধনে মনকে উদ্বুদ্ধ করিতে যদি ঘণ্টা বাজান হয় তাহা মন্দ কি?

***

নেপল্‌স প্রদেশে সম্প্রতি একটী ছয় বৎসরের শিশু বিমাতার দুর্ব্যবহারে তাড়িত হইয়া অদ্ভুত ভৌতিক বা অলৌকিকরূপে তাহার ১২ মাইল দূরস্থ দিদিমার নিকট আসিয়া উপনীত হয়। দ্বারে আঘাত শুনিয়া বৃদ্ধা দিদিমা দ্বার খুলিয়াই দেখিল তাহার শিশু নাতী একা দাঁড়াইয়া আছে।

বৃদ্ধা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কে তোমায় এখানে আনিল?"

শিশু বলিল, "একটী স্ত্রীলোক।"

বৃদ্ধা। "কোন্ স্ত্রীলোক?"

শিশু। "তা আমি জানি না।"

শিশু তাহার পর বলিল, "আমার বিমাতা আমাকে বড্ড মারেন ও তাড়িয়ে দেন। আমি ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে রাস্তায় ঘুরছিলাম। ঐ স্ত্রীলোকটী আমাকে হাত ধরে ইলেকট্রিক্ ট্রামে তুলে নিলেন। সমস্ত রাস্তা খুব আমাকে কাছে বসিয়ে ধরে রাখলেন। তার পর ট্রাম থেকে নেমে এই বাড়ীতে নিয়ে এলেন, তিনিই দরজায় আঘাত করে আমাকে চুম দিয়ে চলে গেলেন।"

দিদি মা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তাকে এর আগে কখনও দেখ নি?"

শিশু বলিল, "না, কখনও দেখিনি, তবে তিনি ঠিক ঐ ছবিখানির মত।" এই বলিয়া সম্মুখস্থ তার পরলোকগত মার ছবি দেখাইয়া দিল, শিশু যখন ছয় মাসের তখন তার সে মা পরলোক গমন করেন। ইনি কি সত্যই শিশুর মা না প্রতিমা? যাহা হউক ঘটনা সত্য হইলে বিধাতার অলৌকিক লীলা ভিন্ন আর কি?

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ১৭ই মে গিরিধিতে ডাক্তার যোগানন্দ রায়ের নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান শিশুকে ও শিশুর পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ৩রা জুন বাগনান মুরালীবাড় গ্রামে ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসুর নবজাত সন্তানের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় কয়েকটী পরিবারকে লইয়া ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ নিজেও প্রীতিভোজনে উপাসনা করিয়াছিলেন।

গত ১১ই জুন, বুধবার—শ্যামবাজার, ১১নং পদ্মনাথ লেনস্থ ভবনে শ্রীমান্ প্রেমেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যার শুভ জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। কন্যার পিতা নবসংহিতার প্রার্থনাটী পাঠ করিয়াছিলেন। শিশু এবং তাহার পিতা মাতাকে মা বিধানজননী শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন, আমরা এই প্রার্থনা করি।

শুভবিবাহ—গত ৯ই জুন সোমবার স্বর্গগত প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রাবেয়ার সহিত শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্কচন্দ্রের দৌহিত্র এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দাসের শুভ বিবাহ নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন

হইয়াছে। ভাই প্যারীমোহন ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ একযোগে এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী সুজাতা বসুর শুভ বিবাহ তমলুকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দত্তের সহিত বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

সম্রাটের জন্মদিন—গত ৩রা জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জের শুভ জন্মদিন স্মরণে বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনা প্রার্থনাদি হয়। পতাকাদি দ্বারা আশ্রম সজ্জিত হইয়াছিল।

শ্রীবুদ্ধোৎসব—মুঙ্গের ভক্ততীর্থে ভ্রাতা অখিলচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন সাধক মিলিত ভাবে শ্রীবুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও একত্রে প্রীতিভোজন করিয়াছেন। সেদিন উপাসনায় একটী নবরচিত সঙ্গীত গীত হয়।

উৎসব—সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়াছে। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন, সেই দিন সমস্তদিনব্যাপী উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি হইয়াছিল। প্রীতিভোজনে প্রায় ৫০ জন লোক যোগ দিয়াছিলেন। শনিবার অপরাহ্নে স্থানীয় বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের গৃহে ডাঃ বসুর বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউশনের অন্যতম সহকারী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন এম, এস, সি মহাশয় বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় উপাসনা ও পাঠাদি করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" নামক গ্রন্থের "ঈশ্বর মঙ্গলময়" অধ্যায়টী পঠিত হয়। পরলোক ও ইহলোকে আত্মার বর্ত্তমানতা বিষয়ে আলোচনা হয়, আলোচনায় কয়েকটী নরনারী যোগ দিয়াছিলেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই মে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ডাক্তার যোগানন্দ রায়ের কন্যা স্বর্গীয়া নির্ব্বাণপ্রিয়ার (তুষীর) সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে মে পূর্ব্বাহ্নে গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রতাপচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় পাঠ ও আলোচনাদি হয়।

—•—

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়টি আপনাদের পত্রিকায় স্থানদান করিলে বাধিত হইব।

স্থানীয় অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে "বাগনান সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজ" এখন হইতে "বাগনান ব্রাহ্মসমাজ" নামে আভিহিত হইবে।

বিনীত নিবেদক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক,
বাগনান সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ,
১৩৩১ সাল।

বিশেষ আবেদন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলেন, "বিল পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করা অতি নিকৃষ্ট প্রণালী, না চাহিতে যাঁহারা দান করেন তাহাই উৎকৃষ্ট।" আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকমহাশয়দিগকেই ইহার অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জানি। তাঁহারাও অবশ্যই জানেন, তাঁহাদের অর্থসাহায্যই ইহার জীবনরক্ষার উপায়। তাই তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট বিল বা তাগিদ পাঠাইবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া দিলে যে বিশেষ উপকার হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

ধর্ম্মতত্ত্বের বার্ষিক মূল্য অতি অল্প। এখন যেমন কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণাদিরও ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে এই অল্প মূল্যে ধর্ম্মতত্ত্বের সম্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া দুরূহ, তাহা আবার বাকী পড়িয়া থাকিলে কিম্বা তাগিদ দিয়া আদায় করিতে হইলে কষ্টকর হয়।

নির্দ্দিষ্ট মূল্য ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্বের মুদ্রণার্থ কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইলেও ভাল হয়। ছাপাখানার টাইপগুলিও যেরূপ পুরাতন হইয়াছে তাহা বদলাইতে না পারিলে চলে না। তাহারও জন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ে গ্রাহকমহাশয়গণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি।

বিজ্ঞাপন।

শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে, বিভিন্ন পল্লীতে (ওয়ার্ডে) ও সহরতলীতে কতকগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। সেগুলির জন্য আপাততঃ পঞ্চাশজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হইবে। ট্রেনিং বা ইন্টারমিডিয়েট পাস হইলে বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিলে ভাল হয়। প্রাতে মাত্র দুই কিম্বা আড়াই ঘণ্টা কাজ—বেতন ২০৲ বা ২৫৲। অন্যত্র কাজ করিবার অনুমতিও থাকিবে। কোনও কোনও পল্লীতে থাকিবার বন্দোবস্তও করা যাইতে পারিবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পাঠাইলে চলিবে।

২০৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১২ই মে, ১৯২৪।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ।

এই পত্রিকা ৬নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌,
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
30th June, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে জীবন্ত ঈশ্বর, এখন ত আর সে কাল নাই, যখন "দয়াল এস হে, দয়াল এস হে" বলিয়া ডাকিলে তবে তুমি আসিবে। কিম্বা কল্পনার মূর্ত্তি গড়িয়া "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া তোমার "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" করিলে তবে তোমার পূজা হইবে। তাহাতে যে তোমাকে দূরে কল্পনা করা হয়, কিম্বা তুমি আমারই আমিত্বকল্পিত পুরুষকার সাধনের অধীন বলিয়া মনে করা হয়। তুমি যে এই নিত্য বিদ্যমান জীবন্ত দেবতা, নববিধানে বিশেষ ভাবে তুমি যে আমাদের ভ্রমভ্রান্তিসম্ভূত সকল অবগুণ্ঠন আপনি উন্মোচন করিয়া এবং আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিত্যই "আমি আছি" "আমি আছি" বলিতেছ। এই যে নিজ-মুখে বলিতেছ "আমি ত আছিই তোমার সম্মুখে, আমাকে আর ডাকিতে হইবে কেন? বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ না আমাকে, শুন আমার কথা, তোমার বিবেকের কর্ণে যাহা বলি তাহাই কর, জীবনে নিরাপদ হইবে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করিতে পাইবে।" মা আশীর্ব্বাদ কর, তুমি যদি আমার সকল প্রকার অপরাধ অক্ষমতা জানিয়াও নিজ দয়াগুণে তোমার নবালোক জ্বালিলে ও আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া এমন অমৃতময় বাণী শুনাইলে, তবে আমি যেন আর অবিশ্বাসী না হই, কিন্তু তোমার স্মরণাগত হইয়া একান্ত মনে তোমাকে দেখি, শুনি ও তোমারই ইচ্ছা পালন করিয়া জীবনে ধন্য হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে জগদীশ, আমরা প্রেম পুণ্যে খাঁটী হইয়াছি কি না সংসার নিয়ত পরীক্ষা করিতেছে। আমাদিগকে খাঁটি করিবার জন্যই সংসারের এত অত্যাচার। যদি আমরা সংসারের অত্যাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে না পারি সংসারের আশা হইবে কি প্রকারে? হে নাথ, আমাদিগকে প্রেম পুণ্যে দৃঢ় কর, আমরা যেন সমুদয় পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসারকে জয় করি এবং পরাজিত সংসারের উদ্ধারের কারণ হই। নূঃ দৈ ১।১১৫।

হে প্রেমসিন্ধু, তোমার নিকট প্রার্থনা করা যে বড় কঠিন। অন্তরের প্রকৃত ব্যাকুলতা না হইলে যে তোমার নিকট কোন ভিক্ষাই করা হয় না, প্রার্থনার মূল্য এখনও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্ন দ্বারা দীন ও দরিদ্রেরা জীবনের সমুদয় সম্বল ক্রয় করিবে, কৃপা করিয়া তুমি সেই প্রার্থনারূপ অমূল্য ধনে ধনী করিয়াছ, কিন্তু এখনও আমরা সেই ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলাম না। যাহাতে আমরা এই ধনের গৌরব বুঝিতে পারি তুমি এমন ক্ষমতা বিধান কর।

পিতা, কতকগুলি কথা বলিলেই তোমার প্রার্থনা হয় না, কিন্তু যে ভাবে প্রার্থনা করিলে তোমাকে পাওয়া যায় এবং তোমার প্রেম পবিত্রতা অন্তরে সঞ্চারিত হয়, আমাদিগকে সেই প্রকৃত প্রার্থনা শিক্ষা দাও। নুঃ দৈ ১ম, ৩

হে দীনবন্ধু, ঈশ্বর, আমাদের উপাসনা এবং জীবনে কতদূর প্রভেদ তাহা তুমি জানিতেছ। দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপাসনার মত আমাদের জীবন হয়। উপাসনা এক প্রকার, জীবন অন্য প্রকার, এরূপ কপট ব্যবহার যতদিন আমাদের মধ্যে থাকিবে ততদিন যে কোন মতেই তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র যাহাতে আমাদের উপাসনা এবং জীবনের যোগ হয় ইহার সদুপায় বিধান কর।

নুঃ দৈ ১ম, ২৫।

খাঁটী উপাসনা।

উপাসনাই আমাদের অধ্যাত্মজীবনের একমাত্র অন্নপান। শরীর রক্ষার জন্য যেমন আহার পানের প্রয়োজন, আত্মিক জীবন পরিপোষণ ও রক্ষার জন্যও তেমনি নিত্য উপাসনার প্রয়োজন। নিয়মিত আহার পান না করিলে যেমন শরীর রক্ষা হয় না, শরীর ক্ষীণ দুর্ব্বল বা মৃত হয়, তেমনি নিয়মিত উপাসনা না করিলে নিশ্চয়ই আত্মা শক্তিহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। অতএব অধ্যাত্মজীবনের অন্নপান জানিয়া নিত্য নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে হইবে এবং প্রতিদিন শারীরিক অন্নপান লাভের জন্য যেমন শরীর ক্ষুধিত এবং তৃষিত হয় ও তজ্জন্য মন ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়, তেমনি ব্যাকুল এবং ব্যস্ত হইতে হইবে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, উপাসনা সাধনও তেমনি আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। নিয়মিত আহার পানের অভাবে যেমন শরীরের ক্ষুধামান্দ্য রোগ হয়, তেমনি নিত্য নিয়মিত উপাসনা না করিলে উপাসনায় ক্রমে অরুচি জন্মে এবং জীবনের আত্মিক শক্তি হীন হইয়া আত্মা মনের দুর্ব্বলতা ও মৃতপ্রায় অবস্থা আনয়ন করিয়া থাকে। এই জন্য উপাসনা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও আলস্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা কর্ত্তব্য। আহারপানে অবহেলায় যেমন শারীরিক আত্মহত্যার অপরাধ হয়, উপাসনায় অবহেলাতেও আত্মার আত্মহত্যা জনিত মহাপাপ হইয়া থাকে।

আবার বিশুদ্ধ খাঁটী দ্রব্য আহার না করিলে যেমন শরীর সবল সুস্থ ও সম্যক পরিপুষ্ট হয় না, তেমনি খাঁটী উপাসনা বিনাও আত্মা সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। যাহা তাহা আহারে কোন রকমে শরীর হয়ত থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু খাঁটী উপাসনারূপ আহার পান ভিন্ন আত্মার পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ ও বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যরক্ষা কিরূপে হইবে। অতএব এসম্বন্ধেও বিশেষ সতর্ক ও সচৈতন্য হওয়া আবশ্যক।

বিভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীতে উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইতেছে; মন্ত্রোচ্চারণ, তীর্থভ্রমণ, প্রতিমাদর্শন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, কর্ম্মানুষ্ঠান, নৃত্যকীর্ত্তন, যোগযাগ, প্রকৃতিপূজা, মানসপূজা ইত্যাদি কত প্রকার প্রণালী অবলম্বনেই কত জন উপাসনা সাধন করিতেছেন। কিন্তু কোন প্রকার মৌখিক, কায়িক বা মানসিক উপাসনাই যথার্থ খাঁটী উপাসনা নয়, যদি না জীবন্ত উপাস্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ সম্মুখস্থ বলিয়া উপলব্ধি হয়।

উপাসনার অর্থ উপাস্য যিনি তাঁহার সমীপস্থ হওয়া। তাই খাঁটী উপাসনার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, উপাস্য দেবতাকে উপাসনার সময় ঠিক সম্মুখস্থ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সুতরাং উপাসনার প্রকৃত অর্থ প্রত্যক্ষ দর্শন।

প্রথমে সহজবিশ্বাসযোগে উপাস্য দেবতা আমাদিগের এই সম্মুখে বর্ত্তমান ইহা উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া রাখিতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস স্থির হইলে, মনপ্রাণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলে, উপাস্য দেবতা স্বয়ংই মনশ্চক্ষুগোচর হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখনই উপাসনা যথার্থ খাঁটী এবং সত্য হয়।

মনঃসংযম করিয়া, ঈশ্বরকে ঠিক সম্মুখে বিদ্যমান দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয় ও অবিচলিতচিত্ত হইয়া যে উপাসনা সেই উপাসনাই খাঁটী সত্য উপাসনা, কারণ সে উপাসনা স্বয়ং উপাস্য দেবতাই তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রভাবে করাইয়া থাকেন। ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন আপনাতে আপনি থাকে না, যথার্থ উপাসক তেমনি পবিত্রাত্মাগ্রস্ত হইয়া উপাসনা করেন।

ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া বা দূরস্থ মনে করিয়া তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা বা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানযোগে মৌখিক বক্তৃতা

যথার্থ উপাসনা নহে। এরূপ মৌখিক উপাসনা কুপথ্যের ন্যায় কেবল যে আত্মার নিতান্ত অকল্যাণকর তাহা নহে, ইহা ঘোর প্রবঞ্চনা।

সংসারধর্ম্ম পালন।

সংসার ও ধর্ম্মে চিরবিবাদ। ধর্ম্ম করিতে হইলে সংসার তাহার অন্তরায়, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মসাধকগণ সংসার ত্যাগ করিয়া সাধনে নিরত হইয়াছেন। অন্তত সংসারধর্ম্ম যে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, উচ্চধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সংসারে থাকিয়া তাহা কিছুতেই হয় না, এই বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়।

সত্য বটে সংসার এতই পরীক্ষাময়, এতই কামনা বাসনা, রিপুর উত্তেজনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, অধর্ম্ম আমিত্বের প্রলোভনে পূর্ণ, যে এখানে ধর্ম্মসাধন করা এবং ধর্ম্মরক্ষা করা যে মহা দুরূহ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখানে পদে পদে পতনের আশঙ্কা। পাপ প্রলোভন যেন গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার জন্য এবং শান্তিভঙ্গ করিবার জন্য সংসার যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এ অবস্থায় মনের সংযম এবং আত্মার শান্তি সাধনের তপস্যা কি করিয়া সংসারে সাধিত হইতে পারে? এই কারণেই সাধকগণ সংসারত্যাগী হইয়া নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসাধন করিতে বনে পলায়ন করিতেন। কর্ম্মসাধনের জন্য যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারাও "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" এই বিধি পালনে কৃতসংকল্প হইতেন।

আবার যাঁহারা সংসার করিতেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য সাধন বিশ্বাস করিয়া, সংসার করাই তাঁহাদের নিয়তি জানিয়া সংসারের যাবতীয় অধর্ম্ম উপায় অবলম্বনেও সাংসারিক উন্নতি সাধনে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ সংসার এবং ধর্ম্মে কখনও যে সন্ধি হইতে পারে এইরূপ বিশ্বাসই যেন ছিল না। অবশ্যই জনকের ন্যায় কোন কোন ঋষি সংসার ও ধর্ম্মে মিলন সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তেমন কয়জন?

এমন সময় বর্ত্তমান বিধান ঘোষণা করিতেছেন যে, সংসারসাধন ও ধর্ম্মসাধন এক। যথার্থ ধর্ম্মসাধন সংসার সাধন বিনা হয় না। ধর্ম্ম ফাঁকি নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা, তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্ম কখনও লাভ হইতে পারে না। জলে না নামিয়া সাঁতার কাটা যেমন কল্পনামাত্র, তেমনি সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মসাধন করা কেবল কথার কথা।

বিধাতা স্বয়ং আমাদিগকে এই সংসার করিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমাদের জন্ম দিয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন, সন্তান সন্ততি দিয়াছেন, পরিজন প্রতিবেশী সকলই দিয়াছেন। সংসারে যাবতীয় ব্যাপারের ভিতর তিনিই বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে শিক্ষিত, দীক্ষিত এবং গঠিত করিতেছেন। সংসারের সমুদয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এবং কর্ত্তব্য পালনের ভিতর দিয়া আমাদিগকে তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করাইতেছেন। যদি আমরা যথার্থ বিশ্বাসী হই, আমরা কখনই সংসারকে ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতে পারি না।

সংসার বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানবিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যাহা শিক্ষা করি, সংসারবিদ্যালয়ে আমরা তাহাকে পরীক্ষিত ও সাধনসিদ্ধ হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, 'সদা সত্য কথা কহিবে', 'শান্ত সমাহিত ও শুদ্ধচিত্ত হইবে', 'রিপুর প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবে', যদি সংসার না থাকিত, সংসারের বিভিন্ন অবস্থায় আমরা না পড়িতাম, ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্য আমাদের কাছে না আসিত, আমরা কেমন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিতাম?

কেবল 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলা কিম্বা মন্ত্রোচ্চারণ করা যথার্থ ধর্ম্ম নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন বা জীবনের সকল অবস্থায় বিশুদ্ধ নীতি পালন এবং সর্ব্বথা জীবন্ত ঈশ্বরের বিধান অনুরূপ জীবন যাপন করাই একমাত্র ধর্ম্ম। সংসার ছাড়িয়া কি কখনও সে ধর্ম্ম সাধন হইতে পারে?

যোগ ভক্তি আদি উচ্চ ধর্ম্মও সংসার ছাড়িয়া হয় না, তবে সংসারে থাকিয়া সাংসারিকতা বা সংসারপ্রবৃত্তি বিনাশেই তাহা সাধিত হইয়া থাকে।

সংসার "আমার সংসার" মনে করিয়া আমরা সংসার করি বলিয়াই নীচ প্রবৃত্তির অধীন হই। এ সংসার যে জীবন্ত ঈশ্বরের আগার, ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই প্রত্যক্ষ সন্নিধানে, তাঁহারই ইচ্ছা ও শাসনের অধীন হইয়া যদি আমরা সংসারসাধন করি, তাহা হইলেই সংসারসাধনে আমাদের ধর্ম্মসাধন হয়।

এই জন্যই নববিধান বলেন, সংসার-ত্যাগে নয়, কিন্তু সংসারে থাকিয়া সাংসারিকতা-ত্যাগেই পূর্ণ ধর্ম্মসাধন

হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে যে সংসারে রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহারই বিধান বিশ্বাস করিয়া সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। এ সংসার ত্যাগ করিলে কখনই চলিবে না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সংসার স্বর্গের সোপান।

পার্থিব বিদ্যালয়ে বা জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যাহা শিক্ষা করি তাহা কার্য্যতঃ জীবনে সাধন বা পালন করাইবার জন্যই জীবনপতি বিধাতা আমাদিগকে বিবাহিত করেন ও সংসার করিয়া দেন। এই সংসারের বিভিন্ন অবস্থার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া যদি উত্তীর্ণ হইতে পারি তবেই স্বর্গের উন্নতপদবীতে উত্থান লাভের আমরা উপযুক্ত হই। অতএব সংসারের দুঃখ বিপদ পরীক্ষা সমূহ স্বর্গারোহণের সোপান জানিয়া এবং তাহা আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য বিধাতার বিধান বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই উপর নির্ভরশীল চিত্তে যেন তাহা বহন করিতে পারি ও তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবনে ধন্য হইতে পারি।

—০—

অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ।

অণুবীক্ষণ দ্বারা খুব ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ দেখায়। দূরবীক্ষণ দ্বারা দূরের বস্তু নিকট দেখায়। বিশ্বাস আমাদের যথার্থ অণুবীক্ষণ, কেন না তদ্দ্বারা নিরাকারও উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হন এবং যত অণুপরমাণুও তাঁহারই স্বহস্তরচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। প্রেম আমাদের দূরবীক্ষণ, কেন না তাহার দ্বারা দূর নিকট হয়, পর আপনার হয়। নববিধানে এই দুইটী যন্ত্রই একীভূত। নববিধানে বিশ্বাস প্রেম সমন্বিত। নববিধানে নববিশ্বাসে যেমন নিরাকার ঈশ্বরকে উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনি সকল মানবকে তাঁহারই সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় এবং তাহা বিশ্বাস করিলে আর কাহাকেও দূর বা পর ভাবিতে পারি না, আত্মার নিকট অন্তরঙ্গ বলিয়া ভাল বাসিতেই হয়। এই যন্ত্র তবে কেন না আমরা জীবন মনের ভূষণ করিব।

—•—

আমি কে?

আমি কে? বিধাতার হাতের একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী যে ভাবে যে উদ্দেশ্যে যন্ত্র গড়েন ও পরিচালন করেন সে সেই ভাবেই পরিচালিত হয়। যন্ত্র যদি যন্ত্রীর ইচ্ছার বিরোধী হয় সে অকর্ম্মণ্য হয় বা অপকর্ম্ম করে, আমারও দশা ত তাই। বিধাতা আমাকেও তাঁহার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই গড়িয়াছেন, আমি যদি সংসারবিকারে বিকৃত হই বা মারচা ধরিয়া যন্ত্রীর ইচ্ছামতে পরিচালিত না হই, আমি অকর্ম্মণ্য বা অপকর্ম্মকারী বলিয়া কেন না পরিত্যক্ত হইব? কিন্তু যদি আমি আপনাকে তাঁহারই হাতের যন্ত্র জানিয়া, তাঁহারই ইচ্ছার অধীন হইয়া পরিচালিত হইতে চাই, তিনি নিজেই আমাকে মরিচাবিহীন করিয়া তাঁহার ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইবেন এবং তাঁহারই কার্য্য করাইয়া ধন্য করিবেন। যন্ত্রের কাজে যন্ত্রীরই গৌরব, কেবল এক আত্মপ্রসাদ বিনা তাহার আর অন্য গৌরব নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি ও সমাজশাসন।

বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস গ্রহণই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের প্রধান লক্ষণ। যিনি শ্রীবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাকে সংসারত্যাগী হইতে হয়, তাঁহাকে গৃহ অর্থ বিত্ত স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শুক্লতা ও দীনতাব্রত গ্রহণ করিতে হয় এবং গ্রাম ও নগরের বাহিরে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করিতে হয়। যিনি এই ভাবে ব্রতধারী হন তিনি বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইবার অধিকারী। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক ব্যতিত সাধারণ গৃহস্থ ধর্ম্মবিশ্বাসীও আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের উপর বিশেষ কঠোর নিয়ম নাই। তাঁহারা উপাসক ও নারীগণ উপাসিকা এই নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। পানদোষ ও ব্যভিচার বিরতি ও কিছু কিছু নৈতিক বিধি পালন ভিন্ন অধিক গুরুতর ব্রত ইঁহাদের দেওয়া হইত না। ইঁহাদিগের প্রত্যেককে সন্ন্যাসীদিগের অন্নদানের জন্য ভিক্ষাপাত্র রাখিতে হয় এবং প্রতি দিন তাহাতে ভিক্ষুকদিগকে অন্নদান করিতে হয়। ইঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন দোষ করে, তাহার নিকট হইতে সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষাপাত্র কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহার সহিত সামাজিক আহার পান বন্ধ করা হয়। অনুতাপ করিয়া শুদ্ধ হইলে পুনরায় ভিক্ষাপাত্র দেওয়া হয় ও পংক্তিভোজনে চালিত হয়। সত্যই কিছু সমাজশাসন না থাকিলে ধর্ম্মবিধি পালনে শিথিলতা আসিবার সম্ভাবনাই আশঙ্কা।

চোরের পরিবর্ত্তন।

জীবনের পরিবর্ত্তনই ধর্ম্মশক্তির প্রমাণ। খ্রীষ্টধর্ম্মে সলের পরিবর্ত্তনের কথা কে না জানে? বৈষ্ণবধর্ম্মে জগাই মাধাইএর পরিবর্ত্তন সর্ব্বজনবিদিত। বৌদ্ধধর্ম্মেও অহিংসক বা অঙ্গুলীমল্লের পরিবর্ত্তন বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কোশলরাজের পুরোহিতের অহিংসক নামে এক পুত্র ছিল, অহিংসক পথিকদিগকে হত্যা করিয়া যাহা কিছু পাইত অপহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, যাহাদিগকে হত্যা করিত তাহাদিগের অঙ্গুলী কাটিয়া লইত, এই জন্য তাহার নাম অঙ্গুলীমল্ল হইয়াছিল। তাহার ভয়ে ৪০।৫০ জন একত্র দলবদ্ধ হইয়া না গেলে কেহ পথে বাহির হইতে পারিত না। বুদ্ধদেব যখন জিতুবন বিহার নামক স্থানে আগমন করিলেন, স্থানীয় সকল লোকে তাঁহাকে অঙ্গুলীমল্লের

স্বপা বলিয়া একাকী সে পথে গমন করিতে নিষেধ করিল। শ্রীবুদ্ধ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতেই চোর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তিনি এতই দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন যে, অঙ্গুলীমল্ল কিছুতেই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। সে মনে মনে ভাবিল "আমি কত হাতী, ঘোড়া, রথ ধরিয়াছি। আর এ সন্ন্যাসী কে যে ধরিতে পারিতেছি না।" এই ভাবিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিল। বুদ্ধ দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে চোরকে আসিতে নিষেধ করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া করিতে উপদেশ দিলেন এবং তদ্দ্বারাই তাহার নরক হইতে মুক্তি হইবে বলিলেন। চোর তাঁহার কথায় এবং ব্যবহারে এমনই মুগ্ধ হইল যে তখনই তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং সন্ন্যাসব্রত দিতে অনুরোধ করিল। শ্রীবুদ্ধ ব্রতদান করিলে অঙ্গুলীমল্ল তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য হইলেন।

স্বর্গীয় উদ্বাহ।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বিবৃত।]

প্রকৃত উদ্বাহের অভিপ্রায়, ভাব, কর্ত্তব্য, ব্রত সমুদয় পৃথিবীতে পরিসমাপ্ত হয় না। পৃথিবীর উদ্বাহ একটী সোপানমাত্র।

প্রকৃত বিবাহ আত্মায় আত্মায় যোগ। বিবাহের অর্থ পূরণ। পূর্ব্বে যাহা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ছিল, বিবাহ দ্বারা সেই সেই অৰ্দ্ধ একত্র হইয়া পূর্ণ হয়। দুই কখন এক হয় না। যাহা অর্দ্ধ ছিল তাহা অপরার্দ্ধের সঙ্গে একত্র হইলে এক হয়। দাম্পত্য প্রণয়ে যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হয় তাহা দুই জনের ঐক্য নহে। দুই জনের ঐক্যকে পৃথিবীতে বন্ধুতা বলে।

অন্যান্য সকল মিলন অপেক্ষা উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতর। যথার্থ উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতম।

বন্ধুতা অথবা অপত্যস্নেহে দুই জনের ঐক্য হয়, কিন্তু বিবাহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মিলিত হইয়া এক হয়। এই অর্দ্ধে অর্দ্ধে মিলন নিগূঢ় রহস্য।

নরপ্রকৃতি অর্দ্ধ, নারীপ্রকৃতি অর্দ্ধ, এই দুই অর্দ্ধ একত্র হইলে এক হয়। যতক্ষণ এই দুই অর্দ্ধ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ প্রত্যেক অর্দ্ধ অপূর্ণ থাকে। যখন এই দুই একত্র হইয়া এক হয়, তখন তাহারা পূর্ণ হয়।

নরনারী আপন আপন স্বভাবানুসারে পরস্পরকে বরণ করে। সময়ের পূর্ণতা হইলেই এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়।

কেহ কেহ বলে, বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ। তাঁহারই ইঙ্গিতে তাঁহারই নিয়মে এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়।

যখন এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধের সহিত মিলিত হইয়া এক মন, এক আত্মা ও এক প্রাণ হয়, তখন স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হয় এবং প্রেমভেরী বাজে। উদ্বাহবন্ধনে এইরূপে দুই অর্দ্ধ একাত্মা হওয়াই প্রকৃত বিবাহ।

দাম্পত্য প্রেমের তুলনা হইতে পারে না। শত সহস্র বৎসর পরে ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যে সম্বন্ধ হইবে, স্বামী স্ত্রীর পবিত্র প্রণয় সেই সম্বন্ধের পরিচয় দেয়।

হে জীব, নিকৃষ্ট শরীরের বিবাহকে স্বর্গীয় বিবাহে পরিণত কর।

স্বামী স্ত্রীকে বলুন, "হে ধর্ম্মপত্নী আমার হৃদয় তোমার হউক।" স্ত্রী স্বামীকে বলুন, "হে ধর্ম্মপতি, আমার হৃদয় তোমার হউক।" স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মিলিত হইয়া বলুন "আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।" এইরূপে নরনারী উভয়ে ব্রহ্মবরকে পতিত্বে বরণ করিয়া নিত্যসুখ ভোগ করুন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও বঙ্গচন্দ্র।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুসরণে বঙ্গচন্দ্র ঢাকাতে একটী প্রচারকদল গঠন করেন। যাঁহারা এই প্রচারকদলভুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দাসমণ্ডলীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে অমরধামে। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের সকলের নামও হয়ত অবগত নহেন। কিন্তু ইহা একটী ভগবানের অলৌকিক ব্যাপার যে যেরূপ আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া অনেকগুলি প্রেরিত প্রচারক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তদ্রূপ পবিত্রাত্মা ভগবানের আহ্বানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দাস আসিয়া বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গেও মিলিত হইয়াছিলেন।

এই সকল ব্যক্তিদের অনেকের নাম প্রায় বিলুপ্ত। কেন না প্রতি বৎসর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ডাইয়েরী পুস্তকে যে সকল প্রচারক ও প্রেরিতগণের নাম প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যেও ঢাকার দাসমণ্ডলীর সকলের নাম নাই। এস্থলে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে স্বর্গীয় ভাই কৈলাসচন্দ্র নন্দী আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের প্রচারব্রত গ্রহণের অল্প দিন পরেই প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন এবং পুস্তক প্রকাশ, বঙ্গবন্ধু পত্রিকা প্রচার ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ঢাকানগরে এবং স্বীয় জন্মভূমি কালীকচ্ছ ও অন্যান্য স্থানে প্রচার করিতে যত্ন করেন। প্রচারকগণের নির্দ্ধারণ পুস্তকেও শ্রদ্ধেয় ভাই কৈলাসচন্দ্রের নাম দৃষ্ট হয় এবং তাঁহাকে প্রচারকরূপে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্য প্রেরিত প্রচারকগণ স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার নাম এ পর্য্যন্ত ডাইরেরী পুস্তকে মুদ্রিত হয় নাই। যাহা হউক বঙ্গচন্দ্রের সহযোগীরূপে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরে দাসমণ্ডলীর সভ্য হন এবং মহাপ্রভুর সেবাতে জীবন উৎসর্গ করেন আমি এস্থলে তাঁহাদের নাম দিতেছি।

১ প্রেরিত প্রচারক বঙ্গচন্দ্র রায়, ২ শ্রদ্ধেয় ভাই কৈলাসচন্দ্র

নন্দী, ৩ শ্রদ্ধেয় ভাই ঈশানচন্দ্র সেন, ৪ শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, ৫ ভ্রাতা গণেশচন্দ্র ঘোষ *, ৬ শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায়, ৭ শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার, ৮ শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ কর্ম্মকার, ৯ শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন, ১০ শ্রদ্ধেয় ভাই অন্নদাপ্রসন্ন সেন, ১১ শ্রদ্ধেয় ভাই শশিভূষণ মল্লিক, ১২ শ্রদ্ধেয় ভাই রাইচরণ দাস, ১৩ শ্রদ্ধেয় ভাই মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি।

* ইনি কুচবিহারের বিবাহের সময় বিরোধীদলে গমন করেন এবং কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্যও করেন।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারিলাল সেন বৃদ্ধবয়সে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতানগরে প্রচারকরূপে গৃহীত হইলেও ঢাকাতে যখন প্রথম পবিত্রাত্মার ক্ষুদ্র দাসদলের ভিত্তিপত্তন হয়, তখন শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারিলাল সেনও একজন ইহার সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি "জীবনে ব্রহ্মকৃপা স্বীকার" নামক পুস্তকে স্বয়ংই লিখিয়াছেন, "চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া বঙ্গবাবু প্রচারক হইলেন, তাঁর পরিবারের ভার সম্পূর্ণ হে ঈশ্বর! আমার উপরেই দিলে।" ইত্যাদি। সুতরাং ভাই বিহারিলাল সেনও উল্লিখিত দাসদলেরই একজন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা বলা আবশ্যক যে কুচবিহারের বিবাহ আন্দোলনের পরে শেষোক্ত পাঁচজন দাস দাসদলভুক্ত হন, কিন্তু ভাই কৈলাসচন্দ্র নন্দী প্রমুখ অপর সাত জন উক্ত আন্দোলনের পূর্ব্বেই জুটিয়াছিলেন এবং একজন (ভ্রাতা গণেশচন্দ্র) ব্যতীত সকলেই সেই মহাতুফানের ভিতরে বিশ্বাসে স্থির থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের ভাবী নিশান যাহাতে প্রোথিত হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারে তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পবিত্রাত্মার দাসমণ্ডলী গঠনের যাবতীয় উপাদান, উৎকৃষ্ট উপাদান, কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইলে দাসমণ্ডলীর, "দাসমণ্ডলী" নাম এবং তাহার সমবেত কার্য্য উক্ত বিবাহান্দোলনের পরে ঘটিয়াছিল। এই বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হইতেই বঙ্গচন্দ্রের মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যুবক সহযোগীদেরও বিষম পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অনুসরণকারী বঙ্গচন্দ্রের পরীক্ষা এই পূর্ব্ববঙ্গে কম হয় নাই। তাঁহাকে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্যপদ হইতে চ্যুত করেন। কিন্তু বিধাতা যাঁহাকে মাতৃগর্ভে আচার্য্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাকে সে পদ হইতে চ্যুত করে সাধ্য কার।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে যেরূপ উপবীতধারী উপাচার্য্যগণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সহযোগিগণ সহ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বঙ্গচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগিগণ পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

নবধর্ম্ম ও নবযুগ।

নবধর্ম্ম, নববিধান যেমন একটা মহা পূর্ণতার আদর্শ লইয়া, সকল হইতে সত্য গ্রহণের, সত্যের পথে সকলের সঙ্গে মিলনের আদর্শ লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ, নবযুগও তেমনই নানা উপায়ে সেই আদর্শের পূর্ণতার দিকে এ যুগের লোকদিগকে প্রস্তুত করিতে, অগ্রসর করিতে যাহা কিছু মাল মসলার প্রয়োজন তাহা যোগাইতে ব্যস্ত। নববিধান বলেন, আমি কোন বিশেষ শাস্ত্র-গণ্ডিতে আপনাকে আবদ্ধ করিব না, কোন মানুষের গণ্ডিতে আপনাকে আবদ্ধ রাখিব না, কোন স্থান অথবা কালের গণ্ডিতেও আপনাকে বদ্ধ থাকিতে দিব না। পরম স্রষ্টা সৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া এখনও নূতন সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার সৃষ্টিক্রিয়া নব নব ভাবে ক্রমাগতই চলিতেছে, বাহিরের সৃষ্টি ক্রমাগতই নূতন গঠন পাইয়া, নূতন রং পরিধান করিয়া, নব নব প্রভাব বিস্তার করিয়া যেমন তাঁহারই সাক্ষ্য দান করিতেছে, তেমনই নবধর্ম্ম, নববিধান নিত্য পবিত্রাত্মার নব নব নিশ্বাসিতে পূর্ণ হইয়া নব নব ভাবে ধর্ম্মের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছে, ধর্ম্ম-সৌরকরের নব নব প্রবাহরাশী চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া, ধর্ম্মের নব নব শাখা পল্লব উদ্ভাসিত করিয়া আপনার ক্রমবিকাশ, ক্রমপ্রকাশ ও চির নবীনত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছে। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ঐশ্বরিক তাহা সকল স্থান হইতে, সকল দেশ হইতে, সকল কাল হইতে গ্রহণ করিতে নববিধান সদাই প্রস্তুত। নবযুগে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে নববিধান বিশ্বাস করিতেছেন না, গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহারাও তো নবযুগের লোক। তাঁহারাও আপনাদিগের জীবনের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের শুভফল নববিধানকে, নববিধানের লোকদিগকে অর্পণ করিয়া ও গ্রহণ করিতে সুযোগ দান করিয়া নববিধানের নূতনত্বকে বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিতেছেন। নবযুগে একটা নবজীবনের সাড়া পড়িয়াছে বিশ্বময় এই সাড়া। এই নবজীবনের সাড়া কোন সম্প্রদায়বিশেষে, দেশবিশেষে, জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে। নবজীবনস্রোত ঢেউর পর ঢেউ তুলিয়া সর্ব্বত্রই খেলা করিতেছে কেহ যে আর ঘুমাইয়া দিন কাটাইবেন, কেহ যে আর নিষ্ক্রিয় হইয়া কোথায়ও থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। জাগিতেই হইবে, খাটিতেই হইবে, জীবনের যে সুরে যিনি রচিয়াছেন, সে সুর ছাড়িয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের কথা আমরা শুনিতে পাই; ইতি পূর্ব্বে তাহা যেন সৃষ্টির বাহিরের আবরণে আবৃত ছিল, এখন দেখি, ক্রমবিকাশ আর সৃষ্টির আবরণে আপনাকে আবৃত রাখিয়া আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে না, এখন ক্রমবিকাশ আবরণ ছাড়িয়া যেমন বাহ্য জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে আপনার ক্রিয়া মুক্তভাবে ব্যক্ত করিতেছে। বাহ্যজগতে নূতন সৌরজগতের গঠন হইতেছে, নূতন পাহাড় পর্ব্বত, নূতন নদ নদী, নূতন দ্বীপমালা রচিত হইতেছে, নব নব ফল ফুল আপনাদের নূতন

আয়তনে, আপনাদের নূতন শ্রেণীবিভাগে শোভা সৌরভ বিস্তার করিয়া সৃষ্টিক্রিয়ায় নবীনত্ব প্রকাশ করিতেছে, আপনাদের ক্রমবিকাশের পরিচয় দান করিতেছে। আর অন্তর রাজ্যে এই ক্রমবিকাশ ব্যাপারের সীমা কোথায়, ইহার পরিমাণ এখন কে করিবে? কি সামাজিক জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে, মানুষের সকল চিন্তায়, সকল চেষ্টায়, সকল আচরণে, সকল অনুষ্ঠানে কেবল ক্রমবিকাশ। শিক্ষা, সভ্যতা, নীতি, ধর্ম্ম, সকল বিভাগে ক্রমবিকাশ, অন্য কথায় নববিকাশ, নবপ্রকাশ, নবজীবনের অভিব্যক্তি।

আমরা স্বদেশে বিদেশে ধর্ম্মক্ষেত্রে নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নবীন পথে অগ্রসরের ভাব কি দেখিতেছি না, পরস্পর হইতে গ্রহণ, পরস্পরের সঙ্গে মিলনের ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি না? আমরা কি স্বদেশে বিদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন চিন্তার ধারা, নূতন কার্য্যপ্রবাহ, নব জাগরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি না? সকল দেশেই, সামাজিক জীবনে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু অশুভ, যাহা কিছু গতিপ্রবাহরোধকারী তাহা ত্যাগ করিয়া মুক্ত-জীবনে, মুক্তাকাশে, মুক্তবাতাসে অগ্রসর হইবার প্রচেষ্টা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি না? সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কেহই নিশ্চিন্ত নন, নিশ্চেষ্ট নন। সকল দেশের, সকল বিভাগের নবজীবনের ফল, ক্রমবিকাশের ফল, নব সামগ্রী, নব সংবাদ মুক্তভাবে গ্রহণ করিতে, একা নয়, দলগত ভাবে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কে? নববিধানের লোক, নববিধানের হৃদয়, নববিধানের আত্মা। স্রষ্টা সকল সৃষ্টিতে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বদেশে বিদেশে সকল জীবনে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছেন, সকলকে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ধারায় ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন, সকল বিভাগে ক্রমোন্নতির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন; আবার নববিধানবিশ্বাসীদিগের অন্তরে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সকল দেশ হইতে, সকল স্থান হইতে, কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, বিবিধ শিক্ষা, সভ্যতা হইতে যাহা কিছু গ্রহণীয় গ্রহণ করাইয়া নববিধানকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, নববিধানের জীবনকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। তাই বলি, নবধর্ম্মের নব যুগ, নব যুগের নবধর্ম্ম। স্বরূপতঃ নববিধান ও নবযুগ একই লক্ষণাক্রান্ত।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

নূতন সঙ্গীত।

বন্দি চরণে জননী তোমার
ভারত আমার পুণ্যধাম
লহগো জননী-জন্মভূমি! অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্যদান!!

(মা) কিরীটে তোমার জ্বলে হিমাদ্রি—
আরব-বঙ্গ-ভারত জলধি,
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু কাবেরী
উথলে ভাবেতে মত্ত প্রাণ।
ধন্য ভারত! জননী ভারত! মহিমাময় স্বর্গধাম
চিরবাঞ্ছিত, তুমি মা সবার
কীর্ত্তিত তোমার পুণ্যধাম!!

কত শত জাতি, কত শত ভাষা,—
ধর্ম্ম-আচার-সুনীতি-জ্ঞান
বিচিত্রতা মাঝে সমন্বয় সাধি
গড়েছে তোমাতে স্বর্গধাম।
গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত
সুন্দর করে সাজায় নিয়ত,
পুষ্প পত্রে সজ্জিত তোমার
রঞ্জিত তোমার কানন বন।
ধন্য ভারত! জননী ভারত ... ...
... ... পুণ্যধাম।

কক্ষে তোমার আর্য্যবংশ
বক্ষে যোগী কৃষ্ণবীর,
শাক্য, জনক, গৌর, নানক
তুলসী দাস্ ভক্ত কবীর
দ্রৌপদী, মীরা, সীতা সাবিত্রী
অহল্যা, কুন্তি, গার্গী মৈত্রেয়ী
দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি
কেশব চরিত্রে মূর্ত্তিমান্।
ধন্য ভারত! জননী ভারত! ... ...
... ... পুণ্যধাম।

ভারত তোমার শাস্ত্র তোমার
জীবন তোমার ধর্ম্ম-প্রাণ;
হিন্দু-মুসলমান-ইহুদি-খ্রীষ্টান
মিলিয়া রচেন বৃন্দাবন।
সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্ম
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম
বিধানসূত্রে গ্রথিত মাল্য
তোমার কণ্ঠে করে মা দান।
ধন্য ভারত! জননী ভারত! ... ...
... ... পুণ্যধাম।

মিলন তীর্থ মর্ত্তে স্বর্গ
সৃজিয়া রচিছ পুণ্যধাম

অনুপম সেই বিধাতারচিত
অনুপম সেই বৃন্দাবন।
স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি
তোমার বক্ষে মিলন নিয়তি,
(সেই) সোণার ভারত! মিলন তীর্থ!
চুম্বি চরণে করি প্রণাম॥
ধন্য ভারত! জননী ভারত! ... ...
... ... পুণ্যধাম।

মুঙ্গের। শ্রী—

যোগ—বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন।

(আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্যাখ্যাত Yoga—Objective & Subjective প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

ত্রিবিধ যোগ—ত্রিত্ববাদ।

তিনটী বিভিন্ন যুগে এই যোগের ভাব, পরমাত্মার সহিত এই মিলন তিনটী বিভিন্ন আকারে স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্য কথায় বলিতে পারা যায় যে তিনটী বিভিন্ন যুগে এই যোগ তিনটী বিভিন্ন উপায়ে সাধিত হইয়াছে। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত মানবাত্মার যোগ সাধিত হইয়াছে। ইহারই নাম—বহির্যোগ। তাহার পর বৈদান্তিক যুগে আমরা দেখিতে পাই—আত্মার ভিতরেই পরমাত্মার সহিত যোগ সংসাধিত হইয়াছে। ইহার নাম—অন্তর্যোগ। তৃতীয়তঃ, পৌরাণিক যুগে আমরা দেখি মানবইতিহাসের মধ্য দিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ। ভগবান তখন জনগণঅধিনায়ক বিধাতৃরূপে মানবহৃদয়ে প্রতিভাত। ইহারই নাম—ভক্তি বা ভক্তিযোগ।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, জগতের দুইটী প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমতের মধ্যে কি এক আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সাদৃশ্য বাস্তবিকই বিশেষ ভাবে প্রণিধানের যোগ্য এবং ইহার কথা ভাবিলে প্রাণে কত গভীর তত্ত্বের আভাস জাগিয়া উঠে। হিন্দুধর্ম্মের এই ত্রিত্ববাদের সহিত খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদের কি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য! যাহা কিছু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় সে কেবল—ক্রমবিকাশের পর্য্যায় লইয়া। অন্য সকল বিষয়েই এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে ভাবের ও সংস্কারের সাদৃশ্য অতি বিস্ময়জনক।

খৃষ্টীয়বাদে বিকাশের পর্য্যায় এই—পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা। হিন্দুধর্ম্মে এই পর্য্যায়ের একটু বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এখানে—প্রথম পিতা, তাহার পর পবিত্র-আত্মা, তাহার পর পুত্র। এই তিনটী ভাব হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে ভগবানের প্রকাশের তিনটী বিভিন্ন পদ্ধতির সূচনা করে এবং ঐ ইতিহাসে তিনটী বিভিন্ন যুগের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মানবের ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক ক্রমবিকাশের ধারায় এই তিনটী ভাব অতি স্বাভাবিক ভাবে ক্রমান্বয়ে প্রকট হইয়া আসিতেছে এবং জগতের ইতিহাসেও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এই তিন ভাবেরই ক্রমিক আবর্ত্তন ক্রমাগতই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমাদের এখানে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

প্রাপ্ত।

প্রেরিত শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

(২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।)

আমার শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু, পৃথিবীতে যাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতাম, আমাদের সেই পূজ্যপাদ ভক্তিভাজন বড় কাকাবাবু এতদিন দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আজ বেলা ১টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবেশ করিয়াছেন। না জানি কত শত শত অমরদূত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য জয়মাল্য হস্তে স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—না জানি কত অমর গায়ক বাদ্যযন্ত্র হাতে লইয়া তাঁহার আগমনসঙ্গীতে স্বর্গধাম প্লাবিত করিতেছিলেন, কত দেবকন্যাগণ স্বহস্তে পারিজাত বর্ষণ করিয়া তাঁহার গমনপথ সুগন্ধ করিতেছিলেন এবং কত দলে দলে সুরবালকগণ খেলা ছাড়িয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুকনয়নে দাঁড়াইয়াছিল কে বলিতে পারে? অমরধামের সংবাদ কে দিতে সক্ষম? সেখানে কি গাছ আছে, ফুল ফোটে, গান শোনা যায় এবং বাজনা বাজাবার জন্য কি রক্তমাংসের হাত আছে? খুব সম্ভব নাই। কিন্তু আমরা পৃথিবীর লোক, কিছু বর্ণনা করতে হলে আমাদের পৃথিবীর জিনিষই মানসপটে উদিত হয়; তাই আমরা স্বর্গের বিষয় ভাবিতে গেলে যাহা কিছু পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট, পবিত্র এবং সুন্দর তাহাই ভাবি। তাই আমরা বলি, স্বর্গে পারিজাত ফোটে; তার গন্ধ এত সুন্দর যে তেমন পৃথিবীতে নাই। তাই আমরা বলি সেখানে সব সুন্দর, এবং সুমিষ্ট—দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, পাখীরা গান করছে, শিশুরা নির্দ্দোষ খেলায় রত, যুবকগণ ব্রহ্মতেজে বলীয়ান হইয়া মিষ্টকণ্ঠে হরিনাম গান করিতেছেন, সুরবালাগণ পবিত্র শুভ্র বসন পরিধান করিয়া দেবপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছেন এবং সকলে ভক্তিবিগলিত-হৃদয়ে সজলনেত্রে সমস্বরে দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনায় নিযুক্ত। সেখানে কেবল শুভ্রতা এবং আনন্দ। সেখানে সকলের নয়নে প্রেমাশ্রু, মুখে সরল হাসি, কণ্ঠে মধুর ব্রহ্মনাম। জানি সেখানে শরীর নাই, তবু আমরা এমন করে বর্ণনা না করে থাকতে পারি না।

আজ আমাদের বড় কাকাবাবু সেই স্বর্গে? সে স্বর্গ কোথায়? কত দূর? এক একটী আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন আর আমাদের স্বর্গে বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। কাল যিনি আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট নিন্দা অপমান অগ্রাহ্য করিয়া অটল অচল হৃদয়ে দেশে বিদেশে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরদর্শন বিষয়ক উপদেশসকল আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরজ্ঞান ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিতেছিল, অস্ফুট পরলোকতত্ত্ব সকল পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল, যাঁহার অনন্ত অগ্নিমন্ত্র আমাদিগকে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য নবোৎসাহে সজীব করিয়া তুলিত, আমাদের ভগ্নপ্রায় সমাজে আবার নূতন আশার সঞ্চার করিত, আজ তিনি কোথায়? আজ তিনি কোথায়, যিনি একটী মধুর বাক্যে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি দিয়াছেন, যাঁহার একটী আশীর্ব্বাদ চিরজীবন ভূষণ হইয়া আছে, যাঁহার পদধূলি পাইলে হীরক মুকুট অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম, আজ সেই উন্নতমনা, উদারহৃদয় আমার বড় কাকাবাবু কি আর নাই? কে বলে নাই? হৃদয়ের ভিতর কে যেন বলিতেছে, আছেন। আজ তাঁর অশরীরী আত্মা ব্রহ্মধ্যানে জাগ্রত। আজ তিনি স্বর্গে। স্বর্গ তো দূরে নয়। শরীরে থাকিতে কি স্বর্গে যাওয়া যায় না? দেখিয়াছি মুখে ভয়ানক রোগযন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নাই, যোড়করে, মুদিতনেত্রে যেন পরমাত্মার সঙ্গে যোগে একাকার হইয়া গিয়াছেন। শরীরে থাকিয়াও তখন কি তিনি স্বর্গসুখ ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন না? তাই বলি তিনি তো আজ দূরে নন। তিনি আছেন। যদি তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় সকল রিপু দমন করিয়া চরিত্রের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইতে পারি, যদি তাঁহার ন্যায় ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া সরল মনে ঈশ্বরকে ডাকিতে শিখি, যদি তাঁহার ন্যায় সমুদায় পৃথিবীতে ব্রহ্মমুখ দর্শন করিয়া সকলকে আপনার করিতে পারি তবেই চিদাকাশে ভগবানের মধ্যে তাঁহাকে পাইব।

শ্রীমতী বনলতা দে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের অতি প্রিয় এবং স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শরৎ কুমার দত্ত দীর্ঘকাল অতি কঠিন রোগে ভুগিয়া গত ২২শে জুন রবিবার অপরাহ্ণে তাঁর সমর নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরম জননীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনসঙ্গিনী পত্নী, বালক পুত্র ও বালিকা কন্যা এবং এদেশে ও বিদেশে তাঁহার বহু আত্মীয় বন্ধুর সহিত আমরাও তাঁহাকে হারাইয়া বিশেষ শোকসন্তপ্ত।

স্বর্গীয় শরৎকুমার ও তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ প্রবোধকুমার আমাদের ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভাগিনেয়পুত্র। কান্তিবাবুই এ দুটী ভাইয়ের বাল্যে বিশেষ ভার গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের প্রাথমিক জীবনে যতদূর সম্ভব উচ্চ শিক্ষা দানে সহায়তা করেন। শরৎকুমার তাঁহার সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের এক জন সুপরিচিত ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্ এ, পাস করিয়া জার্ম্মানিতে মেকানিকাল্ এবং ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন। সেখানে উপাধি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুদিন বেঙ্গল টেক্‌নিকাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটে ও কিছুদিন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কাজ করেন। তাঁহার নির্ভীক স্বাধীন প্রকৃতি তাঁহাকে এখানকার কার্য্যে স্থির থাকিতে দেয় নাই। তিনি শিবপুর কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ জার্ম্মানিতে চলিয়া যান এবং সেখানে সে দেশের একটী সর্ব্বপ্রধান কারখানাতে ইঞ্জিনিয়ারের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া গত ইয়ুরোপের যুদ্ধ আরম্ভ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন।

যুদ্ধের সময়ে কিছুদিন শরৎকুমারকে কারারুদ্ধ অবস্থায় জর্ম্মানিতে থাকিতে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানাদির উপর বিশেষ পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। শান্তি ঘোষণার পর শরৎকুমার পরিবার সহ ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে প্রায় দুই বৎসর স্থিতি করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবসা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। শেষ বারে তাঁহার কনিষ্ঠ প্রবোধকুমার দত্তের সহিত মিলিত হইয়া বিলাতে ও ভারতে মিলিতভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিলাতের শাখা বিভাগে প্রবোধ ও ভারতের শাখা বিভাগে শরৎকুমার কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত থাকেন। এ ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি হইতেছিল, জীবনের এই পূর্ণ কার্য্য উদ্যমের ভিতরে প্রায় ৪৬ বৎসর বয়সে শরৎকুমার এখান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিত্যধামে অমরলোকে কোন উন্নততর কার্য্য করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। শরৎকুমার অতি নীতিবান, বিবেকপরায়ণ এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁহার বিবিধ বিভাগে সুশিক্ষা ও পাণ্ডিত্য, সর্ব্বোপরি তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও দেশের যুবকদিগের উন্নতিকল্পে তাঁহার সহায়তা করিবার ইচ্ছা ও আমিত্বহীন সুমিষ্ট ব্যবহার দ্বারা তিনি জার্ম্মানিতে, বিলাতে ও এদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থী যুবকদিগের বড়ই প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুত্ব, সঙ্গ, সহবাস তাহাদের অত্যন্ত আদরের ও আকর্ষণের সামগ্রী ছিল। শরৎকুমারের মূল্যবান্ জীবন এসময় হারাইয়া এদেশ, বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

ভগবান্ শরৎকুমারের আত্মাকে আপনার শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

আজ ২২ বৎসর হইল এই ১৮ই জুন শ্রীমনোমতধন ঠিক পাখীর মত মিষ্ট গান শুনিয়ে অকস্মাৎ পাখীর মতই উড়ে গেলেন। তাঁর সেই তিরোধানে গৃহে পরিবারে মণ্ডলীতে ও সমাজে যে আঘাত ও অভাব অনুভব হয়েছিল বুঝি তেমনটি আর হয় না।

শ্রীমনোমত ধন দের জীবনী অনেকে পড়েছেন। তাঁর সে মহোন্নত দেব আলেখ্য কিছু কিছু অঙ্কিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর মহৎ জীবনের এই ভাগ একটু আলোচনা করতে চাই যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজে, ব্রহ্মমন্দিরে, ভারতের নানা দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সঙ্গীতে যে ভাবে সেবা করেছেন।

একদিন শ্রীমনোমতধনের মাতৃদেবীকে তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় ভাই কেদারনাথ দে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "মনোমতকে কি তুমি সামান্য মনে কর, ও যে সেই রামপ্রসাদের দলের লোক।" নববিধানমণ্ডলী যে এমন একটী রত্ন পাইয়া অকালে হারাবেন কেহ জানিতেন না। প্রথম যখন একদিন কিশোর বয়সে মনোমতধন স্বহস্তরচিত বাঁশের বেহালাতে অতি সুন্দর কয়েকটা সঙ্গীত বাজাইয়া ও গাহিয়া শ্রীআচার্য্যদেবকে শুনাইলেন, সেদিন সেই সন্ধ্যাকালে শ্রীআচার্য্যদেব অত্যন্ত সুখী ও চমৎকৃত হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবেহারের মহারাণীর প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এই বালককে একখানি ভাল বেহালা দেওয়া হয়। এই সময় হইতেই একটী ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিপ্রভাবে শ্রীমনোমতধন নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বিলাতি বড় অর্গান পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তিনি নিজেই সারাইয়া লইতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীমনোমতধন ব্রহ্মমন্দিরের গানের ভার প্রাপ্ত হইলেন। দিনের পর দিন তাঁর গানের মধু প্রেমময় ঈশ্বরের ভক্তিভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশময় জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল।

ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় ভাই প্রতাপচন্দ্রের বাড়ীতে নববিধানমণ্ডলীর পারিবারিক সকল অনুষ্ঠানে তিনি গান গাহিতেন। অনেক অনুষ্ঠানে তিনি স্বরচিত গান করিতেন। পরলোকগত ডাক্তার কর্ণেল R. L. Duttএর একমাত্র পুত্রের বিবাহসভাতে একটী মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন, তখনই সেই গানটী R. L. Dutt পুনরায় গাহিতে বলিলেন, এত ভাল লাগিয়াছিল। সাধারণ, আদি ও হিন্দুসমাজের লোকেরা পর্য্যন্ত পারিবারিক সকল অনুষ্ঠানে শ্রীমনোমতধনকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় হইতেন। নিকটস্থ এবং দূর মফঃস্বলেও নানা অনুষ্ঠানে গান করিবার জন্য শ্রীমনোমতধনকে যাইতে হইত।

শ্রীমনোমতধন ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে সঙ্গীত দিয়ে নববিধানের লোকের ও অন্যান্য সম্প্রদায় সকলেরই বিশেষ সাহায্য, উপকার ও সেবা করেছেন তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

স্বর্গীয় ভাই অমৃতলাল বসু যখন তাঁর শেষ জীবনে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার ভার লইয়াছিলেন, তখন আবার বিশেষ করে শ্রীমনোমতধনকে আদর করে ডেকে তিনি সঙ্গীতের স্থানে আহ্বান করেছিলেন। উপদেশ প্রার্থনা ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ের উপযোগী কি সুন্দর সঙ্গীত সকল মনোনীত করিয়া ধরিতেন সত্যই মনে হইত এইমাত্র এই সঙ্গীতটী রচনা করিলেন। উপাসকমণ্ডলীর যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইত।

মনে আছে ভাই অমৃতলাল একদিন বলিয়াছিলেন, "মনোমতর গান না হলে তো উপাসনাই হয় না।" মহোৎসবের সময় সমস্তদিনব্যাপী উৎসবের দিন উষার লোহিতালোক উদয় হতে না হতে যে গানগুলি একটীর পর একটী করে প্রভাতে বিমল আনন্দে গাইতেন যারা সে সময় থেকে উপস্থিত হতে না পারতেন নিশ্চয় তাঁরা সেই স্বর্গীয় উৎসবের নিমন্ত্রণে প্রথম পাতে বসতে বঞ্চিত হতেন। ভাই অমৃতলাল অত্যধিক স্নেহবিগলিত অন্তরে শ্রীমনোমতধনকে একটী Watch উপহার দেন।

অনেক দিনের একটী পুরাতন ব্রাহ্মের মুখে শুনিয়াছি, "এক দিন আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতেছিলাম, একটী সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি মন্দিরের দরজার কাছে উপস্থিত হই।

'তোমা পানে চাহি সকল সুন্দর' যখন শ্রীমনোমতধন অর্গানের সুরে সুর মিলাইয়া এই সঙ্গীত গাহিতেছিলেন, প্রাণ মন সেই গানেই ডুবে গেল, আর সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই সুন্দরের সৌন্দর্য্যসাগরে গায়ক যেন মগ্ন হয়ে গেছেন। কি সুন্দর যে লেগেছিল, এত বছরের পরে এখনও তার প্রতিধ্বনি প্রাণে জেগে রয়েছে।"

হিন্দুগৃহেও নানা শুভ গৃহধর্ম্মে ও কর্ম্মে শ্রীমনোমতধন গান করিতেন। একবার কোন উচ্চবংশীয়া হিন্দুধর্ম্মাশ্রিতা বৃদ্ধা অন্তিম শয্যায় প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমনোমতধনের গান শুনিতেন। কার্য্যবশতঃ কোন দিন উপস্থিত হইতে না পারিলে রমণী দুঃখিতা হইতেন।

ঐ যে ব্রহ্মানন্দ স্বর্গের ভবনে অমরমণ্ডলী সদলে সেই মিষ্ট গানগুলি শুনিতেছেন, তার আভাস কাণে পৌঁছচ্ছে। জয় জয় অনন্ত ঈশ্বরের জয়।

গত ১৮ই জুন ৪২। B মৃজাপুর ষ্ট্রীট গৃহে শ্রীমনোমতধনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। রাঁচিতেও উপাসনা হইয়াছিল।

রাঁচি।
১৮ই জুন ১৯২৪। সেবিকা।

বিশ্ব-সংবাদ।

কিছুদিন হইল বিলাতের ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবীতে কোন উপলক্ষে উপদেশ দিতে দিতে খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ক্যানন বার্ণেস বলেন

"আমরা এখনও অসভ্য জাতিই রহিয়াছি, উচ্চ সভ্যতার যন্ত্র সকলের আমরা কতই অপব্যবহার করিতেছি। আমাদের বিশেষ অভাব ভাল লোক, ভাল স্ত্রীলোক। ব্যবসায় বাণিজ্যের পৌত্তলিকতা হইতে ক্রমে অবশ্যই সেই ভাল লোক তৈয়ারী হইবে। কিন্তু যদি আমরা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হই, কর্ম্মকারী লোকেরা কিসে ভাল লোক হয় তাহাই চাহিব। তাহাতে ব্যবসায়ের হিসাবেও লাভ আছে। জাতীয় অর্থসংস্থান যথার্থ গণনা করিতে হইলে জাতির মধ্যে ভাল লোক কত তাহা দ্বারাই নিরূপণ হইবে।" সত্য কথা, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের জড়বাদীগণ কি এ উপদেশের মর্ম্ম বুঝিবেন? ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং, ব্রাহ্মণন্তু বলং বলং"। বাস্তবিক খ্রীষ্টযাজক যেমন বলিলেন, "ভাল লোক-বলই যথার্থ বল, জাতীয় অর্থসংস্থান।" ঋষিগণ তাহার চেয়েও উচ্চ ভাবে বলিলেন, "ধর্ম্মবলই একমাত্র বল, শারীরিক বল বলই নহে।" ধর্ম্ম বিনা ভাল লোক আর কিসে হইবে এবং ভাল লোক না হইলে জাতীয় উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না। ভারতেরও অর্থসংস্থান যথার্থ ধার্ম্মিক লোক। ধর্ম্মই ভারতের সর্ব্বস্বধন।

***

সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, নারীর উপর নরের আধিপত্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কোন প্রাচীন তত্ত্ববিদ্ প্রকাশ করিয়াছেন, খৃষ্টের জন্মের ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলন ও প্রাচীন মিসর প্রদেশে বিবাহিত পত্নীর কোন প্রকার অবাধ্যতা কঠোর শাসনে শাসিত হইত। কোন স্ত্রী যদি কাহারও কিছু চুরি করিত স্বামী তাহার কাণ কাটিয়া লইত এবং অপহৃত দ্রব্য যাহার তাহাকে ফিরাইয়া দিত। যদি স্বামী না করিত, যার চুরি যাইত সে আপনি চোর রমণীর নাক কাটিয়া লইত। সামান্য সামান্য কারণেও বিবাহিত পত্নীগণকে বর্জ্জন করা হইত, এমন কি গৃহিণী বেশী খরচ করিলেও তাহাকে জবাব দিতে হইত এবং চির পরিত্যক্ত হইতে হইত। ভারতে কিন্তু পরিত্যাগ প্রথা এত প্রচলিত ছিল না। ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কোন কারণে কেহ স্ত্রীকে বর্জ্জন করিতে পারিত না। স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণীরূপে সম্মান করা ইহাই ভারতের উচ্চ নীতি। স্ত্রীর সকল ভার বহন করাই ভর্ত্তার কার্য্য। এখনও নেপাল প্রদেশে স্বামী স্ত্রীকে বোঝার মত করিয়া পৃষ্ঠে বহন করিয়া পথে চলিয়া থাকে। সভ্যতার প্রভাবে স্ত্রীগণ ক্রমেই যেন গুরুতর ভারবহ হইতেছে। নববিধান বলেন উভয়ে উভয়ের সখা সখী হইয়া দুই আত্মা একাত্মা হইয়া ঈশ্বরের সহিত উদ্বাহিত হইবেন ইহাই নরনারীর বিবাহের উদ্দেশ্য।

***

মানুষ কখন সত্যসুখে উচ্চসুখে সুখী হয়? একজন বিজ্ঞানবিদ্ যখন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। একজন খেলওয়াড় যখন বাজীতে জয়লাভ করেন। একজন শিল্পকার যখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া প্রশংসিত হন। একজন ভিখারী যখন হঠাৎ বহু অর্থের অধিকারী হয়, কোন গরীব স্বামী স্ত্রী যাই শুনিল ৫০০০০ টাকা জুয়াখেলায় পাইয়াছেন তৎক্ষণাৎ দুইজনেই আনন্দে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু এই সকল প্রকার সুখ অপেক্ষা সাধকের যোগনেত্রে ব্রহ্মদর্শনের আনন্দের ন্যায় আর আনন্দ নাই। আর সকল সুখই ক্ষণিক ও অনিত্য, এক ধর্ম্মের সুখই নিত্য ও অবিনশ্বর।

***

জজ অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার উকীল কে?" "আজ্ঞা, আমি সত্য কথাই বল্‌বো। উকীল তো আমাকে মিথ্যা বলতেই শেখান।" বাস্তবিক সত্য বলিতে আর উকীলের আবশ্যক হয় না। মিথ্যা বলিতে বা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মিথ্যা বলানই যেন ব্যবহার জীবীর ব্যবসায় হইয়াছে। সরল সত্য প্রায় আমাদের আদালত সমূহের ত্রিসীমা হইতে পলায়ন করিয়াছে। মিথ্যা বলা মানবের দুর্ব্বলতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার সেই দুর্ব্বলতার সহায়তা যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত আর কে? আইনের ফাঁকি বাহির করিতে কিম্বা আইনের কল্পিত অর্থ বাহির করিতে যিনি যত অধিক পারদর্শী, তিনি ততই প্রতিভাশালী উকীল হন। তবে কেমনে বলিব এ ব্যবসায়ের দ্বারা যথার্থ ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা হয়? ব্যবহারজীবী মহাশয়দিগকে এবিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

***

ভূকম্প কেন হয় এখনও ইহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ভাবে নিরূপণ হইয়াছে কি না বলা যায় না; এ তত্ত্ব আবিষ্কার প্রচেষ্টা অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে হইতেছে। যাহা হউক এই অল্প দিন মধ্যে যাহা আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, সূর্য্য এবং বিভিন্ন গ্রহের আকর্ষণে সর্ব্বদাই এই পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও বিধৃত হইতেছে। তাই মাঝে মাঝে ইহার অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক শক্তিতে আকাশের বিদ্যুৎ যেমন আকাশকে দ্বিধা করে, তেমনি পৃথিবীর ভিতরেও চিড় হয় এবং তাহাতে শৈত্য প্রবেশ করিয়া উপরদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত করে। এমনই এক এক প্রদেশে চিড় হইয়া থাকে, আবার তাহা প্রকৃতির প্রভাবে সংকুচিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন প্রদেশে সর্ব্বদাই এইরূপে চিড় হইবার আশঙ্কা। কোন্ কোন্ প্রদেশ অধিক ভূকম্পসঙ্কুল তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার ম্যাপ তৈয়ারী করিয়াছেন, দুইটী বেষ্টনের মধ্যে এখন অধিকাংশ সময় ভূকম্প হইবার সম্ভব ইহাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এক প্যাসিফিক্ মহাসমুদ্রের নিম্নে আর এক দক্ষিণ ইউরোপ হইতে হিমালয় প্রদেশ পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশেও ভূকম্পের স্থান হইতে পারে। কেন না প্রকৃতির আলোড়ন বিলোড়নে কখন কোন দেশে চিড় হয়, আবার তাহা সংযুক্ত হয় কে ঠিক নিরূপণ করিতে পারে? বিজ্ঞানের উপরেও যাঁহার জ্ঞান, একমাত্র তিনিই কেবল সকলই জানেন।

***

কুষ্ঠব্যাধি, মহাব্যাধি। হিন্দুর সংস্কার 'মহাদেব শিবই সকল ব্যাধি নিবারণ করেন, যত ব্যাধির যত ঔষধ সমুদয় তাঁহারই সৃষ্টি। কিন্তু কুষ্ঠব্যাধি শিবের অসাধ্য ব্যাধি, মানবের মহা পাপের শাসন স্বরূপ এই মহাব্যাধি হয়।' বাস্তবিক মহা পাপের ফলে এ ব্যাধি না হইলেও শারীরিক মহা পাপক্রীয়ার ফলেই যে অধিকাংশ এই ব্যাধির উৎপত্তি তাহা নিঃসন্দেহ, তবে সংক্রামক দোষেও এই ব্যাধি হইয়া থাকে। হিন্দুর যেমন, প্রাচীন খৃষ্ট সমাজেও এই ব্যাধি সম্বন্ধে যথেষ্ট কুসংস্কার ছিল, তখন কেহ এই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহাকে সামাজিক ভাবে ও আইনানুসারে মৃত বলিয়া গণ্য করা হইত। যখনই কোন ব্যক্তি কুষ্ঠগ্রস্ত হইত তখনই কেহ মৃত হইলে যেমন তাহাকে গোরে দিবার জন্য মৃতদেহ "কফিন" বাক্সে বদ্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া আত্মীয় স্বজনগণ সদলে গোরস্থানে গমন করিয়া থাকে, তেমনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহার নিজ কফিন বাক্স বহন করাইয়া অগ্রে অগ্রে লইয়া পুরোহিত প্রমুখ আত্মীয়গণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত এবং গোরস্থান বা গীর্জ্জায় গিয়া মৃতদেহ সৎকার করিতে যেমন উপাসনা করা হয় তাই করা হইত, তাহার পর ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে চিরনির্ব্বাসিত করা হইত। সৌভাগ্যের বিষয় এখন আর এতটা করা হয় না, তবে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভাবে এই "শিবের অসাধ্য" "দুরারোগ্য" ব্যাধিও আরোগ্য হইতে পারে এইরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। শিবস্বরূপ ভগবান এ প্রচেষ্টা সফল করুন।

সংবাদ।

শুভবিবাহ—গত ১৪ই জুন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেনের কন্যা শ্রীমতী সুধার সহিত শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনের পুত্র শ্রীমান্ জীতেন্দ্রমোহন সেনের শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গতবারের "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত নববিবাহিতা শ্রীমতী সুজাতা বাঘীলনিবাসী স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন বসুর কন্যা।

জন্মদিন—গত ৫ই জুন মেজর জ্যোতিলাল সেনের জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে পীলচরে ভাই বিহারীলাল সেন বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমান্ ক্ষিতিশচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা করেন।

নামকরণ—গত ১৫ই জুন মেজর জ্যোতিলাল সেনের তৃতীয়া কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ভাই বিহারীলাল উপাসনা করেন। কন্যার নাম "গৌরী" রাখা হইয়াছে।

আমাদের টাঙ্গাইলস্থ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদারের পৌত্র ও শ্রীমান্ হারদাস তালুকদারের প্রথম পুত্রের নামকরণ গত ২০শে জুন শুক্রবার টাঙ্গাইলস্থ তাঁহাদের আশাকুটীরে সম্পন্ন হইয়াছে। পিতামহ পৌত্রের নামকরণের অনুষ্ঠানে উপাসনাদি কার্য্য করিয়াছেন। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের" ভাবে উপাসনাদি হইয়াছিল। শিশুর নাম "অমিতাভ" রাখা হইয়াছে। বিধাতা শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—গত ২১শে জুন শনিবার হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের অষ্টাত্রিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিশেষ বিবরণ হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

বক্তৃতা—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে গত ২২শে জুন শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গালী জাতী ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিকধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিতর দিয়া নববিধানের অভিব্যক্তি বিষয়ে বলেন।

কোচবিহার সংবাদ—বিগত ১১ই মে, ২৮শে বৈশাখ রবিবার শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ সুললিতচন্দ্রের প্রথম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। শিশুর মাতামহ শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ বিশেষ প্রার্থনা করেন। বিগত ১৭ই মে ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুনীতকুমারের প্রথম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে করুণাকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা "জাতকর্ম্ম" পাঠ করা হয়।

পরলোকগমন—গত ২৪শে জুন মঙ্গলবার রাত্রিতে ঢাকার স্বর্গগত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেনের কলিকাতাস্থ ভবনে প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া পরম মাতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে পৌত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রমোহনের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেলে ঢাকায় ফিরিবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় দুই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি নাত্নী প্রভৃতি সকল প্রিয়জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া নিত্যধামে আবার আপনার প্রিয়জন গুরুজন সকলের সঙ্গে পরম জননীর ক্রোড়ে মিলিত হইবার জন্য চলিয়া গেলেন। মা বিধানজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার আনন্দক্রোড়ে নিত্যানন্দে মগ্ন রাখুন।

সাম্বৎসরিক—গত ৮ই আষাঢ় ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। সন্ধ্যার উপাসনার পর কতকগুলি দরিদ্রব্যক্তিকে ভোজন করান হয়।

গত ১৫ই জুন স্বর্গগত শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের পত্নী দেবী অঘোরকামিনীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ২৩শে জুন কমলকুটীরে স্বর্গগত কাপ্তান কল্যাণকুমারের শিশু কন্যার সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে ভাই প্রমথলাল বিশেষ উপাসনা ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করেন।

—o—

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্,
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
17th July, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে জীবনের ঈশ্বর, তুমিই ত এই জীবনের জীবন হইয়া বাঁচাইতেছ। তথাপিও আমি মোহবশতঃ এ জীবন আমার মনে করিয়া আমার ইচ্ছামত চালাইতে চাই। তাই আত্মজ্ঞান দিবার জন্য তুমি স্বয়ং গুরু হইয়া পদে পদে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কতই আমায় সচেতন করিতেছ, তবু জ্ঞান হয় না বলিয়া অনন্তরূপধারিণী হইয়া অনন্ত প্রেম বিস্তার করিয়া চিরজীবন আমার কাছে কাছে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছ ও সর্ব্বমঙ্গলা মা হইয়া নিজ স্নেহ-গুণে তোমার করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছ। তুমি জান যে আমার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বস্ব এক তুমি, তাই তুমি আমার জীবনের এক অদ্বৈত ঈশ্বর হইয়া রহিয়াছ। তোমারই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমার জীবনকে তোমারই পুণ্যবলে সকল প্রকার পতন হইতে উদ্ধার করিতে ও আমার পাপরোগমোচন করিতে এই যে শুদ্ধস্বরূপ অপাপবিদ্ধ দেবতারূপে রহিয়াছ। তুমিই আমাকে সকল পাপমুক্ত করিয়া নিত্য আনন্দে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ করিবার জন্য আনন্দময়ী জননী হইয়া বিরাজিত আছ। পরিপূর্ণানন্দম্ তুমি, তোমা বই আর কিছুতে ত আনন্দ শান্তি নাই, এই জন্য সেই আনন্দেরই পিপাসু করিয়া এই জীবন দান করিয়াছ এবং সেই আনন্দের অধিকারী সন্তান বলিয়া আমাকে তোমারই স্বীকার করিতেছ। তবে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ জীবন মন তোমারই চরণে সমর্পিত রাখিয়া তোমারই আনন্দে আনন্দিত-জীবন হই। তুমিই আমাকে তোমার করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

অন্তর্যামী, তুমি জানিতেছ, এখনও আমাদের মধ্যে কত পাপ রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ কত অকুশল, কত বিঘ্ন জন্মাইতেছে তাহা তুমি দেখিতেছ। কৃপা করিয়া তুমি এ সকল রিপু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত সন্তান করিয়া লও।

নূঃ দৈ, ১ম, ৩

পিতা, এই বিশেষ সময়ে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের বিশ্বাস ভক্তি প্রগাঢ় হয়। দেখ চারিদিকে তোমার সন্তানদিগের ভয়ানক দুরবস্থা, তথাপি কেন আমাদের মনে তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা হয় না। ভাই ভগ্নীদের হাহাকার কেন আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে না? নূ, দৈ, ১ম, ৫।

হে দীনবন্ধু, প্রেমসিংহাসনে বসিয়া তুমি আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীদিগের প্রার্থনা শুনিতেছ। এই সময়ে

কৃপা করিয়া তুমি আমাদের হৃদয় কোমল করিয়া দাও। আমরা যে কয়জন একত্র বাস করিতেছি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যেও যদি সদ্ভাব ও শান্তি সংস্থাপিত হয়, জগতের আশা হইবে। নূঃ, দৈ, ১ম, ৫।

তুমি যে কার্য্যের ভার অর্পণ কর, আমরা সে কার্য্য করি না, নিজের বুদ্ধিবলে চলিতে চাই। এইরূপে হে প্রভো, সর্ব্বদাই তোমার আদেশ অমান্য করিয়া তোমাকে অপমান করিতেছি। প্রাণপণে যদি তোমার বিশেষ বিশেষ আজ্ঞা পালন করিতাম, তবে কি আর আমাদের এরূপ অস্থির ও সশঙ্কিত ভাব থাকিত? পিতা, আর আমাদিগকে নিজের বুদ্ধিতে চালতে দিও না।

নূঃ, দৈ, ১ম, ৫।

উপাসনার প্রকৃত অবস্থা।

নববিধানের শাস্ত্র, মন্ত্র, গুরু, তপস্যা সকলই এক উপাসনা। অতএব এই উপাসনা সাধন যাহাতে অকৃত্রিম এবং বিমল হয় তাহার প্রতি আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বহুপরিমাণ দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র পড়িলে যেমন সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আমাদিগের উপাসনায় যদি বিন্দুমাত্র অসরলতা বা মৌখিকতা থাকে, সমুদয় উপাসনা বিফল হইবে।

শরীরের পক্ষে ব্যায়াম যেমন, আত্মার পক্ষে উপাসনা তেমনি। আহার পান ও ব্যায়াম দ্বারাই যেমন শরীর পরিপুষ্ট ও রক্ষা হয়, উপাসনা দ্বারাও তেমনই আমাদের আত্মা পরিপুষ্ট এবং রক্ষিত হইয়া থাকে।

শিশু জন্মিবার পর অবাধ যেমন হাত পা নাড়িয়া ব্যায়াম করিতে শিখে এবং মাতৃস্তন্য পানে ও মার লালন পালনে রক্ষিত হয়, তেমনি উপাসনা আমাদের আত্মার স্বাভাবিক ব্যায়াম ও স্তন্যপান। ইহা আমাদের প্রকৃতিগত।

আমাদিগের জীবনদাতা যিনি তিনিই আমাদিগের প্রকৃতির মধ্যে এই উপাসনা সাধনাকাঙ্ক্ষা স্বয়ং নিহিত করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা সরল বিশ্বাসে এই প্রকৃতির অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনেশ্বরের উপাসনা না করিয়া বাঁচিতে পারি না। তাই উপাসনা করা আমাদের বুদ্ধিবিচারসম্ভূত কোন ব্যাপার নহে।

তবে আমরা জীবনের শৈশবকাল হইতে যথার্থ প্রকৃতির অনুসরণ করি নাই বলিয়া আমাদের জীবন মন অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন বা রুগ্ন হইয়াছে। উপাসনাই এই রোগের একমাত্র ঔষধ।

অতএব আপনাদিগকে পাপরোগে বা বিষয়রোগে রুগ্ন, দুর্ব্বল, অজ্ঞান শিশু জানিয়া ব্যাকুল অন্তরে সরল প্রাণে পাপরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইতে হইবে এবং আমাদের পরিত্রাতা স্বয়ং ঈশ্বর জীবন্তরূপে এই সম্মুখে বর্ত্তমান জানিয়া উপাসনা করিতে বসিতে হইবে। ইহাই উপাসনার যথার্থ ভাব ও অবস্থা।

প্রকৃত উপাসনার আর একটী ভাব, সম্পূর্ণ আমিত্বহীনতা। যুগে যুগে ভক্তগণ যে আমিত্বহীনতা বা আমিত্ব নাশ জীবন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, নববিধানে সেই আমিত্বহীনতা উপাসনার প্রথম ও আরম্ভ। আমি কিছুই নই, আমি কিছু জানি না, অকৃত্রিম ভাবে এই ভাবাপন্ন হইলে তবে আমাদের প্রকৃত উপাসনার অবস্থা হয়। লোকে যেমন কথায় বলে শূন্য গৃহে ভূতের প্রবেশ হয়, তেমনি যথার্থ আমিত্বহীন হইলে স্বয়ং পবিত্রাত্মা প্রাণ মনকে অধিকার করেন। এইরূপ অবস্থায় পবিত্রাত্মা তাঁহার নিজ প্রভাবে যে উপাসনা করান তাহাই প্রকৃত উপাসনা।

অনৃতখণ্ডন।

শ্রীকেশবচন্দ্রকে ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরস্থানীয় বা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মহাপুরুষগণকে তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে ভাবে পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, নববিধানবিশ্বাসীগণও সেইরূপ করেন, এই বলিয়া নববিধানের বিরোধী বা নববিধানকে খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী যাঁরা, তাঁরা স্থানে, অস্থানে, কালে, অকালে, নানা ভাবে লিখিয়া বলিয়া যেরূপ অযথা আপনারাও মিথ্যা কথন অপরাধে অপরাধী হইতেছেন এবং সরল সহজ বিশ্বাসীদিগকেও বিভ্রান্ত করিতেছেন ইহার কি বিশেষ প্রতিবাদ হওয়া উচিত নয়?

আমরা কাহাকেও আমাদের বিরোধী বা শত্রু মনে করি না এবং কাহারও ধর্ম্মমতে আঘাত করা মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা আমাদের প্রাণের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং ঈশ্বরের পবিত্র বিধানকে

অযথারূপে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রচারে বিরোধী হন, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া আমরা ক্ষমা করিতে পারি? কেন না তাহাতে যে তাঁহারাই মিথ্যা সংস্কার পোষণে অপরাধী হইতেছেন এবং আপনাদের আত্মাকেই কলুষিত করিতেছেন।

নববিধান কোন সাম্প্রদায়িক মত বা ধর্ম্ম নহে। সকল ধর্ম্ম, সকল সত্য, সকল বিধান, মণ্ডলী, সম্প্রদায়, দল, জাতি সকলই ইহার অন্তর্ভূত। যেমন ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখা প্রশাখা আমরা নববিধানের অঙ্গ বলিয়া মনে করি; তেমনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শিখ, জৈন, ইহুদী, পার্শী, কন্‌ফুসী ইত্যাদি জগতের যত সম্প্রদায়ের যত মত, পথ, সাধন, সত্য সকলই নববিধানে সমন্বিত, গৃহীত, আদৃত এবং সম্মানিত। সুতরাং নববিধানের কেহ পর নয়, নববিধান কাহাকেও শত্রু মনে করেন না, তবে বিশুদ্ধ খাঁটী সত্য গ্রহণে যাঁহারা পরাঙ্মুখ কিম্বা সত্যকে যাঁহারা বিকৃত বা কলুষিত করেন তাঁহারা ইহার অঙ্গচ্যুত বা বিকারগ্রস্ত ইনি মনে করেন।

তথাপিও তাঁহারা ইহার কৃপাপাত্র। স্বয়ং ঈশ্বর যেমন কাহাকেও চিরপরিত্যাগ করেন নাই, তেমনি নববিধানেরও কেহ পরিত্যক্ত নয়।

জ্ঞানাভাবে বা সংস্কারের দুর্ব্বলতাবশতঃ নববিধান গ্রহণে বা নববিধানের উচ্চ ভাব ও পূর্ণ ভাব ধারণে যাঁহারা অক্ষম তাঁহাদিগকে নববিধান কৃপাপাত্রই মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মাভিমান, জ্ঞানাভিমান বা বিদ্বেষ অহমিকাবশতঃ যাহারা নববিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসংকল্প, কেমনে নববিধান তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে পারেন? তাহাতে যে স্বয়ং বিধাতারই অবমাননা করা হয়?

সতী কি কখনও পতিনিন্দা সহিতে পারেন? নববিধানবিশ্বাসী তবে কেমনে নববিধানের বিরুদ্ধতা সহ্য করিবেন?

বিধান এবং বিধাতা যে একই। বিধানের বিরোধিতা বিধাতার বিরোধিতা। সুতরাং কোন বিশ্বাসীই তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

এক্ষণে নববিধানবিশ্বাসিগণকে অকুতোভয়ে বলিতে হইবে তাঁহারা কি ভাবে নববিধানকে এবং শ্রীকেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করেন। ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, নববিধানবিশ্বাসীদিগের মধ্যে এমন একজনও থাকিতে পারেন না, যিনি কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরস্থানীয় বা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বিগণ এ পর্য্যন্ত যে ভাবে পূর্ণব্রহ্মের অধিকার আপনাপন ধর্ম্মনেতাদিগকে দিয়া আসিয়াছেন, সে ভাবে দেন।

নববিধানে যেমন সকল সম্প্রদায় সমন্বিত, নববিধানবাদী বা নববিধানবিশ্বাসীদিগের মধ্যেও তেমনি বিভিন্ন ভাবের, স্তরের, শ্রেণীর অধিকারী অনধিকারী আছেন। নববিধান গ্রহণ সম্বন্ধেও যেমন অধিকার, শিক্ষা, সাধনা, জ্ঞান, চিন্তা, ভাবনাদির ভিন্নতা বিচিত্রতা থাকিতে পারে, নববিধানে শ্রীকেশবচন্দ্রের স্থান নিরূপণ সম্বন্ধেও অনেক প্রকার বৈচিত্র আছে, কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয়, যাঁহারা কেশবচন্দ্রকে নববিধানের নেতা বা আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন সত্যই তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ঈশ্বরের অধিকার দেন না, দিতে পারেন না এবং কখনই দিবেন না, কেন না কেশবচন্দ্র স্বয়ংই তাহার তীব্র প্রতিবাদী, এমন কি তিনি আপনাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের সমকক্ষ বা সমপদস্থ বলিয়াও কখন স্বীকার করেন নাই। ঈশা মুষার শ্রেণীর বলিয়াও যাঁহারা তাঁহাকে মনে করিবেন তাঁহারা মিথ্যাবাদী, ইহা তিনি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

তবে আমরা নির্ভয়ে ইহা বলিব, তিনি নববিধানের নেতা এবং আচার্য্য। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান যে নববিধান, ইহা যে তাঁহারই প্রাণে সর্ব্বপ্রথমে বিধাতা উপলব্ধ করাইয়াছেন এবং নববিধান যে কেবল একটা ভাব বা উচ্চ মত, ideal নয়, জীবনের আচরণ দ্বারা ইহা যে কেশবই প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আমরা স্বীকার করিব।

তিনি আপনাকে পাপী মানবের সম অবস্থাপন্ন হইয়াও ঈশ্বর-দর্শন-শ্রবণে অধিকারী হইয়াছেন এবং প্রত্যাদিষ্ট যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের ভাবেই ব্রহ্মপ্রত্যাদিষ্ট হইয়া যে সর্ব্বসমন্বয়ের নববিধান পাইয়াছেন ও তাহা ব্রহ্মেরই কৃপাগুণে জীবনে প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কেহই ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

তাই নববিধানবিশ্বাসিমাত্রেরই সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিশেষ সম্বন্ধ। নববিধানবিশ্বাসিগণ ত কেবল মতে নববিধান বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; জীবনের আচরণে নববিধান মূর্ত্তিমান হওয়াই যথার্থ নববিধানবিশ্বাস। সুতরাং যিনি নববিধানজীবনের নক্সা নিজ

জীবনে দেখাইলেন, তাঁহাকে কেমন করিয়া নববিধান-বিশ্বাসিগণ অস্বীকার করিতে পারেন ?

প্রাচীন বিধানে নূতন বিধানে এ সম্বন্ধে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের অনুবর্ত্তী বিশ্বাসিগণ তাঁহাদিগের নেতা বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে ঈশ্বরাবতার বা সাধারণ মানবের অপ্রাপ্য জীবনধারী ব্যক্তি মনে করিয়া কেবল তাঁহাদিগের ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন ও তাঁহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন বা তাহাদের পূজা করেন। বর্ত্তমান বিধানে সে ভাবে নেতাকে পূজা বা সম্মাননা নববিধানবিরুদ্ধ, কিন্তু তাঁহার আত্মা ব্রহ্মেতে এখনও চিরজীবিত ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মতালাভে যে জীবন তিনি প্রদর্শন করিলেন, সেই নবজীবন প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং তাহা দ্বারাই যথার্থ নববিধানবিশ্বাসের পরিচয় হইবে ইহাই নববিধানের শিক্ষা ও সাধনা। তিনি ও আমরা, যাঁহারা যথার্থ নববিধান বিশ্বাস করি ও নববিধানজীবন লাভ করিতে চাই আমরা সকলে এক। তাঁহা হইতে স্বাতন্ত্র্য নববিধানজীবন নয়।

নববিধানের উপাস্য এক সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ঈশ্বর, তিনি পবিত্রাত্মারূপে নববিধানের যথার্থ প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধানের বাহক, নববিধান-জীবনধারী ব্যক্তিত্বের আচার্য্য ও নেতা, যিনি নিজ আমিত্ব পরিহার করিয়া ব্রহ্মযোগে সমগ্র মানবে আত্মনিমজ্জিত হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সকল মানবের ভ্রাতৃযোগ সাধনে অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব সমাধান করিয়াছেন। শ্রীঈশা যেমন "আমি এবং আমার পিতা এক" এই যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন, শ্রীকেশবচন্দ্রও তেমনি "আমি এবং আমার ভ্রাতা এক" ইহা সমাধান করিয়াছেন।

নববিধানের গুরু ও জ্ঞানদাতা স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রাত্মা। কিন্তু ভাষায় প্রকৃত শব্দের অভাববশতঃ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা কেহ কেহ "নববিধানের গুরু" শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু তাহার অর্থ তিনি নিজে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, "অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নয়, নববিধানের গুরু, এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।" "ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, বিশ্বাস দেওয়া।"

সাধারণ সহজ ভাষায় হৃদয়ের সম্যক ভাব সকল সময় প্রকাশ করা যায় না। তবে সরল বিশ্বাসীকে মা স্বয়ং তাঁহার সহজ মাতৃভাষায় সকল তত্ত্বই বুঝাইয়া দেন ও দেবেন ইহাই আমরা সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ভয় কখন ?

ভয় কখন ? একা যখন। শিশু যখন মাকে ছাড়িয়া একা থাকে তখনই ভয় পায়, মা কাছে থাকিলে শিশু যে কেবল নির্ভয় হয় তাহা নহে, সে জানে যে মা তাহাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিতে পারেন। স্ত্রী ভয় পান ও নিরাশ্রয় হন কখন ? যখন স্বামী সঙ্গে না থাকেন, স্বামী সঙ্গে থাকিলে তিনি নির্ভর, তাঁর যত আব্দার স্বামীর কাছে, যত অভিমান স্বামীর উপর। মনও প্রলোভনে দুশ্চিন্তায় ভীত কখন ? যখন ঈশ্বরকে কাছে না দেখিতে পায়। জীবন্ত ঈশ্বর সর্ব্বক্ষণ এই কাছে কাছে বর্ত্তমান ইহা বিশ্বাস থাকিলে কোন ভয়ই থাকে না, কেন না তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান, কোন প্রলোভন দুশ্চিন্তাই মনকে তখন কলুষিত করিতে পারে না; তাঁহার চিন্তা, তাঁহার প্রভাব এমনই মন প্রাণকে অধিকার করিয়া ফেলে যে, মনে পাপের প্রলোভন প্রবেশাধিকারই পায় না। সরল শিশুর ন্যায় তাই বলি, "ভয় কি আছে, মা আছে কাছে।" আর সতীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গ সহবাসে নির্ভয় নিশ্চিন্ত এবং নিত্য আনন্দে আনন্দিত হই ও তাঁহারই কথায়, তাঁহারই সেবায় মগ্ন হইয়া থাকি।

—•—

ভাষা নয় ভাব।

শাস্ত্রকার বলেন, "ভাষা বিনাশ করে, ভাবই জীবন দান করে।" বাস্তবিক ভাষা সহজই হউক, আলঙ্কারিকই হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না, যদি ভাব যথার্থ হৃদয়গত হয়। ভাববিহীন যে কোন ভাষাই হউক যদি কেবল ভাষার উদ্দেশ্যে ভাষা হয়, তাহা সহজ বা আলঙ্কারিক উভয়ই পরিত্যাজ্য। তাহা কেবলই ভাসা ভাষা। কিন্তু হৃদগত ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রয়োজনীয়তা। প্রাণের পূর্ণ ভাব যে কোনরূপ ভাষা দ্বারাই প্রকাশ হয়, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। কেহ হয় ত তাহা সহজ ভাষায় করিতে সক্ষম, কেহ হয় ত প্রাণ নিংড়াইয়া ঠিক ভাব প্রকাশের জন্য আলঙ্কারিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যেমন মহাত্মা কার্লাইল সংশয়বাদ সম্বন্ধে বলিলেন, "ইহা miserable phantasma algebraic ghost in the land of the living" ইহাকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতে হইলে হয় ত আরো অবোধ্য হইবে, কিন্তু কার্লাইল যে হৃদয়ের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য এই আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন ? ভাষার বিচার করিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ আত্মহারা হন, কিন্তু "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন"। তাই সঙ্গীতাচার্য্য চিরঞ্জীব গাহিলেন, "ভাবুকের ভাব সহজ মানুষ নইলে কে বুঝিতে পারে, পণ্ডিত মরেন কেবল তর্ক করে।"

সংসারে পরীক্ষা।

ধর্ম্মাত্মা থমাস এ কেম্পিস বলেন, "ঈশাকেও লোকে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং দুঃখের উচ্চাবস্থায় তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ঈশা স্বয়ংই এইরূপ ক্লেশ বহন ও এইরূপে পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত হওয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, তবে কেন অপরে তোমার ক্ষতি করিলে বা তোমাকে ঘৃণা করেন বলিয়া অভিমান কর? ঈশারও যখন শত্রু ছিল ও নিন্দাকারী ছিল, কেমনে সকল মানুষ তোমার বন্ধুই হইবে ও প্রশংসা করিবে আশা কর। পৃথিবীতে যদি তোমার সংগ্রাম সাধনের জন্য দারিদ্র্য না থাকে, তবে কেমনে স্বর্গে সহিষ্ণুতার জন্য মুকুট পরিতে পাইবে? তুমি কি ঈশার বন্ধু ও অনুগামী হইতে পার, যদি তাঁহার যন্ত্রণার ভোগী না হইতে পার? যদি ঈশার সঙ্গে রাজ্য করিতে চাও, তাহার সঙ্গে তাঁহার যন্ত্রণাও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে।"

—•—

শ্রীবুদ্ধগৌতমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

শ্রীবুদ্ধকেও তাঁহার শত্রুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া অপদস্থরূপে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গৌতমের বিরোধিগণ তাঁহাকে নিন্দনীয় অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন করাইবার জন্য এক সন্ন্যাসিনীকে নিয়োগ করিল, বুদ্ধ সিউয়ৎ গ্রামে কিছুদিন বাস করিতেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বুদ্ধের উপদেশাদি শ্রবণ করিতে প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। একদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনকালে সেই সন্ন্যাসিনী নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বুদ্ধের নিকট যাইতেছে এরূপ ভাব দেখাইল। আবার প্রভাতে বুদ্ধের নিকট আগমন তাহাদের সময়ে তাহাদের নিকট দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন গ্রামস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "গৌতমের ঘরে রাত্রিযাপন করিয়া ফিরিতেছি"। কিছুদিন পরে অন্তঃসত্ত্বার ভাবে উদরে কাষ্ঠখণ্ড বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আপনাকে সন্তানবতী বলিয়া প্রকাশ করিল এবং বুদ্ধ যে সময়ে শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন, দুশ্চারিণী সেই সময় আসিয়া বলিল, "আপনার দ্বারাই আমার এই সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে, আমার প্রসবের স্থান করিয়া দিন।" এমন সময় হঠাৎ এক ঝড় আসিয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড উড়াইয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ দুশ্চারিণীর দুরভিসন্ধি এবং শত্রুদিগের ষড়যন্ত্র সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহাকে তাঁহার শত্রুগণ বিভিন্ন সময়ে আরো অনেক প্রকারে নির্য্যাতন ও অপমানিত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

—

বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের আহার ও পানবিধি।

১। ভিক্ষুক কোন প্রকার সুরা পান করিবে না।

২। মৎস্য মাংস আহার একেবারে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু সে অধিকারের অপব্যবহার না হয় তজ্জন্য অনেক বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

৩। কোন ভিক্ষুক মধ্যাহ্নকালের পর আহার করিবে না।

৪। রোগীর পথ্যের জন্য যখন তৈল, ঘৃত, মাখন, মধু, চিনি কিম্বা অন্যান্য দ্রব্য ভিক্ষা লব্ধ হইবে, তাহা সাত দিনের অধিক ভাণ্ডারে সঞ্চয় রাখা হইবে না।

৫। ভিক্ষুক অসুস্থ না হইলে কোন সদাব্রতে এক দিনের অধিক আহার করিবে না।

৬। কোন বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত কোন ভিক্ষুক সে অন্ন গ্রহণ করিবে না, যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষুক দলের জন্য সংগৃহীত।

৭। কোন বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত কোন অন্নদানের জন্য নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে ভিক্ষুক আপনার দৈনিক আহার গ্রহণ করিবে না।

৮। যখন অন্যান্য ভিক্ষুকদের সঙ্গে একত্রে আহারের প্রয়োজন নাই, তখন কোন ভিক্ষুক এক কঠরা ভিন্ন আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

৯। যখন কোন গৃহে খাদ্য দান করা হয়, তখন দাতা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট কোন আহারীয় দ্রব্য লইবে না।

১০। কোন ভিক্ষুক পূর্ব্বদিনের অন্ন আহার করিবে না।

১১। অসুস্থতা ভিন্ন ভিক্ষুক তৈল, ঘৃত, মাখন, মধু, চিনি, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ বা পনীর গ্রহণ করিবে না।

১২। ধ্যান না করিয়া কোন ভিক্ষার অন্ন গ্রহণ করিবে না। এমন অসাবধানতাপূর্ব্বক ভিক্ষার অন্ন গ্রহণ না করা হয় যাহাতে গ্রহণের সময় তাহার কিঞ্চিদংশও ভূমে পতিত হয়।

১৩। পানীয় এবং আহারীয় একত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। ভিক্ষার পাত্র মুখে কখনও না লাগে।

১৪। ধ্যান করিতে করিতে এমনি সাবধানপূর্ব্বক আহার করিতে হইবে যে, খাদ্যদ্রব্য এদিকে ওদিকে না পড়ে। যাহা প্রথমে হাতে লাগিবে তাহাই খাইতে হইবে।

১৫। অসুস্থতা ব্যতীত অন্নের সহিত ব্যঞ্জন খাইতে কোন ভিক্ষুক চাহিবে না।

১৬। ভিক্ষুক অন্যের আহারীয় দ্রব্য দেখিবে না।

১৭। পায়রার ডিমের অপেক্ষা বড় গ্রাস করিয়া আহার করিবে না। ছোট ছোট গ্রাস করিবে।

১৮। মুখ ভরিয়া খাইবে না, কিম্বা খাইতে মুখের ভিতর হাত না লাগে।

১৯। মুখে অন্ন দিয়া কথা কহিবে না। যেন মুখ হইতে বিন্দুমাত্র আহার পতিত না হয়। সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বণ না করিয়া গলাধঃকরণ করিবে না। এক গ্রাস আহার গলাধঃকরণ করিয়া তবে অন্য গ্রাস তুলিবে।

২০। আহারীয় দ্রব্য হইতে হাত তুলিয়া নাড়িবে না।

জিহ্বা বাহির করিয়া, কিম্বা কোনরূপে ঠোঁটের বা জিহ্বার শব্দ করিবে না। আহারান্তে জলে হাত প্রক্ষালন করিবে। বসিয়া আহার করিবে।

২১। শ্রীবুদ্ধ বলেন, যে পরিমাণ আহার করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় সেই পরিমাণ মাত্র আহার করিবে।

২২। কোন ধর্ম্মযাজক আমোদ আহ্লাদের জন্য বা শরীরকে সবল ও সুন্দর করিবার উদ্দেশ্যে আহার করিবে না। ক্ষুধা শরীরের প্রধান প্রবৃত্তি বলিয়া সামান্য আহারের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি করিবে।

২৩। কোন ব্যক্তি বা কোন নর নারী যদি শিশুকে লইয়া মরুভূমি পার হয় এবং তাহা পার হইতে হইতে আহার শেষ হইয়া গেলে যেমন মরুভূমি পার হইবার ব্যাকুলতায় আপনার শিশুরও মাংস আহার করে, সেইরূপ বিরক্তির সহিত প্রবৃত্তির হাত হইতে এড়াইবার জন্যই কেবল আহার করিতে হইবে।

রথযাত্রা।

শত শত যাত্রী জগন্নাথের রথযাত্রা দর্শনে ছুটিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস বা সংস্কার জগন্নাথকে রথে দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হইবে না, অর্থাৎ মানবদেহে পুনরায় আসিয়া আর এ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

এই বিশ্বাস তাহাদিগের প্রাণে এতই বদ্ধমূল, যে বহু পুরাকাল হইতে যখন জগন্নাথ তীর্থ যথেষ্ট দুর্গম ছিল, তখনও কতই নর-নারী ঘর বাড়ী ছাড়িয়া, মাতৃগণও স্তন্যপায়ী শিশুদিগের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পাগলের ন্যায় তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিতেন, কত জন প্রাণ পর্য্যন্ত বলীদান করিতেন, সমুদ্রে আপন শিশুকেও উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

সকলেই শুনিয়াছেন, জগন্নাথদর্শনের ব্যাকুলতায় একটী নারী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পৃষ্ঠের উপরও উঠিয়া উদ্গ্রীবচিত্তে দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিল। শিষ্যগণ নারীকে তিরস্কার করিয়া বাধা দিতে উদ্যত হইলে গৌরচন্দ্র নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, উহার ব্যাকুলতার শতাংশের একাংশও আমার স্পৃহণীয়।

কোন্ পৌরাণিক যুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক নরপতি এই জগন্নাথ মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং এই রথযাত্রা প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া দুরূহ, কিন্তু সমুদ্রতীরস্থ এই তীর্থে যে বহুকাল হইতে সর্ব্বসাম্প্রদায়িক হিন্দুগণ মঠাদি স্থাপন করিয়া ইহাকে হিন্দুর এক সমন্বয় তীর্থরূপে সম্মান করিয়া আসিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ কারুকার্য্যেই জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মিত। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিত্বের প্রতিমা হইতেই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তি কল্পিত ইহাও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন।

যাহা হউক, ইহা হিন্দুর এক অদ্ভুত ও অসাধারণ তীর্থ। আমাদের মনে হয় বৌদ্ধের ধর্ম্মকে পৌরাণিক হিন্দুগণ আপনাদিগের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য যেন এই তীর্থের স্থাপনা করিয়াছেন।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ এই ত্রিত্বের মূর্ত্তি জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। একদিকে জগতের নাথ, আর একদিকে ভ্রাতৃমণ্ডলী বা ভক্তমধ্যে ধর্ম্মকে সংসারসাগরের তর্জ্জন গর্জ্জন হইতে রক্ষা করিতেছেন ইহারই নিদর্শন এই ত্রিমূর্ত্তি।

অন্য দেব দেবীর পূজা যেমন ব্রাহ্মণ না হইলে হয় না, এখানে তাহা নহে। এখানে সকলেই পূজা করিতে পারেন। এখানে কার ভোগ ব্রাহ্মণে রাঁধেন না, অন্য এক বৌদ্ধ জাতি ভিক্ষুগণ রাঁধেন এবং আহার পান সম্বন্ধে হিন্দুর জাতিভেদ ও এখানে একেবারেই নাই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল পরস্পরের মুখে অন্ন দান করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি যেমন অন্ন ভূমে ফেলিতে নাই, এখানে তাহাই বিশেষ ভাবে পালন করা হয়।

মন্দিরের অঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যত দেব দেবী হইতে মানবের ও প্রকৃতির সর্ব্ব অবস্থার শ্লীল অশ্লীল ভাল মন্দ সকল প্রকার ছবিই অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার অর্থ কেহ কেহ বলেন, বাহ্য ছবি যাহাদের মনকে কলুষিত করিতে না পারে তাহারাই জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী ও তাহারাই জগন্নাথ দর্শনে ধন্য হয়।

রথও হৃদয়রথের নিদর্শন, যাহারা হৃদয়রথে অর্থাৎ চিরগমনশীল জীবনরথে ভগবান ধর্ম্ম ও ভক্তকে একাধারে দর্শন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত হন, ইহাই ইহার আধ্যাত্মিক ভাব।

বৌদ্ধধর্ম্মের অপৌত্তলিক নীতি মূর্ত্তির আকারে যাহা এই শ্রীক্ষেত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে, কবে বিশ্বচরাচর ক্ষেত্রে সর্ব্ব মানবের অধ্যাত্ম জীবনে তাহা প্রতিমূর্ত্তিত হইবে। ভক্ত ভগবান বিধান একাধারে মূর্ত্তিমানরূপে জীবনকে পরিচালিত করিবেন এই জন্যই ত নববিধান সমাগত। প্রত্যেক হৃদয়রথে যেন আমরা ইহা প্রত্যক্ষীভূত দেখিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারি।

জয় জগন্নাথ জগতের নাথ
জগন্ময় হোক তোমারই জয়;
(সৎ) চিদানন্দাকারে (ভক্ত) রত্নবেদী পরে
বিরাজ হে তুমি ত্রিভুবনময়।
(লয়ে) ভক্ত বলরাম সুভদ্রাবিধান,
আছ ভগবান একত্রে হে ত্রয়।
(ঐ) ত্রিরূপ একাধারে হৃদয় রথোপরে
হেরিলে জীবনমুক্তি লাভ হয়।
শ্রীক্ষেত্র তোমার বিশ্বচরাচর,
শ্রীমন্দির পাপীমানব হৃদয়।
তব শ্রীপুরীতে (মানব) জাতিতে জাতিতে
ভেদাভেদ কিছুত নাহি রয়।

(সেথা) আনন্দবাজারে, যত নরনারীগণে
পরস্পরে প্রেম অন্ন বিলায়।
(ও যে) ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মহা প্রেমে গলে
উচ্ছিষ্টও কত মিষ্ট বলে খায়।
(তাই) বিমান ভূধর বিশাল সাগর
জড়জীব সবে গায় তব জয়।
ধন্য তব নাম গাই অবিরাম
হয়ে ব্রহ্মানন্দে প্রমত্ত হৃদয়।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী।

সিমলা, হিমালয় পর্ব্বত, ৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮ খৃঃ।

প্রাণাধিক অঘোর,

তোমার পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভদিন, এই হিমাচলে বসিয়া এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এতগুলি কথা পাঠাইলে, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র গৃহে যে রাখিবার স্থান নাই, আর যে ধরে না; কোথায় রাখিব? অবাক্ হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে বলিতে পারি না।

"ব্রহ্মনামে মাতল (আমার প্রিয়তম মুঙ্গের)" ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয় একবার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে স্রোতে পড়িয়া থাক, মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া, অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক।

দেখি একবার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মানুষ বাঁচিতে পারে, ঈশ্বরের ঘরে কেবল ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে চাও; ভাল, দীন ভাবে দাঁড়াইয়া থাক, দেখিবে নিশ্চয় বলিতেছি, ঈশ্বরের সুগন্ধ জ্যোৎস্না শরীর ও মনের উপর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমাদের গুণে ত কিছুই হয় না।

তিনি কেবল একবার করুণাচক্ষে পাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন, দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি কোমল সুমধুর আলোক সেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জ্বালা নিবৃত্তি হয়; তাঁর কটাক্ষে কি না হয়? অঘোর, আবার সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

যিনি আবেদন পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আবার কবে মুঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দাঁড়াব?

প্রিয় জগবন্ধুকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তিনি বড় দীন আমি জানি, দীনবন্ধু তাঁহাকে চরণের ধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? প্রসন্ন কেমন আছেন? মৈত্রের মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না বড় দুঃখ হয়, পিতার সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সে দিন প্রাতঃকালিক উপাসনার পরে তাঁহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন আছেন? তাঁহাদের নাম লিখিলাম না, কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ে আছেন।

অন্নদার পত্র পাইয়াছি, গত কল্য অক্ষয় তুষারাবৃত পর্ব্বত-শিখর সকল দূর হইতে দেখিলাম; নিম্নে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত। ঐ সকল পর্ব্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্, ভূমা, তিনি মুঙ্গেরের দয়াময় পিতা।

মুঙ্গের কি "যদি" কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, "যদি" বিহীন, সংশয় বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও; অসীম ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের, তোমার মঙ্গল হউক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

সঙ্গীত।

[১৮০০ শকের ৬ই আষাঢ় খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের উপদেশের সারাংশ অবলম্বনে।]

ভারতভূমি পুণ্যভূমি
মাগো, আবার জাগাও এসে,
আবার নূতন রূপে ভাসাও
পুরাণো সে সুধার ধারে।

ঋষি জনের ধ্যান ধারণা,
মগ্ননিলীন যোগসাধনা,
মহান উদার গভীর গানে
সুরের পূজা আরাধনা,

আন আবার সরল সচেত
নিস্পৃহ সে আত্মনিবেদ
সুদূর প্রসার জ্ঞানের দিষ্টি
অনন্তের পারাপারে।

মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি
নামপাগলের কণ্ঠখানি
আপন ঢেউএ মিলিয়ে নিয়ে
ছুটুক আবার দিকবিদিকে,

আবার নামুক সকল হারা
ভক্তিগঙ্গা রসের ধারা
প্রেমব্রতীর জগৎ সেবায়
ভাসুক বিশ্ব সুধসাগরে।

[১২৮৬ সংবতের ১লা বৈশাখ (১৮৭৯ সাল) ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের নববর্ষের উপদেশের সারাংশ।]

("আচার্য্য কেশবচন্দ্র"—মধ্যবিবরণ ৬ষ্ঠ অং, ১১৩৬পৃষ্ঠা)

হে অমৃতশিশু চেওনা পশ্চাতে,
হের জ্যোতির্ম্ময় সম্মুখ অনন্তে,
ভূতের আঁধার ঠেলিয়া দুহাতে
ভবিষ্য সত্যের লহগো শরণ।
মহাকালস্রোতে ভাসিলে যেদিন
ছাড়িতে পশ্চাতে আঁধার অন্তহীন,
প্রকৃতির আলো করিল উজল
তব দিকদেশ সংসার স্বজন।
অন্তরালে বসি নিয়ন্তা সুজন
মাখাল আঁখিতে জ্ঞানের অঞ্জন,
ধর্ম্মের বিস্তার উদ্ভাসি আত্মার
পরমাত্মালোকে করিল মগন।
সে মহা প্রতিভা রেখেছে সম্মুখে
মহাভবিষ্যের বিপুল আলোকে
কোটি সূর্য্য জ্বলে সে স্বর্গের ভালে
পূর্ণ সত্যরাজ্য অরূপ শোভন;
মারি মরণের সর্ব্বসম্ভাবনা
অসীম আশার করেছে রচনা
নিত্য বিহরিবে সেথা সর্ব্বজীবে
(হায়) একক মানব একটী গঠন।

শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ।

নববিধান জীবনের অভিজ্ঞান।

নববিধানের নূতনত্ব কেবল ভাব বা ধর্ম্মমত নয়, ইহা জীবনের অভিজ্ঞতায় সম্ভোগের বিষয় এবং ইহা ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ ভাবে সম্যকরূপে অভিজ্ঞাত এবং প্রদর্শিত হইয়াছে।

নববিধান যদি কেবল ভাব, Idea বা Ideal মাত্র হয়, যদি ইহা জীবনে, কার্য্যে প্রমাণিত ও প্রদর্শিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা যে কল্পনা নয়, ইহা যে একটা মানবের আয়ত্তাতীত আকাশকুসুমবৎ ভাবমাত্র, তাহা কে না বলিবে? স্বপ্নে, কল্পনায় সুবুদ্ধি রচনায় যেমন অনেক উচ্চভাব কাল্পত হইতে দেখা যায়, ইহাও তদ্রূপ কেন না মনে হইবে?

এই সমন্বয়তত্ত্ব (Eclecticism) বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এক দর্শনশাস্ত্র সঙ্গত মত বলিয়া প্রচারিত আছে, নববিধান যদি সেই দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়বাদ হয়, যদি ইহা কেবল অপ্রমাণিত একটা মত মাত্র হয়, ইহাকে বিধান বলিয়া কখনই ঘোষণা করা যাইতে পারে না।

বিধান মানে জীবন্ত বিধাতা এই ধর্ম্মসমন্বয় বিধি, জীবের পরিত্রাণের ব্যবস্থারূপে স্বয়ং প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তিনিই ইহা অন্তত একটী ধর্ম্মজীবনেও নিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই জীবনে এই ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব, সকল ভাব পরীক্ষিত, অভিজ্ঞাত করিয়াই ইহাকে মানবের পরিত্রাণপ্রদ প্রত্যক্ষ প্রমাণিত ধর্ম্মবিধানরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

জীবনের প্রমাণ বিনা বিধান হয় না। আলোক যেমন আধার বিনা থাকে না, বিধানবাহক বিনাও বিধান হইতে পারে না। বিধাতা যুগে যুগে যখনই কোন বিধান প্রেরণ করেন, তাঁহার একজন বাহকের দ্বারাই প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং সেই বিধান মূর্ত্তিমান রূপে তাঁহার জীবনও তিনিই গড়িয়া পাঠান।

নববিধানবাদী বলিয়া আমরা যাঁরা পরিচয় দিই, আমাদের মধ্যে অনেকের এই সম্বন্ধে মত বা বিশ্বাসের পার্থক্য আছে জানি। নববিধান মণ্ডলী মধ্যে যে এত পার্থক্য দেখা যাইতেছে, বিধানবাহক সম্বন্ধে মতভেদই তাহার মূল কারণ আমার মনে হয়। বিধানবাহক বিনা যে বিধান হইতেই পারে না এবং নববিধান এক মানবাকারে মূর্ত্তিমান হইয়া জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিশ্বাস উজ্জ্বল না হইলে কিছুতেই আমাদের মধ্যে এ মতপার্থক্য দূর হইবে না।

আমরা নিঃশঙ্কাতিশয়চিত্তে বলিতে পারি, এই মানুষে নববিধান মূর্ত্তিমান ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিলে নববিধান বিশ্বাসও সম্পূর্ণ ভিত্তিবিহীন মত মাত্র বা কেবল জ্ঞানবিচারসিদ্ধ তর্ক যুক্তির বিষয় মাত্র থাকিয়া যাইবে।

আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ব্বে আমি নববিধান প্রবক্তার কতই বিরোধী ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপে বিধাতা আমাকে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সমীপে আনয়ন করেন এবং তিনিই স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন, "ইনি সামান্য মানুষ নন, ইনি অলৌকিক মানুষ, ইনিই পবিত্রাত্মার নববিধানের বাহক আদর্শ মানুষ"। তাই ইহা আমার বিচারবুদ্ধিসম্ভূত মত নহে, ইহা আমার স্বর্গালোকের অভিজ্ঞান ধর্ম্ম। তিনি যে দিন এই আলোক প্রদান করেন, সেই দিন হইতে তিনিই এই এত বৎসরকাল আমাকে নববিধান আচার্য্যের আত্মার অনুগমন ব্রতে দৃঢ়নিয়মে নিজে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এই কাল মধ্যে এই মণ্ডলীতে প্রেরিত মহাশয়দিগের ভিতর কতই পরস্পর মতগন্ত, বিবাদ গিয়াছে।

কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমার সাক্ষী, আমি একদিনও কোন পক্ষকে ছাড়িয়া কোন পক্ষে যোগ দিই নাই। একদিনও কোন প্রেরিত প্রচারকের বা কোন ভ্রাতার বিরোধী হইয়া অপরের পক্ষাবলম্বী হই নাই, সকলকেই সেই একই ব্রহ্মানন্দের অঙ্গরূপে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি বা কখনই তাহা ভুলি নাই। যখনই মিলনের প্রস্তাব বা আয়োজন হইয়াছে তখনই তাহাতে যোগ দিতে চেষ্টা করিয়াছি, যখনই আবার মণ্ডলী মধ্যে মিলনাভাব দেখিয়াছি বা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি তখন একা একা বা বাহিরে বাহিরে কাঁদিয়াই বেড়াইয়াছি।

বিশেষ ভাবে যখন বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া স্বয়ং পবিত্রাত্মা ভগবান আমাকে ডাকিয়া আনিয়া অনন্তকর্ম্মা করিয়া কেবল নববিধান সাধন এবং ব্রহ্মানন্দজীবন অনুগমনে আকাঙ্ক্ষিত ও বিধানপ্রচার ব্রতধারী করেন, তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাকে স্বয়ং পবিত্রাত্মা ভগবান যাহা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন এবং যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এ পাপজীবনে সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, তাহাতে ইহাই শিখ্‌ছি, বুঝ্‌ছি যে ব্রহ্মানন্দজীবন অনুগমন ও মার নববিধান সাধন একই, নববিধান সাধন ব্রহ্মানন্দকে ছাড়িয়া হয় না; কেন না ব্রহ্মানন্দজীবনেই নববিধান মূর্ত্তিমান। ভগবান স্বয়ংই তাঁহাকে নববিধানের মানুষরূপে প্রেরণ করিয়াছেন ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

দীন সেবক।

যোগ—বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন।

(আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্যাখ্যাত Yoga—Objective & Subjective প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

বৈদিকযোগের উৎপত্তিবিবরণ।

মানবাত্মা প্রথমেই প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের অনুসন্ধান করে। প্রকৃতির জ্ঞান—ইহাই মানবের আদি ধর্ম্মতত্ত্ব। এই ধর্ম্মতত্ত্বকে "প্রাকৃতিক ধর্ম্মতত্ত্ব" বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি-পূজাই মানবের আদি পূজা। মানবশিশু যখন সর্ব্বপ্রথম এই প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে জন্মলাভ করে, তখনই সে সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে অভিভূত হইয়া পড়ে। চতুর্দ্দিকের যাবতীয় বস্তুই তাহার চিত্তকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া দেয়। রবি শশি গ্রহ তারা, নদ নদী, গিরি সিন্ধু, পাদপ প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্ব শুধু যে বিরাট এবং মনোহর তাহাই নহে—পরন্তু এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত—ইহা সঞ্চরণ করে, ইহা জীবন ধারণ করে—ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই এই প্রকৃতি শুধু যে একটী অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তু তাহাই নহে—প্রত্যুত ইহা একটী সুগভীর রহস্য। বিস্ময়বিমুগ্ধ আত্মা ক্রমাগতই প্রশ্ন করে—এই যে অগণ্য নক্ষত্রের গতি, এই যে সরিৎ প্রভঞ্জনের প্রবাহ—ইহার মূল কোথায়? অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্যসমন্বিত এই জীব জন্তু ও উদ্ভিদাদির উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? যাহা কর্ত্তৃক এই বিশাল বিশ্ব প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত ও পরিচালিত হইতেছে—সেই সুমহান রহস্য কি বা কে?

বিস্ময়বিমিশ্র ভয়ে অভিভূত মানব আপনার মস্তক অবনত করিয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হয় এবং সসম্ভ্রমে সে স্তব স্তুতি বন্দনা আরাধনা করিতে থাকে। কাহার স্তুতি, কাহার বন্দনা? তাহা সে বলিতে পারে না। সে তখন শিশুমাত্র, সে অল্পবুদ্ধি, তাহার জ্ঞান অপরিমার্জ্জিত; সুতরাং সে কিসের পূজা করে তাহার ব্যাখ্যা দিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তখন সে শুধু সংস্কার ও সহজ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত—যুক্তি ও বিচারের উন্মেষ তাহার প্রাণে তখনও হয় নাই। তাহার ভাব ও চিন্তা তখন স্থূল, অপরিমার্জ্জিত ও বিশৃঙ্খল—বিজ্ঞান তখনও সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ আকার দান করে নাই। তাহার যাবতীয় কার্য্য সে তখন সহজ ভাব ও সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত—সে আপনার চিন্তার ও কার্য্যের কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ। সে তখন ধার্ম্মিক, কিন্তু সে তত্ত্বজ্ঞানী নহে। যাহা কিছু তাহার মনে বিস্ময়, ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করে, তাহারই সে পূজা করিয়া থাকে। অনন্ত সুনীল নভোমণ্ডলের সম্মুখে সে বিস্ময়ে মস্তক নত করে, বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টির নিকট সে হৃদয়ের স্তুতি ও প্রার্থনা নিবেদন করে। সবিতা ও অগ্নি, সমীরণ ও সরিৎ—এ সকলকেই সে পরম উপকারী সুহৃদজ্ঞানে অন্তরের অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। রজনীর অন্ধকারের অবসানে যখন পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের প্রকাশ হয়, তখন সেই প্রভাত কি সুন্দর, কি মনোরম! তাহার চিত্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সুন্দর প্রভাতের বন্দনা ও স্তুতি গান করিয়া থাকে। সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ—এই সকলকেই সে আহ্বান করিয়া পূজার অর্ঘ্য সমর্পণ করে।

শ্রী বনয়ভূষণ সরকার।

ভক্তিপ্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির উন্মেষ, বিকাশ, পরিপুষ্টি ও পরিণতি।

(পরম বিশ্বাসী ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহপ্রেরিত ভক্তগণ)

ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্ম ইতিহাস একখানি সুবৃহৎ ভক্তিশাস্ত্র, সুমধুর ভাগবত এবং হরিলীলার অখণ্ড অপূর্ব্ব ও অফুরন্ত ভাণ্ডার। কত ছন্দে, কত ভাবে, কত স্বরে, কত পরিচ্ছেদে লীলাময় পরমদেবতা এই আশ্চর্য্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। ভক্তি সুরধুনী যেন নবভাবে, নববেশে ভারতে পুনরায় সমুত্থিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি গঙ্গার উৎপত্তি স্থান অত্যুচ্চ হিমালয়স্থিত একটী উৎস। তথা হইতে গঙ্গা সামান্য রজতরেখার ন্যায় ধীরগতিতে প্রবাহিত হইতে হইতে হরিদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। হরিদ্বার হইতে প্রচণ্ড বেগে নিম্নদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও

তাহারা ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত, কিন্তু ক্রমে যতই সমতল ক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন, ততই অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইতে লাগিল, গঙ্গার আয়তন, বেগ ও প্রভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে তিনি যখন প্রয়াগে যমুনা সরস্বতী নদীর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তিনি নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সময় সময় দুকূল প্লাবিত করিয়া মহাবেগে মহাসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিলেন এবং যথাকালে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া মহাতীর্থে পরিণত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের ভক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলেও ইহাকে ভক্তগণ ভাগীরথীর সহিত তুলনা করিতে পারেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় পরাভক্তি ব্রহ্মরূপ মহা উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া সামান্য রজত-রেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ইহা হিমালয়স্থিত গঙ্গার ন্যায় বেগে সমতল ভূমির দিকে প্রধাবিত হইল, আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার সহসাধক ভক্তবৃন্দের জীবনে মহামণ্ডলে ইহা প্রবাহিত হইয়া ক্রমে নববিধান-প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমুদায় ভারত ভক্তিনীরে প্লাবিত করিয়া এক্ষণে ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে পতিত হইলেন। মানব লেখনীর সাধ্য নাই যে, এই নবভক্তি তরঙ্গিনীর লীলা বর্ণন করে, কোন কবি কি চিত্রকরের সাধ্য নাই যে, ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য কাব্যে বর্ণনা কিম্বা চিত্রে প্রতিফলিত করে। ইহা বিশ্বাসীর বিশ্বাসনেত্রে দেখিবার বিষয় এবং প্রেমিক ভক্তের অনন্ত সম্ভোগের সামগ্রী।

মহাত্মা রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পরাভক্তি কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তখনও ভক্তিগঙ্গা হিমালয় শিখরে জ্ঞানের উচ্চতর প্রদেশেই আবদ্ধ ছিলেন, নিম্নভূমিতে তাঁহার অবতরণ হয় নাই। যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একাকী যোগ ধ্যানের উচ্চ শৈলে বিচরণ করত ভক্তি ও প্রেমরস আস্বাদনে বিভোর হইতেছিলেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ ভক্তিবারি বিহনে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া গভীর আর্ত্তনাদে সকলের প্রাণ আকুল করিতেছিল তৎকালে ব্রাহ্মসমাজ ভক্তির রসময় পথে পদার্পণ করেন নাই, নাস্তিকতার গভীর অন্ধকার অল্প লোকের অন্তরেই প্রবেশ করিয়াছিল। চতুর্দিকে কেবল শুষ্ক জ্ঞানের ও অসার বাক্‌ তর্কের আধিপত্য এবং মতামত লইয়াই বিবাদ। চক্ষুরিন্দ্রিয়বাদ ষোল আনা প্রবল।

ঈশ্বর আছেন কি না ব্রাহ্মগণ ইহা লইয়াও তর্কে ব্যাপৃত। কেহ কেহ অবান্তর প্রশ্নের উত্থাপন দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মসমাজের এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া মহর্ষি দুঃখ ও ক্ষোভে কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে বঙ্গীয় যুবকদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবরূপে ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া বঙ্গভূমির দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়াছে। নব-সভ্যতার উন্মাদিনী মদিরা পানে বঙ্গের নব্যযুবকবৃন্দ একেবারে প্রমত্ত ও দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের সময় বঙ্গদেশে যে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, এ সময়ে বঙ্গ-দেশের অবস্থা তদপেক্ষাও ভীষণতর হইয়াছে। তৎকালে এক দিকে শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চা ও তান্ত্রিকতা, অপরদিকে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাবল্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন নব সভ্যতার বিজাতীয় সভ্যবর্ষণ ও ঘৃণিত মদ্যপানাদি উপস্থিত হয় নাই। হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রাচীন ধর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্যে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে বহু পরিমাণে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে যুগসন্ধি সমুপস্থিত, তাহাতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের পক্ষে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করাই সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার মূল ভিত্তি ঈশ্বরের বিশ্বাস ও নীতি। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে এই দুইটীর মূলই শিথিল হইয়া পড়িল। এক দিকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় অনেক নব্য যুবক প্রকাশ্যভাবে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কার্য্যে আচরণে বেশ ভূষায় সকল বিষয়েই ইংরাজী ভাবের অধীন হইলেন, অপর দিকে মদ্য মাংসাহার এবং তদনুসঙ্গীক পাপ সকল নব্য যুবক দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে চরিত্রহীন করিয়া তুলিল। ইংরাজ চরিত্রের ভাল দিকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি রহিল না, কেবল তাঁহাদের বাহ্য আচার ব্যবহারেই নব্য বঙ্গীয় যুবকদিগের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। যাহা কিছু ইউরোপীয় তাহাই ভাল, যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই মন্দ, নব্য যুবকদিগের মনে এই ভাব বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

হিন্দু কলেজ এই সমাজবিপ্লবের শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইল। যে স্থান হইতে নীতি ও বিশ্বাস প্রস্থান করিয়াছে, সেখানে ভক্তির সম্ভাবনা কোথায়? বঙ্গদেশের এই দুর্গতি দর্শন করিয়া কত স্বদেশ প্রেমিক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি যে নীরবে ক্রন্দন করিতেন, ঈশ্বরের চরণে এই দুর্গতি নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিতেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বঙ্গদেশ একে পরাধীন, এক্ষণে আবার তাহার উপরে নীতি ভক্তি বিহীন হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

দেশের এই ঘোর সঙ্কটকালে মহানগরী কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণবপরিবারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর একটী পরম সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। ইঁহার পিতামহ স্বনামধন্য কুলবৃদ্ধ রামকমল সেন একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। তিনি অতুল ধনৈশ্বর্য্য ও উচ্চ পদ লাভ করিয়াও জীবনে যথেষ্ট বৈরাগ্য ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। "তিনি দিনান্তে স্বহস্তে নিরামিষ হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। অনেক সময় পেয়ারা ভাতে দিয়া তাহাই আহারের উপকরণ হইত।" তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও করিতেন। ইনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়াছিলেন, "এই ছেলে আমার গদি লইবে।" কেশবচন্দ্রের মাতামহবংশ শাক্ত ও পিতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন। কেশবের পিতা একজন উদারহৃদয় পরোপকারী সাধুপুরুষ এবং জননী সারদা দেবী নারীকুলভূষণ পরমা সতী এবং একান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণা ছিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনে বাল্যাবধি অনেক বিশেষত্ব দৃষ্ট হইত। তন্মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও ভক্তির ভাব এবং চরিত্রের শুদ্ধতা বিশেষ পরিলক্ষিত হইত।" পিতামহ রামকমল কেশবচন্দ্রকে তাঁহার অতি শৈশবকালে অন্যান্য শিশুগণসহ হরিনাম অর্পণ করেন। অন্যান্য শিশুগণ সে নাম ভুলিয়া যান কিন্তু কেশবচন্দ্র কখনও সে নাম ভোলেন নাই। ইনি স্নানান্তে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হরিনামের ছাপে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিতেন।" অসাধারণ প্রতিভা, নব উদ্ভাবনী শক্তি, নবীন সত্যপ্রিয়তা, দলের নেতৃত্বের ভাব এবং শুদ্ধস্বভাব বাল্যকাল হইতেই ইঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। ইনিও কলিকাতাস্থ কলেজেই অধ্যয়ন করেন। সাহিত্য ও দর্শনালোচনায় ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় ইনি ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবাধীন হইয়াও তৎকালীক নব্য বাঙ্গালী যুবক-দিগের পাপ ও দোষাদি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। ক্রমে

ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিল। যখন তৎকালীন বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্যে অসাত্ত্বিক পান ভোজনের একান্ত প্রাবল্য, সেই সময় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি মৎস্য আহার ত্যাগ করিলেন। ক্রমে তাঁহার জীবনে বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিল। "বৈরাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিধ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যাত্রা শুনিতে ভালবাসিতেন, সমুদায় রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিতেন; এ সময়ে আর তাহা রহিল না। নিজের একখানি বাজাইবার বেহালা ছিল, এই সময়ে তাহা নিজ হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।" *

এই সময়ে তাঁহার বয়স আঠার হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে। এই সময়ে তিনি ভিতরে শব্দ শুনিতে পাইলেন, "ওরে তুই সংসারী হোস না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস না; কলঙ্ক পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের সূত্র ধরিয়া অনেকে নরকে যায়।" বৈরাগ্যের আগমনে তাঁহার আনন মলিন হইল, হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল, মুখ হইতে হাস্য বিদায় গ্রহণ করিল, হাসিলে পাপ হইবে, মনে এই ভয় উপস্থিত হইল। চারিদিকে পাপ প্রলোভন রহিয়াছে, কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া উহারা সর্ব্বনাশ করিবে, এই আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি মৌনী হইলেন, অল্পভাষী হইলেন, যে সকল সঙ্গে বা যে সকল গ্রন্থ পাঠে হাস্যোদ্রেকের সম্ভাবনা সে সকল সঙ্গ ও গ্রন্থ তিনি পরিত্যাগ করিলেন। এ সময়ে ইয়ংকৃত "রাত্রিচিন্তা" (Night-thoughts) তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিল। সংসার তাঁহার পক্ষে বন হইল, গৃহস্থিত লোক সকলের কোলাহল ভীষণ বন্য জন্তুর শব্দ বলিয়া প্রতীত হইল। সংসারের মন্দ আচার ব্যবহারের মধ্যে তিনি মৃত্যু দর্শন করিতে লাগিলেন।" এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। "বিবাহের বাসর সকলের পক্ষেই আনন্দজনক। যাঁহার হৃদয়ে নববৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তিনি তাহাতে কি প্রকারে সুখানুভব করিবেন?" বিবাহের পর তাঁহার বৈরাগ্যমেঘ যেন আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কে যেন তাঁহার মনের ভিতরে থাকিয়া বলিতে লাগিল, "সংসারবিলাসে তুমি সুখলাভ করিবে? এ সকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে?" ইহাকেই বলে বিষাদযোগ। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে এই বিষাদযোগ সকল সাধকের জীবনেই অল্লাধিক দেখা দেয়। তবে মহাপুরুষদিগের জীবনে ইহার প্রাবল্য সমধিক। এই বিষাদযোগ সুখের মধ্যে অসুখ, আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ, বিলাসের মধ্যে অশান্তি ও অতৃপ্তি আনয়ন করিয়া মানবাত্মাকে নিয়তির দিকে সজোরে আকর্ষণ করে।

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীপ্রমোদশিশুর স্বর্গারোহণে।

২২ই জুলাই, ১৯০৩।

দেবশিশু, বীরশিশু, ভক্তশিশু প্রহ্লাদের মত,
হে প্রমোদ, ছিলে ভবে সুপ্রসন্ন তেজস্বী নিয়ত।
স্বর্গের—অমৃতের—অজরের পুত্র ছিলে তুমি—
শুধু দুদিনের তরে এসেছিলে এই মর্ত্তভূমি।
সেই দুদিনের আহা খেলা তব কিবা মধুময়,
যখনই স্মরণ করি পূর্ণ হয় পুলকে হৃদয়।
সে অপরাজিত ভাব, সে নির্ভীক স্বভাব তোমার,
ঊর্দ্ধ উন্নমিত তব, বদনের হাসি উপহার।
তোমার সে শিশুপ্রাণ ঢল ঢল তরল সরল,
যেন সরোবরে যেন, বিকশিত শুভ্র শতদল।
অচঞ্চল সে নয়নে, মর্ম্মভেদী চাহনি তোমার,
কি যেন লইত কাড়ি, মুখপানে চাহি একবার।
সে শিশু আনন তব, ছিল দিব্য আলোকে উজ্জ্বল,
ফুটিত সে মুগ্ধমুখে কত কথা মধুর নির্ম্মল।
পঞ্চ বরষের শিশু না বলিয়া বিশ্বজননীরে
চিনিতে, জানিতে আহা, কতবার ডাকিতে গম্ভীরে।
মৃত্যুর শয্যায় শুয়ে বলিতেরে প্রসন্ন অধরে,
"বাবা বলেছেন ডাক ডাক মায়ে, ডাক ভক্তিভরে।"
"সব ভাল হয়ে যায় একবার মায়েরে ডাকিলে,"—
এই বলে মহানন্দে মার কোলে ঝাঁপিয়া পড়িলে।
এই কত শত পুণ্য কথা কল কণ্ঠে বলি,
ভবপারাবার পারে স্বর্গধামে গিয়াছ হে চলি।
হেথা, তব পিতা মাতা আর কত আত্মীয় স্বজন,
স্মরি তব গুণরাশি, শোক অশ্রু করে বিসর্জ্জন;
আবার সে অশ্রুকণা মুছে ফেলে পরম বিশ্বাসে,
নিরখিছে তোমা সনে সশরীরে অমৃত নিবাসে।
স্বর্গপানে টানিতেছ, তাই ছিঁড়ি সকল বন্ধন,
দেখি মোরা অদেখা ও মুখ তব করিছে চুম্বন।

শ্রীমধুসূদন রাও (রায় বাহাদুর)
কটক।

বিশ্ব-সংবাদ।

কোন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তিরাই অধিক দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। বিবাহিত অপেক্ষা অবিবাহিতগণই অধিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত বিধি পালনের উদ্দেশ্যেই ত বিবাহ বিধি। তাহা লঙ্ঘনের ফল ভাল হইবে কেন? তবে ধর্ম্মার্থে যাঁহারা ত্যাগ করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মার্থেই আবার সহধর্ম্মিণী গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই নাকি পঞ্চাশোর্দ্ধকাল বাঁচে, কিন্তু দীর্ঘজীবী পুরুষ বৃদ্ধা নারী অপেক্ষা অধিক সবল।

***

চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ বলেন, কোন লোক যদি ত্রিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন প্রকার রোগ ভোগ না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অন্ততঃ ৭৩ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিবে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান জলবায়ু ও সামাজিক অবস্থায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ুই বা কয়জনের হয়? ধর্ম্ম ও নীতি সাধন বিনা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না, দীর্ঘ জীবনও লাভ হয় না। শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষাই ত কেবল জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম্মসাধনেই যথার্থ শরীরেরও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, আত্মারও অমরত্ব লাভ হয়।

***

জুলুদেশে পূর্ণচন্দ্রালোকে সাত মাইল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় এবং তারকা আলোকেও বেশ বই পড়া যাইতে পারে। সে দেশে সূর্য্যালোকে বোধ হয় চক্ষু ঝলসাইয়া যায়। ইতালীদেশে

---

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র আদি বিবরণ।

এক প্রবচন আছে, যে বাড়ীতে সূর্য্য প্রবেশ করে না সেই বাড়ীতেই ডাক্তারের প্রবেশাধিকার প্রবল। সূর্য্যালোক সর্ব্বত্রই অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। সত্যসূর্য্যালোকও তাই।

জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন, সংক্রামক রোগের বীজাণু নোটের দ্বারা যত সঞ্চালিত হয়, তত রূপার টাকায় হয় না, আবার রূপার টাকা দ্বারা যত হয় তামার পয়সায় ততটা হয় না। কিন্তু পয়সা যত অধিক লোকের হাত ফিরিয়া থাকে, টাকা তত হাত ফেরে না, আবার টাকা যত অধিক লোকের হাত ফেরে তত হাত ত নোট ফেরে না। পাপের বীজাণুও নোটের দ্বারা যত সঞ্চালিত হয় তত হয়ত টাকা দ্বারা হয় না, আবার টাকার দ্বারা যত হয় গরীবের পয়সার দ্বারা তত হয় না। এই জন্যই সাধু বলিয়াছেন, গরীব দুঃখীরাই ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

•*•

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ৪ঠা জুলাই ২নং রিচিরোডে ডাঃ ডি, এন্, মল্লিকের দৌহিত্রীর শুভ জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—গত ১৭ই জুলাই বাগনান বেড়াবেড়ে গ্রামে ভ্রাতা শ্রীমান্ মন্মথনাথ সিংহের নূতন গৃহ নবসংহিতা অনুসারে প্রতিষ্ঠা হয়। ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্য ও উপাধ্যায়ের কার্য্য করেন। গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে সঙ্গীত করিতে করিতে নবসংহিতার প্রার্থনা করিয়া গৃহপ্রবেশ হয়, তাহার পর উপাসনা হয়। শ্রীমতী মাখন দেবী, ভ্রাতা অখিলচন্দ্র ও শ্রীমন্মথনাথ প্রার্থনা করেন। উপাসনান্তে গৃহদ্রব্যাদি ব্রহ্মেতে উৎসর্গীকৃত হইলে গৃহিণীকর্ত্তৃক প্রার্থনা ও মাতৃআশীর্ব্বাদ লইয়া রন্ধনাদি আরম্ভ হয়। রন্ধনান্তে ভক্তান্ন গ্রহণ ও প্রীতিভোজন হয়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ৬ই জুলাই লোয়ার সারকুলার রোডস্থ ডাঃ কে এন্ দাসের ভবনে স্বর্গগত অধ্যাপক শ্রীশরৎকুমার দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্য ও ভাই অক্ষয়কুমার এবং ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যেতার কার্য্য করেন। বহু বন্ধুবান্ধব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গত ৯ই জুলাই বুধবার প্রাতে ঢাকা উয়াড়ীস্থ ভবনে স্বর্গগত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী দুর্গাসুন্দরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ও দেবেন্দ্রমোহন সেন কর্ত্তৃক সমাধা হইয়াছে। চিতাভস্ম স্থাপনের পর ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন ও ভাই মহিমচন্দ্র সেন শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন এবং কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী মাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। ঐ দিন বৈকালে প্রায় এক হাজার দুঃখী কাঙ্গালীকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হয়। কলিকাতাতেও পৌত্র শ্রীমান্ জীতেন্দ্রমোহনও অনুষ্ঠান করেন। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও প্রার্থনা হইয়াছিল।

মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ও দেবেন্দ্রমোহন সেন নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন;—কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ৫০৲, ঐ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২৫৲, ঐ নববিধান ট্রাষ্ট ফাণ্ড (কান্তিচন্দ্র মেমোরিয়াল ফণ্ড) ২৫৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ৫০৲, কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয় ২০৲, ঐ মূক বধির বিদ্যালয় ১০৲, ঢাকা কালা বোবা স্কুল ১০৲, কলিকাতা অনাথ আশ্রম ১০৲, ঢাকা অনাথ আশ্রম ১০৲, কলিকাতা আতুরাশ্রম ১০৲, ঐ Brother hood ১০৲, ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ঐ রামকৃষ্ণ মিশন ১০৲, ঐ সেবাশ্রম ১০৲, কলিকাতা পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৫৲, ময়মনসিংহ নববিধানসমাজ ৫৲, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ঢাকা বিধবাশ্রম ১০৲, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ১০ কলিকাতা ভগ্নীসমিতি ১০৲, ঐ অন্ধবিদ্যালয় ১ রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় ছেলে ও মেয়েদের ২০৲, ঢাকা দরিদ্র ছাত্রভাণ্ডার ১০৲, কাঙ্গালী বিদায় ২৭৫৲। মোট—৬২৫৲।

প্রচারকমহাশয়দের জন্য ধুতি ও চাদর, বিধবা প্রচারকপত্নীদের জন্য ধুতি, গরিব বিধবাদের জন্য ধুতি।

এই উপলক্ষে কন্যা ক্ষীরদাসুন্দরীর দান ২৫৲, দৌহিত্রী চারুবালা দেবীর দান ১০৲, পৌত্র জিতেন্দ্রমোহনের দান ১০৲, পৌত্রী ইন্দিরা দেবীর দান ১০৲, পৌত্রী মাণিকা দেবীর দান ১০৲।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই জুলাই স্বর্গগত গৃহস্থ বৈরাগী ভ্রাতা রাজমোহন বসুর পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্রের ও ১১ই জুলাই ভাই প্রিয়নাথের প্রিয় পুত্র প্রমোদনাথের স্বর্গারোহণ দিনে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা ও পরলোকব্রতসাধন হয়। এই উপলক্ষে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্রদিগকে প্রমোদজীবনকাহিনী বলিয়া মিষ্টান্ন খাওয়ান হয় ও "শিশু কেশব" পুস্তক উপহার দেওয়া হয়।

১৩ই জুলাই রবিবার স্বর্গগত সুধাংশুমোহন চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দানের তালিকা আমরা পাইয়াছি—

শ্রীমতী পদ্মদায়িনী চক্রবর্ত্তী ময়ূরভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রম ২৲ ঐ জুবিলি লাইব্রেরী ২৲, নববিধান প্রচারাশ্রম ২৲, রেণুকা গাঙ্গুলী ঐ ১৲।

গত ৩০শে জুন রায়সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ দিনে ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থনা—১৬ই জুলাই সেবক ভাই প্রিয়নাথের সপ্তষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দজননীর ও ব্রহ্মানন্দদল, পরিবার এবং শ্রীদরবারস্থ সকলকার বিশেষ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

—o—

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্বের আপাততঃ মাসিক ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রাহকমহাশয়গণ যাহা সাহায্য দিতেছেন, তাহাতে সম্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে না। এখন সকল দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাই ধর্ম্মতত্ত্বেরও মূল্য বৃদ্ধি করিতে কোন কোন সহৃদয় বন্ধু অনুরোধ করিয়াছেন। গ্রাহকমহাশয়দিগের এ সম্বন্ধে অভিমত কি জানিতে পারিলে কৃতজ্ঞ হইব। "ধর্ম্মতত্ত্ব" দ্বারা প্রচারকার্য্যের সাহায্য হয় ইহা বিবেচনা করিয়া কেহ বা গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, কেহ বা কিছু অর্থসাহায্য দান করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্বের" অভাব পূরণ করিলেও যথেষ্ট উপকার করা হয়।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৫৯ ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
1st August, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্।

প্রার্থনা।

হে জীবনের জীবন, তোমাতেই আমরা আছি, তাইত আমরা বাঁচি। দেহ কেবল আমাদের এ পৃথিবীতে বাসের গৃহ মাত্র। যতদিন এই পৃথিবীতে আছি ততদিন এই দেহগৃহে আছি, কিন্তু আমাদের আসল গৃহ, নিত্য-গৃহ, তোমার গৃহ, সে স্বয়ং তুমি। তবে যেন এই দেহ-গৃহের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আসল গৃহ, দেবগৃহ আমরা না ভুলি। এখানে তুমি তোমার যে অভিপ্রায় সাধনের জন্য, যে শিক্ষা দিবার জন্য, যে জ্ঞান উপার্জ্জন ও যে সংস্থান করাইয়া লইবার জন্য আনিয়াছ, রাখিয়াছ ও নানা অবস্থা, সঙ্গ দিয়া শিখাইতেছ এবং গড়িতেছ, তাহাতে যেন তোমারই মনের মত শিক্ষিত ও গঠিত হই এবং আমাদের নিত্যধামের সম্বল সঞ্চয় করিয়া লইতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। যেন এখানকার কুসঙ্গে পড়িয়া, কুশিক্ষায় রত হইয়া আর আত্মপ্রবঞ্চিত ও তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতিরোধী না হই। তুমি আমার সৎ-গুরু হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সুশাসনে শাসিত করিয়া এখন হইতে আমাদিগকে তোমারই নিত্যগৃহবাসের উপযুক্ত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে মঙ্গলসমুদ্র, যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রার্থনীয় হইলে, তবে যাতে এ জীবনে দয়ালু হতে পারি এমন বিধান কর।

পিতা, দয়ার অর্থ যে ভারি, দয়ার অর্থ পরিত্রাণ। তুমি আমাদিগকে খেতে দেবে কেন? তুমি যে দয়ালু। আমি যে শতবার পাপ করেছি, তার পর তুমি কেন আমার বাড়ী আসিবে? তুমি যে দয়ালু। তুমি নিরাকার হয়ে নববিধানে সাকার অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে দেখা দিলে কেন? তুমি যে দয়ালু।

হে পিতা, তোমার যদি এই দয়ার ধর্ম্মটি অতি সামান্য পরিমাণেও আমাদের এই পাপরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সকল কর্ত্তব্য সাধন হবে। যাকে যা দেবার করবার সব হবে, পৃথিবীর সকল দুঃখ মোচন হবে, নব-বিধান প্রচার হবে, শান্তিরাজ্য স্বর্গ থেকে এসে পৃথিবীতে স্থাপিত হবে। পিতা, দয়ালু কর।

ঈশ্বর, দয়াধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম। দয়া ইধর্ম্মের মূল, দুঃখী-দের দুঃখের জন্য আমাদিগকে খুব কাঁদাও।

দয়াময়, তোমার নববিধানে যদি সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিতে হইবে তবে দয়া শিক্ষা দাও।

মা, আশীর্ব্বাদ কর হৃদয় যেন দয়ারসে কোমল হয় এবং প্রাণ যেন পরদুঃখে কাতর হয়ে দয়াব্রত চিরকাল সাধন কত্তে পারে। দৈঃ প্রা, ৮। ৩।

মনঃসংযম।

মন আমাদের বড়ই চঞ্চল। মন স্থির না হইলে, মনের চঞ্চলতা দূর না হইলে, কোন বিষয়েই আমাদের চিত্তসমাধান হয় না। ঈশ্বরের উপাসনা ত হইতেই পারে না। অতএব এই মনঃসংযম করা ধর্ম্মসাধনের এক প্রধান সাধন।

যুগে যুগে ঋষি যোগীগণ, সাধু, শাস্ত, সাধকগণ, এমন কি মহাপুরুষগণও এই মনঃসংযম সাধনের জন্য কতই কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য উপায় সকলই না অবলম্বন করিয়াছেন।

যোগাভ্যাসের নানা প্রকার প্রক্রিয়া, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রক্ষা করা, কোন বস্তুবিশেষে একাগ্র দর্শন, নামজপ, শারীরিক বৃত্তি নিগ্রহ ইত্যাদি কত প্রকার উপায় অবলম্বনেই আমাদের আর্য্য ঋষিগণ মনঃসংযম সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন।

শিবের কামনিগ্রহ, শ্রীবুদ্ধের মার-বধ, শ্রীঈশার শয়তানবিনাশ এবং পৌরাণিক বর্ণনা যদি সত্য হয়, রামের রাবণবধ ও শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমন মনোবৃত্তির সংযম সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মনই আমাদের মানুষ, মনই আমাদের ব্যক্তিত্ব। এই মন যতক্ষণ না চাঞ্চল্যবিহীন, স্থির, সংযত হয়, ততক্ষণ আমাদের ধর্ম্মসাধন, কর্ম্মসাধন, চিন্তাসাধন, উপাসনাসাধন কিছুই হইতে পারে না।

অশ্ব যেমন বশীভূত শিক্ষিত না হইলে গাড়ী টানিতে পারে না, মনও তেমনি সংযত না হইলে কখনই জীবনরথ ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, নীতির পথে, ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ গম্যপথে লইয়া যাইতে পারে না।

তাই এই মনকে স্থির করিতে ঋষি, মুনি, সাধকগণের, এমন কি মহাপুরুষগণেরও এত আয়োজন, এত তপস্যা, এত সংগ্রাম।

উপাসনাসাধনের প্রথমেই তাই এই মনঃসংযমের বিশেষ প্রয়োজন। মন স্থির করিয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে সম্মুখস্থ বিশ্বাস করিয়া উপাসনা সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণ যেরূপ কষ্ট কল্পনা কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা করিয়াছেন নববিধানে তাহা করিতে হয় না।

আমাদের মনকে সংযত করিতে কেবল একান্ত আগ্রহান্বিত হইতে হইবে। যখনই মনে কোন দুশ্চিন্তা বা অন্য চিন্তা আসিবে, তখনই সচকিত হইয়া জোরে "দূর হ" বলিয়া তাড়াইয়া দিতে হইবে। এমন কি যখন যে বিষয়ে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন বা যখন যে স্বরূপ সাধনে নিযুক্ত হইতে হয়, তখন সেই বিষয় বা সেই স্বরূপ দর্শন ভিন্ন অন্য কোনরূপ সৎচিন্তা আসিলেও তাহাকেও তাড়াইয়া দিতে হইবে।

এইরূপ তাহার যতটুকু চেষ্টা করিবার, ততটুকু করিলে স্বয়ং ঈশ্বর সাধকের মন জানিয়া আপনি মন স্থির করিয়া দেন ও সাধকের চিত্তকে আপনাতে সমাহিত করেন।

উপাসনা আমাদের মানসপূজা। মনই আমাদের এই পূজার পুরোহিত। এই মন আত্মসংযত হইয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়।

কেন না উপাস্য যিনি, তিনিও যে জীবন্ত জাগ্রত এবং অন্তর্যামী। তিনি মন জানিয়া তাহাকে স্বয়ংই সংযত করিয়া লন এবং চিত্তবেদীতে আরূঢ় হইয়া আপন পূজা আপনি করাইয়া সফলকাম করেন।

"যে আপনাকে সাহায্য করে ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন" এই প্রবচন চিরপ্রচলিত। ইহা অনুসরণে আমরা যদি মনঃসংযম সাধন অভ্যাস করিতে চেষ্টা করি, নিশ্চয়ই ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া আমাদের মনের চঞ্চলতা নির্ব্বাণ করেন এবং সংযম সাধনে সিদ্ধিবিধান করেন।

কিন্তু আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধন বলে, স্বকীয় কার্য্যের ফলে যে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইব, তাহার স্থিরতা নাই, কেন না সিদ্ধিলাভ এক সিদ্ধিদাতার কৃপার দান। ক্ষেত্র কর্ষণ করা আমাদের হাত, বৃষ্টিবর্ষণ ও ফসল উৎপাদন বিধাতার হস্তে, ইহাই সর্ব্বথা বিশ্বাস রাখিয়া আমাদের যাহা করিবার তাহা করিতে হইবে। তাহা আমরা না করিলে চলিবে না, তাহা না করিলে আমাদের প্রত্যবায় হইবে।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই মনঃসংযম সাধন সম্বন্ধে বলেন :—

"মন অত্যাধিক স্বভাবত চঞ্চল। মন কর্ম্মশীল, সুতরাং উহাতে চিন্তা অধিক। যে মন সংযম করে নাই, সে কুচিন্তা প্রিয়; এই মনকে সংযত করিতে বহু অভ্যাস, বহুকালের অভ্যাস চাই। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি যদি এক মিনিট অন্য চিন্তা করেন, অন্যের পক্ষে চুরি করা যেমন পাপ, তাঁহার পক্ষে সেই এক মিনিটের চিন্তা তেমনি পাপ। সঙ্কল্পবহির্ভূত চিন্তা আসিবামাত্র তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সাধনের অবস্থায় চিন্তা আসিবামাত্র দূর করিয়া দিতে দণ্ডায়মান থাকা এবং দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়াতে ঈশ্বর তাহাকে নিরপরাধীরূপে গ্রহণ করেন। অন্য চিন্তা আসিবামাত্র আত্মা গম্ভীর ভাবে "দূর হ" শব্দ উচ্চারণ করিবে। এ কথা উচ্চারণে সরলতা এবং গাম্ভীর্য্য চাই। ইহার সুফল দেখিয়া অবাক হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে চিন্তা আসিল কি অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা আসিল বিচার করিও না, যে পরিমাণে উহা চিত্তবিক্ষেপ করিল সেই পরিমাণে উহা শত্রু, উহা অপরাধ।"

"যে ব্যক্তি কুভাব কুচিন্তা আসিলে গম্ভীর ভাবে প্রার্থনাশীল অন্তরে বজ্রধ্বনিতে 'দূর হ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, ঈশ্বর তাহাকে অধিকারী জ্ঞান করেন। পরে তিনি সাধককে এই সকল চির-কালের জন্য সংহার করিবার ঔষধ অর্পণ করেন।"

"সমুদয় দিন ঈশ্বরের হইয়া থাকা সুলভ নহে, কিন্তু উপাসনা ব্যতিরিক্ত সময়েও চিন্তাতে বিরুদ্ধ চিন্তা আসিতে না দেওয়া আবশ্যক।"

নববিধান সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা অপনোদন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধান সম্বন্ধে অনেকের যে মিথ্যা ধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কার আছে তাহা অপনোদিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদিও আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে শ্রীগুরু ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রণোদিত না করিলে কেহই কোন ধর্ম্ম-তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বা পারিবেন না, তথাপিও তাঁহারই প্রেরণায় যাহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা সকলের অবগতির জন্য আমাদিগকে বলিতেই হইবে।

নববিধানসম্বন্ধে ইহার বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বিগণ অনেকে মনে করেন এবং প্রচারও করেন যে ইহা ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শাখার সংকীর্ণ মত। এই সঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকেও অযথারূপে আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হন না।

যাঁহারা নববিধানকে ব্রাহ্মসমাজের একটি ক্ষুদ্র শাখার সংকীর্ণ মত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা এবং সংস্কার যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তাঁহারা যে নববিধানের তত্ত্ব তেমন অধ্যয়ন বা অনুধ্যান করেন নাই ইহাই আমাদের ধারণা।

যদিও ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনার ভিতর দিয়া নববিধান অভিব্যক্ত হইয়াছে সত্য, নববিধান উদার ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখাকে এক অখণ্ড আকারে আপন অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহারা নববিধানবাদীদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ভাবাপন্ন ধর্ম্মকেও নববিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করত ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক শাখা বা সংকীর্ণ মত মনে করেন তাঁহারাও নববিধানের অর্থই এখনও ধারণা করিতে পারেন নাই।

হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, পার্শীধর্ম্ম, কনফুসীধর্ম্ম, ও তৌরধর্ম্ম বা বিভিন্নজাতির বিভিন্ন ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত যাহা প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সে সকল কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিতই নববিধান এক নহে, যদিও সকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্গত এবং সকল প্রাচীন ধর্ম্মকেই ইনি এক এক যুগের, এক এক দেশের, এক এক জাতির, এক এক ধর্ম্মভাব বা সত্য সাধনা প্রবর্ত্তনের জন্য সেই একই বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই সকল ধর্ম্মকে একসূত্রে গাঁথিয়া এক অখণ্ড ধর্ম্মবিধানরূপে যিনি অভি-ব্যক্ত, তিনিই নববিধান।

পূর্ণাঙ্গের সহিত এক এক অঙ্গের যে সম্বন্ধ, সমগ্র বৃক্ষের সহিত শাখা প্রশাখার যে সম্বন্ধ, নববিধানের সহিত বিভিন্ন সাম্প্র-দায়িক ধর্ম্মের সেই সম্বন্ধ। নববিধান বলেন, "হিন্দুও আমার, ব্রাহ্মও আমার, খ্রীষ্টানও আমার, বৈষ্ণবও আমার, বৌদ্ধও আমার, মুসলমানও আমার এবং সবারই আমি, কেহই আমার পর নয়, সকলকেই আমি এক করিতে, এক অখণ্ড মণ্ডলীতে পরিণত করিতে আসিয়াছি।"

গীতায় যেমন আছে, "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতদের দমনের জন্য এবং ধর্ম্মকে সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই। সেই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সমুদায় ধর্ম্ম ক্রমবিকশিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই ক্রমে বর্ত্তমান যুগেও আদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করিলেন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ধর্ম্মকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামকরণ করিলেন, তাহাও যতদিন না পূর্ণাবয়বসম্পন্ন হইয়াছে ততদিন নববিধান নামে অভিহিত হয় নাই। অবশ্য তাহা ইহার গর্ভগত অবস্থা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাহারই আরও উদারতর অভিব্যক্তি, মত, বিশ্বাস, দর্শন এবং জীবন সম্বন্ধে উজ্জ্বলতর পরিণতি যাহা, তাহাই এই নববিধান।

এই জন্যই নববিধানাচার্য্য বলেন, ব্রাহ্মসমাজের গর্ভ হইতে

নববিধানশিশুর জন্ম। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানকে "নিম্নশ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণী" বলিয়া তুলনা করিলেন, "ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারিলেন, নববিধানের আরম্ভে পারিলেন না" বলিয়া আক্ষেপ করিলেন এবং "তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিতাম তখন দায়িত্ব কম ছিল, এখন নববিধান মানি দায়িত্ব বড়" ইহা পরিষ্কার রূপে স্বীকার করিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাহাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন :—"এক প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ভাবে আমরা নিবদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ উদার প্রেম প্রদীপ্ত হইয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের সহিত প্যালেষ্টাইন ও আরবদেশী ব্রহ্মবাদীদের ধর্ম্মসমন্বয় করিতেছেন। তাঁহার আর নাগাইল পাই না।" নববিধান যথার্থই এই "নাগাইল" না পাওয়ার বিধান। ইহার উচ্চতা, উদারতা এবং গভীরতা, সামান্য সাম্প্রদায়িক ভাবের অতীত। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে সর্ব্বসমন্বয় নববিধানের বিশেষ লক্ষণ, আংশিকতা ও সংকীর্ণতা ইহার বিরুদ্ধ।

কালীঘাটের গঙ্গার স্রোত বন্ধ হইয়া যখন "গোপের গঙ্গা" "বোসের গঙ্গা" হইয়াছিল, তখন যেমন গঙ্গাস্রোত সরস্বতী নদীর সহিত প্রবাহিত করিয়া মহাসাগরসঙ্গমে মিলাইয়াছিল, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন আদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বা সাধারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়া সাম্প্রদায়িক ভাবের আভাস দেখাইল, তখনই পবিত্রাত্মা বিধাতা ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল বাঁধন আইন ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে অনন্ত ধর্ম্মবিধানে পরিণত করিলেন এবং তাহারই নাম দিলেন নববিধান। দল, মত, সম্প্রদায় বা গণ্ডীতে নববিধান আবদ্ধ নহে।

"সমস্ত সত্য সমস্ত প্রেম সমস্ত পবিত্রতার আধার যে ঈশ্বরের অদৃশ্য রাজ্য তাহাই নববিধানমণ্ডলী।"

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পরলোক দর্শন।

বায়স্কোপ ছবিকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। নববিধান বিজ্ঞানালোকেও নিরাকার ব্রহ্ম এবং তাঁহার পরলোকগত দেহমুক্ত সন্তানগণও তেমনি জীবন্তরূপে দৃশ্যমান হইয়াছেন। যে ঈশ্বর জড়চক্ষুর কাছে অদৃশ্য বা নাই বলিলেও হয় এবং পরলোকগত ব্যক্তিগণ মৃত মাত্র বোধ হয়, নববিধান-বিশ্বাসী তাঁহাদিগকেও জীবন্ত ও নিত্য ক্রিয়াশীল দেখিতে পান। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই বিশ্বাসচক্ষু নববিধানের প্রভাবে লাভ করেন।

নববিধানের বাষ্পীয়রথ।

পূর্ব্বে কেবল ঘোড়া, গরু, পশ্বাদি গাড়ী টানিত; তাহার পর মানব পরিচালক রেল গাড়ী, পৃথিবীর রেলের উপর দিয়া বা ষ্টীমার যোগে জলপথ দিয়া চালিত করিল, এখন বৈদ্যুতিক কলে আকাশপথে সর্ব্বপথে নিরাকার শক্তিরথ পরিচালন করিতেছেন। এমনই পূর্ব্বে যে আমার জীবনরথকে "আমি" পশু নিজ বুদ্ধি যুক্তিতে টানিতেছিল কিম্বা ধর্ম্মগুরুর সহায়তায় সংসারপথে বিচরণ করাইতেছিল, এখন নববিধানে স্বয়ং বিধাতা তাঁহার পবিত্রাত্মার বৈদ্যুতিক পরিচালনায় পরিচালিত করিতে ব্যস্ত। আর কি আমি আমার হাতে এ জীবনরথের পরিচালন ভার রাখিব? নববিধানপতি স্বয়ং তাঁর বাষ্পীয় রথে ইহাকে ইহপরে পরিচালন করুন।

নিশ্বাস-যোগ।

মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত রাখিবার জন্য চিকিৎসক যেমন Oxygen Gas বায়ু সঞ্চালন করেন, তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতি দিবানিশি আমাদিগের দেহকে জীবিত রাখিতে সেই বায়ু সঞ্চালন করিতেছেন আমাদের কেবল তাহা নিশ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে হয় মাত্র এবং আমাদের ভিতরের যে বিষাক্ত বায়ু আছে প্রশ্বাসিত করিতে হয়, তাহাতেই আমাদের এই দৈহিক জীবন রক্ষা হয়, ব্রহ্মোপাসনাও আমাদের আত্মিক জীবনে তাই। আমাদের প্রাণস্বরূপ "আমি আছি" বলিয়া যে প্রাণবায়ু সঞ্চালন করিতেছেন, বিশ্বাসযোগে তাহা গ্রহণ বা স্বীকার করা আর আমাদের ভিতর যে বিষাক্ত "অহং" আছে তাহা নিঃসরণ করা, ইহাই আমাদের উপাসনা। বাস্তবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজ এবং স্বাভাবিক, উপাসনাও তেমনি। নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া দ্বারা অনেকে যে যোগ সাধন করেন তাহার মূলও এই সহজ বিশ্বাস সাধন; কিন্তু তাহা শারীরিক প্রক্রিয়াগত করিয়া যাহারা অস্বাভাবিক সাধনে নিবদ্ধ করেন তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

গায়ত্রী সাধন।

আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মণসন্তানগণ যে "গায়ত্রী" মন্ত্র জপ করেন, তাহা ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের দশম ঋক্। সেই ঋক্টী এই, "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ।" ব্রাহ্মণসন্তানগণ অনেকে হয় ত উপবীত গ্রহণ হইতে এই মন্ত্র মুখস্থ করিয়া প্রতিদিনই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, অথচ ইহার অর্থ কি তাহা জানেন না বা জানিতে চেষ্টাও করেন না। অনেকে হয় ত এই মন্ত্রেরই বিশেষ শক্তি আছে মনে করিয়া চিরসংস্কার বশতঃ ইহা জপ করেন বা বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অথবা কোন বৈষয়িক স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যেও বারম্বার উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকে যাঁহারা জানিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জানিয়া মূর্ত্তিমান বেদ বা "ব্রাহ্মণ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বেদের মধ্যে একটী মাত্র মন্ত্রও যদি সম্বল করিয়া থাকেন এবং তাহারও অর্থ

যদি তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকে আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। এই শ্লোকের অর্থ এই:—"সেই জগৎপ্রসবিতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।" ইহা সেই শক্তিস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময় ঈশ্বরের ধ্যানের মন্ত্র ভিন্ন আর কি? কিন্তু ইহা কেবল মুখে উচ্চারণ করিলে কিছুই হইবে না, ইহার যথার্থ ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই নিরাকার পরমেশ্বরকে ধ্যান বা একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে ধারণা করিতে হইবে। ইহাই যথার্থ গায়ত্রী জপের উদ্দেশ্য। "ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ" পরে সংযুক্ত।

খৃষ্টসাধু ও প্রায়শ্চিত্তকারিণী রমণী।

সেণ্ট ফ্রান্সিস ডি সেল্‌স্ একজন অতি মহাত্মা ধর্ম্মযাজক বিসপ ছিলেন। কাথলিক ধর্ম্মে পাপ স্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ একটী বিশেষ সাধন। ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণ বিসপের নিকট গিয়া আপনাদের যত পাপ কাহিনী অনুতপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেন। একবার এক উচ্চ অবস্থাপন্ন মহিলা এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে সেণ্ট ফ্রান্সিসের নিকট আগমন করেন। নারী যথার্থ অনুতপ্ত চিত্তে বিসপের নিকট [illegible] জীবনের ভীষণ কাহিনী সকল স্বীকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা, এখন হইতে আমার বিষয় আপনি কি ভাবিবেন?" ফ্রান্সিস উত্তর করিলেন, "কেন, সাধ্বী ভাবিব?"

নারী বলিল, "হঁ, তাহা জ্ঞান ও বিবেক সমর্থনে হইতে পারে।"

বিসপ। "ইহাও নয় উহাও নয়। তোমার বিষয়ে যে সমুদয় কথা রটিয়াছিল, তাহা আমি জানি না যে তাহা নয়, তাহাতে আমার যথেষ্টই কষ্ট হইত, আমি তোমার নিন্দা শুনিয়া তোমার পক্ষ সমর্থন করিতে পারিতাম না। এখন কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তুমি তাঁহার সহিত পুনঃ মিলিত হইলে। এখন আমি সবার কাছে তোমাকে সমর্থন করিতে পারিব।"

নারী। "কিন্তু আমার পূর্ব্ব জীবনের বিষয় ত আর তাহা করিতে পারিবেন না।"

বিসপ। "কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি আর তার বিষয় স্মরণই করিতে পারে না?"

নারী। "আমার পূর্ব্ব জীবনের বিষয় আপনি কি ভাবিবেন?"

বিসপ। "কিছুই না। প্রথমতঃ আমি সে স্মৃতি মনে রাখিতেই আদিষ্ট নই এবং সমুদয় পূর্ব্ব ঘটনা ঈশ্বরের চক্ষে একেবারেই মুছিয়া গেল। আমি তোমার সম্বন্ধে কি ভাবিব এখন হইতে এই চিন্তাও একেবারে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা কর। তোমার সম্বন্ধে আমার এখন প্রধান চিন্তা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান যে, তিনি তোমাকে তাঁর দিকে ফিরাইয়া লইয়াছেন।"

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমদাচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে।]

২৯শে চৈত্র। ১৭৯৬ শক। প্রচারকার্য্যালয় প্রভৃতির ঋণ পরিশোধার্থ বিশেষ দান সংগ্রহ করা উচিত। যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ বিষয়ে সাহায্য করিবেন তাঁহাদের সাহায্য গৃহীত হইবে।

২৭শে বৈশাখ। ১৭৯৭ শক। প্রচারকসভার নির্দ্ধারণ সাধ্যমত সকলে প্রতিপালন করিবেন। কেহ নির্দ্ধারণ সম্যক প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলে সভার অধিবেশন স্থগিত হইতে পারে না। আশ্রমের স্বতন্ত্র সভা হইয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির হইবে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ। ভারতাশ্রম এবং প্রচারবিভাগ প্রভৃতির যে যে কার্য্যবিভাগের ভার যাহার যাহার হস্তে আছে, সেই সেই বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার সেই সেই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ। বর্ত্তমানে যতদূর উন্নতি হইয়াছে, উন্নতি সেইখানে পর্য্যবসান হইবে না, আরো অগ্রসর হইবে। আশ্রমাদি যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত আর কিছু নূতন [illegible] ঐ সকলের বর্ত্তমান অবস্থার অতিরিক্ত উন্নতি হইতে পারে কি না? প্রচারে [illegible] এক স্থানে বসিয়া থাকিয়া স্বীয় আত্মার উন্নত ভাব প্রদর্শন দ্বারা লোককে আকর্ষণ করার দিকে সভ্যগণের মধ্যে কাহার জীবনের গতি আছে কি না? এই সকল সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ। যদি অন্য কোন প্রচারক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্রের ভার স্বীয় জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে প্রচারকেরা আপনাপন উপজীবিকা আপনারা নির্ব্বাহ করিবেন।

৭ই আষাঢ়। সকলের অধীন হইয়া কার্য্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহার পূর্ব্বভার পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

২১শে আষাঢ়। প্রচারকগণের জীবিকানির্ব্বাহ প্রণালীর বিভিন্নতা থাকায় কথোপকথন হইয়া সিদ্ধান্ত হইল যে তিন জনের জীবিকা নিজ সম্পত্তির উপর এবং অবশিষ্ট দানেব্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সমুদয়ের জীবিকা নির্ব্বাহের ভার প্রচারকার্য্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তে।

২৯শে আষাঢ়। পূর্ব্বে স্ব স্ব ইচ্ছা অনুসারে অনিয়মিতরূপে প্রচার হইয়াছে। এখন নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য হওয়ার প্রয়োজন। এক এক স্থানে ১০। ১৫টী লোকের জীবন এমন প্রস্তুত করা আবশ্যক যে, উহা অন্য লোকের সমাগমের কারণ হইতে পারে।

৬ই কার্ত্তিক। ব্রাহ্মগণের সমুদয় অনুষ্ঠানই ঈশ্বরোদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব যদি কোন ব্রাহ্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক সিবিল ম্যারেজ দেন বা জানিয়া শুনিয়া অব্রাহ্মের সহিত বিবাহ দেন, তবে তাহাতে আমরা যোগ দিতে পারি না।

—•—

নববিধান শ্রীদরবার ও নববিধান-মণ্ডলী।

(প্রাপ্ত)

নববিধান শ্রীদরবার ও নববিধান-বিশ্বাসী উপাসকমণ্ডলীর পরস্পর সম্বন্ধ কি, বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধ কত হচ্ছে এবং যদি না হয় কি করিলে হইতে পারে তার আলোচনা হওয়া এখন সমুচিত মনে হয়। শ্রীদরবার যথার্থ কাকে বলি এবং নববিধান বিশ্বাসীমণ্ডলীরই বা যথার্থ কি?

আমি শ্রীদরবার সেই আদর্শ দরবারই বিশ্বাস করি, নববিধান প্রবর্ত্তক যাঁর চিরজীবিত সভাপতি, সকল আত্মস্থ ও দেহস্থ প্রেরিত প্রচারক যাঁর অঙ্গ এবং সকলে মিলে একজন একালোকে পরিচালিত এক মত, এক ইচ্ছা, এক রুচি, এক অখণ্ড দেহ।

শ্রীনববিধান-বিশ্বাসীমণ্ডলীও সেই দৃশ্য ও অদৃশ্য মণ্ডলী সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আবার ঈশ্বরের যে ...

শ্রীদরবার ও নববিধানমণ্ডলী একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলে আমি বিশ্বাস করি।

মানবদেহে যেমন উর্দ্ধাঙ্গ অধঅঙ্গ সেই ভাবে এতদুভয়ে গাঁথা অনেকটা বলা যায়। তাহাতে উর্দ্ধ অধ মানে বড় ছোটও আমি বলছি যেন কেউ না মনে করেন। উভয়ের দায়ীত্ব ও বিশেষত্ব আছে, উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল উভয়ে উভয়ের সহায়তা বিনা বাঁচিতে পারেন না। তবে উভয়ের কাজ অবস্থার স্বতন্ত্রতা আছে।

যেমন দেহের মধ্যে মাথা চিন্তা করে, মুখ আহার করে, কথা কয়, হাত সংগ্রহ করে, আবার উদর পরিপাক করে, পা চলে ও সমগ্র দেহকে দণ্ডায়মান থাকতে সক্ষম করে সেইরূপ শ্রীদরবার ও মণ্ডলী উভয়ের কাজ কর্ম্ম অবস্থার বৈচিত্র আছে অথচ কেহ কাহাকেও বিনা চলে না।

সুস্থ সবল পূর্ণাঙ্গ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট দেহের অবস্থা যা, যথার্থ শ্রীদরবার ও বিশ্বাসীমণ্ডলীর অবস্থা তারই সহিত তুলনা হয়।

আবার দেহ অসুস্থ দুর্ব্বল বিকলাঙ্গ হলেও তা যে সেই দেহেরই অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ, এ ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে?

আদর্শ শ্রীদরবার আদর্শ মণ্ডলী পূর্ণাঙ্গ দেহ, কিন্তু তা যে কখনও অসুস্থ, দুর্ব্বল বা বিকলাঙ্গ হয় না বা হতে পারে না এখনও তাই আছে, এটা বলা অস্বাভাবিক। তবে কোন কোন বিশ্বাসীর প্রেমাশ্রুরঞ্জিত চোখে "কাণা ছেলে যে পদ্মলোচন" বলে মনে হয় না তাও বলতে পারি না।

কিন্তু বর্ত্তমান শ্রীদরবার বা বর্ত্তমান মণ্ডলীর দৃশ্য ত অনেক দোষ দুর্ব্বলতা ত্রুটী আছে বলে, অনেকে যেমন ইহা দরবারই নয় বা এ মণ্ডলীও নববিধানমণ্ডলী নয়, বলেন, আমি তা বলতে এখন আর সাহস করি না।

দেহ অসুস্থ হলেও যেমন দেহই বলা যায়, তেমনি বর্ত্তমান শ্রীদরবার বা মণ্ডলী আদর্শ অনুরূপ না হলেও একেবারে পরিত্যাজ্য নয়।

নববিধানের প্রবর্ত্তক এইজন্যই আপনাকে পাপীর সর্দ্দার রোগা শিশু বলে আপনাকে অভিহিত করেছেন। এই পাপ-বোধই এবারকার নববিধানের একটী গুরুতর বিশেষত্ব।

আমরা সকলেই পাপ রোগে রুগ্ন এবং অজ্ঞান অসহায় শিশু। রোগযুক্ত দেহ যেমন দুর্ব্বল বিকলাঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক; দুর্ব্বল অজ্ঞান শিশুর অজ্ঞানতাবশতঃ অনেক বিষয় বোঝবার জানবার শক্তির অভাব থাকিলে, ঠিক কাজ করবার, চলবার, ফেরবার পক্ষে দোষ ত্রুটী থাকবেই। সেইরূপ আমাদের দোষ দুর্ব্বলতা, ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটী অপূর্ণতা ও রুগ্নতা শৈশবের লক্ষণ বলে স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু আর এক দিকে রোগা ছেলে শিশুর ... ফেলাছাড়া কাছছাড়া করেন না এবং তার যা কিছু অভাব তা তিনই নিজে খাইয়ে, ধুয়ে মুছিয়ে লালন পালন করে শিক্ষিত গঠিত পরিপুষ্ট করে নেন, মোচন করেন।

এই আমাদের রুগ্নতা দুর্ব্বলতা পাপ বোধ এবং অসহায়তা বা শিশুর বোধ হইতেই নববিধানের বিশেষ শিক্ষা এবং বিশেষ উন্নতির সোপান, কেন না তাতে যে মা নইলে আমাদের চলে না এবং মা সর্ব্বস্ব হতে হয়।

সকলে ভাই এস ভাই মাতৃকৃপার ভিখারী হয়ে মাতৃ আলোকে আমাদের উভয় শ্রীদরবারের ও মণ্ডলীর বর্ত্তমান অভাবাদি বুঝিতে ও তা দূর করতে চেষ্টা করি।

এই দেহের একাঙ্গের সুস্থতায় অপরাঙ্গের সুস্থতা, একাঙ্গের রোগে অপরাঙ্গের রোগ যেমন, শ্রীদরবার ও মণ্ডলীর অবস্থাও তাই। কেউ কাকেও ছেড়ে আমরা কেউ সুস্থ সবল থাকতে পারি না, কেউ কারো পতনে অবনতিতে অন্যে উল্লসিত উন্নত হতে পারি না। এবং পরস্পরকে ছেড়ে বাঁচাও আমাদের অসম্ভব।

তবে যেন অঙ্গের কাজ অবস্থা নিয়ে প্রাধান্য অপ্রাধান্য বিচারে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ না করি। এক অঙ্গের অধিকার গ্রহণে বা হস্তক্ষেপে ইসপের "উদর এবং অন্যান্য অবয়বের বিবাদের" গল্পের ন্যায় বিবাদ করে মার ঘরে অশান্তি আনিয়া আপনারা আরো অবসন্ন না হই এবং মার পবিত্র বিধানকে খর্ব্ব ও লোক

সমক্ষে হেয় না করি, ইহাই আমার উভয়ের নিকট বিনীত ভিক্ষা।

যোগ—বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন

(আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্যাখ্যাত Yoga—Objective & Subjective প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

"একমেবাদ্বিতীয়ম্"বাদও নহে, বহুঈশ্বরবাদও নহে।

তাহা হইলে আমাদিগকে কি মনে করিতে হইবে যে সে একেশ্বরবাদী? অথবা তাহাকে বহু-ঈশ্বরবাদী বলিয়া ভাবিব? সে এতদুভয়ের কোনটাই নহে। তাহার বিশ্বাস এবং অনুরাগ তখনও কোন নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের আকার ধারণ করে নাই। তখন তাহার সেই অনুরাগ ও বিশ্বাসকে কোন সুপরিচিত শ্রেণী-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। যেখানে শুধু স্বাভাবিক অমার্জ্জিত চিন্তা এবং সহজ সংস্কাররাজি বীজের আকারে পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে কোন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা বা কোন দার্শনিক সূক্ষ্মতার প্রয়োগ অসম্ভব। "উষা" যাহা, তাহা "রাত্রি"ও নহে "দিনও নহে—উষাকে দিন বা রাত্রি এতদুভয়ের কোন পর্য্যায়ভুক্তই করা [illegible] যায় না, "চেতন"ও বলা যায় না। মানবের আদি [illegible]জীবন সম্বন্ধেও মনে হয়—ইহাই সত্য। উহা যাহা, উহা তাহাই এবং উহা যাহা আছে, আমাদিগকে সেই ভাবেই উহার বিচার করিতে হইবে। উহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া চলিবে না। তত্ত্বজ্ঞানী স্বভাবতঃই উহার নামকরণের জন্য ব্যাকুল হইতে পারেন। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই জগতে সকল কার্য্য হয় না। আমরা কোন পদার্থকে যেরূপ হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সে পদার্থ অনেক সময় সেরূপ হয় না। অতএব অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু সমালোচক যেন তাঁহার অবিমৃশ্যকারী মীমাংসার প্রবৃত্তিকে সম্বরণ করেন। তিনি অধৈর্য্যপরবশ হইয়া যেন মানবের ধর্ম্ম-জীবনের শৈশব অবস্থাকে একেশ্বরবাদ বা বহু ঈশ্বরবাদ আখ্যা না দিয়া বলেন—সে শৈশবের কোন নামকরণপ্রচেষ্টা শুধু তাহার অপমান করা মাত্র। সে অবস্থা কোন সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইতেই পারে না। তিনি শুধু "স্বভাবের" প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহারই ব্যাখ্যা করুন। "স্বভাব"কে কোন রূপে বিকৃত না করিয়া তাহার অভ্রান্ত সত্য মূর্ত্তিকে প্রকট করিতে প্রয়াসী হউন। "নাম" দিয়া যেন তিনি সেই "স্বভাবের" অবমাননা না করেন। প্রকৃত কথা এই—প্রকৃতির এই সহজ পূজা ও অর্চ্চনা একেশ্বরবাদও নহে—বহুঈশ্বরবাদও নহে, উহা শুধু শক্তির পূজা। একটী গভীর রহস্যময় অনির্দ্দিষ্ট "কিছু" এই দৃশ্যমান বিশ্বজগতের যাবতীয় কার্য্যপরম্পরার পশ্চাতে থাকিয়া ক্রিয়া করিতেছে। প্রকৃতির প্রত্যেক বিভাগের পশ্চাতে, যাবতীয় বিশাল বস্তুর বিশালতার অন্তরালে এবং সৃষ্টির প্রত্যেক বিস্ময়কর ঘটনার মূলে একটী নিয়ামিকা শক্তি সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে—ভক্তিমান আর্য্য ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান এই "রহস্যময় কিছুর" নাম দিয়াছেন "আদি শক্তি"। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল সৃষ্টির বিভিন্ন পদার্থ যেমনই মনের বিস্ময় উৎপাদন অথবা হৃদয়ের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে লাগিল, অমনি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি পুঞ্জ বিভিন্ন উপাসকের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে পূজিত ও বন্দিত হইতে লাগিলেন। অথবা একই পূজক বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সূর্য্য-শক্তি, দ্যুইশক্তি, বায়ুশক্তি, সলিলশক্তি, অগ্নিশক্তি পূজিত হইতে লাগিলেন। কোন নির্দ্দিষ্ট কালে কোন একটী বিশেষ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও মহিমাময় বলিয়া অনুভূত হইতেন—সেই সময়ে সেই শক্তির নিকট অন্য যাবতীয় শক্তি নিষ্প্রভ ও নগণ্য বলিয়া মনে হইত, সুতরাং সে সময়ের জন্য সেই শক্তিই উপাসকের হৃদয় মন ও অনুরাগকে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিয়া বসিতেন। এই জন্যই প্রত্যেক বৈদিক ঋষি নিজের উপাস্য দেবতাকেই অন্য সকল দেবতার উপরে স্থান দিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়াছেন। এই রূপেই প্রত্যেক দেবতা কিছুকালের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং সকল দেবতাই পর্য্যায়-ক্রমে [illegible] সর্ব্বোচ্চ আদি ও প্রধান শক্তিরূপে পূজিত হইয়াছেন। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক দেব-মণ্ডলীতে "প্রধান অপ্রধান" এরূপ কোন শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করা হয় নাই—প্রকৃতপক্ষে উহাতে শক্তির বিচার বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয় না। এই বিশ্বের দেবতা এক কি বহু—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না। এক সময়ে আমরা শুনি যে দেবতা বহু; আবার অন্য সময়ে আমরা শুনিতে পাই যে দেবতা বহু নহেন পরন্তু একই—কিন্তু সেই এক দেবতাই বহু রূপে প্রকাশমান হইয়াছেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

[জন্ম ইং ১৮৩৮, প্রচারব্রত ১৮৮৭, স্বর্গ ১৯০৬]

ভাই নন্দলালের জীবন নববিধানে পরিবর্ত্তিত জীবনের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

কলিকাতা আহিরিটোলার বখা ছেলেদের দলে মিশিয়া শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে পড়াশুনা ছাড়িয়া প্রায় দুশ্চরিত্র হইয়া গিয়াছিলেন। ছেলের জন্য তাঁর মার প্রাণ বড়ই কাঁদিত। সম্ভবতঃ জননীর ক্রন্দন ও প্রাণের প্রার্থনা শুনিয়া

বিধানজননীরও প্রাণ বিগলিত হয়, ভাই নন্দলাল বাল্য সহচরদের ছাড়িয়া ভাই অমৃতলালের প্রভাবে আসিয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়ে একই পাড়ায় বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতে নন্দলালের সঙ্গীতশক্তি ছিল। অমৃতলাল তাঁহাকে পাইয়া সময়ে সময়ে প্রচারের সঙ্গী করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন।

ইহাতে আত্মীয় স্বজনগণ নন্দলালের উপর যথেষ্ট নির্যাতন আরম্ভ করেন। তিনি যখন দুশ্চরিত্র হইয়া যাইতেছিলেন, তখন বড় একটা কেহ তাঁহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করে নাই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া পাছে একেবারে বয়ে যান এই ভয়ে আত্মীয়গণ বড়ই উত্তেজিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিলেন। ইহার অল্পকাল মধ্যে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একটী ছেলে ও একটী মেয়েকে লইয়া নন্দলাল ভারতাশ্রমে আশ্রয় লইলেন এবং আচার্য্যের প্রভাবাধীনে আসিয়া একেবারে ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর নন্দলাল প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ভাই অমৃতলালের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াই প্রচারকার্য্য সাধন করেন। ভাই অমৃতলাল যখন কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন, নন্দলালও তাঁহার অনুগামী হইতে বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত হন।

ভাই অমৃতলালের সঙ্গে নন্দলাল অমরাগড়ী গমন করেন এবং ভাই ফকীরদাসকে আপন ভাবের ভাবুক পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া পশ্চিমবঙ্গে একটী মণ্ডলী গঠনে বিশেষ সহায়তা করেন। ... ... [illegible] বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রচারব্রত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন, ভাই নন্দলালই এই উপলক্ষে উপাসনা করিয়া ফকিরদাসকে প্রারম্ভিক ব্রত দান করেন। পরে অমরাগড়ীর মন্দির ও বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে ফকিরদাসের দলের সহিত নানা স্থান পর্য্যটন করেন।

প্রচারকমহাশয়দিগের মধ্যে যখন পরস্পরের বিচ্ছিন্ন ভাব উপস্থিত হয়, তখন নন্দলাল স্বাধীন ভাবে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য উড়িষ্যাঞ্চলের বালেশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন এবং আপনার ছেলে মেয়েকে উড়িষ্যাবাসী পাত্রী পাত্রে বিবাহ দেন।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রী রামচন্দ্র ভঞ্জ দেব ভাই নন্দলালকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারই সাহায্যে নন্দলাল বালেশ্বরে একটী প্রকাণ্ড ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে তাঁহাকে একা অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়।

গড়জাত মহলে এজন্য বহু পরিভ্রমণ করিয়া তিনি দুরারোগ্য জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অতি সরলস্বভাব, পরসেবাপরায়ণ, শান্তচিত্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত মধুর সঙ্গীত সকল জীবনসঙ্গীত অভিধানে তিনি পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন। সত্যই সেগুলি সকলকারই নবজীবনপ্রদ।

গত ২৩শে জুলাই শ্রদ্ধেয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে উপাসনাদি হইয়াছিল।

ভাই ফকিরদাস রায়।

[জন্ম ইং ১৮৫৩ প্রচারব্রত ১৮৯৩, স্বর্গ ১৮৯৯]

ভাই ফকিরদাস রায় হাবড়া জেলার অমরাগড়ী গ্রামে অতি সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতি সৎকর্ম্মশীল ধর্ম্মপরায়ণ জমীদার ছিলেন। তিনি সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ফকিরদাস ও তাঁহার ভ্রাতাগণকে কলিকাতায় বাসা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় ফকিরদাস কোন বন্ধুর সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতে আসেন এবং আচার্য্যদেবের বৈদ্যুতিক প্রভাব তাঁহার প্রাণকে এমনি স্পর্শ করে যে তখন হইতেই তিনি নবধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন।

তিনি নিজ পল্লীস্থ যুবাদের লইয়া "বন্ধুসম্মিলনী" নামে একটী আত্মোন্নতি সভা স্থাপন করেন, তাহা হইতেই ক্রমে নববিধান মণ্ডলী গঠন করিলেন ও প্রকাশ্য ভাবে পশ্চিমবঙ্গে নববিধান প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ভ্রাতৃগণ ও আত্মীয় কয়েকজন বন্ধু সহ একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানের পরিচয় দেন।

এই সময়ে কলিকাতা হইতে কোন কোন নববিধানবিশ্বাসী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। শেষে ভাই অমৃতলাল সদলে ও পরে ভাই নন্দলাল গিয়া ভাই ফকিরদাসকে এমনি উৎসাহিত করেন যে তিনি একেবারে নববিধান প্রচারে সপরিবারে আত্মোৎসর্গ করিলেন। ইহাতে দেশস্থ ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ভীষণ নির্য্যাতন করেন, এমন কি বিদ্যালয় গৃহটী পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দেন নির্য্যাতনে ভক্তের উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। ফকিরদাস সদলে নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বিদ্যালয়গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত করিলেন এবং একটী সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরও নির্ম্মাণে সফলকাম হইলেন। নববিধান প্রেরিতদলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইলেন এবং পরে প্রকাশ্য ভাবে নববিধান প্রচারকদলে প্রবেশ করিলেন। প্রচারব্রত লইয়া ভাই ফকিরদাস কিছুদিন কোচবিহারের উপাচার্য্যরূপে কার্য্য করেন। শ্রীফকিরদাসের হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়।

তাঁর সহোদরদিগের মধ্যে ভ্রাতা যশোদাকুমার বিশেষ ভাবে অগ্রজের অনুগমন সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন এবং তাঁহার অগ্রেই দেহত্যাগ করেন। অনুচরদিগের মধ্যে ভাই আশুতোষ এবং অখিলচন্দ্র ফকিরদাসের প্রচারব্রতের সহকারী রূপে জীবন অর্পণ করেন। ভাই আশুতোষও ক্রমে প্রচারকব্রত লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রাতা অখিলচন্দ্র ও কয়েকটী মাত্র বিশ্বাসী এখনও অমরাগড়ীর বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

ভাই ফকিরদাসের জীবনের বিশেষত্ব সংকীর্ত্তনে ভক্তি উন্মত্ততা ছিল। "সহ্য করা ভালবাসা" তাঁর সাধন ছিল।

গত কল্য ৩১শে জুলাই শ্রীফকিরদাসের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে, অমরাগড়ীতে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে উপাসনাদি হইয়াছে।

ভ্রাতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

জন্ম ১৬ই অক্টোবর ১৮৭১, পরলোকগমন ৩০শে জুলাই ১৯১৫।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র পিতার বড়ই আদরের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে তিনি কিছু রুগ্ন ছিলেন, একবার তাঁহার জীবনসংশয় হয়। সে সময় আচার্য্যদেব সাধনকাননে বিশেষ সাধনে নিরত ছিলেন। সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াও অবিচলিতচিত্তে সাধনেই নিরত রহিলেন, সন্তানের কোনই সংবাদ লইতে আগ্রহান্বিত হইলেন না। আশ্চর্য্য বিধাতার কৃপা, সে যাত্রা প্রফুল্লচন্দ্র মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি পিতামাতার বড়ই প্রিয় ও বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন।

শৈশবে নববৃন্দাবনে শ্রীমান সত্যভূষণ গুপ্তের সহিত প্রফুল্লচন্দ্র বিবেক বৈরাগ্যের অভিনয় করিয়া সকলকে চমকিত করেন। পরিণত বয়সে শ্রীমদাচার্য্যদেবের পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন, বিলাত হইতেও কয়েকখানি পুস্তক ও ছবি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া নববিধানপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, হৃদয়বান ও পিতৃভক্ত ছিলেন।

গত ৩০শে জুলাই তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে প্রাতঃসন্ধ্যা বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ এবং সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

সাধু হীরানন্দ সখীরাম অদ্বানী।

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যখন নববিধান ঘোষণা করিলেন, তখন যেমন প্রেরিতদল, সাধকদল তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া নববিধানপরিবারের পুষ্টিসাধন করেন, এক যুবাদলও তেমনি তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষার্থী ছাত্রদল রূপে জুটিয়াছিলেন। প্রেরিতদল সাধকদল যেমন কেশবের আদরের, এই ছাত্রদলও তাঁহার তেমনি প্রিয় এবং ইহাদিগকে লইয়া নববিধানাচার্য্য "Order of the Divinity Students" নাম দিয়া একটী ধর্ম্মশিক্ষার্থীমণ্ডলী গঠন করেন।

এই দলের মধ্যে সিন্ধুদেশবাসী শ্রীযুক্ত হীরানন্দ আচার্য্যদেবের একজন বিশেষ প্রিয় বলিয়া গণ্য হন। হীরানন্দ ও তাঁহার কনিষ্ঠ মতিরামকে সুশিক্ষা দানের জন্য তাঁহার অগ্রজ দেওয়ান শ্রীনেবেলরাও সখীরাম আদ্বানী, শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ও তাঁহার অনুজ শ্রীকৃষ্ণবিহারীর উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ভার রাখিয়া যান, তাহাতেই হীরানন্দ ও মতিরাম (যিনি সম্প্রতি করাচিতে জজের কার্য্য করিতেছিলেন) উভয়ে কলুটোলার বাড়ীর পরিবারস্থ ছেলেদের সঙ্গে ছেলের মতই আদৃত হন। এমন কি কলুটোলার বাড়ীতেই তাহাদিগকে কিছুদিন রাখিয়াও তাহাদের শিক্ষাদির ব্যবস্থা করা হয়। হীরানন্দ এবং মতিরামও তাঁহাদের স্বাভাবিক সদ্গুণে ক্রমে সবারই প্রিয় হন, যুবক ছাত্রদলও পরস্পর যেন পরস্পরকে সহোদরেরই মত ভালবাসিতে শিক্ষা করেন।

হীরানন্দ প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে বি, এ পাস করেন। তিনি সংস্বভাব, বিনয়, সদাচার, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং নির্ব্বাক্ আত্মস্বার্থশূন্য পরসেবাপরায়ণতা গুণে আচার্য্য এবং বন্ধুগণের যেমন প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবেরও তেমনি প্রিয় হইয়াছিলেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ও পরমহংসদেবের তিরোধানের পর হীরানন্দ নিজ সিন্ধুদেশের সেবা সাধনের জন্যই কলিকাতা হইতে চলিয়া যান। কলিকাতায় বন্ধুদিগের মধ্যে আচার্য্যদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতা নন্দলালের সহিত হীরানন্দের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা কিছু অধিক হয়। নন্দলালও হীরানন্দের সঙ্গে সিন্ধুদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সেখানে শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপন ও চিকিৎসাবিধান দ্বারা সেবা সাধনে হীরানন্দ প্রধানতঃ নিরত হন এবং শীঘ্রই দেশবাসিগণের অতি শ্রদ্ধাভাজন হন। দেশে বালিকাশিক্ষার উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে আপন কন্যা দুটীকে বাঁকিপুরের স্ত্রীবিদ্যালয়ে রাখিবার জন্য বাঁকিপুরে আসিয়া হটাৎ দুরারোগ্য জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সাধুগুণ সকল স্মরণ করিয়া সিন্ধুদেশবাসিগণ সকলেই হীরানন্দকে সাধু হীরানন্দনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সত্যই তিনি সাধু ছিলেন।

১৪ই জুলাই সাধু হীরানন্দের সাম্বৎসরিক দিনে পূর্ব্বাহ্নে ওনং প্রচারাশ্রমস্থ দেবালয়ে ও সায়াহ্নে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় এবং কলিকাতা বৌদ্ধ হলেও স্মৃতিসভা হইয়াছিল।

মাতৃদেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধবাসরে কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদা দেবীর নিবেদন)

সুয়াপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে মাতৃদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। পিতামহ ধনী ছিলেন, বিবাহের পরে মা বেশ সুখের অবস্থায়ই দিন কাটাইতেছিলেন, কিন্তু সে সুখ বহুদিন ঘটিল না। পিতৃদেব যৌবনেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, পিতা মাতা—আত্মীয় স্বজন, অতুল ঐশ্বর্য্য সব

ছাড়িয়া ভিখারীর মত বাস করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও তাঁর সঙ্গিনী হইলেন, সে সময়ে তাঁর জীবনে অনেক পরীক্ষা, অনেক বিপদ গিয়াছে। যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, মা নীরবে সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিয়াছেন। তাঁর কোন দিনও ভোগ-বিলাসিতার স্পৃহা ছিল না, কোন বিষয়ে কোন আড়ম্বর ছিল না, আবার যখন সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল একে একে বাড়ী ঘর টাকা কড়ি সবই হইল। তখনও তাঁহাকে কেউ ভোগ বিলাসে রত থাকিতে দেখে নাই, চিরদিনই খুব মোটামুটী সাদাসিদে ধরনে থাকিতেন। ভগবানে তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল, বাহিরের কাছে তাহা বিশেষ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু তাঁর নীরব সাধনা ছিল। পিতৃদেব চলিয়া যাওয়ার পরে তিনি যে প্রার্থনাদি করিতেন, তাহাতে তাঁর জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় আরও বিশেষ ভাবে পাওয়া গিয়াছে, সে সময় তাঁর প্রার্থনা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁরাই তার সাক্ষ্য দিবেন।

আজ মা হারাইয়া শুধু আমরা মাতৃহীন হই নাই, আরও অনেকে হইয়াছেন। পিতৃদেব যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন কয়েকটী যুবকও ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসেন এবং পিতৃদেবের নিকটেই বাস করেন। তখন তাঁহারা মার কাছে মাতৃস্নেহ পান, এ পর্য্যন্ত মা তাঁহাদিগকে নিজ সন্তানের মতই মনে করিয়াছেন, তাঁহারাও মাকে আপনার মা বলিয়াই জানিতেন, আজ তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহীন হইয়াছেন এ কথা কেহ কেহ জানাইয়াছেন।

পৃথিবীতে থাকিলেই অনেক রকম দুঃখ পাইতে হয়, মাও অনেকবার শোকের আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু তার ভিতরেও ভগবানের দান বলিয়া সে আঘাতও খুব সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে মা নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন, সেই হইতেই তাঁর ফুস্‌ফুস্‌ খারাপ হয়, শ্বাসকষ্টে সর্ব্বদাই কষ্ট পাইয়াছেন, শীতকালের রাত্রিতে প্রায়ই বিছানায় শুইতে পারেন নাই, তাকিয়ার উপরে মাথা রাখিয়া বসিয়া কাটাইয়াছেন। কাহাকেও কোন কষ্ট দেন নাই, সব কষ্ট নীরবে বহন করিয়াছেন, যখন অসহ্য যাতনা হইয়াছে ভগবানের নাম করিয়াছেন। এই কঠিন রোগে দীর্ঘকাল তিনি কোথাও যাইতে পারেন নাই, এখানেই বাস করিয়াছেন। সম্প্রতি জ্যেষ্ঠ পৌত্রের বিবাহ স্থির হইয়াছে জানিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করেন ও কলিকাতায় যাইতে খুব ইচ্ছুক হন। বিধাতার কৃপায় সেখানে যাইয়া সকলকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ করেন, তাঁর মনের শেষ আশঙ্কা পূর্ণ হইয়াছে, বিবাহ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি আপনার জন সকলকে একত্র দেখিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে হঠাৎ পরম মাতার কোলে লুক্কায়িত হইলেন। মৃত্যুর জন্যে তিনি বহুদিন হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, তাই যেন আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না, মা ডাকিলেন আর অমনি চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী ক্ষীরোদা দেবী।

প্রেরিত।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ

গত ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত এই তীর্থের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠক পাঠিকাগণের মনযোগ অবশ্যই এই তীর্থের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, এক্ষণে তাঁহাদিগের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, এই ভক্তিতীর্থকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ ভাবে মনযোগী হইয়া তাঁর প্রিয় বিশ্বাসী ভাই ভগিনীদের লইয়া ১৯২২।২৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহাসমারোহে উৎসব করিয়াছেন। ঐ সময় ব্যতীত আরো কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসব করিয়া প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা করিয়া ব্যয় করিতেছেন। নববিধানের এই ভক্তিতীর্থের যাত্রিগণ অনেকেই স্বীকার করেন যে, এই তীর্থে নববিধানের দেবতা স্বয়ং পবিত্রাত্মা তাঁর দাস দাসীদিগকে জীবন্ত আবির্ভাব দেখাইয়া তাঁহাদের সন্তপ্তপ্রাণে কতই শান্তি ও সান্ত্বনা দিতেছেন, ভক্তিপিপাসু প্রাণে তিনি অজস্র আনন্দসুধা ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে এই ভক্তিতীর্থে সমাগত ভ্রাতা ভগিনীগণ ও অনুরক্ত ব্রহ্মসন্তানগণ এই তীর্থের রক্ষণ ও উন্নতি সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব ও নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদান করিতেছি এবং আমি ইতিপূর্ব্বে প্রায় চারি মাস এই তীর্থে বাস করিয়া মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রহ্মমন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় গত ১২ই জুলাই তারিখে সংক্ষেপে জানাইয়া তৎসম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রস্তাব, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট উপস্থিত করিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই :—(১) মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিকে পুনঃ গঠন করিয়া তাহাতে মুঙ্গেরবাসী কয়েকজন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যাঁহারা বাহিরের লোকের মত এত দিন আছেন, এখন কিন্তু ঐ ভাবে থাকিতে প্রস্তুত নন্। যেহেতু উক্ত কমিটীতে স্থানীয় একজন মেম্বরও নাই। (২) মুঙ্গেরকে নববিধানের ভক্তিতীর্থরূপে পরিণত করার জন্য, কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ তীর্থানুরাগীদের দ্বারা একটী স্বতন্ত্র কমিটী গঠনের উপায় করা হয়। (৩) যখন মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের আবার নূতন ট্রাষ্টডিড্ হইয়াছে (ইহা খুবই আনন্দের বিষয় হইলেও) ঐ সম্পত্তির বার্ষিক খাজনা কোন ব্যক্তির নামে না দিয়া যাহাতে ট্রাষ্টীদের নামেই ওখানকার খাস মহলে জমা দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া খুবই উচিত। (৪) জামালপুর ব্রহ্মমন্দিরের জন্য নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী গঠন করিয়া দিয়া, তাঁহাদের দ্বারাই ঐ মন্দিরটী মেরামতের ব্যবস্থা হইলে উহাতে নিয়মিত উপাসনা হইতে পারে। আমি বিনীত ভাবে সমগ্র বিশ্বাসী ভাই ভগিনীদের জানাইতেছি যে, মুঙ্গের নববিধান

ব্রহ্মমন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রাঙ্গনে, ভক্তিতীর্থযাত্রীদের জন্য, গত ডিসেম্বর মাসে শ্রদ্ধাস্পদনীয়া ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী মহোদয়া যে যাত্রীনিবাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রতিকূল অবস্থার জন্য ঐ যাত্রীনিবাস গৃহের এপর্য্যন্ত নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, যাহাতে শীঘ্র আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যাত্রীনিবাস হয়, তাহার জন্য সকল ভক্ত অনুরাগী ভাই ভগিনীদের সকরুন দৃষ্টি প্রার্থনা করি।

একটী সাধারণ সভার অধিবেশন।

স্থান—মুঙ্গের নববিধান ব্রহ্মমন্দির।

সময়—১৯২২ খৃঃ, ১৫ই অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা।

উপস্থিত—শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, অখিলচন্দ্র রায় প্রভৃতি ছয় জন বিধান বিশ্বাসী।

প্রথমতঃ শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রচারক মহাশয় সংক্ষেপে প্রার্থনা করিয়া আলোচনা আরম্ভ করেন।

১। নববিধানের এই ভক্তিতীর্থের রক্ষণ ও ইহার উন্নতি সাধন ও ইহার কার্য্য সুন্দররূপে পরিচালনাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আবেদন নববিধানের সেবক, সাধক ও বিশ্বাসী এবং ভক্তিতীর্থের প্রতি অনুরাগী এবং নববিধানের প্রেরিতদিগের শ্রীদরবার ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং এই ব্রহ্মমন্দিরের বর্ত্তমান ট্রাষ্টী ও পরিচালকগণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ সমীপে জানান হয় যে,—

(ক) মুঙ্গের ও জামালপুর ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে যাহাতে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহার সুব্যবস্থা হয়।

(খ) উপরোক্ত দুই সমাজের জন্য স্থানীয় একটী উপাসক মণ্ডলী, নববিধান-বিশ্বাসী ও সহানুভূতিকারীদিগকে লইয়া গঠিত হয়।

(গ) উক্ত উপাসক মণ্ডলীর মধ্য হইতে দুইটী স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী গঠিত হয় এবং উভয় সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারীরূপে দুই স্থানের দুইজনার উপর সহকারী সম্পাদকের কার্য্যভার দেওয়া হয়।

২। মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডাটী আপাততঃ ঘেরিয়া স্বতন্ত্র কক্ষরূপে, তীর্থযাত্রী বা প্রচারকারীর আবাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

(স্বাক্ষর) দীন সেবক শ্রীব্রহ্মানন্দদাস প্রিয়নাথ মল্লিক।
শ্রীঅধরচন্দ্র দাস বসু।
শ্রীগোপালচন্দ্র দে।
শ্রীবিধানভূষণ মল্লিক।
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।
শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ।

বিশেষ অধিবেশন।

স্থান—মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির সমাধিপ্রাঙ্গন।

সময়—১৯২৩ খৃঃ, ৩রা জানুয়ারি, বুধবার, অপরাহ্ণ ২টা।

উপস্থিত—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ।
সেবক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক।
সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।
শ্রীযুক্ত বিধানভূষণ মল্লিক।
শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র।
শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ।
শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক।
শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা গুহ।
কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিক।

প্রথমতঃ সেবক ভাই প্রিয়নাথ সকাতর প্রার্থনা করিলে কার্য্যারম্ভ হইল।

১। নববিধানের এই ভক্তিতীর্থ যাহাতে সুরক্ষিত হয় এবং সাধনাদি দ্বারা তীর্থযাত্রীদিগের সাধনোপযোগী স্থান হয় তাহার জন্য সর্ব্বসাধারণ বিশ্বাসী মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টা উদ্দীপন হয়, তদুদ্দেশ্যে সকলকে জানান হয় ও সকলকার সহানুভূতি ও যোগ প্রার্থনা করা হয়।

২। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করার জন্য আপাততঃ সেবক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়ের উপর ভার অর্পিত হইল।

নববিধান প্রচারাশ্রম,
৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
২৫শে জুলাই, ১৯২৪।

প্রণত
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

বিশ্ব-সংবাদ।

আমাদের ভক্তিভাজন মহর্ষিদেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় কবি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বিশ্বভারতীয় বার্ত্তা লইয়া সম্প্রতি জাপান, চীন পরিভ্রমণ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ সদালাপ করিয়াছিলেন। চীন সুধীগণও তাঁহাকে এক উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন। তিনি নাকি শীঘ্র ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিবেন। আমাদের পুরাতন বন্ধু ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুও দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া সেখানকার ভারতবাসী ও ইংরাজ অধিবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব এবং পরস্পর সহানুভূতি স্থাপন জন্য বক্তৃতাদি করিয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা দেশদেশান্তরে এমনই করিয়া এই যুগধর্ম্ম নববিধানের মহাসমন্বয় ও সার্ব্বজনীন মিলন বার্ত্তা এইরূপ মহোৎসাহে ঘোষণা করিয়া আসিলে আমরা আরো কতই আনন্দিত হইতাম।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৮ই জুন, ৪ঠা আষাঢ় পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় কোচবিহারপ্রবাসী ভ্রাতা [illegible] মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ বিনীতপ্রসাদের ৪র্থ বর্ষীয় [illegible] উপলক্ষে এবং গত ২৮শে জুন ১৪ই আষাঢ় তাঁহার [illegible] শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার কর্ম্মস্থলীর বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উক্ত দুই দিনেই কেদারবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ৮ই জুলাই মঙ্গলবার [illegible] দিনের লেডী ডাক্তার কুমারী শান্তিলতা [illegible] উপলক্ষে মুঙ্গেরে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২রা শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে [illegible] ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র [illegible] জন্মদিন উপলক্ষে [illegible] হয়। গত ৩রা শ্রাবণ শনিবার [illegible] দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী [illegible] দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। গত ৭ই শ্রাবণ বুধবার বেলা ১১টায় ঢাকা বাটিরা নিবাসী ডাক্তার [illegible] কনিষ্ঠা কন্যা [illegible]র ৫ম বার্ষিকী জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। উক্ত চারিটী জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে ভাই [illegible] রায় উপাসনা করেন। মঙ্গলময়ী জননী তাঁহার [illegible] আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কাস্ত-গিরের স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী [illegible] দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে এবং [illegible] স্বর্গীয় সরস্বতী দেবীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে [illegible] গত ৫ই জুলাই শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে [illegible] বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। যোগেনবাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে স্মরণ করিয়া এবং শ্রীযুক্ত ভাই অক্ষয়কুমার লধ সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

যোগেনবাবু তাঁহার স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর আত্মার প্রতি সম্মানার্থ প্রচারাশ্রমের সকলের ভোজনের জন্য ১০৲ টাকা দান করেন। ঐদিন সন্ধ্যার পর প্রচারাশ্রমে ঐ পুণ্যস্মৃতিমূলক ভোজন হইয়াছিল। [illegible] দিন মধ্যাহ্নে স্বর্গগত সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিয়া প্রচারাশ্রমে অনেকে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মাতার সাম্বৎ-সরিক উপলক্ষে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী রায় ২৲ টাকা দান করেন।

গত ২০শে [illegible] রবিবার স্বর্গগত গৃহস্থ বৈরাগী সাধক শ্রীরাজমোহন বসুর সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ১৫ই জুলাই ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা [illegible]র স্বর্গারোহণ উপলক্ষেও বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে [illegible] জীবনকাহিনী বলিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করান হয়।

গত ১৯শে জুলাই ভক্তি ভাজন উপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গগত অমৃতানন্দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ১৭ই জুলাই স্বর্গগত শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গা-রোহণ দিনে তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৪শে জুলাই কলিকাতা অনাথাশ্রমে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা ক্ষান্তমণি দেবীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ উপাসনা করেন। অনাথাশ্রমের বালকবালিকাগণ উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া-ছিল।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ২৩শে জুলাই দার্জ্জিলিং কলিনটন রাজপ্রাসাদে কোচবিহার রাজকুমারী প্রতিভা দেবীর স্বর্গারোহ-ণের বর্ষ পূর্ণ দিনে ভাই প্রমথলাল সেন আহুত হইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। শোকসন্তপ্তা মহারাণী সুনীতিদেবী আকুল প্রার্থনা করেন। কোচবিহারেও রাজপ্রাসাদপ্রাঙ্গনস্থ সমাধি-মণ্ডপে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, অনেকগুলি রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ভাই নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন।

নিবেদন—পারিবারিক কিংবা মণ্ডলীগত অনুষ্ঠানাদির সংবাদ যথাসময়ে আমরা না পাইলে প্রকাশ করিতে পারি না। মণ্ডলীস্থ সকল বন্ধুকে সাদরে অনুরোধ, তাঁহারা যেন ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদক নামে দিয়া যথাসময় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়া কৃতার্থ করেন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৭ এপ্রিলে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

[এককালীনদান এবং আনুষ্ঠানিক দান]

Mrs S. N. Sen ৫৲, শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিক ২৲, স্বর্গ-গত হরগোপাল সরকারের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত হারমোহন দাস (বালেশ্বর) ১৲, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মজুমদার (সিমলা শৈল) ৫৲, শ্রীযুক্ত হাজারিলাল ভড় ১৲, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার ২৲, শ্রীমতী কুমুদিকা দেবীর আরোগ্য উপলক্ষে ৮৲, শ্রীমান আনন্দ-সুন্দর বসু ২৲, শ্রীমতী সুষমা বসু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীমতী সুধাংশুবালা মিত্র মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲, স্বর্গগত রায় বাহাদুর ডাক্তার নবীনচন্দ্র দত্তের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত ২৲, স্বর্গগত ভাই অমৃতলাল বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার কন্যাগণ ২৲, স্বর্গগত পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পুত্র শ্রীমান্ রূপেণ মজুমদার ২৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ২৲, ডাক্তার প্রবোধ চন্দ্র রায় ২০৲, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৲, স্বর্গগত নিত্যগোপাল রায়ের সহধর্ম্মিণী ১৫৲।

[মাসিক দান]

শ্রীযুক্ত চুনিলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ৩৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ ৬৲, রায় বাহাদুর লালত-মোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ১৲, স্বর্গীয় মধু-সূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ৬৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ৪৲, শ্রীযুক্ত আর, এল্ দত্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত এস. এন্ গুপ্ত ২৲, মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগির ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২০৲।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
1st September, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা উৎসববিধায়িনী জননি, পৃথিবীর উত্তপ্ত ক্ষেত্রকে সরস, উর্ব্বরা এবং শস্যশালিনী করিবার জন্য যেমন আকাশ হইতে বারি বর্ষণ কর, তেমনি মানবের পাপ উত্তপ্ত হৃদয়কে অনুতপ্ত, শুদ্ধ এবং নবজীবন লাভের আনন্দে পূর্ণ করিবার জন্যই তুমি তোমার উৎসবের স্বর্গীয় বারি বর্ষণ করিয়া থাক। কিন্তু পৃথিবীর ভূমি যদি কর্ষণ করা না হয়, তাহাতে বারিবর্ষণ হইলে তবে সে বারি শুকাইয়া যায়, কিছুই ফলপ্রদ হয় না; তেমনি তুমি ত উৎসবের পর উৎসব বর্ষণ করিতেছ, কিন্তু আমার পাপদগ্ধ কুপ্রবৃত্তির আগাছাপূর্ণ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা কই ফলপ্রদ হইতেছে? তাই মা এবার আত্মপরীক্ষা দ্বারা এ হৃদয়কে যথার্থ কর্ষণ করিতে দাও, অকৃত্রিম অনুতাপে ইহাকে সরস কর, ব্যাকুল পাপবোধ বিধানে সকল প্রবৃত্তির মূল উৎপাটনে লালায়িত এবং এমন বিশুদ্ধ কর যে, স্বর্গস্থ অমরবৃন্দ যেমন তোমার নিত্য উৎসব সম্ভোগে নবজীবন যাপন করিতেছেন, আমরা এই মরলোকবাসী হইয়াও সেইরূপ তোমার উৎসব বর্ষণের প্রকৃত ফল যে নবজীবন সম্ভোগ তাহা করিয়া ধন্য হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে তোমার শব্দ শুনিতে শক্তি দাও। জীব উদ্ধার করিবার জন্য তমি শব্দ প্রেরণ করিয়া থাক।

স্বর্গে চিত্তশুদ্ধির ঘণ্টা বাজিতেছে। চিত্তশুদ্ধ না হইলে কেহই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অগোণে জয় পুণ্যময়ের জয় বলিয়া তোমার রাজ্যে প্রবেশ করি। নূঃ দৈঃ প্রাঃ ১ম। ২১৩।

উৎসবে যদি আমরা পাশবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সেই দৃঢ়বন্ধন, মাতঃ, সেইরূপই থাকুক। যে উৎসব হইয়া গেল, সেই উৎসব আমাদের নিত্য উৎসব হউক।

নূঃ দৈঃ প্রাঃ ১ম। ১২৫।

হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা! এই যে বৎসরের মধ্যে দুটি উৎসব দিয়াছ, ইহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এই উৎসবের ভিতর সেই উৎসব দেখাইতেছ। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ; আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই,

শক্তি পাই, হে দয়াল প্রভু! কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। নূঃ দৈঃ প্রাঃ ১ম। ৬২।

স্বর্গের উৎসব মর্ত্ত্যে।

উৎসব স্বর্গের অবতরণ মর্ত্ত্যলোকে, মর্ত্ত্যের উত্থান লোকের দিকে। স্বর্গ ত সেই লোক, যেখানে নিত্য উৎসব হয়। স্বর্গেশ্বরী তাঁহার অমর সন্তানদিগকে লইয়া তাঁহার আনন্দলোকে নিত্য আনন্দ উৎসবেই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আনন্দময়ী, আপন আনন্দে তিনি যেমন আনন্দিত, আবার তাঁহার আনন্দগোপাল দলকেও সেই আনন্দে নিত্য আনন্দিত করেন। আবার তাঁহারাও মার আনন্দে নিত্য বিভোর হইয়া মাকেও আনন্দিত করিতেছেন। কেন না তাঁহারা যে তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছা বলী দিয়াছেন, তাইত তিনি বলেন, "তোমরা আমার প্রিয় পুত্র, তোমাদের প্রতি আমি নিত্য তুষ্ট, নিত্য আনন্দিত।" ইহারই নাম যথার্থ উৎসব।

পৃথিবীতে এই উৎসবানন্দ করিতে মা যখন তাঁহার প্রিয় সন্তানদল লইয়া অবতরণ করেন, তখনই পৃথিবীতে উৎসব হয়। মর্ত্ত্যলোক তখন অমরলোকের উৎসবানন্দ সম্ভোগে ধন্য হয়।

হিমালয়ে সর্ব্বদাই শীতল বাতাস বহিতেছে। যখন সেই শীতল বাতাস নিম্নভূমিতেও বহমান হয়, তখন উত্তপ্ত পৃথিবীও শীতল হয়। উৎসবও সেইরূপ মর্ত্ত্যে স্বর্গের আনন্দহিল্লোল।

উৎসবের প্রারম্ভিক সঙ্গীতে আমরা গাই—"চল ভাই যাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমর ধামে যোগবলে, নিরখি আনন্দে আনন্দময়ীরে মিলে সাধু অমর দলে।"

বাস্তবিক এই যোগবলে অমরধামে গমন ও সাধু অমরদলে মিলিয়া আনন্দে আনন্দময়ীরে প্রত্যক্ষ দর্শনই মহোৎসব।

কিন্তু সে যোগবল কেমনে লাভ হয়? পাপ আমিই আমাদের দুর্ব্বলতা; এই দুর্ব্বলতা দূর না হইলে আমরা কখনই যোগবলে বলীয়ান হইতে পারি না। পাপে পুণ্যে যোগ হয় না। পাপ নাশ হইলে তবে পুণ্যময়ীর সঙ্গে ও পুণ্যাত্মা দলের সঙ্গে যোগ হয়। তাই উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের পাপ নাশে ব্যাকুল হইতে হয়, পাপ আমিত্ব ত্যাগ করিতে হয়।

পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে যে, ভক্তগণ যখন মার ইচ্ছায় আত্মইচ্ছা বলিদান দেন ও মা বলেন, "প্রিয় পুত্র তোমাদের প্রতি আমি তুষ্ট, আমি আনন্দিত," তখনই যথার্থ উৎসব হয়। ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে যেমন, মর্ত্ত্যবাসী আমাদের সম্বন্ধেও তাই, যখন আমরা পাপ ত্যাগ করিয়া তাঁহার মনের মত হই ও তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, তখনই তিনি আমাদের প্রতি তুষ্ট হন, আনন্দিত হন ও আমাদের উৎসবানন্দ সম্ভোগ দান করেন।

মা বলেন, "অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, দীনহীনের বন্ধু আমি সকলে জানে।" বাস্তবিক উৎসব তাই স্থান, কাল বা মানবীয় বাহ্য আয়োজন উদ্যোগ আড়ম্বর সাপেক্ষ নহে, মন দীন, বিনীত, নিরহংকারী বিশুদ্ধ হইলেই তবে আমরা তাঁহার দর্শন লাভের উপযুক্ত হই, তাঁহার স্বর্গস্থ অমরদলে মিলিতে সক্ষম হই এবং যথার্থ উৎসবানন্দ সম্ভোগের অধিকারী হই।

মার ইচ্ছাপালনে তাঁহার তুষ্টিসাধন যেমন, স্বর্গবাসী দেবদেবীগণের এবং মর্ত্ত্যবাসী ভাই ভগ্নিগণেরও পবিত্র প্রীতিবর্দ্ধনও তেমনি প্রয়োজন। মার সঙ্গে যোগে, ভক্তগণ সঙ্গে যোগে এবং মর্ত্ত্যবাসী ভাইভগ্নীগণ সঙ্গে যোগেই যথার্থ উৎসব হয়। স্বর্গ এবং পৃথিবীর মহাযোগ সমাধানই উৎসবের উদ্দেশ্য।

যদি মা আনন্দময়ী স্বয়ং তাঁহার উচ্ছসিত কৃপাগুণে, তাঁহার স্বর্গের উৎসব ও তাঁহার নিত্য উৎসবকারী ভক্তদল লইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুণ্য ও আনন্দের বাতাস বহাইলেন, তাহাতে আমাদের সত্য সত্য সকল প্রকার পাপ আমিত্ব ভ্রাতৃবিয়োগ রোগ দূর করিয়া দিন, আমাদের জীবনকে এমন বিশুদ্ধ করুন যে, তাঁহার এবং তাঁহার অমরগণ সহযোগে আমরাও পরস্পরের প্রতি প্রীত ও আনন্দবর্দ্ধনে নিত্য যোগানন্দে, উৎসবানন্দে মগ্ন হইতে পারি ও তদ্দ্বারা উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে সক্ষম হই।

আত্মপরীক্ষা।

সাধু বলিলেন, সর্ব্বাগ্রে, "জান আপনাকে।" 'এই আপনাকে জানাই সর্ব্বপ্রকার আত্মোন্নতিলাভের উপায়। তাই ধর্ম্মসাধনের প্রথম সাধন আপনাকে জানা দি... জ্ঞান লাভ। আত্মপরীক্ষা দ্বারাই এই জ্ঞান জাগ্রত হয়।

জগতে যুগে যুগে যত ধর্ম্মবিধান অন্ততঃ ইতিহাসে সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আদি বিধান এই আত্মজ্ঞান সাধনের বিধান। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিস যে তত্ত্বজ্ঞানবার্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে সভ্য জগতে ঘোষণা করিলেন, "জান আপনাকে", তাহা সত্যই স্বয়ং বিধাতারই বিধানবাণী বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। ইহা সেই জ্ঞানস্বরূপিণী বাক্‌বাদিনী সরস্বতীরই বিশেষ বাণী।

আমি কে, আমি কি, কেমনে আছি, কি করিতেছি ইহা না জানিলে, ইহা না বুঝিলে আমার আত্মোন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষাই বা হইবে কেন এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই বা করিব কিরূপে ?

চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগনিরূপণ প্রথম চিকিৎসা। পরীক্ষা দ্বারা রোগ নিরূপিত হইলে তবে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। রোগ নিরূপিত না হইলে আন্দাজে ঔষধ বিধানে শুধু যে ফল হয় না, তাহা নহে, রোগ হয়ত বৃদ্ধিই হয় এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবিত হইয়া থাকে। তাই সর্ব্বদাই আমাদের আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে।

আত্মপরীক্ষা দ্বারা বা আত্মানুসন্ধান সাধন দ্বারা আমাদের জানিতে হইবে আমরা কে, কেনই বা দেহপুরে আসিলাম, কে আমাদিগকে এখানে আনিল, কে আমাদিগকে জন্ম দিল। আমরা আত্মশক্তিতে আসিয়াছি, বাঁচিতেছি না আর কোন শক্তি বা ব্যক্তি আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, বাঁচাইতেছেন ; তিনি কে, কেমন এবং আমরা যে জীবন যাপন করিতেছি তাহা আমাদের ইচ্ছামত না সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুগত ? এতদ্ভিন্ন প্রতি পাদবিক্ষেপে আমাদের যে মনে দোষ ক্রটী অপরাধ কেন হইতেছে, এই সকল প্রশ্ন যদি সরল ব্যাকুল অন্তরে শিক্ষার্থীর ভাবে জিজ্ঞাসা করি, নিশ্চয়ই আমরা অন্তরে আত্মজ্ঞানে ইহার সদুত্তর প্রাপ্ত হই।

এই অন্তরস্থ সদুত্তরদাতাকে পৃথিবীর অভিধানে "বিবেক" বলে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই বিবেকই আমাদের অন্তরে জ্ঞানস্বরূপিনীর প্রত্যক্ষ বীণাধ্বনি।

তিনি যেমন আদ্যাশক্তি হইয়া আমাদের জীবনের জীবনীশক্তি হইয়া বাঁচাইতেছেন, তেমনি জ্ঞানস্বরূপিণী হইয়া আমাদিগের অন্তরে আত্মজ্ঞান এবং সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান স্বয়ং বিধান করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

তাই আত্মপরীক্ষার দ্বারা আমাদের জীবনের অভাব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সর্ব্বদা বুঝিয়া লইতে হইবে। এই অভাব সকল বোধগম্য হইলে সে সমুদয় অভাব মোচন কেমনে হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টা হইবে। বাস্তবিক সেই চেষ্টা সরল ও সত্য হইলেই এই অন্তরস্থ ইষ্টদেবতা তাঁহার বিবেকবংশীবাদন করিয়া উপায় বলিয়া দেন এবং তিনি যাহা বলিয়া দেন তাহা যে অভ্রান্ত, তাহা অনুসরণ করিলে নিশ্চই জীবন নিত্য নব নব উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইবেই হইবে।

বিধাতার বিধানে এই জীবন অনন্ত উন্নতি লাভের জন্য অভিস্ট। তাই এ জীবনের অভাব চিরদিনই থাকিবে। এক অভাবের পর আর এক অভাব, এক পরীক্ষার পর আর এক পরীক্ষা থাকিবেই। যেমন কথায় বলে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" শরীর যতদিন আছে তত দিন ব্যাধির বীজ থাকিবেই, তেমনি এ জীবনকে অনন্ত উন্নতি বিধানের জন্য বিধাতাই ইহাকে পরীক্ষাসঙ্কুল, পতনসঙ্কুল অপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

এজন্য নিরাশ না হইয়া আত্মপরীক্ষা দ্বারা মনের সকল দোষ ক্রটী দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য সচকিত ত্রাস্ত নিত্য উন্নতিপ্রার্থী হইতে হইবে এবং জীবনদাতা যিনি, তাঁহারই উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মসাধনের পথকে সাধুরা "শানিত ক্ষুরধারের পথ" বলিয়াছেন। এ পথে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে আত্মপরীক্ষা করিতে করিতে চলিতে হইবে। সাধু হইয়াছি, সিদ্ধ হইয়াছি, স্বামী হইয়াছি, সাবধান, কখনও এরূপ ভ্রান্ত যেন মনে না আসে। বিবেক যাহার জাগ্রত, আত্মপরীক্ষা যাহার তীক্ষ্ণাস্ত্র, পাপবোধ যাহার বর্ম্ম সেই কেবল এ পথে চিরনিরাপদ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

উৎসবসম্ভোগ কেমনে হয় ?

রোগ থাকিলে পানীয় জলও তিক্তবোধ হয়, আকাশের মুক্ত বাতাসও অপ্রীতিকর হয়। তেমনি মন অশুদ্ধ পাপরোগগ্রস্ত হইলে উৎসবানন্দ সম্ভোগের উপযুক্ত হয় না। যাহার পরিপাক করিবার শক্তি নাই সে কেমনে পরমান্ন আহার করিবে ?

ভাদ্রোৎসবের উদ্দেশ্য।

ভাদ্রোৎসব প্রধানত সাধনের উৎসব। উপাসকমণ্ডলীর সংবাবস্থান সাধন উদ্দেশ্যে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তনা হয়। কিরূপে

আমরা যথার্থ অমরাত্মাদিগের সঙ্গে নিত্য উৎসব সম্ভোগের জন্ত বিশুদ্ধচিত্ত ও আত্মস্থ আত্মক্রীড় হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে পারি, সে সম্বন্ধে আত্মদৃষ্টি খুলিয়া দিতেই এই উৎসব প্রবর্ত্তিত। এবারকার উৎসব কি আমাদের ব্যক্তিগত ও মণ্ডলী-গত জীবনে সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবে?

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। ধর্ম্মজীবন আরম্ভ সময়ে যেমন ব্যাকুলতা ও যেমন নিত্য নিত্য নব নব আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, নব নব উন্নতি জীবনে অনুভব করিয়াছি, এখন আর তেমন হইতেছে না কেন? এখন সংসারের এতই কর্ত্তব্য বাড়িয়াছে, এত বিষয়ে মন ধাবিত হইতেছে যে স্ত্রী সন্তান কাজ কর্ম্ম অর্থ বিত্ত যেন আমার সকল সময় সকল মনই অধিকার করিয়া বসিতেছে। ঈশ্বরোপাসনাতেও আর যেন সে মনঃসংযোগ, সে তৃপ্তি অনুভব হইতেছে না, এরূপ কেন হইতেছে?

উত্তর। শৈশবে মা মনের সহজ ভাব সরলতা দেখিয়া স্বয়ং তাহার লালন পালন করেন এবং শুভাশীর্ব্বাদ দানে তাহাকে নিত্য তৃপ্ত করেন, কিন্তু জীবনের প্রৌঢ় কালে তিনি চান যে সন্তান সর্ব্বাবস্থায় মায়েরই শরণাগত থাকিয়া মার হাত হইতে চাহিয়া আত্মার আহার পান লইবে। যাহা কিছু তাহার, তাহা সকলই মার হস্তে সমর্পণ করিবে, বাস্তবিক কিছুই তাহার নিজস্ব নয়, ইহা সম্যানে বুঝিয়া সকল কর্ম্ম সকল ধর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য এবং সকল সম্বন্ধ তাহারই উদ্দেশ্যে সাধন করিয়া ও তদ্দ্বারা মাকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইবে। সংসারমায়ার কোন বন্ধনে সে আবদ্ধ হইবে না। রোগকে আত্ম উচ্চ করিলে রোগ আরো জড়াইয়া ধরে, রোগকে তিক্ত ঔষধি প্রয়োগে নষ্ট করিতে হইবে, স্ফোটককে অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বথা মাতৃতৃপ্তি সম্পাদনার্থই জীবন দান করিলে তবে তিনি নিত্য প্রসাদ সম্ভোগ দানে ধন্ত করেন।

—০-

জন্মাষ্টমী

খ্রীষ্টজগতে খ্রীষ্টমাস উৎসব যেমন, হিন্দু-বৈষ্ণব জগতে জন্মা-ষ্টমী তেমন। এই ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

রাজা হিরদের ভয়ে শ্রীখ্রীষ্টের পিতা মাতা যেমন ভীত ও প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। রাজা কংসেরও দ্বারা বসুদেব ও দেবকী তেমনি নির্য্যাতিত। তাই দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র পাছে কংশ জানিতে পারিলে তাহাকে বধ করেন এই ভয়ে পিতা বসুদেব অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গভীর অন্ধকার রজনীতে যমুনা নদী পার হইয়া মথুরা হইতে গোকুলের গোপী যশোদার নিকট শিশুকে রাখিয়া আসেন।

শিশু সেখানেই লালিত পালিত হইয়া গোপবালকের ন্যায় গোধেনু চরাইয়া জীবনের বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। ক্রমে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতিতে বিশেষ বুৎপন্ন হইয়া যোগ ভক্তি সমন্বিত গীতোক্ত নিষ্কাম প্রেম সাধন বিধান প্রবর্ত্তন করেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাসে এতই পৌরাণিক আখ্যা-য়িকা প্রক্ষিপ্ত এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সঙ্গে এত প্রকারের এক দিকে গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং অপর দিকে ঘৃণিত দুর্নীতি এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব সকল বিজড়িত যে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ঠিক নিরূপণ করা নিতান্তই দুরূহ। তবে নববিধান যখন সকল খনি হইতেই বিশুদ্ধ সত্যরত্ন গ্রহণ করেন ও সকল ধর্ম্ম-নেতাদিগের দেবত্বে ব্রহ্মসন্তানত্বই দর্শন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবেও কেন না আমরা শ্রীকৃষ্ণের যোগ ভক্তি সমন্বিত নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধনে আনন্দোৎসব করিব। মা বিধান-জননী এই দিনে তাঁহার দেবশিশু শ্রীকৃষ্ণের যোগ ভক্তি ও নিষ্কাম প্রেম দানে আমাদের জীবনে সেই শিশুত্ব সঞ্চার করুন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব।

(২)

ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা ব্রহ্মকে দেখেন এই কথা শুনে সে কি রকম জানবার জন্যে একবার তিনি আদিব্রাহ্মসমাজে যান এবং সেই দিন তিনজনকে বেদীতে বসে উপাসনা করতে দেখেন। তার মাঝখানের বাবুটীর মনের ফাতনা ডুবেছে দেখে তাঁকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হন। মাঝখানে সেদিন কেশবচন্দ্রই বসিয়া-ছিলেন।

কেশবচন্দ্র যখন কিছুদিন বেলঘরিয়ার তপোবনে সদলে সাধন ভজন করিতেছিলেন এমন সময় একখানি ঠিকা গাড়ী করে তাঁর ভাগে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের কাছে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হয়ে গমন করেন। আধপাগলা রুগ্ন একটী উপবীত বিহীন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হয়ে বলেন, "বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর, সে দর্শন কি বলনা শুনি।" তাঁর সরল ভাব এবং কথায় কথায় উপমাসমন্বিত তত্ত্বকথা শুনে মানবজহুরী কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। তিনিও কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁর সহিত কথা কইতে কইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়, এই হইতেই ক্রমে পরস্পরের প্রতি একটা আত্মিক আকর্ষণ ঘনীভূত হয়।

এই সময়ে কেশবেরও ভক্তিভাবের উন্মেষ হইতেছিল, তাহার জীবনে ব্রহ্মের মাতৃভাবের সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল, বিধাতা ঠিক সময়ে সেই ভাবের ভাবুক এক ভক্তের সঙ্গে তাঁহাকে

মিশাইলেন দেখিয়া তিনি অধিকতর আনন্দে রামকৃষ্ণকে গ্রহণ করলেন। কেশবচন্দ্রের উদার সার্ব্বজনীন মহাপ্রেম তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই সকল ধর্ম্মের সকল সাধু ভক্ত সাধক উপাসককে প্রসারিত হৃদয়ে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে উন্মুখীন করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বলিতেন, "আমার হৃদয় ব্লটিংএর মত যে কেউ আসেন তাঁর ভিতর যা কিছু ভাল তার ছাপ না দিয়া যাইতে পারেন না, সামান্য গায়ক বৈষ্ণব আসিলেও তার কাছে থেকে কিছু না আদায় করে ছাড়ি না, সেই ভাবে রামকৃষ্ণকে পাইয়া কেশবচন্দ্র তাঁর ভিতর যে সরল শিশুভাব, মাতালভাব ও পাগলভাব ছিল তার যথেষ্ট আদর করিতে লাগিলেন। কারণ কেশব যেমন তাঁর জীবনবেদে বলেছেন তাঁর আপনার ভিতরে সেই তিন মসলা ছিল। যদিও সে সমুদয় ভাব বাইরের জ্ঞান বিশ্বাস সভ্যতার আবরণে আবৃত ছিল, পরমহংসের জীবনে তাঁর সেই সকল ভাবে সায় পাইয়া তাঁর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হইল।

উপরোক্ত মিলনের পর হইতে পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই দেখা শুনা হইতে লাগিল এবং আত্মীয়তা ও ঘনিষ্টতা যথেষ্ট বৃদ্ধি হইল। এখন যাঁরা পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, বোধ হয় তাঁদের সকলকারই পূর্ব্বে আমরা উভয়ের সঙ্গে একত্রে ও পৃথকভাবে দেখা সাক্ষাতের সৌভাগ্য যথেষ্ট পেয়েছিলাম। কেশবচন্দ্র মাত্র দুই চারিবার বোধ হয় দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকট সদলে গিয়াছিলেন, কিন্তু পরমহংস বহুবার কমলকুটীরে আসিয়াছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসাতে রামকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গেও ধর্ম্মালাপ করতে গিয়েছিলেন, একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে ও প্রসঙ্গ করিতে যান।

বাস্তবিক রামকৃষ্ণ অতি সরল বালক স্বভাব প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসায় পাগল ভক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের যখন অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ সহচর, তাঁর একটীও শিষ্য তখন জুটে নি, দুএকজন মাত্র তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। তাই যেন তাঁরও দল করবার ভাব হয়, নরেন্দ্রনাথকে পেয়ে ক্রমে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়।

নরেন্দ্রনাথও তখন আমাদেরই মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, আমাদের যুবাদের একটী উপাসনা সমাজ ছিল, কলকাতা সীমলায় গৃহস্থ সাধক স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর বাড়ীতে সেই সমাজের উপাসনা হইত, আমিই উপাসনা কত্তাম, নরেন আমাদের গায়ক ছিলেন। একদিন আমরা উপাসনা কর্‌ছি, নরেনের গান শুনবার উচ্ছিলায় রামচন্দ্র দত্ত পরমহংসদেবকে সঙ্গে করে সেখানে আসেন। উপাসনার শেষে তাঁর স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসে পরমহংস দেবও কীর্ত্তনাদি করিয়া আমাদের খুব উন্মত্ত করলেন, যাবার সময় এই দলের মধ্যে বিশেষ করে নরেনকে তাঁর গান শুনাতে তাঁর কাছে যেতে বল্‌লেন। তৎপূর্ব্বে আমরাও যদিও দুএকবার আচার্য্যদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গেছলাম, কিন্তু নরেন কখনও যান নি তার পর থেকে যেতে আরম্ভ করলেন এবং ক্রমে তাঁর প্রেমের জালে ধরা পড়ে গেলেন।

এই সময় থেকেই রামকৃষ্ণের যত শিষ্য জুটিতে লাগিল ক্রমে তাঁকে ঈশ্বর করে তোল্‌বারও তাদের চেষ্টা হল। অদ্বৈতবাদের মতে গুরুই ব্রহ্ম, তাই থেকেই তাঁকে ঠাকুর ঈশ্বর ইত্যাদি বল্‌তে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তিনি নিজে এ ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অনেকটা দাস্য ভাবালম্বীই ছিলেন কখনও কেউ কাছে গেলে আগেই প্রণাম করতেন।

তাঁর মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্বে যখন আমরা তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, সেই যে নরেনের সঙ্গে উপাসনা করতে দেখেছিলেন, তাই মনে ক'রে বল্‌লেন, "তুমি ত সেই আচার্য্য গো আচার্য্য! বস; শা—রা বলে আমি ঈশ্বর, ওরে শা—রা ঈশ্বর কি কখনও এই গলার ঘায় মরে?"

এই কথা তিনি নিজ মুখে আমাকে বলেছিলেন, এ কি তিনি মিথ্যা বিনয়ে বলেছিলেন?

তাঁর গলার ঘা বা ক্যান্‌সার হয়েই মৃত্যু হয়। সে মৃত্যুশয্যায় তখনও তাঁর অতি অল্পই শিষ্য ছিল। নরেন্দ্রনাথকেও তখন আমাদের দলেরই জানতাম। আমাদেরই অনেকে তাঁর শেষ সেবা করেন। আমার সিন্ধুদেশের প্রিয় বন্ধু হীরানন্দ কতই রাত্রি জাগরণ করে তাঁর সেবা করেছিলেন, মৃত্যু হলে কাশীপুরের ঘাটে শবদাহ করে তাঁর দেহভস্ম শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল প্রমুখ আমরাই কীর্ত্তন করতে করতে রাম দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছির বাগানে নবসংহিতার মতেই প্রার্থনাদি করে, প্রোথিত করে আসি। আমার ব্রহ্মানন্দাশ্রমেও এখনও তাঁর ভস্ম একটী কৌটায় রক্ষিত আছে।

বাস্তবিক তাঁকে ঈশ্বর না বল্‌লেই যে তাঁর মহত্ব দেবত্বের সম্মাননা হয় না তা আমরা মনে করি না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তি উন্মত্ততা সমন্বিত জীবনের বর্ণনা বয়ে পড়ে মনে মনে তাঁর যে ভাব হৃদয়ঙ্গম করেছি জীবন্ত ব্যক্তিত্বে প্রত্যক্ষভাবে নবগৌরাঙ্গরূপই আমরা পরমহংস রামকৃষ্ণে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে কতই নেচেছি গেয়েছি, তাঁর পদতলে বসে কতই তাঁর প্রেমপ্রসাদ সম্ভোগ করেছি। তা কি আমরা ভুলতে পারি, না অস্বীকার করতে পারি। তিনি সত্যই ভগবদ্ভক্তি ডগমগ ভক্ত ছিলেন।

বিনীত সেবক
শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১লা ভাদ্র, ১৭ই আগষ্ট, রবিবার—শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস

দেবের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। এবং এই দিনে কলুটোলার গৃহে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথম মিলিত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া এদিন বিশেষ স্মরণীয় দিন। পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমে উপাসনায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আরাধনার কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং উপাসনার অবশিষ্টাংশ ভাই প্রমথলাল সেন নির্ব্বাহ করেন। অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। সন্ধ্যায় সামাজিক উপাসনা ভাই প্রমথলাল সেন নির্ব্বাহ করেন।

২রা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, সোমবার—সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যুবকদিগের প্রতি নিবেদন হয়। প্রথমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন, তৎপর ভাই প্রমথলাল সেন সাধু চিরানন্দের জীবনের কথা বলিয়া যুবকদিগকে উপদেশ দেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করেন। কামাখ্যাবাবু একজন বৈষ্ণবের সেবা কার্য্য ও নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম্মরূপে এ যুগের বিশেষ বিধান বলিয়া বিবৃত করেন। শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় মানবজীবনের কৈশোর ও যৌবন অংশের গুরুত্ব সম্পর্কে নানা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন।

৩রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কথকতা করেন। মুসলমান সাধু হয়ারীর জীবন অবলম্বনে প্রধানতঃ আজ বলিলেন। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তখন এই দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলনের ফলস্বরূপ অনেকগুলি সাধু জীবনের এদেশে সমাগম হয়। এই সব সাধকদিগের মধ্যে "হয়ারী" একজন মুসলমানবংশজাত অসাম্প্রদায়িক সাধক। ইঁহার উক্তি এবং অন্যান্য দুই একটি সাধুর উক্তি এই কথকতার ভিতর উল্লেখ করা গেল, মানুষ গুরু আমাদের কতটুকু সহায় হইতে পারেন? এ বিষয়ে সাধুর উক্তি এই:—

"মানুষ গুরু একজনকে ধর্ম্মের পথে খানিকটা এগিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরবাণী শ্রবণ, ঈশ্বরসম্ভোগের আসল যায়গাতে সঙ্গী হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই, কোনও স্ত্রী আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে যখন মিলিত হইতে যান তাঁর সঙ্গিনীরা খানিকটা পথ এগিয়েছেন। গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের যাওয়া অধিকার গৃহের অভ্যন্তরে যেখানে প্রিয়তম বাস করিতেছেন সেখানে অন্য কাহারো যাইবার অধিকার নাই। সেইরূপ ঈশ্বর এবং সাধকের মিলন ভূমিতে গুরুর যাওয়ার অধিকার নাই।

সাম্প্রদায়ের গণ্ডী:—কোনও সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে সাধক পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। সাধকের জীবনের সহায়তা ও রক্ষার জন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সময়ে সাম্প্রদায়িক গণ্ডি, শাস্ত্র গণ্ডি হইয়া আত্মাকে আবদ্ধ করে সম্প্রদায়ের গণ্ডি ও শাস্ত্রের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া আত্মা অসম্প্রদায়িক মুক্ত অবস্থায় উড্ডীয়মান হইলে উন্নতিপথে, মুক্ত পথে অগ্রসর হইয়া শান্তি আরাম ও ক্রমবিকাশ লাভ করিতে পারে। লোকে ক্ষেত্রের বেড়া দেয়, গরু ছাগল হইতে ক্ষেত্র রক্ষার জন্য, কিন্তু সময়ে বেড়াই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনার আয়তন বাড়াইয়া ক্ষেত্রকে নষ্ট করে; সেইরূপ সম্প্রদায় ও শাস্ত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে।

পাখী যখন বাসায় থাকে অনেক আরামে থাকে বটে, কিন্তু সেখানে তাহার কণ্ঠে সঙ্গীত বাহির হয় না। যখন সে বাসা ছাড়িয়া আকাশে উড়ে তখন কত সঙ্গীত তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করে, তেমনি মানুষ আপনার গৃহে, আপনার ধন জনের ও ঐশ্বর্য্যের বিভূতি মধ্যে অনেক সুখে আরামে বাস করিতে পারে, কিন্তু সেখানে তাহার আসল প্রাণের সঙ্গীত নানা সুরে বাহির হয় না, যখন সে বাহিরের এ সকল ছাড়িয়া অসঙ্গ, অকিঞ্চন, দীন হয়, তখন তাঁহার আত্মার সুর বাহির হয়, কত মধুর সঙ্গীত আত্মাপাখী চিদাকাশে উড়িয়া উড়িয়া গান করিয়া ধন্য হয়, জগৎকেও ধন্য করে।

কোন একটী অবস্থাপন্ন লোক আপনার ধন, ঐশ্বর্য্য, গৃহ, জনবলাদি সব হারাইয়া দেশ ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগীরূপে দূর দেশে নির্জ্জনে যখন বাস করিতেছিল, তখন তাঁহার প্রাণ হইতে অনেক সঙ্গীত ফুটিয়া উঠে, বিবিধ রাগিনীতে অনেক সঙ্গীত করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তুমি যখন গৃহে ছিলে, সুখে ছিলে, তখন তো সঙ্গীত কর নাই, এখন এই যে সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় এত সঙ্গীত তোমার প্রাণে কিরূপে আসিল? সে বলিল, পূর্ব্ব অবস্থায় বাহিরের সুখ ছিল, কিন্তু তাহাতে আত্মার বিকাশ হয় নাই, প্রাণের সঙ্গীত ফোটে নাই। ত্যাগের অবস্থায় আত্মার নূতন অবস্থা লাভ হইল, সঙ্গীত কণ্ঠ হইতে আপনি বাহির হইল।

ঈশ্বর সাধকের জীবনকে ভিক্ষা চান, অন্য বাহিরের কিছু চান না—পাছে সাধক বাহিরের কিছু ঈশ্বরকে দিতে চায়, তাই ঈশ্বর সাধককে বাহিরের সকল ধন হইতে বঞ্চিত করিয়া ফকির করেন যে, যখন ঈশ্বর তাহার দ্বারে ভিক্ষার্থ আসিবেন, সাধকের আর কিছু দিবার নাই বলিয়া সে তাহার আপনার জীবন ঈশ্বরকে দান করিবে।

অন্ধকে যেমন সূর্য্যদর্শনের বিষয় কিছুতেই বুঝান যায় না, তেমনি যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহাকে ঈশ্বরদর্শনের ব্যাপার কিরূপে বুঝান যাইবে?

বহু সাধকের পদধূলিতে চক্ষু আবরণমুক্ত হয়।

যখন অনন্ত জীবন সাধক উপলব্ধি করেন, তখন তিনি দেখিতে পান অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সাধকজীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবন একসূত্রে গ্রথিত।

ইত্যাদি বহু আধ্যাত্মিক উচ্চ সাধনতত্ত্ব বিবৃত হয়। অদ্যকার কথকতায় সকলের প্রাণকে বিশেষ আকর্ষণ ও মুগ্ধ করিয়াছিল।

৪ঠা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট বুধবার জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ প্রার্থনা করিয়া জেনারেল বুথের জীবনের কথা বলেন ও পাঠাদি করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে জেনারেল বুথের মুক্তিফৌজ দলের কলিকাতাস্থ কতকগুলি পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইয়া সঙ্গীত, প্রার্থনা, পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন। তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম ও ত্যাগ বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ।

৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সেন নির্ব্বাহ করেন। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, অখিলচন্দ্র রায়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী বিশেষ প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে অনেকে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর প্রচারাশ্রমে প্রসঙ্গ হয়।

৬ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট শুক্রবার রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ নির্ব্বাহ করেন। ভাই প্রমথলাল সেন, ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী প্রার্থনা করেন। সামান্য আরম্ভ হইতে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ পরিণতি যে নববিধানের ক্রমবিকাশে তাহা অদ্যকার উপাসনায় ব্যক্ত হয়। অপরাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে "জন্মাষ্টমী" উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জীবন বিষয়ে প্রসঙ্গ ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি হয়। ডাক্তার সুন্দরী-মোহন দাস মহাশয় মত্তভাবে সহিত কীর্ত্তন করেন।

৭ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট শনিবার "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা" উপলক্ষে প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিয়মাবলী পাঠ ও ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে আচার্য্যদেবের একটী উপদেশ পাঠ করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনার মাহাত্ম্য বিষয়ে উপদেশ দেন।

৮ই ভাদ্র রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসবের বিবরণ আমরা পরে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র।

[জন্ম ১৮৩৮, প্রচারব্রত ১৮৬৬, স্বর্গ ২১শে আগষ্ট ১৯১৭]

নববিধান যে সত্যই বিধাতার এক অদ্ভুত নূতন বিধান, ইহার প্রেরিত দল সংগঠনেই তাহার প্রমাণ। এই বিধানের প্রধান লক্ষণ দল ও পরিবার। তাই যেমন বিধাতা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে এই নববিধান ঘোষণে আহ্বান করিলেন, অমনি তাহার সহিত তাঁহার ভাবের অনুগামী একটী দলও স্বয়ং প্রেরণ করিলেন। এক এক জন এক এক ভাবের বিশেষত্ব লইয়া, এক এক বিশেষ কার্য্যের ভার লইয়া এই দলে জুটিয়া গেলেন। এই দলটী ঠিক যেন একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

এই শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষত্ব, মস্তিষ্ক চিন্তা করে, মুখ কথা বলে, চক্ষু দেখে, কর্ণ শুনে, হাত কাজ করে, পা চলে। সবার ভিন্ন ভিন্ন কাজ, অথচ সবগুলি না হইলে দেহ বাঁচে না, পূর্ণ হয় না। ঠিক তেমনি নববিধানের প্রেরিত দলটী বিধাতা স্বয়ং গঠিত করিয়া পৃথিবীতে তাঁহার বিধান পরিবারটী কেমন হইবে তাহার একখানি যেন আদর্শ গঠন করিয়া দিয়াছেন।

তাই ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে নববিধান অঙ্গে প্রতাপ, অমৃত, অঘোর, ত্রৈলোক্য, গিরিশ, গৌর, বঙ্গ, উমানাথ, দীননাথ, প্রসন্ন, রাম, মহেন্দ্র, কান্তি, প্যারীমোহন প্রভৃতির সংযোগ হইয়াছিল। ইঁহা-দের প্রত্যেককেই কিছু কিছু বিশেষত্ব দিয়া বিধাতাই স্বয়ং ইঁহাদের এক এক জনের উপযোগী কার্য্যভার ইঁহাদিগকে দান করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রও ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সেই বিশেষত্বের সমা-দর করিয়া ইঁহাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করেন।

ইঁহাদের যেমন ঈশ্বরপ্রেরিতত্ব দেবত্ব, তেমনি ইঁহাদের ভিতর যে মানবীয় ভাব ছিল না তাহা নয়, আচার্য্য কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেকের ভিতর দেবত্বেরই সম্মান করিয়া, তাহাই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভাই কান্তিচন্দ্র প্রধানতঃ এই দলের প্রতিপালক রূপে প্রেরিত হন। তিনি শান্তিপুরের নিকট উলা গ্রামে সুবিখ্যাত মিত্র কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হাবড়ায় কার্য্য উপলক্ষে বাস করিতে করিতে তিনি রামকৃষ্ণপুরের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সেন, ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে এক আফিসে কাজ করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলে, কান্তিচন্দ্র কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া একেবারে প্রচারকদলের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন।

প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র যখন পিতৃপরিবার হইতে পৃথক্ হইতে বাধ্য হন, তখন কান্তিচন্দ্রই তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রহণ করেন। এখন হইতে শ্রীকেশবপত্নী সতী জগন্মোহিনী দেবী পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহাকে "কাকাবাবু" বলিয়া ডাকিতে বলিয়া দিলেন এবং তাহাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা কাকাবাবুর কাছ থেকেই চাহিতে বলিলেন।

কান্তিবাবু কেশবচন্দ্রের পরিবারের সেবার ভার গ্রহণ করিতে করিতে সমুদয় প্রচারকগণেরও পরিবারবর্গের ভার লইলেন। তখন যে সে সকল পরিবারগুলিই প্রায় এক ভিক্ষান্নবর্ত্তী পরিবার হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সকল প্রচারকদিগের ছেলে মেয়েরই

তিনি কাকাবাবু হন। ক্রমে সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রায় তিন পুরুষের কাকাবাবু হইয়া কান্তিচন্দ্র সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ পরিবার ছিল না, সবার পরিবারই তাঁর হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থানকালে সকল পরিবারগুলি এক পরিবারের মত কেমন তাঁহাকেই অভিভাবক জানিয়া প্রতিপালিত হইত। একই মিশন আফিসের ভিক্ষার সংস্থান ও পুস্তকাদি প্রচার ও বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি সকল পরিবারের সেবা করিতেন। প্রচারকগণ প্রচারকার্য্য ও নানাপ্রকার সেবার কার্য্য করিতেন, ভরণপোষণের ভাবনা তাঁহারা আর ভাবিতেন না। এতগুলি পরিবারের ভার বহন কি সহজ? "ঈশ্বর যোগাইবেন" এই মন্ত্র অবলম্বনে তিনি এই মহা দায়িত্ব বহনে সক্ষম হইতেন।

কেশবচন্দ্রের পরলোকগমনের পর প্রচারকপরিবার মধ্যে এবং আচার্য্যপরিবার ও দলের মধ্যে মিলনবন্ধন দুর্ভাগ্যবশতঃ তেমন দৃঢ় আর রহিল না। তাই তখন যে কয়জন তাঁহার অভিভাবকত্ব স্বীকার করিয়া রহিলেন, কান্তিচন্দ্র তাঁহাদিগকে লইয়া মিশন কার্য্যালয়কে আশ্রমরূপে গঠন করিয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত সেবাব্রত সাধনেই জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়টা সত্যই বড় কোমল ও পরসেবাপরায়ণ ছিল।

ভাই বলদেবনারায়ণ।

[জন্ম ২৯ জুন, ১৮৫৫, ব্রতগ্রহণ ১৮৮৭, স্বর্গ ১১ আগষ্ট ১৯৩০]

কোন্ অজ্ঞাত কুল হইতে কাহাকে আনিয়া বিধাতাপুরুষ কাহার জীবনে কি লীলা করেন কে বলিতে পারে? ধন্য নববিধান! এ বিধানেও যে তিনি এইরূপ কত জীবনে কতই অলৌকিক লীলা করিতেছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

গয়ার এক জঙ্গল পল্লীতে জন্ম দিয়াও নববিধানবিধাতা ভাই বলদেবনারায়ণকে নববিধানের প্রচারক ব্রতে অভিষিক্ত করিলেন ও তাঁহার জীবনে যে অদ্ভুত লীলা দেখাইলেন তাহা স্মরণ করিলে কে না বিধাতা ও তাঁর নববিধানের মহিমা গান করিবে?

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যখন সদলে নববিধান অভিযান যাত্রায় গয়ায় গমন করেন, তখন একটি সরলস্বভাব ধর্ম্মপিপাসু অল্পশিক্ষিত বিহারী যুবক তাঁহার দৃষ্টিজালে ধরা পড়েন। "আমি অস্পৃশ্য কুত্তা" বলিয়া বলদেব প্রথম পরিচয় দেন এবং প্রচারযাত্রীদলের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া তখনকার ধর্ম্মশিক্ষার্থী যুবকদলে যুক্ত হন। তাঁহার সরল শিশুত্ব ও ধর্ম্মপিপাসু শিক্ষার্থীর ভাব শীঘ্রই তাঁহাকে সকলকার প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

যখন শ্রীমৎ আচার্য্যদেব শেষ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সীমলা যাত্রা করেন, যুবকদিগের মধ্যে ভাই প্রিয়নাথকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন মনোনীত করিয়াছেন শুনিয়া বলদেব অগ্রেই গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া থাকেন এবং সেখানে গিয়া আচার্য্যদেবের সেবাদি করিয়া ও সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া জীবনের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়া ধন্য হন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর ভাই বলদেব যুবকদলের মধ্যে প্রথম প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে পারস্য ভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বিহারাঞ্চলে প্রচারকার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিয়া তিনি ভাই দীননাথের সহকারীতা কিছুদিন করেন। পরে শিক্ষার্থী যুবকদলস্থ বন্ধু সাধু হীরানন্দের আহ্বানে সিন্ধুদেশে গিয়া নানা স্থানে প্রচার করেন। সেখান হইতে তিনি বেলুচিস্থানেও গিয়াছিলেন।

বোম্বাই গিয়া প্রচার করিতে বিরোধীগণ একবার জুতার মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দেয়। দাক্ষিণাত্যের মাঙ্গালোরে কিন্তু ভাই বলদেব প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট কৃতকার্য্য হন। সেখানে অনেকেই তাঁহার প্রভাবে বিধানাশ্রয় লাভ করেন। এখান হইতে তিনি চাফেজের দেশে নববিধান প্রচার করিতে প্রথমে বসরা, তার পর বোগদাদে গমন করেন। এখানেই বিষম বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞাত অপরিচিত জাতির মধ্যে কেমনে প্রাণত্যাগ করেন কিছুই জানা যায় নাই। ধন্য তাঁহার জীবন। তিনি চিরকুমার, বৈরাগী, বিশ্বাসী, ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।

—০—

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর যাঁহারা নববিধান প্রচার প্রচারব্রতে আহুত হন তাঁহাদিগের মধ্যে কার্য্যোদ্যম এবং ধর্ম্মোৎসাহে ভাই ব্রজগোপাল প্রেরিতত্বের পরিচয় অতি উজ্জ্বলরূপেই দিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা সরল ভাবে বিশ্বাস করিতেন, নির্ভয়ে তাহা বলিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং আত্মজ্ঞানে যাহা বুঝিতেন তাহাই করিতেন, কাহারও মনোরঞ্জনার্থ কিছুই করিতেন না। পরসেবা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার এবং যাঁহাদের সহিত তাঁহার মতে নাও মিলিত তাঁহাদিগেরও স্বাধীনতার সম্মাননা করা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব ছিল।

গত ২৭শে আগষ্ট স্বর্গগত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী ও শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর উদ্‌যোগে ও আহ্বানে প্রচারাশ্রমস্থ দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি উপাসনাকালে নববিধানের নব ভক্তির উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণন কালে উল্লেখ করেন যে, শুধু সাধু অঘোর নাথের জীবনে যোগের সঙ্গে ভক্তির উন্মেষ হয় নাই, লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদির ভিতর দিয়াও এই ভক্তির ধারা কেমন জীবনে জীবনে ও মণ্ডলীতে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া

গিয়াছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দেহে বিদ্যমান সময়ে ত্রৈলোক্য নাথের ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা এবং কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্করের "গৌর ও গৌতম" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ভাই ব্রজগোপালের মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র তাহার সাক্ষ্য দান করে। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিরঞ্জন নিয়োগী স্বর্গগত প্রেরিত প্রচারকদিগের যে সচিত্র জীবনচরিত বাহির করিয়াছেন, তাহা ঐ ভক্তির পথে কার্য্যের ক্রমিক প্রচেষ্টা। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর জীবনের বিশিষ্টতা উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ঐ স্থানে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর জীবন অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি স্বর্গগত ভাইয়ের জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া কিছু কিছু বলেন। শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রার্থনা করেন।

প্রাপ্ত।

সতীত্বের প্রভাব।

মা নববিধান-জননী স্বয়ং মহাসতী হইয়া তাঁরই প্রকৃতি দিয়া নারীচরিত্র রচনা করিয়া তাহাকে মহামূল্য সতীত্ব রত্নে ভূষিত করিয়াছেন। নারী আজন্ম সতী, এই সতীগণই সন্তানের জননী হইয়া জগন্মাতার প্রভাবে সন্তান পালন করত, তাহাদিগকে দেবত্বের অধিকারী করেন। এই যে সতী জাতির সমষ্টি, ইহাই মহাশক্তিরূপা জগজ্জননীর জীবন্ত প্রকাশের স্থান। শিশু যে সে, মা সর্ব্বস্ব না হইয়া বাঁচে না, যুবক যে, সেও মাতৃশক্তিতে শক্তিশালী হইয়া দুর্দ্দান্ত রিপুকুলকে সংহার করে। বৃদ্ধ যিনি, তিনিও পরিণামে মাতৃবক্ষ আশ্রয় করিয়া ভবসংসারের ভীষণ তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান। নারীর সতীত্বই, দুর্ব্বল প্রকৃতি মানবকে ভীষণ ভীষণ পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করে। পূর্ব্ব কালে পরম সতী, সাধ্বী সীতাদেবীর কাতর ক্রন্দনে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বংশ ধ্বংস করিয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে এই যে চারিদিকে সতী মণ্ডলীর ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি, ভয়ানক বজ্রাগ্নির ন্যায় ভারতবক্ষকে কম্পিত করিতেছে, না জানি ইহা দ্বারা কি অমঙ্গলই না উৎপন্ন করিবে। তাই আমরা যতই এই সতীত্বের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করি ততই মনে হয়, সত্যই হীন প্রকৃতির মানব আমরা, তাই এ হেন দেবদুর্লভ সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া দিন দিন ভীষণ পাপপঙ্কে ডুবিয়া মরিতেছি। অতএব এ দুর্দ্দিনে সমস্ত সতী মণ্ডলীর পদধূলি মাথায় লইয়া, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত আর আমাদের গত্যন্তর নাই। তাই নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য ভক্ত চিরঞ্জীবের সুরে সুর মিলাইয়া, এস ভাই কাতরস্বরে গান করি, "মা বলে কাঁদি সকলে আয়, তোরা আয়, আয়, মা বিনা আমাদের আর নাহি যে উপায়।" এবং এস ভাই! সবাই অনুতপ্ত অন্তরে প্রার্থনা করি—মা পতিতোদ্ধারিণী! আমরা যে আমাদের মাতৃ জাতির প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছি ও করিতেছি এজন্য তোমার পবিত্র, চিরপ্রেমের নববিধানের বিরুদ্ধেই মহাপরাধ করিয়াছি, মা গো! কৃপা করে তুমি এই সতীদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী সন্তানদিগকে মহাপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার কন্যাদের সতীত্ব রত্নকে রক্ষা কর এবং তোমার ভারতবক্ষকে শান্তিজলে শীতল কর।

অমরাগড়ী
২৬।৮।২৪।

প্রণত সন্তান
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

বিশ্ব-সংবাদ।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সময়ে একটী বঙ্গীয় সৈনিক দল নূতন গঠন করিয়া পাঠান হয়। ইহারা করাচী হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম বসরায় কিছুদিন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে, সেখান হইতে বোগদাদে গিয়া ছয়মাস কাজ করে; অনেকের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, আজীজায় এই দলকে পাঠান হয়, সেখান হইতে কুটে গিয়া তাহারা এক ইংলণ্ডীয় সেনাদলকে কার্য্য হইতে অবসর দান করে। সেখান হইতে তনুমাতে ও তানুমা হইতে কুর্দিস্থানে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়। এইরূপে তিন বৎসর কাজ করাইয়া ভারতে আনিয়া এই সৈনিক দল ভঙ্গ করিয়া কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হয়। এই দলের যে সকল সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাত হয়, তাহাদিগের স্মরণার্থ কলেজ স্কোয়ারে একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভে মৃত ব্যক্তিদিগের নাম ধাম ও তারিখ লিখিত হইয়াছে এবং সম্মুখে লেখা আছে স্মরণার্থ, সেই ৪৯ বঙ্গীয় রেজিমেণ্টের সৈনিকদিগের যাহারা ১৯১৪—১৯১৯ সালের মহাযুদ্ধে মৃত "ঈশ্বরের, রাজার ও দেশের গৌরবের জন্য" যদিও যুদ্ধের পক্ষপাতী আমরা কখনই হইতে পারি না, কিন্তু দেশের, রাজার এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের গৌরবার্থে যাঁহারা প্রাণদান করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ অনুষ্ঠানে আমরা চিরকাল প্রশংসা করিব এবং এই প্রাণ উৎসর্গকারীদিগকে শ্রদ্ধার্পণ করিব। তাঁহাদিগের আত্মার নিত্য শান্তি হউক।

***

বিজ্ঞানবিদ্গণ নাকি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন, কোন কোন পুরুষ পতঙ্গ কিছুদিন পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার স্ত্রী পতঙ্গ পুরুষত্ব লাভ করে, এমনই ভেক, কুক্কুট, কপোত এবং ছাগেরও মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। বিধাতার রাজ্যে কতই অলৌকিক ঘটনা ঘটে তাহা নির্ণয় করা যায় না। মানবের মধ্যে এরূপ জাতীয় পরিবর্ত্তন একেবারে না হউক, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অনেক নরনারীতে দেখা যায়।

মেয়েলী পুরুষ এবং পুরুষস্বভাব নারী কতই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নবসংহিতা বলেন, "পুরুষ যেন নারীপ্রকৃতি না ধরে এবং গৃহকর্ত্রীর কার্য্য না করে। স্ত্রীলোক হইয়াও কেহ যেন পুরুষত্ব অন্বেষণ না করে এবং পুরুষোচিত কার্য্যে অভিলাষিণী না হয়। উভয়ে ঈশ্বরনিয়োজিত নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করুক।"

•*•

সম্প্রতি আমেরিকার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানী ছয় শত মাইল দূরস্থ ব্যক্তির ফটোগ্রাফ টেলিফোন দ্বারা তুলিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে ৭৭৬ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সেদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার পত্নীর ফটো তোলা হইয়াছে। ওয়াসিংটন সহরের একজন আবিষ্কর্তা রেডিও আলোকযোগে নিউইয়র্ক হইতে পোলাণ্ডের ফটো তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে তুলিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানের শক্তি। কিন্তু অধ্যাত্ম আলোকে বিশ্বাসের প্রভাবে পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগেরও ছবি হৃদয়ে আরো সহজে তোলা যায়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ কি তাহা বিশ্বাস করিবেন না?

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ২রা ভাদ্র সোমবার পূর্ব্বাহ্নে ঢাকুরিয়া-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডুর ২য় কন্যার জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শিশু কন্যা সন ১৩৩১ সালের ৫ই শ্রাবণ প্রাতে ৭।৩৫ মিঃ সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। এই শুভানুষ্ঠানে সেবক অমলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। মা বিধানজননী শিশু ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ ও দীক্ষা—ফরিদপুর হইতে ভ্রাতা শশিভূষণ তালুকদার গত ১৮ই আগষ্ট লিখিয়াছেন:—পরম প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু মহাশয়ের সপ্রেম ও সনির্ব্বন্ধ আহ্বানে আমি ফরিদপুর আসিয়াছি। বিগত শনিবার প্রাতে তাহার স্নেহের পুত্র শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসু বি, এ, এবং তাহার পত্নী শ্রীমতী ... দেবী ভগবানের কৃপায় নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বিনয়ভূষণ বর্ত্তমান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ফরিদপুর নগরে একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে নূতন বাসা ভাড়া করিয়াছেন এবং তাহার পুত্র কন্যা ও জামাতা শ্রীমান অবনীমোহন গুহ প্রভৃতি সকলে এই উপলক্ষে এখানে আসিয়া সম্মিলিত হওয়ায় গৃহ উৎসবময় হইয়াছে। গত কল্য শ্রীমান বিভূতিভূষণের নবকুমারের নামকরণ অনুষ্ঠান অতি সুগম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ নবকুমারকে "মৃণালভূষণ" নাম প্রদত্ত হইল। অনুষ্ঠান অন্তে শ্রদ্ধেয় বিনয়বাবু বন্ধুবান্ধব এবং দীন দরিদ্রকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। এই উপলক্ষে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচার আশ্রমে ৫৲, টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ময়মনসিংহ নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৫৲, ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ও ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই দুইটী পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা মা বিধানজননীর অপরিসীম করুণা এবং বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ ও আশান্বিত হইয়াছি। মা বিধানজননী তাঁহার দুইটী দীক্ষিত পুত্রকন্যাকে এবং তাহাদের প্রাণপ্রতিম সন্তানটীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন। আপনারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের অষ্টবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৫ই আগষ্ট দুই বেলাই উপাসনা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইতে "সহজ বিশ্বাস" ও তাঁর উপদেশ হইতে "ব্রহ্মমন্দির নৌকাস্বরূপ" উপদেশ পাঠ ও তদনুসারে প্রার্থনা হয়। উক্ত সমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ মহাশয় দুই বেলাই বেদীর কার্য্য করেন। ঐ দিন বৃষ্টি বাদল হওয়া সত্ত্বেও অনেকগুলি যুবক ও বয়স্থ ব্যক্তি উপাসনাদিতে যোগদান ও মত্ততার সহিত কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। এই উৎসব অতি গম্ভীর এবং ভক্তিভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ও স্থানীয় বিশ্বাসীমণ্ডলী মা বিধান জননীর প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন। ঐদিনকার উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ স্থানাভাবে প্রকাশ করিবার সুবিধা হইল না।

চট্টগ্রাম নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌পঞ্চাশৎ ভাদ্রোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইবে।

২৩শে আগষ্ট, শনিবার—সন্ধ্যা ৬॥০টায় কীর্ত্তন ও শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস বি, এ, হেড মাষ্টার কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা।

২৪শে আগষ্ট, রবিবার—প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন, তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীকালীচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ... মহাশয় প্রভৃতি কর্ত্তৃক পাঠ ও আলোচনা। সন্ধ্যায় ৬॥০টার সময় কীর্ত্তন তৎপরে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৫ই আগষ্ট প্রাতে কটকস্থ কালীগলিতে ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর পরিবারে ও গত ১৭ই আগষ্ট রবিবার প্রাতে কটক তুলসীপুরে মিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়কের গৃহে তাঁহার পরিবার স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের পরিবারবর্গের সহিত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন।

সেবা—গত ১৭ই আগষ্ট রবিবার কটক ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ সামাজিক উপাসনায় বেদীর কার্য্য করেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে তাঁহার জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ঈশ্বরদর্শন কি জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে ও দেখাইতে বর্ত্তমান বিধান বিশেষ ভাবে সমাগত এই সম্বন্ধে নিবেদন করেন।

জন্মদিন—২৮শে আগষ্ট স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে কমলকুটীরে বহুসংখ্যক কাঙ্গালীকে খিচুড়ী ভাজা ও তরকারী, এবং দই মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ কামাখ্যাবাবু একটি হৃদয়-গ্রাহী প্রার্থনা করেন। কয়েকটি পরোপকারী সহৃদয় যুবক অতি উৎসাহের সহিত গরীবদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন। উপস্থিত কাঙ্গালিগণ সমস্বরে "জয় ভগবান কি জয়" "জয় গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব কি জয়" বলিল। স্বর্গের আশীর্ব্বাদ এই উপকারী সন্তানদের উপর বর্ষিত হউক। উপস্থিত সকলেই ধন্য হইল। সন্ধ্যার সময় ভাই প্রমথলাল প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৩ই ভাদ্র শুক্রবার প্রাতে হাওড়া কাসুন্দেবাসী বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের "মাতৃমন্দিরে" অমরাগড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যা সুষমার ৪র্থ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। শশিবাবু তাঁর গুণশালা ও সেবা-পরায়ণা কন্যার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চিরশান্তি দায়িনী মা পরলোকগতা কন্যাকে তাঁর অমৃতময় বক্ষে রক্ষা করুন।

বিগত ২৯শে জুলাই, মঙ্গলবার—কুচবিহারপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ৮ম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর কুটীরে বিশেষ উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ মহাশয় করেন। আচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইতে "ভক্ত-সন্তানের প্রার্থনাটী পাঠ হয়। কেদার বাবু পরলোকগত সন্তানের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময়ী মা পরলোকগত শিশু আত্মার নিকট তাঁর উজ্জ্বল প্রেমমুখ প্রকাশ করুন।

গত ২৮শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯টার সময় কলিকাতা পাড়পার নিবাসী ভ্রাতা সতীশচন্দ্র দত্তের পত্নী স্বর্গীয়া সরলা দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন, ভ্রাতা সতীশচন্দ্র পত্নীর গুণাদি বর্ণনা করিয়া সকাতরে প্রার্থনা ও নিজ রচিত সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। মা বিধানজননী পরলোকগতা আত্মাকে তাঁর মঙ্গলময় বক্ষে রক্ষা করুন।

গত ৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রী ৭॥টার সময় হাওড়া বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের স্বর্গীয়া পত্নীর ও কনিষ্ঠা কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপাসনায় হাওড়ার কয়েক জন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা যোগদান করিয়াছিলেন, দীনবাবু তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত করিয়া নিজের আন্তরিক ভাব প্রকাশ করেন। চির শান্তিদায়িনী মা ! পরলোকগতা আত্মাগুলিকে তাঁর শান্তিময় বক্ষে রক্ষা করুন।

শিলচর হইতে শ্রীমতী সৌদামিনী সেনগুপ্তা গত ১৬ই আগষ্ট লিখিয়াছেন :—স্বর্গগত পূজ্যতাত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিনোপলক্ষে আমাদের বাসায় গত কল্য প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয় তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে স্বর্গীয় মহাত্মার জীবনের বিশেষ কার্য্য বিবৃত করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের দিনোপলক্ষে একটী কবিতা লিখিত হইয়াছে।

গত ১১শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কানপুরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে স্বর্গীয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের স্মরণার্থে উপাসনা হয়। রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয় উপাসনাকার্য্যে ব্যবহৃত হন। স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ যোগদান করেন।

গত ১৫ই আগষ্ট সায়াহ্নে কটকস্থ স্বর্গীয় রায় মধুসূদন রাও বাহাদুরের পারিবারিক দেবালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণার্থ ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা ও পরলোকতত্ত্ব এবং ভাই গিরিশচন্দ্রের জীবনতত্ত্ব বিষয়ে পাঠাদি করেন। স্থানীয় প্রায় সকল ব্রাহ্ম ও অন্যান্য অনেকগুলি বন্ধু এবং মহিলা যোগদান করেন।

গত ১৬ই আগষ্ট কটকের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মধুসূদন রাও মহাশয়ের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পারিবারিক দেবালয়ে প্রাতে এবং সায়াহ্নে ডাক্তার জয়ন্ত রাও মহাশয়ের হাসপাতালস্থ বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। উভয় স্থানেই ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

নববিধান প্রচার আশ্রম।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বাসী কোন কোন পরিবারকে উচ্চ আদর্শে এক মিলিত পরিবারে মিলিত হইয়া বাস করিতে পারেন তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধু ভক্ত মহাজনদিগের প্রাণের ভিতর যে স্বর্গের আদর্শ উপস্থিত হয়, তাঁহারা বাহিরে তাহার আকার দিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা বাহিরে আকার ধারণ করিয়া কতদূর পূর্ণতা লাভ করিল, কত দিন স্থায়ী হইল না হইল, তাহা তাঁহাদের ভাবনার বিষয় হয় না। আকার স্থায়ী হউক না হউক সেই আকারের অথবা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সেই আদর্শটীর স্বর্গীয় ভাব তাঁহারা নানা অনুষ্ঠান, উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ ও আচরণ উপলক্ষ করিয়া ভাবিবংশের জন্য প্রতিফলিত ও স্থায়ীভাবে রক্ষা করিয়া যান। ভবিষ্যদ্বংশ আবার নব নব ভাবে সেই স্বর্গের আদর্শটীকে আকার দান করিয়া বিধাতার বিধানকে জীবনের আচরণে ব্যবহারে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নববিধান প্রচারাশ্রমও কোন না কোন আকারে সেইরূপ বিশেষ একটী আদর্শের আকার দানের প্রচেষ্টা। অবশ্য ভারতাশ্রমের লক্ষ্য এবং প্রচারাশ্রমের লক্ষ্য সর্ব্বথা এক নহে।

বর্ত্তমান নববিধান প্রচারাশ্রম কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্তরের উচ্চ আদর্শকে বাহিরে আকার দানের ফল নহে। ইহা বিশেষ ঘটনার ভিতর দিয়া কয়েকটী প্রেরিত প্রচারকের মিলিত জীবনের ও মিলিত ভাবে বিধাতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বাস করিবার প্রচেষ্টারই ফল। স্বয়ং বিধাতা কয়েকটী বিশেষ জীবনকে অবলম্বন করিয়া ইহাকে আহ্বানিত করিয়াছেন, যখন

বিধাতা এখন কয়েকটী বিশেষ জীবনকে মিলিত করিয়া ইহাকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া রক্ষা করিতেছেন। মিলনের ভিত্তিতে অন্য কথায় শ্রীদরবারের স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানকে ভিত্তি করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। অতীত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দান করিবে।

বিশেষ দান।

গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে আমরা বিশেষ দান দয়াবতী ও দয়াবান দাতৃগণ হইতে নিম্নলিখিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়া দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করিতেছি এবং সেই দানের সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

প্রথম বারে—Mrs. S. C. Ray—চাউল ।৫ পনের সের মুগের ডাউল /২॥, মুশারী ডাউল /২॥, অড়হর ডাউল /১। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী—সরিষার তৈল ছয় বা সাত সের। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়—ঘৃত /২॥। শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায় ১৲।

দ্বিতীয় বারে—S. C. Ray—উষণা চাউল ॥০ অর্দ্ধ মণ, আতপ চাউল /৮ সের। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী—পাঁচ রকমের ডাউল /৮৫ সের, তৈল /৫ সের। Dr. B. C. Roy—ঘৃত /২॥ সের।

তৃতীয় বারে—ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী—মুগের ডাউল /৩ সের, মুশারী ডাউল /৩ সের, ছোলার ডাউল /২॥ সের, অড়হর ডাউল /২॥ সের, মটর ডাউল /১, তৈল /৫ সের। ডাক্তার সুব্রত চন্দ্র সেন ও বিধান চন্দ্র রায়—ঘৃত /৩ সের। ইহা ভিন্ন শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ ও শ্রীমতী জ্ঞানপ্রিয়া বসু জলখাবার জন্য ৫৲ টাকা।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন ও জুলাই মাসের প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

[এককালীন ও আনুষ্ঠানিক দান]

স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের পুত্রগণ পিতৃ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১০৲, স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী দিদিমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲ ঐ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সহধর্ম্মিণী ২৲, শ্রীমতী শান্তিপ্রভা মল্লিক ৫৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৫০৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৩৲, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নাগ ১৲, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত (কোন বিবাহ উপলক্ষে) ১৲, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র পিসেমহাশয় অমৃতলাল বসুর আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে ১০৲ স্বর্গগত মন্মথধন দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৲, অপর এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৫০৲, শ্রীমান বিনোদবিহারী নাগ ১০, শ্রীমান দীনেশ চন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা রায় ৫৲, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার পৌত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲।

[মাসিক দান]

মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পাল ৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীমান জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার ১৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত এস, এন, গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ৬৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা ৪০৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি ৪৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ১৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৲।

[এককালীন ও আনুষ্ঠানিক দান]

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৫৲, অন্য এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৫৲, স্বর্গগত পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সহধর্ম্মিণী ৪৲, স্বর্গগত শ্বশুরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী ২৲, শ্রীযুক্ত কমণীয় কুমার সিংহ (কুমিল্লা) ৫৲, আর এক বন্ধু হইতে ৫৲, শ্রীমতী শশাঙ্কপ্রভা দত্ত স্বামীর শ্রাদ্ধে ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ৫৲, শ্রীযুক্ত হাজারী লাল ভড় ৩৲, শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী বীর ৪৲, অপর এক বন্ধু হইতে ৫৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্বর্গগত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ৫৲, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল ১০৲, অন্য এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৲, শ্রীমান পুণ্যকমল রায় ২৲, কোন এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ২০৲, কোন মাননীয়া মহিলা হইতে প্রাপ্ত ১০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫০৲, কোন এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৲, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, মিঃ রহমান্ তাকেদা ৫৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের সহধর্ম্মিণী ১৲, কোন এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৲, কোন এক বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ২০৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হাসমত রাও ১০৲, শ্রীমতী সুনীতিবালা ঘোষ ও শ্রীমতী জ্ঞানপ্রিয়া বসু ৫৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৲, শ্রীমান জ্যোতি কুমার কুণ্ডু ৫৲, স্বর্গগত পুত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী সুধা দেবী ৫৲ টাকা।

[মাসিক দান]

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত অজিত নাথ মল্লিক ৪৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, স্বর্গগত আর, এল, দত্ত ১৫, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির উপাসকমণ্ডলী ১০৲, শ্রীযুক্ত হরসুন্দর দাস ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

আত্মনিবেদন।

গ্রাহকমহাশয়গণের স্নেহ ও সহানুভূতির উপর ধর্ম্মতত্ত্বের রক্ষণ ও পরিচালনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের এই সেবাকার্য্যের প্রতি গ্রাহকমহাশয়গণের মধ্যে কেহ কেহ কৃপাদৃষ্টি না করায় আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের জানান সত্ত্বেও তাঁহাদের দেয় মূল্য বাকী রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মতত্ত্বের মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ, টিকিট ইত্যাদিতে মাসিক গড় ৬৫৲ টাকা নগদ ব্যয় হইতেছে। আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, গ্রাহকমহাশয়গণ তাঁহাদের দেয় বাকী মূল্য যত শীঘ্র সম্ভবে পাঠাইয়া ধর্ম্মতত্ত্বকে রক্ষা করিবেন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যংশাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৫৯ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 17th September, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধানবিধায়িনি, তুমি ত নিত্য উৎসবদায়িনী। তোমার উৎসব কি স্থানে, কালে, অবস্থায়, সুযোগ, সুবিধায় নিবদ্ধ? পুষ্করিণীতে, নদীতে যখন প্রবল বাতাস বয় তখন তরঙ্গ দেখা যায়, যখন তাহা বহে না তখন ত তরঙ্গ হয় না। কিন্তু বাতাস বহমান হইলেও যেমন না হইলেও তেমন, মহাসাগর সদাই তরঙ্গায়িত, তরঙ্গের পর তরঙ্গ নাচিতেছে, গাইতেছে, উন্মত্ত মহোৎসবে মত্ত হইয়াই রহিয়াছে। কেহ শুনুক না শুনুক, কেহ যোগ দিক না দিক, মহাসাগর কোথাও বালুকাস্তূপে, কোথাও পর্ব্বতের তলে সবারই পদানত হইয়া সেই মহেশ্বরের মহিমাগানে নিত্য উৎসবান্বিত। এইরূপই ত মা তোমার ভক্তবৃন্দেরও নিত্যোৎসব। আমাদের যখন সুযোগ সুবিধা হয়, বাইরের অনুকূল পবন বয়, তখনই একটু মনে উৎসবের আনন্দহিল্লোল অনুভূত হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রতিকূল অবস্থায় কি স্বর্গবাসী দেবগণ যে নিত্য উৎসবে মত্ত, ঐ মহাসাগর যে মহানন্দে আনন্দিত সে আনন্দোৎসব সম্ভোগ হয়? শুনি, মহাসাগর যে অন্তরস্থ মহা জলকম্পনশক্তি প্রভাবেই এত সদা তরঙ্গায়িত উদ্বেলিত। মা নিত্যানন্দময়ি, ঐ পুত্তলিকাকে যে নৃত্য করায় সে ব্যক্তি যেমন আপনি নৃত্য করিয়া তাদের নৃত্য করায়, তেমনি ত মা তুমি স্বয়ং নৃত্য করিয়া তোমার ভক্তবৃন্দকে নৃত্য করাইতেছ, তাই তাঁহারা নিত্য উৎসবে উন্মত্ত। আমাদিগের হৃদয়কেও তেমনি করিয়া অধিকার করিয়া তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিত্যোৎসব সম্ভোগে সক্ষম কর। উৎসব যেন কেবল আমাদের নিজ চেষ্টাসম্ভূত অনুকূল অবস্থাসাপেক্ষ না হয়, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

প্রাণের প্রিয় দেবতা, ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্রমাস, না মাঘ মাস; ওখানে না দিন না রাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই; সেখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না; ওখানে সর্ব্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? প্রাঃ ৭৯।

—

তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, যেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, তাঁহারা ঐ ঘরের বাইরে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর, যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর, এ জীবন কৃতার্থ হইবে। প্রাঃ ৮০—৮১।

হে ঈশ্বর, এত দিন মনে করিয়াছিলাম ধ্যানপথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে না; কিন্তু তোমার প্রসাদে এখন দেখিতেছি, যত মূলদেশে তোমার সহিত মিলিত হইব, ততই ভাই ভগিনীদিগের সহিত মিলন হইবে। সকলের সহিত সাধন করিয়া আগে যেটুকু সুখ শান্তি পাইতাম সেটুকু পর্য্যন্ত তুমি কাড়িয়া লইলে। তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইতেছ। গভীর ধ্যানযোগের পথ অবলম্বন করিয়া দেখিতেছি তোমার সাধকদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিতেছ।

দয়াসিন্ধু, তোমার কৃপায় বুঝিলাম, তোমার ভিতর সকলকে পাইব, মনুষ্যজাতির সকল শাখা এক হইবে, যত পরিবার ঐখানে গিয়া এক পরিবার হইবে, সকল মানুষ একটী মানুষ হইবে। এখন জানিলাম তোমার শ্রীচরণ লইয়া যে থাকে তাহার সর্ব্বস্ব লাভ হয়। পিতা, বাহ্যিক আয়োজন করিয়া মিলিত হইতে চাই না, গভীর ধ্যানের ভিতর নিশ্চয়ই মিলন হইবে। প্রেমবৃক্ষতলে ভক্তিনদীর তটে যোগসাধন করিব, যোগ করিতে করিতে প্রেমেতে সকলের সহিত মিলিত হইব, সকলকে যোগপথে টানিয়া লইয়া যাও। প্রাঃ ৮৩।

নববিধান নাম কেন হইল?

নববিধান—বিশ্বজনীন বিধান। ইহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নয়। সকল ধর্ম্মবিধান ইহাতে সমন্বিত। ইহা কোন দেশে, কালে, জাতিতে, সম্প্রদায়েতে, মণ্ডলীতে বদ্ধ নয়। যত দেশে, যত কালে, যত জাতি মধ্যে যত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে, যত মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহা সকলই এই নববিধানের মধ্যে একীভূত। ইহা একটী বিধান, অর্থাৎ স্বয়ং বিধাতাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত; সুতরাং ইহা কেবল মানবীয় মনঃকল্পিত মত বা দার্শনিক তত্ত্ব নয়।

নববিধানকে যাঁহারা কোন বিশেষ দেশের, কালের বা জাতি সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্তিতে পতিত হইবেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বিভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে যে সমুদয় ধর্ম্ম সাধিত ও প্রচারিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে হইতেছে বা ভবিষ্যতে হইবে, সে সমুদয়ের মধ্যে তত্তৎ কাল ও দেশ জাতির অধিকার ধারণা ও জ্ঞান সাধনার উপযোগী ধর্ম্মভাবসকল যাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে বা আকারে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে বা হইবে, তাহাই বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সমন্বিত করিয়া বিধাতা স্বয়ং সমগ্র মানবপরিবারের গ্রহণার্থ ও পরিত্রাণার্থ এই বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা বর্ত্তমান যুগে নব ভাবে অভিব্যক্ত, তাই ইহাকে নববিধান নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা সর্ব্ব মানবের ধর্ম্ম।

হিন্দুস্থানবাসীদিগের ধর্ম্মকে যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম, জুডিয়াদেশবাসীদিগের ধর্ম্মকে যেমন ইহুদিধর্ম্ম, খৃষ্টের পথাবলম্বী লোকদিগের ধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্ম, মোহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে মুসলমানধর্ম্ম নামকরণ করা হইয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় ধর্ম্মবিধান যে একই অখণ্ড ধর্ম্মবিধানের অন্তর্গত, নববিধান ইহাই আবিষ্কার করিলেন এবং এই সকল ধর্ম্মকে সমন্বিত করিয়া এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মাকারে অভিব্যক্ত হইলেন। সুতরাং ইনি কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক নামেও অভিহিত হইতে পারেন না।

যখন এই সর্ব্বসমন্বয় বিধানের প্রথম অভ্যুত্থান হয়, তখন ইহার কিছুই নামকরণ হয় নাই। যখন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, তখন কি তাহার ঠিক নামকরণ হইতে পারে? কোন গ্রহ তারা যখন জ্যোতিষ্কাকারে আবিষ্কৃত হয়, তখন উহা কি আকার ধারণ করিবে বিজ্ঞানবিদ্‌ও ত জানেন না, তাই তখনও তাহাকে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করেন না; কিন্তু যখন তাহা আকার ধারণ করে, তখনই তাহার নামকরণ হয়।

সেইরূপ যতদিন বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান ব্রাহ্মসমাজের গর্ভে গঠিত হইতেছিল, ততদিন ইহার ঠিক নামকরণ হইতে পারে নাই; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন আর্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের ভাবে প্রণোদিত হইয়া ইহাকে যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহাকে কেবল হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম বলিয়াই প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক এ বিধানত কেবল হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম নয়, কেবল হিন্দুগণের জন্যও ত ইহাকে বিধাতা প্রেরণ করেন নাই।

ইহা যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সবার জন্য, ইহা যে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা সকল দেশের সকল জাতির জন্য। ইহা যেমন ব্রহ্মবাদীদিগের, তেমনই ইহা খৃষ্টবাদীদিগের; যেমন ইহাতে এক ব্রহ্ম

পূজিত, তেমনি ইহাতে এক অখণ্ড ভক্তপরিবার গৃহীত, এক অখণ্ড ধর্ম্মবিধান স্বীকৃত।

তাই ইহাকে কোন সাম্প্রদায়িক, আংশিক, একদেশীয়, একজাতীয় অভিধানে অভিহিত করিতে গেলেই ভুল করা হইবে। এই জন্য ইহাকে বিধাতার বিধান এবং ইহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া "নববিধান" নামাভিধানে অভিহিত করা হইয়াছে।

দেশ, কাল, জাতি ও অধিকার অনুসারে ইহার সাধনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধরিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার উদার সার্ব্বজনীন ভাব এবং সর্ব্বগ্রাহীতা যদি অক্ষুণ্ন না থাকে এবং জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ ও পরিচালনা বিনা মানবীয় জ্ঞান বিচারবুদ্ধি ইহার নিয়ামক হয়, "নববিধান" নাম সত্ত্বেও ইহাতে আমরা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আনিয়া ফেলিতে পারি, বিধাতা আমাদিগকে সে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করুন।

পরলোকতত্ত্ব।

পরলোকতত্ত্ব ধর্ম্মবিধানের বিশেষ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন মত। নানা মুনির নানা মত যেমন এই পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে, ধর্ম্মের অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় এতটা বিভিন্নতা দেখা যায় না।

এই মানবাত্মা যে অবিনশ্বর তাহা যদিও অল্পাধিক সকল ধর্ম্মাবলম্বীই বিশ্বাস করেন সত্য, কিন্তু এ জীবন অন্তে কেহ বলেন আত্মা দেহান্তর গ্রহণ করিবে; কেহ বলেন প্রেতজীবনে বিচরণ করিবে, কেহ বলেন যাহার যেমন প্রবৃত্তি সে সেই লোকে যাইবে; কেহ বলেন, একদিন সবার বিচার হইবে, সেই দিন নিজ নিজ দেহ ধারণ করিয়া সকলকে বিচারিত হইতে হইবে ইত্যাদি কত জন যে পরলোক সম্বন্ধে কতই কাল্পনিক মত পোষণ করিয়া থাকেন বলা যায় না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান বৈজ্ঞানিক বিধান, ইনি কাল্পনিক মতের প্রশ্রয় দেন না, যাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ তাহাকে ইনি অগ্রাহ্য করেন।

নববিধান বলেন, নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা পরব্রহ্মে ইহলোক পরলোক একই অনন্ত লোকে অবিচ্ছিন্ন রূপে গ্রথিত। মহাসাগরে যেমন যতদূর চক্ষুর গোচর হয় ততদূর যেন আকাশের এক রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাহার পরও সে অগাধ বিশাল বিস্তৃত, তেমনি ইহজীবনের যতদূর আমাদের দৈহিক দৃষ্টিগোচর হয়, ততদূরকে আমরা ইহলোক বলি, যাহা এ দৃষ্টির সীমাতীত, তাহাই পরলোক। অতএব ইহলোক এবং পরলোক একই জীবন-জলধির দৃশ্য অদৃশ্য অবস্থা মাত্র।

এই মানবজীবনকে একটী স্রোতস্বতির ন্যায় তুলনা করা যাইতে পারে। নদীর প্রবাহ যেমন একস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পার্থিব দেশে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হয়, তেমনি আমাদের জীবনস্রোতও এই পৃথিবীতে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত জীবন-জলধিতে চলিয়া যায়।

ইহার অর্থ অনেকে যেমন মনে করেন, জলবিম্ব যেমন জলেই মিশিয়া যায়, জীবাত্মা তেমনি পরমাত্মায় বিলীন হইবে তাহা নহে। এই জীবাত্মার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অনন্তকাল থাকিবে, কেবল গঙ্গা যমুনার ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মা সহযোগে অনন্ত জীবনস্রোতে প্রবাহিত হইবে ও উত্তরোত্তর উন্নত হইবে।

বাস্তবিক ইহলোকে যে জীবনের আরম্ভ এবং প্রবাহ, পরলোকে তাহাই অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তবে বর্ত্তমানে ইহা পার্থিব দেহে আবদ্ধ, এ দেহ পাতে জীবন অদেহী আত্মিক অবস্থায় প্রবাহিত হয়।

মহাসাগরে আকাশের রেখা যেমন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য রাজ্যকে ব্যবধান করে, মৃত্যু তেমনি একটী ছায়ামাত্র, ইহার সত্যতা কিছুই নাই। আত্মার দেহত্যাগের নামই মৃত্যু। আত্মা যত দিন দেহপুরে বাস করেন ততদিন আমাদের ইহলোক, যখন দেহবাস ত্যাগ করিয়া যান, তখন হইতে পরলোক আরম্ভ হয়।

এই জীবাত্মা, পরমাত্মাজাত সন্তান, দেহে অবস্থিত বা আবদ্ধ কালেও সেই পরমাত্মারই জীবনীশক্তিবলে ইনি জীবিত, দেহ পরিত্যক্ত হইলেও তাঁহারই জীবনীশক্তি দ্বারা রক্ষিত হইবেন। পরমাত্মা নিত্য জীবনের জীবন হইয়া জীবাত্মাকে তাঁহারই শক্তিতে চিরজীবী করিয়াছেন। সুতরাং এ জীবাত্মার মৃত্যু নাই, মৃত্যু দেহের শক্তিহীনতা—দেহে রক্ত ও নিশ্বাসে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা বন্ধ হইলেই দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার উপর সে মৃত্যুর অধিকার নাই।

গীতাও বলেন :—"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" এই দেহে থাকিতে দেহী যেমন কৌমার, যৌবন এবং জরা প্রাপ্ত হয়, তেমনি দেহের অন্য অবস্থান্তর মাত্র; তাহার জন্য ধীর ব্যক্তি মুহ্যমান হন না।

অতএব এই দেহের মৃত্যু হইলেও মানবাত্মা যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন চিরদিন। কেবল এখন এক অবস্থায় দেহে, তখন অন্য অবস্থায় অদেহে, এই মাত্র প্রভেদ।

এখন যে ব্যক্তিকে দেহে আবদ্ধ অবস্থায় দেখিতেছি, তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছি, তাঁহার আত্মিক জীবনের সদ্‌গুণাবলীর প্রভাবও কতক পরিমাণে সঙ্গ সহবাস দ্বারা সম্ভোগ করিতেছি, দেহমুক্ত হইলে দৃশ্যমান যাহা তাহা অদৃশ্য হইবে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি তিনি সেই ব্যক্তিই থাকিবেন।

সুতরাং তাঁহার দৈহিক পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞতা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম যাহা তাঁহার দৈহিক ব্যক্তিত্বের সহিত সংযুক্ত, তাহা সকলই

থাকিবে, কেবল তিনি যে দেহাবরণে ছিলেন সেইটী তাঁহার থাকিবে না।

এই দেহ আমাদের একটী আবরণ মাত্র। আমাদের জীবন-দাতা আমাদিগকে এখানে আনেন রাখেন, আমাদের আত্মাকে এই দেহপুরবাসের অভিজ্ঞানে শিক্ষিত গঠিত করিবার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছামত এখানকার শিক্ষা অভিজ্ঞান দিয়া আমাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের কার্য্য সাধন শেষ হইলে, তিনি আর আমাদিগকে এ দৈহিক বিদ্যালয়ে থাকিতে দেন না।

আমাদের এই পার্থিব শিক্ষাবিভাগেরও কোন কোন পরীক্ষায় একবার আমরা বিফল হইলে, আর সে পাঠ পুনরায় করিবার যেমন অধিকার থাকে না, তেমনি এই দেহবিদ্যালয়ে যদি আমরা উপযুক্ত শিক্ষা না করি, জীবনদাতা আমাদিগকে এই দেহপুরবাসে আর আসিতে দেন না।

আমরা যাহা ইহলোকে শিখিলাম বা না শিখিলাম তাহার ফল আমরা পরলোকে ভোগ করিব। অর্থাৎ তাহার জন্য শাসিত বা ক্রমোন্নতি দ্বারা পুরস্কৃত হইব।

যদি আমরা এখানে থাকিয়া সুশিক্ষা লাভ করিয়া যাই, পর-লোকে আমাদের সদ্গতি ও উন্নতি লাভ হইবে, যদি আমরা কুশিক্ষা বশতঃ পাপ অপরাধ করি, তাহার জন্য অনুতাপের শাসনে শাসিত হইব, তবে তদ্দ্বারা উন্নত জীবন লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারিব। বর্ত্তমান জীবনে যদি আমরা ঈশ্বর এবং পরলোক-গত উন্নত ভক্তাত্মাগণের সঙ্গ সহবাস সাধনে অভ্যস্ত হই, সে জীবনে সহজে তাহা সম্ভোগ করিতে পাইব। যদি সংসারের কু অভ্যাসে অভ্যস্ত হই, সেখানে আর সংসারের কিছুই নাই, কাজেই অন্ধকার দেখিয়া আকু পাকু করিয়া সত্য নিত্য যে ব্রহ্ম-সহবাস তাহাই পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইব। এই আকাঙ্ক্ষার নামই যথার্থ প্রার্থনা; এই প্রার্থনার অবস্থা প্রাপ্তির স্থান পর-লোক।

পরলোকসাধন।

সাধারণ কথায় লোকে মৃত্যুকে বলে "কৃষ্ণপ্রাপ্তি", সত্যই পরলোক এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্রহ্মলোক। ইহলোকে সংসারের অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ মানবাত্মা বার বার পাপে পতিত হইতে পারে, কিন্তু পরলোকে আর বার বার পতনের সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহলোকের পতন জনিত অনুতাপের যাতনা ভোগেই জীবাত্মাকে সেখানে ছটফট করিতে হয়। তাই দেহের সহিতই তাহার দৈহিক নূতন পাপেরও পথ বন্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই মৃত্যুকে যে "কৃষ্ণপ্রাপ্তি" বলা হয়, তাহা মিথ্যা নয়। এখানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সহজসাধ্য।

আমরা যে প্রতিদিন উপাসনা করি, ইহাও ইহলোকে পর-লোক সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন চক্ষু বন্ধ করি তখন ইহলোক আমাদের কাছে অন্ধকার হয় এবং আমাদের আত্মা সেই পরমাত্মায় অবস্থান করিতে অভ্যাস করে। দেহের মৃত্যুও এই "চক্ষু মুদা" ভিন্ন আর কি? যদি মন আমাদের প্রতি-বাদী বা চঞ্চল না হয়, এই দৈনিক উপাসনাযোগেই আমরা পর-লোকে বাস করিতে অভ্যস্ত হই। ইহা দ্বারা দৈহিক জীবনের পাপজনিত অনুশোচনা ও প্রত্যক্ষ ব্রহ্মসহবাস এবং ব্রহ্মে অধিবাসী অমরাত্মাগণের সঙ্গ সাধন করত আমরা প্রতিদিন পরলোক বাস করিয়া ধন্য হইতে পারি।

এই উপাসনার ভিতর দিয়াই পরলোকগত আত্মাগণের সঙ্গ আমরা লাভ করি। তাঁহারা পরলোকে কে কোন্ অবস্থায় আছেন আমরা তাহা জানি না সত্য, কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে যাঁহারা ব্রহ্মেতেই আছেন, এক ব্রহ্মই যে আমাদের ইহলোক, তিনিই আমাদের পরলোক। তাঁহার ভিতর দিয়াই সকল স্বর্গস্থ চিদাত্মাদিগের আধ্যাত্মিকও সঙ্গ লাভ হয়।

আকাশে যেমন গ্রহ নক্ষত্রগণের কেবল জ্যোতিমাত্র দেখা যায়, তাঁহাদের জড় ভাগ দেখা যায় না, পক্ষী যেমন উচ্চ আকাশে উড়িলে তাহার পা লেজ দেখা যায় না, এখনকার আকাশযান আকাশে উঠিলে যেমন আলো মাত্র দেখা যায়, তেমনি পরলোক-গত আত্মাদিগকে চিদাকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের ভিতর দিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের মানবীয় কালো দিক দেখা যায় না, কেবল তাঁহাদের চিৎসত্তা বা দেবগুণ সকল আমরা দেখিতে পাই এবং তাহা দ্বারা আমাদেরও আত্মা তাঁহাদের চিন্ময় জ্যোতির সহবাসে জ্যোতি-ষ্মান্ হয়।

এই জন্য নববিধানে এই পরলোক সাধন ব্রহ্মোপাসনা সাধনের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত। পরলোকগত আত্মাদিগের শ্রাদ্ধানু-ষ্ঠান তাই কেবল তাঁহাদিগের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ নয়, তাঁহা-দিগের পরলোকস্থ বা ব্রহ্মগত আত্মার সঙ্গরূপে তীর্থ-সাধন। এই সাধন যে আমাদের আত্মার বিশেষ কল্যাণপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

এপার ওপারের মিলন।

ঐ সাগর যেমন এপারে ধরাধাম ওপারে আকাশকে চুম্বন করিয়াছে, নববিধানও ঠিক এমনই এক দিকে সংসার আর এক দিকে স্বর্গকে মিলিত করিবার জন্য অবস্থিত। ইনি সংসারের মলিন ধূলিকণাকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছেন, আবার স্বর্গের সমীরণ আনিয়া পৃথিবীকে শুদ্ধ করিতেছেন। এই সাগরে যাঁর অবগাহন করিলে নবজীবন লাভ হয়।

—০—

সাগর উপকূলে বাস।

সমুদ্রতীরস্থ আবাসে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা ঘরের

ভিতর হইতেই সমুদ্র দেখেন, সমুদ্রের স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্পাদন করেন; কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরস্থ বাজার পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহারা কেমনে সে সৌভাগ্য সম্ভোগ করিবে? নববিধানে বিশ্বাস করা,—অনন্ত প্রেমসাগর উপকূলে বাস করা, এই বিধানে বিশ্বাসী হইলে গৃহবাসী হইয়া ঘরে বসিয়াই আমরা অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলার তরঙ্গ দেখিতে পাই, তাঁহার স্বর্গের সমীরণ অবাধে সেবন করিয়া আত্মামনের পুনঃরূপ স্বাস্থ্যোন্নতি লাভে ধন্য হইতে পারি। কিন্তু জীবন্ত ভগবানের বিধানের রাজ্য হইতে দূরে সংসারের বাজারে বাস করিলে কেমনে আমরা সে সৌভাগ্য পাইব?

—•—

নবদৃষ্টি।

একটী ভাইএর চসমায় দূরের বস্তু উজ্জ্বল দেখা যায়, আর একটী ভাইএর চসমায় নিকটের বস্তু দেখা যায়, আমার চক্ষে এটীও লাগিল না, অপরটীও লাগিল না; কিন্তু যাই দুইটী মিলাইয়া চখে লাগাইলাম, বেশ লাগিল; আমার লেখাপড়ার কাজ বেশ চলিল। নববিধানের চসমা এইরূপ মিলিত চসমা। আমরা নিজ নিজ চসমায় নিজ নিজ দৃষ্টিশক্তি অনুসারে সমুদয় দর্শন করি। সবার দৃষ্টি একীভূত যেখানে, তাহাই নববিধানের নবদৃষ্টি। এই মিলিত নবদৃষ্টি বিনা নববিধানের কাজ চলে না, নববিধানের লেখাপড়া হয় না।

—•—

আঁধার ঘরের মাণিক।

যে ঘরে নানাপ্রকার দীপালোক জ্বলিতেছে, সেখানে মাণিক হীনপ্রভ, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে কোন আলো নাই সেই খানে মাণিক উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়া থাকে। শ্রীদরবারের ঘরে আমরা নিজ নিজ আলোক লইয়া প্রবেশ করি, তাই দরবারেশ্বরের আলোক দেখিতে পাই না। নিজ নিজ আলোক নির্ব্বাণ করিয়া যদি ঘরে প্রবেশ করি, সে "আঁধার ঘরের মাণিকের" আলোক লাভে কৃতার্থ ও ধন্য হই। বিচার বুদ্ধির আলোকের নিকট ঈশ্বরের জ্ঞানালোক, বিবেকালোক হীনপ্রভ, আমিত্বহীন অজ্ঞান দীনাত্মার নিকটেই তাহা সর্ব্বদাই উজ্জ্বল।

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

(শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে)

৪ঠা শ্রাবণ ১৮০৭ শক। প্রশ্ন হইল যে, প্রচারকার্য্য নিয়মাধীন করিতে গেলে, কখনও কাহারো কোন নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করা উচিত বোধ না হইলে অথবা তৎসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন?

এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা হইল:—নিয়মের অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মরাজ্যেও রাজনীতির নিয়ম। সাধনের নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য যাঁহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি সে কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধন সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে।

বিবেক দুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনা বশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাঁহারা সমাজবদ্ধ হয়েন, তাঁহাদিগের সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে উহা অগ্রাহ্য। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারিত হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

কারণ বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকটে এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন রূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।

মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রার্থনাপত্র।

পরমেশ্বরায় নমঃ।

সবিনয় প্রার্থনা।

যাঁহারা এই বেদ বাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"; "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥" অর্থাৎ "ব্রহ্ম কেবল একই, দ্বিতীয় রহিত হয়েন"। "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না, তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন, এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞান গোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?" এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয়, সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন", তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশ নামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক এবং গুরুনানকের সম্প্রদায়

ও দাদুপন্থী ও কবীরপন্থী এবং সপ্তমতাবলম্বি প্রভৃতি এই ধর্ম্মক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। তাহা থাকাই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে, অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমন আশঙ্কা করা উচিৎ নহে, যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে, "ঋগ্ গাথা পাণিকা দক্ষ বিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মে-তৎ-তদভ্যাসং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতি বিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি॥" অর্থাৎ "ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথা সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়; মোক্ষ সাধক যে এই সকল গান, ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকারের শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মৃত্যুধৃত শিব ধর্ম্মের বচন "সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশ ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।"

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, যাহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহাদিগোকেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিরোধভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্য প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শান, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধ ভাব রাখ সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় যিশু খৃষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানাপ্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, মধ্যে তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষ ভাব কর্ত্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করিতে হানি নাই; যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়রা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগো দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিৎ হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।

—•—

পঞ্চপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

৮ই ভাদ্র রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যুবকগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন সম্পাদিত হইলে ৮টার সময় শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন বেদী হইতে ভক্তি ও ভাবে গদগদচিত্ত হইয়া মা বিধানজননীর পূজা আরম্ভ করেন, বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত আরাধনা স্তোত্র ও শ্লোক পাঠাদি হইলে ভক্তিভাজন প্রেরিত স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত ১৮০৭ শকে মাঘোৎসবে প্রদত্ত "যুগধর্ম্ম ভাগবত" উপদেশ, উপদেশরূপে পাঠ করেন, এত দীর্ঘকালের পুরাতন উপদেশ আজ যেন জীবন্ত আকার ধারণ করিয়া উপাসক ও উপাসিকাগণকে স্তম্ভিত ও বিমোহিত করিয়াছিল, ঐ ভাবেই সকাতর প্রার্থনা ও সঙ্গীতান্তে বেলা প্রায় ১১৷৷টার সময় উপাসনা শেষ হয়।

উৎসবযাত্রিগণ নববিধান প্রচারাশ্রমে মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন করেন, মণ্ডলীর যুবকগণই ভিক্ষাদ্বারা অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্ত-সেবার আয়োজন করিয়া খুব ভক্তিভাবেই ভাই ভগিনীদের সেবা করিয়াছিলেন। পুনরায় ৩টার সময় ভাই চন্দ্রমোহন দাস বেদীর কার্য্য করেন। প্রসঙ্গ ইত্যাদিতে ৬টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত হয়, বিধান ভাগবতের প্রসঙ্গ চ্ছলে বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে "ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে কিছু পাঠ করেন"। সম্পূর্ণ-রূপে আমিত্বশূন্য হইয়া আমার কিছু নাই, এইরূপ অবস্থাপন্ন না হইলে ঈশ্বরদর্শন হয় না, উহাই প্রকাশ পায়। ঐ বিষয়ের পোষকতা স্বরূপ বাবু রাজেন্দ্রকিশোর গুপ্ত ও ভাই চন্দ্রমোহন কিছু কিছু বলিলেন। প্রসঙ্গচ্ছলে প্রাচীন ব্রাহ্ম বাবু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সরল বিশ্বাস, প্রেমোন্মত্ততা ও ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে কয়েকটী কথা বলিয়া স্বর্গীয় প্রেরিত ভক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের দ্বারা তিনি কিরূপে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন ও তৎকালে কিরূপ ভাবে ব্যাকুলতার সহিত আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ও প্রচারকদলের সঙ্গে উৎসবাদি করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করেন এবং সে সময়ে যে প্রচারকদল দলে দলে মুঙ্গের যাইয়া হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইতেন তৎসম্ব-

ক্ষেত্র প্রসঙ্গ করিয়া ভাই ভগ্নীদের আশা উদ্দীপন করিয়াছিলেন। তৎপরে বাবু বেণীমাধব দাস ধ্যানের সুদীর্ঘ উদ্বোধন করিলে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে ধ্যান হইলে ভাই চন্দ্রমোহন দাস ও ভাই প্রমথলাল ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় যুবকদল সম্মিলিত হইয়া "গাও হে ভক্ত সিংহ রবে, সিংহরবে ব্রহ্মনামগান" ও "প্রেমের জয় হবেই হবে অচিরে বিলম্বে", "ঢেলে দাও প্রাণ, প্রাণনাথের চরণে" ইত্যাদি ৩। ৪টী সংকীর্ত্তন বেশ মত্ততার সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জলদ গভীর স্বরে বেদী হইতে উপাসনা করেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা ও উপদেশাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল।

প্রকৃত দর্শন ও শ্রবণ।

কে দেখিতে পায়? দুই জাতীয় চক্ষু মানুষের ভিতর বর্ত্তমান। ইন্দ্রিয়ের চক্ষু ও বিশ্বাসচক্ষু। একের দৃষ্টি সীমাবিশিষ্ট, অপরের দৃষ্টি বহুদূরব্যাপী। যুষফের দুর্বৃত্ত ভ্রাতৃগণ যখন তাঁহাকে মিসরে নির্ব্বাসন করিলেন, তখন সাধারণ লোকে তাঁহার ভ্রাতৃগণের দুর্বৃত্ততাই দেখিতে পাইলেন, কিন্তু বিশ্বাসী যুষফ বিশ্বাসচক্ষে দেখিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন"। তাঁহার ভ্রাতৃগণের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা একটা ভীষণ পাপানুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণ করিতে পারে নাই, কিন্তু যুষফের নিকট তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে গৃহীত হইল। আমরা এই স্থানে দেখিতে পাইতেছি যে, বিধাতার ইচ্ছা মানুষের ক্রোধ ও দুর্ব্ব্যবহারকেও তাঁহার প্রশংসাবাদে পরিণত করিতে পারেন। যাঁহারা মানুষকে প্রীতি করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট মানবীয় পাপানুষ্ঠানও মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ। আমরা যদি দৃশ্যমান পদার্থের দিকে দৃষ্টি করি, আমরা ইহা বুঝিতে পারিব না। ঈশ্বরসন্তান দৃশ্যমান পদার্থের দিকে তাকাইতে আহুত হন না, যাহা দেখা যায় না তিনি তাহাই দেখিতে আহুত হন। "Not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal" (2 cor. 4 : 10) ডাঃ জন্ টলার বলেন "He knoweth God aright who knoweth Him in all things alike" তিনিই ঈশ্বরকে ভালরূপ জানেন, যিনি তাঁহাকে সকল ব্যাপারেই সমভাবে দেখেন। নববিধানও বলিতে আসিলেন, "We walk not by sight but by faith" আমরা চক্ষুর দৃষ্টিতে চলি না, আমরা বিশ্বাসেতে চলি। যুষফ বলিলেন, "God sent me" ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সেই নির্ব্বাসিত অবস্থার উপর প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিলেন। "God's word is to be actualized in every life" প্রত্যেক জীবনে ঈশ্বরবাণীর প্রমাণ দিতে হইবে। "Music rolls through the listening soul" শ্রবণশীল আত্মার ভিতর দিয়া সঙ্গীত ছুটিতেছে। ঈশ্বরও বলেন, "O Woman, great is thy faith" হে নারী, তোমার বিশ্বাস মহান্। শ্রবণশীল পরিবর্ত্তিত আত্মা নিশ্চয়ই ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিবে। অন্ধেরও চক্ষু আছে। বধিরেরও শ্রবণশক্তি আছে। যিনি দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন। যিনি শুনিবেন তিনি সংগ্রাম ও কোলাহলের ভিতর দিয়াও শুনিতে পাইবেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জীবনে এই দর্শন ও শ্রবণের প্রমাণ দান করিয়া গিয়াছেন। সংগ্রাম কোলাহলেও তিনি শুনিলেন ও দেখিলেন। নববিধানবাদী আমরা। নববিধান বিশ্বাসের প্রমাণ দিবার জন্য আমরা আসিয়াছি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন।

খুল্লতাত মহাশয়ের স্মৃতি।

(১)

দেব!

শ্রাবণের শেষ দিনে ঘন বরষায়।
ধরা হতে চিরতরে নিয়েছ বিদায়।
একে একে দিনগুলি
ধীরে ধীরে গেল চলি
বরষ ফিরিয়া এবে এল পুনরায়
তব স্মৃতি হৃদি মাঝে জাগিছে সদায়॥

(২)

ত্যজিয়ে সংসার তুমি নব যৌবনে
জীবন সঁপিয়া দিলে বিভুর চরণে।
ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতী হয়ে
প্রেম, ভক্তি ফুল দিয়ে
বিবেক বৈরাগ্যসূত্রে গাঁথি সযতনে
মনোরম প্রীতিমাল্য পরিলে আপনে॥

(৩)

সাধিতে আপন কাজ করুণা করিয়া
দয়াময় হরি তোমা দিল পাঠাইয়া।
তাঁর কাজ শেষ করি
এই দেহ পরিহরি
প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি হৃদিমাঝে নিয়া
সে অমর ধামে তুমি গেলে গো চলিয়া॥

(৪)

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিতে প্রচার
দেশবে পাঠান হরি ধরার মাঝার

প্রেম ভক্তি পুণ্য দিয়ে
পবিত্রতা মিশাইয়ে
প্রেমানন্দ মন্দাকিনীরে ডুবি নিরন্তর
কেশব চন্দ্রের হল নির্ম্মল অন্তর॥

(৫)

কেশবের অনুগামী যত সাধুজন
নববিধানে তাঁদের হইল মিলন।
তুমিও তথায় যেয়ে
মনোমত সঙ্গী পেয়ে
অঘোর প্রতাপ আদি মহাজনগণ
হইল গো একেবারে পুলকে মগন॥

(৬)

ব্রহ্মানন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম করিতে প্রচার
অঘোর নাথেরে দিল সে কাজের ভার
প্রেরিত প্রতাপ প্রতি
আদেশিলা মহামতি
বাখানিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম ধরার উপর—
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিতে সত্বর॥

(৭)

আর্য্য ধর্ম্মের মহত্ব করিতে ব্যাখ্যান
দিলেন কেশব গৌরে অনুমতি দান
গীতাভাগবত হতে
নানাবিধ যতনেতে
মথিয়া ধর্ম্মের সার করি সযতন
প্রচার করিলা তিনি শ্রীনববিধান॥

(৮)

তোমায় এসলামধর্ম্ম করিতে ব্যাখ্যান
করিলেন ব্রহ্মানন্দ আদেশ প্রদান
সাধিতে আপন কাজ
কিছু না করিয়া ব্যাজ
মনের আনন্দে তুমি খাটি অহনিশ
লিখিলে তাপসমালা, কোরাণ, হদিশ॥

(৯)

মোসলমান ধর্ম্ম তুমি করিয়া ব্যাখ্যান
সাধিলে জগতে এক অশেষ কল্যাণ।
ভারতের হিন্দুজাতি
সে ধর্ম্মের গূঢ় নীতি
না জানি আঁধারে মগ্ন ছিল চিরদিন।
তুমিই করিলে তায় আলোক প্রদান॥

(১০)

পরহিতে চিরদিন যাপিয়া জীবন
সাধিলে অশেষ রূপে নারীর কল্যাণ।
নারীর হিতের তরে
কতই যতন করে
লিখেছ প্রবন্ধ কত মধুর বচন।
ভুলিব না তব বাণী জীবনে কখন॥

(১১)

আর্য্য ঋষিদের ন্যায় যাপিয়া জীবন
যোগে মগ্ন হয়ে স্বর্গে করিলে গমন
তব কাজ শেষ করি
এই দেহ পরিহরি
গিয়াছ অমরলোকে ত্যজিয়া ভুবন
(চিরদিন) তোমা হৃদে রাখি দেব করিব পূজন॥

শিলচর। শ্রীমতী সৌদামিনী সেনগুপ্তা।

নূতন সঙ্গীত।

ইমনকল্যাণ।

কত ভয়ে ভয়ে আকুল হৃদয়ে
কত ব্যথা সয়ে দাঁড়ানু এসে,
লাজে নত শিরে ভাসি আঁখি নীরে
তোমারি দুয়ারে দিবস শেষে!
মোহের বিকারে বিপদ আঁধারে,
সীমারেখাহীন কাল পারাবারে,
আপনারে ছলি, কোন্ পথে চলি
দিশেহারা শুধু বেড়ানু ভেসে—
তাই স্নেহভরে বাঁচাতে আমারে
এস কাণ্ডারি নিমেষ হেসে!
তোমারি আসন রাখিয়া শূন্য
সয়েছি জীবনে অশেষ জ্বালা,
আপনার মনে গেঁথেছি শুধুই
হাসি কান্নার দীর্ঘ মালা!
ধূলি মাঝে যাহা হয়েছিল ধূলি,
কণ্ঠে যখন নিজে নিলে তুলি,
অন্ধ নয়ন গেল মোর খুলি
তোমারি পরশে বুঝিনু শেষে,
আমারি লাগিয়া আছ হে জাগিয়া
ভুবনে—ভুবনমোহন বেশে!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীমন্ মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর।

জন্ম ১১ই এপ্রিল, ১৮৮২, রাজ্যাভিষেক ১৯১১,
পরলোকগমন ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৩।

কোচবিহার রাজবংশ শিববংশ বলিয়া আখ্যাত। এই প্রাচীন রাজবংশ বরাবর বহু দেবদেবী উপাসক শাক্ত ও বহু বিবাহকারী। মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে এই বংশের মধ্যে আপনাকে একেশ্বরবিশ্বাসী ও বহুবিবাহবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রিয়তমা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

বহুবিবাহকারী পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজন্যবর্গের কোন প্রধানা মহিষীরই বহুকাল হইতে প্রথম রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হন নাই, শ্রীমন্ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণই, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ও মহারাণী সুনীতিদেবীর প্রথম রাজকুমার। তাই প্রাচীন আখ্যায়িত শিববংশের ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মাচার্য্য ভক্তের মিলিত পবিত্র রক্তে যে রাজকুমারের জন্ম তিনি যে সকলকারই বিশেষ আদরের হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

কুমারের জন্মের পূর্ব্বেই এক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলেন, "ঈশ্বরের একজন সেবক আসিতেছেন।" এবং মাতার মহা কষ্টসাধ্য প্রসববেদনার পর সন্তান জন্মগ্রহণে ভক্ত মাতামহ স্বয়ংই আনন্দে শঙ্খনিনাদ করিয়া শিশুর জন্ম ঘোষণা করেন।

কোচবিহার বিবাহের মহা আন্দোলনের ফলে যেমন নববিধান রূপ নবশিশুর জন্মে ব্রহ্মানন্দের আনন্দ, নববিধানবংশে এক স্বাধীন রাজ্যে এই ভবিষ্যৎ মহারাজারূপ প্রথম নবরাজকুমার শিশুর জন্মও তাঁহার বিশেষ আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। শিশুও সত্যই এত সুলক্ষণাক্রান্ত ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হন যে আচার্য্য তাঁহাকে একবার নিম্নলিখিত ভাবে সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, শুভ আশীর্ব্বাদ,

আগামী কল্য ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ন খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি—

সুনীতি নন্দন হৃদয়রঞ্জন,
নৃপেন্দ্রনন্দন নয়নরঞ্জন,
প্রসন্ন বদন মধুর গঠন,
প্রাণের ভূষণ মোহন দর্শন।

এখানে আসিয়া "পাপাচিয়া চপ", কুস্তি চুম্বন যত মজার ব্যাপার জ্ঞান সমুদয় থলি ঝাড়িয়া বিদ্যা বুদ্ধি বাহির করিয়া সকলকে সুখী করিবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে এবং Kiss hand শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।

চির শুভাকাঙ্ক্ষী
মাতামহ।"

ব্রহ্মানন্দই তাঁহাকে রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ নামকরণ করেন এবং আদর করিয়া "রাজী" বলিয়া ডাকিতেন। এই "রাজী" নামেই তিনি সবার পরিচিত এবং সম্রাট হইতে সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকারই দ্বারা আদৃত হন। মাতামহ মাতামহী ও পিতামাতার ত কথাই নাই, তাঁহার শৈশব এবং বাল্যোচিত ব্যবহার ও হাবভাবে সকলকেই তিনি মুগ্ধ করিতেন। অকৃত্রিম পিতৃমাতৃভক্তি, আচার্য্যপ্রীতি, নববিধানবিশ্বাস, কীর্ত্তনানুরাগ, দানশীলতা, সর্ব্বজনসৌজন্য ও প্রজাবাৎসল্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনকে ভূষিত করিয়াছিল। রাজার ছেলে হইলেও বেশ ভূষার জাঁকজমক তিনি কখনই পছন্দ করিতেন না এবং বড় সাদাসিদে ধরণের ও দীনভাবাপন্ন ছিলেন। নগরসংকীর্ত্তনে কলিকাতা এবং কোচবিহারেও নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইতেন।

বাল্যকালে একবার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "রাজারা যেমন প্রজাদের কাছথেকে খাজনা আদায় করেন, আমি রাজা হলে যারা আপনারা স্বইচ্ছায় যা দিতে না পারবে তা কখনই নেবো না।" ভৃত্যের ছেলের জুতা নাই শুনিয়া একবার আপনার সব জুতাগুলিই তাহাকে দিয়াছিলেন। পিতাকে সকল বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় মনে করিতেন এবং পিতাও নববিধান পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত এবং যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন ও বিলাতের "ইটন" বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইয়া সুশিক্ষিত করেন।

পিতৃবিয়োগ হইলে রাজী নবসংহিতানুসারে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও সমাধিপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়া সম্পাদন করেন এবং রাজ্যাভিষেক কালে জাতীয় প্রথানুসারে হিন্দু পুরোহিতগণ তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে চাহিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "পুরোহিতদিগের পর অভিষেক দিবার অধিকার কার?" তাঁহারা বলিলেন, "রাজমাতার"। "তবে আমি মার কাছেই অভিষেক লইব" এই বলিয়া মার কাছেই অভিষেক গ্রহণ করেন এবং দরবারে বসিবার পূর্ব্বে অগ্রে মার চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

কিন্তু হায়! প্রিয় মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ বৎসরকাল মাত্র রাজ্য করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তিনি "কোষ্ঠীতে বিবাহ লেখা নাই" এবং "৩২ বৎসরের অধিক কাল পৃথিবীতে থাকিবেন না" যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই ধারণাবশতঃ নিজে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা জিতেন্দ্রনারায়ণের মনোনীতা বরদারাজকুমারী ইন্দিরা দেবীর সহিত বিবাহ

দিয়া, "সবারই মৃত্যু হইবে", "আমার ডাক আসিয়াছে", "যখন ঈশ্বর ডাকেন তখনই ত সময়", "আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে" ইত্যাদি বলিয়া দেবস্বামীবিহীনা ভক্তকন্যা মাতৃদেবীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বিলাত প্রবাসেই ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৩ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় অনন্তলোকে যাত্রা করেন। তাঁহারই মান-বীয়াংশ দেহের সহিত ভস্মাবশিষ্ট হইয়া কোচবিহার প্রাসাদস্থ সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত রহিয়াছে, তাঁহার দিব্য আত্মা এখন ব্রহ্মা-নন্দ দলে পিতৃদেবাত্মার সহিত মিলিত ইহাই দেখি ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করি।

গত ১লা সেপ্টেম্বর কোচবিহারে রাজপ্রাসাদস্থ সমাধিপাঙ্গণে, দার্জ্জিলিং "কলিনটন" রাজপ্রাসাদে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মাতৃদেবীর সদনে এবং শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে এই দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। কোচবিহারে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন, ভ্রাতা মনোরঞ্জন দে সঙ্গীত করেন ও রাজকর্ম্মচারীগণ অনেকেই যোগদান করেন। দার্জ্জিলিঙ্গে ভাই অক্ষয়কুমার লধ আমন্ত্রিত হইয়া উপাসনা করেন এবং গভীর শোকসন্তপ্তা মহারাজ-মাতা আকুল প্রার্থনা করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

নববিধান প্রচারাশ্রম।

নববিধান প্রচারাশ্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, জিজ্ঞাসিত হইলে, উত্তরে বলিতে হয়, যাঁরা কেবল নববিধানের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যোগ ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্ম, পুণ্য বৈরাগ্যের সমন্বয় জীবনে প্রতিপন্ন করিতে বিধাতাকর্ত্তৃক আহূত এবং যাঁরা সম্পূর্ণ রূপে পবিত্রাত্মার প্রেরণায় একহৃদয়, একপ্রাণ হইয়া, চিরবৈরা-গীর জীবন যাপন করিবেন তাঁহাদিগের সম্মিলনের স্থানের নামই নববিধান প্রচারাশ্রম।

যিনি নববিধান প্রচারব্রতধারী ও যিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার ও আপনার পরিবারের ভার বিধাতার ও তাঁর মণ্ডলীর উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং তিনি যে প্রচারব্রত গ্রহণ কালে মণ্ডলীর সমক্ষে পবিত্রাত্মার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "আমি সাধ্যানু সারে এরূপ কার্য্য করিব এবং পরিশ্রম করিব যেন আমার জন্য মণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় ও দারিদ্র্য, বিনয় এবং আত্ম সমর্পণের সহিত আমি বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিব।" ঐ প্রতিজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া যাঁরা নববিধানের উক্ত আশ্রমবাসী হইবার প্রার্থী তাঁহারাই আশ্রমে স্থান পাইবার প্রকৃত অধিকারী।

অতএব বর্ত্তমান নববিধান প্রচারাশ্রম উক্ত প্রকারের উচ্চ উদ্দেশ্য কাজে, কর্ম্মে, সেবায় ও সাধনায় দেখাইবার জন্য কাহারা আপনাদিগকে দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সেই দায়িত্বানু-সারে কার্য্য করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা হইতেছে তাহা যদি আশ্রমাধ্যক্ষগণ সমগ্র নববিধানমণ্ডলীকে লিখিতভাবে জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে মণ্ডলীও তাঁহাদের সেবার জন্য মনোযোগী হইবেন আশা করা যায়।

বারিপদা। শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

মৃত্যুর ডাক।

(নবযুগ হইতে উদ্ধৃত)

শ্রাবণ ধারা এল ধেয়ে, সারা ধরা আঁধার করে',
ঐ আঁধারে ঝাঁপ দিয়ে আয়, বেরিয়ে পড়ি সাহস ভরে;
বিজলী যাবে দেখিয়ে যে পথ, ভয় কিরে তোর বজ্রপাতে?
মরবি না হয় দু'দশ জনা, ভয় করা কি সাজে তাতে!
মৃত্যু যে তোর ললাট-লিখন—না হয় দু'দিন আগে পিছে,
রোগে কিংবা অপঘাতে, তুচ্ছ কথা—ভাবনা মিছে;
ললাটে তোর অগ্নিটীকা, ওই যে মায়ের পূজার বলি,
জন্ম যে তোর মরণ তরে, উড়িয়ে নিশান চলরে চলি।
অনবিকারে অনাহারে অপঘাতে—অত্যাচারে
মরিস্ তোরা কত জনা, নাই যে তাহার ঠিকানা রে!
সাথে সাথে মরণ যখন তখন কেন মরণে ভয়?
মরার মত মরে' তোরা মরণটাকে কর্ দেখি জয়।
বিশ্ব যাবে অবাক হ'য়ে এমন মরণ ম'রতে হ'বে,
মরণকামী শত্রু যে—সে'ও করবে পূজা সগৌরবে,
মরণ ভয় আর করবে না কেউ, ম'রবে সবাই হেসে খেলে,
মরণ হবে পাবার জিনিষ—ধন্য হ'বে মরণ পেলে!
মরণ-ভেরী ডাক্‌ছে হেঁকে—আয় চলে' আয়, আয় রে চলে'
ধন্য হ'রে দলে দলে মরে' মায়ের চরণ তলে;
এ নয় তোদের মরণ, এযে অমর হ'বার মহৌষধি,
মরণটারে কর রে বরণ, অমর হ'তে চাস্ রে যদি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

ভক্তিতীর্থের আহ্বান।

(প্রাপ্ত)

ভক্তিবিধানে হরিপ্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণারাম শ্রীহরির বিচ্ছেদযাতনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সহিতে পারিতেন না, তাই তিনি পলক বিচ্ছেদে কাঁদিয়া আকুল হইতেন ও ভূমে গড়াগড়ি দিতেন। সত্যই যিনি যারে ভালবাসেন, তিনি তাঁর জন্য পাগল না হয়ে থাক্‌তে পারেন না, প্রেমিকের ভীষণ বিরহ যাতনাই প্রেমময়কে টানিয়া আনে। তাই ভগবান বলেছেন, "শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারি না।" এই যে আমরা প্রেমের বিধান নববিধান পেয়েছি, এর মূলে আমরা কি দেখ্‌তে পাই না যে, এই অধম পতিত নরনারীর ভীষণ দুরবস্থা দেখে স্বর্গের জননী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া কেবল "আর

বাছা, আয় বাছা" বলে আমাদের ডাক্‌ছেন! তাঁর ডাক না শুনিলে তাঁর প্রেমমুখ না দেখিলে যে আমরা নববিধানের তত্ত্বই বুঝলাম না। মহভক্ত যে বলুলেন, "চিরপ্রেমের নববিধান" এই ঘোর কলিযুগে মা নিজে তাঁর কোলের শিশু ছেলেকে কোলে করে এলেন কেন? আমরা তাঁকে ব্রহ্মানকোলে জননীরূপে দেখে, আমরাও অসহায়, নিরুপায়, শিশুর মত মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো ও চিরশিশুত্ব প্রাপ্ত হব। তাই মনে হয়, ভক্ত যে পথ ধরেছিলেন, সে পথটি আমরা ধর্‌তে পাচ্চিনা বলে' তাই আমাদের মণ্ডলীর এত দুর্দ্দশা।

ভক্তের সে পথটী হচ্চে নববিধানের বিশুদ্ধ ভক্তির পথ, ভক্ত তাই এখনও বল্‌ছেন, "যাত্রীদল, চল, চল, আমার প্রাণের মুঙ্গেরে"। সেখানের ধুলি ও বৃক্ষলতা, সেখানের গগনবিহারী পক্ষিকুল এবং আকাশ বাতাস, সত্যই যে ভক্তির সুরে প্রাণারাম শ্রীহরির গুণ গান করে! সেখানে ভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দের ও সাধু অঘোরনাথের পবিত্র সমাধিগুলি এখনও গম্ভীর স্বরে ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশে যাত্রীদের স্বর্গের কথা বলে ও স্বর্গের শোভা দেখাইয়া দেয়। ভক্তিতীর্থ-যাত্রী যাঁরা, তাঁরা যে সত্যই মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করেছেন, "এখানে আসিলে, এখানে মার পূজায় বসিলে, সহজেই যে প্রাণ ভক্তের ভগবানের দিকে ছুটে যায়।" আমরাও যে ভক্তিতীর্থ-বাসী হয়ে দেখেছি, সহজে নদী যেমন সিন্ধুর দিকে ছুটে যায়, তেমনি মন প্রাণ সহজে ভগবানের দিকে ছুটে যায়। তবে ভাই ভগিনী! আমরা কি নবভক্তি সাধনের জন্য অন্ততঃ মাঝে মাঝে কিছু সময়ের মত ঐ তীর্থবাসী হব না? আমাদেরই জন্য মা তাঁর নবভক্তকে সদলে, ঐ তীর্থে কাঁদিয়ে, মাতিয়ে ও মজিয়েছিলেন। তাই সাধ হয় পার্থিব সকল বন্ধন ছেদন করিয়া জাতি, কুল, মান, অভিমানে জলাঞ্জলী দিয়া, আমরা দলে দলে ভক্তিতীর্থ শ্রীমুঙ্গের ধামের যাত্রী হইয়া দুর্ল্লভ ভক্তিধনে ধনী হই।

আমার কোন পাগল ভক্ত ভাই প্রায়ই বলেন, "যাতে এই ভক্তিতীর্থে দলে দলে ভাই ভগ্নীরা উৎসবানন্দে মত্ত হন ও দুর্ল্লভ ভক্তিধন লাভ করেন এবং অহৈতুকী ভক্তিতে উন্মত্ত হন, আসুন আমরা তাই করি।" জানি না ভক্ত পাগলের সে সাধ কবে মিটিবে, তবে আশা আছে মা বিঘ্নহারিণী সকল বাধা বিঘ্ন ঘুচিয়ে তাঁর অধম সন্তানদের একদিন না একদিন ঐ তীর্থে মাতিয়ে মজিয়ে তাঁর কোলের শিশু করে নেবেন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

বিশ্ব-সংবাদ।

আফ্রিকার প্রাচীন অধিবাসী যাহারা, তাহারা নাকি কখনও হাঁচে না। আশ্চর্য্য এই, তাহারা অন্য দেশে বাস করিলেও হাঁচিতে দেখা যায় না। হাঁচ, কাশি, হাইতোলা, ঝিমান উপাসনা সাধনেরও বিশেষ প্রতিবন্ধক। এ সম্বন্ধে সংযম সাধন উপাসনাশীল মাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য।

চীনদেশে "ডিয়াস ভাতস চিন" নামে এক রকম দ্রব্য উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে তাহা তৃণের ন্যায় দেখায়, আবার শীতকালে জীবিত কীটের আকার ধরিয়া থাকে, তখন হরিৎবর্ণ চারি ইঞ্চ পরিমাণ দেহধারী চোখ মুখওলা কীট ভিন্ন আর তাহা কিছুই নয়। ইহাকে বলকারক ঔষধ রূপে চীনবাসীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এ বিশ্বে বিধাতার কতই অদ্ভুত সৃষ্টি আছে কে বলিতে পারে? •

***

বিলাতে পুলিস কনেষ্টবলের কাজ এদেশের মত যাকে তাকে দেওয়া হয় না। এই চাকরীর জন্য যাহারা প্রার্থী হন প্রথমে তাহাদের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষচরিত্র হইতে হইবে, তাহার পর বেশ সবল ও সুগঠনকায় হইতে হইবে, তাহার পর অন্তত মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা চাই এবং ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে বয়স হওয়া চাই। বাস্তবিক পুলিস কনষ্টবলদের কাজ যথার্থই বড় দায়িত্বের কাজ, বেশ সচ্চরিত্র ও কিছু পরিমাণে শিক্ষিত ব্যক্তিকে ভিন্ন এ কাজে নিয়োগ করা কখনই উচিত নয়। সুনীতিপরায়ণতা ও চরিত্রের পরিচয় না লইয়া কোন দায়িত্বের কাজে কি কাহাকেও নিযুক্ত করা উচিত?

***

সংবাদ।

নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতি—আগামী ৯ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে নববিধান-বিশ্বাসি সমিতির উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনোৎসব হইবে।

আরোগ্যলাভ—শ্রীমতী মণিকাদেবীর কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদদেওয়া সূচক বিশেষ উপাসনা হয়। মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে বিশেষ দান ৩০৲ টাকা।

জন্মদিন—গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ৩৫।১ পুলিস হাসপাতাল রোডে, স্বর্গীয় শরৎকুমার দত্তের জন্মদিন স্মরণ করিয়া বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

বিগত ১৪ই ভাদ্র শনিবার রাত্রি ৮টার সময় বিধানবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর গোয়াবাজারের বাসায় তাঁর ২য় পুত্র শ্রীমান্ সুহাসচন্দ্রের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় সম্পাদন করেন, এই উপলক্ষে প্রীতিভোজন হয়। মা বিধানজননী সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পিতার ধর্ম্মানুগামী করুন।

নামকরণ—গত ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার স্বর্গীয় হরিসুন্দর

বসুর পৌত্র শ্রীমান্ আনন্দসুন্দর বসুর প্রথম পুত্রের নামকরণ ভাগলপুরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম "অনিন্দসুন্দর" রাখা হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীহরি নব শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ৭ই সেপ্টেম্বর নিমাসরাইয়ে (পুরাতন মালদহ) স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন; ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী স্নেহলতা প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করে। মালদহ জেলা স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য অনেকে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু পুরাতন মালদহনিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্ম স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, মালদহ জিলাস্কুলে কার্য্য করিতেন। বহু কাল ধরিয়া একমাত্র এই ব্রাহ্মপরিবারই এখানে বাস করিতেছিল। সত্যেন্দ্রবাবু অনেকদিন থেকে যকৃতের অসুখ ভোগ করিতেছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শমত গত জুলাই মাসে রাচি রেডিয়াম হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য গমন করেন। রেডিয়াম প্রয়োগে কিছু উপকার হয় নাই, ক্রমেই শোথ আদি উপসর্গ বাড়িতে থাকে। গত ৮ই আগষ্ট বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ধর্ম্মবন্ধুর অভাবে যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও সম্পাদিত হয় নাই, কাহার জাতীয় কয়টী লোকের সাহায্যে নদীতীরস্থ শ্মশানভূমিতে সমাহিত করা হয়। পৃথিবীতে যা হবার হল, এখন স্নেহময়ী পরমাজননী অমরলোকে তাঁহার আত্মাকে সুখে শান্তিতে ও কল্যাণে বদ্ধিত করুন। গৃহে মাত্র চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা পিতৃমাতৃহীন একটী ভ্রাতুষ্পুত্রী নিরাশ্রয় অবস্থায় রহিয়াছে। ভগবান্ আশ্রয় হয়ে তাহাকে এই অবস্থায় রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করুন। স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ সত্যেন্দ্রবাবুর পরিত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার সর্ব্ববিধ তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ; ভগবান তাঁদের আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দানের প্রতিশ্রুতি জানান হয়:—

নিমাসরাই—বালিকাবিদ্যালয় ৫৲, মোক্তাব ৫৲, উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ৫৲, মধ্য ইংরেজী স্কুল ১০৲, হাসপাতাল ১০৲, ও দুঃস্থ পরিবারে সাহায্য ৫৲, কলিকাতা—নববিধান প্রচারাশ্রম ১০৲, নববিধান সমাজ ৫৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফাণ্ড ৫৲ এবং কাঙ্গালীবিদায় ১০৲ টাকা—মোট ৭০৲ টাকা।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা সেপ্টেম্বর, দার্জ্জিলিং শৈলাবাস কলিণ্টনে কুচবিহারের মহারাজা স্বর্গীয় রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। মহারাজমাতা মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

ময়ূরভঞ্জের সদর বারিপদার ব্রহ্মমন্দিরটী স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীমৎ শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর আরম্ভ করিয়া যান, তৎপরেও ঐ মন্দিরটীর গঠনকার্য্য চলিয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে প্রায় ১০ বৎসর কাল মন্দিরটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া ছিল, মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবীর বিশেষ আগ্রহে উক্ত মন্দিরের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া উহাতে নিয়মিত উপাসনাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রায় ২ সপ্তাহ হইল সেবক অখিলচন্দ্র রায় বারিপদা গমন করিয়া মন্দিরের বাকি কাজ করাইবার আয়োজন করিয়াছেন, এখনও প্রায় ৫০০ পাঁচ শত টাকা ঐ কার্য্যে ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। নববিধানে দৃঢ় বিশ্বাসী মহারাজা রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কার্যটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য মহারাণী দেবী বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন, মা বিধানজননী ভক্তকন্যার প্রাণের আশা পূর্ণ করুন। সেবক অখিলচন্দ্র বারিপদা গমন উপলক্ষে তথাকার অধিবাসী ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক দেবালয়ে দুই বেলা জমাট উপাসনা, সংকীর্ত্তন, সঙ্গীত, পাঠ ও বিধানতত্ত্ব আলোচনা হইতেছে। এইরূপে সেবকেরা যদি স্থানে স্থানে গমন করিয়া নববিধানের পারিবারিক জীবন গঠনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে নববিধানের উদ্দেশ্য সফল হবার আশা করা যায়।

সেবা—গত ৩১শে আগষ্ট ভাই অক্ষয়কুমার লধ দার্জিলিং গমন করিয়া কুচবিহারের শৈলাবাস কলিণ্টনে কয়দিন অবস্থান করেন। ১লা সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন এবং কয়দিন মহারাজমাতার সঙ্গে উপাসনা, পাঠ আদির ভিতর দিয়া হিমাচলের আশীর্ব্বাদ ও অমরলোকবাসিগণের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হন। তথা হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর নিমাসরাই উপস্থিত হন। ৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে একটী প্রশস্ত গৃহে স্থানীয় অনেকে উপস্থিত হইলে, কীর্ত্তন ও পাঠের পর কিছু নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন। পরে স্থানীয় লোকেরাও কীর্ত্তন করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা উপস্থিত হন।

গত ২৭শে ভাদ্র শুক্রবার প্রাতে ৬টার সময় বারিপদা নিবাসী ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের উপাসনালয়ে সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়ের স্বর্গীয় মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য অখিলচন্দ্র করেন, ভ্রাতা নগেন্দ্রের ভগিনী উষাবালা আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "মৃত্যুঞ্জয় নাম সাধন" প্রার্থনাটী ভক্তিভরে পাঠ করেন। অখিলচন্দ্র মাতৃদেবীর স্বর্গীয় গুণাবলী ও অকৃত্রিম স্নেহ এবং ধর্ম্মে সহায়তার বিষয় স্মরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করেন। মা বিধানজননী এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানে স্বর্গস্থ আত্মাসকলকে কেমন তাঁর প্রেমক্রোড়ে নিরাপদে ও সদানন্দে রেখেছেন তাহাই প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সেবা সাধনার্থ কোচবিহার গিয়াছেন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd October, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, এ সংসারকে কেন এতই রোগ, শোক, বিপদ, পরীক্ষাময় করিয়াছ? যদিও তাহার অধিকাংশই আমরা আমাদের মোহ বা অপরাধজন্য আনিয়া থাকি, কিন্তু সে সকল হইতে তুমি যে আমাদের আত্মার কল্যাণই বিধান করিতেছ ইহা যেন বিশ্বাস করি। সকলপ্রকার দুঃখ, বিপদ পরীক্ষা হইতেই যে তুমি আমাদিগের আত্মজ্ঞান উদ্দীপন করিয়া দাও, আমাদিগের নিরাশ্রয়তা উপলব্ধি করিতে দাও, আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভর কতটা লাভ হইয়াছে তাহা বুঝিতে দাও, আমাদের পাপ অপরাধ কত অধিক তাহাও জানিতে দাও এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে ও তোমার উপর ঐকান্তিক নির্ভর করিতে শিক্ষা দাও। এই বিপদ পরীক্ষাই ত আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির সোপানে লইয়া যায়; অতএব এই দুঃখ বিপদ আমাদিগের অকল্যাণ অমঙ্গল বলিয়া যেন অবিশ্বাসীর মত তোমার প্রতি দোষারোপ না করি, কিন্তু তুমি যা দাও তাই ভাল বলিয়া অবনতমস্তকে সকল বিপদ পরীক্ষা দুঃখ শোক সহন করিতে পারি এবং তাহার ভিতর তোমার কি অভিপ্রায় আছে, তাহা বুঝিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

প্রেমময়, গরীব দুঃখীদিগকে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিতে ফেলিবে ফেল, কিন্তু শেষে যেন নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে পারি।

—০—

হে প্রেমসিন্ধু, কেন আমরা তোমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলাম! তোমার কৃপায় প্রেমজ্যোৎস্না প্রকাশ হইতেছিল, কেন নিজের অন্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন করিলাম? দেখো যেন অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। দণ্ড দিতে চাও দণ্ড দাও, মারিতে চাও মার, তোমার হাতে নবজীবন পাইব।

—•—

বিপদভঞ্জন, করুণাসিন্ধু, দয়াল বলিয়া ডাকিতে তুমি যে মন্ত্র শিখাইয়াছ সেই মন্ত্র সাধন করিলে—এই অন্ধকার, তরঙ্গ, রোগ, শোক থাকিবে না। যে লোক পরীক্ষা বহন করিতে পারিবে না, তাহাকে পরীক্ষার ভিতরে যাইতে দিও না। আশা দাও, নিশ্চয় রূপে কথা কহিয়া বলিয়া দাও, "সন্তান, তুমি পরীক্ষা হইতে বাঁচিবে।" ঘোর বিপদের মধ্যে দীননাথ, দীননাথ বলিয়া তোমাকে ডাকি।

নূঃ প্রা ২য়। ৫০।

—•—

হে প্রেমস্বরূপ, যদি রোগ শোক না থাকিত আমরা

কি মানুষ হইতাম, আমরা কি তোমাকে ডাকিবার মিষ্টতা বুঝিতাম ? দয়াময় শিক্ষা দেওয়া নিয়ে বিষয়। হরি, মন যেন না বলে তুমি না বুঝ্‌তে পেরে কষ্ট শোক পৃথিবীতে আনিলে। আর তোমার দয়ার উপর যেন দোষারোপ না করি।

—০—

দয়াময়, বিশ্ববিদ্যালয় শোকবিদ্যালয় ; শোকে রোগে কষ্টে মানুষের শিক্ষা ; বড় বড় সাধু তৈয়ার হয়েছেন বিপদেতে। তবে দয়াময়, লাঠিখানা যখন স্বর্গ থেকে পড়ে, সেইটী আদরের সহিত চুম্বন করিব। কষ্ট দুঃখ না থাকলে মন শুষ্ক হয়, তাতে আরাধনার ফুল সঙ্গীতের ফুল ভাল ফুটে না। দয়াময়, বিপদ বিঘ্ন রোগ শোকে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে থেকে ভক্ত বুঝ্‌তে পারেন কেমন শিক্ষা দিতেছ। ভিতরে ভিতরে বিনয়, দীনতা, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য কেমন শিক্ষা হয় কষ্টের মধ্যে। হরি, শোক বিপদের চরণে কোটী নমস্কার। তুমি যা পাঠাও তা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি। সুখ দেওয়া মাকে সকলে ভাল বাসে, দুঃখ দেওয়া মাকে কেবল ঈশা আর সাধুরা ভাল বাসেন। হে দয়াময়ী, তোমার দেওয়া সবই ভাল। দৈঃ প্রা, ৮ম। ১৫।

নববিধানের প্রধান লক্ষণ কি ?

শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব শুনিয়াছিলেন ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরদর্শন করেন। সে ঈশ্বরদর্শন কেমন ও কেমনে লাভ হয়, তাহা জানিবার জন্যই তিনি বেলঘরিয়ার তপোবনে শ্রীকেশবচন্দ্রের নিকট আগমন করেন। তখন হইতে উভয়ের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা আরম্ভ হয় এবং ক্রমে তাহা ঘনীভূত যোগে পরিণত হয়।

পরবর্ত্তি কালে আমরা পরমহংস দেবের নিজ মুখে বলিতে শুনিয়াছি, "যখনই আমি কেশবের কাছে যাই, আমার চোদ্দপো মা গ'লে যায়।"

শ্রীকেশবচন্দ্র পরমহংসদেবকে ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশের ভাবে কিছু বলিয়াছিলেন কিনা জানি না। কোন তত্ত্ব বিষয়ে কাহাকেও প্রত্যক্ষ ভাবে উপদেশ দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিই ছিল না। জীবন্ত গুরু ঈশ্বর স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে সকলকে সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন, উপদেশদাতারা কেবল ঈশ্বরের নিকট যাইবার সঙ্কেত দেখাইয়া দিবেন মাত্র, তাঁহারা যেন কখনও পরম গুরুর স্থান অপহরণ করিয়া গুরুগিরি করিতে না যান, ইহাই শ্রীকেশবের জীবনের বিশেষ সাধনা ছিল।

তাই উপদেশ দিয়া শিক্ষা দান করা অপেক্ষা জীবনের প্রভাব দ্বারা উপলব্ধি করানই তাঁহার প্রকৃতিগত ভাব এবং তাহা হইতেই শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সরল ভাবে সাক্ষ্যদান করিলেন যে, কেশবের কাছে গেলেই তাঁহার সাকার চোদ্দপোয়া কালীমা গলে যায়, অর্থাৎ চিন্ময়ী হইয়া যায়।

শ্রীমৎ পরমহংসদেবের এই একটি কথাই কি আচার্য্য কেশবজীবনের মাহাত্ম্যের যথেষ্ট পরিচায়ক নয় ? এবং ইহাই কি নববিধানের এক বিশেষ সাক্ষ্যদান নয় ?

নববিধান জীবনের প্রমাণ। জীবনের প্রভাব দ্বারা নববিধানের সত্য সকল প্রমাণ, প্রচার, সঞ্চার বা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবল মতে তত্ত্বে শিক্ষা দিলে হইবে না, ইহাই নববিধানের বিশেষ শিক্ষা।

এখন, নববিধানের প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষণ কি ? এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরকে সকলে দর্শন ও শ্রবণ করিবে ও জীবনে তাহারই সাক্ষ্যদান করিবে।

বর্ত্তমান যুগে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কেহ বা আমিত্ব নির্ব্বাণ করা, কেহ বা ঈশ্বরের নাম সাধন করা, কেহ বা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করা, কেহ বা ভক্তের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করা, কেহ বা ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করা, কেহ বা ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মসাধন করা ইত্যাদি ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, বাস্তবিক এ সকলই ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গ সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শন শ্রবণ সাধন বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতেই নববিধান সমাগত।

নববিধান সকল ধর্ম্মবিধান এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই উদারভাবে আপন অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাই যে ধর্ম্মে যে সম্প্রদায়ে যেখানে যে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে ধর্ম্মসাধন, কর্ম্মসাধন, যোগসাধন, ভক্তিসাধন, জ্ঞানসাধন করিতেছেন বা করিবেন, সকলেই এই নববিধানমণ্ডলীর অঙ্গ বা অংশরূপে করিতেছেন আমরা স্বীকার করিব।

নববিধানের ভিতর আমরা তোমরা, এ দল ও দল নাই, সমগ্র মানবদল নববিধানের দল। সকল প্রাণ,

সকল অঙ্গ, সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম, সকল সাধনের সম্মিলন নববিধান।

তবে এই নববিধানের বিশেষ লক্ষণ যে ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ, ইহাই জীবনে সাধন ও জীবন দ্বারা তাহা সঞ্চার এবং তাহারই সাক্ষ্যদান যদি করিতে পারি তবেই নববিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা সফল করিতে সক্ষম হইব। সেই ঈশ্বরদর্শন শ্রবণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জীবনের সর্ববকর্ম্ম, সর্ববধর্ম্ম, সর্ববসাধন করাই নববিধান-জীবন। নববিধানবিধাতা আমাদিগকে তৎসাধনে ও তাহারই প্রমাণ দানে আকাঙ্ক্ষিত ও কৃতসঙ্কল্প করুন।

বিশ্ব বিদ্যালয়।

এই বিশ্ব সত্যই একটি বিদ্যালয়। বিশ্বেশ্বর যিনি তিনি এই বিশ্বকে মানবের বিদ্যালয়রূপে সৃজন করিয়াছেন। তিনি পিতামাতারূপে মানবাত্মাকে পৃথিবীতে জন্ম দিয়াছেন এবং তিনিই স্বয়ং গুরু জ্ঞানদাতা শিক্ষক রূপে মানবজীবনকে মানবত্ব হইতে দেবত্বে গঠিত করিবার জন্য, এই সংসারবিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

যদিও তিনিই আমাদিগের জন্মদাতা জীবনদাতা এবং তাঁহারই জীবনীশক্তি সঞ্চারে আমাদিগকে বাঁচাইতেছেন ও গঠিত করিতেছেন, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জড় বা সাধারণ জীব জন্তুর ন্যায় সৃজন করেন নাই।

আমাদিগের ভিতরেও জড়াংশ জীবাংশ আছে সত্য, কিন্তু তাহার উপর আমাদিগকে মানবব্যক্তিত্ব দিয়া চৈতন্য-সম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সজ্ঞানে সচৈতন্যে স্বাধীন ভাবে এই মানবত্ব লাভ করিব, ইহাই তাঁহার মানবজীবন সৃজনের অভিপ্রায়।

"মানব ঈশ্বরের প্রতিমারূপে সৃষ্ট"। তিনি চান যে আমরা তাঁহারই সন্তান হইয়া স্বকীয় স্বাধীন শক্তি-বলে আমাদিগের জীবনকে তাঁহারই প্রতিমারূপে প্রতিপন্ন করি এবং ঐ ব্রহ্মনন্দনের ন্যায় বলি, "যে আমাকে দেখিয়াছে সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে।"

তিনি অবশ্যই আমাদিগকে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বা পুরুষকার শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য নয় যে আধুনিক নিরীশ্বর পুরুষকার বাদীগণের ন্যায় ভাবিব যে আমরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া আত্মশক্তি প্রভাবে মহামানবত্ব লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের স্বাধীন শক্তির উৎকর্ষ সাধনও যেমন করিব, আমাদের অক্ষমতাও সজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া তেমনি তাঁহার উপর নির্ভরশীলও হইব।

সন্তানকে সাঁতার শিখাইতে যেমন পিতা জলেও তাহাকে ভাসাইয়া দেন, আবার সন্তান আঁকুপাকু করিতে করিতে ডুবু ডুবু হইলে পিতাই তাহার বুকে হাত দিয়া রক্ষা করেন, আমাদের জীবনদাতাও ঠিক তেমনি করিয়া আমাদিগকে এই সংসারসাগরে সাঁতার কাটিতে শিখাইতেছেন। তিনি আমাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতারও সাধন করাইতেছেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমরা কেবল আত্মনির্ভরে সমুন্নত হইতে পারি না ইহা বুঝিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া আপনাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বে পরিপুষ্ট হইতে পারি, তাহারই জন্য আমাদিগকে এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন।

জড়প্রকৃতিতে যেমন এই বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র অবস্থায়, বিভিন্ন ঋতু শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদির ভিতর দিয়া, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের অধীনতায়, দিবারাত্র, সূর্য্যের উত্তাপ, বায়ুমণ্ডলের পরিচালন যোগে এই পৃথিবী রক্ষিত গঠিত হইতেছে, তেমনি মানবজীবনও রোগ শোক, সুখ সম্পদ, দুঃখ বিপদ পরীক্ষাদির ভিতর দিয়া গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে।

কিন্তু কারিগর জড় কারুকার্য্যকে যেমন করিয়া গড়েন তেমন করিয়া বিধাতা আমাদের গঠন করেন না, চৈতন্য-শালি আত্মাকে স্বাধীনতা ও অধীনতার ভিতর দিয়া আমাদের জীবনকে তিনি গঠন করিতে চান।

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" যেমন বলে শরীরের ভিতর ব্যাধির সম্ভাবনা আছেই, তেমনি এই সংসারে যতদিন আমরা আছি, আমাদিগকে পরীক্ষা বিপদের উত্থান পতনের ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে যাইতেই হইবে।

সাগর যেমন সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত, তেমনি আমাদের জীবনকেও সংসারের নানা প্রকার অবস্থার তরঙ্গের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। তবে এই সকলের ভিতর একজন জীবন্ত জীবনের নেতা নিয়ন্তা আছেন ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া এ সমুদয় তাঁহারই শিক্ষার বিধান ও সকল অবস্থা, সকল ঘটনা, সকল রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান সকলই এক মঙ্গলবিধাতার বিধান জানিয়া, তাহাদের ভিতর দিয়া তিনি কি গঠন গড়িছে-

চান, কি শিক্ষা দিতে চান তাহার জন্য তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহারই মুখের কথা শুনিয়া, যদি শিখিয়া জানিয়া লইয়া, তাঁহারই মনের মত জীবন লাভ করিতে পারি তবেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ আমাদিগের সার্থক হয়, তবেই আমরা এখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মানবের দেবত্ব গ্রহণ।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আলকাতরা হইতে চিনি বাহির করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। জহুরী খনি, প্রস্তরখণ্ড হইতে জহর চিনিয়া লইয়া প্রস্তর যাহা তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন। হিন্দুভক্তগণ মৃণ্ময় হইতে চিন্ময়কে বাহির করিয়া পূজা করত আবার মৃণ্ময় যাহা তাহা গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিতেছেন। নববিধান আমাদিগকে বিশ্বসৃষ্টির মধ্য হইতেই তেমনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া পূজা করিতে এবং প্রত্যেক মানবের ভিতর হইতে ব্রহ্মপুত্রত্ব চিনিয়া লইয়া ভাই বলিয়া প্রীতি করিতে শিখাইতেছেন। মানব মাত্রেরই মানবাংশ দৈহিক অংশ থাকিবেই ও তাহা দুদিন পরে ভস্মে পরিণত হইবেই, কিন্তু তাঁহাদের ভিতর যে দেবাংশ বা ব্রহ্মসন্তানত্ব তাহাই যেন আমরা দোখ ও গ্রহণ এবং আদর করি।

জীবনের গঠন।

স্বর্ণকার স্বর্ণালঙ্কার গঠন করিতে স্বর্ণকে কতই অগ্নিতে দগ্ধ করেন, জলেতে নিমজ্জন করিয়া শীতল করেন, হাতুড়ির আঘাতে পেষণ করেন, আবার ঘর্ষণের দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহার চাকচিক্য বৃদ্ধি করেন, যতক্ষণ না তাহা তাহার মনের মত হয়, তাহার নিজ চক্ষে সুন্দর প্রতীয়মান হয়, ততক্ষণ তিনি ছাড়েন না। আমাদেরও জীবনস্বর্ণকার যিনি তিনিও আমাদের এই খাদমিশ্রিত মানবজীবনকেও তেমনি করিয়া তাঁহারই মনের মত করিয়া গঠন করিতেছেন। যতক্ষণ না তাঁহার চক্ষে ইহা সুন্দর "বেশ হয়েছে" প্রতীয়মান হয়, ততক্ষণ তিনি আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িবেন না।

সলোমনের উপদেশ।

"ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানশিক্ষার আরম্ভ, কিন্তু মূর্খগণ জ্ঞান ও সুশিক্ষাকে ঘৃণা করে।

হে সন্তান, পিতার শিক্ষা গ্রহণ কর এবং মাতার বিধি লঙ্ঘন করিও না।

কারণ তাহা তোমার মস্তকে ঈশ্বরকৃপার অলঙ্কারস্বরূপ এবং তোমার গলদেশের শৃঙ্খল।

হে সন্তান, পাপী যদি তোমাকে প্রলুব্ধ করে, তুমি তাহাতে পতিত হইও না।

তাহাদের পথে যাইও না, কিন্তু তাহাদিগের পথ হইতে প্রত্যাহার করিবে।

প্রজ্ঞা বলেন, যে আমার কথা শ্রবণ করে সে নিরাপদে বাস করিবে এবং পাপের ভয় হইতে নিশ্চিন্ত হইবে।"

শ্রীকেশবচন্দ্র ও শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেব।

কেশবচন্দ্রকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে পারিলে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে অবতার রূপে প্রতিপন্ন করা হইবে এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বর্ত্তমান শিষ্যগণ ঘোষণা করিতেছেন যে শ্রীপরমহংস দেবেরই নিকটে কেশব সমন্বয়ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। কিন্তু ইহা ত সত্য নহে। আমরা শ্রীকেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি গভীর আধ্যাত্মিক এবং জীবন্ত ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীপরমহংসদেবের যখন একটী শিষ্যও জুটে নাই প্রায় তখন হইতেই তাঁহার শেষ সমাধিক্রিয়া পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই আমরা তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভে ধন্য হইয়াছি। তাই আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় চিত্তে বলিতে পারি, শ্রীকেশবচন্দ্রের নববিধান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়বাদ এক নহে। পরমহংসদেব মূলতঃ সাকারবাদী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উদার হৃদয়ে যে সমন্বয়বাদের ভাব উদিত হয় তাহা বরং শ্রীকেশবচন্দ্রের সংস্পর্শেই ফুটিয়াছিল ইহা বলিলে কতকটা সত্য বলা হয়। অবশ্যই বিধাতার অলৌকিক বিধানে একই সময়ে এই দুই ধর্ম্মাত্মার জন্ম দিয়া আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসূত্রে উভয়কে মিলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্ভুত ধর্ম্মাত্মা হইলেও তিনি একজন হিন্দু ভক্ত যোগী ছিলেন। নববিধানের পূর্ণ সমন্বয় জীবন জীবনাদর্শে এক কেশবচন্দ্রকেই প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছি। তিনি কেবল মতে নববিধান ঘোষণা করিয়া তুষ্ট হন নাই, জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান হইয়াছেন।

নববিধান প্রেরিত নিয়োগ।

(শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দশ্রুত ব্রহ্মবাণী)

[ইংরাজী হইতে অনুদিত]

"হে অবিশ্বাসী মনুষ্যগণ, শ্রবণ কর, এই সকল লোককে আমি আমার রাজ্যের প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা দুর্ব্বল ও দরিদ্র, তবু আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিলাম, কেন

না ইঁহাদিগের বিশ্বাস আছে। যদি তাহারা বিদ্বান না হয়, যদি তাহাদের পৃথিবীর সম্মান না থাকে, যদি তাহারা ধনের অনুগৃহীত পাত্র না হয়, তাহাতে কি? একটী যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা তাহাদের আছে। তাহাদের বিশ্বাস আছে, সুতরাং আমি যাহা চাই সকলই আছে। তাহারা আমার দাস, এজন্য তাহাদিগকে সম্মান কর। সমবেত জনসমূহ কম্পিতকলেবর হইল এবং আর কোন কথা না বলিয়া বিধাতার নিষ্পত্তির বশতাপন্ন হইল।

"তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর যাহাদিগকে প্রেরিতাখ্যা দান করিলেন, তাহাদিগকে একত্র করিলেন এবং অপর সকল হইতে প্রত্যেক নিদর্শন তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। এই নিদর্শনোপরি এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল, 'বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা'। তাহাদিগের অভিষিক্ত মস্তকোপরি তিনি স্বীয় পবিত্র হস্ত রাখিলেন এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অপিচ যাই তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে পবিত্র জ্যোতিঃ তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল, উহা তাহাদিগের সমুদয় আত্মাকে উদ্দীপ্ত করিল এবং তাহাদিগের হৃদয়কে দেবশ্বাসতযুক্ত করিল।

"পবিত্র পিতার চরণতলে মনোনীত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিল এবং করযোড়ে আনন্দাশ্রুনয়নে বলিল, প্রভো, তুমি তোমার নিদেশ এবং তোমার আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে অর্পণ কর।

"এই তোমাদিগের নিয়োগের নিয়মাবলী। প্রিয় সন্ততিগণ, ইহা গ্রহণ কর এবং আমার ভালবাসা নিয়ত তোমাদের সঙ্গে বসতি করুক।

"শিষ্যেরা বলিল, 'তথাস্তু'।

"তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর নবনির্ব্বাচিত প্রেরিতগণকে অনুশাসন করিলেন।

"তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না।

"তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবে না।

"আমার প্রেরিত হইয়া তোমরা যে সকল সেবার কার্য্য সম্পাদন কর তাহার জন্য বিনিময়স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের অঙ্গুলি অপবিত্র করিবে না।

"অবিশ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন, তোমরা সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয় তোমরা সে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি তোমাদিগের আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না, তাহা তোমরা স্পর্শ করিতে পার না।

"তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক; যেন সকলে তোমাদিগকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারে। তোমরা তদ্রূপ প্রলোভনের অতীত হও।

"মত্ত ও প্রমোদী হইতে তোমরা বিমুক্ত থাক। গাম্ভীর্য্য সহকারে তোমাদিগকে প্রকৃতিস্থতা এবং অব্যভিচারিত্বের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

"তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত প্রভুকে সমর্পণ কর, এবং এই হইতে বিশ্বাস কর যে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক বেদী স্থাপন কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তন্নিবাসিগণকে আশীর্ব্বাদ এবং পবিত্র করিতে পারি।

"ক্রোধী হইও না, কিন্তু যতবার তোমাদের বিরোধী তোমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তুমি সহিষ্ণু হও এবং ক্ষমা কর।

"বন্ধু ও বিরোধী সমুদয় লোককে ভালবাস। ন্যায় ব্যবহার কর। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ কর।

"উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতাসহকারে উপাসনা কর যে, শীঘ্রই যোগ ও সহবাসসম্ভোগ করিতে পারিবে।

"আমাতে, অমরত্বে এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম দুটীতে তোমাদের পিতা এবং তোমাদের গৃহ দর্শন করিবে, শেষটীতে গুরুর স্বর শুনিবে।

"সমুদায় ঋষি শাস্ত্রের সম্মান কর।

"উপাসনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার, এই সকল তোমার দৈনিক কার্য্য হইবে। এ সকলেতে সমুদায় বর্ষ আমার অর্পণ করিবে।

"যাও, গিয়া সকল দিকে সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বীজ বপন পূর্ব্বক আমার সত্য প্রচার কর। অহঙ্কারবশতঃ হাতে হাতে ফল অন্বেষণ করিও না, কিন্তু বিনীত ভাবে প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।"

রাজর্ষি শ্রীরামমোহন রায়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিন। এই দিনে সমগ্র ভারতবাসীর সহিত একাত্মতা অবলম্বনে বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজস্থ সকলকার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার স্বর্গগত মহান্ আত্মা সদনে কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ করি।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আমাদিগের সম্বন্ধে সাধুবিচারের অধিকার নাই। যদিও সাধুর ত্রুটী থাকে—কোন্ সাধুর ত্রুটী নাই? সাধুভক্তি যদি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় করিয়া দিতে পারি?

"কোথায় থাকিত এই ব্রাহ্মসমাজ যদি ব্রহ্মসন্তান রামমোহন না আসিতেন! তিনি বড় লোক কি রাজা ছিলেন তাহার আমরা বিচার করিব না। আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি, সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক

পৌত্তলিকতারূপ বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন, সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন।

এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে ব্রহ্ম আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটি লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল।

ভগবান তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব।

তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার ভক্তিতে, বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি।

যিনি সহস্র লোকের তীব্র নির্যাতনে ব্যথিত হইয়া "জয় জগদীশ, জগদীশ" বলিয়া কেবল ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন, ভগবান তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, "প্রিয় সন্তান, ঘরে এস।" তিনি ভবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

মহর্ষি রামমোহন ১৭৭৪ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণে পৈতৃক পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস আসাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করেন। গৃহত্যক্ত হইয়া রামমোহন সত্যধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু হইয়া তিব্বত যাত্রা করেন এবং নানা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ সংগ্রহ করিয়া একেশ্বরের ধর্ম্ম দেশে যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য "ব্রাহ্মসভা" স্থাপন করেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ একত্রে একেশ্বরের আরাধনা করিতে পারিবেন, তাহার জন্য একটি সমাজগৃহও প্রতিষ্ঠা করেন।

এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আচার্য্য দ্বারা একটী প্রকোষ্ঠে বেদপাঠ হইত, তাহাতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিত না। সাধারণের জন্য বাহিরে প্রকাশ্য ভাবে উপদেশ দেওয়া হইত।

রাজা রামমোহন সংস্কৃত, পারস্য, আরব্য, ইংরাজী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বেদ, বাইবেল, কোরাণাদি হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করত অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন, একজন ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান সাহেবকে আপন মতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

তিনি গবর্ণমেণ্টের সহায়তা লইয়া যাহাতে দেশ হইতে সতীদাহ উঠিয়া যায় এবং সুশিক্ষা বিস্তার হয় তাহার জন্য বিশেষ আন্দোলন করেন ও তাহাতে সফলতা লাভ করেন।

তিনি বিশেষ ভাবে দিল্লীর বাদসাহের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার প্রতি পার্লিয়েমেণ্টের সদয় ব্যবস্থা বিধানের জন্য বিলাত গমন করেন, কিন্তু সেখানেই ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করেন। আরনোস্‌ভেল সেমেট্রিতে তাঁহার দেহ প্রোথিত হয় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতৃদেব শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার উপর একটি সুন্দর সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য আত্মা পরমজননীর বক্ষে সমাধিস্থ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম ভাদ্রোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিবেদনের সারমর্ম্ম।

"This flag of the New Dispensation I hold before thee is a flag of truce and reconciliation. There shall be no more war, but henceforth peace and amity, brotherhood and friendliness."

শ্রীকেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি আজ ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে নূতন করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, নববিধান পুরুষের অধিকার, নারীর অধিকার, রাজার অধিকার, প্রজার অধিকার, সাধুর অধিকার, পাপীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। নববিধান মুক্তির সংবাদ লইয়া স্বাধীনতার নিশান হস্তে লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আত্মা, পাপ ও অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্র নিশ্চয়ই মুক্ত হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানও এই মুক্তির সংবাদ প্রচার করিয়াছেন; যাঁহারা মুক্তির সংবাদ প্রচার করিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মের বেদীতে আত্মবলিদান করিয়া ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ঈশা ও তাঁহার শিষ্যগণ এবং শিখ গুরু তেগবাহাদুর ও বান্দা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এ সকল আত্মবলীদান পৃথিবীর নিকট অমূল্য পদার্থ, কেন না সাধুরা আত্মদান না করিলে তাঁহাদের ভিতরের বিশ্বাস পৃথিবী জানিতে পারিত না। পৃথিবীর নিকট এই দান বড় হইলেও সাধুর নিকট ইহা অমূল্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান নহে। যাহা নিজের ইচ্ছায় জীব ভগবানের জন্য ও জীবের জন্য দান করেন তাহাই শ্রেষ্ঠ দান। বাহিরের চাপ বা প্রবল আক্রমণে যখন সাধুর মৃত্যুর অনিবার্য্য কারণ হয়ে উপস্থিত হইল তখন তাহার উপর সাধুর আর কোন কর্ত্তৃত্ব রহিল না। এই প্রকারের আত্মবলী দৈব দুর্ঘটনামাত্র। ভূকম্পে যেমন লক্ষ লক্ষ নরনারী ভূগর্ভে প্রোথিত হয়, জলপ্লাবনে যেমন সহস্র সহস্র নগর উপনগর ভাসিয়া যায়, তাহাতে মানুষের কোন হাত নাই, সাধুদের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুও সেই প্রকারের দৈব দুর্ঘটনা। ব্রাহ্ম সাধকদিগের ভাগ্যে এই প্রকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ উপস্থিত না হলেও তাঁহারা স্বেচ্ছায় যে যাহা দান করিলেন, তাঁহাদের সেই বিন্দু দান স্বর্গের সিন্ধু হয়ে দেশকে প্লাবিত করিল। একটী বিশ্বাসী দল গঠিত হইল। কেহ বিষয় বিত্ত ত্যাগ করিলেন, কেহ আত্মাভিমান

ত্যাগ করিলেন, কেহ স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিলেন, কেহ গাঁদা ফুল খাইয়া, কেহ কর্দ্দম খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন ইহা বিশ্বাসী দলের ইচ্ছাকৃত দান। এই আত্মদানের স্পর্শ পাইয়া দেশ ধন্য হইল, দেশে একটা নূতন জাগরণ আসিল। নূতন যুগধর্ম্মের আভাস সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একটী ক্ষুদ্র রাজ্য একজন প্রবল রাজা আক্রমণ করিলে ক্ষুদ্রকে আত্মরক্ষার জন্য যেমন নিজ দুর্গের মধ্যে বাস করিতে হয়, সেইরূপ ব্রাহ্ম-সমাজের আদি অবস্থায় দেশের পর্ব্বতসমান পাপ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া দেশ ও জাতি হইতে বিশ্বাসী দলের একটু স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখন আর সে দিন নাই, দেশে নবযুগ আসিয়াছে, এখন সমস্ত জাতির সহিত ব্রাহ্মসমাজ একসূত্রে গ্রথিত। হয় জাতির সুখ দুঃখ পাপ ও দুর্গতি বক্ষে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ উঠিবে, নতুবা সমগ্র জাতির পাপ ও অধীনতার ভারে ব্রাহ্মসমাজ ডুবিয়া যাইবে। বিধাতা ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির যোগ রক্ষা করিয়াছেন, ব্যক্তির সহিত জাতির এমন অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন যে সমাজের ভিতর দেশের ভিতর একটী নরনারীও পাপে লিপ্ত থাকিলে আমার ব্যক্তিগত পরিত্রাণ অসম্ভব। এই যোগ অনুভব করিলে আর আমরা জাতির প্রতি উদাসীন হইতে পারিব না। এখানে ব্যক্তির ভিতর জাতি ও জাতির ভিতর ব্যক্তি বাস করিতেছে, ব্যক্তির উত্থানে জাতির উত্থান ও ব্যক্তির পতনে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। এই মূল নীতি অবলম্বন করিয়া চলিলে পরিবারে পরিবারে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ও জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তিপ্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি স্থিতি ও উন্নতি যে ঈশ্বরের অব্যাহত লীলার ব্যাপার তাহা আমরা ইহার তিন জন প্রধান প্রেরিত নেতার জীবনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে মহাত্মা রাজা রামমোহনের নিজের কথা যদিও তেমন পাওয়া যায় না, তথাপি তিনি যে বাল্যাবধি ব্রহ্মপ্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে আমরা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাই। মহর্ষির ধর্ম্মজীবন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ব্রহ্মদর্শনে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ ব্রহ্মবাণী শ্রবণে আরম্ভ হইল। এই বাণী অযত্নসম্ভূত এবং ব্রহ্মকৃপার অযাচিত দান। উপনিষৎ বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।" অস্যার্থ—বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধা দ্বারা, বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ ও মনোনীত করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার সন্নিধানে এই পরমাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন"। পরমাত্মার এই যে অনুগ্রহ, এই যে মনোনয়ন ইহুদী, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান বিধানে ইহাকেই প্রেরিতত্ব বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের এই আশ্চর্য্য মনোনয়ন দেখিয়া এই তিন জন মহাজনকে ঈশ্বরপ্রেরিত না বলিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারি না। হিন্দু কলেজে কেশবচন্দ্র যে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডের একটী বক্তৃতায় আত্মজীবনের কাহিনী এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ইংরেজী শিক্ষায় আমার মন বিচলিত ও শূন্য হইয়া পড়িল। আমি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু উহার স্থান পূর্ণ করিতে পারে এরূপ কোন ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিলাম না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার নিকট আপনাকে প্রকাশ করিলেন। আমার এমন কোন বন্ধু ছিল না যে আমার নিকট ধর্ম্মের কথা ঈশ্বর ও অমরজীবনের কথা বলিবে। আমি অনুভব করিতে পারিলাম, স্বর্গের বন্ধু ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা আমার কাছে আছেন। ঈশ্বর নিজে এই কথা আমার হৃদয়ের গূঢ়তম স্থানে প্রকাশ করিলেন, 'তোমার কোন পুস্তক নাই, কোন শিক্ষক নাই, কেবল স্বয়ং ঈশ্বরই তোমার আছেন।' ঈশ্বর অভ্রান্ত ভাষায় আমাকে এই কথা বলিলেন এবং অধ্যাত্ম জীবনের মূলমন্ত্র যে প্রার্থনা তাহা আমাকে তিনি প্রদান করিলেন। ইহাতেই আমার জীবন পরিবর্ত্তিত হইল।"

কেশবচন্দ্র জীবনবেদে এই বিষয়টী আরও বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি প্রার্থনাশীর্ষক অধ্যায়ে বলিয়াছেন, "আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটা ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু কি সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ... ... জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাসস্বরূপ "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত। ... ... প্রার্থনা কর বাঁচিবে; চরিত্র ভাল হইবে; যাহা কিছু অভাব, পাইবে; এই কথাই জীবনের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত।" ঈশ্বরের এই প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণ হইতে কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ ধর্ম্মজীবনের গুরু ও পরিচালক ছিল না, কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহাই হইল। ঈশ্বরই কেশবচন্দ্রের একমাত্র শিক্ষক, গুরু, পরিচালক ও সহায়, শাস্ত্র ও বিধি হইলেন। এই প্রার্থনা ভক্তিশাস্ত্রের এক প্রধান অবলম্বন। ভাগবত ইহাকে আত্মনিবেদন বলিয়াছেন। কেশব-

চন্দ্র প্রার্থনাযোগে ক্রমে ভক্তির উচ্চ শৈলে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে তিনটি প্রধান উপাদান বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের জীবনে বিদ্যমান ছিল। ইহা মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার প্রত্যক্ষ দান। বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ় ভাবে নিহিত ছিল। এই তিনটিই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রায় একার্থবাচক এবং শ্রদ্ধাই ভক্তজীবনের সর্ব্ব প্রথম অবস্থা। "আদৌ শ্রদ্ধা"। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥"

যদিও ব্রহ্মানন্দ জীবনবেদে বলিয়াছেন, প্রথমে আমার জীবনে ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ।" এস্থলে বোধ হয় রাগানুগা ভক্তি, প্রগল্‌ভা ভক্তি, উন্মত্তা প্রেমোত্থিতা মহাভক্তির কথা স্মরণ করিয়াই তিনি একথা বলিয়াছিলেন, নচেৎ মানবপ্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনের ভক্তির মহাবীজ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত True Faith নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "But the maturity of Faith is love, for love completeth the union which faith begineth" কিন্তু প্রেমই বিশ্বাসের পরিপক্কাবস্থা, কারণ বিশ্বাসে যে মিলনের আরম্ভ প্রেম তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করে। বিশ্বাস যে ভক্তির মূল তৎসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র স্বয়ং ব্রহ্মগীতোপনিষদের এক স্থলে বলিয়াছেন, "যোগ ভক্তির এক স্থলে মিল আছে। ভক্তির মূল মন্ত্র "সত্যং শিবং সুন্দরং" যোগ ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভব ঈশ্বরকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি এ দুয়েরই প্রথম পাঠ। ... শিব সুন্দরে গভীররূপে নিমগ্ন হইলে ভক্তের যোগী হইতে ভিন্নতা উপস্থিত হয়। বিশ্বাসভূমি, শ্রদ্ধাভূমি, যোগী এবং ভক্তের এক। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা ভক্তি পরিপক্ক হয় না, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস বিনা যোগেও অধিকার জন্মে না।" কেশবচন্দ্রের জীবনে বিশ্বাস এক আশ্চর্য্য ও অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। পৃথিবীর অভিধানে, সংসারের বাজারে যাহা বিশ্বাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার কাছে বিশ্বাসপদবাচ্য ছিল না। শাস্ত্রের কথায়, লোকের কথায়, যুক্তি ও তর্কের বলে ঈশ্বরকে মানিয়া লওয়াকে কেশবচন্দ্র বিশ্বাস বলিয়াই গণ্য করেন নাই। তাঁহার অভিধানে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন। (Direct vision) যে মহান্ ঈশ্বর "আমি আছি" বলিয়া আত্মপরিচয় দান করেন, যিনি "স্থানেতে এখানে সময়ে এক্ষণ" তিনিই বিশ্বাসী কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর। কেশবচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিতি কালে নৌকায় বসিয়া যখন তাঁহার চিরস্মরণীয় True Faith (প্রকৃত বিশ্বাস) নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তখন তাঁহার বয়স অনধিক ত্রিশ বৎসর ছিল। এই সময়ে তিনি বিশ্বাসের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভক্তির সর্ব্বোচ্চ অবস্থা না হইলেও উহা ভক্তির মৌলিক ও উচ্চ ভাব সন্দেহ নাই। আমরা অতি বিস্তৃতি ভয়ে উক্ত পুস্তকা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। ভক্তিপিপাসু পাঠক স্বয়ং উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব সংগ্রহ করিবেন এই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

কেশবচন্দ্র জীবনের প্রথমাবস্থায় যে ভক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহাকে গীতোক্ত ভক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। গীতাতে ভক্তি উচ্ছ্বাস-হীন, জ্ঞানগর্ভ ও শান্ত, নীতি ও কর্ম্ম-প্রধান, ঈশ্বরের শরণাপন্নতামূলক। কেশবচন্দ্রের জীবন অধ্যয়ন করিলে তাঁহার প্রথম জীবনের অন্তর্নিহিত ভক্তির উপরোক্ত ভাবসম্পন্ন ছিল বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইবে। কেশবচন্দ্র [illegible] হইতেই ঈশ্বরকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি[illegible] "নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার, নাহি [illegible] বিনে, কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার। তুমি সুখ শান্তি সহ[illegible] সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল, তুমি শাস্ত্র বিধি, গুরুকল্পতরু অনন্ত সুখের আধার।" এই ভাব তাঁহাতে প্রথম হইতে লক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে এই ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "তোর শাস্ত্রও নাই, গুরুও নাই, কেবল তুই আমার কাছেই প্রার্থনা কর"। এইরূপে কেশবচন্দ্র সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলেন। গীতায় যে ভগবান বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" তাহা কেশবজীবনের সারবস্তু হইল, তিনি সকল ছাড়িয়া একমাত্র ঈশ্বরের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

নবদুর্গা।

(সেপ্টেম্বর, ১৯২৩, প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর প্রার্থনার সার।)

জগৎজননি! তোমার পূজা করিতে কে অধিকারী? ব্রাহ্মণেরা বলেন, সতী, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর পূজা করিবার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণেরই, শূদ্রের কোন অধিকার নাই। মাননীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সেন বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? ব্রহ্মানন্দ নিজে বলিয়াছেন, যাঁহার জীবনে সক্রেতের নীতি, মুসেরের ভক্তি এবং ধর্ম্মের বিজ্ঞান এই তিনটির সমন্বয় হইয়াছে, সে ব্যক্তিই কেবল নববিধানের দুর্গতিহারিণী দেবীর পূজা করিতে অধিকারী।

প্রাচীন বিধানের শাস্ত্রকার এবং কবিগণ তিনটী অতি সুন্দর চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকাব্য রামায়ণে শ্রীলক্ষ্মণের চরিত্রটী কি সুন্দর! লক্ষ্মণ কখনও সীতাদেবীর মুখের দিকে তাকাইতেন না, কদাচ প্রয়োজন হইলে নতশির হইয়া দেবীর চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের মহাবীর এই লক্ষ্মণকে না পাইলে শ্রীরাম চন্দ্র দুষ্ট দশাননকে পরাস্ত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয়, মহাকাব্য মহাভারতে অর্জ্জুনের চরিত্রে আমরা কি দেখিতে পাই! বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সাহায্য ভিন্ন যুধিষ্ঠির দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধন এবং দুঃশাসন প্রভৃতিকে শাসন করিয়া দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না।

তৃতীয়তঃ, শিবপুরাণে কার্ত্তিকের চরিত্রটি কেমন সুন্দর বাঙ্গালী মহিলারা বলেন, একদিন কার্ত্তিক ঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার মা দশ হাতে ভোজন করিতেছেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আজ এরূপ অদ্ভুত ভাবে কেন খাইতেছ? মা বলিলেন, শুনিতেছি তোমার বিবাহ, পুত্রবধু আসিলে আর ত পেট ভরিয়া খাইতে পাইব না, তাই আজ ভূরিভোজন করিতেছি। কার্ত্তিক বলিলেন, মা! আমি চিরকুমার থাকিব। চির কৌমার্য্যই কার্ত্তিকের বিশেষ সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্যেই তিনি দেবকুলে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি। ভারতবর্ষে শ্রীশাক্যসিংহ, শ্রীগৌরাঙ্গ জীবন্ত কার্ত্তিক, বিদেশে শ্রীঈশা একজন যথার্থ কার্ত্তিক। যাঁহারা লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন এবং কার্ত্তিকের চরিত্রে চরিত্রবান হইবেন তাঁহারাই নববিধানের বিশ্ববিমোহিনী সতীপূজা করিবার অধিকার পাইবেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

মহারাজা কর্ণেল স্যর শ্রীযুৎ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কে,, সি, এস, আই, সিঃ ভিঃ।

কোচবিহার রাজবংশ অতি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ। এই রাজবংশ শিববংশ বলিয়া সুবিখ্যাত। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই বংশে যথার্থই একজন ধীশক্তিসম্পন্ন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন এবং এক বৎসর বয়সে গদি প্রাপ্ত হন। ইংরাজ সুশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষিত হইয়া বাল্যজীবন হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্বের কতই পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য নৃপেন্দ্রনারায়ণের পিতামহী ও মাতার ইচ্ছানুসারে তাঁহার বিবাহ দিয়া বিলাতে পাঠাইতে চান। গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সুকন্যা সুনীতি দেবীকে পছন্দ করিয়া শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকেই বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি আচার্য্যদেবকে লিখিয়াছিলেন, "আমি অন্তরের সহিত এক ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং আমি বহুবিবাহবিরোধী, এক বই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিব না।"

তখন মহারাজার বয়স ১৬ বৎসর কয় মাস মাত্র এবং শ্রীমতী সুনীতিদেবীর ১৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য প্রথমে এ বিবাহে সম্মতি দান করিতে শ্রীকেশবচন্দ্রই একটু ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাজা বিলাতেই বাস করিবেন এবং তখন বাক্‌দান মাত্র হইয়া থাকিবে, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহা স্বীকার করিয়া, এ বিবাহ দিলে রাজার ও রাজ্যের অশেষ কল্যাণ হইবে এই বলিয়া অনেক অনুরোধ করাতে শ্রীকেশবচন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ লইয়া এই বাক্‌দানে সম্মত হন এবং মহারাজা বিলাত হইতে দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত পদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহানুষ্ঠান সম্পাদন করেন।

ব্রাহ্মসমাজে এই উপলক্ষে যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় সভ্য যে এজন্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তবে এই আন্দোলনের ফলেই আচার্য্য এবং তাঁহার সহচরগণের বিশ্বাসের পরীক্ষা হয় এবং নববিধানের অভ্যুত্থান হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ এই নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্বীকারপূর্ব্বক সুনীতিদেবীর সহকারিতায় নিজ পরিবারে ইহা প্রবর্ত্তন করেন ও রাজ্য মধ্যে যাহাতে এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য প্রাণপণে সাহায্য দান করেন।

তাঁহার রাজোচিত উদারতাগুণে তিনি কেবল যে রাজ্যের ও বংশের প্রাচীন দেবদেবীর নির্দ্দিষ্ট সেবার ব্যবস্থায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা নয়, সহরের মধ্যস্থলে লাখরাজ দিয়া মুসলমান মসজিদ স্থাপনেও সাহায্য করেন এবং নববিধান মন্দির স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা তাঁহার বিবাহে কতই বিরোধিতা করেন তাঁহাদেরও আবেদন অনুসারে একটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনায় সহায়তা করেন।

তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে নববিধানে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার পরিবার নববিধানপরিবার বলিয়া ঘোষণা করিয়া কন্যার বিবাহাদি সকল অনুষ্ঠানই নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করেন।

কোচবিহারে এবং অন্যান্য স্থানে যাহাতে নববিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয় তাহার জন্য তিনি অকাতরে কতই অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। দীন দরিদ্র ভিখারী হইতে যে কোন ব্যক্তি নিজের অভাবাদি জানাইয়া কিম্বা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্পাদনার্থ তাঁহার নিকট অর্থসাহায্যের প্রার্থনা করিতেন তাহাকেই তিনি অর্থ দান করিতেন, সত্যই তাঁহার বাম হস্ত জানিত না তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে। পথে ভিখারী ভিক্ষা চাহিলে পকেট হইতে হাতে মোহর উঠিলেও তাহাই দান করিতেন।

কোচবিহারকে তিনিই নূতন কোচবিহার করিয়া গঠিত করিয়াছেন। কলেজ, স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়, রাস্তা ঘাট, ল্যান্স‌ডাউন হল, বিচারবিভাগ, রাজপ্রাসাদ; আইনসভা, মিউনিসিপ্যা-

মিউ, কাকেনকলই তাঁহার কীর্ত্তি। কোচবিহারবাসী প্রজাগণ তাঁহার মহৎগুণে চিরমুগ্ধ।

শ্রীকেশবচন্দ্রের জামাতা বলিয়া সাম্রাজ্ঞী মাতা ভিক্টোরিয়া এবং সম্রাট এডওয়ার্ড তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। সম্রাট তাঁহাকে অবৈতনিক অফিসার নিযুক্ত করেন। তিনি স্বদেশসেবা ও ইংরাজ-রাজভক্তির পরিচয় দিবার জন্য টিরাহ যুদ্ধে অবৈতনিক সৈনিকের কার্য্য করিতে গমন করেন। ইংরাজ দেশীয়ের মিলন সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কলিকাতায় "ইণ্ডিয়া ক্লাব" স্থাপন হয়, তাহা শ্রীনৃপেন্দ্র-নারায়ণেরই কীর্ত্তি।

তিনি একদিকে যেমন সাহসী ও নির্ভীক পুরুষ ছিলেন, তেমনি আর এক দিকে অতিশয় বিনয়ী, গুণগ্রাহী, প্রজাবৎসল, অনুগতপ্রতিপালক, পরার্থপর, সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা ও অসাম্প্র-দায়িক হৃদয় ছিলেন। শিকার এবং ক্রীড়াদিতে তাঁহার যথেষ্টই উৎসাহ ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মলাভ ছিল এবং শ্রীমৎ আচার্য্যদেবকে যথার্থ গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। মহারাণীকে প্রায়ই বলিতেন, "তুমি কার মেয়ে মনে রেখো।"

প্রচারকগণের মধ্যে যখন মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহা-দিগের মিলন সম্পাদনের জন্য তিনি কতই চেষ্টা করেন। তিনি প্রচারক কেরিতগণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, কোচবিহারে তাঁহাদের মধ্যে যিনি যখন গিয়া স্থানীয় উপাচার্য্যের কার্য্য করি-তেন সকলকেই হৃদয়ের সহিত সম্মান করিতেন এবং সেখানকার মন্দিরে অনেক সময় রাজার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন ত্যাগ করিয়া সকল উপাসকের পশ্চাতে দীন বিনীত ভাবে বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ বিলাতে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের আলেখ্যমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে "আমি অত্যন্ত সুখী" "পরিণামে শান্তি পাইব" এই বলিয়া যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়া পরলোকযাত্রা করেন। সম্রাটের আদেশে তাঁহার সৈনিক পুরুষদিগের উপযুক্ত সম্মানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং কোচবিহার রাজপ্রাসাদের পার্শ্বস্থ উদ্যানে তাঁহার প্রথম পুত্র মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ দ্বারা রাজকীয় সম্মানে নবসংহিতা অনুসারে তাঁহার নিজ ব্যবস্থামত স্থানে তাঁহারই নির্দ্দেশ মত সমাধিপ্রতিষ্ঠা ও শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পা-দন হয়।

এই সমাধিতীর্থে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মহারাজার স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিনে প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক দ্বারা উপাসনার কার্য্য সম্পাদিত হয়। রাজ রেভিনিউ অফিসার মহাশয়ের আহ্বানে রাজকর্ম্মচারীগণ, অমাত্যগণ, জোৎ-দারগণ ও প্রজাবর্গের অনেকে উপস্থিত হইয়া যোগদান করেন, এবার স্থানাভাবে অনেকে দণ্ডায়মান থাকিয়াও ভক্তিগদগদ ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। রাজপুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উদ্যোগে কনেষ্টবল দল সমাধিতে সৈনিকসম্মান ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন। সন্ধ্যায় আবার এখানে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

অপরাহ্নে জোৎদার মহাশয়দিগের আহ্বানে জেঙ্কিন্স স্কুল হলে স্মৃতিসভা হয়। ষ্টেট কৌন্সিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট সাহে-বের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল, তিনি কার্য্যা-ন্তরে যাইতে বাধ্য হন, সেজন্য ভাই প্রিয়নাথকেই সভাপতির কার্য্য করিতে হয় এবং উকীল বাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার, বাবু জানকীবল্লভ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক বাবু মুনীন্দ্রনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক বাবু ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহারাজার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার্পণ করেন। এই সভাতে ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত জোৎদার মহাশয়গণ ও রাজকর্ম্মচারীগণ উপস্থিত থাকিয়া রাজভক্তি প্রদান করেন।

আত্মজ্ঞানে প্রেমের বিকাশ।

আমার অহঙ্কার সম্ভূত "আমি" অজ্ঞান, কুমতি ও অবিবেক; কিন্তু যাই এই আমিকে জীবন্ত দেবতার শ্রীচরণে উৎসর্গ করি, অমনি তিনি আমাকে নবজীবন দিয়ে দেখিয়ে দেন সত্যই প্রকৃত আমি মা সরস্বতী-মুখবিনিঃসৃত নিত্যকাল প্রবাহমান বেদ, শ্রুতি ও পুরাণ। এই আমাকে লইয়া যখন শ্রীহরি নিত্য লীলা প্রকাশ করেন, তখন আমি বা আমরা হই, তাঁর দাস ও দাসী আমরাই তাঁর হাতের ক্রীড়ার পুত্তলী হইয়া তাঁর নিত্য লীলারসে মত্ত হই। এই লীলা দেখিয়াই ভক্ত গাহিলেন, "নববিধানের হরি আহা মরি কি সুন্দর * * নবলীলা বিলাস বিহারী রসরাজ নটবর।" পূর্ব্বে আমার অহঙ্কার সম্ভূত আমাকে নিয়ে যে সংসার করেছিলাম; এখন ব্রহ্মকৃপাবলে সে সংসার শূন্যে মিশে গেল, কর্পূরের মত সব উবে গেল। এখন হইল প্রেম পুণ্যে গঠিত নূতন সংসার। এইরূপ উৎসর্গীকৃত আত্মা ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়ে কেবল বলিতে থাকে, "হা নাথ! আমি কেমনে হইব তোমার মনের মতন;" হরিপ্রেমে আকুল আত্মা, আত্মপর ভুলে গিয়ে যাকে তাকে ভাই বলে আলিঙ্গন দেয়, সে আর আপনাতে আপনি স্থির থাকতে পারে না। এই মহান্ আদর্শ না দেখাইতে পারিলে আমাদের জীবন বাস্তবিকই কেবল বিফলে কাটিল।

বারিপদা, }
২।৯।২৪ }

প্রণত
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়॥

বিশ্ব-সংবাদ।

আমাদের মহানুভবা সাম্রাজ্ঞী মেরী দেবী সম্প্রতি ভারত-মহিলাগণের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া এক স্নেহাভিবাদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় মহিলাগণের উচ্চভাব দয়া ও সরলতার আগ্রহ ও সুখপ্রদ স্মৃতি মনে করিয়া তিনি বলিয়াছেন, আমার মনে হয় ভারতীয় রমণীদের গৃহাধিপত্যের ন্যায় গৃহাধি-

পক্ষে পৃথিবীর কোন দেশেই নাই।" আমাদের লর্ড আরউইন ও সে দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, "ভারতীয় মহিলাদিগের স্থান সত্যই অতি উচ্চ।" তিনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া যে আন্দোলন অভিযোগ হইয়াছিল তাহাও তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন যে, কোন কোন শ্রেণীর নারীদিগকে বিরোধীরা কৌশল করিয়া লিপ্ত করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য। যাহাহউক এ সকল রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনার সহিত আমাদিগের কোন সংস্রব নাই। নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকল সুসভ্য ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

***

আমেরিকায় দেখা দেখি ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই অত্যধিক সুরাপান প্রচলন দমন করিবার চেষ্টা হইতেছে। রুসিয়া, রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস, ফিনল্যাণ্ড, ডেন্‌মার্ক সকলেই শ্রমজীবীদিগের মধ্যে পানদোষ নিবারণে যে তাহাদের যথেষ্ট অবস্থার উন্নতি হইতে পারে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। আমেরিকায় যেখানে পিতা মাতাদিগের পানদোষ বশতঃ অধিকাংশ বালক বালিকাকে উচ্চ শিক্ষা পাইতে বঞ্চিত হইতে হইত এবং শৈশব হইতেই খাটিয়া খাইতে হইত, এখন একা চিকাগো সহরে ১৫০০০ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৭৫২টীকে চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে অবশিষ্ট সকলেই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। সেখানে একেবারে ৭০০০ মদের দোকান উঠিয়া গিয়াছে। ক্যানেডা ও আমেরিকার মধ্যে সন্ধি হইয়াছে যেন অবৈধরূপে উভয় দেশে সুরার আমদানী রপ্তানী না হয়। "মদ্যমদেয় মপেয় মগ্রাহ্যং" যে ভারতের চির অবলম্বিত নীতি, সে ভারতে কিন্তু মদ্য ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কখনই রাজধর্ম্ম নহে।

সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীমান্ খোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নবকুমারীর জাতকর্ম্মোপলক্ষে তাঁর বাসভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। ভগবান শিশুর মঙ্গল বিধান করুন।

জন্মদিন—২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু অনুকূলচন্দ্র রায়ের ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করিয়াছেন। কন্যার পিতা বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন।

দীক্ষা—গত ৮ই আশ্বিন বুধবার অমরাগড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের যোড়াসাঁকো বাসায় তাঁর জামাতা শ্রীমান্ হরিসুন্দর রায়ের কন্যা কুমারী আভাময়ী নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ভাই চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় পিতা কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

গতকল্য ১৫ই আশ্বিন, বুধবার—প্রাতে ৯টার সময় নববিধান প্রচারাশ্রমে বারিপদা নিবাসী স্বর্গীয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী আচার্য্যের ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ পৌরহিত্যের কার্য্য করেন এবং ভাই প্রমথলাল আচার্য্যদেবের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "নববিধানকে জয়ী করিব" প্রার্থনাটী পাঠ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় অতি ব্যাকুলতা ও ভক্তির সহিত উদ্বোধন, আরাধনা এবং শাস্ত্রবাচন করায় অনুষ্ঠানটী খুব উচ্চভাবে মা বিধানজননীর কৃপায় সুসম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রচারকগণ, উপাসক, উপাসিকাগণ ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথের ৩টী বন্ধু যোগ দিয়াছিলেন।

সাম্বৎসরিক—বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের স্বর্গারোহণ দিনে মঙ্গলপাড়াস্থ তাঁহার ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শনিবার প্রচারাশ্রমে সকাল ৭ ঘটিকার সময় স্বর্গগত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, চন্দ্রমোহন দাস ও প্যারীমোহন চৌধুরী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬৷৷টার সময় বাঁকিপুর ব্রহ্মমন্দিরে ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি শ্রীরামমোহনের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সংক্ষেপে উপাসনা ও প্রার্থনা করেন, শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ইংরাজী ভাষায় এবং ছাপরার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হাজারীলাল হিন্দি ভাষায় রাজার গুণানুকীর্ত্তনে শ্রদ্ধার্পণ করেন। ভ্রাতা শ্রীবংশিহারীর সহযোগীতায় ভ্রাতা হাজারীলাল হিন্দিতে একটী ভজন গাহিয়া কার্য্যারম্ভ করেন।

বাঁকিপুর ব্রহ্মমন্দির—বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেনের উদ্যোগে কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অনুকরণে বাঁকিপুর ব্রহ্মমন্দিরে সুন্দর সমন্বয়চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহার উপর নববিধানের নিশান উড্ডীন করা হইয়াছে। ভ্রাতা প্রশান্তকুমার ও মণ্ডলীর সভ্যগণকে এজন্য আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতি—এবার শারদীয় অবকাশে, ৯ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত চারি দিন, চট্টগ্রামে নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতির ঊনবিংশ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। নানা কারণে সমিতির অধিবেশন এই সময়ে হওয়া স্থগিত রহিল।

পুরী চক্রতীর্থে—ভাই প্রিয়নাথ পুরী সাগরতীর্থে সস্ত্রীক কয়েকদিন যাপন করিয়া বিশেষ ভাবে সাধন ভজন করেন। কিন্তু

পায়ে একটী কারবঙ্কল স্ফোটকে আক্রান্ত হইয়া বাগনান ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ফিরিতে বাধ্য হন।

সেবা—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর যাত্রা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ১৪ই কোচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। পরলোক-সাধন সম্বন্ধে আত্ম-নিবেদন করেন। ঐ দিন প্রাতে ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক দেবালয়েও উপাসনা হয়।

১৫ই সোমবার প্রাতে প্রচারাশ্রমে এবং সন্ধ্যায় রাজসমাধি-তীর্থে উপাসনা হয়।

১৬ই মঙ্গলবার প্রাতে কেশবাশ্রমে উপাসনায় অনেকগুলি যুবক যোগদান করেন।

১৭ই বুধবার প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে উপাসনা হয়।

১৮ই শ্রীশ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সমাধি-প্রাঙ্গণে বিশেষ উপাসনাদি হয়।

১৯শে প্রচারাশ্রমের উপাসনায় অনেকে যোগ দেন।

২০শে সন্ধ্যায় ভ্রাতা মনোরথধন দের বাসায় তাঁহার কলেজাধ্যক্ষ পদপ্রাপ্তির জন্ম কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে উপাসনা হয়।

২১শে প্রাতে ভ্রাতা জগদীশ সেনের বাসায় উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে পাটকুড়া ছাত্রপাঠাগারের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথকে সভাপতির কার্য্য করিতে হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার কার্য্য করিতে হয়।

২২শে প্রাতে শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী ও শিশুর রোগারোগ্য জন্ম কৃতজ্ঞতাসূচক উপাসনা হয়। ঐ দিনই ভাই প্রিয়নাথ পুনর্যাত্রা করেন।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতে শ্রদ্ধাস্পদ বাঁকিপুরের ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পারিবারিক দেবালয়ে এবং সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ২৯শে প্রাতে শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগীর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা তাঁহাকেই সম্পাদন করিতে হয় এবং অপরাহ্ণে ভ্রাতা বিনোদ বিহারী ঘোষের বাড়ীতে উপাসনা হয়। ৩০শে প্রাতে রায় সাহেব হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপাসনা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ মুঙ্গেরে যাত্রা করেন, এবং সেখানে দুই দিন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন।

বারিপদা—সেবক অখিলচন্দ্র রায় প্রায় এক মাস কাল এখানে থাকিয়া কোন কোন ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে বিশেষ ভাবে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ঐ সময় বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরের অবশিষ্ট কার্য্য প্রায় বার আনা শেষ করাইয়াছেন। দীর্ঘকাল প্রতিদিনই ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনাদি করিতেন। সম্প্রতি তিনি ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের দীক্ষা ও শুভবিবাহের জন্ম কলিকাতায় আসিয়াছেন। অদ্য সুরেন্দ্রনাথের গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা—সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্রই সম্পাদন করিয়াছেন। ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ পুত্রের কল্যাণজন্ম সকাতর প্রার্থনা করেন।

দুঃখ প্রকাশ—গত ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে কোন কোন বিষয় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের অজ্ঞাতে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

মালদহের স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতার নাম "স্বর্গীয় কালীদাস চক্রবর্ত্তী" হইবে।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৪, আগষ্ট মাসে প্রচারভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালিন দান ও আনুষ্ঠানিক দান।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীমতী সৌদামিনী মজুমদার ২৲, শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ ৫৲, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শ্রীমতী এস্, এন্ সেন (রেঙ্গুণ) ১০৲, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ২৲, Thank givings দান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৮।✓৫, শ্রীমান্ ললিতমোহন নিয়োগী ১৲, শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডু ২য় কন্যার জাতকর্ম্মে ১৲, শ্রীমান সুহাসচন্দ্র বসু পিতার জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, শ্রীমতী মাখনমণি বসু ভাই কান্তিচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে ১৲, স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর ৫ [illegible] সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার ২৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৫৲, রায় ব্রাদার্স কর্ত্তৃক ৬।✓১০, স্বর্গগত সুরেন্দ্রনাথ সরকারের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার মাতৃদেবী কর্ত্তৃক দান ২৲, দ্বিতীয় পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু ১৲, শ্রীমতী মণিকাদেবী আরোগ্য উপলক্ষে Thank givings দান ৩০৲, শ্রীযুক্ত বরদা কুমার রায় প্রচারভাণ্ডারে ১৲ টাকা।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন ঘোষ ৪৲, শ্রীযুক্ত পি, কে, মজুমদার ১৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমান্ জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ৩৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন ঘোষ ১০৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী ১৫৲, শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, S. N. Gupta ৪৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির দুইবারে ২০৲, কোন মাননীয়া মহিলা দুই মাসের জন্ম ২০৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ১৲, শ্রীমতী অকিঞ্চনবালা পাল ৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৫৯ ভাগ।
১৯শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
18th October, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্।

প্রার্থনা।

হে পরব্রহ্ম তুমিই ত আমাদের মা হইয়া বর্ত্তমান যুগে প্রকট হইয়াছ। সন্তান পালন করিতে, মা, তোমাকে কত রূপই ধরিতে হয়। এক অদ্বৈত হইয়া তুমি নাকি ভক্তদের জন্য ত্রেত্রিশ কোটী রূপ যুগে যুগে সময়ে সময়ে ধরিয়াছ। তুমি ভক্তসন্তানকে নিত্য নব নব রূপ দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ে নব নব ভক্তি উদ্দীপন করিয়া থাক। তাই পৌরাণিক হিন্দুগণ যে দেব দেবীর রূপ কল্পনা করেন যদিও তাহা কল্পনা মাত্র, কিন্তু তাহার ভিতর হইতেও আমাদের যাহা শিখিবার, গ্রহণ করিবার, তাহা কেন না গ্রহণ করিব? ঐ মৃণ্ময়ের ভিতর হইতেও চিন্ময়ী সত্য মা তোমাকে যেন চিনিয়া লইতে পারি। খোসা যাহা তাহা ফেলিয়া দিব, সার যাহা তাহা গ্রহণ করিব। এই যে আমাদিগের পৌরাণিক ভাই ভগিনীগণ এই সময়ে একখানি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া তাহারই পূজা এবং উৎসব করিলেন, আবার তাহা বিসর্জ্জন দিয়া আর একখানি কল্পনার মূর্ত্তি পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, এই সকল প্রকার বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজনীয়তাই তুমি আমাদের কাছে রাখ নাই, কেন না তুমি নিত্য চৈতন্যরূপিণী মা হইয়া আমাদিগের নিকট স্বয়ং নব দুর্গা, নব লক্ষ্মী, নব সরস্বতী হইয়া নব নব উৎসব সম্ভোগ দান করিবার জন্যই নববিধান আনয়ন করিয়াছ, তবে এই যে হিন্দুর নব নব উৎসবের সাধন, এই সকল উৎসবের মধ্যেও আমাদিগকে সত্য উৎসব সম্ভোগ দানে কৃতার্থ কর। মা, আমাদিগের দেশস্থ সকল ভাই ভগিনীকেও তোমার এই নববিধানের আশ্রয়ে আনয়ন কর, এবং আশীর্ব্বাদ কর যেন সকলে মিলিয়া এক মা তোমাকেই সত্য দুর্গা, সত্য লক্ষ্মী, সত্য সরস্বতী রূপে দেখিয়া নিত্য নব নব উৎসব সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই। দেশের প্রতিমার স্থানে সত্য মা তুমি সর্ব্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও এবং তদ্দ্বারা আমাদের প্রতিজনের, প্রতি পরিবারের এবং সমগ্র দেশের ও জাতীর সকল প্রকার পাপ দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়া তোমার রাজ্য বিস্তার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

পিতা, তুমি আপনার বেলা সকলকে ক্ষমা কর, কিন্তু আমাদের বেলা এই চাও যে তোমার শত্রু যারা তারা আমাদের শত্রু হবে। তুমি এই চাও যে নববিধানের শত্রু যারা তারা ক্রমে যাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে, অবিশ্বাসীরা দুর্ব্বল হয়, বড় রকমের যে পৌত্তলিকতা আছে দূর হয়। দেখ মা, আজ সপ্তমীর দিন লোকে তোমাকে ঘরে আনবে, না কাহাকে লইয়া আসিল! মৃত মৃত্তিকা, তাকে আনিয়া মা মা বলে ডাকছে? আহা দুঃখ হয়। মা ভগবতি,

একবার এ সময় আসতে হবে। আমাদের মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আজ তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, সব বাড়ীতে যাও। ওদের পূজার স্থানে বস। সব ভেঙ্গে ফেলে আপনি গিয়ে বোস নিরাকার রূপ ধরে।—দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ৬১।

হে দীনবন্ধু, তুমি ধর্ম্মের ভিতর নীতিকে স্থাপন করেছ। যে স্থানে তুমি আত্মাকে ধ্যানশীল উপাসনাশীল কর, সেখানে চরিত্রকে নির্ম্মল ও দোষশূন্য কর। এই লক্ষ্য করে বঙ্গবাসীরা অষ্টমীপূজা করিতেছে। কিন্তু দুর্গাভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পূজা কেন? ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রিপুসাধন কেন? দয়াময়ি, তোমার চরণে মাথা রেখে এই বলে মিনতি করিতেছি যে, সুরাপান, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, ব্যভিচার যত পাপ এই পূজা উপলক্ষ করে এদেশে এয়েছে সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেল। কৃপাময়ি, এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা যতদিন বাঁচি সত্য দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কেবল তাহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।—দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ৬৭।

হে দয়াময়, পতিত দেশ উদ্ধারের ভার তোমারই হাতে। এই যে হিন্দুর সাম্বৎসরিক মহোৎসবের সময়, ইহা বুঝাইয়া দেয় কত উন্নত এ জাতি, কেমন পতিত এ জাতি; কত সাধু ভাব এ জাতির মধ্যে আছে, কত পাপাসক্তি ইন্দ্রিয়সেবা আছে এ জাতির মধ্যে; কত ভাল হতে পারি, আমরা আর্য্যসন্তান কত মন্দ হতে পারি, আমরা আর্য্যের পতিত সন্তান। দুইই নবমী পূজার প্রকাশ পাইতেছে, হিন্দুদের আরাধিত পূজিত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়নয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী রূপ। বীরত্বের প্রতিরূপ, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুইটী সন্তান, দুই সখী দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এলেন, এসে দেখ‍লেন, অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না; পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া তুমি শক্তিপূর্ণ কোটী চন্দ্র বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপপরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে। অসুরের উপর আঘাত পড়িল। বিশ্বেশ্বরি, তোমার পদতলে কেশরী। নিজে কি তুমি মারিবে? কোথায় সিংহ সর্প সব এলো, অসুর নাশ করতে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া পশুভাব‍পূর্ণ অসুর নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে। হে করুণাময়ি, এ মূর্ত্তি দেখে আমার চিত্ত ভক্তিতে আর্দ্র হলো। মাটীর মূর্ত্তি কোথায় গেল। মৃণ্ময়ী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা পাইলাম। মা, দয়া কর মাটীপূজা দূর কর। ভাল জিনিষগুলি রক্ষা কর। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর পবিত্র মিলন তা যেন রক্ষা পায়। এদেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। দয়াময়ি, যাহাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া আমরা ভাল হই। অন্যকেও ভাল করি। দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।—দৈঃ প্রাঃ, ১ম, ৭১।

মা, গরীবের প্রার্থনা শোন। দশমী যে আমাদের হবে না। আমাদের হৃদয়ে চিরদিনই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। দয়াময়ি, যদি বিশেষরূপে মহোৎসবের সময় এলে তবে দুর্গারাজ্য চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর। দুর্গতিনাশিনী, চিরকাল বঙ্গদেশে থেকে অসুর নাশ কর। দেবতার পশ্চাৎ দিক দেখিতে নাই, এ কথা যে বাহির করেছে সে বড় ভাবুক। দেবতা বিমুখ হইয়াছেন এ যেন কাহারও দেখিতে না হয়। দশমী, প্রেমিকের ধর্ম্মবিচ্ছেদ, ঈশ্বরবিচ্ছেদ, দেবীবিচ্ছেদ, হতে দিও না। আশীর্ব্বাদ কর তুমি আমাদের হৃদয়ে, আমাদের গৃহে, আমাদের দেশে, এটা যেন খুব বুঝিতে পারিয়া মাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া সুখী এবং কৃতার্থ হই।

—০—

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব বঙ্গদেশের মহামহোৎসব। হিন্দুশাক্তগণের ইহার ন্যায় মহোৎসব আর নাই। ইহার বাহ্য উদ্যোগ আয়োজন আড়ম্বরও কম নহে। কোন কোন বাড়ীতে ইহার জন্য পনরদিন ধরিয়া উদ্বোধন হয়, কিন্তু প্রধান উৎসব তিন দিন মাত্র হইয়া থাকে।

পুরাকালে এই উৎসব বসন্তকালেই হইত, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নাকি রাবণবধ করিবার উদ্দেশ্যে অকালে শরৎকালে এই উৎসব করিয়া রাবণবধে সিদ্ধমনোরথ হন। এই ধারণায় ভক্ত হিন্দুগণ আধুনিক যুগে এই সময়েই এই মহোৎসব করিয়া থাকেন। ইহা এখন এক প্রকার বঙ্গের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে।

এই সময়ে দীর্ঘকাল কার্য্যালয়াদির অবসর লাভ হয়,

বলিয়া দূরাদূরবাসী ভ্রাতা ভগিনীগণের একত্র সম্মিলন ও পরস্পরকে উপঢৌকনাদির আদান প্রদানে প্রীতিবর্দ্ধন বিশেষই আনন্দপ্রদ। শিশুগণ নব নব বেশ ভূষালাভে কতই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকে। এই উৎসবের পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ আমাদের নবযুগধর্ম্ম-বিধানে কিছুই অনাদরণীয় নহে।

এই উৎসবের ভিতর যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে তাহাও আমাদিগের বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

অন্যান্য উৎসবের ন্যায় এই উৎসবে কেবল একটী মাত্র দেবীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিমা গঠন করা হয় না। সেই এক পরমব্রহ্ম লীলাময়ী আদ্যাশক্তিরূপে সসন্তানে, সপরিবারে আবির্ভূত হইয়া কেমনে সংসারে পাপাসুর নিধন করেন তাহারই মূর্ত্তি ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

বাস্তবিক এই দুর্গোৎসবের প্রতিমা এক অদ্ভুত প্রতিমা। ইহাতে মধ্যস্থলে চতুর্ভুজা বা দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি কল্পিত। তাঁহার এক দিকে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, আর এক দিকে সরস্বতীমূর্ত্তি, এক দিকে গণেশ, এক দিকে কার্ত্তিক, সিংহের উপর দেবীর এক পদ রক্ষিত, আবার বাম পদ মহিষাসুরের স্কন্ধেও স্থাপিত। দেবী অসুরকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাকে ভক্ত সিংহও কামড়াইয়া ধরিয়া আছে, আবার তাহার বক্ষে মা দুর্গা নিজহস্তে বজ্র হানিতেছেন। দুর্গার দশদিকে দশ বাহু প্রসারিত। দেবীর শীরদেশে স্বর্গীয় দেব দেবীগণের চিত্র অঙ্কিত।

এই যে মূর্ত্তি কল্পনা, ইহা বাস্তবিক সামান্য কল্পনা নহে। ইহার মর্ম্ম এই যে, দুর্গা আদ্যাশক্তি ভগবতীর প্রতিমা, তিনিই সর্ব্বশক্তিময়ী রূপে অধিষ্ঠিত, দশ দিকে তাঁহার দশ বাহু প্রসারিত। তিনি ভক্ত সিংহের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া পাপ অসুরকে নিধন করিতেছেন। সংসার নাগপাশে সে আবদ্ধ, কিন্তু ভক্তসিংহ বা ধর্ম্মবিধানও তাহাকে ধরিয়া আছে। মার চরণ যেমন ভক্ত সিংহের উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি পাপীর বক্ষেও স্থাপিত; মা তাহাকেও পাদস্পর্শ দিতেছেন, আবার তাহার পাপ-হৃদয়ে পুণ্য-বজ্রও হানিতেছেন; সুতরাং তাহার প্রবৃত্তি-রূপ ঢাল তরোয়াল তাহার হাতে থাকিলেও সে তাহা আর চালাইতে পারিতেছে না, সে অনিমেষে মার পানে তাকাইয়া একেবারে আত্মাহত হইয়াছে।

সত্যই, মা দুর্গা আদ্যাশক্তিরূপে যখন আবির্ভূত হন, তখন একা হন না, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার দিব্যজ্ঞান-রূপিণী স্বরস্বতী, প্রেমস্বরূপিণী লক্ষ্মী, পুণ্যস্বরূপ কার্ত্তিক এবং সিদ্ধিস্বরূপ গনেশও তাঁহার সহচর সহচরী হইয়া প্রকাশিত হন। ইহাই এই প্রতিমার আধ্যাত্মিক নিদর্শন।

দুর্গোৎসবের পূজা পদ্ধতির ভিতরেও যথেষ্ট আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। পূজার মন্ত্রের ভিতর, বলীদানের ভিতর, নৈবেদ্য এবং পুষ্পাঞ্জলীর ভিতর, আরতির ভিতর, বিসর্জ্জনের ভিতরও আধ্যাত্মিক ভক্তি ভাব পূর্ণ।

বাহিরের মূর্ত্তি এবং বাহিরের আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া এই দুর্গোৎসবের অধ্যাত্মিক ভাব যদি গ্রহণ করি, নিরাকারে জীবন্ত চিন্ময় আকার উপলব্ধি করিতে যদি সক্ষম হই, আমরাও মহাফল লাভে ধন্য হইতে পারি।

আমাদের আমিত্বই ত এই মহাপাপাসুর, মা পাপাসুর-নাশিনী স্বয়ং অসুরনাশ না করিলে কিছুতেই এই অসুর নিগ্রহ হয় না। তিনি যখন তাঁহার পদানত করিয়া, তাঁহার প্রেমের নাগপাশে বাঁধিয়া, তাঁহার পুণ্যের বজ্র নিক্ষেপ করিয়া এবং ভক্ত সিংহ বা ধর্ম্মবিধান দ্বারা বিধৃত করিয়া এই আমি নিধন করেন, তখনই এ দুরাত্মা আত্মাহত হয় ও তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া থাকে, তাহা হইলেই দিব্যজ্ঞান, কল্যাণ, সৌভাগ্য, পুণ্য এবং সিদ্ধিলাভে ধন্য হয়। ইহাই দুর্গোৎসবের আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি।

এই জাতীয় মহোৎসবে আমরা যেন ইহার গভীর অধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সত্য আদ্যাশক্তির মহাপূজা সাধনে সপরিবারে, সদলে এবং সমগ্র মানব পরিবারসহ সর্ব্ব পাপ দুঃখ দুর্গতি নিধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। ইহার ভিতর জড়ীয় যাহা,—কাল্পনিক যাহা,—তিন দিনের যাহা,—তাহা বিসর্জ্জন দিয়া, নিত্য সত্য সনাতনী চিন্ময়ী, জ্ঞান সৌভাগ্যবিধায়িনী, পুণ্য-কার্ত্তিক ও সিদ্ধি-গণেশজননী, ভক্তসিংহবাহিনী এবং পাপাসুরমর্দ্দিনী জননীর পূজায় নিত্যোৎসব সম্ভোগ করিয়া যেন কৃতার্থ হই, মা এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

কয়েকটী সমস্যা।

আমাদের এখন কয়েকটী সমস্যা উপস্থিত। কেমন করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে? বর্ত্তমানে যুগধর্ম্মবিধান-বিশ্বাসিগণ

কি এই সমস্যার মীমাংসার জন্য বাপকভাবে চিন্তা ও প্রার্থনা করিবেন ?

নববিধান প্রত্যক্ষ বিধাতার বিধান। এ বিধানের কোন তত্ত্ব কোন সমস্যা সম্বন্ধে আমরা কেবল মানবীয় চিন্তাযোগে সম্যক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। মানবীয় বুদ্ধিতে যেমন এক রামের মূর্ত্তি বাঙ্গালী চিত্রকর বাঙ্গালী রাম, পাঞ্জাবী চিত্রকর পাঞ্জাবী রাম, মাদ্রাজী চিত্রকর মাদ্রাজী রাম আঁকেন, সেইরূপ যাহার যেমন বুদ্ধি তাহার তেমনি সিদ্ধান্ত হইবেই। তাই এক বিধাতার আলোকই আমাদের সমস্যা মীমাংসার উপায়, সুতরাং ঐকান্তিক প্রার্থনা বিনা আমরা কেমনে সে আলোক পাইতে পারি এবং কেমনেই বা সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি ?

আমাদের প্রধান সমস্যা এই যে, রাজর্ষি রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, এই তিন নেতার দ্বারাই প্রধানতঃ বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে নবযুগধর্ম্ম বিধানের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে কিনা এবং ইঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধই বা কি ? অবশ্য ইঁহাদের এক একজনের সহিত কাহারও কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা লইয়া কি আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দলাদলি করিব ? আমাদের ব্যক্তিগত সাধন শিক্ষা ও ধর্ম্মজীবনের বিচিত্রতা যে থাকিবেই তাহা ত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কি পরস্পরের ভাবের সম্মাননা করিয়া মিলন সম্পাদন করিতে পারি না ? সত্যকে খর্ব্ব না করিয়া কি আমরা উদার প্রেমে পরস্পরের ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে পারি না ? আমরা কি ইঁহাদের এক একজনকে নেতা করিয়া, এক এক সম্প্রদায় গঠন করিতে পারি ?

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা, আমাদের এই ধর্ম্ম এক যুগধর্ম্মবিধান কি না ? এই ধর্ম্ম কি ? ইহা প্রথম "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইয়া হিন্দু একেশ্বরবাদের আকার ধারণ করে, তাহার পর তাহাই সর্ব্বধর্ম্মসম্মিলনের ক্রমবিকাশে বিকশিত হইয়া সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে কি না এবং ইহার প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত সমস্তই বাস্তবিক একই বিধাতার বিধান কি না ?

যাহাকে প্রাচীনকালে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বলা হইত, ইহা কি ঠিক তাহাই ? বর্ত্তমানে ইহা যে সম্পূর্ণ নবরূপে অভিব্যক্ত ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? সুতরাং ইহাকে নববিধান নামে অভিহিত করা যায় কি না ?

যদি আমরা সকলে সরল সত্য অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে প্রার্থনা যোগে এ সম্বন্ধে সত্য কি উপলব্ধি করিতে সঙ্কল্প করি, নিশ্চয়ই আমাদের নিজ বিচার বুদ্ধিগত মতভেদ অচিরেই ঘুচিয়া যাইবে। আর আমরা কখনই সাম্প্রদায়িক ভাবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিব না। "আমি আমার" বিদ্যা বুদ্ধি বিচার সংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিব এবং প্রত্যক্ষ বিধাতা স্বয়ং যাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবেন তাহাই গ্রহণ ও স্বীকার করিব এই বলিয়া যদি আমরা তাঁহার স্মরণাপন্ন হই এবং যতক্ষণ না সত্যালোক দেখিতে পাই বা তাঁহার মুখের কথা শুনিতে না পাই ততক্ষণ ছাড়িব না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যদি সাধনে নিরত হই, নিশ্চয়ই আমরা সিদ্ধিকাম হইতে পারিব। পরস্পরের বিচার ত্যাগ করিয়া নিজের আত্মজ্ঞান, আত্মসংস্কার ত্যাগ করিয়া এইরূপ সাধন দ্বারা সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেই আমরা অনায়াসেই পরস্পরকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিব।

সেইরূপ আমাদের নেতাদিগকে প্রকৃত ভাবে গ্রহণ বিষয়ে যে মতভেদ হইয়াছে তাহাও অনায়াসে মীমাংসিত হইতে পারে।

রাজর্ষি রামমোহন ত আমাদের সকলকার পূজাপাদ পিতামহ। অর্থাৎ তিনি যে সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান যুগে এ বিধানের মূল সূত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা কেহই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যদি আমরা ইতিহাসকে মান্য করি, যদি আমরা বিধাতার লীলায় বিশ্বাস করি, তাহা হইলে ইহাই কি সত্য নয় যে, তাঁহার দ্বারা বিধাতা এই যুগধর্ম্ম বিধানের বীজমন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করাইলেন। বিধাতা তাঁহার অট্টালিকার এক নক্সামাত্র অঙ্কিত বা ভিত্তি মাত্র স্থাপন করাইলেন। সুতরাং তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও কম নয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনিই সব করিয়াছেন [illegible] কেবল তাঁহাকেই যদি গ্রহণ করি, আর তাঁহার পরবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করি বা ছাঁটিয়া ফেলিয়া দি, তাহা হইলে কি সত্য আমাদের বিধাতার বিধান মানা হইবে ?

তাহার পর রাজা রামমোহনের প্রদত্ত বীজকে জল সিঞ্চন করিয়া আমাদের ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ যে অঙ্কুর বাহির করিলেন, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি ? রাজা রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্ম্ম হইতেই এক অদ্বৈত ঈশ্বরের পূজা তত্ত্ব প্রমাণ করিয়া গেলেন, কিন্তু মহর্ষিদেব তাঁহার স্বভাবে প্রণোদিত হইয়া এই বিধানের যেটুকু অঙ্গ পুষ্ট করিবার, যে রংটুকু ফলাইবার, যে গাঁথনিটুকু গাঁথিবার তাহাই গাঁথিলেন, তাঁহাকে তাহারই জন্য গ্রহণ করিব। তিনি যাহা করিলেন তাহাই শেষ হইল, এই বলিয়া যদি তাঁহার পরে যিনি আসিলেন তাঁহাকে অস্বীকার করি, তাহা হইলে মহর্ষিদেবকেই কি মিথ্যাবাদী বলা হয় না ? কেন না তিনিই যে নিজ জীবনকাহিনী ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বলিলেন এবং যদিও তিনি তাহার পরেও বহুকাল এমন কি কেশবচন্দ্রের ইহলোক ত্যাগের পর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তথাপিও বলিলেন, "ইহার পর কেশবের আমল।"

যদি আমরা মহর্ষিদেবকে গ্রহণ করিতে চাই, তাঁহার আশ্রিত কেশবচন্দ্র মহর্ষির আমলের পর সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের যে পুষ্টিদান করিলেন বা বিধাতা তাঁহার দ্বারা করাইলেন, তাহাও কি স্বীকার ও গ্রহণ না করিয়া পারি ? তাঁহাকে ছাঁটিয়া

ফেলিয়া কিম্বা তাঁহার এই পর্য্যন্ত লইব, আর লইব না ইহা বলিলে কি আমাদের বিধাতার উপরেই কলম চালান হয় না?

সুতরাং এই তিন জন একই বিধানের পর পর পুষ্টিসাধনরূপে স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃকই প্রেরিত বলিয়া তাঁহাদের যাঁহার দ্বারা বিধাতা যাহা দিয়াছেন, শিখাইয়াছেন, গঠন গড়াইয়াছেন, তাহা সকলই বিশ্বাসের সহিত যদি গ্রহণও স্বীকার করি, তবেই আমাদের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়।

তাই এখন আর নিজ বিচার সংস্কার লইয়া গণ্ডী বাঁধিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধায়িনী জননী আমাদিগকে এমন শুভবুদ্ধি এবং উদারপ্রেম প্রদান করুন, যাহাতে সকল প্রকার বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা করিয়া এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সকলে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া এক অখণ্ড পরিবারে বা অখণ্ড ব্যক্তিত্বে নিবদ্ধ হই এবং তদ্দ্বারা এই মহা সম্মিলন বিধানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দুর্গোৎসবের বিশেষ শিক্ষা।

দুর্গোৎসবে উপাস্য যদিও একই ভগবতী শ্রীদুর্গা, কিন্তু মা কখনও একা নন, তিনি সদাই সসন্তানে, সপরিবারে বিরাজিত। ভক্তি পরব্রহ্মরূপে যখন ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন তিনি একা, কিন্তু লীলাময়ী আদ্যাশক্তি মাতৃরূপে যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখন তিনি তাঁহার সর্ব্বস্বরূপে, সকল সন্তান সন্ততি লইয়া প্রকাশিত হন। লক্ষ্মী তাঁহার প্রেমস্বরূপ, সরস্বতী তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, কার্ত্তিক তাঁহার পুণ্যস্বরূপ, গণেশ তাঁহার সিদ্ধিস্বরূপ, কেশরী অসুর তাঁহার মানবসন্তানের বাধ্যতা ও অবাধ্যতার দুই প্রকৃতি। এই মানবের ভিতর, বাধ্য ভক্ত সিংহ প্রকৃতিও আছে, আবার অবাধ্য পাপ অসুর প্রকৃতিও আছে, আদ্যাশক্তি বাধ্য ভক্ত প্রকৃতিকে সিংহ বলে বলীয়ান্ করিয়া তদ্দ্বারা ও আপন পুণ্য বজ্র নির্ঘোষে মানবের পাপ প্রবৃত্তি বিনাশ করেন। এই প্রতিমার চালচিত্রে স্বর্গস্থ দেব দেবীগণও অঙ্কিত। সকলকে লইয়া স্বর্গ এবং পৃথিবীকে একই মহাশক্তির অধীন করিয়া লীলাময়ী জননী বিরাজিত, ইহারই নিদর্শন এই দুর্গা প্রতিমা। নববিধানের নবদুর্গার আভাস এই দুর্গোৎসবে, কি সুন্দররূপেই অঙ্কিত আমাদের মাকে পূজিলে তিনি তাঁর সকল ভক্ত সন্তান, মানব সন্তানকে লইয়া আগমন করেন এবং সর্ব্বস্বরূপের প্রত্যক্ষ বিধানে তাঁহার উপাসনাকে ধন্য করেন। এই দুর্গোৎসবের মৃন্ময় অংশ বিসর্জ্জন দিয়া ইহার চিন্ময় আধ্যাত্মিক ভাব কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না?

নিত্য নব নব উৎসব।

তিন দিন পূজা করিয়া মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে হিন্দু সাধক বিসর্জ্জন দিয়া, আবার একখানি লক্ষ্মী মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহারই পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন; আবার তাঁহার স্থানে ভয়ঙ্করা কালী মূর্ত্তি বসাইয়া ভয়ে ভয়ে পূজা করিলেন, একরাত্রেই ভয়ে তাঁর বিসর্জ্জন করিয়া আবার এক পুণ্যময় কার্ত্তিক মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহারই পূজার আনন্দোৎসব করিলেন। এইরূপ এক এক মূর্ত্তির আহ্বান ও বিসর্জ্জন পৌরাণিক ধর্ম্মের সাধন। ছেলে মানুষেরা যেমন পুত্তলিকা গড়ে এবং আবার তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, ইহা কি তাই? যাহাদিগের নিজের হস্তে ধর্ম্ম, তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু নববিধান বিশ্বাসীর শিক্ষার জন্য ইহারও ভিতর উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধন নিহিত। ব্রহ্ম একই সত্তা, কিন্তু ভক্তের অধ্যাত্ম জীবনের নব নব উন্নতি বিধানের জন্য তিনি তাঁহার নিকট নব নব ভাবে অভিব্যক্ত হন। এবং বিশ্বাসী ভক্ত সেই নব নব রূপ দর্শনে, নব নব উৎসব সম্ভোগ করিয়া নবজীবনে সমুন্নত হন। ব্রহ্মের নব নব রূপ দর্শনেই নবজীবনের লক্ষণ।

ঈশ্বরের দ্বার কেন অবারিত?

"সংবাদ কৌমুদী" পত্রে রাজা রামমোহন একবার লিখিয়াছিলেন,—"অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বাদসাহ, আপনি সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে, বাদসাহদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, অবকাশকালে দ্বারবান্ তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন, লোক সমীপাগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবে, সুতরাং অন্য বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে; মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করিলে কি ফল তাহা ঐ বাদসাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার উপকারাকাঙ্ক্ষী লোকদিগকে নিকটে আসিতে দেওয়া কি শঙ্কা।" আমাদের ঈশ্বরের দ্বারও এইজন্য সবার জন্য উন্মুক্ত। তাঁহার দ্বারে প্রবেশ অধিকার না পাইলে যে মানবাত্মা পাপের দ্বারে যাইতে প্রলুব্ধ হইবে।

মা ও ভাই।

মাকে মানিলেই, মার সন্তানকে স্বীকার করিতে হয়। সন্তানবতী যিনি তিনিই মা। সন্তান ছাড়িয়া মা থাকেন না। তাই মাকে চাহিলেই মার সন্তানকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাইকে উপেক্ষা করিলে মাকে পাওয়া যায় না।

আমার ভিতর ভাল মন্দ দুই আছে, ইহা জানিয়াও মা আমাকে ভালবাসেন, তেমনি আমার ভাইয়েরও ভাল মন্দ ভাব দুইই আছে জানিয়া মা যেমন তাহাকে ভালবাসেন, তেমনি আমারও ভাইকে ভালবাসিতে হইবে। ভালবাসায় ভাইয়ের ভালদিক্ উজ্জ্বল হইবে, মন্দ দিক্ দূর হইবে।

পাপ আমার রোগ, আমার ভাইয়েরও পাপ রোগ রোগীর প্রতি যেমন ব্যবহার করা উচিত পাপীর প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। সুচিকিৎসক যিনি তাঁকে ডাকিতে অর্থাৎ প্রার্থনা করিতে হইবে। সেবা করিতে হইবে। সংক্রামক রোগ হইলে রোগীর সঙ্গ করা অবিধেয়, কিন্তু তথাপি পরিত্যাজ্য নয়।

—•—

বিবাদ ভঞ্জন॥

[রাজর্ষি রামমোহন রায়]

পূর্ব্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাতশূন্য হয়ে করিবে বচন॥

"এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্ত্তির হস্তে একখানা ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাতে রৌপ্যময়।

একদিন দৈবাৎ দুইজন ঘোড়সওয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে এই ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, একি স্বর্ণঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, এ ঢাল রৌপ্যময়।

প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ ঢাল অবশ্য স্বর্ণময়। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে উপহাসপূর্ব্বক কহিল যে, এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণঢাল রাখিবে বটে, আশ্চর্য্য এই যে, পথিকেরা কেন সোণার ঢাল লইয়া যায় নাই? যেহেতু ইহার উপরে যে লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিন শত বৎসর এইখানে আছে। স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তির উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত্ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল, তাহাতে উভয়কে উভয় এমত আঘাত করিতে লাগিল যে, দুইজন আঘাতে কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল। এই সময় একজন অতি শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, সে ঔষধ তাহার সঙ্গে ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষতস্থানে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তখন সে তাহাদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক ব্যক্তি বলিল যে, এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল যে, এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের, এ কি আশ্চর্য্য! তখন সে পথিক খেদ করিয়া বলিল, হায়!! হে ভ্রাতাদ্বয়, তোমরা দুইজনই সত্য বুঝিয়াছ ও দুইজনই মিথ্যা বুঝিয়াছ; তোমরা একজনও যদি আপনার অদৃষ্ট দিকে দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতু এই ঢালের একদিকে স্বর্ণ ও অন্যদিকে রৌপ্য আছে। অতএব অদ্য তোমাদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না। অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া, এক পক্ষের প্রশংসা অন্য পক্ষের নিন্দা করা মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।"—সংবাদ কৌমুদী, ১৮২৩।

বেদ পুরাণের মিলন।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর প্রার্থনার সার॥

(প্রচার আশ্রম দেবালয়, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ)

হে যোগেশ্বর, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে যে যোগ তাহা তোগ করিতে দিবে বলে, বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে ডেকেছ। বেদের ধর্ম্ম এবং পুরাণের ধর্ম্ম, এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম তুমি ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু সাধক পৌরাণিক অবতারগণকে ঈশ্বর জানিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে পারে। হাজার হাজার লোক কেবল রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ এবং ঈশার পূজা করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু আমাদের সমকালীন বিজয়কৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণকেও ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে। এই নরপূজার গূঢ় কারণ কি? হে ঈশ্বর, তোমার দুইটী কথার সামঞ্জস্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা! অন্ধ ভক্তেরা পৌরাণিক মহাজনদিগকে ভক্তি করিতে গিয়া, বেদ প্রতিপাদ্য ভক্তবৎসলকে হারাইয়াছে। তাহারা বলিতেছে, অব্যক্ত ঈশ্বরকে জানা যায় না। প্রমাণস্বরূপ তাহারা ঈশ্বরের নামে এই কথা বলে :—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন ॥
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

অন্ধ ভক্তেরা এইরূপে ভক্তকে বাড়াইয়া ভক্তবৎসলকে অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত তাহারা বৈদিক ঋষিদিগের দৃষ্টিলাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা প্রকৃত বিশ্বাস এবং শুদ্ধা ভক্তি সমন্বয়ে যে নবজীবন ভোগ করা যায়, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। বৈদিক ঋষিগণ সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন :—"অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি

বেদা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।" সর্ব্বাগ্রে এই বেদোক্ত মহান্ পুরুষকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করিলে অবতার পূজার কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী।

সিমলা, হিমালয়, ১৬ই আগষ্ট, ১৮৬৮।

প্রিয় জগবন্ধু,

ভক্তিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া প্রাণ শীতল হইতেছে। চারিদিক হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্রগুলি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক বা না থাকুক যদি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই, কেন না ভক্তি মুক্তির দ্বার।

এই ভক্তি যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, তজ্জন্য প্রার্থনা কর, যাহা চাও সকলি পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে, ভক্তিভাবে ভক্তবৎসলের পদতলে পড়িয়া থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি, এখনও করিতেছি কেন? কেবল এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ।

বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ঔষধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। পরে তিনি আরও বলিলেন, সময় অনুসারে সমুচিত ঔষধ তিনি বিধান করিবেন। সে বিষয়ের জন্য আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞা হইবে, তখন তাহা পালন করিতে হইবে। অতএব তিনি যে পথ দেখাইতেছেন বিনীত ভাবে সেই পথে চল। অন্য কথা কহিও না, পরে কি হবে, কোথায় যাব ভক্তদিগের এ বিষয় আলোচনা করা অন্যায়, ইহা অনধিকার চর্চ্চা ইহা অবিশ্বাস।

তাঁর চরণে মাথা রাখ, তিনি টানিয়া লইয়া যাইবেন; মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না; প্রভু কোথায় লইয়া যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। বিশ্বাস কর প্রভু নিজে বলিতেছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে।

এই সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুঙ্গেরে "দয়াময়ের চরণ চাই" বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অসময়ের দ্রব্য আমি কোথায় পাইব, তোমরাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যদি সহস্রবার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি সহস্রবার বলিতে চাই পিতার চরণে লুটাইয়া যাও, কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন এখনকার রোগের এই ঔষধ।

যদি বল আর কোন উপায় বলিয়া দিন, এই উপায় কার্য্যকর হইতেছে না, আমি এ কথা এখন শুনিব না, শুনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্তু পরে তোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব যখন পিতা বলাইবেন। যখন পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত হইবে, তখন সেই নূতন পথ দয়াময় দেখাইবেন, ভয় নাই, চিন্তা নাই।

পাপের জন্য ঘৃণা, ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক্ অন্ধকার—তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই তাহা আমি জানি, কিন্তু পরিত্রাণের জন্য সমুদয় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না, প্রতিদিন আনন্দের সহিত ব্রহ্মপূজা করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে শান্তিলাভ করিতে চাও, তাহা হইবে না। এখন কাঁদিতে হইবে, শস্য সংগ্রহের সময় হাসিবে; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শান্তি হইবে।"

তাই বলি এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের জন্য আপনাকে খুব ঘৃণা কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়া তাঁর চরণে পড়ে খুব কাঁদ। এখন যত কান্না তখন তত হাসি, এখন যত ভক্তি তখন তত মুক্তি। পরে যে লাভ হইবে তাহার জন্য কি সন্দেহ হয়? দয়াময়ের কথায় কি পূর্ণ বিশ্বাস হয় না? আমিও কি মিথ্যাবাদী হইলাম? পিতা এ সকল জানিয়া তোমাদিগকে ভাবী মঙ্গলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইহা কি তোমরা অস্বীকার করিতে পার? কি ছিল কি হ'ল।

আবার মনে কর কি হইতে পারিবে। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে কোন্ পাপহ্রদে ডুবিতে, কত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে যদি দুষ্প্রবৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যাইতে এত দিনে কি হইত! দয়াময় তোমাদের ঢের করেছেন, অনেক দিয়াছেন, তাঁর নাম লইতে পারিতেছ, তাঁর পবিত্র সন্নিধানে একদিনও চরিতার্থ হইতেছ, ইহা কি পাপীদের পরম সৌভাগ্য নয়? এই সৌভাগ্য যেমন কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে তেমনি কিছু শান্তিও হৃদয়ে বিধান করে। হা, দয়াময় পাপীর জন্য এত করিলেন! যে স্বেচ্ছানুগত হইয়া গভীর পাপকূপে ডুবিয়া থাকিত, সেই জঘন্য ঘৃণিত ব্যক্তিকে তিনি পদতলে স্থান দিলেন। আমার কি সৌভাগ্য, আমার কতই না আশা হইতে পারে, হা, মনে হইলে প্রাণ শীতল হয়।

জগবন্ধু, বল দেখি প্রাণ শীতল হয় কি না? হয়, নিশ্চয় হয়। এই শান্তি সেই বিমলানন্দের প্রাতঃকাল যাহা নবজীবনে অনুভূত হবে। এই শান্তি অমূল্য, ইহা দেখাইয়া দেয় পিতা কেমন ভবিষ্যতে আনন্দ দিবেন। এমত অস্বীকার করে না, তাই অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এখনই কিছু কিছু নগদ দেন। পিতার তো ইচ্ছা যে একেবারে খুব আনন্দ দেন, কিন্তু সন্তানেরা যে পাপের জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তজ্জ

যাতে পাপ যায় এস সকলে মিলে তাই করি, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয় এখন ততই ভাল।

সেই সংগ্রামে তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক একবার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এবং তোমাদের দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু জগবন্ধু কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে, এ সকল যে তিনি দিতেছেন পাপ মোচনের জন্য। তিনিই পাপকে যন্ত্রণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যতদিন এই সংগ্রামের তরঙ্গ সকল মস্তকের উপর দিয়া চলিবে, ততদিন যেন মস্তক হেঁট করিয়া তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাকিতে পার।

যখন এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কেবলই শান্তির জ্যোৎস্না। এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়া থাক, পরে আনন্দ স্বরূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্য খুব ক্রন্দন কর, তাতে আমার তত ভয় হয় না।

পাছে দীননাথের চরণ ছাড় এই আশঙ্কা। তোমাদিগকে আবার বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, তোমরা কিছুতেই তাঁর চরণ ছেড় না। এইজন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, এবং তোমাদিগকেও সেইটী নিরত ব্যবহার করিতে অনু-করি, "দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে।" ভয় কি দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, সুদিন হইবে।

তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয়, তাহা হইলে আমি বাঁচি। আজ তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

বৈরাগীর সংসার।

(প্রাপ্ত)

ভক্ত বলিলেন, মনে কর একজন মানুষ শ্মশানে দণ্ডায়মান, রাত্রি দ্বিপ্রহর, কাছে কেহ নাই, চিতা সাজান, সেই চিতার জ্বলন্ত অনলে তাহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হইবে, অগ্নি হইবে কালি, কাঠ হইবে কলম।" নববিধানের যোগী এইরূপে বৈরাগীর বেশে সংসার করিবেন। নববিধানবাদী যদি বৈরাগী না হন, তা হলে তাঁর যথার্থ স্বর্গের আদর্শে সংসার সাধন হইবে না। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে আমরা পরীক্ষার পর পরীক্ষার দ্বারা ইহাই শিখিতেছি যে, এই মহান্ ধর্ম্ম সাধন করা ব্রহ্মকৃপা-বলে যেমন সহজ, সাধারণ মানবের পক্ষে তেমনিই কঠিন, কারণ মানবের দুর্ব্বলতাপ্রবণ হৃদয় সংসারের বিবিধ প্রকার ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। তাই পূর্ব্বকালে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের দ্বারা হৃদয়কে বিশ্বাস বৈরাগ্যে সুদৃঢ় করিয়া তারপর সংসারে প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল। নববিধানের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে সকল ব্যবস্থাই আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার দিকেই অনুরাগ অধিক, যৌবনের আরম্ভে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আদৌ মনযোগ দেওয়া হয় না; তাহাতে অনেকে বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভেই ভোগবিলাসের দিকে অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং নীতি শৈথিল্য বশতঃ সংসারের অতল জলে ডুবিয়া যান। অন্যদিকে যে সকল সদাত্মা এই যুগধর্ম্ম নববিধানকে জীবনে ও পরিবারে প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাঁহারা প্রথম হইতেই জীবন্ত ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা দেখিয়া, তাঁরই আদেশে তাঁর শ্রীপদে নিজের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগকে উৎসর্গ করেন ও ছেলে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, ব্রতধারিণী করিয়া তদনুরূপ পাত্র পাত্রীকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করতঃ তাঁদের উভয়কে ব্রহ্মপদে সমর্পণ করেন, তখন ঐরূপ উৎসর্গীকৃত দম্পতিদের দ্বারা নববিধানের বৈরাগ্য-মূলক নূতন সংসার, নূতন পরিবার গঠিত হয়।

আমাদের প্রিয় আচার্য্যদেব বলিলেন, "শ্মশানবাসী হইয়া গৃহধর্ম্ম আচরণ কর ভয় নাই।" সত্যই আমরা নিজের শরীরের অসারতা ও আত্মার অমরত্ব ব্রহ্মালোকে অবলোকন করিয়া যদি আমরা ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্যা জানিয়া স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা[illegible] পিতা মাতা প্রভৃতির পদসেবা করি, তাহাতে যে আমার প্রভুরই সেবা হবে। মানুষকে মানুষ ভাব্‌লে, মোহ বিকার আসে, কিন্তু মানুষে ঠাকুর লুকিয়ে থেকে আমাদের মত অযোগ্য সেবক-দের সেবা নিচ্চেন, এই বিশ্বাসে তাঁকে দেখে ভক্তিভরে যতই সেবা করিব, ততই যে আমাদের নববিধানের সংসার স্বর্গের সংসার হবে। মা, এই উচ্চ আদর্শ শ্রীনববিধানে যেমন তাঁর ভক্তের জীবনে দেখিয়েছেন, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দেখাতে চান্, কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছাতে বাধা দিলেই আমাদের অধঃপতন হইবে। আর যদি আমরা একটী একটী করিয়া, এমন কি নিজের দেহখানি পর্য্যন্ত প্রভুর সেবায় ঢালিয়া দিই, তা হলে আমাদের এই ক্ষুদ্র দান, বিধানপতি স্বহস্তে লইয়া সত্যই বৈরাগীর সংসারই যে স্বর্গের সংসার তাই তিনি দেখিয়ে কৃতার্থ কর্‌বেন। এইজন্যই ভক্ত কবি ভক্তিভরে গাহিলেন, "পরম বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী তুমি হে ঈশ্বর, তথাপি জীবের সেবায় ব্যস্ত আছ নিরন্তর।" অতএব আমরাও যে প্রেমময়ের প্রেমে যথার্থ বৈরাগীর সংসারই যে প্রেমপরিবার তাহাই জীবনে প্রমাণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই।

বারিপদা,
২৪।৯।২৪

প্রণত

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সমালোচনা।

বৌদ্ধবন্ধু।—"মাসিক পত্র ও সমালোচনা।" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমন্ স্বামী পূর্ণানন্দ সম্পাদিত "বৌদ্ধবন্ধু"র ১ম সংখ্যা পাইয়া আমরা

কৃতজ্ঞ হইলাম। "বৌদ্ধবন্ধু" পূর্ব্বে কয়েকবার প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়াছিল, স্বামী পূর্ণানন্দের চেষ্টায় আবার প্রকাশিত হইয়াছে। এত বড় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি পত্রিকা ছিল না, বৌদ্ধবন্ধুর দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ হইল। বৌদ্ধবন্ধুতে প্রকাশিত সকল মতে আমরা সায় না দিতেও পারি। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি।

***

সত্যতত্ত্ব!—"ঈশ্বর, মানব এবং স্বর্গ।" এই তিনটী মূল সত্য সম্পর্কে আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান অগ্রজ শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল উপদেশ বা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব ও অন্যান্য পত্রিকার জন্য যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকটী নির্ব্বাচিত করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একখানি আধ্যাত্মিক কাব্য এবং চৌধুরী মহাশয়ের স্বরচিত কতকগুলি সঙ্গীত ও পদ্য সংগৃহীত আছে। উপদেশ, প্রবন্ধ ও সঙ্গীতগুলি কেবল যে গম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ বলিয়া আমাদের আদরণীয় তাহা নহে, একজন প্রাচীন বিশ্বাসী ধর্ম্মসাধকের অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতা সত্যরত্ন সকল ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এই পুস্তকখানি আমাদের সকলেরই সেই ভাবে শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। প্রচার আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট ইহা প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ নববিধান প্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়।

পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্র নববিধানপ্রেরিত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন ২রা অক্টোবর।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণার রূপগঞ্জ থানার অধীন পাঁচগাঁও গ্রামে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভাই বঙ্গচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় রামগতি রায় এবং মার নাম চন্দ্রকণা দেবী। বঙ্গচন্দ্র অতি শৈশবেই, তাঁহার নয় মাস মাত্র বয়সে পিতৃহীন হন এবং বাল্যকালে মার স্নেহেই প্রতিপালিত হন। তাঁহার মা বড় ভক্তিমতী ছিলেন। মার গুণেই সেই শৈশবকাল হইতেই বঙ্গচন্দ্রের প্রাণে ধর্ম্মসঞ্চার হয়। কিন্তু মাতৃদেবীও তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

তিনি শৈশবে অতি অল্পই শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হন। কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর আপন অধ্যবসায় বলে যাহা কিছু বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতেই বঙ্গচন্দ্র সহাধ্যায়ীদিগকে লইয়া "মনোরঞ্জিকা সভা" নামে একটী সভা গঠন করিয়া নীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। এই সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্র লিখিত "Young Bengal this is for You" শীর্ষক মুদ্রিত ট্র্যাক্ট পাঠ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ হয়। ক্রমে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং আপন জীবন প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গের বহুসংখ্যক যুবাকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট করেন। বলিতে কি পূর্ব্ববঙ্গের যত যুবা তৎকালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গচন্দ্রের জীবনাদর্শ প্রভাবেই আসিয়াছেন ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীকেশবচন্দ্র যখন প্রথম ঢাকায় গমন করেন তখন তিনি নৌকায় যাইতে যাইতে "True Faith" নামক পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকা অনুসরণে বিশ্বাসী জীবন গঠন করা বঙ্গচন্দ্রের জীবনের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হয়, এবং তখন হইতে শ্রীকেশবচন্দ্রকে সর্ব্ববিষয়ে অনুসরণ করাই তাঁহার জীবনের সাধনা হয়।

কোচবিহারের বিবাহ আন্দোলনে যখন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলিত হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্ম শ্রীকেশবচন্দ্রের পথ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ভাই বঙ্গচন্দ্র কয়েকটী মাত্র বন্ধুকে লইয়া জীবন্ত ঈশ্বরালোকের পরিচালনায় নববিধানাচার্য্য অনুসরণে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষ পবিত্রাত্মার আলোকে কেমন করিয়া নববিধানের তত্ত্ব গ্রহণ ও নববিধানাচার্য্যের অনুসরণ করিতে হয়, বঙ্গচন্দ্র বিশেষ ভাবে ইহাই শেষ জীবন পর্য্যন্তও সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতাস্থ প্রেরিত প্রচারকগণ তাঁহাকে প্রথমে এখানকারই দলভুক্ত করিয়া লইতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গচন্দ্র তাঁহার বন্ধুদিগকে লইয়া একটী নববিধান অনুসরণ সঙ্গীমণ্ডলী গঠন করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলেই নববিধান বিস্তার করেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া আচার্য্যদেব তাহাই করিতে বঙ্গচন্দ্রকে উৎসাহ দান করেন এবং তাঁহাকে এইজন্য পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। বঙ্গচন্দ্র জীবনে রোগ শোক বন্ধুবিচ্ছেদাদি বহু পরীক্ষা সহ্য করিয়া নববিধানজননীতে ও নববিধান ভক্তে এবং নববিধানে জীবন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া দীর্ঘ জীবন এই পৃথিবীতে যাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। "অনুসরণ" এবং "পূর্ব্ববাঙ্গালায় নববিধানের ভাব-স্থাপন" ইহাই শ্রীবঙ্গচন্দ্রের বিশেষত্ব বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব স্বীকার করিয়াছেন।

গত ২রা অক্টোবর তাঁহার পুত্রদের বাসায় তাঁহার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই প্রেমগলাল সেন সবান্ধবে বিশেষ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ঢাকা বিধানপল্লীস্থ নবদেবালয়ে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস প্রার্থনা করেন। পত্রপ্রেরক শ্রদ্ধেয় ভাই লিখিয়াছেন, উপাসনাতে প্রকাশ পায় যে, পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ ঢাকা নগরের নববিধান মণ্ডলী শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের জীবন দ্বারাই পবিত্রাত্মা ভগ-

বান্ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখনও তিনি দেবালয়ের উপাসক মণ্ডলীর সঙ্গে একীভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আনন্দময়ী মা আমাদিগকে চিরপ্রেম বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। তিনি যেমন নিষ্ঠার সহিত সুদীর্ঘকাল (৬০ বৎসর) ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের সেবা করিয়া গেলেন, আমরাও যদি বিনীত ভাবে তদ্রূপ নিষ্ঠার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের সেবায় জীবন পাত করিতে পারি, তাহা হইলেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রেরিত আচার্য্যের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইবে।

ঐ দিন সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় ঢাকা নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রেরিত সেবক বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্মৃতিসভা হয়। ভাই দুর্গানাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই মহিমচন্দ্র সেন, মিঃ আর, কে, দাস, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস এবং সভাপতি ভক্তিভাজন রায় মহাশয়ের জীবনের বিশেষত্ব বর্ণনা করেন। মোটের উপর স্মৃতিসভার কার্য্য সুন্দর গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। "পূর্ব্ববাঙ্গালার নববিধানের ভাব প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত ছিল। এই ব্রত পালনের জন্য প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত তিনি সমবিশ্বাসী বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই উপাসক মণ্ডলীর ভিতরে দিব্যজ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শান্তির উৎস উৎসারিত হইত। বস্তুতঃ সমবিশ্বাসী মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত উপাসনাই অমৃতের উৎস। এই উৎস হইতেই স্বর্গের সকল সম্পদ উৎসারিত হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার অনন্ত জীবন বিধান করিবে। পবিত্রাত্মা ভগবান যেমন তাঁহাকে ব্যবহার করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার নববিধানের বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিলেন, তেমনি এই নববিধানের ছায়াতলে পূর্ব্ববাঙ্গালাকে স্থান দান করুন।"

***

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই রামচন্দ্র সিংহ।

নববিধান প্রেরিত দলে যাঁহারা প্রথমে আহূত হন, তাঁহাদের মধ্যে ভাই রামচন্দ্র সিংহ অন্যতম। বিধাতা এই দলকে সঙ্ঘবদ্ধ সম্পন্ন করিবার জন্য কোথা হইতে কাহাকে কেমন করিয়া আনিয়া জুটাইয়াছিলেন ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

ভাই রামচন্দ্র ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত দত্তপুকুর গ্রামে ১৮৪১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া অগ্রজের তত্ত্বাবধানে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন, তাঁহার অগ্রজেরও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ছিল। তাঁহারই প্রভাবাধীনে থাকিয়া রামচন্দ্রেরও এই ধর্ম্মে বিশ্বাস হয় এবং তখন হইতেই তিনি পল্লীবাসী সমবয়স্ক বালকদের লইয়া ধর্ম্ম ও নীতির আলোচনার জন্য একটী সভা গঠন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু বন্ধুদিগের সাহায্যে পশ্চিমাঞ্চলে এবং লাহোরে গিয়া উচ্চ বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন।

আচার্য্যদেব সবান্ধবে যখন লাহোরে গমন করেন, শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁহার সহোদর লক্ষ্মণচন্দ্র যথেষ্টই তাঁহাদের সেবা করেন। ইহাতেই তাঁহাকে আর বেশী দিন চাকরীর মায়ায় আবদ্ধ থাকিতে হইল না। শীঘ্রই সরকারের চাকরী ত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া ভারতাশ্রমের সাধারণ সহকারীরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, পরে মঙ্গলবাড়ী গঠনের সময় ভাই রামচন্দ্র কেশবচন্দ্রের প্রেমোত্তেজনায় অদম্য উৎসাহ সহকারে অর্থাদি সংগ্রহ এবং যাবতীয় কার্য্য সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। নবদেবালয় গঠন কার্য্যেও আচার্য্যদেবের উপদেশানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের পারদর্শনেই হইয়াছিল।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর ভাই রামচন্দ্র ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ আসাম অঞ্চলে কিছুদিন নববিধান প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করেন, তাহার পর কুচবিহারে স্থানীয় আচার্য্যরূপে প্রায় পাঁচ বৎসর কার্য্য করেন। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার সরল বালকভাবের জন্য রামচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া উপাসনা করাইতেন। শ্রীরামচন্দ্র এক দুরারোগ্য ক্ষত রোগে আক্রান্ত হইয়া বিষম রোগযন্ত্রণায় যথেষ্ট ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়া স্বর্গারোহণ করেন। "পক্ষপাতশূন্যতা" তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব স্বী[illegible] করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীত।

জয় জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

("শুভ আশীর্ব্বাদ দানে"—সুরে)

যোগের অন্ধকারে প্রেম বরিষণ মধ্যে—
অবিরল বারিধারা ঝরিছে ভাদরে।
দেব মূরতি চমকে নয়নে,—
কনক বিজলী খেলে—গগন মাঝারে॥

মুক্তের ভেসে যায়, ভক্তির বন্যায়,
ভাদরের আদর বুঝাব কাহারে?
ঝটিকার ঝঞ্ঝা, হৃদয় জাগে;
দহন পরশে দেব-আত্মা জাগে।
ভাদরের বাদরে, ভকত দুহেরে,
মূর্ত্তিমান জীবনে করে লহ আদরে

শ্রীঃ-

বিশ্ব-সংবাদ।

সম্প্রতি বিলাতে এক মহা চিকিৎসা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, এই উপলক্ষে ইয়র্কের আর্কবিশপ প্রস্তাব করেন যে, আধ্যাত্ম শক্তিতে যে রোগ আরোগ্য হয় তাহা কতদূর বিজ্ঞান সঙ্গত প্রতিপন্ন হইতে পারে, এই বিষয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে অনুসন্ধান করা হউক। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিভিন্ন খ্রীষ্ট সম্প্রদায়েরও মতভেদ আছে বলিয়া এ প্রস্তাব সম্মিলনের সভ্যগণ গ্রহণ করেন নাই। হাসপাতালের রোগীদিগের মধ্যে সুরা ব্যবহার সম্বন্ধে এই সম্মিলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ক্রমেই তাহা কমান হইতেছে। সুসংবাদ বলিতে হইবে।

***

রুসিয়ার বোলসিভিক্ দলের নেতা, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহকে তৈলাক্ত করিয়া, একটী গ্ল্যাসের সিন্ধুকে বায়ু প্রবেশ পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া রক্ষিত হইয়াছে। দেহটী সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পায় এমন করিয়া রাখা হইয়াছে। শুনা যায় এমন নূতন প্রণালীতে তৈলাক্ত করা হইয়াছে, যাহাতে দেহটী চিররক্ষিত হইবে, কখনই বিকৃত হইবে না। প্রাচীন মিসর দেশে যে প্রণালীতে মৃত দেহ তৈলাক্ত করিয়া রক্ষিত হইত, তাহা হইতে নাকি বর্ত্তমান প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। বাস্তবিক মৃত্যুর পর লেনিনের মুখের অবস্থা যেমন ছিল, এখনও ঠিক সেই অবস্থাই আছে। তিনি যে বেশে সর্ব্বদা থাকিতেন সেই বেশ পরাইয়া রাখা হইয়াছে। এই দেহ রক্ষার জন্য ১৫০০ পাউণ্ড মাত্র ব্যয় হইয়াছে।

***

বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, পৃথিবী "মারস" বা মঙ্গল গ্রহ সম্প্রতি যেন বাজী রাখিয়া কে কত দ্রুত গতিতে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারেন চেষ্টা করিতেছেন। কয়েকদিন হইল "মারস" গ্রহ পৃথিবী হইতে মাত্র ৩৭০০০০০০ মাইল দূর দিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল। পৃথিবীর এত নিকটে আর কখনও দেখা যায় নাই। এই গ্রহের ৪৮ যে জল প্রণালীর বেষ্টিত রেখা দৃষ্ট হইত, তাহা নাকি এখন আর জল প্রণালীর বেষ্টিত রেখা বলিয়া বোধ হইতেছে না, তাহা এখন শস্য শ্যামল ক্ষেত্রের ন্যায় কোন সময় সবুজ রং ও অন্য কয়েক মাস লাল রংএ রঞ্জিত বোধ হয় এবং ইহার মধ্যে মানুষের ন্যায় বুদ্ধিজীবিদের মত কার্য্য করিতে বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সুধী ও সকল গ্রহই প্রায় একই রকম পদার্থে গঠিত এবং প্রাকৃতিক অবস্থাও প্রায় একই রকমের, তখন একই জাতীয় জীবের আবাস স্থান বলিয়াই অনুমিত হয়।

সংবাদ।

নামকরণ—গত ১২ই অক্টোবর, কলিকাতা ৬২। বি, ৫ শাঁখারীপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে প্রেরিত শান্ত সাধক ভাই কেদারনাথ দের পরিবারে তাঁহার পুত্রদ্বয়, প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দে, এম্ এ, ও শ্রীযুক্ত মনোগতধন দের শিশুদ্বয়ের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মনোগতধন দের শিশুর নাম "সুহাসকুমার" এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জনের শিশুর নাম "বিকাশিতচন্দ্র" রাখা হইয়াছে। ঈশ্বর শিশুদ্বয় ও তাঁহাদের পিতা মাতা ও আত্মীয়জনকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ৬ই জুন তারিখে ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত রাইরংপুরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহার ১ম পুত্রের নামকরণ হয়। চারু বাবুর মাতুল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ শুভানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়া শিশুকে সুভাষচন্দ্র নাম প্রদান করিয়াছেন। মা মঙ্গলময়ী নবশিশুকে ও তাঁহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। শিশু সুভাষচন্দ্র বারিপদায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

শুভবিবাহ—গত ৩রা অক্টোবর, কলিকাতা ৬নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেনস্থ ভবনে, অমরাগড়ীর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আভাময়ীর সহিত, নববিধান প্রচারক স্বর্গীয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, বারিপদা প্রবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপাচার্য্য এবং পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ১১ই অক্টোবর, বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে তথাকার অশীতিবর্ষীয় ব্রাহ্ম সাধক শ্রীরামচন্দ্র মিত্রের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকাহিনী উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই অক্টোবর শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে স্বর্গগত শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার, সি, আই, ই, মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে দুই বেলাই বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ১১ই অক্টোবর, স্বর্গীয় সাধক নৃত্যগোপাল মিত্রের সাম্বৎসরিক দিনে ও ১৬ই অক্টোবর, তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধ্বী অন্নদামণির সাম্বৎসরিক দিনে, শান্তি কুটীরে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের প্রীতিভাজন ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্রের বাস ভবনে উপাসনা হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ১৬ই অক্টোবর, স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদারের স্বর্গারোহণ দিনে, ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, প্রচারাশ্রমে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

বারিপদা—সেবক অখিলচন্দ্র রায়, বিগত ৭ই অক্টোবর, বারিপদায় প্রত্যাগমন করিয়া এখানকার ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যটী শেষ করাইতেছেন। এই সমাজের সভ্যগণ ও ভক্তকন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর একান্ত আশা, অচিরে এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য হয়। এজন্য কিছু কিছু আয়োজন শীঘ্রই হইবে।

গত ৯ই অক্টোবর তারিখে, নববধূর আগমন উপলক্ষে ভাই বেলাই ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। তিনি পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গলের জন্য সকাতর প্রার্থনা করেন ও সেবক অখিলচন্দ্র উপাসনার কার্য্য করেন।

জন্মদিন—গত ২রা অক্টোবর, স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনাদি হয়, তৎপরে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

উৎসব—গত ৮ই অক্টোবর হইতে ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার নধ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস প্রভৃতি উৎসব সম্পাদনে গমন করিয়াছেন।

নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতি।

উনবিংশতিতম অধিবেশন—চট্টগ্রাম।

এবার নানা বিঘ্ন বাধার ভিতর দিয়া নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতির অধিবেশন চট্টগ্রামে সম্পন্ন হইল। ১০ই অক্টোবর, শুক্রবার হইতে ১২ই অক্টোবর, রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিনব্যাপিয়া এই অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন, ভাই চন্দ্রমোহন দাস, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ, শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস, এম্, এ, শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন সেন, কুমিল্লা হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত সপরিবারে, পাহাড়তলি হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সপরিবারে এই উৎসব উপলক্ষে চট্টগ্রামে গমন করেন। উৎসবক্ষেত্রে চট্টগ্রামের স্থানীয় গণ্য মান্য অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য অধিবেশনের তুলনায় এবার লোকসংখ্যা কম হইয়াছিল, কিন্তু সমিতির অধিবেশন ক্ষেত্রে এবারে উপাসনা, প্রসঙ্গ, বক্তৃতা প্রভৃতি কার্য্য বেশ গম্ভীর ও জমাট ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস, এম্, এ, সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় সস্ত্রীক সমিতিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অতি উৎসাহের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রায় সকলেই এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও কেহ কেহ সমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়া সমিতির কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন। সমিতির বিশেষ বিবরণ আমরা আগামীবারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

***

শারদীয় উৎসব

এবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গত ১৮ই আশ্বিন, শনিবার হইতে ২১শে আশ্বিন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চারি দিনব্যাপিয়া শারদীয় উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক পূর্ব্ব হইতেই ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, প্রচারাশ্রমে, শারদীয় উৎসবে মাতৃপূজার জন্য প্রস্তুত ভাবে উপাসনা, পাঠ, প্রসঙ্গ ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। এবার আরতির কীর্ত্তনটী পূর্ব হইতে প্রস্তুতির ভাবে ও পরে উৎসবক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রতিদিন মৃদঙ্গের সহিত গীত হইয়াছিল। ১৮ই আশ্বিন, শনিবার—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা হয়, পরে আরতির কীর্ত্তন মৃদঙ্গের সহিত গীত হয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা ও পাঠ ইত্যাদি মধুর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৯শে আশ্বিন, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে ৮টার সময় উপাসনা হয়, ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় উপাসনা হয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন, উপাসনান্তে আরতি-কীর্ত্তন গীত হয়। ২০শে আশ্বিন, সোমবার—প্রাতে ৮টার সময় উপাসনা হয়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গাদি হয়। সর্ব্বশেষে আরতি-কীর্ত্তন গীত হয়। ২১শে আশ্বিন, সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে ৮টার সময় উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গাদি হইবার পরে আরতি-কীর্ত্তনান্তে শান্তি বাচন হয়।

এই সময় বঙ্গানন্দাশ্রমে ও বাগনান ব্রাহ্মসমাজে কয়েক দিনও বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছে।

আত্ম-নিবেদন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের অবস্থা নির্ব্বন্ধ সহকারে বার বার জানাইয়াছি; কিন্তু অনেকেই আমাদের প্রার্থনায় মনযোগ দেন না; এমন কি, কোন কোন গ্রাহক দীর্ঘকাল মূল্য বাকী রাখায়, এই পত্রিকা পরিচালনা করিতে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব আমাদের প্রার্থনা, গ্রাহক মহোদয়গণ তাঁহাদের দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া ধর্ম্মতত্ত্বকে রক্ষা করিয়া, এ দাসদিগকে কৃতার্থ করেন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ২০শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd November, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্।

প্রার্থনা।

মা, আমাদের প্রাচীন আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার প্রধানতঃ সপ্তস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তোমাতে চিত্ত সমাধান করিয়া, ধ্যানযোগে মগ্ন হইতেন। কিন্তু আমাদিগের পৌরাণিক পূর্ব্বপুরুষগণ তোমার স্বরূপ সকল হইতে বহুরূপ কল্পনা করিয়া বাহ্য আকারে তোমাকে দর্শন করিতে প্রয়াসী হন, এবং তাহাতেই তোমাতে নানা দেব দেবীর রূপ আরোপ করিয়া কত ভাবেই তাঁহাদিগের ভক্তি ভাব চরিতার্থ করেন। তাঁহারা কখনও তো[illegible]তিনাশিনী রূপ, কখনও তোমার সৌভাগ্যদায়িনী রূপ, আরোপ করিয়া কত ভাবেই তাঁহাদিগের ভক্তিভাব চরিতার্থ করেন। তাঁহারা কখনও তোমার অসুরনাশিনী রূপ, কখনও তোমার জ্ঞানবিধায়িনী রূপ, কখনও ভয়ঙ্করা মহাকালী রূপ কল্পনা করিয়া এবং তাহাই প্রতিমাতে দর্শন করিয়া বিভিন্ন উপকরণে বা বলিদানে তোমার পূজা করিয়া থাকেন। মা ধন্য হও তুমি, যে তুমি আমাদিগকে আর্য্যঋষিদিগের জ্ঞানযোগে তোমার স্বরূপ উপলব্ধির যেমন অধিকারী করিয়াছ, তেমনি আবার আমাদিগকে কল্পনা বা বাহ্য সাকার পূজার আড়ম্বর অবলম্বন করিতে না দিয়াও, পৌরাণিক পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দর্শন লাভের ও তাঁহাদের নিত্য নিত্য নব নব ভাবের পূজার ফল সম্ভোগের বিলক্ষণ অধিকারী করিয়াছ। তোমার এক নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ভিতর হইতেই তেত্রিশ কোটী রূপ বাহির করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে তোমার দর্শন, তোমার ধ্যান তোমার নিকট আত্ম-নিবেদন ও তোমার শ্রীমুখাৎ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করাইয়া তুমিই স্বয়ং আমাদিগকে ধন্য করিতেছ। ইহা তোমার যুগধর্ম্ম বিধানে তোমারই জীবন্ত মহিমা। আশীর্ব্বাদ কর যেন এমনই তোমার কৃপায় এই দেশবাসী এবং সমস্ত জগৎবাসী সকল নরনারী বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানের আশ্রয়ে আসিয়া, সকল প্রকার কল্পিত বা মানব চিন্তা প্রসূত ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া তোমার এই জীবন্ত রূপ দর্শন ও তোমার সত্য পূজার প্রত্যক্ষ ফল লাভে ধন্য হন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে ঈশ্বর, যে স্থানে পৌত্তলিকেরা তাহাদের ইষ্ট দেবতার পূজা করে সে স্থানের আয়োজন, ঘটা ধূমধাম ধূপ দীপ প্রভৃতির নানা প্রকার সুগন্ধ দেখিয়া সহজেই লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়। সেইরূপ আমরা যদি তোমার গোপাল. গম্ভীর সন্নিধানে বসিতে পারি, আমাদেরও মনে ভক্তিভাব হইতে পারে। নূঃ প্রাঃ, ১ম, ৬৪।

হে প্রেমস্বরূপ, হে সচ্চিদানন্দ, যে পুতুল পূজা করে সে পুতুল দর্শন করে। আমরা কি সত্য দেবকে পূজা করিয়া তাঁহার দেখা পাব না? তবে কি করিতে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিলাম। দুর্গা কালীর মন্দিরে কেন প্রবেশ করিলাম না! বঙ্গদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তীর্থ করিয়া মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া যে দেখা সে দেখা আমাদের নয়। এই তুমি, এই আমি, তোমার আবির্ভাব উজ্জ্বলনয়নে স্নেহ, কাপড়খানি পুণ্যের, মাথায় মুকুট, প্রেমের হস্ত, অনুরাগের সুকোমল বস্ত্র, ভালবাসার স্তনে সুশোভিত। এই যে মা ইহাকে ভালবাসা ও দেখা একেবারেই হয়। আনন্দময়ী, কষ্ট করিয়া ডাকিলে এসো না। পাছে কল্পনা করিয়া একটা রূপ দেখি, তাই বলি যে রূপ সহজে পাইব তাই দাও। এই যে কোটী সূর্য্য বিনিন্দিত রূপে তুমি বলিতেছ, "এই আমি তোদের সম্মুখে দেখ, দেখে আমার রূপসাগরে মগ্ন হও।" মা যেখানে যারা তোমার নববিধান-বিশ্বাসী তাহাদের মধ্যে কেহ যেন তোমার দর্শনে বঞ্চিত না হয়। নববিধানবাদীরা যেন উপাসনার ঘরে অন্ধকার না দেখে। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মুখখানি দেখিয়া তোমার কোমল রূপে তদ্গত হইয়া আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব। হিঃ প্রাঃ, ১ম ৮৫।

প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন কেমনে হয়।

যদিও বেদান্তে উক্ত হইয়াছে, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তাহার সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয় এবং সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় হয়," এবং যদিও শ্রীঈশাও বলিয়াছেন, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবে।"

কিন্তু বাস্তবিক নিরাকার পরমাত্মা পরমেশ্বরকে যে দর্শন করা যায় তাহা কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি বর্ত্তমানে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীই তেমন বিশ্বাস করেন না এবং তাহা যে সম্ভব, তাহাও ধারণা করিতে পারেন না।

এই জন্য তাঁহাকে দুজ্ঞেয় অজ্ঞেয়রূপে "স্বর্গস্থ পিতা" জানিয়া কেহ বা তাঁর স্তব স্তুতি বন্দনা, কেহ বা আবেদন প্রার্থনা, কেহ বা নামগান, তপ, জপ, মহিমা কীর্ত্তন, কেহ বা শাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান বুদ্ধি কল্পিত প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার উপাসনাদি করিয়া থাকেন।

আবার যাঁহারাও তাঁহাকে দর্শন করিতে চান, তাঁহারা তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া বা বাহ্য কোন মূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব আরোপ করিয়া, কিম্বা ভক্তকে বা গুরুকে তাঁহার অবতার জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

এই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সকল প্রকার ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার জন্যই স্বয়ং ঈশ্বরই যে চিন্ময় হইয়া ও প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যমান হইয়া, দিব্যজ্ঞানে দর্শন দিবার জন্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানে জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।

সেই বেদান্তের দৃষ্ট যে পরাবর এবং পৌরাণিক ভক্তও যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া কল্পিত মূর্ত্তিতে বা অবতারে পূজা করিতে চান, তিনিই নিরাকার হইয়াও সাকার অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং দর্শন দিতে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত।

শ্রীঈশা যে বলিলেন, কেবল বিশুদ্ধ চিত্তেরাই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন তাহা নহে, যে ব্যক্তি আপনাকে পাপী কলঙ্কিত জানিয়া বিনীত হৃদয়ে দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, রুগ্ন সন্তানকে মা যেমন দর্শনদানে বঞ্চিত করেন না, তেমনি পাপরোগে রুগ্ন মানবকেও তিনি এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দেন। অবশ্য তাঁহার দর্শন লাভ হইলে আর পাপীর চিত্তে পাপ থাকিতে পারে না।

তিনি এই নিত্য "আমি আছি" বলিয়া সকলকই দর্শন দিবার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। কেবল আমাদের অবিশ্বাস বশতঃ তাঁহাকে দূরে মনে করি বলিয়া, কিম্বা তাঁহাকে দর্শন করা সম্ভবপর নয় এই মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার বুদ্ধিবিচার কল্পনা জল্পনা দ্বারা মূর্ত্তিতে, অবতারেতে, শাস্ত্রেতে তাঁহাকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই বলিয়া তিনি হৃদিস্থিত এবং নিত্য সম্মুখস্থ হইলেও তাঁহাকে দর্শন করি না। যাঁহাকে চিনি না তাঁহাকে যেমন দেখিয়াও দেখি না, তেমনি আমাদের মোহ বশতঃ তাঁহাকে চিনি না বলিয়াই তাঁহার দর্শন পাই না।

বিশ্বাসী হইয়া যথার্থ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলেই তিনি মন জানিয়া প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দান করেন। আমরা দেখিতে

চাহিলেই দর্শন পাই। তবে তিনি স্বয়ং যাহাকে দর্শন দান করেন সেই দর্শন পায়। আমাদের দর্শন লাভ তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ। আমাদের সাধ্য সাধনায় বা পুরুষকার বলে হয় না। দর্শনাকাঙ্ক্ষা আমাদের বিশ্বাসের উপর ন্যস্ত।

ইহাই নববিধান জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধ হইয়াছে।

সর্ব্বসম্প্রদায়ের মিলন।

নববিধান মিলনের বিধান। ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলন, ভক্তে ভক্তে মিলন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলন, জাতিতে জাতিতে মিলন, দেশে দেশে মিলন, সকল প্রকার মিলন-বিধানের জন্যই নববিধান, কোন প্রকার অসম্মিলন বা অসহযোগিতা আমাদের ঈশ্বর চান না, তাঁর বিধানও চান না।

আমাদের আচার্য্যদেব প্রেরিতে প্রেরিতে মিলনের জন্য একবার তাঁহাদের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পাদুকাতলে অবলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যতক্ষণ না মিলিত হন, ততক্ষণ ভাদ্রোৎসব স্থগিত করিয়াছিলেন; কেন না তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন ইঁহারা কয়জন সত্য মিলনে মিলিত হইলে, নববিধানে আর সাম্প্রদায়িকতা আসিবে না, ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না। নববিধান প্রেরিতগণ পরস্পরের নিকট পরস্পরের অপরাধ স্বীকার করিয়া পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া মিলন করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ভাদ্রোৎসব করেন।

ভারতের রাজনৈতিক নেতাও হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে আত্মনিগ্রহ এবং উপবাস করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মত্যাগ ও এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন জন্য আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় সত্য এবং ইঁহার ফলে এই দুই সম্প্রদায়স্থ তাঁহার শিষ্যগণের মিলনাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন হইবে বিশ্বাস করি।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধান আমাদের হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেবল রাজনৈতিক মিলন দর্শনেই তৃপ্ত হইতে পারেন না। ইঁহাদের মধ্যে কথায় কথায় বিবাদ বিসম্বাদ দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় বা পরস্পর পরস্পরকে যে এত দ্বেষ হিংসা করেন তাহার অপনোদন হয়, ইহা প্রার্থনীয় বটে; কিন্তু যতদিন না ইঁহারা পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান দান করিয়া পরস্পরকে একই ঈশ্বরের উপাসক এবং সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন ও পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসের, মতের, সাধনের, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তাহা গ্রহণ করাই পরস্পরের পরিত্রাণপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, ততদিন কখনই প্রকৃত ভালবাসা ও মিলন সম্পাদিত হইবে না।

এই গভীর আধ্যাত্মিক মিলন বিধানের জন্যই নববিধান সমাগত, প্রস্তাবিত রাজনৈতিক মিলন আংশিক মিলন, তাহা ছিন্ন বস্ত্রে তালী দেওয়া যেমন, তেমন হইতে পারে, তাহাতে যথার্থ সাম্প্রদায়িক অসম্মিলন ঘুচিতে পারে না।

তাহাতে কেবল হিন্দু মুসলমানের মিলন হইলেই বা কি হইল? খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সী ইহাদের মধ্যেই বা মিলন কই আছে? এবং হিন্দুরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে, মুসলমানেরও শিয়া সুন্নিতে কই মনের মিলন তেমন অক্ষুন্ন রহিয়াছে? এই সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকারের অসম্মিলন কি কেবল রাজনৈতিক বা কোন পার্থিব সাময়িক সুখ সুবিধার কার্য্যসৌকর্য্যার্থের মিলনে ঘুচিবে?

তাহার পর, কেবল ভারতীয় জাতিসম্প্রদায়ের মিলন হইলেই কি সমীচীন হইল? ইউরোপীয়গণ এবং বিশেষ ভাবে যাঁহাদিগের সঙ্গে ভারতের সংযোজনা বিধাতার নির্ব্বন্ধে হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত মিলন না হইলে কি বিধাতাই ছাড়িবেন? যদি যথার্থ আমরা ঈশ্বরবিশ্বাসী না হই, ইহাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে কেন?

ঈশ্বরের নামে আমরা যদি মিলন চাই, আমাদের ইচ্ছা বা সুবিধা বা কার্য্য উদ্ধার-উপযোগী মিলন বিধান করিয়াই কি আমরা তুষ্ট হইব?

নববিধান চান হিন্দু হিন্দু থাকিয়া মুসলমান হইবেন, মুসলমান মুসলমান থাকিয়া হিন্দু হইবেন এবং উভয়ে এইরূপে মিলিত হইয়া খৃষ্টান হইবেন, আবার খৃষ্টানগণ খৃষ্টান থাকিয়া হিন্দু মুসলমান হইবেন। এই ত্রিধর্ম্ম গ্রহণে যাঁহারা পরস্পরের সহিত ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাঁহারা তেমনি করিয়া বৌদ্ধ, শিখ, পার্সী, জৈন ইত্যাদি ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন এবং উঁহারাও আপনাপন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর আবদ্ধ না থাকিয়া পরস্পরের ও সকলকার সঙ্গে ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও

সাধনের আদান প্রদানে এক পারিবারিক মিলন বন্ধনে ঐক্য স্থাপন করিবেন। এইরূপে মিলিত ভারতকে আশিয়া গ্রহণ করিবেন এবং আশিয়াকে, ইউরোপ ও ইউরোপকে আশিয়া এবং ক্রমে সমগ্র জগতের সমুদয় জাতি পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া মহাপ্রেমের মিলনে মিলিত হইবেন। ইহাই সম্ভাবিত এবং সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই নববিধান অবতীর্ণ।

এই বিধানে বিশ্বাসী হইয়া আমরা কেমনে একটু আধটু চাহিব এবং একটু আধটুতে মহা উল্লসিত হইব? যে লক্ষপতি সে কি একটা কাণা কড়ি চায়? না, পাইলে নৃত্য করে? যে সার্ব্বজনীন জাতীয় মিলন "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবেই" বলিয়া বিশ্বাসে অটল হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহা স্বয়ং জীবন্ত বিধাতার বিধান বলিয়া দিব্যনয়নে দেখিতেছে, তাহার কাছে আংশিক মিলন কি মিলন?

তত্ত্ব।

"আমি আর আমার ভাই এক।"

শ্রীঈশা বলিলেন, "আমি আর আমার পিতা এক," এবং তদ্দ্বারা পিতা পুত্রের যোগ সমাধান কেমনে হয় তাহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। নববিধানে "আমি আর আমার ভাই এক" বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ভ্রাতৃযোগ কেমনে সমাধান করিতে হয় দেখাইলেন। নববিধানে তাই বিশেষ ভাবে ভ্রাতৃযোগ সাধনের বিধান। এ বিধানে ভাই বিনা জীবন বাঁচে না, কেন না ভাইএর সঙ্গে আমি একাঙ্গ, ভাই বিনা পূর্ণাঙ্গে মাতৃ-সাধন হয় না। প্রাচীন বিধানেও উক্ত হইয়াছে ভাইকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে। কিন্তু এ বিধানে "ভাইকে আপনাঁপেক্ষাও অধিক ভালবাসিবে," কারণ যথার্থ ভালবাসা আত্মত্যাগ বিনা হয় না। ভাইকে অপ্রীতি করা, উপেক্ষা করা, ঘৃণা করা, অবিশ্বাস করা, অকারণে সন্দেহ করা ভ্রাতৃদ্রোহিতা। যে ভ্রাতৃদ্রোহী হয়, সে নরহত্যা করে। আপনার পাপের জন্য আপনাকে ভালবাসিয়া যেমন আত্মনিগ্রহ করিয়া থাকি, পাপগ্রস্ত ভাইকেও তেমনি ভালবাসিয়া শাসন করিতে পারি, কিন্তু ঘৃণা করিয়া শাসন বা ত্যাগ কখনই করিতে পারি না।

পার্থিব অর্থ পার্থিব অন্ন কি?

নববিধানের আদর্শ চরিত্রের উক্তি "আমি পার্থিব অর্থ স্পর্শও করি না।" নববিধান প্রেরিতদিগের প্রতি বিধি "পার্থিব অন্ন আহার করিবে না।" এই "পার্থিব অর্থ," "পার্থিব অন্নের" অর্থ কি? দৃশ্যমান সব অর্থ, সব অন্নই ত পৃথিবীর। সেই অর্থ, সেই অন্ন পার্থিব, যাহা "আমি" নিজ চেষ্টায় নিজ শক্তিতে উপার্জ্জন করি বা সংগ্রহ করি বলিয়া অহংগ্রস্ত হই, কিম্বা যাহা অন্যে "আমি দিতেছি, আমি খাওয়াইতেছি" বলিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে আপনার গলগ্রহ বা ভারবোধ করিয়া প্রদান করে। দান করিয়া যে আপনাকে তজ্জন্য কৃতার্থ না মনে করেন বা তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া ধন্য হইবেন, ইহা না অনুভব করেন, তাহার দান অহংকৃত দান, তাহাই "পার্থিব" বলিয়া উক্ত। ঐরূপ পার্থিব অর্থ স্পর্শে মন নীচ সাংসারিক হয়, কিম্বা এইরূপ অন্ন গ্রহণে মনের উচ্চতা ও পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং হীনতা আসিয়া থাকে; এইজন্য বৈরাগ্য ব্রতধারী ধর্ম্ম সাধকদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ নিষিদ্ধ। হিন্দুব্রতাবলম্বী মাত্রেরই যে "পরান্ন" গ্রহণে নিষেধ, তাহা এই কারণেই হইয়াছে। বাস্তবিক বিশ্বাসী মাত্রে বিধাতার হস্ত হইতেই অন্ন, অর্থ সকলই গ্রহণ করিবেন। যাহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার প্রদত্ত না মনে হইবে তাহা গ্রহণ করিবেন না। ঈশ্বরের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনেই জীবন, মন, প্রাণ, এবং গৃহ সংসারের যাবতীয় পদার্থ পবিত্র হয় ও দেবত্বপ্রদ হয়।

চট্টগ্রামে নববিধান-বিশ্বাসি-সমিতির

ঊনবিংশতিতম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

১০ই অক্টোবর, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে সমিতির বিদেশস্থ যাত্রীদল স্থানীয় মণ্ডলীর কয়েকটী ভাই ভগ্নী সহ মিলিত হইয়া স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া উপাসনা করেন। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই চন্দ্রমোহন দাস, গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় কলেজ হলে সমিতির অধিবেশন হয়। প্রথম সঙ্গীতান্তে ভাই চন্দ্রমোহন দাস প্রার্থনা করিলে পর শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নাথের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং তিনি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় চট্টগ্রামের সঙ্গে কি নিকট ও মধুর সম্পর্ক তাহা বর্ণনা করিয়া সমিতির সভাপতিত্বে তাঁহাকে বরণ উপলক্ষে প্রাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তৎপর অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত দণ্ডায়মান হইয়া চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেন। অতীত ইতিহাস বর্ণনাকালে বিশ্বাসি-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত সাধক শ্রদ্ধেয় রাজেশ্বর গুপ্তকেও চট্টগ্রাম সমাজের অন্যতম বিশ্বাসী সভ্য স্বর্গগত শ্রীশচন্দ্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন এবং স্থানীয় মণ্ডলীর নিকট ও শরীরী অশরীরী যাঁহারা অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছেন সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কালীবাবুর জীবনে বর্ত্তমানে

বিশ্বাসের তিনটী অবস্থা অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিজ জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভ্রাতার জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ইহা বর্ণনা করিয়া বলেন এই বিশ্বাসের জয়ে, বিশ্বাসের ফলস্বরূপ এই সমিতির অনুষ্ঠান, এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন।

"গৃহে ধর্ম্মসাধন" অদ্যকার অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল। সভাপতির আহ্বান ক্রমে শ্রীযুক্ত ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, পরে শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত এ বিষয়ে বলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরী এবং ডাক্তার এন্, কে, দত্ত এ বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। আলোচনার মর্ম্ম:—আমরা সহজে বুঝিতে পারি, গৃহে ধর্ম্মসাধন মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব, উহাই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায়। ঈশ্বর মানুষের শরীর, মন, হৃদয়, আত্মাকে গৃহে ধর্ম্মসাধনের অনুকূল করিয়াই গঠন করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বাল্যজীবন, পাঠ্যজীবন, প্রাথমিক জীবন সুনিয়ম, সুব্যবস্থায় রক্ষিত, পালিত না হইলে এবং প্রথম জীবনে ধর্ম্ম ভাবের বিকাশ না হইলে, পরন্তু প্রথম জীবন নানা প্রকার মন্দ সঙ্গে, কুদৃষ্টান্তে কলুষিত হইলে, সে সকল জীবনে গৃহে ধর্ম্মসাধন সহজ স্বাভাবিক হয় না বরং দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহারই ফলে আমাদের দেশের অনেক পরিবারে ও আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ও বহু পরিবারে গৃহে ধর্ম্মসাধন আশানুরূপ ফলপ্রদ হইতেছে না। প্রথম জীবন সুনিয়মে সুরক্ষিত হইলে প্রথম জীবনেই কেমন ধর্ম্ম ভাবের বিকাশ হয়, তাহা প্রাচীনকালে ঋষিযুগ এদেশে প্রদর্শন করিয়াছেন। নবযুগে নববিধানে গৃহে ধর্ম্মসাধনের যে সুব্যবস্থা আসিয়াছে, তদনুসারে সাত্ত্বিক আচার, সাধুসঙ্গ ও পূজা, বন্দনা, পাঠ প্রার্থনাদি যোগে প্রত্যেক বিশ্বাসি পরিবারে ধর্ম্মসাধন সহজ, স্বাভাবিক হইতে পারে। বিশেষ ভাবে পরিবারের অভিভাবক স্থানীয় যাঁহারা, তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরিবারের অপরাপর জীবনে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা সহজ হইতে পারে।

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। নবযুগে নববিধানের আদর্শে পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা কত সহজ, স্বাভাবিক এবং তাহার পরিণতি কত স্বর্গীয় ও মধুর, তাহা উপাসনা, পাঠ, প্রার্থনাদি যোগে প্রকাশ হয়।

দ্বিতীয় দিন, ১১ই অক্টোবর, শনিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা বেশ মিষ্ট ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ প্রায় ৪টায় কলেজহলে সমিতির অধিবেশন হয়। সভাপতি প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ঢাকার শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেনের প্রেরিত চিঠি পঠিত হয়। তৎপরে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত এম, এ, সমিতির পূর্ব্ব ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলেন, নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়াও সমিতির অধিবেশন পূর্ব্ব হইতে হইয়া আসিতেছে। ঢাকায় কত বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, কুমিল্লায় বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, সিরাজগঞ্জে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া এবারও এই সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। বিশ্বাসের নিকট কোন বাধাই তিষ্ঠিতে পারে না। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন,—"Prudence is the arithmetic of Fools." বিশ্বাসেরই জয় হয়।

"বিশ্বাসি দলে মিলন" বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রদ্ধেয় কাশী চন্দ্র গুপ্ত প্রার্থনা করিয়া আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ে বলেন, অন্য একটী ভাইয়ের সঙ্গে যদি আমার মতভেদ হয়, প্রার্থনা যোগে ঈশ্বরের আলোক ভিক্ষা করিলে তিনিই মিলনের আলোক প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সহজে মিলিত হই কখন, যখন তিনি আমাদের অতি আপনার হইয়া প্রকাশিত হন, আমরাও অতি আপনার জ্ঞানে উপাসনা যোগে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে মিলনের সাক্ষাৎদান করি। যতই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির মিলন সহজ হয়, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গেও আমাদের মিলন সহজ হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বক্তা বাবু নবীনচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন,—আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করি, কিন্তু আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, দোষ ত্রুটী দর্শন করি। আমরা দেখি বিজয়ার দিনে সকলেই শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে একে অন্যকে আলিঙ্গন করে, সকলের সঙ্গে আমরা প্রেম মিলনে মিলিত হই। কিন্তু সে মিলন স্থায়ী হয় না। কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের ছোট পাপকে বড় বলিয়া জানিতেন। আমাদের পাপবোধ স্বাভাবিক এবং ঠিক হইলেই অন্তর সরল হয়, আমরা যদি নিজের পাপ অপরাধ ঠিক ভাবে দর্শন করি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তখন অন্যের বিচার করিবার অবসর থাকে না।

তৃতীয় বক্তা বাবু সারদাপ্রসন্ন সেন জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া গেলে ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে মিলন সহজ হয়, কিন্তু একাকী গেলে মিলন অসম্ভব।

চতুর্থ বক্তা একটী যুবক বলিলেন, এখানে যুবকদিগের সমাগম অতি অল্পই দেখিতে পাই, যুবকদিগের আশানুরূপ উপস্থিতি না দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমরা যুবকগণ এই সমিতির সঙ্গে যোগদান করিলে সমিতিরও সফলতা হয়, আমরাও কয়েকদিন এই সমিতি উপলক্ষে পূজা বন্দনায় যোগদান করিয়া বেশ উপকৃত হইতে পারি, হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারি, একপ্রাণ হইতে পারি। এবং আমাদের উন্নতি হইতে পারে।

পঞ্চম বক্তা ডাক্তার এন্, কে, দত্ত বলিলেন, উপনিষদের উপদেশের ভাবে যদি আমরা এক ব্রহ্মকে সকল জীবনে, সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি তবে আর হিংসা দ্বেষের অবকাশ কোথায়? আমাদের উপাসনা উপায়, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য।

সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে কয়েকটী সার কথা বলিয়া

উপসংহার করেন। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখিতে পাই আমার সঙ্গে অন্য একজনে অমিল হয়েছে, কিন্তু দেখি আমিও ঠিক, তিনিও ঠিক। আমি এক দিক হইতে জিনিষটা দেখি, তিনি Different Stand point হইতে জিনিষটা হয় ত দেখেন, কিন্তু যেখানে ভালবাসা থাকিলে সামঞ্জস্য হয়, মিলন হয়। মহাত্মা গান্ধির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—হিন্দু মুসলমানের অমিলনের ব্যাপারে তিনি বিচার করিয়া কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিলেন না, সকলের অপরাধ নিজের উপর লইয়া উপবাস ব্রত গ্রহণ করিলেন, উদ্যাপন করিলেন, যেমন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আপনার সহকর্ম্মী প্রেরিতদিগের সঙ্গে অমিলন দেখিলে কাহারও বিচার করিতেন না, সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সকলের জুতা নিজের মাথায় ঠুকিতেন। এক ঈশ্বর, এক মানবত্ব যেমন ভক্ত কেশবচন্দ্রের, তেমনই মহাত্মা গান্ধিরও মূল মন্ত্র। এদিনে সমিতির কার্য্য শেষ হইলে সন্ধ্যার পর অনেকে সমিতির বিশেষ বন্ধু ও প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত রাজেশ্বর গুপ্তের বাড়ীতে যান। তাঁহার সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের পর তাঁহার বাসগৃহে যেখানে বসিবার স্থান হইয়াছিল, সেখানে সকলে উপবেশন করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার এক পুত্র ও শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত প্রভৃতি বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করেন। কন্যাগণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার।—এ দিন ঊষা-কীর্ত্তন হয়। পরে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস এম্, এ, উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা বেশ সারগর্ভ ও মধুর হইয়াছিল। "ঈশ্বর একজন ছবিওয়ালা" আচার্য্যের এই প্রার্থনা পঠিত হয় এবং এই প্রার্থনার ভাবে উপদেশ ও বেদী হইতে সে দিনের প্রার্থনাদি হয়।

অপরাহ্ণে প্রায় ৪টার পর সমিতির অধিবেশন হয় ও Office Bearers নিযুক্ত হয়। পরে সভাপতি আপনার অভিভাষণ মৌখিক বর্ণনা করেন। অভিভাষণটী বেশ সারগর্ভ ও সরল, মধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছিল। অভিভাষণটী স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। এদিন শারদীয় লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন ছিল। বঙ্গের ছোট বড় সকল হিন্দুর ঘরে এদিন জগজ্জননীকে গৃহের অধিষ্ঠিত দেবী লক্ষ্মীরূপে পূজা করিয়া বঙ্গবাসী বিশেষ জাতীয় উৎসব সম্ভোগে রত। তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া সমিতির উৎসবে এ বেলার জগজ্জননীর পূজা, বন্দনা করা হয়। আজ চন্দ্রমার সুন্দর আলোকে যেমন বাহ্যজগৎ হাস্যময় হইয়াছিল, পরম জননীর সুন্দর প্রকাশে অন্তর্জগৎও হাস্যময় হইয়াছিল, ধন্য তাঁর করুণা।

পরদিন সোমবার—কলিকাতার যাত্রীদল স্থানীয় কাহারও কাহারও সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনার পর রাজেশ্বর বাবুর বাটীতে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায় অনুসারে সঙ্গীত প্রার্থনাদি হয়। অপরাহ্ণে কলিকাতার যাত্রীদল প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ীতে জলযোগান্তে ব্রাহ্মপল্লীর অনেক বাড়ী ঘুরিয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চৌধুরীর গৃহে প্রার্থনা হয়। তৎপরে তথায় আহারাদি করিয়া কলিকাতার যাত্রীদল রাত্রির ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

সভাপতির অভিভাষণের সার সংগ্রহ।

নববিধানের মধ্যে অনেক অমূল্য সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল সযত্নে রক্ষা ও প্রচার করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নববিধানের বিরাট মন্দির মধ্যে যে সকল সত্যরত্ন সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার কয়েকটির প্রতি আজ নববিধান-বিশ্বাস-সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা দেখিতে পাই, নববিধান এক অখণ্ড ধর্ম্ম-বিধান। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম আসিয়াছিল, এই আর একটি নূতন ধর্ম্ম, এক নূতন সম্প্রদায় সমাগত হইয়াছে এইরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। নববিধানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই। সকল ধর্ম্মের মিলন ও পূর্ণতাই নববিধান। পূর্ব্বকালে ধর্ম্ম সকল বিভিন্ন ও বিযুক্তরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বিধানদৃষ্টি যখন লাভ হইল, তখন মানুষ ধর্ম্মরাজ্যের অনেক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে বলিতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম একটি বিধান, খ্রীষ্ট-জগৎ ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অন্য সকল ধর্ম্ম ও বিধান এই দৃষ্টি তাঁহারা লাভ করেন নাই। পৃথিবীর ধর্ম্ম সকলকে Systems of faith, মনুষ্যকৃত ধর্ম্মমত বলিয়াই পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছিল, এই সকল ধর্ম্ম পাশাপাশি স্থাপিত, কাহারও সঙ্গে কাহারও মিলন কি মিশ্রণ নাই এই পর্য্যন্ত। কিন্তু নববিধান নূতন দৃষ্টি লইয়া আসিলেন। তিনি সমুদয় ধর্ম্মকে বিধাতার বিধানরূপে এক অখণ্ড মিলনে মিলিত দর্শন করিলেন। যে কবি বলিলেন, Through the world one increasing purpose runs, তিনি বাস্তবিক এই নববিধানেরই পূর্ব্বাভাস প্রদান করিলেন। পৃথিবীময় এক অখণ্ড উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য স্রোতের ন্যায় বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ইহা দর্শন করিলেই ত এক বিধাতাকে স্বীকার করিতে হয় এবং সেই বিধাতার অখণ্ড বিধান সকলত্র পরিব্যাপ্ত দেখিতে হয়। নববিধান সকল খণ্ড বিধানের মধ্যে এক অখণ্ড দেবতার উদ্দেশ্য স্বীকার করিতেছেন এবং পরস্পরের ভিন্নতা সত্ত্বেও সামঞ্জস্য ও মিলন দর্শন করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি কোন ধর্ম্মই বিচ্ছিন্ন নহে এবং বিলুপ্তও হইবে না। কিন্তু একে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপনার বিশেষত্বকে উজ্জ্বল করিয়া অন্যকে তাহা দান করিয়া সকলে অঙ্গীভূত এক মহাধর্ম্মবিধানে পরিণত হইবে।

বাতাস যখন মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন উত্তপ্ত হয় এবং হিমগিরির উপর শীতল হয়, কিন্তু উহা এক অখণ্ড বস্তু তদ্রূপ ধর্ম্মও এক অখণ্ড জিনিষ, উহা নানা দেশে নানা ভাবে বিভিন্নরূপ প্রতীয়মান হয়।

নববিধান মান্য করার অর্থ নিত্য নবলীলার আধার বিধাতাকে স্বীকার করা। তাঁহার বিধাতৃত্ব সাধারণ ভাবে মানবজাতির ধর্ম্ম ও পার্থিব ব্যাপারে যেমন জাজ্বল্যমান, প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনেও পরিদৃশ্যমান। এই জন্যই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ 'জীবন বেদ' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি কেবল আপনার জীবনকে বেদ বলিলেন তাহা নহে, প্রত্যেকের জীবন এক একখানি বেদ ইহা বলিলেন। বাস্তবিক এই দৃষ্টিতে জীবন দর্শনে মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আমি আমার সমগ্র জীবনকে সম্মুখে রাখিয়া দেখিতে বাধ্য হইতেছি ইহা ভগবানের হাতের লেখা একখানি বেদ। বাল্যকাল হইতে তিনি লিখিয়া আসিতেছেন কত সামান্য সামান্য ঘটনা জীবনে মহা পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আনয়ন করিয়াছে, কত ত্রুটি, অপরাধ, দণ্ডবিধানের ভিতর দিয়া জীবনগ্রন্থ রচিত হইতেছে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। এই দৃষ্টিতে যদি আমরা প্রত্যেকে আপন আপন জীবন ও অন্যের জীবন দেখি, তাহা হইলে সকলের মধ্যে এই জীবন দেবতার হাতের লেখা দেখিয়া মগ্ন হই। আমরা ও অন্য সকলের জীবনই যদি পবিত্র বেদগ্রন্থ হইল, তাহা হইলে আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও তুচ্ছ করিতে পারি না এবং অপরের জীবনকেও হেয় মনে করিতে পারি না। এইরূপে দৃষ্টি শুদ্ধ হইলে ভালবাসা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

মানবজীবন যেমন বেদ, তেমন ইহাকে ভগবানের হাতে আঁকা ছবিও বলা যায়। ব্রহ্মানন্দের একটি প্রার্থনাতে আজ প্রাতঃকালেই দেখিলাম হরি কেমন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তিনি কি কেবল ঈশা, মুষা, শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনি আমাদের সকলের জীবনছবি আঁকিয়াছেন ও এখনও আঁকিতেছেন। তাঁর সুন্দর হাতে তুলিকা আমাদের জীবনকে সুন্দর করিয়াই আঁকে, কিন্তু আমরা কালি মাখাইয়া তাহা মলিন ও বিশ্রী করিয়া ফেলি। কিন্তু তবুও তিনি ছাড়েন না, নিত্য সংশোধন ও পরিষ্কার করিতেছেন। সকল জীবন তাঁহার হাতের বিচিত্র ছবি, এই দৃষ্টি একবার খুলিয়া গেলে পরস্পরকে ঘৃণা বিদ্বেষ করা অসম্ভব হয়।

নববিধানের আর একটি গুরুতর কথা এই যে, ইহা পৃথিবীকে নববিশ্বাসের নবদৃষ্টি দান করিতে আসিয়াছেন। ধর্ম্ম পৃথিবীতে বড় কঠিন বস্তু বলিয়া বিবেচিত। কঠোর সাধন, তপস্যা, শাস্ত্রালোচনা ও পাণ্ডিত্য বিনা ইহা সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তাধীন নহে এই ধারণা এখনও সর্ব্বত্র প্রবল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, চক্ষু খুলিলেই যেমন সম্মুখস্থ বৃক্ষলতা প্রভৃতি না দেখিয়া পারি না, সেইরূপ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভগবানকে সর্ব্বত্র সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে দেখা অপরিহার্য্য। গৃহে, পরিবারে, সমাজে সর্ব্বত্র এই সহজ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখা, নর নারী, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই এই দৃষ্টি লাভের অধিকার আছে ইহা স্বীকার করা নববিধান। সংসারের সকল অবস্থার ভিতর, এমন কি পাপ তাপ, দুঃখ দৈন্য, অন্যায় অত্যাচার এই সকলের ভিতর বিশ্বদেবতা কার্য্য করিতেছেন, ইহা দর্শন করিবার অভ্যাস যদি একবার জীবনে দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সংসারধর্ম্ম সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

এই সহজ, স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের এক বিশেষ প্রকাশ বিশ্বাসীর নিকট উপস্থিত হওয়াও স্বাভাবিক। ঈশ্বরকে পৃথিবী কত নামেই পূজা, অর্চ্চনা করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক নাম যে মাতৃ নাম তাহাতে লোক কেন ভীত হয়? কেশবচন্দ্র এই সহজ ধর্ম্মে ভগবানের সহজ প্রকাশে মুগ্ধ হইয়া একবার ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে?"

ঈশ্বর ত বাস্তবিক কোন নামেরই অধীন নহেন। কিন্তু আমরা মানবীয় ভাষায় মানবীয় ভাবে তাঁহাকে যত নামে সম্বোধন করি ও উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি, তন্মধ্যে মা নামের ন্যায় এমন সহজ, সুমিষ্ট ও পবিত্র নাম আর কি আছে? মায়ের কোলে শিশু এই দৃশ্য কি সুন্দর, কি মধুর! পৃথিবীতে ইহাই ত স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করে। ভক্ত রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাধকগণ ঈশ্বরের এই মাতৃভাব সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধানের ভাবে, সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য বিধাতার এই মাতৃরূপ সহজ ধর্ম্মের সহজ সাধনরূপে ব্রহ্মানন্দ সমগ্র পৃথিবীকে দান করিয়া গেলেন। কি আশ্চর্য্য পৃথিবীর বহুলোক ঈশ্বরকে পিতা পিতা বলিয়া ডাকিতেছে, কিন্তু মা, মা বলিয়া সরল শিশুর ন্যায় তাঁহাকে ডাকিতে বিমুখ। পাণ্ডিত্যাভিমানী সভ্য পাশ্চত্যজগতের নিকট এই মাতৃরূপ এখনও অপ্রকাশিত। Dr. Drummond সম্প্রতি ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদিদের (Unitarian) প্রতিনিধিস্বরূপ এই দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনারা যখন ঈশ্বরকে পিতারূপে স্বীকার করেন, মাতারূপেও স্বীকার করিতেও পারেন। তিনি তাহাতে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি উপাসনা প্রার্থনার ভিতর তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, লণ্ডনের কোন ভজনালয়ে যদি আমি ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া প্রার্থনা করি, উপাসকমণ্ডলী স্তম্ভিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই অনুমিত হইবে পৃথিবী এখনও এই সহজ মা নামে ভগবানকে ডাকিয়া ধর্ম্মের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত এবং এই জন্যই ত কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "আমার মাকে কি দেখিয়াছিস্ তোরা বল্ সত্য করে।" কিন্তু পৃথিবীকে একদিন অবশ্য এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে হইবে।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের

চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ।

এই সাম্বৎসরিক উৎসব বেশ জমাট ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

২১শে ভাদ্র, শনিবার—সায়ঙ্কালে জগজ্জননীর আরতি করিয়া উৎসবের উদ্বোধন হয়।

৫ই আশ্বিন, রবিবার—শান্তিবাচন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হয়। উৎসবের উপাসনা অধিকাংশ দিনই শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় সম্পন্ন করিয়াছেন। ভ্রাতা মতিলাল দাস ও রাজকুমার দাস মাঝে মাঝে উপাসনা করিয়াছেন। যথা স্থানে তাঁহাদের কার্য্য উল্লেখ করা যাইবে।

২২শে ভাদ্র, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে ভাই দুর্গানাথ রায় এবং সায়ংকালে ভ্রাতা মতিলাল দাস উপাসনা করেন।

২৩শে ভাদ্র, সোমবার—সায়ংকালে দিগ্বাজার ঘুরিয়া কীর্ত্তন হয় এবং তৎপরে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়।

২৪শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে "বিবিধ ধর্ম্ম-বিধানে ঐক্য" বিষয়ে বাবু রাজকুমার দাস বক্তৃতা করেন। ভাই দুর্গানাথ রায়ও কিছু কিছু বলিয়াছেন।

২৫শে ভাদ্র, বুধবার—সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গত সভার সাম্বাৎসরিক উপলক্ষে অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত ও কেহ কেহ কিছু বলেন।

২৬শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—৭৷৷০ ঘটিকাতে ফরাসগঞ্জ স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাসের বাড়ীতে উপাসনা হয়।

২৭শে শুক্রবার, সায়ঙ্কালে—মালাকার টোলা স্বর্গীয় অধরচন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপাসনা হয়।

২৮শে ভাদ্র, শনিবার—সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। ব্রহ্ম-মন্দিরে পূর্ব্বাহ্নে ভাই দুর্গানাথ রায় ও সায়ঙ্কালে বাবু রাজকুমার দাস সহকারী সম্পাদক উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

২৯শে ভাদ্র, রবিবার—দিনব্যাপি উৎসব—পূর্ব্বাহ্নে ও সায়াহ্নে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং মধ্যাহ্নে গৃহস্থ প্রচারক পণ্ডিত বিহারীকান্ত চন্দ উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে মন্দিরপ্রাঙ্গনে প্রীতিভোজন হয়। উপাসক উপাসিকাদের মধ্যে অনেকে চলিয়া যান, যাঁহারা ছিলেন তৃপ্তির সহিত পান ভোজন করিয়া পুনরায় মন্দিরের কার্য্যে যোগদিবার জন্য প্রস্তুত হন।

৩০শে ভাদ্র, সোমবার—সন্ধ্যা ৭৷৷০টাতে তেঘুরিয়ার বাবু নির্ম্মলচন্দ্র নন্দীর বাড়ীতে উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়।

৩১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন। ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে ভাই মহিমচন্দ্র সেন, অশক্ত অবস্থা সত্বেও, দেবালয়ে উপাসনা করেন। তিনি কুচবিহার হইতে সমাগত শ্রীমান্ নবীন চন্দ্র আইচ তাঁহার নিকট গৃহস্থপ্রচারকের ব্রত গ্রহণের ব্যাপারটী অতি গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় এবং ভ্রাতা বিহারীকান্ত চন্দ প্রার্থনাযোগে ব্রতার্থীর জন্য বিশেষ ভাবে স্বর্গের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। শ্রীমান্ নবীনচন্দ্রকে ব্রতার্থীরূপে আচার্য্যের নিকট ভ্রাতা বিহারীকান্ত, শিক্ষক ও অভিভাবকরূপে উপস্থিত করেন। আবশ্যকীয় প্রশ্নাদির উত্তর দানের পর তাঁহাকে ব্রতদান করা হয় এবং তৎসঙ্গে সংক্ষেপে তিনটী মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া তাহা স্মৃতিতে নিত্যকাল জাগ্রত রাখিবার জন্য উপদেশস্বরূপ বলা হয়। "প্রথম আমি তোমারি সন্তান, পরব্রহ্ম ভগবান্, তুমি আত্মা পিতা মাতা হৃদয় সর্ব্বস্ব প্রাণ"—Thou hast created me in Thy own image. "ইহা ভুলিবেন না। দ্বিতীয় ইব্রাহিম, মুসা, মহম্মদ, প্রভৃতি পশ্চিম দেশে এবং শ্রীকৃষ্ণ, নানক, কবির, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভারতবর্ষে ও রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ, উমানাথ, বঙ্গচন্দ্র প্রভৃতি নববিধানে সকলেই গৃহস্থপ্রচারক। তুমি নবীনচন্দ্র, সেই বংশের একজন, এ সত্য স্মৃতিতে জাগ্রত রাখিবে। তৃতীয়, পরিবারমধ্যে তুমি বাহিরে প্রেম, ভক্তি, মুক্তি, প্রীতি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রেম, ভক্তি, মুক্তি ও প্রীতি জীবন-চরিত্রের অলঙ্কাররূপ লাভ করিয়া মহাপ্রভুর সেবা কর ও ধন্য হও।" ব্রতার্থী বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিলে, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ তাঁহাকে সাদরে মণ্ডলীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করেন। তৎপর প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে বাবু রাজকুমার দাসের বাড়ীতে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা কাশীচন্দ্র গুপ্ত উপাসনা করেন।

১লা আশ্বিন, বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে রাজার দেউড়ী ভ্রাতা ভূপতি-মোহন দাসের বাড়ীতে উপাসনা ও ভোজন। সায়ংকাল নদীর ধারে করোনেশন পার্কে বক্তৃতা হয়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

মহাকালীপূজার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম।

পৌরাণিক হিন্দু পূজা পদ্ধতি সভক্তিচিত্তে অধ্যয়ন করিলে ইহার মধ্যে যথেষ্ট গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা করা যায়। পৌত্তলিকতা অর্থাৎ পুত্তলিকাকেই স্বয়ং ঈশ্বরী জ্ঞান করা যে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি, তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু এই পুত্তলিকার পূজা পদ্ধতির ভিতর যে সত্যরত্ন নিহিত, যে শিক্ষাপ্রদ ধর্ম্মভাব রহিয়াছে তাহা আমরা কেন না গ্রহণ করিব? বিশেষতঃ নববিধান যখন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের বিধান, মধুকর যেমন সকল ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করে, ইনি সকল ধর্ম্মের সকল সত্যকেই তেমনি করিয়া সংগ্রহ করিতে সমাগত। তাই এই হিন্দু পূজা পদ্ধতির মধু আহরণে আমাদের সদাই আগ্রহ।

হিন্দু বিশ্বাস করেন আদ্যাশক্তি যিনি, তিনি বিচিত্র রূপধারিণী, তিনি যেমন জরা মৃত্যুসংহন্ত্রী, বিপদ-বিঘ্নবিনাশিনী, দুঃখ দুর্গতি-

হারিণী, মা দুর্গা; তেমনি তিনি জ্ঞান-চৈতন্যদায়িনী, হৃদয়-কমলদল-বাসিনী, বাগ্বাদিনী, মা সরস্বতী; তেমনি তিনি ধন-ধান্যবিধায়িনী, সুখসৌভাগ্যদায়িনী, সর্ব্বমঙ্গলদাত্রী মা লক্ষ্মী।

আবার যেমন তিনি দুঃখ-বিপদহারিণী, তেমনি তিনিই কাল-স্বরূপিণী সংহারকারিণী মহাকালী। এই কালীরূপেই তাঁহার পূজা এই পক্ষের অমাবস্যা তিথিতে বঙ্গে সম্পাদিত হইয়াছে। মা দুর্গার মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি; কালী মূর্ত্তি ঘোর কাল এবং মহা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি। দুঃখের অন্ধকার, মৃত্যুর অন্ধকার, মা কালীর আকার। শবের উপর তিনি অধিষ্ঠিত, ছিন্ন মস্তক সকল তাঁহার গলদেশে লম্বিত, মহাসংহার-অসি তাঁহার হস্তে, রক্ত পানার্থে জিহ্বা তাঁহার লক্ লক্ করিতেছে।

এই যে মহা দুঃখ বিপদ্ পরীক্ষার অন্ধকার, এই ত মহা কালরূপ মৃত্যুর মূর্ত্তি। ঈশা যে ক্রুশে আহত হইলেন, শববক্ষে কালীর মূর্ত্তি উল্টাইয়া লইলে, সেই ক্রুশের আকারই ত প্রতিভাত হয়। অতএব কালীপূজা মা আদ্যাশক্তির সংহার আঁধার রূপের পূজা।

আমরা যে একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা করি এই সকল পূজাই সেই একেরই পূজার প্রতিচ্ছায়া, তাহা সকলে স্বীকার করিবেন না কেন?

যাহা হউক আদ্যাশক্তিকে কালীরূপে পূজা করার মহোদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখা যায় যে যে দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, মৃত্যু এত কালো, এত ভয়ঙ্কর তাহাও সেই মা জননীরই মূর্ত্তি বলিয়া সকলের আদর বা পূজা করিতে হইবে।

সকলে দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, মৃত্যুকে ভয়ই করিয়া থাকে, সংসারের লোকে কেহ ইহার আদর করে না ইহাকে দূর রাখিতেই চায়। তাই সংসারবাসী হিন্দু দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন, "আয়ুর্দেহি, যশোদেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে, পুত্রান্দেহি, ধনং-দেহি, সর্ব্বান কামাংশ্চদেহিমে।" আয়ু দাও, যশ দাও, হে ভগবতি, সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও, সকল প্রকার কামনার বস্তু বিধান কর; তিনিই আবার শবাসনা শ্মশান-বাসিনী, বৈরাগ্যরূপিণী, ভক্তমুণ্ডমালিনী, সংহার অসিধারিণী, নররক্তপায়িনী, মহাকালস্বরূপিণীরও পূজা করিতেছেন। ইহা কি বিচিত্র নয়?

বাস্তবিক যুগে যুগে যত যোগী ঋষি ভক্ত ভগবানের যথার্থ পূজা করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার এই ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ নিরাকার রূপেরই পূজা করিয়া তাঁহার চরণে আত্মবলি দিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়ের গভীর অমানিশার মধ্যে মহাসংসাররূপ শ্মশানে বসিয়া যোগসাধন করিয়াছেন এবং আপনি শব সমান হইয়া বক্ষে তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন। যদিও তিনি বিনাশ করেন তথাপিও তাঁহাকে বিশ্বাস করিব এই বলিয়া যাঁহারা তাঁহার জন্য বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদেরই মস্তক অর্থাৎ "আমিত্ব" বলিদান করিয়া তিনি তাঁহার গলার হার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই ভয়ঙ্করা মহামৃত্যুর আরাধনা যাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহাদের রক্তপান করিয়া অর্থাৎ আমিত্ব লোপ করিয়া তাঁহা-দিগকে মহাযোগের মোক্ষ বিধান করিয়াছেন। ইহাই এই মহা-কালী পূজার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম।

বাহ্যমূর্ত্তি উড়াইয়া দেখিলে দেখি ইঁহারই পূজায় শিব শবসমান হইয়া শ্মশানবাসী, শ্রীবুদ্ধ মহানির্ব্বাণপ্রাপ্ত, শ্রীঈশা ক্রুশাহত, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী, সমন্বয়াচার্য্য পরীক্ষানলে দগ্ধ হইয়া গৃহস্থবৈরাগী। ইঁহাকেই "আমার দুখ দেওয়া মা" বলিয়া ব্রহ্মানন্দ সভয়ে পূজা করিলেন ও আমাদিগকেও পূজা করিতে শিখাইলেন।

ভাইফোঁটা।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করিলেন:—"হে স্নেহময় পিতা, এই বিশেষ দিনে বঙ্গদেশ ভ্রাতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সমস্ত বঙ্গদেশে ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর প্রণয় শ্রদ্ধা এবং স্নেহ প্রকাশিত হয়। বৎসরের এই দিন হিন্দু উৎসর্গ করেছেন ভ্রাতৃপ্রেমে। সেই হিন্দুসমাজকে নমস্কার করি, যাঁর শুভবুদ্ধিতে ভ্রাতৃপ্রণয়ের কীর্ত্তি একটি বিশেষ উৎসবে স্থাপিত হয়েছে। আর কোন দেশে ত নাই?

"ভগ্নী বসিলেন, আদর, স্নেহ, যত্ন, প্রণয় দিলেন, ভগ্নীর স্নেহ আশির্ব্বাদে ভাই অমর হইল। ভ্রাতৃভাব কি পবিত্রভাব, স্বর্গের ভাব ভাই বলে ডাকা, এ স্বর্গীয়। দলের ভিতর ভাই, সম্প্রদায়ের ভিতর ভাই, ধর্ম্মে ভাই। সুন্দর ভ্রাতৃপ্রণয় এ কালো হৃদয়ে নাই।

"হে কৃপাসিন্ধু, কেমন চমৎকার একটি পত্তনভূমি রয়েছে হিন্দুসমাজে, নববিধানের জন্য এই ভাইফোঁটাতে। নববিধান-বাদীর কি করা উচিত এ ভাব থেকে? ভ্রাতৃপ্রণয় কি? কোন-রূপ স্বার্থ থাকিবে না। ভাইকে আদর করিব। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, ঘরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমার অনেকগুলি ভাই। এই বলিতে বলিতে এই কথা সাধন করিতে করিতে চক্ষে আনন্দধারা বহিবে।

"ভাই কি ভালবাসার ধন, বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন। ভগ্নী ভিন্ন ভাইকে কে চেনে? ভগ্নী আপন হৃদয়ের পবিত্র অনুরাগ ঐ ফোঁটার সঙ্গে ভাইয়ের কপালে দেন।

"ভাইফোঁটা কি? আরম্ভ হইল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে ফোঁটা দিলেন। চার দিকে শঙ্খধ্বনি হইল।

"ভাইএর মত জিনিষ ভগ্নীর কাছে নাই। ভগ্নীর মত জিনিষ ভাইএর কাছে নাই। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ। ভাল হয়ে চলিস। কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনিই কাছে বসে বলছেন ফোঁটা দে। সব মার খেলা। একটাকে ভাই সাজিয়ে আর একটাকে ভগ্নী সাজিয়ে খেলা দেখ্‌ছেন।

"পবিত্র স্বর্গীয় জিনষ যেমন ঘরে ঘরে হইয়েছে, তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, তা হলে বেশ হয়। সকলে যদি সকলের ভাই হয় তা হলে পাপ রইল কই ?

"পিতা, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে ফোঁটা দেবে না, ভাইও ভাইকে দেবে। সকলকে ভাই কর। এমন আশির্ব্বাদ কর যে স্বর্গস্থ পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে, জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে অত্যন্ত বিনয়ী নম্র প্রণত হয়ে ভ্রাতৃসেবা করে শুদ্ধ হই।"

ধন্য হিন্দুহৃদয়, যে হৃদয় হইতে ভ্রাতৃপ্রণয় সাধনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে এই বার্ষিক উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত করিবার পবিত্র ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। এ ভাব যথার্থ স্বর্গীয় ভাব, এ প্রথা স্বর্গের প্রথা। বাস্তবিক এ প্রথা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সাধনের একটি বিশেষ পত্তনভূমি।

প্রত্যেক পরিবারে ভাই ভগ্নী যেমন পরস্পরে পবিত্র হৃদয়ে ভালবাসিয়া একই মাতা পিতার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলিয়া প্রণয় ও সদ্ভাবে পরস্পরকে আদর শ্রদ্ধা দান বা আশির্ব্বাদ করিয়া শুভকামনা করেন, এই বিশেষ উপলক্ষে ভগ্নীগণ ভ্রাতৃগণকে প্রণয়ের পবিত্রতার ফোঁটায় চিহ্নিত করিয়া দীর্ঘজীবন কামনা করেন এবং অন্ন বস্ত্র উপঢৌকনাদি দিয়া প্রীত সাধন করেন।

এমনই সকল নরনারী এক জগজ্জননীর সম্পর্কে সম্পর্কিত বলিয়া পরস্পরকে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা বিশ্বাস করিয়া ভ্রাতা ভগ্নী নির্ব্বিশেষে প্রীতি ও সম্মান করিবেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে কখনও কোনরূপ অপবিত্র চিন্তা বা প্রবৃত্তি পোষণ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প সাধন করিবেন এবং তাহা হইলেই অপবিত্র অসদ্ভাব অসম্মিলন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অপ্রণয় সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না এবং অচিরেই পৃথিবীতে এক অখণ্ড ব্রহ্মপ্রেম পরিবার সংস্থাপিত হইবে, ইহারই জন্য এই সার্ব্বজনীন যুগধর্ম্মবিধান নববিধান সমাগত।

এই নিমিত্ত এই পবিত্র প্রথা কেবল হিন্দুসমাজে নিবদ্ধ না থাকিয়া সকল সম্প্রদায়ে সামাজিক এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানরূপে সাধিত এবং অনুষ্ঠিত হয় ইহাই আমরা কামনা করি। ভগ্নী কেবল ভাইকে ফোঁটা দেবেন তাহা নয়, ভাইও ভাইকে ও ভগ্নীকে দেবেন, ভগ্নীও ভগ্নীকে দেবেন এবং সবাই পরস্পরকে কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান বলিয়া নয়, কিন্তু ইহার গভীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া পিতা মাতা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ সন্নিধানে পবিত্রভাবে এই প্রণয়ের ফোঁটা দিবেন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই যমের বা সয়তানের দ্বারে কাঁটা পড়িয়া যাইবে।

অপবিত্রতা, পাপ, অসদ্ভাব, অপ্রণয়ই ত যম, ইহাই ত জীবনকে যথার্থ মৃত করে; পবিত্রতা এবং প্রণয় সাধনেই আমরা অমরত্ব লাভ করি। এই স্বর্গীয় ভাইফোঁটা সাধনে যেন আমরা সমগ্র মানব পরিবার সেই অমরত্ব লাভ করিতে পারি।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

বিহারের আচার্য্য প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদার।

নববিধান গৃহধর্ম্মের বিধান। এই গৃহধর্ম্ম নববিধানমতে নিত্য ভাবে সাধন ও তাহাই প্রধানতঃ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারাই ধন্য। নববিধান-প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদার কেমনে প্রতি পরিবারে নববিধান সাধন ও পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি যখনই যেখানে বাস করিয়াছেন বা প্রচারার্থে গিয়াছেন সেইখানেই একটী ধর্ম্মমণ্ডলী বা ধর্ম্মপরিবার গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং বিশেষ ভাবে আপন পরিবারস্থ ছেলে মেয়ে সকলে মিলিতভাবে দৈনন্দিন উপাসনা সাধন করিয়া যাহাতে আদর্শ নববিধান পরিবার হইতে পারেন তাহারই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

ভাই দীননাথ নদীয়া জেলার জশড়া গ্রামে এক সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তিনি তাঁহার গৃহস্থ বৈরাগী ঋষিতুল্য পিতামহের প্রভাবাধীনে লালিত পালিত হন ও তাঁহারই ধর্ম্মভাবে সুগঠিত হন। তিনি গ্রাম্য-শিক্ষালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া কৃষ্ণনগরে ও কলিকাতায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ বিদ্যালয়ে অধিক উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই।

শিক্ষাকালে কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে দুই একবার আদি ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন। এবং যখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র কৃষ্ণ-নগরে গিয়া খ্রীষ্টান পাদরী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখনই দীননাথ তাঁহার প্রথম পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাহার পরে ক্রমে সঙ্গত সভায় যাতায়াত করিতে করিতে কেশবচন্দ্রের প্রেমজালে তিনি ধরা পড়িয়া যান। এই সময় নিজগ্রামের উন্নতিবিধানের জন্য "শুভকরী সভা" নামে সভা স্থাপন করেন।

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে হাবড়ায় কাজ করিতে করিতে ভাই কান্তিচন্দ্র, প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। ধর্ম্মভাবের পরিবর্ত্তন হইতে তিনি তাঁহার আত্মজন কর্ত্তৃক গৃহ হইতে তাড়িত হন এবং কিছুদিন ভারতাশ্রমেও বাস করেন।

হাবড়া হইতে রেল অফিস জামালপুরে যখন উঠিয়া যায়, অনেক রেলকর্ম্মচারী তখন মুঙ্গেরে বাস করিতে আরম্ভ করেন, দীননাথ এই সময়ে রেলপুলিসের আফিসে কাজ পাইয়া মুঙ্গেরে গমন করেন। মুঙ্গেরেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রধান স্ফুরণ হয়। এখানকার মণ্ডলীর উপাসনার ভার তাঁহার উপরে পড়ে, এখানকার মন্দির স্থাপন তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং বহুদিন তিনি এই সমাজের সম্পাদকেরও কার্য্য করেন। এখানে সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে এক বাসায় থাকিয়া ধর্ম্মসাধনায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র যখন মুঙ্গেরে গিয়া ভক্তিসাধনে মুঙ্গেরবাসীদিগকে

উন্মত্ত করেন, সেই সময় তিনি কলিকাতা হইতে একখানি খোল আনাইয়া দীননাথের গলায় ঝুলাইয়া দেন। দীননাথ পূর্ব্বে খোল বাজাইতে জানিতেন না, কিন্তু ভগবানের আশ্চর্য্যকৃপায় এবং ভক্তের ইচ্ছায় তিনি সেই দিন হইতে খোল বাজাইতে আরম্ভ করিয়া নববিধানের প্রেরিত বাদক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি "ভক্তি-অনুগামী" আখ্যা প্রাপ্ত হন। এবং সঙ্গীতাচার্য্যের সহকারীরূপে তাঁহার সহিত পরে আধ্যাত্মিক ঐক্য-বন্ধনে আচার্য্য কর্ত্তৃক নিবদ্ধ হন।

ভাই দীননাথ মুঙ্গেরে কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থান করিতে করিতে যখনই ছুটী পাইতেন তখনই পাস লইয়া কোথাও কোথাও গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, কিন্তু তাহার পর কলিকাতায় আফিস স্থানান্তরিত হইলে একদিন আফিসের কাপড় পরিয়া আচার্য্য-দেবের উপাসনায় যোগদান করিতে করিতে জীবন্ত ঈশ্বরের আদেশ অনুভব করিয়া আর তাঁহার আফিসে যাওয়া হইল না, উপাসনাতেই বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন এবং প্রচারব্রত গ্রহণের সংকল্প স্থির করিয়া কার্য্যে ইস্তফা লিখিয়া পাঠাইলেন।

প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যদেবের সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মসুরী পর্ব্বতে কিছু দিন সাধন ভজনের জন্য গমন করেন; এবং পরে কলিকাতায় ফিরিয়া সহধর্ম্মিণীকে নিজগ্রাম হইতে আনিয়া সপরিবারে প্রচারকদলে কার্য্যারম্ভ করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই বিহার ও পশ্চিমাঞ্চল তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল, সেইজন্য প্রেরিতগণকে যখন এক এক প্রদেশের ভার দেওয়া হয় তখন বিহার প্রদেশের আচার্য্য বলিয়া তাঁহাকে শ্রীমৎ আচার্য্য-দেব অভিহিত করেন।

এই অঞ্চলে আসিয়া প্রথমে গয়ায় এক নারীসমাজ গঠন করেন এবং ভাগলপুরকে প্রচারকেন্দ্র করিয়া সেখানে একটী সুন্দর ব্রাহ্মসাধক পল্লী গঠন করেন, সেখানকার মন্দিরটীও তাঁহারই উদ্যোগে নির্ম্মিত হয়। পরে সেখান হইতে বাঁকীপুরকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমাঞ্চল এবং সিন্ধুদেশ ও হিমাচল পর্য্যন্ত প্রচার যাত্রা করিতেন। ইতিমধ্যে তাহার উপর্য্যুপরি কয়েকটী উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্র কন্যার মৃত্যুশোকে তাঁহাকে আহত হইতে হয়, কিন্তু এই সকল শোক তাপে তিনি যে অটল বিশ্বাস ও নির্ভরের পরিচয় দিয়াছিলেন, এমন সচরাচর কই দেখিতে পাওয়া যায়?

শ্রীমৎআচার্য্যদেবের তিরোধানের পর আচার্য্য সঙ্গে নববিধান বিশ্বাসীদিগের যে চিরসম্বন্ধ তাহাই প্রতিপাদন করিয়া শ্রীদরবারে যে নির্দ্ধারণ হয়, তাহা ভাই দীননাথই প্রস্তাব করেন এবং মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির উদ্যানে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের যে সমাধি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে "সর্ব্বধর্ম্মশঙ্কর" "বিশ্বদীপক" নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন, বলিয়া অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে "বিশ্বদীপক" বলিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রকে স্বীকার আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। ইহা তাহার অধ্যাত্ম হৃদয়ের পরিচয় বলিতে হইবে।

পরিবার গঠন করা ভাই দীননাথের যে বিশেষ ব্রত ছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিবারস্থ বালক বালিকাদিগের সুনীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা বিধানের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তাই বালক বালিকাগণ দীক্ষা গ্রহণের জন্য যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহার নিমিত্ত তাহাদের জন্য ধর্ম্মপ্রবেশব্রত এবং বিধবাদের জন্যও বিশেষ সংহিতানুমত বৈধব্যব্রতও প্রবর্ত্তন করেন।

ভাই দীননাথের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ জীতেন্দ্রনাথ কার্য্য উপলক্ষে লাহিড়িয়া সরাইতে অবস্থান করিতেন, তাই তিনি এই স্থানকেই শেষ পারিবারিক আবাসস্থানরূপে মনোনীত করেন এবং সন্তানগণ এখানে "দীনকুটীর" নামে একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভাই দীননাথ শেষ জীবন এখানেই বাস করেন। এখানে মা লক্ষ্মীস্বরূপা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়া ৭৭ বৎসর বয়সে ১৯১৭ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর তিনি দিব্যধামে যাত্রা করেন। সেইজন্য তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এবার তাঁর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে মুঙ্গের ভক্তি তীর্থ-ধামে, লাহিড়িয়া সরাইতেও যে যেখানে তাঁহার পুত্র কন্যা বা পরিবারগণ আছেন, সকল স্থানেই প্রায় উপাসনাদি হইয়াছে। মুঙ্গের তাঁহার বিশেষ স্থান বলিয়া তিনি তাঁহার জীবনকাহিনীতে লিখিয়াছিলেন, "আমিই মুঙ্গেরে ঐ ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলাম। ......আমি সমাজের উদ্যানের মধ্যস্থলে সাধু অঘোরনাথের স্মৃতিসমাধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। ......আচার্য্য-দেবের স্বর্গারোহণ হইলে কাশীতে গিয়া একটী পাথরের সমাধি গঠন করাইয়া মুঙ্গের সমাজ উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে, তাঁহার সমাধিটী প্রতিষ্ঠিত করিতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল। ......আচার্য্য-দেবের সমাধির একপার্শ্বে সাধু অঘোরনাথ এবং অন্য পার্শ্বে আমার সমাধির জন্য স্থান রাখিয়া দীননাথ চক্রবর্ত্তীর সমাধিটী উভয়ের পশ্চাৎভাগে গঠিত হইয়াছিল।" দীননাথের স্বর্গারোহণের পরেই তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আচার্য্যদেবের সমাধি পার্শ্বে তাঁহারও সমাধি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু এতদিন তাহা হইতে পারে নাই। গত ১৭ই অক্টোবর, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ পুণ্যেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় কয়েকটী বিশ্বাসীর সহায়তায় ভাই প্রিয়নাথ কর্ত্তৃক স্মৃতি-সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেদিন প্রাতে উষা-কীর্ত্তন করতঃ কয়েকটী রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বিশেষ উপাসনা করিয়া নবসংহিতানুসারে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদিও উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তিনি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখেন। পরে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে।

বিশ্ব-সংবাদ।

কখন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া পেন্সন্ লওয়া উচিত?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ডাক্তর ই, জে, শ্লেড্‌কিং বলেন, যতদিন না মানুষ এক শত বৎসর অতিক্রম করেন কিম্বা শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তাঁর কাজ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হন।" ডাক্তার শ্লেড্‌কিংএর বয়স ১০০ বৎসর পূর্ণ হইতে কয় মাস মাত্র বাকী আছে। এখনও তিনি পেন্সন লইতে প্রস্তুত নন, তিনি ডিবন ইন্‌ফ্রেকোম্ব সহরের মেডিক্যাল অফিসরের কাজ করিতেছেন, বেশ সবল এবং সুস্থশরীরে দৈনিক কর্ত্তব্য সুনিয়মে সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহাকে করোনারেরও কাজ করিতে হয়। সেবা ব্রতের কি আর অবসর গ্রহণ কাল আছে?

সংবাদ।

বিশেষ উৎসব—মহাকালী পূজার রাত্রে মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে আরতির কীর্ত্তন করিয়া চিন্ময়ী মহাদেবীর পূজা হয় এবং দীপমালায় মন্দির ও ভক্তসমাধি আলোকিত করা হয়। মহা বিপদ পরীক্ষা দুঃখ শোক মৃত্যুও যে মায়েরই কালো রূপ তাহার ভিতর দিয়া তিনি আমাদের আমিত্ব বিনাশ করেন এবং এইরূপ সকল ভক্তেরই আত্মবলিকৃত মস্তক তিনি বক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তহৃদে নৃত্য করেন, ইহাই এই উপাসনা-যোগে উপলব্ধ হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও শ্রীমান্ বিধান ভূষণ এই বিশেষ উপলক্ষে স্বরচিত সঙ্গীত করেন।

সামাজিক উপাসনা—গত ১৯শে ও ২৬শে অক্টোবর, রবিবার—সন্ধ্যায় মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে এবং গত ১৯শে অক্টোবর, রবিবার—প্রাতে জামালপুর-পল্লীতে উষা-কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে ভাই প্রিয়নাথ সামাজিক উপাসনা করেন।

বিশেষ উপাসনা—মুঙ্গের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু অভয়চরণ মিত্রের গৃহে গত ২২শে অক্টোবর, সন্ধ্যার সময় ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। উপাসনান্তে শ্রীমান্ বিধান ভূষণ মল্লিক, বি, এ, সঙ্গীত করেন এবং প্রথমে ও শেষে উপস্থিত সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করেন। অভয় বাবুর সন্তানেরাও মধুর ভাবে সঙ্গীত করিয়াছিল।

তীর্থযাত্রা—গত ২৯শে অক্টোবর, অপরাহ্ণে ভাই প্রিয়নাথ কয়েকটী আত্মীয় আত্মীয়ার সহিত সীতাকুণ্ড ও পীরপাহাড়ে তীর্থযাত্রা করেন। সীতার ন্যায় অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে পারিলেই আমরা প্রকৃত বিশ্বাসের পর্ব্বতে উত্থান করিবার উপযুক্ত হই, ইহাই উপাসনাযোগে উপলব্ধ হয়।

বিদেশ যাত্রা—শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা তাঁহার স্বামী মিঃ ওয়েমন্ তাকেদার সহিত জাপান যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রা কালে গত ২৮শে অক্টোবর, মুঙ্গের প্রবাসী ডাক্তার মিস্ শান্তিপ্রভার বাসায় বিশেষ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া—মুঙ্গের ভক্তি-তীর্থে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পাদিত হয়। উপাসনান্তে শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা ভক্তিভাবে প্রার্থনা করেন। ডাঃ মিস্ শান্তিপ্রভার গৃহে সকল ভাই বোনের সম্মিলনে ভাইফোঁটা ও প্রীতিভোজন হয়। ভাই প্রিয়নাথ এখানেও প্রার্থনা করেন।

সেবা—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সাধন ও সেবার জন্য গত এক পক্ষ কাল মুঙ্গের ভক্তি-তীর্থে গমন করেন। প্রতিদিন কয়েকজন যুবাকে সঙ্গে লইয়া পল্লীতে পল্লীতে উষা-কীর্ত্তন করিয়া পরিভ্রমণ করেন, একদিন সিভিল্‌সার্জ্জন ডাঃ বি. এন্, বসুর বাটীতে উষা-কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। মন্দিরের বারাণ্ডায় প্রাতঃসন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা করেন। উপাসনায় কয়েকটী মহিলা ও চার পাঁচ জন বন্ধু নিয়মিতরূপে যোগদান করেন। একদিন সন্ধ্যায় কষ্টহারিণীর ঘাটেও সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইয়াছিল।

নামকরণ—বিগত ৯ই কার্ত্তিক, হবিগঞ্জে শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র দত্তের ৪র্থ পুত্রের নামকরণ নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শিশুর নাম সুদর্শন কুমার রাখা হইয়াছে। করুণাময় ঈশ্বর নবশিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে অক্টোবর, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল কাস্তগীরের স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার বাসগৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এম্ এ. উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ২৬শে অক্টোবর, মুঙ্গেরে ডাঃ মিস্ শান্তিপ্রভা মল্লিকের বাসায় তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ মল্লিকের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা পিতৃদেবের প্রার্থনা উল্লেখে গভীর প্রার্থনাযোগে পিতৃ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন, শ্রীমান্ বিধানভূষণ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা নবসংহিতা হইতে করেন, শ্রীমান্ বিভূতি ভূষণ পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধামন্ত্র উচ্চারণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২০শে অক্টোবর, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে কমলকুটীরে বিশেষ উপাসনা ও কথকতা হয়। এবং ৩১শে অক্টোবর, গৃহস্থ সাধক শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাসের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে তাঁহার বাসভবনে পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ উপাসনা ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হয়। আগামীবারে উভয়ের জীবনীস্মৃতি প্রকাশিত হইবে।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
16th November, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা ভক্তপ্রসবিনি, তুমি যুগে যুগে এক এক ভক্ত-সন্তান প্রসব করিয়া তোমার যুগধর্ম্ম-বাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছ। আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যকুলে যোগী ঋষি-দিগকে জন্ম দিয়া বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছ। এমনই শ্রীযোরাষ্টারকে দিয়া পার্সী বিধান, শ্রীমুষাকে দিয়া ইহুদী বিধান, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে দিয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম বিধান, শ্রীশাক্যকে দিয়া বৌদ্ধ বিধান, শ্রীঈশাকে দিয়া খৃষ্ট বিধান, শ্রীমোহম্মদকে দিয়া মুসলমান বিধান, শ্রীগৌরাঙ্গকে দিয়া ভক্তি বিধান, শ্রীনানককে দিয়া শিখ বিধান, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এক এক ভক্তসন্তান প্রসব করিয়া সেই সেই দেশ ও যুগের মানবের পরিত্রাণার্থ এক এক নবধর্ম্ম বিধান প্রবর্ত্তন ও সংস্থাপন করিয়াছ, এবং তোমার সন্তান-দিগকে সেই সেই ধর্ম্ম বিধান মূর্ত্তিমান জীবনও করিয়াছ। মা, বর্ত্তমান যুগেরও জীবদিগের পরিত্রাণের জন্য তোমার এই সমন্বয়-ধর্ম্মবিধান নববিধান তুমিই স্বয়ং প্রবর্ত্তন করি-য়াছ। এই ধর্ম্মবিধানের প্রথমালোক ধর্ম্ম-পিতামহ রাজা রামমোহন ও ধর্ম্ম-পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে প্রকাশ করিয়াছিলে এবং পরে ইহাকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন নববিধানে অভিব্যক্ত করিয়া এই বিধানবাহকরূপে শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তুমিই প্রেরণ করিয়াছ। তাঁহার জীবন যেমন প্রাচীন যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যোগী ঋষি মহাপুরুষদিগের জীবনোপাদানে গঠিত করিয়াছ, তেমনি সকল পাপী মানবকেও তাঁহার জীবনে তুমিই গ্রথিত করিয়া তাঁহাতে তোমার নববিধান মূর্ত্তিমান করিয়াছ। তাঁহার শুভজন্মদিন আগতপ্রায়; এই দিনে যাহাতে আমরা তাঁহার সেই সর্ব্বসমন্বয়ের অখণ্ড মানবজীবন আমাদের জীবনে গ্রহণ করিয়া, আমরাও তাঁহার সহিত নববিধানে নবজন্ম লাভ করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে পিতা, জীবনে যেমন বয়স বাড়িয়া জীবন ক্ষয় হইবে, অনন্তকাল মধ্যে সেইরূপ আমাদের বয়স বাড়িবে। জন্মোৎসব স্মরণ করিয়া দিতেছে যে "তোমার শরীর আছে থাকিবে না, তুমি যোগী ঋষি। ঋষি আশ্রম যেখানে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আয়ুবৃদ্ধিকে স্বর্গীয় পরমান্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হবার দিন মনে কর।" আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে এক ঘাট ছাড়িয়া আর এক ঘাটে চলিলাম, বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম। আজ ভিন্ন বৎসর, ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। এ সকল কথা শরীর সম্বন্ধে নয়। আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে অনন্ত পুণ্যধামের দিকে স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি। অতএব যিনি পরমান্ন ভোজন করিবেন মনে করিবেন,

যোগ বৈরাগ্য পুণ্যের পরমান্ন ভোজন করিবেন, ইহা তাহারই নিদর্শন। এই বাঁচিয়া থাক্‌তে থাক্‌তে শরীর বিহীন হইয়া যাই। এক এক জন্মদিনে শরীর ভস্ম হইয়া যাক্ এমন আশির্ব্বাদ কর।

হে আত্মন, তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক, তুমি অশরীরী হও। হরি, তুমি আমার বয়স, তুমি আমার বাল্য, তুমি আমার যৌবন, তুমি আমার বার্দ্ধক্য। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, অতএব তুমি আমার বয়সের সাগর। আমার মৃত্যু নাই, জীবনের ক্ষয় নাই। হে মাতঃ, এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অশরীরী আত্মা হয়ে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ৩৩।

প্রাণদাতা, আজ প্রাণ তোমার পূজা করুক। জন্মদিনে প্রাণ তোমার কথা বলুক। পূর্ব্বজন্মের পর ইহজন্ম। আজ প্রাণ উৎসব কর্‌ছে, আনন্দ কর্‌ছে। মা আজ তো জন্মদিন। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অন্য গুরুলাভ, অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু, এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস। আমাকে বাহিরে সম্ভ্রম দিতে হবে না। আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম সস্তা করতে গিয়েছিলাম। মা আমাকে ধমক্ দিলেন। বল্‌লেন, "তুই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা যে যা দিয়েছে সকলকে এর ভিতর আন্‌লি, আমি বলেছি ষোল আনা যে দেবে সে আসিবে।" মা আজ বল্‌ছেন, "জন্মদিনে যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে সেই আসুক আর কেহ নয়।" এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়, এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া। হে প্রাণেশ্বর, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধিপালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ, ৪৩।

জন্মোৎসব।

যুগে যুগে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হইয়া যাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদিও মানবকুলে মানব জন্মই লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য বা অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাদিগের অধিকাংশকে ঈশ্বরাবতার বোধে অমানুষিক সম্মাননা দান করিয়াছেন, পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের জন্মকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতারণা মনে করিয়া কতই মহোল্লাস মহোৎসব করিয়া আসিতেছেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, শ্রীঈশার জন্মোৎসব, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব, শ্রীবুদ্ধের জন্মোৎসব, তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিগণ কতই মহোল্লাসে আড়ম্বরে আনন্দে সম্পাদন করেন। এই যুগধর্ম্ম নববিধানে যেমন সকল ভক্তই সম্মানিত, তাঁহাদিগের জন্মোৎসবও আমরা বিশেষ ভক্তি ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে সম্পাদন করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল বাহিরের উল্লাস প্রকাশে নয়, সেই সেই ভক্তদিগের জীবন আত্মজীবনে গ্রহণ করাই আমাদিগের জন্মোৎসব সাধনের প্রধান লক্ষ্য।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানবাহক যে শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহা আমরা নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রেই বিশ্বাস করি। তাঁহারও জন্মদিন আগতপ্রায়। এই দিনে আমরাও তাঁহার জন্মোৎসব সাধন করিতে আকাঙ্খিত। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তদিগের শিষ্যগণ যে ভাবে তাঁহাদিগের নেতাদিগের জন্মোৎসব সম্পাদন করেন, যে ভাবে বাহিরের আড়ম্বর, উল্লাস, আমোদ, প্রমোদ করিয়া জন্মোৎসব করেন আমরা কি তাহাই করিব?

শ্রীব্রহ্মানন্দকে কেহ মহাপুরুষদিগের স্থানীয় বা ঈশ্বরাবতার গুরু বলিয়া গ্রহণ করে বা তাঁহাদিগের সম্মানে সম্মানিত করে, তিনিই ইহার সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রার্থনায় তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াও বলিয়াছেন :—

"প্রেমস্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখেছি যে, একজন কেহ আমাদের মধ্যে ঈশা গৌরাঙ্গের মত হয়েছে? ঈশা মুষা গৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখেছে। এবারও মানুষ চাই।

"দোহাই হরি, গরীব বলিতে চায়, যে ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল সার্ব্বভৌমিক হইল, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল।

"সাধুদের পদধূলি শরীরে খুব সে মেখেছে, তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে, সে নববিধান পেয়েছে।

"আমি ত সিদ্ধ হইয়া জন্মাই নাই, আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম, পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানে তা হয় নাই।

"প্রেম, ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল। সকলের আশা হইবে।

"আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি আমার জীবন দেখ বিপদ অন্ধকারে, কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে ভাই এই বন্ধুকে লও; সঙ্গে রাখ। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাই।"

ইহাতে নববিধানের বাহক পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণের স্থানীয় নন অথচ তিনিও যে বিধানবাহক, ইহা ত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্মোৎসব আমরা মহাপুরুষদের জন্মোৎসবের ন্যায় যদিও সম্পাদন করিব, কিন্তু কেবল বাহিরের উল্লাস, উৎসব, আমোদ, প্রমোদে তাহা পর্য্যবসিত করিলেই কি হইবে?

তাঁহার জন্মোৎসব তাঁহার পরিবর্ত্তিত জীবন লাভের জন্মোৎসব। তিনি যে মহা উল্লাসিত চিত্তে ঘোষণা করিলেন, তাঁহার জীবন দেখিলে নারকীরও উদ্ধারের আশা হইবে, যে প্রেমিক নয় সে যে প্রেমিক হয়, যে অবিশ্বাসী সে বিশ্বাস পায়, যে ভক্তদের জানিত না সে ভক্তদের চিনিতে পারে, যে হতভাগা পাপী যার যোগ ভক্তি ছিল না, মার প্রসাদে নববিধানের প্রসাদে তাহাও পায়, ইহারই দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ "নববিধানের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দৃষ্টান্ত" দেখাবার জন্যই তাঁহার জীবন, তাঁহার জন্ম।

অতএব তাঁহার জন্মোৎসব সাধনও আমাদিগের এই জন্য, যে আমরাও তাঁহার দৃষ্টান্ত অবলম্বনে পরিবর্ত্তিত নবজীবন, পাপী হইয়াও মার প্রসাদে, নববিধানের প্রসাদে নববিধানের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন পাইব।

জন্মোৎসবের অর্থ পূর্ব্ব জীবনের অন্তে নবজন্মলাভ। তাই, যাহাতে আমাদিগের নিজ নিজ পাপ জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া, যে জীবনাদর্শ শ্রীকেশবচন্দ্র নববিধান মূর্ত্তিমান হইয়া দেখাইলেন, তাহাই প্রাপ্ত হইব, এই আকাঙ্ক্ষায় আমাদিগের এই জন্মোৎসব সাধন করিতে হইবে। ইহা আবার আমাদের পুরুষকার চেষ্টাতেও হইবে না। ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিলেন, "মার প্রসাদে, নববিধানের প্রসাদে," যেমন তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং অসম্ভব সম্ভাবিত হইয়াছে, এইটী জীবন্ত বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া মার শরণাপন্ন হইলে হইবে। তাহা হইলেই আমাদিগের এই জন্মোৎসব সাধন সত্য হইবে এবং আমরা নবজন্ম, নববিধান জন্ম, ব্রহ্মানন্দ জন্ম প্রাপ্ত হইব। নববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে এবার সেই ভাবে তাঁহার নবভক্তের জন্মোৎসব সাধন করান এবং ইহার সিদ্ধি বিধানে ধন্য করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দেখেও দেখি না।

সম্মুখে ঐ গুল্মটী রহিয়াছে, প্রতিদিনই তাহা দেখিতেছি, কত সময়েই তাহাকে সামান্য জঙ্গল বোধে তুচ্ছ করিয়াছি, অগ্রাহ্য করিয়াছি; কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ গুল্মটী দেখিয়া কতই আদরে কতই যত্নে তুলিয়া আনিয়া ক্ষতাহত স্থানে দিবামাত্র তাহা সুস্থ হইয়া গেল। এইরূপে যে গুল্ম কে কতদিন দেখিয়াছি, অথচ সত্যরূপে দেখা হয় নাই, এখন তাহার গুণ দেখিয়া যথার্থ তাহাকে দেখিলাম, তেমনি কত জিনিষই আমরা দেখি, কিন্তু গুণ জানি না বলিয়া চিনি না, তেমনি কত মানুষকেও দেখি, অথচ তাহার অন্তর দেখি না বলিয়া, শুধু চিনি না তাহা নয়, কত সময় অগ্রাহ্যও করিয়া থাকি। এইজন্য বাহির দেখিয়াই যেন আমরা কাহাকেও বিচার না করি। "সুলভ সমাচারে" শ্রীমৎ আচার্য্যদেব তাই লিখিয়াছিলেন, "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পার লুকান রতন।" এই নীতি সর্ব্বদাই আমাদের অবলম্বন করা উচিত।

জগদ্ধাত্রী।

হিন্দু নব নব নামে নব নবরূপে একই দেবী পূজা করিয়া ভক্তিসাধন করেন। যদিও আমরা বাহিরের মূর্ত্তি পূজা স্বীকার করি না, কিন্তু ইহার অধ্যাত্ম ভাবকে গ্রহণ করিলে যে যথেষ্টই উপকৃত হই, কেন তাহা অস্বীকার করিব। মা প্রসব করেন, কিন্তু ধাত্রী যিনি তিনি প্রসূত সন্তানকে ধরিয়া রক্ষা করেন, পালন করেন। এই ভাবে দেবী যিনি তিনি যখন জগন্মাতারূপে পূজিত হন তখন তাঁহার এক ভাব, যখন তিনি জগদ্ধাত্রী নামে পূজিত হন তখন তাঁর আর এক নবভাব। আমরাও যেন এইরূপে সেই নিরাকারা জননীকেই কেবল জগজ্জননী বলিয়াই তৃপ্ত না হই, তিনি যেমন জননী জন্মদায়িনী, তেমনি তিনিঃযে ধাত্রীরূপে জগজ্জনকে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার দ্বারা আমরাও সর্ব্বদা ধৃত অধিকৃত হইয়া রহিয়াছি ইহা উপলব্ধি করিয়া যেন ধন্য হই।

শ্রীকেশব-প্রসঙ্গ।

ঈশ্বরের কথাই শুনিবে।

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে প্রচারক ভাই প্রসন্নকুমার সেন একদিন বলিলেন, "আমি অত শত বুঝি না, আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো।" আচার্য্য বলিলেন, "কেমন ঠিক বল্‌ছ, আমি যা বল্‌বো তাই কর্‌বে তো?" বার বার তিন বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন এবং প্রতিবারেই ভাই প্রসন্নকুমার উত্তর কর্‌লেন, "হাঁ তাই কর্‌বো।" তদুত্তরে কেশবচন্দ্র বল্‌লেন, "আমি বল্‌ছি আমার কথা শুনো না, ঈশ্বরের কথাই শুন্‌বে।" ঈশ্বরই যে মানবের একমাত্র উপদেষ্টা গুরু ইহাই তিনি এই উক্তিতে এবং এইরূপ সকলকার কাছেই চিরদিন প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উদার প্রেম।

নববৃন্দাবন অভিনয় প্রধানতঃ কমলকুটীরে হইত। এই উপলক্ষে বহুসংখ্যক দর্শকের সমাগম হইত, একবার সাধারণ লোকের এত সমাগম হয় যে, তাহাদিগের দ্বারা সমস্ত বসিবার স্থান অধিকৃত হয়, শেষে রাজা বা হাইকোর্টের জজ এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়াও স্থান পান নাই, তাঁহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিয়া অভিনয় দর্শন করিতে হয়। ইহা দেখিয়া ভাই অমৃতলাল আচার্য্যদেবকে বলিলেন, "এ বড় অন্যায়, যত বাজে লোক এসে বস্‌বার জায়গা দখল করে, আর বড় বড় লোকেরা বস্‌তে পান না, এবার যাতে বাজে লোক ঢুকতে না পায় তার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে, গেটে পুলিস মতায়েন কর্‌তে হবে।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তারা যদি প্রাচীর টপ্‌কে ঢোকে?" উত্তর—"তা হলে তাদের পুলিসে দেওয়া হবে।" কেশবচন্দ্র বলিলেন, "যদি সেখানে গিয়ে তারা বলে, আমরা আমাদের নিজের বাড়ীতে ঢুকেছিলাম!" ভাই অমৃত ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। কেশবের বাড়ীতে যে সবার সমান প্রবেশাধিকার এটা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

স্বাধীনতা।

নববৃন্দাবন অভিনয় কালে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় গৃহস্থ বৈরাগী শ্রীরাজমোহন বসুকে অভিনয় আরম্ভের সময় ঘণ্টা বাজাইবার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু এক দিন অভিনয় আরম্ভের ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার আসিতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়। তখন শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেক রাজা ও বড়লোক পর্য্যন্ত উপস্থিত। ভাই অমৃতলাল ব্যস্ত হইয়া আচার্য্যদেবকে গিয়া বলিলেন "বহুলোক সমাগম হয়েছে, সময়ও হয়েগেছে অভিনয় আরম্ভ হতে বিলম্ব কেন, সকলই ত প্রস্তুত!" আচার্য্যদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজমোহন কি এসেছেন? ঘণ্টা দেবে কে?" ভাই অমৃত বল্লেন "যাকে বলবেন সেই দিতে পারে, তার জন্য আর কি?" আচার্য্য বলিলেন "তা হতে পারে না।" রাজমোহন বাবু আসিয়া ঘণ্টা দিলে তবে অভিনয় আরম্ভ হইল। এইরূপে কেমন করিয়া প্রত্যেকের স্বাধীনতার সম্মান করিতে হয়, তিনি শিখাইতেন।

প্রকৃত বিশ্বাস।

(ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ)

উদ্বোধন।

যাঁহারা ঈশ্বরের অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিবেন, যাহাতে পরীক্ষার সময় বিশ্বাসের অভাব না হয়।

কারণ জীবনের পথ অতীব প্রলোভন সঙ্কুল ও তথায় বিঘ্ন বিপত্তিও প্রচুর; বিশ্বাস ব্যতীত তাহাদের সম্মুখীন হইলে নিশ্চয়ই পতন হইবে।

সে সংগ্রামের সম্মুখে তোমার ধর্ম্মানুরাগ তোমার সৌজন্য বা তোমার জ্ঞানাভিমান সে সকল কিছুই তিষ্ঠিবে না, প্রথম আঘাতেই তাহারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

কারণ বিশ্বাসই ইহাদের ভিত্তি ভূমি এবং যদি সেই বিশ্বাসেরই অভাব হয় তাহা হইলে কি সেই গৃহ ভূমিসাৎ হইবে না?

সুতরাং প্রকৃত বিশ্বাসরূপ পাহাড়ের উপর তোমার জীবনসৌধ নির্ম্মাণ কর, তাহাতে গর্জ্জনকারী তরঙ্গ সকল আঘাত করিলেও উহা ভগ্ন হইবে না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস।

বিশ্বাসই প্রত্যক্ষদর্শন। বিশ্বাসে ঈশ্বর দর্শন হয়, এবং আত্মার অমরত্বের অনুভূতি হয়। বিশ্বাস শাস্ত্রানুমোদিত কোন সিদ্ধান্ত নহে বা প্রাচীনকালের কোন সম্মাননীয় কিংবদন্তী নহে। কেবল প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত উহা কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করে না এবং উহার কোন মধ্যবর্ত্তিতা নাই। বিশ্বাস ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন ভাব মনোবিজ্ঞান হইতে সংগ্রহ করে না বা কোন ঐশ্বরিক বৃত্তান্ত ইতিহাস হইতে ধার করে না।

বিশ্বাস ন্যায় শাস্ত্র বা পুরাবৃত্ত প্রতিপাদিত কোন দেবতার নিকট মস্তক অবনত করে না

বিশ্বাস চিরজীবন্ত ও চিরবর্ত্তমান সত্যস্বরূপের উপাসনা করে।

বিশ্বাসের ঈশ্বর—মহান্ "আমি আছি"।

সময়েতে তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, স্থানেতে তিনি সর্ব্বদা এখানে।

সুতরাং বিশ্বাসের ধর্ম্মমত অতি অল্প এবং ইহা কোন সুদূর দেশে বা কালে তীর্থ যাত্রার প্রয়াসী হয় না, কারণ অন্য কোন বস্তু অপেক্ষা বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই উহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। যেমন বহির্জগতে সকল বস্তুর ভিতর, তেমন অন্তর্জগতে হৃদয়ের গভীর প্রদেশেও বিশ্বাস জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে।

চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অন্তররাজ্যে ঈশ্বর প্রকাশিত হন ও তথায় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করে। ঈশ্বর জীবনময় জীবনরূপে দেদীপ্যমান। জীবাত্মা নিগূঢ় চৈতন্যশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া পরমাত্মার পূজা করে ও সমাধিমগ্ন হইয়া চিদানন্দ সম্ভোগ করে।

চক্ষু উন্মীলন করিলেই বাহ্য প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুতেই সেই জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির জীবন্ত বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয়।

পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিকের সর্ব্বস্থান তিনি পূর্ণ করিয়া আছেন।

এই বিশ্বের সুবিশাল ব্রহ্মমন্দিরে জড় ও চিৎপ্রকৃতি উভয়েই অনন্ত উদার সঙ্গীতে ঈশ্বরের মহিমা সংকীর্ত্তন করিতেছে।

আত্মা সহানুভূতিতে সচেতন হইয়া সঙ্গীতোপাসনায় যোগদান করিতেছে ও একতান সঙ্গীতের সুর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে।

এইরূপে, অন্তরে বাহিরে বিশ্বাস সর্ব্বদা ঈশ্বরের সত্তারূপ অনন্ত অগ্নির মধ্যে বাস করে। এই সত্তা প্রত্যক্ষ বা অনুভূতির বিষয়, শিক্ষণীয় বা স্মরণীয় নহে। উহা এরূপ ভাবে প্রকৃতি ও জীবনে পরস্পর বিজড়িত ও এরূপ ব্যাপ্ত যে, উহাকে উপেক্ষা করা যায় না।

সত্তাই ঈশ্বর সত্তাতে এক বৈদ্যুতিক শক্তি বিরাজমান, উহাতে হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয় ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

সুতরাং প্রকৃত পূজা অর্থে কোন দূরস্থ দেবতা বা মৃত ব্যক্তির সম্মানে কোন অনুষ্ঠান বা মূর্ত্তি পূজা নহে, কেবল সম্মুখস্থ জীবন্ত ঈশ্বরে আত্মার জীবন্ত উপাসনাই প্রকৃত পূজা।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে যাহা যত নিকটে তাহা তত প্রিয়, এবং ঈশ্বর জীবন্ত ও প্রেমময় উভয়ই।

সুতরাং বিশ্বাস প্রাণাপেক্ষা যিনি প্রিয়তর তাঁহার সহিত জীবন্ত ও প্রীতিপূর্ণ যোগ স্থাপন করে। বিশ্বাস ঈশ্বরের সহিত পিতা পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করে।

বিশ্বাস বিশ্ববিধাতার নিমিত্ত হৃদয়ে এক পারিবারিক বেদিকা প্রতিষ্ঠা করে এবং বলে "আমার ঈশ্বর, আমার পিতা" অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ইহার প্রার্থনার "তুমিহ" প্রেমাধীন ব্যক্তিগত-ঈশ্বরের মত প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হয়।

অন্তরের ব্যাকুলতা যেমন প্রবল হয়, উপলব্ধির গভীরতাও তেমন উজ্জ্বল হয়। কারণ বিশ্বাসে নির্ভর ও প্রতীতি এবং জ্ঞান ও প্রেম উভয়ই এক।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উক্তি।

........."এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব? তাঁহার কথা, তাঁহার প্রসঙ্গ তো লোকের জল্পনা হইয়াছে। তাঁহাকে স্তুতিই করুক, আর নিন্দাই করুক তাঁহার নাম না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না।

কেহ বা তাঁহাকে আদর করিতেছে, কেহ বা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি মান অপমানে, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটীরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন ততক্ষণ তাঁহার জীবন। সেই ধর্ম্মের জন্য মরণও তাঁহার আদরণীয়।

মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ, অথচ প্রসন্নতা, মৃদুতা, নম্রতা, ভগবদ্ভক্তি—তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদমস্তক, তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখগুলি অবধি মস্তকের কেশবিন্যাস পর্য্যন্ত এখনি, এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

যদি কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন হইয়া থাকে তবে সে তাঁহারই নিমিত্তে। এখন আর আমার প্রেমাশ্রু নাই, আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প হইয়া গিয়াছে যে তাহা আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না। আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত।

ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবিতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাইল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।

আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদীদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

—•—

শ্রীকেশবচন্দ্র সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র।

তোমাকে সাক্ষী করিয়া, হে শুভসংকল্প, এ সময় আমি আর একবার সেই মহাতেজঃপুঞ্জ পুরুষকে স্মরণ করি, যিনি আমাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র নাম ধরিয়া কিছুদিন বিহার করিয়াছিলেন। তাঁর পবিত্র দৃষ্টান্ত, তাঁর মহান্ ধর্ম্মবার্ত্তা, জীবনপ্রদ ভক্তি, অগ্নিময় উদ্যম উৎসাহ, সংশয় রহিত বিশ্বাসবল, বিশ্বব্যাপী উদারতা আমাকে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তোমার সন্নিহিত করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন প্রথম হইতে জড়িত হইয়া তাঁর ব্রতকে আমার ব্রত, তাঁর ধর্ম্মকে আমার ধর্ম্ম করিয়াছে।

আমাদের অবলম্বিত নূতন বিধান যে যথার্থই নূতন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে প্রমাণ লাভে আমি

ধন্য। তিনি বর্ত্তমান হিন্দুজাতির বিশেষ ধর্ম্মোৎকর্ষ হেতু প্রেরিত হইয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাঁর অসীম আদর্শ, বিবিধ ও নূতন দর্শন, তাঁর ধর্ম্মশিক্ষা, এ সময়ে এ দেশের সকল লোক গ্রহণ করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বাধ্য। না গ্রহণ করিলে সত্য ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবার ও সাধন করিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের যে নূতন গতি ও নূতন কার্য্য হইবে সে সমস্ত তাঁর প্রদর্শিত পথে এবং তাঁর কীর্ত্তি তাঁর জ্বলন্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

তিনি আমার অগ্রজ, আমার আচার্য্য, আমার প্রিয়তম বন্ধু। তাঁর উচ্চস্থান, তাঁর দিব্য অধিকার, ব্রাহ্মসমাজে তাঁর মহান নিয়োগ ও অতুল্য প্রভাব আমি চিরদিন স্বীকার করিয়াছি ও করিব। যদি আমার জীবনে কোন মহোদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা তাঁর অসামান্য দৃষ্টান্ত ও অসীম ধর্ম্মনিষ্ঠার ফল। যদি ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে আমার কোন স্থান কি অধিকার থাকে, তাহা তাঁহারই অনুমোদিত ও তাঁর দ্বারা স্বীকৃত। তদ্ভিন্ন আমি অন্য অধিকার চাই না, আমি তোমাকে সাক্ষী করিয়া একথা বলিতেছি। লোকের আচরণ যাহাই হউক, তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি তাঁরই অনুগামী, তাঁরই কনিষ্ঠ, তাঁর বিশ্বাসী বন্ধু। মোহ, ভ্রান্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মহাকীর্ত্তি জগতে বিস্তার ও সংস্থাপন করিতে সক্ষম কর।

বৈরাগী কেশব।

[শ্রদ্ধাস্পদ ভাই উমানাথ গুপ্ত]

শ্রীকেশবচন্দ্রের মনটা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী ও বৈরাগী ছিল, কিন্তু তিনি বাহিরের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সেই অন্তরের আগুন সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনদিগের মত সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যদি কপট হইতে চাও, তুমি আপনার পাপ ঢাকিয়া আপনাকে পুণ্যবান্ বলিয়া পরিচয় দিও না; কিন্তু সর্ব্বদাই আপনার পুণ্য গোপন করিয়া রাখিবে।

তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আপনাকে গরীব বৈরাগী বলিয়া জানিতেন। আপন শরীর যে দেবমন্দির তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে সংসার হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি অন্য কাহারও ঘটি বাটি থালায় আহার বা অন্যের বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করিতেন না। সংসারের অন্য সকলে যে বাটি ব্যবহার করে, পীড়ার সময় একদিন রাত্রিতে তাঁহাকে সেই বাটিতে দাইল দেওয়া হইয়াছিল; আহার করিতে বসিয়া সেই বাটি দেখিবা মাত্র তাঁহার বমনোদ্রেক হইয়া উঠিল, অমনি আবার শয়ন করিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টার পর বমনোদ্রেক আরাম হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে যে-সে পাত্রে পান ভোজন করিতে তোমরা দিও না। ইহা আমার পক্ষে ভাল নয়; সংসারের দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিকতা আসিয়া মনকে আক্রমণ করে, আমাদিগের জাতি এরূপ করিতে পারে না।" তাহাতে পরিবারস্থ একজন উত্তর করিলেন, "পীড়ার জন্য তোমার ক্ষুধা নাই, গা বমি বমি করে, সেই জন্যই খাইতে পার না। বাটির জন্য কি এত দূর হইতে পারে?" আচার্য্যদেব এই কথায় বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা খুব ক্ষুধা হইলে যদি কেহ সহিসের ভাতছড়ান সান্কিতে খাইতে দেয়, সহস্র ক্ষুধা থাকিলেও কি তাহা খাইতে পার? মলিন সংসারের সামগ্রী সকল আমার নিকট সহিসেরও সান্কি অপেক্ষা মন্দ বোধ হয়, তাহাতে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়।" তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার ভিতর প্রভু বাস করেন, তাঁহার তনু পবিত্র দেব মন্দির, অসাত্ত্বিক ও অপবিত্র ভাবে আহার পান করিলে ঈশ্বরাবমাননা হয়।

একবার তিনি বলিয়াছিলেন যে, শাক্যমুনিকে শূকরের মাংস আহার করাইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তিনি উপরি-উক্ত দিনে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "আমার ব্যঞ্জনাদি স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া তোমাদের সুবিধা হয় না, অত কষ্ট লইতে আমি তোমাদিগকে এখন বলি না; তোমরা এখন হইতে ভাঁড় ও খুরি দিও, অতি সহজেই তাহা পাওয়া যাইবে।" তাহার পর হইতে তাঁহাকে মাটির খুরিতে ব্যঞ্জন ও দাইল প্রভৃতি দেওয়া হইত। শ্রীকেশব কলার পাতে ভাত ও মাটির পাত্রে ব্যঞ্জন এমনি অনুরাগ ও আনন্দে খাইতেন যে তাহাতে অনেক পরিমাণে পীড়ায় যন্ত্রণা ও মহা কষ্টকর বমনোদ্রেক ভুলিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "আমাদিগের যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে এইরূপ আহারই স্বাভাবিক।"

তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহার জন্য পাক করিয়া দিতেন, সন্তানের এইরূপ বৈরাগ্য তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না, অনেক দিন সন্তানের আহারের সময় তিনি ক্রন্দন করিতেন। আচার্য্যদেব কমণ্ডলুতে জল খাইয়া অত্যন্ত সুখী হইতেন। যখন পীড়ার যন্ত্রণা অত্যন্ত, পরলোক গমনের দুই চারি দিন পূর্ব্বে যখন যন্ত্রণার অবধি ছিল না, তখন কমণ্ডলুতে জল খাইয়া তৃপ্ত হইতেন, এবং "আমার কমণ্ডলু কোথায়, আমার কমণ্ডলু কোথায়" বলিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত জল চাহিয়া খাইতেন। তাঁহার প্রকৃতি এমন ছিল যে, এক সামান্য কমণ্ডলু দেখিয়া তাঁহার ভিতর বৈরাগ্য, ঈশা, মুষা, শাক্য ও যোগী ঋষি এবং স্বর্গ সকলি দর্শন করিয়া সুখী হইতেন।

তাঁহার একজন বন্ধু এক দিন তাঁহাকে পল্লীগ্রাম হইতে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণাগ্রস্ত; বন্ধুকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "আমার আর দুগ্ধাদি এ সমস্ত দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা নাই; আমাকে তোমার বাড়িতে লইয়া চল, আমি কলার পাতে কেবল অড়হল ডাল দিয়া রাশি রাশি মোটা চালের ভাত চাষা দর মত খাইব।" এক দিন রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের

পর কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্রথ, জেলি প্রভৃতি আছে, কিছু কি খাইবে?" তিনি ঐ সমস্ত আহার সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়া উপহাসচ্ছলে অথচ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি ও খাইব।" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "তবে কি খাইবে?" তিনি বলিলেন, "চাকরদের মত এক রাশ ভাত খাইব।" তাঁহাকে দুধ ও বেদানা খাইতে অনুরোধ করায় বলিলেন, "ও সকল তোমরা খাও, আমি আর খাইব না; মুড়ি পাইতো খাই।"

বাস্তবিক প্রাসাদতুল্য গৃহে ও বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিলেও মনে মনে তিনি অত্যন্ত গরিব ও বৈরাগী ছিলেন। তিনিই নিজ জীবনে বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত সে কালের বৈরাগ্য, দীনতা ও সন্ন্যাসব্রতের সম্মিলন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকেশবজীবনের মূল তত্ত্ব।

[শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়]

লোকের নিন্দাভয়ে কেশবচন্দ্রের যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে আমরা তাঁহাকে কখন বঞ্চিত করিব না। তাঁহার জীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, ইহা বলিতে আর ভয় কি? তাঁহার জীবন বৎসর বৎসর প্রকাশ্যে আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, যদি তাহা সাধকগণের জীবনের পক্ষে সহায় না হয়। কেশবচন্দ্রের জীবনে যে সকল মূলতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে সকল তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। তিনি পৃথিবীতে যখন জীবন ধারণ করিয়াছিলেন তখন একা সে সকল মূল তত্ত্বের কল্যাণকর প্রতাপ সম্ভোগ করেন নাই, কিন্তু সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ উহা সম্ভোগ করিয়াছে। আমরা কি জানি না, তাঁহাতে যখন যে ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে, উহার প্রভাব তৎক্ষণাৎ সমাজের সকলের জীবনে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে? পৃথিবীতে দেহে অবস্থান কালে যাঁহার জীবনের প্রভাব এইরূপে সকল বিশ্বাসী জীবনে বিস্তৃত হইয়াছে, তিনি এখন পৃথিবীতে দেহে নাই বলিয়া কি সে প্রভাব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে? এ সকল জীবন কোন কালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় না, হইতে পারে না।

কেশবচন্দ্রের জীবনের মূলতত্ত্ব সকল চারি দিকের বায়ুমণ্ডল মধ্যে নিরন্ত আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছে। সত্য বটে কেশবচন্দ্র এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার এক জনও মনের মানুষ রহিল না, কেবল কয়েকখানি গ্রন্থমাত্র রহিল; এ সময়ে তাঁহার পরিশ্রম সমুচিত ফল বহন করিল না, কিন্তু দশ সহস্র বৎসর পরেও অন্ততঃ উহা ফলবান্ হইতে পারে।

স্বাধীনতা ও প্রেম এ দুয়ের বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুগণ এত দূর স্বাধীন হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে বা পরস্পরকে আর গ্রাহ্য করিতেন না; স্বাধীনতা বাড়িল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেমের বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াই যে অকালে বিনষ্ট প্রায় হইল। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশা ও বিশ্বাসও ভূয়োভূয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া যেমন এক দিকে নিরাশা উপস্থিত হয়, অন্য দিকে আবার আশা ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া মন উৎসাহান্বিত হয়। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজোপযোগী মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিতেছিলেন, তখন বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইতে ছিলেন; যাই নববিধানের মূলতত্ত্ব একাত্মতা তাঁহাতে প্রকাশ পাইল, অমনি সকলে পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। কেশবচন্দ্রের শেষ একাত্মতার জীবন ও একাত্মতাকে মণ্ডলীগত ধর্ম্ম করিবার জন্য যত্ন তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি Utopia (মনঃকল্পিত রাজ্য) লইয়া ব্যাপৃত হইয়াছেন, এই নিন্দা তাঁহার সম্বন্ধে রহিয়া গিয়াছে।

আমরা তাঁহার বন্ধুগণ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা আশ্রয় করিয়া তাঁহার নামে নিন্দা আরও দৃঢ় মূল করিতেছি। এখনও আমাদের জাগ্রৎ হইবার সময় অতিবাহিত হয় নাই; ঈশ্বর প্রসাদে যদি এখনও আমরা জাগিয়া উঠি এবং কেশবচন্দ্র যে পথ দিয়া একাত্মতাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই পথ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করি, তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিব, তিনি যাহা সম্ভোগ করিয়াছিলেন আমরা তাহা সম্ভোগ করিব। আমরা কত দূর অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পথে বসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর আমাদের জীবনে এমন বল শক্তি উদ্যম উৎসাহ নাই যে, সকল অবসন্নতা দূরে পরিহার করিয়া আবার সতেজে কেশবচন্দ্রের গম্য পথ দিয়া ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হই। সকল প্রকার অবসন্নতা ও ঔদাসীন্য বর্জ্জন না করিলে সে পথে চলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

যদি একবার আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় করি, অন্য দিকে দৃষ্টি আর তিলার্দ্ধের জন্য না রাখি, তিনি যে দিক্ দিয়া লইয়া যান, সেই দিক্ দিয়া চলিতে থাকি, তবে আমাদিগের জীবনেও অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। আজ কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে এ সম্বন্ধে নবীন প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদের সহায়, আমরা সকল প্রকারের ভয় ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, কেশবের জীবনপথ অবলম্বন করি; তাঁহার জীবনপথে অবিশ্রান্ত চলিয়া কৃতকৃত্য হই।

শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

[শ্রদ্ধাস্পদ ভাই ত্রৈলক্যনাথ সান্যাল]

অনেকে ধর্ম্ম করে এবং করিয়া গিয়াছে, কেশব ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছেন। এরূপ ফলবান জীবন অতি বিরল। এক জীবনে কত কাজই তিনি করিয়া গেলেন! আশানুরূপ মণ্ডলী গঠন না হওয়াতে যদিও নিরাশার সহিত বলিয়াছেন, "আমার ধর্ম্ম আমার

রহিল না, আমাকে তোমরা বিদায় করিয়া দিলে, কেবল পুস্তক কয়েক খণ্ডে আমার ধর্ম্ম থাকিল; ইহা দেখিয়া আমার ধর্ম্ম লোকে বুঝিতে পারিবে।" কিন্তু তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে তাহা তিনি অপর স্থানে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সভা এবং সাধু কার্য্যের প্রবর্ত্তক, এবং সুমহৎ সৎকার্য্যের উত্তেজক। কার্য্যকারণের দুষ্প্রবেশ্য গতির মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন তাঁহারা এ দেশের বিবিধ সদনুষ্ঠানের ভিতরে কেশবশোণিত দেখিতে পাইবেন। তাঁহার উপদেশ মত বিশ্বাস এবং কীর্ত্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারিলাম না, অনেক পুস্তকে তাহা পাওয়া যাইবে; কেবল গুটিকতক নূতন সভা এবং সদৃষ্টান্তের তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

(১) সহজজ্ঞান সকল তত্ত্বের মূল। (২) ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণে সাধারণের অধিকার। (৩) সর্ব্বশাস্ত্র, সমস্ত সাধু এবং সমস্ত সাধু কার্য্যের একতা মিলন। (৪) নিরাকারে প্রেম ভক্তি মত্ততা। (৫) জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম্মের সামঞ্জস্য। (৬) সংসারে বৈরাগ্য সভ্যতা। (৭) হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের মিলন। (৮) অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের ভিতরে দেব দেবী এবং দেশ বিদেশস্থ সাধুদিগকে দর্শন। (৯) ইহ পর কালের একত্ব।

আচার্য্য কেশবের প্রচারিত এবং আচরিত যোগ বৈরাগ্য ভক্তির ব্যবহার প্রাচীন কালের সহিত এক নহে। তাঁহার সমস্তই মিশ্রযোগে রচিত এবং নবীভূত। সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা এই সকলেতে বর্ত্তমান ছিল।

কার্য্যের দৃষ্টান্ত।—(১) প্রাত্যহিক উপাসনা এবং সাধন ভজন। (২) পাপত্যাগের জন্য অনুতাপ প্রার্থনা। (৩) মৃদঙ্গ করতালের সহিত চিদানন্দ হরির সংকীর্ত্তন (৪) নিরামিষ ভোজন শুদ্ধাচার। (৫) মাদকসেবন ও জাতিভেদ পৌত্তলিকতা বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ। (৬) বিবাহের রাজবিধি, সঙ্কর বিবাহ। (৭) ধর্ম্মপ্রচার, (৮) প্রচার আফিস, (৯) প্রচারক দল, (১০) ব্রহ্মবিদ্যালয়, (১১) ভারত আশ্রম, (১২) মঙ্গলপাড়া, (১৩) স্ত্রীবিদ্যালয়, (১৪) ব্রাহ্মিকাসমাজ, (১৫) ব্রাহ্মনিকেতন, (১৬) ব্রহ্মমন্দির, (১৭) আলবার্ট হল, (১৮) ইণ্ডিয়ান ক্লাব, (১৯) আনন্দবাজার স্থাপন। (২০) এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র, (২১) দৈনিক ইংরাজি কাগজ, (২২) ভারত সংস্কার সভা, (২৩ সাধন কানন, (২৪) ইংরাজি ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, (২৫) সহজ বাঙ্গালা ভাষা বিস্তার, (২৬) ধর্ম্মবিজ্ঞানপ্রচার (২৭) সমস্ত দিন উৎসব, (২৮) নববৃন্দাবন-নাটক ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা ইংরাজি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি পুস্তক। একটী বড় পরিবার, একদল সাধক, একদল প্রচারক, একদল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তাঁহার মহৎ কার্য্যের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। তিনি যেমন ইঁহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, তেমনি ইঁহারা যদি ভবিষ্যৎ বংশের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মাত্মা উৎপাদন করিয়া যাইতে পারেন, তবে পারম্পরিকরূপে কেশবচন্দ্রের কমনীয় স্নিগ্ধ রশ্মি পুরুষানুক্রমে দেশ দেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে। কেশবের সঞ্চিত ধর্ম্মসম্পত্তি এখন পৃথিবী মনের সাধে উপভোগ করুক। প্রকাণ্ড এক আধ্যাত্মিক নূতন রাজ্য তিনি খুলিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এই মহাপুরুষের জীবনচরিত আমাদের অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে এবং যুগ যুগান্তরে, দেশ দেশান্তরে অনন্ত ভবিষ্যতের লোকদিগের বিপুল সাহায্য প্রদান করিবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ যাঁহার সাধু পুত্রের সুচরিত্র দ্বারা সাধারণ মানবমণ্ডলীর এবং দুঃখী বঙ্গবাসীর গৌরব ও কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। ধন্য বঙ্গদেশ! যে সে এমন লোকগুরু ধর্ম্মাচার্য্যকে বক্ষে ধরিয়াছিল। ধন্য উনবিংশ শতাব্দী! যে সে এমন পবিত্র সন্তানকে দেখিল। পিতা দীনবন্ধু, আমার দেশস্থ নরনারীদিগকে পবিত্র কেশবচরিত্রের আদর্শে সংগঠিত করুন।

লবণ-সমুদ্র।

[শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর প্রার্থনার সার]

হে পতিতপাবন, তোমার প্রেরিত বুদ্ধদেব বলিলেন, "সংসাররূপ লবণ-সমুদ্রের জল যতই পান করিবে ততই পিপাসা বাড়িবে, অতএব তোমরা নির্ব্বাণ সাগরের স্নিগ্ধ বারি পান কর, তাহা হইলে তোমাদের মনের বিষয়জ্বর জ্বালা দূর হইবে। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর মুষাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে এবং তোমার দেশবাসীদিগকে মিসর দেশ হইতে সেই সুন্দর দেশে লইয়া যাইব, যেখানে সুমিষ্ট মধু নদী সকল প্রবাহিত এবং দুগ্ধের সমুদ্র উচ্ছ্বসিত।" বিষয় সুখরূপ বিষপানে আমাদিগের হৃদয় জর্জ্জরিত; ক্ষণে ক্ষণে আমাদের প্রাণ আকুল হইয়া, সেই দেশে যাইতে চায় যেখানে সুধাসিন্ধু উদ্বেলিত। কোথায় সেই সিন্ধু? আমাদের কোন প্রিয় কবি বলিয়াছেন, "আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা সুখপূর্ণ, আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।" বাসনাই লবণ-সমুদ্র। ঈশ্বরের বিশ্ব অথবা তাঁহার সংসার লবণ সাগর নহে। শুনিয়াছি, রাজা দশানন রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "দেখ রাম, তোমার মনে যখন যে শুভ বাসনা আসিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিবে; আমার মনে দুইটি শুভ বাসনা ছিল, একটি পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত এক সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিব। দ্বিতীয়টি লবণ-সমুদ্রকে ক্ষীর-সমুদ্রে পরিণত করিব; কিন্তু ভবিষ্যতে করিব বলিয়া সেই দুইটি বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।" প্রত্যেক মানুষ লবণাক্ত সংসার-সাগর মন্থন করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের অমৃত-সাগরে পরিণত করিতে পারেন এবং এমন একটি আশ্চর্য্য রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যদ্দ্বারা নিমেষের মধ্যে মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গধামে যাওয়া যায়। "স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি, এ রথের সারথি, নিমেষে গতি যার কোটি যোজন।" এই রথই সমন্বয়াচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রচারিত নববিধান। ব্রহ্মানন্দের

জন্মোৎসব আগত প্রায়; হে নববিধান বিধাতা যাহাতে আমরা তোমার প্রেরিত ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া এই স্বর্গের রথ আরোহণ করিয়া নিমেষে নিমেষে তোমার অমরধামে উপস্থিত হইতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-জীবন।—১।

[সার সংগ্রহ]

হে প্রাণেশ্বর, আমার জীবন-পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ। দয়াময়, আমিও পড়ি, সকলেও পড়ুন। এই জীবন-গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই জীবন-পুস্তকের সমাদর করি এবং ইহার সত্য সকল সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কোন ধর্ম্মসমাজে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই শব্দ হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হইল।

প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। পাপকে ঘুসি দেখাইতাম আর প্রার্থনা করিতাম। প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায় এই জানিতাম। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম, সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা।

পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে অথচ হইবে সকলই। সকলেই স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সার বস্তু জানিয়া এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।

পাপ বোধ আমার অনেক প্রবল। "আমি পাপী" "আমি পাপী" মন কেবল এইরূপই বলিত। পাপ দর্শনে পাপ বোধ হইল। আমি পাপের সম্ভাবনাকে ভয়ঙ্কর দেখিয়াছি। যদি অসাধুতার সম্ভাবনা না যায় তবেই পাপ রহিল।

বিবেক আমার বড় শক্ত। ভীষণরূপে পাপ বুঝিতে পারে। ছোট আদালত হৃদয়ের মধ্যে খোলাই রহিয়াছে। পাপের জন্য আমি গুরুভারাক্রান্ত।

এই তো জ্বালা ও কষ্ট, ধন্য ঈশ্বরকে যে পৃথিবীর মধ্যে এমন সুখীও অল্প দেখিতে পাই। রসনায় পাপ, কর্ণে পাপ, চক্ষে পাপ দেখিতেছি, কিন্তু উপকার হইতেছে, কেন না এই অনুভব হইবা মাত্রই প্রার্থনা হয়, যোগ করিবার ইচ্ছা হয়।

ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠপাপী এই পাতকী। পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জ্বালা হয়, তাহা হউক। আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন। যদি পাপ করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছটফট করুক। শান্তিদেবী নিকটে আসিয়া শান্তি দান করিবেন।

বাল্যকালাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক। অগ্নির স্পর্শা-কেই পরিত্রাণের অবস্থা জ্ঞান করি। এই জন্যই উত্তাপহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। ক্রমাগতই নূতন ভাব লইবার, নূতন পাইবার, নূতন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। নূতন মাত্রই উত্তাপ বিশিষ্ট পুরাতনের অর্থই শীতল।

আশী বৎসরের বৃদ্ধের এমনই তেজ যে রসনা হইতে কথা বাহির হইতেছে অমনি লক্ষ লক্ষ লোক উত্তেজিত হইতেছে। এইরূপ তেজ উৎসাহ উত্তাপ অগ্নি প্রত্যেকের রাখিতে হইবে।

উৎসাহের সহিত অগ্নিস্বরূপকে ডাকি। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রসনা ইহাই কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্ব্বদা এই মন্ত্র সাধন করুক।

সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল। শোক সন্তাপ বৈরাগ্য আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়। চতুর্দ্দশ বৎসরেই বৈরাগ্যের প্রথম সঞ্চার হইল। যত প্রকার সুখ ভোগ যৌবনে হয়, তৎসমুদয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিলাম। আমোদকে বলিলাম "তুই শয়তান, তুই পাপ," বিলাসকে বলিলাম "তুই নরক, যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।" শরীরকে বলিলাম "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব। তুই মৃত্যু মুখে ফেলিবি।"

তখন ধর্ম্ম জানিতাম না। জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। ভিতর হইতে তাই শব্দ হইল "ওরে তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না। কলঙ্ক পাপ এ সকল ভাবের কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।"

সংসারের প্রতি ভয় জন্মাইল। স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ তাহাকে ভয় হইত। সহাস্য বদন বিমর্ষ হইল। মন বলিল, "যদি হাস পাপ হইবে।" ক্রমে মৌনী হইলাম, অল্পভাষী হইলাম। সুখ সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতাম না।

বন ছিল না বনে গেলাম না। কোন প্রকারে শরীরকে কষ্ট দিতে অস্বাভাবিক উপায়ও অবলম্বন করিলাম না। যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ীকে, যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরকে শ্মশানের মত, বনের মত মনে করিলাম। বাড়ীর লোকদিগের কোলাহলকেই মনে করিতাম বাঘ ডাকিতেছে। সংসারই আমার বন হইল। তখন "রাত্রি চিন্তা" পাঠ করিতাম। যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয় কুচিন্তার দিকে মন না যায় এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইলাম।

দেবাসুরের যুদ্ধে দেবের জয় হইল। বিবেক বৈরাগ্য দুই

ভাই মিলিয়া পাপ জীবনকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে দেখি সংসার কাজে আসিতে পারিল না। আত্মপীড়নে ও আর্য্যাপীড়নের দ্বারা ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল।

এ বিধি সকলের বিধি হইতে পারে না। কিন্তু এ জীবনের একটী কথা সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে। যদি কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, যদি কীর্ত্তি রাখিতে হয়, মহত্ত্বাপার প্রসব করিতে হইলে এই গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। যদি স্থির হইবার বাসনা হয়, ঈশ্বরের হাতে আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে তাহাকে মারিতে হইবে। যদি বাঁচিতে প্রয়াস কর একবার মর। অমাবস্যার অন্ধকারে না পড়িলে পূর্ণিমার আলোক ও শোভা বুঝিবে না।

যে বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া করিতে হয়, আমি তাহার প্রয়াসী নই। লোক দেখাইবার জন্য যে বৈরাগ্য তাহা পরিত্যাগ কর। ঈশ্বরাদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভদ্রতার অনুরোধে আমি সংসারে থাকি, মন বৈরাগীদের সঙ্গে এক গোত্রের হইয়া গিয়াছে। অগ্রে মলিন মুখ হইলে শেষে হাস্য আসিয়া বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিবে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ-গ্রহণ।

নববিধান সম্পূর্ণ নূতন বিধান। ইহার ঈশ্বর নূতন, ধর্ম্ম নূতন, সাধন নূতন, যোগ নূতন, জ্ঞান নূতন, কর্ম্ম নূতন, মণ্ডলী নূতন, যাহা কিছু সকলই নূতন। পুরাতন মনে পুরাতন জ্ঞানে, পুরাতন সাধনায়, পুরাতন চেষ্টায়, পুরাতন জীবনে আমরা ইহার সত্য তত্ত্ব নিরূপণ বা ধারণা করিতে পারি না, বুঝিতেও পারি না, বুঝাইতেও পারি না। কেন না ইহা বুদ্ধি বিচারের আয়ত্তাধীন নয়, বিশ্বাস এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহা জানিবার এবং উপলব্ধি করিবার বিষয়।

ইহা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রভাব দ্বারা উপলব্ধ ও হৃদয়ঙ্গম হয়, কারণ ইহা বিধাতার বিধান; মানবের কোন প্রকার ধর্ম্ম-বুদ্ধি বা জ্ঞান বিচারে আয়ত্ত হয় না। তিনি জানান যারে সেই জানে, তিনি দেখান যারে সেই দেখে, তিনি ধরান যারে, সেই ধারণা করিতে সক্ষম হয়।

মানুষ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেই ইহা লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়, শুকাইয়া যায়।

তবে যে মানুষের "আমি নাই" যে দীন হীন, যে আপনাকে জ্ঞান বুদ্ধি বিহীন নিতান্ত অজ্ঞান শিশু জানিয়া ধ্রুবের ন্যায় একনিষ্ঠ চিত্তে ব্যাকুল অন্তরে জীবন্ত ঈশ্বরকে মার মত জড়াইয়া ধরে, তাহার নিকট তিনিই স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনার কৃপাবলে তাহাকে নবজ্ঞান, নববিশ্বাস, নবভক্তি দিয়া নববিধান দান করেন এবং নবভক্ত অঙ্গে গাঁথিয়া নববিধান জীবনে সঞ্জীবিত করেন।

এই নববিধান গ্রহণও কেবল মানব চেষ্টার ফল হয় না, নব বিধান মূর্ত্তিমান যে নববিধান বাহক তাঁহাকেও গ্রহণ, মানবীয় বুদ্ধি জ্ঞানে বা মানবীয় পুরুষকার সাধনে হইবার নয়।

নববিধান যাহা বলে, নবভক্ত বা নববিধানের মানুষ তাহা জীবনে। নববিধান ও বিধাতার বিধান, নববিধানের মানুষও প্রত্যক্ষ বিধাতার স্বহস্ত রচিত নবজীবনে সঞ্জীবিত নূতন মানুষ বা নবশিশু।

যুগে যুগে যাঁহারা যুগধর্ম্ম বাহক হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা মহাভক্ত মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সাধারণ মানবের আয়ত্তাতীত জীবন প্রাপ্ত ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত বা সম্মানিত; বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম-বাহক আপনাকে তাঁহাদের স্থানীয় বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের সবার জীবন চরিত্রে গঠিত ও তাহার সহিত পাপী মানবজনগণকেও তাঁহার সঙ্গে একাত্ম করিয়া সত্যই এক নূতন মানুষ নবশিশুরূপে স্বয়ং বিধাতাই তাঁহাকে জন্ম দিয়াছেন।

এই নবভক্তকে গ্রহণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সে ভাবে গ্রহণ নয়। তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার বিধাতা বা তাঁর মার চরণে একান্ত হৃদয়ে শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের সকল প্রকার আমিত্ব হরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার সন্তানের সহিত সংযুক্ত করিয়া এবং তদ্দ্বারা সমগ্র মানব ও সর্ব্ব ধর্ম্ম জীবনে গ্রহণ করাইয়া, নববিধান পূর্ণ করিয়া লইবেন। তিনি আমি ও জগজ্জন একজন হওয়াই যথার্থ ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণ।

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধেয় কুমার শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ।

যদিও বিধাতার জীবন্ত প্রত্যাদেশে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রথমা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়, তথাপি নানা জনে নানা কথা এই উপলক্ষ করিয়া রচনা করিয়াছিল, তাই তাঁহার আশ্চর্য্য গণিত অনুসারে কেমনে তাঁর ছেলে মেয়ের বিবাহ হয়, মধ্যমা কন্যার বিবাহে তিনি তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণিত করেন।

পাত্র ঠিক না হইতেই বিবাহের দিন স্থির হয়; আশ্চর্য্য, এই সময়ে মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কীয় খুল্লতাতপুত্র কুমার শ্রীগজেন্দ্রনারায়ণ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আগমন করিলে, নববিধানের পূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে মহাসমারোহে নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গেই বাল্যকাল হইতে অধ্যয়নাদি করেন। মহারাজাকে যখন বাঁকীপুরে অধ্যয়ন করিতে পাঠান হয়, তখন গজেন্দ্রনারায়ণও তাঁহার সঙ্গীছিলেন এবং বিলাতেও তাঁহারই সঙ্গীরূপে শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং মহারাজার জীবনের প্রভাব ও মহৎ গুণ অনেক পরিমাণে গজেন্দ্রনারায়ণ আয়ত্ত করেন। মহারাজা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। বাল্যকাল হইতেই গজেন্দ্রনারায়ণ বড়ই নিরীহ স্বভাব ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

বিবাহের পর মহারাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইলে গজেন্দ্রনারায়ণকে ষ্টেট জজের পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু কতিপয় কর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে অল্প দিন পরেই কুচবিহার হইতে দেবীগঞ্জে চাকলাজাত মহালের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। এখানে তিনি তাঁহার সরলতা ও উদারতা গুণে প্রায় সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের তিরোধানের পর কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কুচবিহারে স্থায়ীরূপে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়া সমাজের তত্ত্বাবধান কার্য্য আপনার ধর্ম্মব্রত মনে করিয়া প্রাণপণে সম্পাদন করিতেন। কুচবিহারে যখন যে প্রচারক উপাচার্য্যরূপে কর্ম্ম করিতে গিয়াছেন, সকলেরই সকল প্রকার অভাবাদি মোচনে এবং প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিতে তিনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতেন। তিনি অতিশয় সৎস্বভাবাপন্ন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল।

শেষ জীবনে কিছুদিন কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। গত ২০শে অক্টোবর তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে কমলকুটীর নবদেবালয়ে প্রাতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কথকতা হয়।

***

গৃহস্থসাধক শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস।

নববিধানপোষিত প্রচারকগণের ন্যায় শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থান সময়ে যে কয়েকজন সাধক তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গরূপে তাঁহার অনুগামী ও সহকারী ছিলেন তাঁহার মধ্যে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস অন্যতম। তিনি আচার্য্যদেবের নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নানা স্থানে বিষয় কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মসাধনায় বিশেষ উন্নত জীবন লাভ করেন।

শেষে কলিকাতায় আসিয়া যখন পবলিক ওয়ার্কস্ আফিসে কার্য্য করিতেন, শ্রীকেশবানুজ শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেনের সঙ্গে মিলিয়া ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী গঠন করেন ও আচার্য্যদেবের উপদেশাদি প্রচারের বিশেষ ভার গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা আচার্য্যপরিবারের আর্থিক অনটন নিবারণেরও যথেষ্ট সহায়তা করেন। নববৃন্দাবন নাট্যাভিনয়ে তিনি "অবিনাশের" অংশ অতি অদ্ভুতরূপে অভিনয় করিয়া সকলকে মোহিত করেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর রামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীদীননাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাজমোহন বসু প্রভৃতি কয়েক জনের সহিত ঘনিষ্ট আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃ-যোগসাধন করিতে মিলিত হন এবং আচার্য্যদেবের জীবন গ্রহণে নববিধান জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ সাধনে নিরত হন। ইঁহারা একত্র পাঠ, আলোচনা, উপাসনা, সঙ্গীতাদি করিতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানে গমন করিতেন। এই সাধনের ফলে তীর্থ সঙ্গীত নাম দিয়া কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন।

প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা মিটাইবার জন্য ইঁহারা এক শান্তি-সভা স্থাপন করেন। এবং ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টীনিয়োগ ও মণ্ডলীর পুনঃ গঠন ইঁহাদেরই চেষ্টায় সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস একজন উন্নত জীবন, আচার্য্য অনুরক্ত শান্ত সাধক ছিলেন। ৩১শে অক্টোবর তারিখে তাঁহার সন্তানদিগের গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। রামেশ্বর বাবুর সহধর্ম্মিণীর বিশেষ অনুরোধে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক উপাসনা করেন, ভাই প্রমথলাল সেন পাঠাদি করেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি হয়।

সংবাদ।

জন্মোৎসব—শ্রীদরবারে স্থির হইয়াছে আগামী ১৮ই নবেম্বর প্রচারাশ্রমে, ১৯শে কমলকুটীরে এবং ২০শে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইবে। আরো উপাসকমণ্ডলীর উদ্যোগে মন্দিরে ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতাদি সহকারে সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন হইতেছে।

নামকরণ—গত ২৭শে অক্টোবর, গিরিধিতে ডাঃ যোগানন্দ রায়ের ১ম শিশু পুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শিশুর নাম "অমলানন্দ" রাখা হইয়াছে। ভগবান শিশু ও তার পিতামাতা ভাই ভগ্নীদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মদিন ও সাম্বৎসরিক—গত ৭ই নবেম্বর আচার্য্যপুত্র ডাঃ সুব্রতচন্দ্র সেনের জন্মদিন এবং মহারাজকুমার হীতেন্দ্র নারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী গভীর ভাবে প্রার্থনা করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই ও ১৫ই অক্টোবর, আরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মিত্র তাঁহার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে বিশেষ উপাসনাদি করিয়াছেন।

গত ৪ঠা নবেম্বর, স্বর্গীয় জয়গোপাল সেন মহাশয়ের ভগ্নীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সবান্ধবে গিয়া উপাসনা করেন। ৬ই নবেম্বর, স্বর্গীয় মিঃ এ, সি, সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষেও ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ৮ই নবেম্বর, স্বর্গীয় হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁর পুত্রের ভবনে ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন ও বধূমাতা প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কথকতা হইয়াছিল।

বিশেষ উপাসনা—গত ২রা নবেম্বর, প্রাতে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে এবং ৯ই নবেম্বর বাগনান ব্রাহ্মসমাজে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

বারিপদা—এখানকার ব্রহ্মমন্দিরটী সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই মন্দিরের তলস্থভূমি ও কম্পাউণ্ড প্রায় এক বিঘার অধিক হইবে, ঐ ভূমিটীকে বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও, দয়া করিয়া এখানকার ব্রাহ্মসমাজের জন্য নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরটী শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এখানকার প্রজা সাধারণ ও রাজকর্ম্মচারীগণ এবং মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ গত ২৪শে অক্টোবর প্রাতে, মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেওকে অভ্যর্থনা করিয়া অভিবাদন পত্র দান করেন। এই উপলক্ষে ঐ দিন প্রাতে ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা ও মহারাজা মহারাণীর মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়, ভ্রাতা শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। ঐ দিন ১০টার সময় এখানকার রাজকর্ম্মচারীদের অন্তঃপুরস্থা মহিলাগণ, মহারাণী দেবীর অভ্যর্থনার জন্য বেলগড়িয়ার রাজপ্রসাদে সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সম্মিলন সভায় ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী আভাময়ী দেবী, সুললিত কণ্ঠে দুইটী মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করেন। এখানকার রাজপ্রাসাদে ব্রহ্মসঙ্গীত হওয়াতে, ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেওর ব্রহ্মানুরাগের সাধ কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইল। মা বিধান-জননী বিশেষ ভাবে এই রাজধানীতে তাঁর নববিধানের মহিমা প্রচারের এইরূপ বিধান করিলে ভক্তকন্যার সহিত আমাদেরও প্রাণ পুলকিত হইবে।

গত ২৯শে অক্টোবর, ১১টার সময় ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের উপাসনালয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভ্রাতা অখিলচন্দ্র সম্পন্ন করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলার সংবাদ—বিগত ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার—শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় আর্ম্মানিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে "উৎসব রহস্য" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তা—"অমিতব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনই" উৎসব রহস্য, ইহা বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

২৪শে শ্রাবণ, শনিবার—আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে পূর্ব্বাহ্নে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয়, ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন। সায়ংকালে আর্ম্মানিটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে ভাই মহিমচন্দ্র সেন "আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র ও পূর্ব্ববাঙ্গালা" বিষয়ে একটী নাতি দীর্ঘলিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন।

৩০শে শ্রাবণ, শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিনে পূর্ব্বাহ্নে দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ভাই মহিমচন্দ্র, ভাই দুর্গানাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ, বি, এল্, "গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অধ্যবসায়" এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। এইরূপে পরমহংস রামকৃষ্ণ, ভাই কান্তিচন্দ্র এবং ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন সাধিত হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার—অপরাহ্নে ভাই মহিমচন্দ্র সেন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ পথে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সংজ্ঞা লাভের পর গাড়ী করিয়া বাড়ীতে আনিলে ২।৩ ঘণ্টার পর পুনরায় অজ্ঞান হন, তদবধি পীড়িত আছেন; অবশ্য এখন অনেক ভাল। ঈশ্বরকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৪, সেপ্টেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালিন দান ও আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত সুজয় গুপ্ত (মাতামহের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ২৲, শ্রীমতী মহামায়া বসু (পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ২৲, স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী দেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু ২৲, শ্রীমতী প্রেমবালা মজুমদার ১০, শ্রীযুক্ত জনক চন্দ্র সিংহ (পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ২৲, স্বর্গগত কৈলাসচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৫৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন (পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে) ৫৲, শ্রীমতী শকুন্তলা সেন (মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ৪, কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দে ২৲ ও শ্রীমতী প্রেমলতা দে ১, শ্রীকেদারনাথ গুপ্ত (কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ১০৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ (স্বর্গীয় শ্বশুরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ২, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲, শ্রীমতী সরমা সেন (স্বর্গীয়া ভগ্নীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে) ১৲, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত (কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে) ২৲, Thanks Giving উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ৫০৲. এতদ্ভিন্ন বিশেষ দান—ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র সরু চাউল /৫ ও সাধারণ চাউল ॥০ অর্দ্ধ মণ, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও শ্রীমতী সুধাদেবী ঘৃত /০ সের, ডাইল পাঁচ রকম আন্দাজ ।৩।০ (সাড়ে তের সের) ও মাখন এক কৌটা।

মাসিক দান।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার ১০৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ১০৲, মাননীয় মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ১৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের সন্তানগণ ৬৲, S. N. Gupta ২৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি ৬৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ৫৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল কাস্তগীর ৩৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ২২শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 1st December, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধান-বিধায়িনি জননি, ধন্য তুমি। কেন না, তুমি যে কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া আছ তাহা নয়, লীলাময়ী মা হইয়া এই নবযুগে নববিধানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছ তুমি "আমি আছি," "আমি আছি" বলিয়া তোমার সত্য জীবন্ত সত্তা কেবল ভাবে রাখিয়াই তৃপ্ত হইলে না, এই যে তোমার সত্য-জীবনে তোমার মানব সন্তানকে নবজীবনে নবজন্মে সঞ্জীবিত করিলে, আর তাঁর পুরাতন জীবন রাখিলে না, তাই তিনিও বলিলেন, "কোথায় আমার আমি, সে তো নাই! আমার প্রত্যেক বিন্দু ভয়ঙ্কর সত্য"। তুমি এমনই তোমার জ্ঞানে তাঁহাকে সজ্ঞান করিলে যে তিনি বলিলেন "আমার জ্ঞানও নাই, আমার বুদ্ধিও নাই, একজন গুরু, একজন শাস্ত্রী আমায় জ্ঞান শিক্ষা দেন. আমি কারো কথা শুনি না, তাঁরই কথা শুনি, তাঁরই প্রত্যাদেশে আমি প্রত্যাদিষ্ট"। তুমি তখনই তোমার অনন্তরূপ তাঁহাকে দেখাইলে, তোমার অনন্তের প্রবাহে ডুবাইয়া নিত্য নিত্য নব নব উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ব্যাকুল করিলে, অগ্নিময় উৎসাহ আশা সে জীবনকে এতই প্রনোদিত করিল, যে আশার চন্দ্ররূপে তাঁকে তুমিই প্রতিভাত করিলে। তুমি যে বড্ড ভাল মা, তাহা তাঁহাকে চিনাইলে, তোমার স্নেহে মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে পাগল, মাতাল, শিশু করিয়া লইলে। তুমি তোমার অদ্বৈত প্রভাব তাঁহার নিকট এমন প্রকাশ করিলে যে তিনি তোমা বই আর কিছু নাই, সুধু তাই স্বীকার করিলেন তাহা নয়, তোমার সঙ্গে আত্মযোগ সমাধানে সকল ধর্ম্ম, সকল সাধু, সকল মানব, সকল দেশ, সকল প্রকারের বিভিন্নতা এক তোমাতে নিমজ্জিত দর্শন করিয়া, অখণ্ড যোগে তোমার সঙ্গে ও সর্ব্বমানবের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে কেবল তোমারই পুণ্যের প্রভাবে, হে পুণ্যময়, এই যে পরিবর্ত্তন জীবনে ঘটে, মহাপাপীও যে তোমার পুণ্যবলে পরিবর্ত্তিত নবজীবন প্রাপ্ত নবশিশু হয়, তাহা জীবনের সাক্ষ্যদানে তাঁহাকে প্রমাণ করিতে দিলে। হে ব্রহ্ম, তুমিই যে আনন্দ এবং তোমার সন্তান যে আনন্দের সন্তান—ব্রহ্মানন্দ, তাহা জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইয়া তোমার নববিধানের মহিমা জগজ্জনকে দেখাইলে। মা, যদি আমাদিগকেও বিশেষ ভাবে তুমিই এই তোমার নববিধানে আনিয়া তোমার এই নবশিশুর অঙ্গরূপে মিলাইয়াছ ও এবার তাঁহার সহিত তাঁহার নব-জন্মোৎসব সম্ভোগ করাইলে, তবে আমাদের এই ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র আমিত্ব-সম্ভূত পুরাতন জীবন একেবারে তিরোহিত কর। এবং তোমারই সত্য নববিধান-শিশু-জীবন বিধান কর। আমরা সকলে তাঁহার সহিত নিত্য একাঙ্গ হইয়া অখণ্ড জীবনলাভে তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার ভক্তকে, তোমার প্রত্যাদেশকে পূর্ণ-ভাবে যে বিশ্বাস করি তাহার পরিচয় দিয়া শুদ্ধ এবং সুখী

হই এবং জগজ্জনের আশা উদ্দীপন করি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাগার।

হে ঈশ্বর, এখন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আর বলে না যে প্রত্যাদেশ পাই, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে, আমরা কয়জন কেবল এই শ্মশানে বসিয়া আছি। সজীব ধর্ম্মের বিধান আর নাই, কেবল এই একখানি। তবে চালাও এই রথ। উৎসাহিত কর, আরও প্রেমে উন্মত্ত কর। আমাদিগকে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কর। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন খুব অগ্নিময় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ঈশা মুষা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে গিয়া নববিধানের গৌরব রাখিয়া যাইতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৬ষ্ঠ, ২১।

—

হে দীনজন প্রতিপালক, লেখা ছিল শাস্ত্রে একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য। বন্ধুরা একখানা হয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন তোমায় গাড়ি করে। আশীর্ব্বাদ কর আমরা সকলে স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া সকলে এক প্রাণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই।—দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ, ১৫।

—

মা, স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাবে। হে ঈশ্বর, ইঁহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি যোগ করিবার গহ্বর আমি। নববিধান একটা। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা। আমি আর এঁরা একটা। এঁদের বুঝিতে দাও যে এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে এক সন্তান নীচে, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদয় মনুষ্যসমাজ এক! এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে প্রচার করেন সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময় এক কর, এক কর। নববিধানের লক্ষণগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই।—দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ।

—

শ্রীব্রহ্মানন্দ গ্রহণ কিরূপে সংসাধিত হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ নববিধানের এক নূতন সাধন। নববিধান ধর্ম্ম যেমন এক নূতন ধর্ম্ম, ইহা প্রচলিত ধর্ম্মের অভিধানে নাই বলিয়া ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যেমন সাধারণতঃ কিছু দুরূহ মনে হয়, তেমনি এই নববিধানের নবভক্তকেও গ্রহণ সাধন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগ্রহণ সাধনের মত নয়। এই জন্য ইহা এতই কষ্টসাধ্য বোধ হয়।

ঈশ্বর সবার, তাঁহাকে গ্রহণ সবারই সহজ সাধ্য, কিন্তু ভক্তকে গ্রহণ তেমন সহজ সাধ্য নয়। এই জন্য যুগে যুগে অনুবর্ত্তিগণ ভক্তগণকে ঈশ্বরাবতার বোধে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূজা দিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবাহক আপনাকে "ঈশ্বরও নন বা ঈশ্বরাবতারও নন" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাই সে ভাবে গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে ত গ্রহণ করাই হয় না; অথচ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগের তাঁহাকে সে ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে কতই না সহজ হইত। তাহা তিনি হইতে দিলেন না, এ জন্য কত ভক্তিমান লোকেও একেবারে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং যাইতেছেন।

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণ মানে তাঁহাকে "প্রভু প্রভু" বলা নয়, তদ্ভাবাপন্ন জীবন হওয়া; তাঁহার সহিত একাত্মতা সাধনে এক নববিধান-জীবন হওয়া, ইহাই তাঁহাকে গ্রহণ।

তাহা করিতে হইলে প্রথম তিনি যেমন "কোথায় আমার আমি, ইহা নাই" বলিলেন; তেমনি আমাদের এই স্বতন্ত্র আমিত্বকে অস্বীকার বা উড়াইয়া দিতে হইবে। তিনি যে জীবন্ত প্রত্যক্ষ মাকে মা বলিলেন, এবং মার হাতে সমুদয় জীবন সমর্পণ করিলেন, তেমনি তাঁর মাকে মা বলিয়া তাঁহারই পূজায় এবং তাঁহারই ইচ্ছায় আত্মবলিদান করিতে হইবে।

যেমন আমাদের 'আমি আমার' ত্যাগ করিতে হইবে, তেমনি আমাদের নিজকৃত মনঃকল্পিত মাকেও ত্যাগ করিয়া,

তিনি যে জীবন্ত জাগ্রত মাকে নববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

তাঁহার জীবন্ত মাকে মা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিলে, তিনিও সন্তান বলিয়া গ্রহণ করেন ও আমার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা তিনিই করিয়া দেন, যে সাধনার প্রয়োজন তিনিই করাইয়া লন। আমাকে নিজ পুরুষকারেও চেষ্টায় কিছু করিতে হয় না। তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণ দেন এবং স্বয়ং বিবেক বংশী বাজাইয়া জীবনের পথে পরিচালন করেন।

ব্রহ্মানন্দ যে বলিলেন, "আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিন্‌লি না।" "দেখেছিস্ কি তোরা আমার মাকে বল্ সত্য করে!" তাই ব্রহ্মানন্দকে প্রকৃত ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার এই মাকে সত্য করে দেখিতে ও পূজিতে আকাঙ্ক্ষিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মা ব্রহ্মানন্দের দর্শন শ্রবণ দানে আমাদিগকে নববিধানের ভক্তের সহিত একাত্মতা বিধান করিবেন এবং তাঁহার জীবন যেমন মাই স্বহস্তে গড়িয়াছেন, আমাদিগকেও সেই ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িয়া লইবেন।

ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণও তাঁহাকে আমাদের মনের মত করিয়া আংশিক ভাবে গ্রহণ নয়। তিনি যেমন বলিলেন, "কেহ আমার ভক্তির ভাগ, কেহ আমার জ্ঞানের ভাগ লইলে হইবে না, কাটা মাছ যেন কেহ গ্রহণ না করেন, বুদ্ধির খাঁড়া দিয়া আমাকে কাটবে না। আদত মাছ গ্রহণ কর। জল মীনের আধার, জল শুদ্ধ মীনকে গ্রহণ কর।" জল ছাড়া মাছ যেমন মৃত মাছ, তেমন জীবনের জীবন যে ব্রহ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া ভক্ত জীবনও মৃত। তাই ব্রহ্মানন্দকে তাঁহাদের মার ভিতর দিয়া সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগের বুদ্ধি বিচারের খাঁড়া দিয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে হইবে না। এবং ব্রহ্মের সহিত হৃদয়-সরোবরে তাঁহাকে লইয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহার জীবন আমাদের জীবনে সঞ্চারিত, সংক্রামিত বা সংগ্রথিত হইবে। নববিধানে ব্রহ্মানন্দের মাকে লইলে, মার যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে লইয়া আমরা সর্ব্বজনে ব্রহ্মানন্দ জীবন হইব।

তাঁহাকে উচ্চ ভক্ত বা গুরু মনে করিয়া কেবল সম্মান দিলেও তাঁহাকে গ্রহণ করা হয় না। তিনি বলিলেন "আমার সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে তাহারা কিসে আছে।" নববিধানে ব্রহ্মানন্দ গ্রহণের এইটীই মহা বিশেষত্ব, তাঁহার সহিত সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী হইতে পারিলেই তবে যথার্থ তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল। তাহা হইতে আমরা এখনও পারিতেছি না বলিয়াই তিনি বলিলেন, "আমার কেহ হইল না।" "এ যে শতদ্রু নদী, পেছিয়ে না গেলে মিলন হয় না।" এই জন্য তাঁহাতে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়া, তিনি আমি যে এক, এই সাধন করিতে হইবে। তাঁহার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম, তাঁহার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস, তাঁহার মা আমার মা, তাঁহার যাহা আমার করিয়া লইতে হইবে। তাঁহাকে কেবল আদর্শ বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেও যে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল, তাহা নহে। তিনি বলিলেন, "ঈশা গৌরাঙ্গকেও পূর্ণ আদর্শ বলি না, এক ঈশ্বরই আমাদের পূর্ণ আদর্শ।" সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সহিত একাত্মতা সাধনই তাঁহাকে গ্রহণ।

এইরূপে তাঁহার সহিত ঐকমত্যে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইবে। তিনি তাই বলিলেন, "যারা পরস্পরের নয়, তারা আমারও নয়, আমার মারও নয়; নববিধানেরও নয়; যাঁরা পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া একজন হন তাঁহারাই আমাকে গ্রহণ করেন।" এই পরস্পরকে ভাই বলিয়া গ্রহণে এক অখণ্ড জীবন বা 'মর্ত্তে একমেবাদ্বিতীয়ম্' হওয়াই ব্রহ্মানন্দ গ্রহণের সাধনা। এবারকার ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব সাধনের ফলে যেন আমরা এই অভিজ্ঞান লাভে ধন্য হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মার আমি।

"আমি" "আমি" বলা কেবল ভ্রম ভ্রান্তির খেয়াল মাত্র। কারণ প্রকৃত আমি তিনি, নিত্য "আমি আছি" "আমি আছি" বলেন যিনি। তাঁর শক্তিতে জীবিত যে আমি সেই আমিই সত্য আমি। প্রাণ-শক্তিহীন দেহ যেমন মৃত, তেমনি প্রাণস্বরূপিণী যিনি, তাঁহাকে ছাড়িয়া যে আমি সে ত মৃত আমি বা বিকারগ্রস্ত আমি, সে আমি সত্য আমি নই। এই আমি অস্বীকার করিলেই, আমি "মার আমি" হই। ইহারই নাম নবশিশু-জন্ম। এই শিশু-জীবন জীবনে জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্যই নবশিশুর জন্ম অর্থাৎ পৃথিবীতে অভিব্যক্তি। প্রত্যেক মানব যে "মার আমি" হইবে ইহা সম্ভাবিত হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশার জন্মে ; পৃথিবীশুদ্ধ সর্ব্বমানব নবশিশু হইল শ্রীব্রহ্মানন্দের জন্মে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ নবশিশুর জন্মও এই জন্য যে তাঁহার জন্মে সবাই পরিবর্ত্তিত নবজন্ম নবজীবনে জীবন যাপন করিব। আমি আমার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া মার কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিলেই, আমি নাই হইয়া মার আমি, নবশিশু আমি হই; এই সবাই এক অখণ্ড আত্মা বিশ্বজন-শিশু জন্মদান করিতেই নববিধানের আগমন।

নববিধানের উদ্দেশ্য কি?

নববিধানের বিশেষত্ব একা একা ধর্ম্ম সাধনের স্থানে পরিবারে, দলে, সর্ব্বজনের ঐক্যবন্ধনে ধর্ম্ম সাধন। হারমোনিয়মে এক এক রিডে এক একটী সুর বাজে, কিন্তু সব রিড একত্রে বাজিলে, তবে হারমোনিয়মের বাজনা বাজে। নববিধানের বিশ্ব-ঐক্যতান সর্ব্বজনীন বাজনা। সর্ব্বজনে একজন হইয়া এই বাজনা বাজাইতে হইবে।

এই ত নিদর্শন।

মনের নানা প্রকার ভয় অন্ধকারের মধ্যে গর্ভধারিণী জননীর বিনা প্রসব বেদনায় কলুটোলার সামান্য অন্ধকারময় একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। বর্ত্তমান যুগে নববিধানে মানবের বিনা চেষ্টায় মার কৃপায় সংসার অন্ধকারের মধ্যে পাপ অন্ধকার হৃদয় ঘরেও মার ভক্তজীবন জন্মগ্রহণ করিবে, ইহাই কেশবচন্দ্রের জন্মের আশ্চর্য্য নিদর্শন। এইজন্যই তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলছি বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে, নারকী যে উদ্ধার হতে পারে, আমার জীবন দেখিলে সবার আশা হইবে।"

নববিধানের নব আবিষ্কার।

অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানযোগে ঈশ্বরকে একমেবাদ্বিতীয়ং এই প্রতিপন্ন করিয়া, দ্বিতীয় কিছু থাকিতে পারে, স্বীকার করিলেন না। এক ব্রহ্মই আছেন আর জড় প্রকৃতি প্রপঞ্চ ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, তাহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিলেন। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নববিধান পরমাত্মা পরব্রহ্মকে যেমন একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তেমনি মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীন মানবত্ব থাকিলেও সমগ্র মানব যে একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে সংযুক্ত সংগঠিত, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া একত্ব প্রতিপাদন করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে, পরিবারগত ভাবে, দলগত ভাবেও মানব-ধর্ম্ম সাধন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু নববিধানে একাঙ্গরূপে, এক অখণ্ডবপুরূপে, সর্ব্বজনে একাত্মনে পৃথিবীতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপে স্বর্গস্থ একমেবাদ্বিতীয়মকে গৌরবান্বিত করিবেন ইহাই নববিধানের নব আবিষ্কার। পূর্ব্ব বিধানে ব্রহ্মযোগ যেমন বিশেষ ভাবে সাধিত, নববিধানে মানব যোগ সাধনই বিশেষ সাধন। নববিধানের ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়া মা, নববিধানের মানুষ এক বিশ্ব-মানব। এ বিধানে উনি, আমি, তিনি নাই, সর্ব্বজনে একজন নববিধান বিশেষভাবে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তপোবনের বিধি।

[৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৬ শকঃ]

ঈশ্বর বলিলেন, "আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন। সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য। মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক পোষণ করে, তাহারা বিশ্বাসীশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত নহে।

সত্যের নিয়ম।—জিহ্বা দ্বারা সত্য কথন সর্ব্বপ্রথমে, দ্বিতীয় ব্যবহারে সরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম উপাসনা।

প্রেমের নিয়ম।—সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও কথা সুমিষ্ট; ব্যবহার মঙ্গলকর; সহবাসে নিশ্চিন্ত আনন্দ; শত্রু জানিলেও ভালবাসা; অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া।

বৈরাগ্যের লক্ষণ —অন্যকে দিবে, নিজে লইবে না, ধনস্পর্শ যতদূর সম্ভব পরিহার, সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত; দারিদ্র্য মধ্যে প্রফুল্ল থাকা; অসমান অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেবদত্ত ধন মানে ভোগ বর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা; সম্পদ বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি।

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে চিনিয়া লবে।

এই সকল পাপ পরিহার করিবে:—চিন্তিত সংসারীর ন্যায় সংসার নির্ব্বাহ করা, অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নির্য্যাতন; বিচ্ছিন্ন ভাবে দিন যাপন; বিধানের অবমাননা ও তৎপ্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্যের সমান হইতে চেষ্টা; দোষ স্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া; অতিরিক্ত বাক্য ও নিস্ফল আলোচনা; ব্রত সম্বন্ধে অস্থিরতা; কর্জ্জ করিয়া সঙ্গতির অতিরিক্ত ধন ব্যয় চেষ্টা; স্বাধীনতা প্রিয়তা; পরিত্রাণ সম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধু বিচ্ছেদ; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ"

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র ঈশ্বর-নিয়োজিত আচার্য্য।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র যে নববিধানের ঈশ্বর-নিয়োজিত নববিধানাচার্য্য এ সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও ভিন্ন মত নাই, থাকিতে পারে না; কারণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ংই ইহার সাক্ষী। তিনি তো ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নেতা এবং একেশ্বরের উপাসনাপ্রবর্ত্তক প্রধান আচার্য্য। তাঁহার ন্যায় একেশ্বর বিশ্বাসী বর্ত্তমান যুগে এমন আর কে? আবার যিনি ভক্তগ্রহণ সম্বন্ধে কতই ভীত, ভারত-

বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা কালেও যিনি "খৃষ্টের বিভীষিকায়" কতই ভয় পাইলেন, তিনিই ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, "যদি এ জীবনে ঈশ্বর আদেশে আমি কোন কার্য্য করিয়া থাকি তা কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিয়োগ।" ঘুসকরার আম্র-কাননে তিনি যখন গভীর সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কেশব-চন্দ্রকে আচার্য্য নিয়োগ করিতে তিনি ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন।

কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" নাম মহর্ষিই প্রদান করেন, এবং তখনকার জ্যেষ্ঠদিগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেবল ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া তিনি তাঁহাকে আচার্য্য পদাভিষিক্ত করেন, এই সময় হইতে কি প্রেমচক্ষে যে তিনি কেশবচন্দ্রকে দেখিতেন তাহা কে না শুনিয়াছেন। আত্মজীবনীতে নিজের ৪১ বৎসর বয়সের বিবরণ পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি বলিলেন, "ইহার পর ব্রহ্মানন্দের আমল," অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মহর্ষির কার্য্য সেই পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে, পরে যাহা কিছু তাহা ব্রহ্মানন্দের।

যাহাহউক, কেশবচন্দ্র যে ঈশ্বর প্রেরিত আচার্য্য এবং তিনি যে ব্রহ্মানন্দ ইহা মহর্ষির সাক্ষ্য দানেই আমাদের গ্রহণ এবং স্বীকার করিতে হইবে, এবং যেমন একদিকে মহর্ষির কথা তেমনি ব্রহ্মানন্দ নিজেও ঈশ্বরালোকে উপলব্ধি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন:—"সময় ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টার পদ আচার্য্যের পদ পাইলাম। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। ঈশ্বর যখন বসাইলেন তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না।"

"এবারও মানুষ চাই। আমরা কি প্রমাণ পেয়েছি যে একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? এমন কি একজন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে যার বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে লোকে ইহার ভিতর চার বেদ এক হয়েছে? এ গরীব বলতে চায় আমিত সিদ্ধ হয়ে জন্মি নাই,.........আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বলছি আমার জীবন দেখ বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে এ যদি দেখিতে চাও তবে ভাই এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাই।"

"মা স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি।" আরও অন্যত্র বলেন, "আমি একজোড়া নূতন কাপড়ের আগাগোড়া করিতে আসিয়াছি।" তিনি সর্ব্বান্তকরণে সাহসের সহিত বলিলেন, "এই ব্যক্তির প্রত্যেক বিন্দু ভয়ঙ্কর সত্যে পূর্ণ।" তাঁহার কথা কি অবিশ্বাস করিতে পারি?

বাস্তবিক ইহা কি নববিধানের নবমানুষের সাক্ষ্য দান নয়? সত্যই যদি আমরা নিগূঢ় ভাবে পর্য্যালোচনা করি এবং পবিত্রাত্মার আলোকে ভক্তিযোগে অনুধ্যান করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে তাঁহার জীবন, জীবন্ত ভগবানেরই দ্বারা গঠিত। জীবনবেদে তিনি যাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে তিনি নিজ পুরুষকার বলে বা সাধন বলে যে নিজ জীবন গঠন করিয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু প্রথম প্রার্থনা শিক্ষা হইতে যোগ ভক্তি ধর্ম্ম সমন্বয় নববিধানের যাহা কিছু তিনি জীবনে প্রদর্শন করিলেন বা প্রচার করিলেন, তাহা সকলই স্বয়ং ভগবৎ প্রদত্ত, বা সকলই তাঁহার জননী নিজে তাঁহার আধ্যাত্ম জীবনে উপলব্ধি করাইয়া, সেই সমুদায় সত্য ভূষণে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছেন। তাই তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি ধারে কারবার করেন নাই, যখন যাহা পাইয়াছেন সেইটুকু কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

এক্ষণে তিনি যখন ঈশ্বর প্রেরিত নববিধানাচার্য্য, এবং ঈশ্বর প্রেরণা বলেই যখন নববিধানের প্রবর্ত্তনাও ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার জীবনে যে সত্য সকল উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা ত নববিধানের ঈশ্বরেরই সত্য, তাহা ত আর তাঁহার নিজস্ব সত্য নহে, আর তাঁহার যে জীবন, তাহাও ত বিধাতা-গঠিত নববিধান-জীবন।

তবে আমরাও যখন নববিধানকেই আমাদের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করি, তখন এই সত্য এবং এই জীবন আমাদের গ্রহণীয় কি না এবং যদি গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে ইহা কি সাধন করা নববিধান বিশ্বাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়?

অবশ্যই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ বা তাঁহার অনুগমন যদি করিতে যাই, তাহা নিশ্চয়ই সমুচিত নহে এবং তাহা করিতে গেলে ভ্রম প্রমাদ আসিবার আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তদের সম্বন্ধে তাহার সম্ভাবনা যত শ্রীকেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাহা হইতে পারে না। কারণ কেশবচন্দ্র স্বয়ংই বলিয়াছেন, "জল ছাড়িয়া এ মাছ নিও না, মাছের আধার জল।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া আমাকে নিও না, ব্রহ্মই আমার জীবন।

বাস্তবিক জীবিত মৎস্য চাহিলে যেমন জল ছাড়া তাহা কখনই পাওয়া যায় না, তেমনি ভগবানকে ছাড়িয়া ভক্তকে গ্রহণ মতে গ্রহণ করা হইতে পারে, জীবনে জীবন্ত ভাবে গ্রহণ হয় না। ব্রহ্মা-নন্দ তাই আরো বলিলেন, "বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে আমাকে রেখ না; ভক্তের হৃদয় সরোবরে এ মীন বাড়িবে," অর্থাৎ বিশ্বাসী জীবনে ব্রহ্মানন্দ জীবন বর্দ্ধিত হইবে। কেবল মতে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে হইবে না। শ্রী:—

—•—

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সঙ্গে চিরসম্বন্ধ।

[শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ]

১৫ই ফাল্গুন, ১৮০৫ শক।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদিগের আচার্য্যদেব অনন্তকাল

বিধানের আচার্য্যরূপে ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন এবং থাকিবেন। আমাদের ও তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা কতক দিনের জন্য নহে কিন্তু অনন্ত কালের জন্য। আমরা সকলে বিধানরূপে যেমন পূর্ব্বেও ঈশ্বরের বক্ষে তাঁহার সঙ্গে সমবেত ছিলাম, এখনও তাঁহার সঙ্গে সেই স্থানে সেই ভাবে আছি এবং পরেও থাকিব।

তিনি আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বক্ষে তাঁহার স্থিতি কালে যাহা ছিলেন এখনও তাহাই আছেন, তাঁহার সম্বন্ধ ও পদ চিরকাল অনতিক্রম্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ কেবল আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সন্তুষ্ট হইলে হইবে না। কিন্তু এই সম্বন্ধ জগতের নিকটে বিবিধ উপায়ে ব্যক্ত করা আবশ্যক। কেননা, বিধাতা যাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে বিধান সংস্থাপন করেন, তাঁহাকে সেই বিধানের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে চিরকাল ধরাধামে রাখিয়া দেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সে বিধান গ্রহণ করিতে পারেন না।

সত্যবটে স্বভাবে ভাবাপন্ন হইলে বিধান গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মানিতে হইবে, ততদিন জীবনে তাহা অস্ফুট থাকে, যতদিন সেই সেই বিধান প্রবর্ত্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হয়।

সত্যবটে আমাদের আচার্য্যদেব আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সমুদয় প্রাচীন বিধান প্রবর্ত্তকগণকে সকলের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে সম্মপ্রধান করিয়াছেন, আপনাকে তাঁহাদের পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। এই লুক্কায়িত থাকিবার ভাব আমরা হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করি ও অতীব সমাদর করি। কিন্তু আমরা ইহা জানি যে তাঁহার ভাবে ভাবুক না হইলে, ঐ সকল বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মাদিগকে কেহ পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিতে সক্ষম হয় না।

এই জন্য তিনি বিগত সাম্বৎসরিকের পূর্ব্ব সাম্বৎসরিক উৎসবান্তে বিশ্বাসিগণকে তাঁহাকে দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইঁহাকে জীবনপথে দৃষ্টান্ত করিলেই সকল মহাত্মা আসিয়া সে হৃদয়ে যুগপৎ অধিকার করেন। যখন সকল মহাত্মা আত্মস্থ হইয়া যান তখন যদিও তিনি মহাপুরুষগণরূপ পুষ্পমালার অভ্যন্তরে সূত্রের ন্যায় লুক্কায়িত হন, তথাপি তাঁহাদিগের সকলকে অন্তরে একত্রে আনয়ন করার জন্য ইঁহাকে প্রয়োজন। এবং এইজন্যই বর্ত্তমান বিধান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে বিধানের নিত্য সম্বন্ধ প্রচার ও প্রদর্শন করিতে হইবে।

আমরা যদিও শরীর সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি তথাপি তাঁহার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তিনি যে প্রণালীতে সমুদয় মহাত্মাদের সঙ্গে ইহলোকে সঙ্গত হইতেন আমরাও সেই প্রণালীতে তাঁহার সঙ্গে চিরসঙ্গত হইব।

আমরা যখনই মার নিকট বসি তখনই তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে যেমন একস্থানে ছিলাম তেমনি একস্থানে অবস্থিত হই। তাঁহার স্থান যেখানে ছিল আমাদের মধ্যে থাকিবে।

[এই নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা ও প্রতিপন্ন করিবার জন্য দরবারে তাঁহার সভাপতির আসন দেবালয়ে ও মন্দিরে তাঁহার বেদী চিরকাল শূন্য থাকিবে।]

১৭৯৪ শক ৩০শে পৌষ —এই সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মূলে একতা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

মার কেশব।—১।

[শ্রীমতী মা সারদা দেবী]

কেশব আমার তৃতীয় সন্তান। নবীন প্রথম, ব্রজেশ্বরী দ্বিতীয়, কেশব তৃতীয়। তখন নবীনের বড় কঠিন ব্যামো। তাঁকে নিয়ে রাতদিন কোলে করে বসে আছি, ছেলের কখন কি হয়।

এমন অবস্থায় হঠাৎ আমার বেদনা উঠিল; ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। কেননা নবীনের কি হবে কে দেখ্‌বে এই ভাবনাই অধিক প্রবল। এই ভাবিয়া বেদনা উঠিতে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কবিরাজ মহাশয় যিনি দেখিতেছিলেন, শুনিয়া বলিলেন, "কান্না কেন, ভয় নাই, আমি ছেলেকে দেখ্‌ব।"

আবার নবীনের অসুখের জন্য আঁতুড় ঘরও প্রস্তুত হয় নাই। তাড়াতাড়ি কি হবে, আমাকে ধরে কলুটোলার বাড়ীর পাইখানার পথ দিয়ে নীচের একটা বাবিশ কয়লা ভরা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে যেতেই ধাই না আস্‌তে আমি সহজে প্রসব হয়ে পড়লাম। অন্যান্য বারে প্রসব হতে একটু আধটু আমাকে কষ্ট-পেতে হয়েছিল এবার তা কিছুই হ'ল না।

৫ই অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে সকাল প্রায় ৭।৩০ মিনিটের সময় কেশব আমার ভূমিষ্ঠ হন। ৫ই অগ্রহায়ণ ছেলে হয়, সুতরাং পুরা দশ মাসও হয় নাই।

এই নীচের অন্ধকার আঁতুড় ঘরে এক অবস্থায় আমাকে ৯ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। তিন দিনের দিন আঁতুড়ের ধোঁয়া খাইয়া শিশুর পেট ফুলে অচেতন হয়ে পড়ে এবং তার জীবনের আশা প্রায় চলে যায়। এই মৃত-প্রায় অবস্থায় দেড় দিন থাকে, তারপর ধোঁয়া নিবাইয়া দিতে জীবন রক্ষা হয়।

আটদিনের দিন খুব ঘটা করে আটকৌড়ে হয়। নয় দিনের দিন স্নান করাইয়া উপরকার চলন ঘরে ছেলেকে নিয়ে আসি। আমি এখানেই তখন থাকিতাম। এখানে আনিয়া অবধি একমাস পর্য্যন্ত অল্প করে সেঁক দেওয়া হত।

ছেলে চার মাসের হলে আমার শ্বশুর মহাশয় (দেওয়ান রাম কমল সেন) বৃন্দাবন যান। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ভক্ত হিন্দু ছিলেন। অতুল বিষয়ের অধিকারী হলেও এক বেলা স্বহস্তে পাক করে আহার করিতেন এবং এমন সাত্ত্বিক আহারী ছিলেন যে গোরক্ত ভাবিয়া দুধ পর্য্যন্ত খাইতেন না।

তাঁর বৃন্দাবন যাওয়াতে কেশবের অন্নপ্রাসন ঠিক সময়ে হতে পারে নাই। আট মাস বয়স হলে অন্নপ্রাসন হয় ও তাতে খুব ঘটা হয়। এই উপলক্ষে অনেক নূতন নূতন তরকারী আমার শ্বশুর মহাশয় বই দেখিয়া তৈয়ারী করিবার বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্বে আমাদের বাড়ী কোন যজ্ঞতে এত নূতন তরকারী হয় নাই।

কেশবের রাশিনাম জয়কৃষ্ণ, তাহা হইতে শ্বশুর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ নাম রাখেন। কেশব বাসুদেব চাকরের কোলে কোলে থাক্‌তেন বলে, তিনি "কেশো"ও "পর্য্যান্ত" বলেও ডাকিতেন। আমার ভাসুর মহাশয় কিন্তু বড়র নাম নবীনচন্দ্র রেখেছিলেন বলে, চন্দ্রে চন্দ্রে মিল রাখবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ নাম বদলাইয়া কেশবচন্দ্র রাখেন। সেই নামেই কেশব সর্ব্বত্র পরিচিত হলেন।

কেশব ছেলে বলা থেকে বড়ই শান্ত ও সুবোধ ছিলেন। ঝগড়া ও কোন দুষ্টামি বা আবাধাতা করেন নাই। একটীবার কেবল "৪টা গোল্লা খাব," "৪টা গোল্লা খাব" বলে বায়না করেন। তাতে আমি বিরক্ত হয়ে একটী চড় মারি। শ্বশুর মহাশয়ের কাছে একজন আর বই সমক থাই। তিনি "পর্য্যান্ত"কে কাঁদতে শুনে এবং তার কারণ জানতে পেরে তখনই চারি ঝুড়ি গোল্লা সন্দেস আনিয়া দেন ও বলেন "৪টি গোল্লা খেতে চেয়েছ, এই চার ঝুড়ি গোল্লা নাও একঝুড়ি তুমি খাও, একঝুড়ি তোমার ঠাকুরমাকে দাও।" তা পেয়ে "পর্য্যান্তের" সব বায়না থামিয়া গেল।

বাল্য খেলার মধ্যে ঢোল বাজান, খোল বাজান ও কীর্ত্তন করা কেশবের প্রধান খেলা ছিল; আরও কতরকম নূতন নূতন খেলা খেলিত। কিন্তু তাতে পড়ির পর, পড়া শুনা ক'রে অরও কালে পড়া শুনাই তাঁর প্রধান খেলা হয়ে উঠে। দিবারাত তাই নিয়াই থাকিতেন। পড়া শুনায় তাঁর এত চাড় ছিল, যে গোলমাল হবে বলে তেতালার উপরের ঘরে একা বসিয়া পড়িতেন। একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত না নামিতে আমি চারিদিকে খুজে পাগলের মত হয়ে বেড়াই, পরে তেতালার উপর গিয়া দেখি বই মুখে দিয়া বাছা আমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

প্রথমে বাড়ীতে নীল গুরুমশায়ের কাছে হাতেখড়ি হয়, তার পর আর একটী গুরুমশায়ের কাছে বাঙ্গলা কিছু কিছু পড়া হয়। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী পড়িবার জন্যে হিন্দু কালেজে দেওয়া হয়।

হিন্দু কালেজে পড়িতে আরম্ভ করে অবধি প্রতি বৎসরই প্রাইজ পাইতেন। প্রথম যেবার প্রাইজ পান অনেকগুলি বড় বড় বই বুকে করে আনেন। ভাশুর মশায় (শ্রীহরিমোহন সেন) তা দেখেন, কিন্তু তাঁর ছেলে প্রাইজ পায় নাই বলে তত আহ্লাদ করেন নি। কেশবের তাতে মনে কিছু দুঃখ হয়, তার পূর্ব্বেই আমার এমন অবস্থা (বৈধব্য) হয়েছিল সেই শোক বোধ হয় মনে হয়ে কেশব কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন "আমি যে এত প্রাইজ পেলাম, এ দেখে আহ্লাদ করবে কে?" আমি বল্লাম "আমি কি করব, তুমি দুঃখ করো না।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—২।

[সার সংগ্রহ]

আমার ইষ্টদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। অধীনতা এই পৃথিবীতে বিষ, অধীনতা রাশি রাশি নরক যন্ত্রণার হেতু। অধীনতা পাপ, অনিষ্টের হেতু, অধীনতা ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা।

নববিধান পরে আসিবে, সকল প্রকার ভ্রম কুসংস্কার দূর করিতে হইবে, স্বাধীন ভাবে সত্যের মহিমা মহীয়ান করিতে হইবে, এই সকলের জন্যই স্বাধীনতার ভাব আদি হইতে বর্ত্তমান ছিল। মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন, আর সেই মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে। স্বাধীনতার জয় পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতায় পড়া হইবে না।

অন্যের ভাল কথায় ভাল কাজও করিব না, ঈশ্বরের কথায় করিব। ততক্ষণ না ঈশ্বরের কথা শুনিব যতক্ষণ আমি কাজ আরম্ভ করিব না।

✓স্বাধীনতাই আমার চিরকাল আদরণীয়, কিন্তু ভক্তিবিহীন স্বাধীনতা আদরণীয় ছিল না। বড় হইবার জন্য উচ্চপদ লাভের জন্য, স্বাধীনতা নরকের স্বেচ্ছাচার।

স্বাধীনতাকে নতপাত করিলাম, এই জন্য যাঁহারা আমার সঙ্গে অবস্থান করেন তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি আমাকে তাঁদের গুরু বলি না। গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না!

নববিধানে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কে গুরু? কে ব্রাহ্মসমাজ? কে আমার ব্রহ্মানন্দ কোন বিষয়ের উপরে আসক্তি নাই। বস্তু যাহা তাহা রাখিব নাম পর্য্যন্তও আবশ্যক হইলে পরিত্যাগ করিতে পারি। গুরুগিরি যদি করি লোক-সংখ্যা বাড়াইতে পারি, কিন্তু তাহা করিতে পারি না।

পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারি। পিতার কাছে সকলে থাকিবে স্বেচ্ছাচারী হইবে না। ✓

একদিকে যত পাপকে, ভ্রম কুসংস্কারকে দাড় করাও, অপর দিকে যতপ্রকার ভয়ানক স্বেচ্ছাচার দম্ভ, অহঙ্কার আছে তৎ-সমুদয়কে দাড় করাও, অবশেষে এই দুইএর বিরুদ্ধেই স্বাধীনতার

অস্ত্র নিক্ষেপ কর। ঈশ্বরের আমরা অধীন, এই জন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় বাণী ভিতরে এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি।

আমি ভাবিয়া ধর্ম্মপথে আসি নাই, কিন্তু আমার মধ্যে তুমি বলিয়া এমন একজনকে স্পষ্ট অনুভব করি, তাঁহার কথা শুনিয়াই ধর্ম্মকার্য্য করিতে চাই।

এই বাণীর প্রতি আমি এক চুলও অবিশ্বাস করিতে পারি না। যখনই এই শব্দ শুনিয়াছি, যতবার এই অদৃশ্য প্রাণ বিশিষ্ট পুরুষের কথা স্পষ্ট কর্ণগোচর হইয়াছে, ততবারই বুঝিয়াছি তিনিই বলিতেছেন।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি রসাতলে যায় এ বিশ্বাস আমি ছাড়িব না। ফলাফলের উপর বিশ্বাস নির্ভর করে না।

আমি দ্বৈতবাদী দুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা, আর একজন আত্মাকে চালাইতেছেন।

এ জীবনের অনেক কথা আশাপ্রদ, কেন না সকলই লইয়া তো একেবারে পৃথিবীতে আসি নাই। হরি নামের গুণে আয়াস লব্ধ সত্য সম্বন্ধে, পরীক্ষিত ব্যাপার জানিলে কাহার না হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত হয়!

এ জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না। প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। ভাল হব, দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিব, কঠোর হইয়া ইন্দ্রিয় দমন করিব, ঈশ্বরের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিব, এই সকল ভাবই মনের মধ্যে উঠিত।

মাতৃ চরণ কমল কি তাহা বুঝিতাম না। বিবেকের রাজার কাছে প্রার্থনা করিতাম। আনন্দময়ীর পূজা ব্যতীত আনন্দ হয় না।

যদিও বন্ধুদিগের নিকট "ব্রহ্মানন্দ" নাম পাইয়াছিলাম, কিন্তু অন্তর বলিত তুমি ইহার উপযুক্ত নও। যতদিন অন্তরে তত বৈষ্ণব ভাব ছিল না, ঈশ্বর তত দিন কেবল বিবেকের ভিতর দিয়া দেখা দিতেন।

ভক্তির ভাব দেখা যাইতে না যাইতে কিরূপ ও কেমন গুপ্ত ভাবে একজন ভিতর হইতে রসনাকে ভক্তের ঠাকুরের দিকে টানিলেন। পরিবর্ত্তন হইল, বুঝিলাম যাহা না থাকে তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমন ভক্তি লাভ করিয়াছি যে মনে হয় যেন ভক্তি আমার স্বাভাবিক।

আমি কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি আনন্দে মগ্ন হইয়াছি। হাত যোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে ছিলাম, পরে দেখি তিনিই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কতরূপ দেখিলাম। নানা রূপ মা নানাভাবে দেখাইয়াছেন। যে আমার মাকে না দেখিয়াছে তার যে কিছুই হয় নাই। এখন জোর করিয়া বলিতে পারি ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, এই সকল লোকের বাড়ীতে মা নিশ্চয়ই গমন করিবেন।

সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল, পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল, সকলই হইতে পারে প্রার্থনার বলে। শ্রীহরি মহীয়ান হইলেন। ভক্তি সরোবর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি করিলেন।

এই জীবনে লজ্জা ও ভয়ের দাস হইয়া অনেক দিন হইতে থাকিতে হইয়াছে। যেখানে ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে পাই না, কর্ত্তব্যের হুকুম অনুভব করিতে পারি না, সেখানে পুরাতন দুই প্রভু জীবনকে আপনাদের কাছে টানিয়া লইয়া যায়।

উপাসনার সহিত যেখানকার সংস্রব আছে সেখানে দশগুণ অধিক ভয়ের কারণ থাকিলেও ভয় চলিয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধ ভিন্ন সম্বন্ধ চাই না।

একদিকে এই লজ্জা আর এই ভয়, কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন। সেখানে মনুষ্যকে কোন ভয় করি না।

ব্রহ্ম।

[ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর উপদেশের সার]

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ২৬শে অক্টোবর ১৯২৪ খৃঃ)

ব্রহ্ম কৃপাবলে আজ রবিবার রাত্রে এই কলিকাতা নগরে এবং ভারতের নানাস্থানে প্রায় শতাধিক ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইতেছে। সর্ব্বত্র একই নিরাকার নিরাধার, নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মের পূজা হইতেছে, কিন্তু অন্যান্য ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসকগণ ব্রহ্মকে দুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা অন্যায় মনে করেন এবং আমাদিগকে পতিত এবং পৌত্তলিক ভাবেন। বাস্তবিক আমরা এ সকল প্রতিমাকে ভয় করি না, কিন্তু এ সকলের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মের যে অগণ্য গুণ ও অসংখ্য অরূপ রূপের আভাস আছে তাহাই ধারণা করিতে চেষ্টা করি। আমরা কোন উপমা, প্রতিমা অথবা কল্পিত দেব দেবীকে ব্রহ্ম জ্ঞানে অর্চ্চনা করি না। হিন্দুদিগের পূজনীয়া দশবিদ্যা অথবা নানা বিদ্যার মধ্যে কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, জয়কালী, নৃত্যকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী এবং শ্মশান কালী ইত্যাদি নামের অন্তরালে আমরা দুইটী প্রধান ভাব দেখিতে পাই, একটী ভয়ঙ্কর অন্য একটী মনোহর। কতকগুলি ভাব দেখিলে প্রেমের এবং অন্য কতকগুলি দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। ধর্ম্মজীবন সাধনের জন্য ভীতি এবং প্রীতি এই উভয়েরই প্রয়োজন। ঈশ্বরের স্বভাবে যেমন প্রেমস্বরূপ তেমনি পুণ্যস্বরূপ সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ঋষিগণ একদিকে ব্রহ্মের রুদ্র ভাব, আর

একদিকে তাঁর প্রসন্নরূপ দেখিতে পাইতেন। "রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" হে রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহাদ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর। আমি যখন দুর্দ্দান্ত অসুরের ন্যায় দম্ভে স্ফীত হই, তখন উচ্চ উদাত্ত বজ্রের ন্যায় রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া আমার দর্প চূর্ণ করেন। কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ভবভারহারী হরি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া অসুর হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ তাহার ভাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে অসুর বালকগণ হরিদর্শন করা কঠিন নহে, ইহা অতি সহজ আকাশ যেমন শরীরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, প্রিয়তম শ্রীহরি সেইরূপ ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। ভক্তের কাছে শ্রীহরি চিরসুন্দর এবং চিরপ্রসন্ন। কিন্তু পাষণ্ডের নিকটে তিনি মহা ভীষণ। এই পাষণ্ড দলনরূপ ভীষণ ভাব দেখিয়া প্রাচীন ঋষিগণ ব্রহ্মকে রুদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শাক্ত ভক্তগণ সেই ভাবকে ভীষণা অথবা ভৈরবী নাম অর্পণ করিয়াছেন।

বিধান বিশ্বাসীগণ নাম-ভক্ত নহেন, তাঁহারা নামীকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা সকল দেশ, সকল যুগে এবং সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই বিভিন্ন এবং বিচিত্র প্রকাশ দেখিতে পান। কত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে পারস্য দেশের আচার্য্যগণ ব্রহ্মকে কোটী সূর্য্য বিনিন্দিত মহাজ্যোতির্ম্ময় পুরুষরূপে দর্শন করিতেন। সেই তেজোময় পুরুষ এখনও আমাদিগের চিদাকাশে প্রকাশিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি পরম ন্যায়বান পুণ্যসূর্য্য পুরুষপ্রধান, তোমাদের পাপ পুণ্য কর্ম্মানুসারে করি ফল বিধান"। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দেবর্ষি ঈশা বলিলেন, "ঈশ্বরের প্রত্যেক বাণী দ্বিধার বিশিষ্ট অসি, ইহা অহংকার অসুরের গণ্ডদেশ ছেদন করে। প্রায় পনর শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের একজন ব্রহ্মবাদী বলিলেন, "ব্রহ্মের প্রত্যেক কথা এক একটা প্রকাণ্ড মুদ্গার।" লৌহমুদ্গর কঠিন প্রস্তর সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করে, বিশ্বরাজ বিধাতার মোহমুদ্গরে পাষাণ হৃদয় কোমল হয়। পরিবার মধ্যে কোন আত্মীয় কিংবা আত্মীয়া দেহমুক্ত হইলে তাহাদিগের প্রিয়গণ শোকের আঘাতে কিয়ৎ পরিমাণে মোহমুক্ত হয়, সংসারের অসারতা বুঝিয়া মানব নিত্যধামে অর্থাৎ ঈশ্বরের সংসারে যাইবার জন্য ব্যাকুলিত হন।

ব্রহ্মবাণী কেবল মুদ্গার কিম্বা অসি নহে। ইহা মানব জীবনে কখনও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প, কখনও ভয়ানক জলপ্লাবন, কখনও ভীষণ দাবানল, কখনও ঝটিকার আকারে প্রকাশিত হয়, এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির একটা ভীষণ ঝটিকার ফল। কয়েকজন, ব্রহ্মভক্ত তাঁহাদিগের বিবেককর্ণে অশব্দ ব্রহ্মবাণী শুনিয়াছিলেন। বাণীটী এই "অবিশ্বাসী কপটদিগের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা করিও না।" এই বাণী শুনিয়া দুর্জ্জয় সাহসের সহিত যে মন্দিরে ধর্ম্মপিতামহ এবং ধর্ম্মপিতা সরল হৃদয়ে ব্রহ্মের স্তুতি বন্দনা করিতেন, সেই মন্দির পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্রহ্ম বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে নীরবে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রম্ ব্রহ্মমন্দিরম্। চেতঃ সুনির্ম্মলংতীর্থম্ সত্যম্ শাস্ত্রমনশ্বরম্॥ বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্। স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে" উপরোক্ত সরল সাধকগণ পারিবারিক ব্রহ্মমন্দির হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রাতিদিন সম্মিলিত ভাবে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের গৃহে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগের সারল্য এবং বিশ্বস্ততা প্রবর্দ্ধন করিবার জন্য যথাকালে করুণানিদান পরম ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রদান করেন।

সেই সরল এবং বিশ্বস্ত সাধকগণ এখন দেহমুক্ত হইয়া অমরধামে বাস করিতেছেন। এখন যাঁহারা এই মন্দিরে উপাসনা করেন তাঁহারা ব্রহ্মের অসংখ্য গুণের মধ্যে তিনটীকে বিশেষরূপে ধারণ করিতে চেষ্টা করেন, সেই তিনটী—দয়া, জ্ঞান এবং পুণ্য। যাঁহারা ঈশ্বরকে মাতৃভাবে পূজা করেন তাঁহারা এই তিনটী গুণকে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং সতী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা শ্রীহীন নহেন, লক্ষ্মীরই একটী নাম শ্রী। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা জ্ঞানহীন নহেন, তিনি অনন্ত ধীমান। যথার্থ ঈশ্বর যেমন শ্রীমান এবং ধীমান, তেমনই তিনি পুণ্য অথবা ন্যায়বান। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রধান আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মের শ্রীর কিম্বা পুণ্যস্বরূপের কি বর্ণনা নাই? প্রধান আচার্য্য বলিয়াছিলেন, হাঁ একটী উপনিষদে এই মন্ত্র রহিয়াছে, "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।"

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব।

১৯শে নবেম্বর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। এই উপলক্ষে এবার বিশেষ ভাবে নবেম্বরের প্রথম হইতে প্রস্তুতি মূলক উপাসনা, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হয়। ২রা নবেম্বর ও ৯ই নবেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনাও উৎসবের আরম্ভিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ২রা নবেম্বর ভাই প্রমথলাল সেন ও ৯ই নবেম্বর ভাই চন্দ্রমোহন দাস মন্দিরে উপাসনা করেন। নবেম্বরের প্রথম হইতে প্রতিদিন ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট্ প্রচারাশ্রমে, পূর্ব্বাহ্নে দৈনিক উপাসনাদি ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও পাঠ প্রসঙ্গাদি ঐ ভাবেই সম্পন্ন হয়।

লীলাময়ী পরম জননীই তাঁর সন্তানের জীবন এবার নববিধান বিশ্বাসী প্রার্থনাশীল আত্মাদিগের অন্তরে নানা ভাবে উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার এই সন্তানের জীবনে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী নববিধান কিরূপ মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া সকলকে মগ্ন করিয়াছেন।

১৬ই নবেম্বর হইতে ২৪শে নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম অনু-

সারে এই জন্মোৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হয়। আমরা নিম্নে উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

১৬ই নবেম্বর রবিবার—সন্ধ্যায়, ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন. জীবনবেদ হইতে "বিশ্বাসের ভাব" শীর্ষক জীবনের কথা পঠিত হয়। বেদী হইতে তদবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত হয়। শিশুভাব, উন্মাদের ভাব ও মাতালের ভাব কেশবচন্দ্রের জীবনে কিরূপ স্বর্গীয় আকার ধারণ করিয়া সে জীবনকে শোভিত করিয়াছিল, অদ্যকার পাঠ ও উপদেশে তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হয় ও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়।

১৭ই নবেম্বর, সোমবার—শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস "কেশব জীবনে ভক্তির সঞ্চার" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ঈশ্বরের দর্শনে মানবজীবনে যথার্থ শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হয় বক্তৃতায় এইটি প্রকাশিত হয়।

১৮ই নবেম্বর, মঙ্গলবার—কেশবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, প্রচারাশ্রমে শ্রীদরবারের উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্ণে ৭॥০টার সময় প্রচার আশ্রম দেবালয়ে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক দ্বারা সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মানন্দ জীবনে সবার একত্ব ও মিলন উপাসনায় বিশেষ ভাবে উদ্ভাসিত হয়। চৌধুরী মহাশয়ের প্রার্থনায় কেশবচন্দ্রের চরিত্র ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক বিবৃত হয়। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হয়।

অপরাহ্ণে ৩টায় প্রচার আশ্রম দেবালয়ে পুনর্ব্বার উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন "জগজ্জীবন সাহেব" নামক সাধু জীবন অবলম্বনে কথকতা করেন। কথকতা বেশ জমাট ও মধুর ভাবে সম্পন্ন হয়।" "নানা নির্য্যাতন মধ্যে ঈশ্বর সাধনে অটল ভাবে স্থিতি," "বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয়।" "কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আড়ম্বর শূন্য সার-ধর্ম্ম সাধন" ইত্যাদি সাধকজীবনের অনেক অমূল্য ভাব কথকতায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। কথকতার পর ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট প্রচার আশ্রম দেবালয়ে সান্ধ্য উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। এ বেলার উপাসনাতেও পরম জননী তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের ভিতর সন্তানদিগকে নিমগ্ন করিয়া আপনার অপার করুণা প্রকাশ করেন।

১৯শে নবেম্বর, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণে ৭টার সময় কমলকুটীরে উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। "কেশবচন্দ্র অবতারক" নামক উপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে কতক অংশ এবং জীবনবেদ হইতে "ঈশ্বরলাভ" বিষয়ক প্রার্থনা পঠিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা করেন অপরাহ্ণে কমলকুটীরে বালক বালিকাদিগের জন্য "কথকতা" হয়। সন্ধ্যায় Overtoun Hallএ সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরম ভক্তি সমন্বিত শ্রোতৃবর্গে হলটী পূর্ণ হইয়াছিল, একটী সঙ্গীত হইলে ভাই প্রমথলাল সেন প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ সেন প্রথম বক্তারূপে বক্তৃতা করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। ঘটনাক্রমে সভাপতি মহাশয়কে ঐ দিন ৭॥০টার গাড়ীতে বাহির হইতে হইবে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার পর তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইলেই সভা ভঙ্গ হয়। বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে জাতীয় সম্মিলনের এবং বর্ত্তমানে ভারতের জাতীয় জীবনের উত্থান ও রাজনৈতিক সমস্যায় কেশবচন্দ্রের স্থান এবং দেশের বর্ত্তমান স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মূলে কেশবচন্দ্রের জীবনের প্রভাব ও কার্য্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান "স্বরাজ" লাভের আকাঙ্ক্ষার মূলে কেশবচন্দ্রের জীবনের শিক্ষা ও প্রভাব, তাঁহার জীবনের অনন্য সাধারণ শুদ্ধতা ও সম্মিলনের সাধনা এই সকল বিষয় অদ্যকার বক্তৃতাতে বিবৃত হয়।

২০শে নবেম্বর, ৫ই অগ্রহায়ণ বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে উৎসব হয়। প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই বেলাই সেবক ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। শ্রীমান সুধীরকুমার রায় সঙ্গীত করেন, অপরাহ্ণে জীবনবেদ পাঠ ও আলোচনা হয়। তাহার পর প্রাচীন ব্রাহ্ম ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ব্যাকুল অন্তরে শ্রীকেশবের জীবনাদর্শ অনুসরণের জন্য প্রার্থনা করেন। "নিত্যকালী বালিকাবিদ্যালয়"এর বালিকাদিগকে নববিধানের জন্ম কথা বলিয়া প্রার্থনান্তে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এই দিন আশ্রমকন্যা শ্রীমতী সুনীতি সুন্দরীরও জন্মদিন স্মরণে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর জন্য বিশেষ প্রার্থনাদি হয় ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম দীপালোকে আলোকিত করা হয় এবং সন্ধ্যা উপাসনার পর এক দল কীর্ত্তনকারী রামায়ণ গান ও হরিসংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে উৎসবানন্দে আনন্দিত করেন। স্থানীয় অনেকগুলি নর নারী এবার এই উৎসবে যোগদান করেন এবং শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের সাহায্যে দুই বেলাই ব্রহ্মানন্দ প্রীতিভোজ হয়। কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবে সর্ব্বজনের নবজন্মোৎসব, কেন না যে নববিধান সর্ব্বজনের নবজীবন দান করিতে সমাগত বিধাতা কেশবজীবনে সে বিধান মূর্ত্তিমান করিয়াছেন, ইহাই এবার বিশেষ ভাবে এই উৎসবে উপলব্ধ হয়।

২১শে নবেম্বর, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ "কেশব জীবনে জাতীয় সমস্যার সমাধান" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

২২শে নবেম্বর, শনিবার—সন্ধ্যা ৬টার সময় কমলকুটীরে বেদান্ততীর্থ শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য "কেশবচন্দ্র" বিষয়ে কথকতা করেন

২৩শে নবেম্বর, রবিবার—সন্ধ্যা ৬টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। "জাতীয় বিধান" কেশবচন্দ্রের উপদেশ হইতে অংশাবশেষ পাঠ করেন কেশবজীবনের সার্ব্বভৌমিকতা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়।"

২৪শে নবেম্বর, সোমবার—প্রথম "সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসবের সাম্বৎসরিক।" প্রাতে ৭টার সময় প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে ৩টার সময় উপাসনার কার্য্য ভাই বিহারীলাল সেন নির্ব্বাহ করেন। সন্ধ্যা ৬॥০টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে পাঠ ও প্রসঙ্গের পর উপাসনা হয়। পাঠ, প্রসঙ্গ ও উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সেন নির্ব্বাহ করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর, ৯ই অগ্রহায়ণ, সর্ব্বপ্রথমে কলুটোলার বাড়ীতে ব্রাহ্মমণ্ডলীতে সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব হয়। দুই বার উপাসনা পাঠ, প্রসঙ্গ ইত্যাদিতে এই ৯ই

অগ্রহায়ণ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবের বিশেষ ভাব উদ্ভাসিত ও তদ্বিবরণ বিবৃত হয়।

শ্রীকেশবজীবনে ভক্তি-সঞ্চার।

[ভাই চন্দ্রমোহন দাসের বক্তৃতার সার]

ঈশ্বরদর্শনই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। এই দর্শন যত গভীর ও উজ্জ্বল হয় ততই ভক্তি প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হয়।

ব্রহ্মানন্দ জীবনে এই দর্শন লাভ যত উজ্জ্বল ও গভীর হইল, ততই ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হইল। প্রথমে তাঁর জীবন বিবেক প্রধান ছিল, পরে আরো ব্রহ্মদর্শন প্রগাঢ় হওয়াতে প্রেম ভক্তির উদয় হইতে লাগিল। তিনি নিজেও জীবনবেদে বলিয়াছেন, প্রথমে তাঁর ভক্তি প্রেম ছিল না, কিন্তু ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। পরে এত ভক্তিস্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, গাইতে হইল—"ভাই সামাল সামাল।"

এইরূপে তাঁর জীবনে ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া জীবনকে মধুময় ও অমৃতময় করিয়াছিল। যে দেখিয়াছে সেই বুঝিয়াছে ইহা সামান্য ব্যাপার নয়। তাই তিনি শেষে মুঙ্গেরের শুষ্ক ভূমিতে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিলেন, সে ভক্তিস্রোতে নিজে ভাসিলেন এবং অন্যকে ভাসাইলেন। এই ভক্তি গঙ্গা জলে এখন সমস্ত মণ্ডলী সিক্ত হইতেছে, ক্রমে সমস্ত পৃথিবী সিক্ত হইবে, সরস হইবে।

এ সকলই ব্রহ্মদর্শনের ফল। প্রথমে ব্রহ্মদর্শন, পরে ক্রমে হরিরূপ দর্শন ও অবশেষে মাতৃরূপ দর্শনে তাঁর জীবন প্রগাঢ় ভক্তিতে উন্মত্ত হইল। তাই ত বলিলেন, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সবা কারে"। এই মাকে দেখিয়াই তাঁর এই দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা একবার সঙ্গীত করিয়া সকলকে উন্মত্ত করিলেন। "আমার দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে"। এই ভক্তিস্রোত এখন সমস্ত মণ্ডলীকে ধন্য এবং কৃতার্থ করিতেছে। আহা! এই ব্রহ্মদর্শনের ফল এখন সকলেই ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। ধন্য মার কৃপা ধন্য তাঁর করুণা। "জয় মা তোমারই জয়, তোমারই জয়"।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রসন্নকুমার সেন।

গত ৭ই নবেম্বর শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রসন্নকুমার সেন স্বর্গারোহণ করেন। ভাই প্রসন্নকুমার সেন প্রথমে ই, আই, আর, রেল অফিসে একটী বিভাগের বড় বাবু ছিলেন, কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাবে পড়িয়া তিনি পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করেন।

আচার্য্যদেব যখন বিলাত গমন করেন, প্রসন্নকুমার তাঁহার সহচররূপে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে অফিসের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া কেশবের সহকারীতায় ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। অথচ তিনি কখনও আপনাকে প্রচারক অভিধানে অভিহিত করিতে চাইতেন না। আচার্য্যদেব তাঁহাকে "কার্য্যাধ্যক্ষ" নামে অভিহিত করেন যখনই কোন বিশেষ দায়ীত্ব বৈষয়িক ব্যাপারের প্রয়োজন হইত প্রসন্নকুমার অগ্রসর হইয়া তাহাই সম্পাদন করিতেন।

কুচবিহার বিবাহের প্রথম প্রস্তাবাদি অনেকটা তাঁহারই মধ্যবর্ত্তীতায় সম্পাদন হয়। মহিলাদিগের জন্য বিদ্যালয় পরিচালন ও সমাজের পত্রিকাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা তাঁহাদ্বারাই অধিকাংশ সম্পাদিত হইত।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের তিরোধানের পর কেশব একাডেমি স্থাপন এবং আত্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠান ও বর্ত্তমান প্রচারাশ্রমের সূত্রপাত ভাই প্রসন্নকুমারেরই চেষ্টায় হয়। সাধারণের জন্য একটী সমাধি স্থান স্থাপনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। "বিবিধ সঙ্গীত সংগ্রহ" তাঁহার একটী বিশেষ কীর্ত্তি। তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্ম ভাব আত্ম গোপন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন।

প্রেরিত।

ভক্তি-তীর্থের আকর্ষণ।

আবার ভক্তি-তীর্থ মুঙ্গেরের উৎসব আসিতেছে, এখন মনটা সেই দিকে টানিতেছে। যে তীর্থ-ভূমিকে শ্রীমদাচার্য্যদেব সদলে নয়নাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই ভক্তাশ্রু-সিক্ত পুণ্য ভূমিতে পাপী হইয়া যাইতে পারিব? নববিধান পাপীর আশা যে আশার চন্দ্র শ্রীকেশবচন্দ্রই বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যে বলেছেন, "বিষাদান্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে, ভাই আমাকে সঙ্গে লও"। আমরা সেই জন্য এত আশান্বিত, সেই তীর্থে যে ব্রহ্মানন্দ সদলে চিদানন্দময়ী মার কোলে খেলা করিতেছেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে মার শ্রীপদে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী দিতে যাব।

তাই বলি এস ভাই, এস ভগ্নী; আমরা নিজ নিজ পাপভার, দুঃখভার লইয়া ঐ ভক্তি তীর্থে যাইয়া আমাদের বলতে যা কিছু আছে সমস্তই মার শ্রীপদে উৎসর্গ করে তাপিত প্রাণ শীতল করি। আমাদের অহঙ্কার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, কর্ত্তৃত্ব, স্বামিত্ব দ্বারা আমরা আর ভক্তি-তীর্থকে কন্টকাকীর্ণ না করি, এবার মা সেগুলিকে স্বহস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভক্তি-তীর্থকে নিষ্কণ্টক করুন ইহাই তাঁর কাছে প্রার্থনা।

তীর্থানুরাগী প্রণত ভৃত্য
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

হাতেখড়ি ও জন্মদিন—গত ২৯শে নবেম্বর শ্রীমান মুরারীবাড়ী প্রামে ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর একটি পুত্র ও দৌহিত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এবং একটি পুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্রের হাতে খড়ি উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

বিবাহ—স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোক কুমারের শুভ বিবাহ উড় ষ্ট্রীট নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার ডি, কে চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত গত ২৮শে নবেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতা বেণীমাধব দাস পুরোহিতের কার্য্য করেন। ঈশ্বর নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গগমন—আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি আমাদের শ্রীমান বন্ধু বাবু কানাই লাল সেন মহাশয় গত ২৭শে নবেম্বর মধ্যবয়সে ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ভক্তিভাবাপন্ন দয়াপ্রাণতা, দীনতা ও দানশীলতা গুণে তিনি ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট বহু দিন হইতে পরিচিত, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নানা প্রকারে সময়ে সময়ে দান করিয়া এবং বিশেষ ভাবে ভাই কান্তিচন্দ্র ও ভাই ব্রজগোপালের স্মৃতি রক্ষার প্রতিষ্ঠানাদিতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া সেগুলিকে সুরক্ষিত

ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গত ২৭শে তাঁহার কন্যা তাঁহার ১০৪।৪ নং বলরাম ষ্ট্রীট ভবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মা ও তাঁহার সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি সান্ত্বনা বিধান করুন।

ভক্ত-সাধক স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের জামাতা বাবু নিবারণচন্দ্র বসু ও বালীবন পল্লীতে গত ২৫শে নবেম্বর অম্লশূল রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া সন্তপ্ত হইলাম। তিনি পূর্ব্বে ই, আই, রেলে ষ্টেসন মাষ্টারের কার্য্য করিতেন। বিপত্নীক ও স্বাস্থ্যহীন হওয়াতে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বালীবন ব্রাহ্মপল্লীতে কিছু দিন হইতে বাস করিতেছিলেন। তিনি একজন নববিধান বিশ্বাসী, সহৃদয়, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। মা বিধানজননী তাঁহার আত্মাকে তাঁর শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

ঘোর দুর্ঘটনা—গভীর সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গস্থ সাধু অঘোর নাথের পৌত্র শ্রীমান নিত্যানন্দ গুপ্ত শ্যামনগর ষ্টেসনে গত ২৯শে নবেম্বর কাজ করিতে গিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে রেলে কাটা পড়িয়াছেন। ঈশ্বর এই মহাদুর্ঘটনায় পরিজনদিগকে সান্ত্বনা এবং পরলোকগত আত্মাকে শান্তি-বিধান করুন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—সম্বলপুরের সুবিখ্যাত উকীল এবং স্বর্গগত প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত নরগোপাল সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় জামাতা বাবু রামাপদ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া গত ১৩ই নবেম্বর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং বহু বন্ধু বান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। গত ২৩শে নবেম্বর, রবিবার তাঁহার সম্বলপুরস্থ বাসভবনে সুগম্ভীরভাবে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রায় সমুদয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন এবং পরলোকগত আত্মার প্রতি শোকোচ্ছ্বাস সহকারে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আমাদের পুরাতন বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহযোগীতায়, ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

সাম্বৎসরিক—প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে গত ২২শে নবেম্বর সিন্ধুদেশবাসী পুরাতন সাধক ভ্রাতা দেওয়ান ন্যাভাল রাও বাহাদুরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ২৯শে অক্টোবর স্বর্গগত শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ২৬শে নবেম্বর, প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে কুমিল্লা নিবাসী স্বর্গীয় গুরুদয়াল সিংহের পুত্র কমণীয় কুমার সিংহের আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ প্রার্থনাদি করেন।

গত ১৬ই নবেম্বর, স্বর্গগত পুরাতন সাধক ভ্রাতা যোগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্তের স্বর্গারোহণ দিনে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ২৩শে নবেম্বর ভাই সাম্বশিব রাওএর সাম্বৎসরিক দিনে প্রচারাশ্রমে বিশেষ প্রার্থনা হয়।

গত ২৬শে নবেম্বর ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের স্বর্গারোহণ দিনে কলিকাতা অনাথাশ্রমে ভাই চন্দ্রমোহন বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ২৯শে নবেম্বর, আচার্য্য-পুত্র শ্রীকরুণাচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে প্রাতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় কথকতাদি হয়।

সম্বলপুর—গত ১২শে নবেম্বর স্বর্গগত ভ্রাতা শ্রীরামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারগণের সহিত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সম্বলপুর আসিয়া শোক সান্ত্বনা জ্ঞাপনার্থ বিশেষ উপাসনা করেন। ২৩শে রবিবার, সন্ধ্যার সময় ঐ বাড়ীতেই সামাজিক উপাসনা হয়। সিভিলসার্জ্জন ডিঃ এঞ্জিনিয়ার, প্রধান প্রধান উকীল প্রভৃতি স্থানীয় অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ভদ্রব্যক্তি ও মহিলা যোগদান করেন। পরলোকতত্ত্ব বিষয় আলোচনা হয়। ১৪শে প্রাতে উষাকীর্ত্তনসহ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীতে প্রার্থনাদি হয় এবং স্বর্গীয় রামাপদ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত সন্তানের রোগশয্যাপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হয়।

—০—

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিল, এই বৎসর আমরা সমস্ত গ্রাহক মহাশয়দিগকে কয়েকবার এই পত্রিকাতেই আমাদের অভাব অভিযোগ জানাইয়াছি এবং কাহাকেও কাহাকেও স্বতন্ত্র পত্র লেখা হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃই প্রেসের অবস্থা পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে না। অতএব গ্রাহক মহাশয়গণ বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁদের সমস্ত বাকী মূল্য পরিশোধ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বকে ঋণমুক্ত করিয়া ইহার সুপরিচালনায় সহায়তা করেন এইটী আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৯ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ।
16th December, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে জীবন্ত ঈশ্বর, তুমি যে সত্য সত্যই জীবন্তরূপে বর্ত্তমান আছ, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তোমার আপনার জীবন্ত-শক্তি প্রভাবে এ মানবজীবনের জন্ম দিয়াছ। তোমারই সত্য শক্তিবলে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু অজ্ঞানতা ও মোহ বশতঃ তোমাকে না স্বীকার করিয়া "আমি" "আমি" করিয়া আমাদের কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে চাই এবং তাহাতেই আরো আত্মবিস্মৃত হই। তুমি বিনা কে এ আত্মবিস্মৃতি নিবারণ করে। তুমি না আত্মজ্ঞান দিলে আমাদের ত মোহ-ঘুম ভাঙ্গে না। তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে তাই চৈতন্য দিবার জন্য কতই ব্যস্ত হইয়া আছ। আমি ও আমার অহং চূর্ণ করিয়া তোমার অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছ। আমি বুঝি না বুঝি যাহাতে আমাদিগের সদাই কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়, তাহাই তুমি বিধান করিতেছ। তোমার একাধিপতিত্ব স্থাপন করিয়া আপন পুণ্যবলে আমাদের আমিত্ব পাপ হরণ করিতেছ। এই পাপ আমিত্ব বশতঃই আমাদের যত অশান্তি, যত নিরানন্দ, তুমি তাই আনন্দময়ী মা হইয়া এই নিরানন্দ নিবারণ করিতে ও ব্রহ্মানন্দ-জীবন-বিধানের জন্যই জগতে এই মহাযোগ সমন্বয়ের এই নববিধান আনয়ন করিয়াছ। তবে আমাদের নীচ আমিত্ব বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তোমার নব-বিধানে সর্ব্বজন সঙ্গে এক অখণ্ড-ব্রহ্মানন্দ জীবনে সঞ্জীবিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব? এক শরীর এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিলিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা "আমি" "আমি" যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাই না। —দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ, ১৬।

পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা এক শরীর এক প্রাণ কর। সকলে এই ঘরে বসে একখানা মানুষ হই। এই তো আমার গৌরব হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি। স্বর্গের ছাপমারা দলীল আছে আমার কাছে।—দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ, ৪০।

দয়াময়, মনুষ্য সমাজের এই ভ্রান্তি দূর কর যে, তাকে কখন কি বিদল করা যায়, যে স্বর্গে ছিল সদল অখণ্ড? মা তোমার সন্তান তো কখন একজন হতে পারে না, স্বার্থপর হয়ে। সেখানে সকলে মিলে একখানা, একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অঙ্গ সকলে।

বেদ, পুরাণ, বাইবল, ভাগবত সব স্বতন্ত্র, কিন্তু সব একখানি হইল নববিধানে। নব-দুর্গার সন্তান নব-মানুষ। শত শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু, এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি। আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই। যোগচক্ষে দেখ্‌তে দাও তুমি এক, আমরা এক।— দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ, ৪১১৪২।

"আমি"—"আমরা"—"আমি"।

নববিধানের সকলই নূতন। ইহার ব্যাকরণও নূতন। সাধারণ ব্যাকরণ মতে "আমি" একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন "আমরা"। কিন্তু নববিধান ব্যাকরণে বহুবচনান্ত "আমরা"র পর আবার "আমি," নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ব্যাকরণ বলেন, "আমি"—"আমরা"—"আমি"।

যখন আমি আপনাকে একা বা কর্ত্তা মনে করি, তখনই "আমি" "আমি" করি বা নীচ আমিত্বের অধীন হইয়া অহঙ্কারী হই। আমি একজন, কাজ করি, কর্ত্তৃত্ব করি, অর্থোপার্জ্জন করি, পরিবার প্রতিপালন করি, নিজ বুদ্ধিবলে, ধর্ম্মবলে, সাধনবলে, পুরুষবলে স্ফীত হইয়া যখন যতই অহঙ্কার করি, তখনই আমি এই "আমি" "আমি" করিয়া থাকি।

এই নীচ একবচনান্ত "আমি" পুরাতন "আমি"। কিন্তু নববিধান শাস্ত্রে এই আমির স্থান নাই। এই "আমি" শব্দের লোপ যখন হয়, তখনই নববিধানে আমার প্রবেশাধিকার হয়। নববিধান অভিধানে এই নীচ আমি শব্দই নাই। আমার এই "আমি" সম্পূর্ণরূপে "নাই" হইলে, "আমি" বলা একেবারে ঘুচিয়া গেলে, তবে আমি নববিধান-ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিতে অধিকারী হই। এই "আমি" যতদিন আমার থাকে ততদিন আমি নববিধান তত্ত্ব ধারণ করিতে পারি না, নববিধানের দর্শন শ্রবণ বা নবজীবন বিজ্ঞান সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতেও সক্ষম হই না।

নববিধান দ্বিজত্বের বিধান। আমার পুরাতন "আমি" লোপ হইয়া যখন অন্যের সহিত মিলিত হই, যখন ভাই ভাইতে, ভগ্নী ভগ্নীতে, স্বামী স্ত্রীতে, বন্ধু বন্ধুতে, পিতা পুত্রে, পরিবারে দলে মিলিত হইয়া "আমরা" হই, তখনই নববিধান জন্মলাভ করে। স্বার্থপর "আমি," স্বতন্ত্র "আমি" কর্ত্তা "আমি" এই অহঙ্কারী "আমির" মৃত্যু না হইলে নববিধানের জীবন লাভ হয় না। তাই এই আমির মৃত্যু সংসাধন করিতেই নববিধান সমাগত।

পুরাতন বিধান ব্যক্তিগত ভাবে, একা একা সাধন হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু যাই আমি নববিধান গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইলাম, একা একা ধর্ম্ম সাধনও পরিত্যাগ করিতে হইল। "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে" ইহাই নববিধান সাধনের আরম্ভ।

ইহার বিশেষ কারণ এই যে নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান। গীতা যেমন বলিলেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" যখন আমি আমার পুরুষকার সম্ভূত ধর্ম্ম সাধন পরিত্যাগ করি তখনই পবিত্রাত্মা স্বয়ং আমার ধর্ম্মসাধন করাইবার ভার গ্রহণ করেন এবং তখনই "আমি" যথার্থ বিধানাশ্রিত হই। তিনি স্বয়ং তাঁহার পরিচালনা প্রভাবে আমার আমিত্ব যেমন হরণ করিয়া লন, তেমনি আমাকে আমার মা তাঁহার যত সন্তান সন্ততির সহিত সংযোগ সাধনায় তাঁহার ধর্ম্ম সাধনে ও তাঁহার ইচ্ছা পালনে আত্মনিমজ্জিত করেন। তাই নব বিধানে সে পুরাতন প্রার্থনা "অসতোমা সদ্গময়", পরিবর্ত্তিত হইয়া "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও" হইয়াছে।

নববিধানে "আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও" বলিলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। এই বিধান অনুসারে যিনি যেখানে যখনই প্রার্থনা করিবেন বা ধর্ম্ম সাধন করিবেন, তাঁহাকেই "আমরা" হইয়া অর্থাৎ একাতীত জন লইয়া বা বহুজন হইয়া প্রার্থনা ও ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে।

সংবাদ পত্রের সম্পাদক যেমন একজন হইয়াও সমস্ত জনসমাজের প্রতিনিধিরূপে "আমরা" বলিয়া লেখনী চালনা করিয়া থাকেন, তেমনি নববিধান-বিশ্বাসী সাধককেও আপনার সহিত পরিবার দল সর্ব্বমানব সংযুক্ত, তিনি কখনই একা নন, ইহা উপলব্ধি করিয়া পূজা প্রার্থনা সাধন ভজন ও জীবন-যাপন করিতে হয়।

এই জন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র এক স্থানে "Like an Editor I am always we," "সংবাদ পত্র সম্পাদকের ন্যায় "আমি" সর্ব্বদাই "আমরা"। প্রার্থনাতেও বলিয়াছেন, "এখানে কেহ আমি আর আমরা হতে পারে না এক ঈশ্বর উপরে এক সন্তান নীচে"।

এই "একজন" বা, সকলের মিলনে যে "আমরা"

যে সেই "আমরা" "আমি" হওয়া, ইহাই নববিধানের সাধনা। • সর্ব্বজনে একজন "আমি", আমার নীচ ব্যক্তিগত অহঙ্কৃত "আমি" নাই, সর্ব্বমানবে যে "আমি" নিমজ্জিত সেই "আমি"ই নববিধানের মানুষ। এই জন্যই শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন "মা, স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ "আমি"। এ আমি সে নীচ আমি নয়। তাই যিনি বলিলেন, কোথায় আমার আমি সে আমি নাই, তিনিই আবার সর্ব্বজনে একজন মানুষ "আমি"। সবাই পুরাতন নীচ আমির লোপে যে আমরা, তাহারই পূর্ণতা এই নববিধানের "আমি"। তিনি বলিলেন, "আমি বিনয় এবং অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে। হে ঈশ্বর, ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। আমি আর এরা একটা।"

আরো বলিলেন "সর্ব্বমানব আমাতে, আমি সর্ব্বমানবে," এই সর্ব্বজনে একজন মানুষই নববিধানের "আমি" বা বহুবচনান্ত "আমি!" পুরাতন নীচ "আমির" বিলোপে যে "আমরা" তাহার পূর্ণতাই এই "আমি"। আমার "আমি" ত্যাগে সম্পূর্ণ আমিত্ব বিহীন "আমরা" বা সর্ব্বজনে মিলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্ আমি" হওয়াই নববিধানের সাধন ও সিদ্ধি।

সিংহ ও মেষ-শাবক এক গৃহে।

পৃথিবীতে সিংহ ও মেষ-শাবক কি কখনও এক ঘরে বাস করিতে পারে? সর্প এবং কপোতই কি এক পিঞ্জরে থাকে? অসম্ভব মনে হইবে, কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত হৃদয়-গৃহে ইহারা সতত কেমন একত্রে বাস করিয়া থাকে। মেষ-শাবক ও কপোতের প্রেম, সরলতা, দীনতা এবং নম্রতা যেমন; নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ধৈর্য্য, ক্ষমা এবং অধর্ম্মের প্রতি ক্রোধ তেমনি তাঁহাতে একত্রে সমাবিষ্ট। নম্রতা, বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত তাঁহার সমীপে গমন কর মেষ-শাবক ও কপোত আসিয়া তোমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে দেখিতে পাইবে। মিথ্যা, পাপ, অহং এবং ভণ্ডামী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হও এখনই সর্পের ক্রোধ, সিংহের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিতে ও শুনিতে পাইবে।

কেশবের মা ও মার কেশব।

শ্রীকেশব বলিলেন, "আমার মা বড্ড ভাল মা" "এই মাকে সকলে গ্রহণ কর"। "আমার মা তোমাদেরও মা, ইঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মাকে লইও না"। নববিধানে যদি বিশ্বাসী হই নববিধান আচার্য্য যে মাকে মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সহিত একাত্মযোগে সেই মাকেই মা বলিয়া পূজা ও গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা নিজবুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত মা কল্পনা করিয়া ভ্রম ভ্রান্তিতে পড়িতে পারি। তেমনি কেশবচন্দ্রকেও নিজবুদ্ধি বিচারে গ্রহণ করিলে ভ্রম ভ্রান্তি আসিবে; সুতরাং কেশবের মাকে গ্রহণ করিলে, সেই মাই যে মার কেশবকে চিনাইয়া দিবেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে আর বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কেশবের মাকে বিশ্বাস করিলেই মার কেশবকে পাই।

ধারে কারবার।

এ সংসারে যত ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে তাহা প্রায় ধারেই চলিতেছে। কিন্তু ধার করিয়া করিয়া লোকে শেষে দেউলিয়া হইয়া যায়, আর ঋণ পায় না। ধর্ম্মরাজ্যেও দেখা যায় আজকাল অধিকাংশ ধারেই কারবার চলিতেছে, শাস্ত্রে আছে বা অমুক গুরু সাধু বলিয়াছেন, অমুকের জীবনে ধর্ম্মসাধনে এই ফল ফলিয়াছে; এই বলিয়াই সাধারণত লোকে ধর্ম্মের ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন, বক্তাগণ বক্তৃতা দেন, উপদেষ্টা আচার্য্যগণ উপদেশাদি দিয়া থাকেন। এইজন্যই ধর্ম্মের ব্যবসায় চালাইতে গিয়া লোকে শেষে অবসন্ন বা বিপদ্গ্রস্ত হইয়া অবিশ্বাসী হন, কিন্তু নববিধান বলেন ধর্ম্মের সাধন ধারে চলে না। নববিধানে জীবন্ত সুন্দর ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে প্রতিজনের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, প্রত্যেকের অভাব অনুরূপ ধর্ম্ম দান করেন। পরের মুখে ঝাল খাওয়া নববিধানের বিধান নহে। চাহিবামাত্র দিবার করারে বিধাতার স্বহস্ত লিখিত অঙ্গীকার পত্র নববিধানের আনন্দবাজারে নিত্য প্রচলিত, যেন বিশ্বস্ততা সহকারে আমরা প্রত্যেকে এই বিধান সাধনায় এ সম্বন্ধে বিধানজননীর মহিমা সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারি।

ব্রহ্মানন্দের জপমালা।

ব্রহ্মানন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দ-জননীর যে নিগূঢ় যোগ ও প্রাণগত সম্বন্ধ ছিল, এই জপমালা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ব্রহ্মানন্দের পুস্তকাবলী হইতে এই ব্রহ্মনামের মালা সংগৃহীত করা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমাদের আচার্য্যের উপদেশ হইতে "নামের কত শক্তি" বিষয়ক উপদেশটি পাঠ করা উচিত। ব্রহ্মনামের যে কত বড় শক্তি, তাহা যে পাপীর উদ্ধারের পথ ও স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার সোপান, এবং ঐ নাম যে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যোগ স্থাপনার একমাত্র সহজ উপায় তাহা ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিব।

শ্রীমণিকা দেবী।

নাম-মালা।

অকিঞ্চন গুরু, অকিঞ্চনের নাথ, অকূলে চিনির পানা, অকৃত্রিম ঠাকুর।

অখণ্ড ঈশ্বর, অখণ্ড অনন্ত আকাশস্বরূপ, অখণ্ড ব্রহ্ম, অখণ্ড মা দুর্গা।

অগতির গতি, অগতির বন্ধু, অগ্নিময় জ্বলন্ত ঈশ্বর, অগ্নিময় পুরুষ, অগ্নিস্তম্ভ, অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্ম।

অচল, অচিন্ত্য পরব্রহ্ম।

অটল, অতলস্পর্শ প্রেমসমুদ্র, অতুল, অতি চমৎকার দেবতা, অতি পুরাতন পরমেশ্বর, অতিশয় সুন্দর, অতিশয় সুন্দর করুণাময় পিতা, অতিশয় সুন্দর ঠাকুর, অতি সুন্দর দেবতা, অতি সুশীতল সুমিষ্ট সরবৎ।

অতীন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর, অতীন্দ্রিয় নিরাকার দেবতা, অতীন্দ্রিয় অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অত্যন্ত দয়ালু, অত্যন্ত নিকট বস্তু, অত্যন্ত প্রেমের বস্তু, অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত স্নেহময় দেবতা।

অদ্বিতীয়, অদ্বিতীয় অখণ্ড পরব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ঈশ্বর, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, অদ্বিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্ম, অদ্বিতীয় সর্ব্বাধিকারী মহাপ্রভু পরমেশ্বর, অদ্বৈত।

অদ্ভুত দেব, অধমতারণ, অধমের পিতামাতা, অধিপতি।

অনন্ত, অনন্ত আকাশ, অনন্ত আকাশস্বরূপ, অনন্ত আকাশবাসিনী সরস্বতী, অনন্ত ঈশ্বর, অনন্ত করুণা, অনন্তকাল যোগেশ্বর, অনন্ত কালী, অনন্তকালের দেবতা, অনন্তকালের পক্ষী, অনন্তকালের ধন, অনন্ত গোলাপ জলের সাগর, অনন্ত গুণশালী বিচিত্র ঈশ্বর, অনন্ত গুণে দয়ালু, অনন্ত চিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম, অনন্ত চিন্ময়ী সরস্বতী, অনন্ত জীবন, অনন্ত জীবনস্বরূপ, অনন্ত জীবনস্বরূপ ঈশ্বর, অনন্ত জীবনস্বরূপ ব্রহ্ম, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেম ও অনন্ত পুণ্যের উৎস, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অনন্ত দয়া, অনন্ত দেব, অনন্ত নিরাকার লক্ষ্মী ও সরস্বতী, অনন্ত পবিত্রতার আধার পুণ্যময় ঈশ্বর, অনন্ত পরমেশ্বর, অনন্ত পরব্রহ্ম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত পুণ্যের আধার আনন্দময়, অনন্ত পুণ্যের সূর্য্য, অনন্ত পুরুষ, অনন্ত প্রাণ, অনন্ত প্রেম, অনন্ত প্রেমের আধার, অনন্ত প্রেমের সাগর, অনন্ত বাগ্দেবী, অনন্ত বাৎসল্য, অনন্ত বেদব্যাস, অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হরি, অনন্ত ভাবের প্রস্রবণ, অনন্তম্, অনন্ত মঙ্গলময় ব্রহ্ম, অনন্ত মহাদেব, অনন্ত মহাপুরুষ, অনন্ত মিস্ত্রী, অনন্ত রাজা, অনন্ত রূপধারিণী, অনন্ত লক্ষ্মী, অনন্ত শক্তি, অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত সরস্বতী, অনন্ত সরস্বতী বাগ্দেবী, অনন্ত সূর্য্য, অনন্তস্বরূপ পিতা, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, অনন্ত হাসি।

অনশন ব্রহ্ম, অনাথনাথ, অনাথবৎসল, অনাথবন্ধু, অনাথশরণ, অন্তরতম চিরজাগ্রত পুরুষ, অন্তরতম সখা, অন্তর্যামী, অন্তর্যামী ঈশ্বর, অন্তর্যামী পরমেশ্বর, অন্তর্যামী পিতা, অন্তর্যামী মঙ্গলময় পরমেশ্বর, অন্তরাত্মা, অন্তরের ঘন নিকটস্থ ঈশ্বর, অন্ধকারনাশিনী অন্ধকার অন্তরের পূর্ণ চন্দ্র, অন্ধকারের একমাত্র আলো, অন্ধকারের জ্যোতি।

অন্নদাতা, অন্নদায়িনী, অন্নদে, অন্নপূর্ণা।

অপরিবর্ত্তনীয় অপার করুণাসিন্ধু অপার দয়া, অপার শান্তি, অপার প্রেমসিন্ধু, অপার প্রেমের আধার, অপার প্রেমের ঠাকুর, অপার প্রেমের সাগর, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, অপ্রকাশক ঈশ্বর।

অবলম্বন, অবিভক্ত নিরাকারের অধীশ্বরী, অভয়দাতা, অভয়দাতা ঈশ্বর, অভয়দাতা হরি, অভয়া, অভক্তের দুর্লভ দেব।

অমূল্যধন, অমৃত, অমৃতদায়িনী, অমৃতভাষিণী, অমৃতসাগর, অমৃতস্বরূপ, অমৃতের সমুদ্র।

অযোগীদের নেতা, অলৌকিক ক্রিয়াকারী ঈশ্বর, অশেষ রত্নখনি, অশোভিত।

অসংখ্যভাবের আধার, অসহায়ের সহায়, অসহ্য তেজ, অসংখ্যস্বরূপের আধার, অসংখ্য রূপধারী ঈশ্বর, অসংখ্য গুণধারী পরব্রহ্ম।

অসার জগতের মধ্যে সার ব্রহ্ম, অসিধারিণী, অসীম, অসীম জ্ঞানের আকর, অসীম প্রেম, অসীম প্রেমের সমুদ্র, অসীম বিশ্ব রাজাধিরাজ, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, অসীম শক্তিশালী ব্রহ্ম, অসীম সমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্ম।

অসুরনাশিনী, অসুর বিনাশিনী, অসুর সংহারক, অসুর সংহারিণী।

অরূপ অপরূপ, অরূপ মনোহরা মা, অরূপ মাধুরী, অরূপ রূপে পরম সুন্দর।

মার কেশব।—২।

[শ্রীমতী মা সারদা দেবী]

কেশবের যখন বয়স প্রায় তের বছর তখন তাঁর পৈতা দেওয়া হয়। আমার ভাসুর মহাশয়ই (বাবু হরিমোহন সেন) সব আয়োজন করেন। এই সঙ্গে তাঁরও দুই ছেলে যোগীন মোহীনেরও পৈতা দেওয়া হয়। এক সঙ্গে তিন জনের পৈতা খুব ঘটা করেই হয়।

কেশব বেশ নিষ্ঠা করে পৈতা নেবার যা যা কত্তে হয় সব করেন। পৈতা নিয়ে যেমন ভিক্ষা কত্তে হয়, সেই ভিক্ষা কত্তে তিনি প্রথম আমার কাছেই আসেন। আমি ভিক্ষা দিই। পৈতা হবার পর এক বছর তাহার সমুদয় নিয়ম তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করেছিলেন। এক বছর একাদশী করেন। এই সময় থেকেই একেবারে মাছ খাওয়া ছাড়েন। মাংস কখনই খান নি। আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ীতে মাংস আসিতই না।

এই সময় থেকেই প্রায় কেশবের স্কুলে পড়া বন্ধ হয়। কেশবের ছেলে বেলা থেকে মাথা ঘোরা রোগ ছিল। তিনি এক

দিন স্কুলে পড় তে পড়তে মাথা ঘুরে পড়ে যান। মিথ্যা জ্ঞান কষে পড়ে গেলেন মনে করে, মাষ্টার ছুরী দিয়ে তাঁর হাত চিরে দেয়। তাতে খুব রক্ত পড়তে থাকে। কিছুতেই রক্ত থামে না, দেখে মাষ্টার ভয় পেয়ে বাড়ীতে খবর দেন। ভাসুর মহাশয় নিজে স্কুলে গিয়া মাষ্টারকে অনেক ভৎর্সনা করে ছেলেকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তখনও রক্ত পড়ছিলো, ছেলের তখনও জ্ঞান নাই। দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। তুতিনজন ডাক্তার ডাকিয়ে এনে রক্ত বন্ধ করা হয়। তার পর থেকে আর তাঁকে ভাসুর মহাশয় স্কুলে যেতে দিলেন না। বাড়ীতেই মাষ্টার রেখে পড়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। নিজেও তিনি বাড়ীর গোল সিড়ির ঘরে বসে বসে একা দিনরাত্রি পড়তেন। বাড়ীতে পড়েই এন্‌ট্রান্স দেন।

এর কিছুদিন পরেই কেশবের বিবাহ দেওয়া হয়। ভাসুর মহাশয়ই নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করে বে দেন। বালীর চন্দ্রকুমার মজুমদারের বড় মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ উপলক্ষে নাচ বাজানা খুব ঘটা হয়। বালীতে বিবাহের পরদিন গোবিন্দ বরাটকে পাঠিয়ে সেখানকার সব খরচা কাঙ্গালী বিদায় ইত্যাদিতে অনেক টাকা খরচ করে বর কনেকে আনা হয়। বর কনে বাড়ীতে এলে টাকা পয়সা ছড়িয়ে বরণ করে ঘরে তুলে নেওয়া হয়। কনেটী কিন্তু বড্ড ছোট ও কাহিল দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাসুর মহাশয় জানতে পেরে বল্লেন বৌমার মুখ দেখ্‌তে বল। মুখটী ভাল দেখে আমি সুখী হলাম। কিন্তু বিবাহ করে যেমন অন্য ছেলের মনে ফুর্ত্তি হয়, কেশবের তার বিপরীত দেখা গেল। কেন, কিছু বুঝ্‌তে পাল্লাম না। আমার মনে হল বুঝি মেয়েটী ছোট বলে পছন্দ হয় নি তাই এমন হল। কেশবের বয়স তখন ১৭।১৮, মেয়েটীর বয়স ৯ বছর মাত্র।

পৈতা, বিবাহ সব হয়ে গেলে পর, দীক্ষা নেবার সময়েই কেশব গোলযোগ উপস্থিত করেন। আমরা গোস্বামীর শিষ্য। গুরুপুত্র রাধিকাসুন্দর গোস্বামী বাড়ীতে আসিলে যোগীন মোহীন ও কেশবের এক সঙ্গে দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কেশব আমায় আগে কিছুই বলেন নি। দীক্ষার সমুদয় আয়োজন হল, দীক্ষার জায়গাও প্রস্তুত হল, প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী সেখানে আনা হল। মোচ্ছবেরও আয়োজন হল। মোহীন ও যোগীনের দীক্ষা হয়ে গেল। কেবল কেশবেরই দেখা নাই। কেশব কোথায় চলে গেছেন। আমি ঘর বার, কত্তে লাগ্‌লাম।

চারিদিকে খুঁজেও যখন কেশবকে পাওয়া গেল না, সেই আয়োজনে যাদব (ছোট জামাই) ও পান্না (ছোট মেয়ের) দীক্ষা দেওয়া হল। কিন্তু আমার মন কিছুতেই সুস্থির হল না। কেউ বলে কেশব খৃষ্টান হবে বলে পাদরীদের কাছে পালিয়ে গেছে, কেউ বলে কোথায় গেল, আমার ত ভয়ে ভাবনায় প্রাণ অস্থির হল। সমস্ত দিন আমি মাটীতে পড়ে কেবল কাঁদতে লাগ্‌লাম।

রাত্রি প্রায় ১০।১১ টার সময় কেশব বাড়ী ফিরে এলেন। এসে একখানি বই আমার কাছে রেখে ও একটা কাগজে সব কথা লিখে, চুপ চুপি নিজের ঘরে চলে গেলেন। বই খানিতে রাম মোহন রায়ের গান ;—

> "তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন,
> মহামায়া নিদ্রাবসে দেখিছ স্বপন।
> রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন,
> প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন।
> নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বিহরে সুখে,
> প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।"

বইখানি পেয়ে পড়ে আমি ভোর হতেই গুরু পুত্রের কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখালাম। গুরু পুত্র বড় ধার্ম্মিক পণ্ডিত। তাঁকে বইখানি দেখাতে তিনি বল্লেন "মা, তোমার ছেলে যে ধর্ম্ম নিয়েছে তা খুব ভাল ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম পালন কত্তে পাল্লে তোমার ছেলে পরম ধার্ম্মিক হবেন। তার মোয়াড়া নেবে কে। তুমি কিছু ভেবো না।" তাঁর আশ্বাস পেয়ে তবে আমার মনে সান্ত্বনা এল। গুরুপুত্রের কাছে পাছে অপরাধী হয়ে থাকি, এই ভেবে তাঁকে জল খাইয়ে তবে আমি খেলাম।

আমার মাও এসে সেই গান শুনে ও সেই লেখা দেখে বল্লেন "এ ছেলেকে তুমি কিছু বলো না, এমন ছেলে কার হয়।" তাতেও আমার মন সুখী হল। আমি সেই কাগজ খানি দরজায় টাঙ্গিয়ে রেখে দিলাম। কিন্তু ভাসুর মহাশয় দেখ্‌তে পেয়ে না পড়েই টুক্‌রা টুক্‌রা করে সেটী ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

উৎসবের আহ্বান।

> "চল ভাই যাই সবে মহামহোৎসবে,
> অমরধামে যোগবলে ;
> নিরখি আনন্দে আনন্দময়ীরে,
> মিশে সাধু অমর দলে।"

ব্রহ্মপ্রেরণায় শ্রীব্রহ্মানন্দ-চিরজীব যে গান গাহিয়া আমাদিগকে মহামহোৎসবে যাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এখনও ত সেই গান গাহিয়াই আহ্বান করিতেছেন। এই জড় কর্ণে যেমন একদিন তাহা শুনিয়াও আনন্দে আনন্দময়ীরে দেখিয়া মহোৎসব সম্ভোগে ধন্য হইয়াছিলাম, এখন কি আমরা তাঁহাদিগের সেই মধুর আত্মিক আহ্বান আত্মিক কর্ণে শুনিয়া মহোৎসবে যাত্রা করিতে সৌভাগ্যবান্ হইব না ?

নববিধানের মহোৎসব বাহিরের আড়ম্বর বা বার্ষিক একটা নিয়ম রক্ষার অনুষ্ঠান নয়। এ উৎসব অমরধামের অমরাত্মাদিগের আধ্যাত্মিক উৎসব। যথার্থ অধ্যাত্ম-যোগে যোগবলে অমরধামে গমন করিয়াও অমর সাধুদলে মিশিয়া আনন্দময়ীকে আনন্দে দেখিতে পারিলে, তবে এই উৎসব সংসাধিত ও সম্ভোগ হইয়া থাকে।

অমরধামবাসী অমরগণ নিত্যই আনন্দময়ী মাকে দর্শন করিয়া উৎসবানন্দে মত্ত রহিয়াছেন। পাপতাপে তাপিত সংসারের রোগ শোক, জরা, মরণের অধীন হইয়া যাহারা সদাই নিরানন্দে এই নরলোকে দিনযাপন করিতেছে, তাহারা কেমনে সে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবে? সে কেবল সম্ভব, যদি তাহারা ব্রহ্মকৃপায় যোগ-বলে অমরদলে মিশিয়া আনন্দময়ী মার দর্শন লাভ করিতে পারে।

তাই যদি সম্পূর্ণরূপে এই জড়-জীবন পরিহারপূর্ব্বক আমরা যোগবলে অমরাত্মাদের সঙ্গলাভে আপ্লুত আত্মস্ফীত হইতে পারি, তবেই আমাদের প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু উৎসব বার্ষিক আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র মনে করিয়া যদি আমরা ইহা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই, কেমনে আমাদের যথার্থ উৎসব সম্ভোগ হইবে?

মাঘোৎসব আমাদের প্রধান মহামহোৎসব, এই মহোৎসব এখন এক মাস ধরিয়া সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মহোৎসব কেমনে সম্পন্ন হইবে? নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, মানবীয় পুরুষকার সাধন দ্বারা এ বিধানের কিছুই সাধনা হয় না। সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলে, তিনিই তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রভাবে যেমন করিয়া উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ, নৃত্য, প্রচার, এমন কি আহার পান ও পরস্পর মিলন ইত্যাদি সম্পাদন করান তাহাতেই যথার্থ উৎসবানন্দ সম্ভোগ হয়।

মানুষ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, ইহার ব্যবস্থাদি করিলে, নিশ্চয়ই পার্থিব গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। মানুষের কর্ত্তৃত্ব, বিধি, ব্যবস্থা, আয়োজন, উদ্যোগ, মত হুকুম যেখানে, সেখানে বিধাতার পবিত্রাত্মা থাকেন না; পূজা, পাঠ, বক্তৃতা, উপদেশ, গান, প্রার্থনা কেবলই মৌখিক হয়, আত্মারাম শুকাইয়া যায়।

এই জন্য নববিধান বিশ্বাসী পরিবারস্থ প্রচারক সাধক জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলকেই সানুনয়ে ভিক্ষা করি, এবারকার উৎসবের আয়োজনে পবিত্রাত্মা যাহাতে অবাধে কার্য্য করিতে অবসর পান তাহাতে যেন আমরা প্রতিবাদী না হই।

নববিধান একত্বের বিধান। পবিত্রাত্মার প্রেরণায় সকলকার একত্রে ইহার সমাধান হইবে। কাহারও ব্যক্তিত্ব, কর্ত্তৃত্বের স্থান এখানে নাই।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তাই প্রার্থনায় যে আক্ষেপ করিলেন:—"হে দয়াময়, রাত্রি হইল হটাৎ দেখিলাম, তোমার আসনে মানুষ বসিয়া উপদেশ দিতেছে। তোমার শিষ্যেরা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেছে। দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। এ ভয়ের ঘর মরণের ঘর।...হায়, এই কৃত্রিম ধর্ম্ম দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নববিধান আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। যে ধর্ম্মে মানুষের কিছু বলিবার নাই, তোমার কথা শুনিয়া সব করিতে হয় সেই ধর্ম্ম আন। মানুষকে গুরু করিলে, আপন আপন ধর্ম্ম নববিধান বলিয়া প্রচার করিলে দুঃখের শেষ থাকিবে না। এবারকার ধর্ম্মের নিয়ম এই, তোমাকে লইয়া আমরা থাকিব। প্রিয় বন্ধুরা কোথায় গেল? আবার সকলকে নূতন নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত কর, সকলে সেই শান্তির রাজ্যে প্রেমের রাজ্যে নববৃন্দাবনে যাই"।

বাস্তবিক ব্যক্তিত্ব ও মানবীয় বুদ্ধিই নববিধানে মানুষের গুরু-গিরি, তাই ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্ব্বক প্রেরিত সাধক সকলে এক পবিত্রাত্মার আলোকে মহামিলনে একাত্মা হইয়া এই মহোৎসব সাধনে যদি বদ্ধপরিকর হই, তবেই আমরা যথার্থ নববৃন্দাবনের মহোৎসব সম্ভোগের অধিকারী হইব। সকলকে লইয়া সকলে মিলিয়া এক মার হইয়া এক ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে যাহাতে এবার উৎসব করিতে পারি তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষিত হই এবং একই মার চরণে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্ম সমর্পণ করি।

নববিধানের মহোৎসব মহামিলনের উৎসব। পবিত্রাত্মার প্রভাবে নরামর আত্মপর সর্ব্বাত্মার মিলনেই এই উৎসব।

মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই ঐ ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরের উৎসব আসিতেছে, এই উৎসবেও সকলে সম্মিলিত হইয়া ভক্তসঙ্গে ভক্তবৎসলার প্রসাদ গ্রহণে যদি শুষ্ক জ্ঞানবিচার বুদ্ধি আমিত্ব কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি ও যথার্থ অকিঞ্চনা ভক্তিলাভে আমরা ধন্য হইতে পারি, তবেই পরে ক্রুশবাহী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব সাধনে অধিকারী হইব এবং সে উৎসবে যদি আত্মইচ্ছা বিরহিত ব্রহ্মপুত্রের জন্মে নবজন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ইহ পরলোকস্থ সর্ব্বমানবাত্মার মিলনে নববিধানের মহামহোৎসব সম্ভোগে ধন্য হইব। ব্রহ্মানন্দজননী তাহারই জন্য আমাদিগকে সসম্মানে ডাকিতেছেন, তবে তিনিই এইজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লউন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৩

[সার-সংগ্রহ]

ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপার্জ্জিত বস্তু, যোগও তদ্রূপ। দশ পনর বৎসর সত্য প্রেম বৈরাগ্য সাধন করিতে লাগিলাম; ঈশ্বর প্রসাদে অবশেষে আমার হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চার হইল, ভক্তি ক্রমে প্রমত্ততায় পরিণত হইল।

ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ভক্তি যোগ ব্যতীত ব্রাহ্মজীবন কোন কার্য্যেরই নয়। যোগ কিছু শক্ত। যাঁরা এই দুর্ল্লভ যোগ পাইয়াছেন তাঁহারা অপরকে ইহা দিতে পারে না।

ভক্তি একজনের হইলে আর দশ জনের হইবে। যোগ এত শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে না।

শাস্ত্র পড়িয়া কি এ পথে আসিলাম? না; লোকের উপদেশ শুনিয়া? না; কোথা হইতে এক বায়ু প্রবাহিত হইয়া যোগকে আমার নিকট আনিল।

ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে, যোগ ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি করে। যোগে নয়ন পরিষ্কৃত হইল, ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল।

আগে যেখানে কাঠ মৃত্তিকা দেখিতাম, এখন আর শুধু তাহা দেখি না। অধিক সাধন করি নাই, চক্ষু খুলিয়া দেখি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন।

লোকের দিকে যাই তাকাইলাম গা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম, আবার বলিলেন "আর কাছে আয়।" খুব নিকটস্থ হইলাম বলিলাম ব্রহ্ম পাইয়াছি। যোগ হইল।

যোগ কি! অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে প্রতি বস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে ব্রহ্ম দর্শন লাভ।

ইচ্ছা করিলেই ব্রহ্মকে দেখা যায়। ব্রহ্ম এস, এই অঙ্গুলীতে দেখা দাও, তখনই ব্রহ্ম জ্যোতি দেখা গেল। ভক্তিপূর্ণ যোগনিষ্ঠ যোগ, ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল তাহারই অঙ্কুর হইতে যোগ হইল। ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দেখা হইয়াছে।

এখন আমি আছি কি না পাঁচজনের সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন।

ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে হইবে না। আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে। একটী অস্বীকার করিয়া আর একটী স্বীকার করা যায় না।

বইএর ঈশ্বরকে আমরা ধরি না, চক্ষুতে দেখি তবে মানি। আমি ছিলাম খুব কর্ম্মী, এখন আর বুঝিতে পারি না আমার জীবনে যোগ অধিক না কর্ম্ম অধিক? বিবেকের প্রতাপ অধিক না মৃদঙ্গ বাজাইয়া নাচিতে আনন্দ করা অধিক?

আমার জীবনের গণিত অতীব আশ্চর্য্য। যে অঙ্ক শাস্ত্র দ্বারা জগৎ পরিচালিত হয়, আমি তাহাতে বিশ্বাস করি নাই। আমাদের দেশের লোকে যে অঙ্ক শাস্ত্র মানেন...তাহার মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে দুয়ের অবশিষ্ট থাকে।

যেখানে পাঁচ আর তিনে আট বলিয়াছি, সেইখানেই হারিয়াছি। যেখানে বলিয়াছি অল্প হইতে বহু বাদ দিলে অনেক বাকি থাকে, সেইখানেই জিনিয়াছি।

আগে ভাবিয়া করিবে না, আগে করিয়া পরেও ভাবিবে না। আগেও না, মধ্যেও না, পরেও না, ভাবনা কখনই করিবে না। ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করিবে, ভাবিবে কেন?

আমাদের দেশে লোকে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কেবল আকাশের দিকে তাকায়, বলে হরি তোমার এই কন্যার কি বিবাহ দিতে হইবে? হাঁ, এই আশ্বিন দিন স্থির। বিবেক ও বৈরাগ্যের অস্ত্র লইয়া সাধক বাহির হইলেন। শুভক্ষণেই বিবাহ হইয়া গেল।

যেখানে দেখা গেল সকল লোকেই এই কার্য্যের সুখ্যাতি করে, সাধক অমনই বুঝিলেন ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে।

এ কার্য্য করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, যেই এরূপ দেখিলাম, মন বলিল ঠিক হইয়াছে, কেন না পৃথিবীর যাতে শত্রুতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই মিত্রতা হয়।

লক্ষ লোক যে কাজে প্রয়োজন, তিন জনের দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে। বারজন যা করে, বার লক্ষ তাহা করিতে পারে না। ১৩ জন লোক করিতে গেলেই মন্দ হয়। অল্পসংখ্যক স্তম্ভস্বরূপ হইয়া মাথায় করিয়া ধর্ম্ম-সমাজ রক্ষা করিবে। যিনি আমাদের দেশ হইতে আসেন তিনি চান অল্প লোক থাকে।

অনেকে মনে করেন এ গণিত শাস্ত্র অনুমানের ব্যাপার, তা নয়; একজনের জীবনে পঁচিশ বৎসর সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এ জীবনে যাহা কিছু জয়লাভ হইয়াছে চিন্তা না করার দরুন।

টাকা জড় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা যেখানে সেখানে বিফল। যেখানে টাকা নাই, চিন্তা নাই, সেইখানেই জয় হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্ব্বাণ লইয়া যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই জয়।

এ প্রণালী অবলম্বনে দায়ীত্ব আছে। ঈশ্বরের ইসারা বুঝিয়া এ প্রণালীতে কাজ করিতে হয়।

এ আশ্চর্য্য ব্যাপার কে বুঝিবে? যাহা ভক্ত বুঝিতে পারে, বিদ্বান তাহা কিরূপে বুঝিবে?

যখন ভগবানের আনন্দ বাজারে প্রথম দোকান খোলা হয় তখন নিয়ম করা হইয়াছিল যে ঋণ করিয়া কিছু ক্রয় করা হইবে না এবং ধারে কিছুই বিক্রী হইবে না, পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম না, যাহা আপনার নয় তাহা আপনার বলিলাম না। যতটুকু অধিকার তাহার, অতিরিক্ত বিষয়ে হাত দিলাম না।

যখন যতটুকু পাইয়াছি, সেইটুকুই কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। শাস্ত্রে লেখা আছে কি অমুক বলিয়াছেন এ বিবেচনা করিতাম না। জানিতাম তাহা করিতে গেলেই গোলে পড়িব। পরের মুখে ঝাল খাইয়া শেষে বিপদে পড়িব। নিজে বুঝিব পরে করিব, প্রথমাবধি এই প্রতিজ্ঞা। জীবনের সুপ্রভাতে বিধাতা বলিয়াছিলেন তিনি নগদ দেন ধারে দেন না। এই জন্য বিশ্বাস হইল যাহা কিছু প্রয়োজন যতদূর মনুষ্যের পক্ষে লাভ করা সম্ভব, সমস্ত পাইব।

সেই জন্য প্রণাম করিয়া বলিলাম, "প্রভু হে বলিয়াছিলে নগদ দিবে দাও, বিলম্ব করিব, কিন্তু তোমার নিকট হইতে লইয়া যাইব।"

ক্রমে দেখিলাম, আপনার সম্বন্ধে, পৃথিবীর সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে, মানব মণ্ডলীর সম্বন্ধে যাহা যাহা চাহিয়াছি, সকলই পাইয়াছি।

কি ছিল পঁচিশ বৎসর আগে, কি হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পরে, এ ব্যাপার ত কেহই জানিত না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে কি বিবাদ ছিল,

অধর্ম্মের প্রতি লোকের কি আসক্তি ছিল ; ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল ; ভক্তি প্রেমের কি অভাব ছিল।

অনেক কীর্ত্তি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল।

বঙ্গদেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষ কাঁপিতেছে, নববিধান সম্বন্ধে কি কার্য্য হইয়াছে যাহা পূর্ণ হয় নাই, সত্য-সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া সত্য অগ্নির মধ্যে হাত রাখিয়া বলা যায়, যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, যাহা দেখিবার দেখিয়াছি।

স্বার্থপর হইয়া কাজ করি নাই, দেশের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছিলাম। হরি সকাল বেলাই বলিলেন বর লও ; ভক্ত এই বর চাহিলেন "যেন জয়ী হই"। তখন নিজ হস্তে হরি লিখিয়াদিলেন "ভক্তের জয় নিঃসংশয়"। ভক্তির সহিত যা করা যায় তারই জয় হয়।

যদিও অন্য বিষয়ে হীন হই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর, আমার দলের উপর আছে। অহঙ্কারে স্ফীত হই নাই। হরি নামের জোরে তোমার আমার ন্যায় লোক সব করিতে পারে। হরিনামের জোরে পৃথিবীটাকে সরার মত বোধ করিয়া ছুড়িয়া বৈকুণ্ঠে ফেলিব।

দেখিলাম জগৎ অসার জিনিষ হাতে করিয়া হরি বলিবামাত্র স্বর্ণ হইল। বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টানে হিন্দুতে প্রণয়ে আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে। কার সাধ্য এই সকল আমরাত্মার উপর হস্তক্ষেপ করে ? এই বঙ্গদেশকে লইয়া স্বর্গে ফেলিয়া দাও।

তিনটী ভক্তের সম্মিলন।

(প্রাপ্ত)

প্রেমময় শ্রীহরির এই নববিধানে নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের প্রিয়বন্ধু ও অনুগামীদিগের মধ্যে যে তিনটী ভক্ত স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণে পড়িয়া নবভক্তি বিধানের মহাসাগর সঙ্গমে মিলিয়াছেন, তাঁহাদের মিলনকাহিনী স্মরণে পুণ্য হয়। নববিধান-প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ডাকে জাতি কুল মানে জলাঞ্জলি দিয়া যে সময় হরি প্রেমে ব্যাকুল ও জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে নবদ্বীপ ধামে গমন করেন, সেই সঙ্গে যাইয়া ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় ভাই অমৃত লালের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া, গাহিয়াছিলেন "জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, দণ্ডকমণ্ডলু ওহে নবীন ব্রহ্মচারী! বলি, বলি, যাচ্চ কোথায়, নেযাও আমায়, আমি তোমার পায়ে ধরি" (সঙ্গ ছাড়্‌ব না ছাড়্‌ব না)" সেই হইতেই উভয়ে স্বর্গীয় প্রেমবন্ধনে চির বদ্ধ হইয়া যেখানে অমৃত লাল সেই খানেই নন্দ লাল ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও ভাবে গদ গদ হইয়া, উভয়েই হরি গুণ কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া, নর নারীদের মাতাইতেন।

ভাই অমৃত লাল বসু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ভাই নন্দলালকে সঙ্গে লইয়া অন্য তিনটী বন্ধু সহ ভাগিরথী গঙ্গার দুই পার্শ্বের নগরে নগরে, হরি নাম সুধা বিলাইতে, বিলাইতে, কলিকাতার পশ্চিম প্রান্তে দরিদ্র পল্লী অমরাগড়ীতে গমন করেন। এই সম্বন্ধে দীনাত্মা ফকির দাস লিখিয়াছেন, "প্রেরিত ভক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক অমরাগড়ীতে পদার্পণ করেন ; ভক্তের অপূর্ব্ব সন্ন্যাস বেশ ও তাঁর সঙ্গী নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রেমবিহ্বল ভাব দেখিয়া আমরা সকলে আকৃষ্ট হইলাম" এই সময় হইতেই, প্রেমময় শ্রীহরি, তাঁর এই তিনটী ভক্ত সন্তানের মিলন সংঘটন করিয়াদিলেন।

পুনরায় পর বৎসরে ভক্ত অমৃত লাল, ভাই নন্দলাল প্রভৃতি ১০।১২ টী বন্ধুসহ অমরাগড়ীতে গমন করেন। ঐ সময় এক দিবস, প্রাতঃকালীন উপাসনায় ভক্ত অমৃত লাল মা বিধানজননীর প্রেমে বিগলিত হইয়া অত্রস্থ দরিদ্র প্রদেশের সেবার জন্য বিশেষ ভাবে একটী সেবকদল ভিক্ষাকরেন, ভক্তের এই প্রাণগত প্রার্থনার মর্ম্ম দীনাত্মা ফকির দাসের অন্তরে বীজাকারে প্রবিষ্ট হয়। তাহার কিছুদিন পরেই শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে, নিমতলার মহাশ্মশান ভূমিতে দীনাত্মা ফকির দাস সেবাব্রত গ্রহণের জন্য মা বিধানজননীর আদেশ পাইয়া, ঐ সময় হইতেই তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের ভার শ্রীহরির শ্রীচরণে উৎসর্গ করেন।

দীনাত্মা ফকির দাস যেদিন প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন, সেই সময় কাতর হয়ে গাহিলেন "আমায় সাজিয়ে দাও বৈরাগীর বেশে, নাম গুণ গাহিয়া বেড়াই দেশ বিদেশে," নন্দলাল ভাবে ভক্তিতে বিভোর হইয়া, ভক্তি গদ গদ প্রাণে মা বিধান জননীর শ্রীপাদ পদ্ম পূজা ও প্রার্থনা করিয়া ফকির দাসকে একটী একতারা উপহার দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন ; এবং ভক্ত অমৃত লাল এই শুভ সংবাদ পাইয়াই সুদূর পশ্চিম প্রদেশ হইতে, কমণ্ডলু ও গৈরিক ফকির দাসের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপে স্বর্গীয় ভাবের বিনিময়ে লীলাময় শ্রীহরির শ্রীপদে ইহাঁরা তিনজনে মিলিত হইলেন। নববিধানের লীলা ভূমির মধ্যে প্রেমময় শ্রীহরি এই তিনটী প্রাণকে একসূত্রে গাঁথিয়া কতই না অপূর্ব্বখেলা করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে যেমন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত একত্রে মিলিয়া প্রয়াগ তীর্থে যুক্তত্রিবেণী হইয়াছিল, নববিধানে তেমনি অমৃত লালের হৃদয় হইতে সোদামা ভক্তি নন্দলালের হৃদয় কন্দর হইতে সরলা ভক্তি এবং ফকির দাসের হৃদয় গুহা হইতে অকিঞ্চনা ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়া, বিশেষ ভাবে নববিধানের লীলাক্ষেত্রে এই ত্রিধারা মিলিত হওয়াতে মা বিধানজননী এই ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়াছেন।

সোদামা ভক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি ভক্ত অমৃত লাল যখন ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া গাহিতেন "তোরা আয়রে পুরবাসীগণ আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন, তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে সফল হবে জীবন" এই সংকীর্ত্তনে নন্দলাল ও ফকির দাস যোগ দিতেন তাহাতে নর নারীর

প্রাণ মাতিয়া উঠিত। সরল প্রাণে ভক্ত নন্দলাল গাহিতেন "এস করিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন, শুনে বিপদ ভঞ্জন রব, আপদ পালাইবে সব, হইবে নীরব, শুনে সিংহ রব, পালায় যেমন করিগণ"।

ভক্ত ফকির দাস গাহিতেন "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ, আনন্দ ঘন, এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন, (এরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে)" এই সচ্চিদানন্দ রূপ দেখিয়াই ভক্ত ফকির দাস ভাবে প্রেমে বিভোর হইয়া একাকী ক্রমে ৬।৭ ঘণ্টাকাল মহানন্দতার সহিত শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন করিতেন। যাঁরা এই ভক্তত্রয়ের সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন এবং ইহার ভাবরসে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে এই সংকীর্ত্তন গুলি তাঁহাদের জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

আমাদের ভাগ্যে নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের পবিত্র সঙ্গলাভ তেমন ঘটিয়া না উঠিলেও আমরা এই তিনটী ভক্তের পবিত্র সহবাসে ও তাঁদের সহিত মা বিধান জননীর অর্চ্চনা, বন্দনা, ও হরিগুণ কীর্ত্তনে এবং হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া দুর্লভ মানব জীবন সফল করিয়াছি। এখন আমাদের মত অভক্ত পাতকীদের আকুল প্রাণ ঐ স্বর্গীয় শোভাই দেখিতে চাহিতেছে, জানিনা মা পতিতোদ্ধারিণী, কবে তাঁর সব ভক্ত দলের সহিত পুনর্ম্মিলিত করিয়া এই দীন সন্তানদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। "জয়মা ভক্ত জননীর জয়"

জয়রাগড়ি, নববিধান সমাজ; ২৭শে অক্টোবর ১৯২৪।	}	ভক্ত ভৃত্যানুভৃত্য শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

আচার্য্য ও উপাসক।

ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলী উপাসনাক্ষেত্রে ভাবের সমতার মধ্যে আর দুই অথবা বহুজন থাকিতে পারেন না। মন্দির ও উপাস্যদেবতা যেমন এক, সেইরূপ আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলীও এক। বৃক্ষ ও তজ্জনিত পত্র ও ফুল ফল যেমন এক অখণ্ডত্ব ভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করে, ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলীর সেই অভিন্ন সম্বন্ধ। ব্রহ্ম ভিন্ন সেখানে কেহই উপদেষ্টা নহেন। আচার্য্য ও উপাসক সকলেই এক। উভয়ের ব্যবহার্য সেই একতা ও সমভাবের নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাসিত।

আচার্য্য শব্দের অর্থ আর কিছুই নহে। ব্রহ্মোপাসনায় যিনি ব্রহ্মের ভাবে গমন করেন তিনিই আচার্য্য, আর ব্রহ্মোপাসনায় যিনি ব্রহ্মেতে স্থিতি করেন তিনিই উপাসক। ব্রহ্মমন্দিরে এই সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা। আচার্য্য শিক্ষক নহেন। তিনি ব্রহ্মের ভাবেতে ব্রহ্মেতে বিচরণ করেন আর উপাসক তাঁহার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি করেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে সেই সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্বন্ধে একটা ভ্রম প্রমাদ আসিয়া পড়িয়াছে। উপাসক মনে করেন যে আচার্য্য আমাকে এমন কি শিক্ষা দিবেন যে আমাকে তাঁহার উপাসনায় যোগ দিতে হইবে। এরূপ ভ্রমাত্মক ভাব ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মহা বিপজ্জনক। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ নাই।

এখানে সকলেই এক। ব্রাহ্মসমাজে প্রায় সর্ব্বত্রই এই ভাবের অভাবে উপাসক সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। ব্রহ্ম যেমন চিরদিনই নূতন, উপাসনা বস্তুও শব্দ, ভাষা ও অক্ষর অতিক্রম করিয়া চিরদিনই নূতন। আচার্য্যের মুখনিঃসৃত শব্দ অক্ষর অথবা ভাষাব্যঞ্জক নহে। আচার্য্য ও উপাসকের একতাই এখানকার ভাষা। "Set it not be in the oldness of the letter but in the new ness of the spirit" (Rom 7.6) অক্ষরের পুরাতনত্বে উপাসনার প্রাণ নয়, ঈশ্বরের ভাবের নূতনত্বে ইহার প্রাণ। ঈশ্বর প্রতিদিন নূতন, সুতরাং উপাসনাও প্রতিদিন নূতন। বর্ত্তমানে আচার্য্য ও উপাসকের এ সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। উপাসনাতেই ব্রাহ্মসমাজের মিলন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের

চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—আরফান লেনে ভ্রাতা রমেশচন্দ্র সমদ্দারের বাসায় উপাসনা হয়। শ্রীমান্ নবীনচন্দ্র উপাসনার কার্য্য করেন। ঐ দিন বৈকালে নারায়ণগঞ্জে প্রচার যাত্রার কথা ছিল, কিন্তু দৈবঘটনাবশতঃ প্রাচীনদের কেহই যাইতে পারেন নাই। ভ্রাতা নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস মাত্র ঢাকা হইতে যাইতে পারেন। তাহাতে প্রচার কার্য্যের বাধা হয় নাই। বাজারে সঙ্গীত ও বক্তৃতা হয়। ভ্রাতা নবীনচন্দ্রকে অতকার কার্য্যে মহাপ্রভু বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেন। উপাসনান্তে অনেকগুলি ভ্রাতা যতীন্দ্রচন্দ্রের বাড়ীতে আহার করেন।

৩রা আশ্বিন, শুক্রবার—অপরাহ্নে নগর-সংকীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের দল আর্ম্মানিটোলা ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া বাবুর-বাজার, ইস্লামপুর, শাঁখারীবাজার, তাঁতিবাজার, মালীটোলা, নবাবপুর হইয়া উয়ারীতে মিঃ ডব্লু, তাকেদারের বাড়ীতে শেষ হয়। কীর্ত্তনান্তে প্রায় শতাধিক নর নারী তাকেদারের বাড়ীতে তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন।

৪ঠা আশ্বিন, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে যুবকদিগের উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে ভ্রাতা মতিলাল দাস উপাসনা করেন, উপদেশ দেন। সায়ংকালে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ইংরাজিতে উপাসনা করেন এবং Mountain of purification বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

৫ই আশ্বিন, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদের উৎসব হয়। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। অপরাহ্ন ৪ টার পর বালক বালিকাদের উৎসব হয়। ছোট ছোট শিশুরা এবং বালক

বালিকারা আবৃত্তি করিলে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় এবং কার্য্য শেষ হইলে, তাহাদিগকে জলযোগ করান হয়। সন্ধ্যার পর শান্তিবাচন—উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়। বাবু রাজকুমার দাস এ বেলায় উপাসনার কার্য্য করেন এবং উৎসবে যে যে নূতন স্তব প্রকাশ করিয়া উৎসবের দেবতা উপাসকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহা ধারাবাহিকরূপে উল্লেখ করিয়া একটী সুদীর্ঘ মনোহারী উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

প্রেরিত।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ।

গত বৎসরে শ্রীষ্টোৎসব, যাহা মুঙ্গেরে বেশ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হয়েছিল, এবারে আশা করা যায়, ভক্তি প্রয়াসী বন্ধু ও মহিলাগণ আরো বেশী সংখ্যায় সমবেত হয়ে উৎসব সম্পন্ন করিবেন।

সময়ে সময়ে কলিকাতায় ও মফস্বলে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ এইরূপে সমবেত হতে পারলে দেহ মনের সকল শক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধি হয়। ভক্তমণ্ডলীর ও পাগল ভক্তের ভক্তির ভাব পরস্পরের মধ্যে এসে গেলে, সংসার-মরুক্ষেত্রে জীবন্ত শক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে আবার চলা ফেরার সুযোগ সুবিধা হয়ে যাবে।

অর্থোপার্জ্জন, সংসার প্রতিপালন করতে করতে মন শুকিয়ে যায়, তাই মহান্ দেবতা, পরম মঙ্গলময় যিনি, তিনি উৎসব বিধান করে, শুষ্ক মানব প্রাণকে মুঞ্জরিত করে দেন। নূতন বিধানের সুসমাচার আজ দেখি জগৎব্যাপী হয়ে পড়েছে. সবাই বলছে, সবাই লিখছে, "সত্যবাক্ হও, সত্যনিষ্ঠ হও, সর্ব্বাগ্রে সত্যের উপাসক হও।" এস ভাই, এস ভগ্নি, এস গায়ক সন্তান সন্ততি, মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে সবাই সমবেত হয়ে সত্য ব্রহ্মের নাম গান করে. ভক্তিমান ভক্তিমতী হয়ে যাই।

আর তো বেশী দেরী নাই, যাহার যা আছে, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। জগন্নাথ দর্শনপ্রয়াসী কত দীন দুঃখী দরিদ্র আপনার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে ফেলে পুণ্য সঞ্চয় করে। আমরা আমাদের বৎসরের সঞ্চিত, ভক্তি প্রেম আশা নিয়ে, ভক্তি উৎসব-ক্ষেত্রে উপনীত হয়ে, ভক্তিতীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে ধন্য হয়ে যাই। সিদ্ধিদাতা বিধাতা সিদ্ধি দান করিবেন। অক্ষম রুগ্ন যাহারা, তিনি তাঁদের সুস্থতা দান করুন, শুষ্ক মৃতপ্রায় প্রাণ যাদের তাঁদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করুন, দূর দেশস্থ ভাই ভগিনীদের প্রাণে সমবেত হইবার ইচ্ছা ও সুযোগ তিনিই করিয়া দিন এই প্রার্থনা।

সেবিকা—নির্ম্মলা বসু।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শাম্বশিব রাও।

[পূর্বানুবৃত্ত]

প্রকৃতি যাঁর নিত্য লীলার নানা বিভূতি এক স্রোতে প্রকাশ করে, যাঁর আনন্দলীলা স্বপ্নময় রূপে সদ্ভাব শোভার ভিতর সিদ্ধ হয়, তাঁরই অচিন্ত্য সৌন্দর্য্য উশ্রীর রম্য উপত্যকার বহু ছন্দে প্রতিভাত। সেইখানে মহামায়ার আভাস ইঙ্গিতে ভরা সেই শালবনের ছায়াতল দিয়া শ্মশানযাত্রার ঐ যে দল চলিয়াছে, আগে পশ্চাতে স্তব্ধ বিস্মিত অপরিচিত ও পরিচিত মানব দলের মধ্যবর্ত্তী গৈরিকের বেশ আবরণে আচ্ছাদিত ঐ মহাযাত্রী কে? এই মর-জীবনে যে সিদ্ধি জড়দেহের অণুপরমাণুকে আকার গঠন দান করে সেই গৌরবে উন্নীত ও কার অবশেষ? জগতের মহা-ইতিহাসে এক দিনের অধ্যায়ে স্থান গ্রহণ করিয়া অনুরাগী ভাইবন্ধুর স্কন্ধভার চলিয়াছেন কে ঐ ক্ষণজন্মা? উৎসর্গীকৃত শুদ্ধ জীবনের অপূর্ব্ব শ্রীপ্রভাবে মৃত্যুর কালিমাকেও জয় করিয়াছেন। পুণ্যের শুভ্রতায় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি মরণমুহূর্ত্তে আত্ম-সমর্পণের অপূর্ব্ব বিশ্বাসে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। অপার্থিব হাসিতে সকল পার্থিব বস্তুর সহিত তুলনা রহিত ঐ প্রশান্ত মুখমণ্ডল। তাঁর শ্মশানযাত্রী বিশ্বাসী দলের ভিতর শ্মশানেরই নিরাশার চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়াছে। কে ঐ প্রিয়তম নিত্যসাথী? স্বদেশ ও স্বজাতির দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অজানার ভিতর আপনাকে ভাসাইবার মত ধর্ম্মবিশ্বাস যাঁর ভিতরে বীর্য্যবান হইয়াছিল, এবং দূর প্রবাসে ধর্ম্মের আশ্রয়ই গৃহের আশ্রয় ও ধর্ম্মবন্ধুই প্রিয়জন পরিজনের ভরসা দান করিয়াছিল, কে সেই বিশ্বাসী? মুষ্টিমেয় বন্ধুর সংখ্যা ভগ্নহৃদয়ে তাঁকে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছেন। জন্মের মত বিদায় মুহূর্ত্তে তাঁদের হৃদয় হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে, মহা-শূন্যতার অন্তর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। অভ্রের উজ্জ্বল আকাশ ও স্নিগ্ধ বায়ুর মোহমুক্ত হইয়া এই সুদূর সালবনের শান্ত গাম্ভীর্য্যের ভিতর দেহরক্ষা করিতে আসা—এ রহস্যের ব্যাখ্যা কে করিতে পারে? এ শুধু দেবলীলারই একটী বিচিত্র ঘটনা।

সাত বৎসর অতীত হইল, কালের অনিরুদ্ধ গতি মানুষের অন্তরের সকল প্রতিচ্ছবি হীনপ্রভ করিয়া আনে; কিন্তু শ্রীহরির অন্তরপটে সাধু জীবনের এই অভিনয় কি আজও সেই নূতনের মতই ছবি হইয়া নাই? জীবনে যাঁকে সম্যক্ চিনিয়া গোপাল বলিয়া আমরা ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে পারি নাই, মরণেও যাঁকে ভুলিতেছি, তিনি কি যুগে যুগে দেশে দেশে প্রেরিতের জীবন দিয়া যে ভক্তসখা ভগবান বিধানের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং এখনও রাত্রিদিন তাহাতে অধ্যায় সন্নিবেশ করিতেছেন তাঁর মর্ম্মের মর্ম্মমধ্যে কথা ও সন্তানের আদরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে আজ অবধি যে বিধান ভাগবতের সৃষ্টি হইল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার সমতুল্য বিরল। সেই

ইতিহাসে এই তরুণ প্রেরিতের কাহিনীও একান্ত দুর্লভ। বিধানে যদি বিশ্বাসী হই, কেশবের এই নবধর্ম্মের নবনীতিতে যদি দেবত্বের অবর্ণনীয় গৌরব উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাঁর চতুর্দ্দিকে সেই সংসারে নগণ্য অথচ ধর্ম্মের উন্মত্ত ও ভগবদ্ভক্তিতে বিমূঢ় প্রেরিতদলের কথা স্মরণ করিয়া দেহের শোণিতে চঞ্চলতা ও অন্তরে তড়িৎপ্রবাহ অনুভব করিয়া থাকি, তবে মনে পড়িবে আজ সেই যুগ যার অনুপম ধর্ম্মশ্রী হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিত, বিশ্বাসে যাহা জ্যোতির্ম্ময়, সত্যানুরাগের তেজে যাহা উগ্র ভক্তিতে যাহা স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন, পরানুরাগে যাহা কোমলতায় মণ্ডিত, বিনয়ে যাহা সদানম্র।

এই অচিন্ত্য ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথায় পরমাত্মাসম্ভূত আত্মাদের অস্তিত্ব আছে জানি না, কিন্তু এই গ্রহে সেই পরাপ্রকৃতির প্রভাব আত্মাজগতে সঞ্চারিত হয়, সকল দেববিরোধী ভাব পরিহার করিয়া মানবাত্মা দেবাত্মায় পরিণত হয়, ধরাধাম স্বর্গধাম হয় এ কামনা যদি রাত্রি দিনের সাথী হয়, তবে কেমন করিয়া ভুলিব কেশবের আত্মার মহাভাব, কেমন করিয়া ভুলিব সেই পাগল দলের অতি মানবীয় কীর্ত্তিকাহিনী, আর কেমন করিয়াই বা ভুলিব শুদ্ধচরিত্র সর্ব্বত্যাগী এই তরুণ বিধান প্রেরিত কে? কোথাকার সল পল হইয়া কোথায় আসিলেন! কোন্ স্পর্শমনির স্পর্শে স্বাধীন চেতা সংশয়বাদী কঠোর ব্রহ্মবাদ ও বিধানবিরোধিতার ভিতর দিয়া ভক্তিবিহ্বল বিধানবিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হইলেন! কোন্ ঘরের আভিজাত্য অভিমানী ব্রাহ্মণ কোন্ অস্পৃশ্যের আলিঙ্গনে আপনাকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আভিজাত্যে দেবলোকোন্মাদে উত্থিত করিলেন! কোন্ দৈবশক্তির বিধান বিধাতার ডাকে সাড়া দিয়া দেবত্বের পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহাকে আহুতের দুঃখময় মহাভাগ্য মাথায় করিয়া ছুটিতে উন্মাদনা দান করিল! আধ্যাত্মি-কতার কোন্ স্তরে আত্মা পরমাত্মায় আলাপের কোন্ অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দিব্যাপত্তা তাঁর কাণে কাণে এই প্রেরিত প্রত্যাদিষ্টের নির্ব্বাচন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন! কোন্ নিগূঢ় নিহিত আত্মজ্ঞান বিশ্বধর্ম্মে বিশ্বমানব সমাজে তাঁকে আপনার স্থান চিনিয়া লইয়া পরার্থপর ত্যাগে ও নিষ্কাম জীবনে মতি দান করিল! বিধানের শুভবার্ত্তায় মুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য জগজ্জনকে উদ্বুদ্ধ করিতে কোন্ অগ্নিময় উদ্দীপনায় তাঁর দেহ মন প্রচার-ব্রতের অত্যুৎসাহে জলন্ত হইয়া উঠিল! কোন্ শুভক্ষণে কোন্ আনন্দময় দিব্যদৃষ্টি তাঁর চক্ষে স্বর্গীয় শুদ্ধতার মহিমা প্রকাশ করিয়া জীবনকে অক্ষুণ্ণ পুণ্যে দীপ্তিমান করিতে শক্তিদান করিল, এবং এইরূপে জগতের সম্মুখে দেবালোকে উদ্ভাসিত নবশিশুর এই অভিনব ছবি অভিব্যক্ত হইল! আবার বলি এ রহস্যের ব্যাখ্যা আর নাই, এ শুধু দেবলীলারই একখানি কাহিনী!

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ভর প্রিয়া ঘোষ।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৭ই ডিসেম্বর, ১০নং নারিকেলবাগান লেনে, স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই —চন্দ্র রায়ের পৌত্র পৌত্রীর জন্মদিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

নামকরণ—গত ১১ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, —র জেলার পারলাখেমেডির সহরে স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ রায়ের পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। শিশুর নাম "রাজীবলোচন" রাখা হইয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৪ই ডিসেম্বর, বাণীবন পল্লীতে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র বসুর নবসংহিতানুসারে আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। উপাসনার পূর্ব্বে তাঁহার চিতাভস্ম সমাধিস্থ করা হয়। গ্রামের প্রায় সকল নরনারীই উপা-সনায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দো-পাধ্যায় এ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন।

গত ১৬ই নবেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণে ৩নং প্রচারাশ্রম দেবালয় চাকুরিয়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডু তাঁহার পিতার আদ্য-শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ভাই প্রমথলাল সেন, ভাই চন্দ্র মোহন দাস ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহের সহকারিতায় অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে একটী ভোজা, একখানা কম্বল, তিনখানা গেরুয়া, একখানা সাদা কাপড়, একজোড়া বিনামা, ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নগদ কয়েকটী টাকা দান করা হইয়াছে।

গিরিধিতে জন্মোৎসব—প্রতিবৎসর গিরিধিতে আচার্য্য-কন্যা শ্রীমতী মণিকা দেবী স্বামীসহ তাঁহাদের গৃহে মহা সমারোহ করিয়া আচার্য্য-জন্মোৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ বৎসরও ১৯শে নবেম্বর, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় প্রায় তিন শত বালক বালিকা তাঁদের গৃহে সাম্মলিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় রামকুমার চন্দ মহাশয় একটি প্রার্থনান্তর তাহাদিগকে শ্রীআচার্য্যদেবের জীবন সম্বন্ধে সরল ভাষায় কিছু বলেন। শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে দুইটি সঙ্গীত করেন। পরে শঙ্খধ্বান করিয়া বালক বালিকাগণকে খেলনা ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। এই গৃহের প্রাঙ্গণ সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়া একটি বৃক্ষের উপর নানারূপ খেলনা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল ও প্রত্যেককে তাহাদের পছন্দ মত খেলনা বিতরণ করা হয়। অনেক স্থানীয় ও প্রবাসী হিন্দু মহিলারা এবং ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাঁহাদের শিশুদিগকে লইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলে মিলিত হইয়া যোগদান ও আনন্দ সম্ভোগ করেন।

"বিধান-কল্পতরু"—গত রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, মা সারদা দেবীর স্বর্গারোহণ দিনে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে তালবৃক্ষ সংযুক্ত একটি বটবৃক্ষকে "বিধান-কল্পতরু" নামকরণে বৃক্ষ-লতা বাঁধাইয়া প্রার্থনা করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ১লা ডিসেম্বর, ভাই উমা-নাথের, গত ৯ই ডিসেম্বর, সাধু অঘোরনাথের, গত ১৪ই ডিসেম্বর, আচার্য্য-মাতা মা সারদা দেবীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে উপা-সনাদি হইয়াছে। তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি ক্রমে প্রশান্ত।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ৫ই ডিসেম্বর, বর্ষপূর্ণ দিনে ভাই কালীনাথের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার সহধর্ম্মিণী, কন্যা ও আত্মীয়গণের প্রবাস-ভবন ১৪নং তারকনাথের ষ্ট্রীটে বিশেষ গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারীমোহন উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ পাঠ ও প্রার্থনা করেন। ভাই কালীনাথের পত্নী স্বামীর পুণ্যস্মৃতি পাঠ করেন ও প্রার্থনা করেন।

কোচবিহার সংবাদ—বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর, প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে মহাশয়ের শ্বশ্রুমাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ১১ই অক্টোবর, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩১ সালে—সন্ধ্যার পর কেশবাশ্রমে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন হয়।

২৯শে অক্টোবর, ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল—পূর্ব্বাহ্নে ৭টায় প্রচারাশ্রমে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উপাসনা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তিনিই তাঁর বাসায় সস্ত্রীক উপাসনা করেন। রাত্রি ৮টার পর কেদার বাবুর বাসায় আরও কয়েকটী হিন্দুভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গীত ও আচার্য্যদেবের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার প্রার্থনাটী কেদার বাবু পাঠ করেন, তার পর ভাইফোঁটা দেওয়া হয়।

৭ই নবেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৩১ সাল, শুক্রবার —পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণস্থিত সমাধিতীর্থে স্বর্গীয় ৪র্থ মহারাজ কুমার কর্ণেল হিতেন্দ্রনারায়ণের ৪র্থ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সমাধিপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে রবিবার ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে ভিখারীদিগকে তণ্ডুল দান করা হয়।

১৬ই নবেম্বর, ১৯২৪ খৃঃ, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে স্বর্গীয়া প্রেমময়ীর ১৫শ সাম্বৎসরিক ও কনিষ্ঠাকন্যা কুমারী জ্যোৎস্নাময়ীর ১৫শ বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

১৯শে নবেম্বর, ১৯২৪ খৃঃ ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল বুধবার, পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমে, শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। সন্ধ্যাকালে কেশবাশ্রমে ও ব্রহ্মমন্দিরে আলো দেওয়া হয়।

সাম্বৎসরিক—গত ৪ঠা ডিসেম্বর, বালীগঞ্জের বাড়ীতে শ্রীমান্ নীতিলাল ও শ্রীমান্ ন্যায়লাল ঘোষের স্বর্গীয় মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর, স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্তের ৮নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনের বাটীতে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। প্রচারক সাধক ও অন্যান্য বন্ধু অনেকে এই উপাসনায় যোগদান করিয়া স্বর্গগত সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিবারের সকলে উপস্থিত সকলকে যত্নের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রিতে, প্রচারাশ্রম দেবালয়ে সাধুর জীবন বিষয়ে প্রসঙ্গাদি হইয়াছিল। যোগভক্তি-সমন্বিত সাধু অঘোরনাথের অনুপম জীবনটী অদ্যকার উপাসনা পাঠ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া সকলের প্রাণে বেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। স্বর্গগত সাধুদিগের দিব্যসঙ্গ শরীরী যাঁহারা তাঁহারা কিরূপ জীবন্ত ভাবে লাভ করিয়া উপকৃত ও ধন্য হইতে পারে আজ তাহা বেশ প্রত্যক্ষ হয়। সাধুর পরলোক গমনে তিনি কেমন যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও কেমন জ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন; সকল দলের লোক কেমন নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা সম্মান দান করিয়াছেন তাহা এ দিনের আলোচনায় বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, নববিধান গৃহস্থ-বৈরাগী স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর স্বর্গদিন স্মরণে এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায়ের পিতৃদেবেরও স্বর্গদিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

গত ৭ই ডিসেম্বর, স্বর্গগত সাধক প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবাসে বিশেষ উপাসনা হয়। ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

—•—

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিল, এই বৎসর আমরা সমস্ত গ্রাহক মহাশয়দিগকে কয়েকবার এই পত্রিকাতেই আমাদের অভাব অভিযোগ জানাইয়াছি এবং কাহাকেও কাহাকেও স্বতন্ত্র পত্র লেখা হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃই প্রেসের অবস্থা পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে না। অতএব গ্রাহক মহাশয়গণ বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁদের সমস্ত বাকী মূল্য পরিশোধ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বকে ঋণমুক্ত করিয়া ইহার সুপরিচালনায় সহায়তা করেন এইটী আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা।

নানা কারণে এবারও ধর্ম্মতত্ত্ব বাহির হইতে বিলম্ব হইল বলিয়া আমরা গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে

৫৯ ভাগ। ২৪শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৩ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ। 31st D ember, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, আজ আর একটী বৎসর শেষ হইতে চলিল। এমনই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সময়ের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। অতএব আশীর্ব্বাদ কর, এই কালমধ্যে যে আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভ করিয়াছি, যে সৌভাগ্য-সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, যে কষ্ট দুঃখ বিপদ পরীক্ষার ভিতর দিয়া শিক্ষা পাইয়াছি, যে সাধন ভজন উপাসনা প্রার্থনা এবং উৎসবানন্দের প্রভাবে ধর্ম্মজীবনের সংস্থান লাভ করিয়াছি তাহার জন্য যেন কৃতজ্ঞতা ভরে তোমার ও তোমার সন্তানগণের চরণে প্রণত হই। এ সময়ে যে সুযোগ হারাইয়াছি, যে অপরাধ পাপ করিয়াছি, ভাই ভগ্নী আত্মজনের অধর্ম্ম অপরাধের যে কারণ হইয়াছি, স্বীয় জীবনের পবিত্র ব্রত সাধনে যে অবহেলা করিয়াছি এবং তোমার, তোমার বিধানের, তোমার ভক্ত ও সকল মানব সন্তানগণের নিকট অপরাধী হইয়াছি, তাহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অনুতাপ করি। কল্যকার দিনে যে নববর্ষ আনয়ন করিতেছ তাহাতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত কর। এই নববর্ষে যাহাতে সদলে সপরিবারে তোমারই নববিধানের নবজীবন যাপনে সক্ষম হই এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে প্রেমময়, সমক্ষে নূতন উৎসব। পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নব উদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। মহারাজাধিরাজ তুমি আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দাও। নববিধান আমাদিগের জীবন। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্মজগতে আসিযাছে, আমরা কয়জন তাঁহার দূত। কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে ইহাই আমাদের জীবনের কার্য্য।

হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন যাও। হে নূতন মানুষ তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার খাবার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এই দিকে ছেলেমীর চুড়ান্ত ঐ দিকে বুড়োমীর চুড়ান্ত। খুব ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। হে বিধাতঃ এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর, এই প্রার্থনা।—(মাঘোৎসব)।

বর্ষ-বিদায়।

পুরাতন বর্ষ আজ বিদায় লইতেছেন। ইনি ব্রহ্ম-প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া আমাদিগের জীবনকে এক বৎসর বাঁচাইলেন এবং মার ও মার সন্তানগণের কতই আশীর্ব্বাদ, প্রসাদ, সেবা, স্নেহ ও কৃপা আমাদিগকে আনিয়া দিলেন, কতই আশা, উৎসাহ, সংকল্প, আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করিলেন, কতই উৎসব, উপাসনা, অধ্যয়ন, উপদেশ, সৎসঙ্গ, সচ্চিন্তা, প্রার্থনা ও সাধনার সহায়তা বিধান করিলেন ও জীবন্ত প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণ দানে কৃতার্থ করিলেন।

আবার কতই দুঃখ, শোক, রোগ, বিপদ, পরীক্ষা, নিন্দা, অপমান, নির্য্যাতন, পীড়ন, সহ্য করিতে দিয়া কতই শিক্ষা দিলেন, কতই ব্রহ্মনির্ভরের আত্মনির্ভরের সুযোগ দিলেন, আমিত্ব অহং বিনষ্ট করিয়া দীনতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও প্রেম সাধনে ধন্য করিলেন এবং কতই আপনার পাপ ও অসহায়তা স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুতপ্ত ও বিনীত সরল প্রার্থনা সাধনে উন্মুখীন করিলেন। এই সকল মহাদানের জন্য আজ আমরা এই বর্ষের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

আরো এই বর্ষ আমাদিগকে কতই সুযোগ, সুবিধা, প্রসাদ, আশীর্ব্বাদ, সেবা, করুণা, শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সঙ্গ, প্রেম, পুণ্য অজস্রধারে দান করিলেন, অথচ আমরা আমাদিগের মোহ, অজ্ঞানতা, অহং এবং পাপ অপরাধ বশতঃ তাহা উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়াছি, তজ্জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় চিত্তে ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

আজ কালের ঘণ্টা বাজাইয়া জীবনের একটা বৎসর চলিয়া যাইতেছে। যাঁহার কৃপায় এই বৎসর বাঁচিলাম তাঁহাকে আরও একটু জড়াইয়া ধরি, আরো তাঁহার নিকটস্থ হই। তাঁহার ভক্ত দল, প্রেরিত দল, পরিবার ও দল এবং মানব-সন্তান সঙ্গে আরো একটু ঘনিষ্ট আত্মিক-যোগে যুক্ত হই। তাঁহার ধর্ম্মবিধানকে আর একটু জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করি এবং যদি তাঁহারই কৃপাগুণে কল্যকার দিনে তাঁহার নববর্ষে প্রবেশের অধিকারী হই, যেন এই বর্ষে তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ জীবন গঠনে ও যাপনে সক্ষম হই।

নববর্ষাগমে।

মাতৃপদে প্রণাম করিয়া, সর্ব্বভক্তবৃন্দকে স্মরণ করিয়া, মার নববিধানকে অভিবাদন করিয়া আমরা কল্যকার নববর্ষাগমে এই বিশ্ব মানব পরিবারস্থ ও আমাদিগের ধর্ম্মনেতৃগণ, রাজন্যবর্গ, ধর্ম্মমণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নিগণ এবং আত্মজনও বিশেষ ভাবে আমাদের লেখক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক সকলকে নববর্ষের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

এই শুভদিনে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব জগজ্জনকে সম্বোধন করিয়া যে নিবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরাও সর্ব্বজনকে অভিবাদন করিতেছি :—

"পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রধান জাতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়, মুষা-ঈশা-বুদ্ধ-কনফিউসস্-জোরেষ্টার-মোহম্মদ ও নানক শিষ্যগণ বিস্তৃত ভারতার্য্যমণ্ডলীর প্রশস্ত বহুশাখা এবং সেই সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু, ঋষি, প্রধান, ধর্ম্মযাজক, জ্যেষ্ঠ ও আচার্য্য, ইঁহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের ভৃত্য, আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পবিত্র কলিকাতানগরীস্থ নববিধানমণ্ডলীর প্রেরিতত্বে আহূত শ্রীকেশবচন্দ্রের নিবেদন :—

আপনাদের প্রতি দেবপ্রসাদ ও আপনাদের চিরশান্তি হউক!

যেহেতুক আমাদিগের পরমপিতার পরিবারে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ বিচ্ছেদ ও বৈরভাব বিরাজ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা সমধিক তিক্তভাব, অসুখ, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, সমর, শোণিতপাত, প্রাণহননাদি উপস্থিত।

যেহেতুক ধর্ম্মের নামে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার, ভগিনীর প্রতি ভগিনীর বিরোধ কেবল নানা বিপদের কারণ তাহা নহে, এটি ঈশ্বর ও মানববিরোধী পাপ।

এজন্য পুণ্যময় ঈশ্বর পৃথিবীতে শান্তি, প্রেম, মিলন ও একতার শুভবার্ত্তাপ্রেরণের অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার অপরিমেয় করুণায় প্রাচ্যদেশীয় আমাদের নিকটে তাঁহার নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকটে ইহার সাক্ষী হইবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন।

ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন ;—আমার নিকটে সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত ঘৃণিত, আমি ভ্রাতৃবিরোধ সহ্য করিব না!

আমি প্রেম ও একতা চাই, আমি যেমন এক তেমনি আমার সন্তানগণ একহৃদয় হইবে।

কালে কালে মহাজনগণের মধ্য দিয়া আমি কথা কহিয়াছি। যদিও আমার বিধান বহু, তথাপি তন্মধ্যে একতা আছে।

কিন্তু এই সকল মহাজনগণের শিষ্যেরা পরস্পর বিবাদ ও সংগ্রাম করিয়াছে, পরস্পরকে ঘৃণা করিয়াছে, এক অপরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

তদ্দ্বারা তাহারা দিব্যধাম হইতে আগত বার্ত্তাসমূহের একতা বিস্মৃত হইয়াছে। যে বিজ্ঞানে উহাদিগের একতা-বন্ধন হয়, সে বিজ্ঞান তাহাদিগের চক্ষু দেখিতে পায় না; হৃদয় স্বীকার করে না।

মানবগণ, শ্রবণ কর; তান লয় একই অথচ বাদন-যন্ত্র বহু, দেহ একই অথচ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু, আত্মা একই অথচ প্রতিভা বহু, একই শোণিত অথচ জাতি বহু, একই মণ্ডলী অথচ মণ্ডলী বহু।

সেই সকল শান্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, যাহারা সকল ভেদ মিলনে পরিণত করে, ঈশ্বরের নামে শান্তি, শুভ কামনা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে।

আমাদের প্রভু ঈশ্বর এই সকল কথা আমাদিগকে কহিয়াছেন, এবং আমাদিগের নিকটে অতি আনন্দকর নবীন শুভবার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই দেশে তিনি এই সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীস্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমুদায় শাস্ত্র, সমুদায় মহাজন সুষম-সমাধানে মিলিত হইয়াছেন।

আমায় এবং আমার প্রেরিত ভ্রাতৃগণকে প্রেমময় পিতা পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকটে এই শুভসংবাদ ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, সকলে এক-শোণিত এক বিশ্বাস হইয়া ঈশ্বরেতে আনন্দিত হউক।

এইরূপে সমুদায় বিসংবাদ তিরোহিত হইবে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহা বলিয়াছেন।

হে ভ্রাতৃগণ, এই বিশ্বজনীন নবীন সংবাদ আপনারা গ্রহণ করুন, আমি বিনীতভাবে আপনাদিগকে এই নিবেদন করিতেছি।

ঘৃণা করিবেন না, কিন্তু আপনারা পরস্পরকে প্রীতি করুন; পিতা যেমন এক, তেমনি আপনারা সত্যেতে এবং ভাবেতে এক হউন।

যে কোন জাতি-বা-মণ্ডলীমধ্যে ভ্রম এবং অপবিত্রতা আছে দেখিতে পান, সে সমুদায় আপনারা পরিহার করুন, কিন্তু কোন শাস্ত্র, কোন মহাজন বা কোন মণ্ডলীকে ঘৃণা করিবেন না।

সর্ব্ববিধ কুসংস্কার, ভ্রম, অবিশ্বাস, সংশয় পাপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার করুন এবং পূত ও পূর্ণ হউন।

ঈশ্বরের জন বলিয়া আপনারা প্রতিসাধু, প্রতিমহাজন, এবং প্রতিধর্ম্মার্থনিহত ব্যক্তিকে প্রীতি ও সম্ভ্রম করুন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান আপনারা সংগ্রহ করুন এবং সকল কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ও আত্মসাৎ করুন।

এইরূপে পুরুষোত্তমগণের অতি প্রশস্ত ভক্তি, গভীরতম যোগ, স্বার্থনাশকর গাঢ় বৈরাগ্য, প্রোৎসাহপূর্ণ হিতৈষণা, সুদৃঢ় ন্যায় ও সত্য এবং উচ্চতম সত্য ও পবিত্রতা আপনাদের হউক।

সর্ব্বোপরি আপনারা পরস্পরকে ভালবাসুন, এবং আপনাদের সর্ব্বপ্রকারের ভিন্নতা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিসর্জ্জন দিন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আপনারা আমাদের প্রেম গ্রহণ করুন, আপনাদের প্রেম আমাদিগকে দিন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম একহৃদয় হইয়া নববিধানের আনন্দগীতি সঙ্গীত করুন।

এসিয়া এবং ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা বিবিধ বাদনযন্ত্রে নববিধানের প্রশংসা করুন এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্ব গান করুন।"

শ্রীঈশার জন্মোৎসব।

যদিও সকল মানবই বিশ্বাস করেন যে, এক ঈশ্বর আছেন, কিন্তু সকলেই যে তাঁহাকে একই ভাবে উপাসনাদি করেন তাহা নহে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি মধ্যে এক এক ধর্ম্মনেতা বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক তাঁহাকে যে যেমন ভাবে উপলব্ধি বা দর্শন করিয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে সেই সেই ভাবে বা নামে পূজা আরাধনা করিয়া আসিতেছেন।

এই ভাবে বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাকে বিশ্ব-প্রকৃতির ঈশ্বররূপে, বৈদান্তিকগণ পরব্রহ্মরূপে, পৌরাণিকগণ দেব দেবীরূপে, জোর-অষ্ট্রার পন্থীগণ অগ্নিরূপে, য়িহুদীগণ জিহোভারূপে এবং শ্রীঈশা "পিতা"রূপে তাঁহাকে পূজা করিতে ও উপলব্ধি করিতে শিখাইয়াছেন।

সত্য বটে আমাদের বৈদান্তিক আর্য্য ঋষিগণ বহু পূর্ব্বে

"পিতানেহসি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম এবং মানবের মধ্যে সম্বন্ধ যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ এই ঐতিহাসিক যুগে শ্রীঈশা যেমন প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এমন আর কেহই করেন নাই।

জড়দেহধারী মানুষ, জড়ভাবে সংসারে পাপে জড়িত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া "আমি" "আমার" করিয়া সদাই মোহে অভিভূত। এই মানুষ জড় কামান্বিত হইলেও অপর সাধারণ "কৃষ্ণের জীবের" ন্যায় যে একটি সামান্য "কৃষ্ণের জীব" তাহা নহে, কিন্তু এই মানুষ পবিত্রাত্মা ব্রহ্মজাত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মনন্দন, ইহাই জীবন দ্বারা প্রতিপাদন করিতে শ্রীঈশা জন্মগ্রহণ করেন।

বাইবলের আদি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছিল সত্য "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমারূপে গঠিত।" কিন্তু সে মানুষও মোহ বশতঃ পাপ বিষের বীজ আহার করিয়া আপন দেবত্ব নষ্ট করেন, আবার এই পাপ মোহ অপনোদন করিয়া যখন আত্মজ্ঞান দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন তখনই তাঁহার দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় এবং তখনই আত্মজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে জীবন্ত পিতারূপে উপলব্ধি করিলেই আমরা ব্রহ্মপুত্রত্বের আত্মমর্য্যাদা লাভে ধন্য হই।

ইহাই সম্ভাবিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীঈশা ব্রহ্মপুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জন্মে মানবের দ্বিজত্ব লাভ হইল। শ্রীঈশা তাই আপনাকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তিনি যে পবিত্রাত্মা জাত ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনে পিতারই ইচ্ছা কেমন করিয়া পালন করিতে হয় তাহা প্রমাণ করিলেন, মানবের যাবতীয় কষ্ট দুঃখ পাপ তাপ বিনা অনুযোগে বহন করিয়া, তাহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্বীকার করিলেন, সহ্য করিলেন এবং স্বর্গস্থ বা আত্মস্থ পিতার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইয়া জীবন যাপন করিলেন। তাঁহাকেই পিতা বলিয়া ডাকিতে বিশ্বাস করিতে ও চিনিতে শিখাইলেন, তাঁহারই রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য শান্তি কুশলের রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে জগজ্জনের সেবা করিলেন এবং তাঁহার পিতার পবিত্রাত্মার বা কৃপালোকের উপরই জগজ্জনের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

অতএব শ্রীঈশার জন্মোৎসব সাধারণ জন্মোৎসব নহে। তাঁহার জন্মে সমগ্র মানব জগতের নবজন্ম। মানব জাতি যে ব্রহ্ম সন্তান ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল এই জন্মে। এই জন্মোৎসব সাধনে ব্রহ্ম নন্দনের সঙ্গে আমরাও যেমন নবজন্ম বা দ্বিজত্ব ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভে ধন্য হই। পাপ জন্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-সন্তান জীবন প্রাপ্ত হই।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নীচ "আমি," উচ্চ "আমরা," নীচ "আমরা," উচ্চ "আমি"।

অহংকৃত "আমি," আমাদের নীচ "আমি"। এই "আমি" "আমার" স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, যখন পরার্থপর হই ও অপর ব্যক্তিগণের কল্যাণ আপনার কল্যাণ উপলব্ধি করিয়া "আমরা" বলিয়া সবার সঙ্গে মিলিত হই, তখনই আমাদের নীচ আমিত্ব চলিয়া যায় এবং তখন সকলকার সহিত মিলনে যে "আমরা" বলি, তাহাই উচ্চ "আমরা"। আবার অনেক সময় অন্যের অপরাধ উল্লেখ করিতে গিয়া যখন "আমরা" "আমরা" বলি ও তাহাতে আপনার দোষ উপেক্ষা করিয়া অপরের দিকে লক্ষ্য করি, তখন এই "আমরা" বলাও নীচ "আমরা"। সম্পূর্ণ আমিত্ব বিহীন হইয়া সর্ব্বজনকে লইয়া সকলকার পাপ আপনাতে আরোপিত করিয়া, এক অখণ্ড মানবত্বে আপনাকে যখন নিমজ্জিত করি, তখনই আমি ব্রহ্ম-সন্তান হইবার অধিকারী হই, তাহাই আমার উচ্চ "আমি"।

যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান।

সাধারণতঃ সাধক জীবনে অগ্রে জ্ঞান সাধন করেন, অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মকে জানিতে চান, তাহার পর সাধনরূপ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে তাঁর ভক্তিভাবের উদয় হয়, তাহার পর ভক্তি জমাট হইলে তাহা যোগে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলনে পরিণত হয়। কিন্তু নববিধানের আশ্চর্য্য গণিতে এ পর্য্যায়ও পরিবর্ত্তিত। নববিধানে যোগানুভূতিই প্রথম উপলব্ধি, কেন না ব্রহ্ম স্বয়ং প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাকে যে বাঁচাইতেছেন ও তাঁহার সহিত এবং তাঁহার সন্তানগণের সহিত যুক্ত করিয়াই রাখিয়াছেন ইহাই সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করান, এবং তখনই তাঁহার প্রতি ভক্তি ও তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি প্রেম স্বতঃই উদ্দীপন হয়। এই ভক্তি প্রেমের প্রণোদনে যে সাধন, যে কর্ম্ম বা সেবা তাহাই নববিধানের কর্ম্ম, আবার এই কর্ম্ম বা সাধনাও তিনিই স্বয়ং করান দেখিয়া দিব্যজ্ঞান উদ্দীপন হয়, তখনই যথার্থ অজ্ঞানতা দূর হয় এবং ঈশ্বর তাঁহার নানা শিক্ষা জীবনে উপলব্ধি করাইয়া অবাক্ করেন।

সুন্দর শ্রীহরি

[শ্রীযুক্ত হাজারীলাল ভড় মহাশয়ের পিতৃ-বার্ষিক উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর প্রার্থনা সার]

১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

"সুন্দর শ্রীহরি! আছ তুমি ইহ পরলোক আলোকরে!" তুমি কেবল নিজে সুন্দর হয়ে, আছ তাহা নহে, কিন্তু ইহ পরলোক বাসী দিগের নিকটে তোমায় যে চিত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছ। সে সকল সৌন্দর্য্য নয়নগোচর নহে। তোমার অরূপ রূপ চিন্ময়, স্নেহময়, এবং পুণ্যময়। আজ তোমার একটী

Supplement to the Dharmatattwa

REDUCED PRICE SALE

OF THE WORKS OF BRAHMANANDA

KESHUB CHUNDER SEN

ON JANUARY 8th, 9th and 10th 1925.

To be had at 3 Ramanath Mazumdar's Street, Calcutta.

		Rs.	As.	P.
LECTURES IN INDIA—(Published in England by Cassell & Co.)				
„ „ Vol. I (Cloth)	...	2	8	0
„ „ Vol. II (Cloth)	...	2	8	0
TRUE FAITH—(English Edition)	...	0	4	0
THE MISSIONARY EXPEDITION 1879	...	0	1	0
DISEASE AND REMEDY	...	0	1	0
A BRIEF REMINISCENCE	...	0	1	0
KEEHUB CHUNDER SEN'S PORTRAIT	..	0	8	0
MINISTER IN THE ATTITUDE OF PRAYER	...	0	4	0

প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ	...	।॰
আচার্য্যের উপদেশ—(পুরাতন সংস্করণ)—		
১ম হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড	...	৶॰
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটীর)—		
১ম হইতে ৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড	..	⁄৹
প্রার্থনা (হিমাচল)—		
২য় ও ৩য় খণ্ড—প্রতি খণ্ড	...	⁄৹
মাঘোৎসব	...	৶॰
সাধু-সমাগম	...	⁄৹
ঐ (পরিশিষ্ট)	...	৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	...	⁄০
ক্ষুদ্র ট্রাক্ট ইংরাজী এবং বাঙ্গালা প্রত্যেকটী	...	৫ ও ১০

NEW PUBLICATIONS.

(Ready for Sale)

		Rs.	As.	P.
THE NEW SAMHITA (In English)—Pocket Edition	...	0	3	0
PRAYERS (The Minister's)—A complete record of all the prayers of Minister Keshub Chunder Sen, published in English. Arranged in chronological order. PART II	...	0	12	0
THE NEW DISPENSATION—THE RELIGION OF HARMONY—Vol. I. & Vol. II. Arranged in chronological order. Revised and enlarged,—each	...	1	0	0
LECTURES IN ENGLAND—in one Volume	...	2	0	0
ESSAYS THEOLOGICAL AND ETHICAL—in one Volume.—	...	1	0	0
DISCOURSES AND WRITINGS—PART I	...	0	6	0
BRAHMO POCKET DIARY—1925	...	0	4	0

নূতন সংস্করণ।

			মূল্য।
সেবকের নিবেদন—			
(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত) ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী সন্নিবেশিত—	১ম ও ২য় খণ্ড	...	॥॰
ঐ ঐ	৩য় খণ্ড	...	॥॰
ঐ ঐ	৪র্থ খণ্ড	...	।৶॰
ঐ ঐ	৫ম খণ্ড	...	।॰
দৈনিক প্রার্থনা—প্রথম খণ্ড—(প্রথম সংস্করণ)— (ভারতাশ্রম, কমলকুটীর এবং নৈনীতাল) নূতন প্রার্থনা— পুস্তকাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী সন্নিবেশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২২৮ পৃষ্ঠা—	১ম খণ্ড	...	॥॰
ঐ ঐ ঐ	২য় খণ্ড	...	॥॰
* আচার্য্যের উপদেশ—ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী	১ম খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠা	...	॥॰
ঐ ঐ	২য় খণ্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা	...	॥॰
ঐ ঐ	৩য় খণ্ড ২০৯ পৃষ্ঠা	...	॥॰
ঐ ঐ	৪র্থ খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা	...	॥॰
ঐ ঐ	৫ম খণ্ড ২৮৭ পৃষ্ঠা	...	॥॰
ঐ ঐ	৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৩১ পৃষ্ঠা	...	৸॰
ঐ ঐ	৭ম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা	...	৸॰
ঐ ঐ	৮ম খণ্ড ২৬৭ পৃষ্ঠা	...	॥॰
ঐ ঐ	৯ম খণ্ড ৩৪২ পৃষ্ঠা	...	১৲
ঐ ঐ	১০ম খণ্ড ৩৮২ পৃষ্ঠা	...	১৲

* দশ খণ্ড আচার্য্যের উপদেশে, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত সমস্ত উপদেশ বাহির হইল। পূর্ব্বে যে আট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্তও ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দশ খণ্ডে মোট উপদেশ ৫১৮টী, তন্মধ্যে ২৬২টী নূতন। দশ খণ্ডে মোট পৃষ্ঠা ২৮৭৭, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী।

দৈনিক উপাসনা	...	।॰
সঙ্গত—(সঙ্গত সভার আলোচনা)	...	৸॰
জীবনবেদ	...	।৶॰
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	...	।॰
কালানুক্রমিক সূচীপত্র	...	⁄॰
পরিচারিকা ব্রত	...	৶১০,
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ)	...	।৶॰
নবসংহিতা	...	॥॰
উপাসনা প্রণালী	...	⁄॰

ছেলে তাঁহার পরলোক গত পিতাকে স্মরণ করিয়া তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল তাহার পিতাকে তুমি অমর ধামে লইয়া গিয়াছ, পুত্র যে শোকসন্তপ্ত হইয়া আজ তোমার দ্বারে ভিখারী তাহা নহে, কিন্তু অমরধামে পিতা জীবিত আছেন ইহা অনুভব করিতে আসিয়াছেন। কাহার নিকট তুমি অমর লোক প্রকাশ কর? যাহার অন্তরে অমরত্বের বিশ্বাস দান করেছ। যে আপনাকে অমর মনে করে, সে কদাচ পরলোক গত পিতাকে মৃত মনে করিতে পারে না। কিন্তু ঋষিগণ সমস্বরে বলিতেছেন, "স্বর্গলোকে পিতা অপিতা ভবতি" পিতা যদি অপিতা হন, পুত্র কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে? সত্য বটে স্বর্গলোকে কোন রকম পার্থিব কিম্বা শারীরিক সম্পর্ক নাই, যে হেতু সেখানে কাহারও পার্থিব শরীর নাই। তবে কি পিতা পুত্রের পুনর্ম্মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই? তুমি বলিতেছ একটী মধ্যবিন্দুতে আছে। সেই বিন্দুটী কি? যেখানে পিতা পুত্র উভয়ে তোমাকে দেখিতে পান তাহাই সেই মধ্যবিন্দু। ইঁহার পিতা যে মুহূর্ত্তে ইঁহার জীবনে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখনই নিজের নহে কিন্তু তোমার পুত্রকে দেখিয়াছিলেন। এবং পুত্র যখন পিতার স্নেহে তোমার নির্ব্বিকার স্নেহ ভোগ করিয়া ছিলেন তখনই পিতার প্রাণে পরম পিতার স্নেহচক্ষু তোমাকে দর্শন করিয়াছিল, এই আত্মিক দর্শনই চিরস্থায়ী, ভক্তগণ বলেন নভোমণ্ডলে এক অখণ্ড ঈশ্বর, এবং ভূমণ্ডলে এক অখণ্ড মানব। ইহার অর্থ কি? প্রত্যেক মানুষের শরীর, মন, পরিবার এবং মণ্ডলী বিভিন্ন, অথচ মানব এক অখণ্ড, এই অখণ্ডতা শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক অথবা সামাজিক হইতে পারে না। মানুষ যখন নিজের জ্ঞান, নিজের প্রেম এবং নিজের পুণ্য হারাইয়া তোমার অসীম এবং অগাধ, জ্ঞান, প্রেম পুণ্য সাগরে ডুবিয়া যায় তখনই অখণ্ডতা সম্ভব।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৪

[সার-সংগ্রহ]

সাধারণ মানবমণ্ডলীর ন্যায় আমিও প্রথমে আংশিক দর্শনের পক্ষপাতী ছিলাম।

কিসে পাপ যায় প্রথমে এই একই চেষ্টা ছিল। কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না আসে এই ভাবই ছিল। কিসে পরসেবা করিয়া জন্ম সার্থক হইবে, কয়েক মাস ধরিয়া এই একটী ভাবই মনের স্থায়ী ভাব হইল। কিসে স্বার্থপরতা যায়, দয়ায় ডুবিয়া থাকিতে পারি, কখনও এই চিন্তা প্রবল হইত। কখনও বিদ্যার প্রতি অনুরাগ হইত, কখনও বা বিরক্ত হইতাম। কখনও বৈরাগ্য, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম, এক একটী করিয়া সাধন করিয়াছি।

রোগীর যে ঔষধ প্রয়োজন তাহার জন্যই হস্ত প্রসারিত হইবে। সময়ের গতি ও অন্তরের রুচি অনুসারে যখন যাহা প্রয়োজন বোধ হইত, তাহাই খণ্ড খণ্ড ভাবে ধরিতাম। অধিক কাল যে কোন একটী গুণের মধ্যে বদ্ধ থাকিব, তাহা থাকিতে পারি নাই।

অনেক পড়াশুনা করিলাম, দেখিলাম মনবুদ্ধির হাতে পড়িয়া মারা যায়, অমনই বালক ভাব কিসে হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। একদিকে বিপদ দেখিলেই অপর দিকে দৌড়াই। ক্রমাগত কেবল সামঞ্জস্যের চেষ্টাই করিতেছি।

আপনার মনের ন্যায় অপরের মন বলিয়াই কেবল এক খণ্ড হইতে বিপরীত খণ্ডে যাই। আংশিক ধর্ম্ম ছাড়িয়া হৃদয় এখন পূর্ণতার দিকে গিয়াছে।

স্বদেশের মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য ঈশ্বর যে নববিধান দিয়াছেন, ইহার অর্থ কেবল পূর্ণতা। এই পূর্ণতা মনের মধ্যে ছিল। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল।

যখন এক সাধু লই, তখনই আর এক সাধু কাছে আসেন। ভগবান হৃদয়ের নারদকে শিখাইয়াছেন, যখন একজনকে নিমন্ত্রণ করি, এক সত্যকে আহ্বান করি, তখনই নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সাধুকে, সত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। ঈশা মুষা যেন পরস্পর হাতে হাতে ধরিয়াছেন। এই দেখিয়া নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্মধর্ম্মকে। অন্যে আংশিক ভাব রাখিতে পারেন, নববিধানে তাহা কখনই হইতে পারে না। আমার জীবনে যখন দেখিয়াছি এক একটী লইলে অপরাধ থাকে, তখন এই নূতন নামে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপস্থিত করা আবশ্যক।

নববিধানের পূর্ণতা হইবেই হইবে। ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিও না, আর নববিধানের বক্ষ বিদারণ করিও না।

সাধকের জীবন-ধাতু এক জাতীয় নহে। ইহা সংযুক্ত ধাতু, ত্রিবিধ ধাতুর মিলন ইহাতে লক্ষিত হয়। নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াই বুঝিলাম, জীবনের ভিতরে তিন ধাতু আছে। তিন প্রকার স্বভাবের সমন্বয় হইয়াছে। একটী বালক, একটী উন্মাদ, আর একটী মাতাল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই তিনের স্বভাবকে আপনার স্বভাবের ভিতরে মিলিত করিয়াছেন।

প্রথম অবস্থায় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্ব, উন্মাদ-লক্ষণ ও মাতাল-প্রকৃতি লক্ষিত হয়; যতই সাধনে পরিপক্ব হয়, ততই এই সকল গুণ বাড়ে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যভাবেরই বৃদ্ধি হইয়াছে। বালকের মসলার ভিতরে তার সঙ্গে উন্মাদের মসলা। উন্মাদের সঙ্গে কাহারও মেলে না। পৃথিবীর উত্তর, উন্মাদদিগের দক্ষিণ দিক। উন্মাদের সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও গণিত সমুদয়ই নূতন, সমুদয়ই পৃথিবীর বিপরীত।

বুদ্ধিমানের মত উপাসনা করিলে মনে হয়, ঈশ্বরকে দেখিয়া উপহাস করিয়া হাসিলাম নাকি। উন্মাদের মত যে দিন উপাসনা করি, উন্মাদের মত যে দিন পড়ি, উন্মাদের মত যে দিন নৃত্য করি, সেই দিনই মনে খুব সুখ হয়।

তৃতীয় ধাতু মাতালের আসক্তি। মাতাল হইলে পরিমাণ বাড়াইতে হয়। আমরাও তাই করি। পাঁচ মিনিট উপাসনা ছিল, এখন পাঁচ ঘণ্টা হইয়াছে। একবার ঈশ্বর বলিয়াই তৃপ্ত হইতাম, এখন ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিলে তবে তুষ্ট হই, তাহাতেও হয় না, আরো বলিতে ইচ্ছা করে। আগে একবার ডাকাইলেই হইত, এখন ডাকিয়াই থাকিতে হয়।

যতক্ষণ না পূর্ব্ব পশ্চিম পাগল হইয়া যাইতেছে, যতদিন না সকলে স্বর্গীয় সুরাপানে মত্ত হইতেছে, ততদিন এ লোকের এই লাল চক্ষু কিছুতেই তৃপ্ত হইবে না। হরির পাগল, হরির মাতাল কোথায়, তাহাই কেবল খুঁজিতেছি।

যতদিন বালকত্ব আছে, পাগলামি আছে, প্রমত্ততা আছে, ততদিনই সুখ ও পবিত্রতা। ভগবান্ করুন, যেন এ তিনের সঙ্গে কখনও বিচ্ছেদ না হয়।

আমি আমাকে কোন শ্রেণীভুক্ত মনে করিব? হে আত্মন্, তুমি কোন জাতীয়?

অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বৎসরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্র-জাতীয়।

যদিও উচ্চকুলোদ্ভব, যদিও নানা প্রকার ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন আছে কিন্তু ধনের প্রয়াস নাই।

হৃদয় যদিও দীন, বাহ্য উপকরণ ধনাঢ্যের। আমি ধনীদের জন্য নই, দরিদ্রদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। দরিদ্রেরা যেখানে, সেই খানেই আমার আরাম।

কথিত ছিল, ধনীকে ঘৃণা করিয়া দীনকে মান্য দিবে। কিন্তু এখনকার শাস্ত্রে নববিধানের মতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ধনীকে মান দিবে, এবং দুঃখীকেও মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী দুঃখী উভয়েই চলিতেছে।

নববিধানের নব উপদেশ, ধর্ম্ম ধরি তিনি রাজ-প্রসাদে, তিনি পর্ণ কুটীরে।

নিজে হইলাম দীন, মান দিলাম ধনী দুঃখী উভয়কেই, প্রেমে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলাম। নিজে দীন দরিদ্র-জাতি থাকিলাম, ইহাতেই সুখ ও শান্তি।

নববিধান-মণ্ডলীর প্রতি নিবেদন।

(প্রাপ্ত)

শ্রীমৎ নববিধান প্রবর্ত্তক আচার্য্যদেব প্রার্থনা করিলেন—"[illegible] মানিতাম তখন অবস্থা এক রকম ছিল, দায়িত্ব কম ছিল। এখন নববিধান বিশ্বাস করি, এখন আর এক অবস্থা, দায়িত্ব বড়। বিধান মানা ভয়ানক ব্যাপার।"

আমরাও যেন এই দায়িত্ব অনুভব করিতে পারি, ইহাই নববিধান-বিশ্বাসী মণ্ডলীর চরণে আমার বিশেষ প্রার্থনা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁহার কোন অনুগামীকে একবার লিখেছিলেন, "We must not be as other men are." আমরা যেন অন্য লোকের মত না হই। বাস্তবিক আমরাও যদি অন্যের মত হই, আমরা কি নববিধান বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত?

আমাদের মণ্ডলী যে নববিধানের মণ্ডলী—এক বিশেষ মণ্ডলী ইহা সর্ব্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী ও নববিধানের মণ্ডলী ঠিক এক নয়।

ব্রাহ্মসমাজের বিধিব্যবস্থা বিচারবুদ্ধি তর্কযুক্তি-সম্ভূত। যদি নববিধানেও তাহাই প্রবর্ত্তন করি আমরা কি তাতে নববিধান-মণ্ডলীকে পুরাতন ব্রাহ্মমণ্ডলীতে পোঁছয়ে দিলাম না? তাই এই বিষয়টি একবার বিশেষ করে চিন্তা করিতে ও এজন্য প্রার্থনা করে আলোক লাভ করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

নববিধান পবিত্র আত্মার বিধান। পবিত্রাত্মার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় আলোকে আদেশে আমরা চলব ও আমাদের মণ্ডলী পরিচালিত হবে এই ত আমাদের বিশ্বাস, এই ত আমাদের বিশেষত্ব। তবে মানুষের বুদ্ধি যুক্তি তর্ক বিচারের সিদ্ধান্তে আমাদের এত নির্ভর করা কিরূপে সমুচিত হতে পারে?

এই না আমরা বলি আমরা মানুষ গুরু মানি না। মানুষের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই কি মানুষ গুরু স্বীকার করা নয়? আমরা যদি মানুষ গুরু না মানি, আমরাই বা মানুষ হয়ে তবে কি করে গুরুগিরি করতে পারি? অন্যের উপর আমাদের মত ইচ্ছা মনোনয়ন চাপাবার জন্য আকাঙ্ক্ষাই কি গুরুগিরি করা নয়?

বাস্তবিক উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান বিচারবুদ্ধি তর্কযুক্তি সমন্বিত উপাচার্য্য মনোনয়ন প্রণালী বা মণ্ডলী পরিচালন প্রণালী যথার্থ নববিধান সম্মত কি না?

ঈশ্বরের আলোকই ত নববিধানের নেতা। আমরা যদি সেই আলোকের প্রাধান্য না দিই, কি করে বলব আমরা নববিধান মণ্ডলীর পরিচালনে সক্ষম?

যাঁরা এই আলোক বিনা কোন কাজ করতে পারেন না বা চান না, এই আলোক পাবার পথ অবাধে পরিষ্কার রাখতে চান, নববিধানে তাঁরাই ধন্য। তাঁরাই ত যথার্থ নববিধান-বিশ্বাসী।

আমাদের বর্ত্তমান উপাসকমণ্ডলীর কার্য্য প্রণালী ও শ্রীদরবারের কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য অনুধাবন করে দেখলে দেখা যায় যে, উপাসকমণ্ডলী আপনাদের বুদ্ধি বিচার দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রয়াসী ও কৃতসঙ্কল্প, শ্রীদরবার আপনাদের বুদ্ধি নয়, কিন্তু

ভগবৎ আলোকে পরিচালিত হতে আকাঙ্ক্ষিত। তাঁরা ইহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন বা না হন, তাঁরা যে সে পথ খুলে রেখেছেন ইহাই কি তাঁদের পক্ষে নববিধান-সঙ্গত কার্য্য বলে মনে হয় না?

তবে এক্ষণে সিদ্ধান্ত করুন কোন্ প্রণালীতে নববিধান সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত—মানবীয় বুদ্ধি যুক্তিতে, না ভগবৎ আলোকে?

বিশেষতঃ মণ্ডলীর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্য কোন্ প্রণালীতে হওয়া সঙ্গত? এবং উপাচার্য্য-নিয়োগ বা শ্রীমন্দিরে বেদীর কার্য্য সম্পাদন মানবীয় মনোনয়নে, না ঈশ্বরের প্রেরণায় হওয়া উচিত?

পার্থিব সমাজ পরিচালন বা বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন, পার্থিব বুদ্ধি বিচার মনোনয়ন প্রণালীতে কতকটা হতে পারে সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন আত্মার প্রেরণা বিনা কি কখনও হওয়া সম্ভব?

এই জন্যই এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব স্পষ্ট করে সতর্ক করে দিয়েছেন—Beware of being guided by the rule of majority in matters of prayer, and doctrine. Beware of allowing an unspiritual majority to guide and control the house of the Lord. They will drive away spirituality and even morality from the sanctuary and establish carnality, and their own conceits. In this country the principles of true religion and true character have yet to be established, and if a majority of men, who are as far as ever from those principles are to legislate and settle about them, we know very well where they would lead the movement. There will be an utter ship-wreck of everything good and holy. We are not much for majority, we are for unanimity.—*New Dispensation.*

ভ্রাতৃগণ, এই জন্যই আমার গভীর আশঙ্কা, এখন যেরূপ অধিকাংশের মতে মণ্ডলী পরিচালনের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে নববিধানের পূর্ণ আদর্শ রক্ষা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। আচার্য্যদেব যেমন বলেছেন,—There will be an utter ship wreck of every thing good and holy, তাহারই ভয়।

"বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি।" নববিধানের মূল মন্ত্র বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে মূল কাটা গেল। ক্ষণমাত্র যে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন, ইহাও প্রাচীন শাস্ত্র। এখনও দেখছি বিশ্বাস যদি করি, মা এইখানে আছেন, অমনি তিনি দেখা দেন। তিনি কথা কইতে পারেন বিশ্বাস কল্লেই অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁর কথা শুনা যায়। বিশ্বাস না কল্লেই তিনি সরে পড়েন"।

তাই বলি, যখন আমরা নববিধান-বিশ্বাসী মণ্ডলী বলে পরিচয় দিচ্ছি, কেন বিশ্বাসকে আমাদের মূল মন্ত্র করিবে না? কেন বিশ্বাসের উপর সব ছেড়ে দেবো না?

যাহা হউক একটু সংযত ভাবে অনুধাবন কল্লেই ইহা প্রতীত হইবে যে, উপাচার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধে ও বেদীর কার্য্য সম্পাদন-সম্বন্ধে এখন মণ্ডলী যে বিধি ব্যবস্থা কচ্ছেন, ইহা সম্পূর্ণই নববিধান বিশ্বাস-বিরুদ্ধ।

আচার্য্য নিয়োগ ব্রাহ্ম সমাজের সূত্রপাত হইতে বা নববিধানের প্রথম আলোক প্রকাশ হওয়া থেকেও কখনই মণ্ডলীর বা মানবীয় বুদ্ধিযুক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যখন কেশবচন্দ্রকে আচার্য্য নিয়োগ কল্লেন তখনও বল্লেন "আমি ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব করেই কেশবকে আচার্য্য নিয়োগ করেছি।"

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ নিজে বেদী থেকে বলেছেন "ব্রাহ্মদের কাছে এই পদ পাইলাম এইটী উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যা মিশ্রিত কথা।—নিয়োগ পত্রে দেখিয়াছি, কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই।"

তিনি যতদিন দেহে বর্তমান ছিলেন ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর কার্য্য তিনি ঈশ্বরপ্রেরণা অনুভব করে যাঁহার দ্বারা করাইতেন তিনিই করিতেন, মণ্ডলীর মনোনয়নের অপেক্ষা করিতেন না।

নববিধানের প্রচারক প্রেরিতগণও কোন মণ্ডলী কর্তৃক নিয়োজিত হন নাই। তাঁহারা আত্মজ্ঞানে ভগবানের প্রেরণা অনুভব করেই প্রচারব্রত গ্রহণ করেন, তারপর নববিধানের প্রবর্ত্তনা সময়ে প্রবর্ত্তক তাঁহাদের কেবল গ্রহণ ও স্বীকার কল্লেন মাত্র। তিনি বলিলেন "আমি তোমাদিগকে প্রেরিত পদে নিয়োগ করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই ভাবে পবিত্রাত্মার আলোকের পরিচালনাতেই উপাচার্য্য নিয়োগও মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান বা উৎসবাদির ব্যবস্থা শ্রীদরবার দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া উচিত আমার মনে হয়।

শ্রীঃ—

মত ও সাধনা।

মতের মানুষ এক ও সাধনার মানুষ আর এক। দুয়ের ভিতরে মহা স্বাতন্ত্র্য। মতের মানুষ মতে চলেন ও সাধনার মানুষ সাধনায় চলেন। মতের ধর্ম্ম লইয়া যখন মানুষ চলিতে থাকে তখন সাধনসিদ্ধ মানুষের স্থানে তাঁহার সমভাবাপন্ন মানুষের স্থান ব্যতীত অপর কাহারও স্থান সম্ভব হয় না। যিনি যোগী তাঁহার নিকট যোগীরই স্থান আছে। মৌনব্রতীর নিকট মৌনব্রতীর স্থান। তাঁহাদের বিবাদ নাই তাঁহাদের স্বতন্ত্র ভাষাও নাই। শিশুর ভাষা সর্ব্বত্রই এক। শিশুত্ব সাধনে সিদ্ধ সাধকগণের

ভাষা সর্ব্বত্রই এক। মহর্ষি ঈশা যে ভাষা লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সে ভাষার সঙ্গে তাঁহার ন্যায় সাধনশীলেরই ভাষার মিল আছে। পল যখন আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাৎকালিক খৃষ্টবাদীর সঙ্গে মিল হয় নাই। মতবাদী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। মাতাম্ পারনেরও এই অবস্থা হইয়াছিল। পল্ বলিয়াছিলেন যে "I am made fool for my Master" আমি আমার প্রভুর জন্য নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। মাতাম্ পারনও এই অবস্থায় মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য-ভূমিতেও সাধু সাধক ও মহাজনদিগের এই অবস্থা। সাধুর মৌন ভাব ভাষাশূন্য নহে। সাধুর মিল ভিতরে বাহিরে নয়। তাঁহাদের ভাষা ও ভাব এক। তাঁহারা কোথায় চলিয়া যান কেহ বুঝিতে পারে না। সাধকই স্বয়ং বুঝিতে পারেন না কোথায় চলিয়া যাইতেছেন। "He knew not where he went away" তিনিই জানেন নাই তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও আমাদের সমক্ষে মত ও সাধনার স্বতন্ত্র ও বৈষয়িক ভাবের একটা আভাস স্ফুট অথবা অস্ফুটভাবে বিকশিত হইয়াছে। এই ভাবের ভিতরে আমাদের শিখিবার একটা সুযোগ আসিয়া পড়িয়াছে। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ যে পথের পথিক ছিলেন সে পথ চিনিবার লোক তাঁহার সময়েও খুব বিরল ছিল এখনও বিরল। পথ চিনিতে না পারিয়া অনেক লোক ফিরিয়া গিয়াছেন এখনও চিনিবার লোক সেরূপ আসেন নাই। মতবাদ ও সাধনবাদের বিবাদ তখনও ফুটিয়া উঠিয়াছিল এখনও সে বিবাদের আশাপ্রদ মীমাংসা আসে নাই। ব্রহ্মানন্দের পথ স্বীকার করিয়াও পথের পথিক হওয়ার লোক এখনও বিরল। সাধনা ব্যতীত সে পথ ধরা কঠিন। মতে অনেক বিবাদ। আমি তুমি মিলিতে পারিব না। মত ছায়া ও সাধন বস্তু। ছায়া ও বস্তুতে অনেক স্বাতন্ত্র্য। ছায়া ক্ষণিক, বস্তু স্থির। দুইকে মিলাইতে গেলে মহা বিবাদ। ব্রহ্মবাদী-নববিধানবাদী সাধনার পথ না ধরিলে ব্রহ্ম ও তাঁহার বিধানের পথ ধরিতে পারিবেন না। যেখানে এখনও এক, দুই, তিন, চারির উপর হিসাব চলিতেছে সেখানে এখনও ব্রহ্মানন্দের পথ আসে নাই। আমরা নববিধানবাদী। সাধনা ব্যতীত নববিধান অনেক দূরে। নববিধান মত নহে। নববিধান সাধনা। পথের পথিক না হইলে কেহ চলিতে পারে না।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

গান।

ওগো শোন! শোন ভগবান! বেদনার গান।
রক্ত তুলিকা এঁকেছে এ গান—রক্তসিক্ত প্রাণ॥
তপ্ত আমি রিক্ত আমি, ক্লান্ত পথশ্রান্ত আমি,
বিশ্ব-বাঁশীতে মরম প্রান্তে বাজে সে করুণ তান॥

১। শুনেছিনু তব যোগী ঈশা প্রাণ
প্রাণ দিয়ে গান প্রাণের গান
প্রাণের রক্তে রসাল সে গান—
তোমারি প্রেমের দান।
ছিন্ন প্রাণের আকুল কান্না
ব্যর্থ আজি কে ভেদিতে পাষাণ
হায় মা যাঁহারা তাঁহারি ভক্ত—
হৃদয়ে বাহিরে দেহারে শ্মশান॥
(বিশ্ব-বাঁশীতে মরমপ্রান্তে বাজে সে করুণ তান)॥

২। যে মায়াবন্ধন নারিল বাঁধিতে
তোমার ভক্তে গৌর রতন
সে মহামায়া বেঁধেছে মানবে
ভুলি হরিধনে জনমের মতন।
হরি তন্ত্র মন্ত্র, হরি বেদ বিধি
হরি বুদ্ধিদাতা, হরি গুণনিধি,—
হরির এ সংসার, হরি কর্ণধার,—
দেশে দেশে আজি হরি অপমান!!
(বিশ্ব-বাঁশীতে মরমপ্রান্তে বাজে সে করুণ তান)॥

৩। তোমা ধনে সুখী হবে চিরদিন
(ভারত) (তাই) রাজসুখ ত্যজি শাক্য দীন হীন,
নির্ব্বাণ মন্ত্রে জাগায়ে ভারতে—
ভিখারীর বেশে রাজার সন্তান।
সে মহাধর্ম্মে দীক্ষিত তব অশোক
আদর্শ সম্রাট প্রধান।
ধর্ম্মশক্তি রাজশক্তি জীবনে সত্য
করেন প্রমাণ।
(বিশ্ব-বাঁশীতে মরমপ্রান্তে বাজে সে করুণ তান)॥

৪। সকল শাস্ত্র সকল ধর্ম্ম,
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম,
মিলন ক্ষেত্র ভারতবর্ষ—
তোমারি নববৃন্দাবন।
অসহযোগ-বার্ত্তা কেন গো হেথা,—
ভ্রান্ত প্রথা কেন প্রচলন?
বিশ্ব যাহার হয় আপনার—
শত্রু তাহার হয় কোন জন?
(বিশ্ব-বাঁশীতে মরমপ্রান্তে বাজে সে করুণ তান)॥

৫। সনাতন তব ধর্ম্ম—স্বর্গ—
সনাতন তব ভক্তবৃন্দ—
সনাতন তব প্রেম-ভক্তি—
সনাতন তব ভারতবর্ষ!

চাহি না সে দেশ—চাহি না মুক্তি
(সে যে) স্বপ্নরাজ্যে নিত্য তৃপ্তি,—
ধর্ম্মে মিলন প্রেমের মিলন,—
প্রেয় শুধু মোর শ্রেয় আদর্শ॥
(বিশ্ব-বাঁশীতে মরমপ্রান্তে বাজে সে করুণ তান)॥

৬। বিশ্বকর্ম্মা তোমার এ বিশ্ব
তোমার সাধের ভারতবর্ষ!
তৃপ্তি তোমারি নিত্য সৃষ্টি—
নিত্য নূতন—নিত্য ধ্বংস!
নূতন বিধান রক্ত নিশান—
পরশে শুদ্ধ মুক্ত চিত্ত—
অটল অচল রণে কি মরণে—
রাজভক্ত নরভক্ত!
(স্বরাজ সাধন নূতন বিধানে
ভক্তজীবনে পরীক্ষিত)॥
(বিশ্ব-বাঁশীতে মরমপ্রান্তে বাজে সে করুণ তান)॥

১৯শে নবেম্বর, ১৯২৪। শ্রীবিধানভূষণ মল্লিক।

—০—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক

শ্রীকেশবাত্মজ করুণাচন্দ্র।

পৈতৃক গৃহ হইতে বহির্গমনের পর পুনরায় যখন শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কলুটোলার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন, তখন করুণাচন্দ্রের জন্ম হয় এবং এই গৃহে খুব ঘটা করিয়া প্রথম জাত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রধানাচার্য্যরূপে স্বয়ং এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। করুণাচন্দ্র আচার্য্যদেব ও সতী জগন্মোহিনী দেবীর প্রথম পুত্র। শৈশবকাল হইতে আচার্য্যদেবের প্রভাবাধীনে গঠিত হয়।

যখন আচার্য্যদেব যুগলব্রত গ্রহণ করেন করুণাচন্দ্রকে সেই সময় ঘরের চাবি ফেলিয়া দেন। করুণাচন্দ্র মোহিনী দেবীর সহিত পরিণত হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি বড়ই পিতৃসেবা পরায়ণ ছিলেন। এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং ভগিনীগণের চেষ্টায় আচার্য্যদেবের শেষ প্রার্থনা সকল সংঘটিত হয়। আচার্য্যদেবের পুস্তক সকল প্রচারে করুণাচন্দ্র অদম্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক প্রচারের জন্য নববিধানমণ্ডলী এবং ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

গত ২৯শে নবেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রমথলাল করেন ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কথকতা ও যুগধর্ম্ম বিধানের ছায়ালোক শ্রীমান্ আনাঞ্জন নিয়োগী প্রদর্শন করেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব একবার প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতিনিধিরূপে ভাই প্রাণকৃষ্ণকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বরণ করেন ও ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করেন. তাহার পর অনেক দিন ভাই প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলীর সংস্রব ছাড়িয়া ব্যবসায়াদিতে নিযুক্ত হন।

নববৃন্দাবন অভিনয় সময়ে ভাই প্রাণকৃষ্ণ আবার শ্রীকেশবের প্রভাবাধীনে আসিয়া অতি দক্ষতার সহিত বলাই বন্দির অংশ অভিনয় করেন। এবং তাহার পর হইতে আর ব্রহ্মানন্দের প্রেমের জাল কাটিতে পারিলেন না।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর ভাই প্রাণকৃষ্ণ প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন এবং কিছু দিন কোচবিহারের উপাচার্য্যরূপে কার্য্য করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারি আনা ভিক্ষা সংগ্রহ করত দুইটী অনাথ শিশুকে লইয়া অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। এই অনাথাশ্রমের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় পরিণতি ভাই প্রাণকৃষ্ণেরই আন্তরিক চেষ্টার ফল। গত ২৬শে নবেম্বর এই অনাথাশ্রমের বালক বালিকাগণ তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা ও সংকীর্ত্তনাদি করেন।

———

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই উমানাথ!

তত্ত্বানুরাগী বিশ্বাসী ভক্ত ভাই উমানাথের স্বর্গারোহণ দিন ১লা ডিসেম্বর। নবদেবালয়ে, প্রচারাশ্রমে এবং শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে এই দিনে উপাসনা প্রার্থনাদি সহকারে এই দিন সাধন হইয়াছে।

ভাই উমানাথ হালিসহরে প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং হুগলী কালেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত তখন প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহই ছিলেন না, এবং তাঁহার ন্যায় "সকল বিদ্যা উল্‌টাইয়া" দিয়া পাগল এমন আর কে? হালি সহরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া শ্রীমন্মহর্ষিদেবকে লইয়া গিয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করাইতে যাঁহারা প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী হন সেই যুবকদলের মধ্যে ভাই উমানাথ একজন। গ্রামের কর্ত্তাদের নির্য্যাতন ও বিরাগভাজন হইয়াও নাছোড়বান্দা হইয়া যাহা ধরিয়াছিলেন তাহা আর তিনি ছাড়িলেন না।

হাবড়ার রেল আফিসে কাজ করিতে করিতে ভাই কান্তিচন্দ্র ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত ভাই উমানাথ প্রথম ধর্ম্মবন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ক্রমে শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রেমজালে নিবদ্ধ হইয়া "ষোল আনা" "বিষ আনা" কেশব গ্রহণে দৃঢ়নিষ্ঠ হন। বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের যাহা কিছু পূর্ণ ভাবে কেবল ভাবে নয় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিতে ভাই উমানাথ শেষ পর্য্যন্ত নিরত ছিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র যাই কমলকুটীর ক্রয় করিলেন, ভাই উমানাথও দেশের বাসভবন বিক্রয় করিয়া মঙ্গল বাড়ীতে বাসগৃহ ক্রয়

করিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের বাটীর রং আপনার গৃহে লাগাইলেন। কেশব-জন্মদিনকে আপনার জন্মদিন বলিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। নবদেবালয়ে আর কেহ ইঁহার উপাসনা না করিলেও প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে অন্ধ হইয়া গিয়াও বসিয়া দৈনিক উপাসনা সাধন করিতেন। আচার্য্য সঙ্গে কমলকুটীরের রন্ধন করা অন্ন আহার করিবার যে ব্রত লইয়াছিলেন, সেই ভাবে রাঁধিয়া আনিয়া বরাবর আহার করিতেন, একবার এ সম্বন্ধে যখন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তখন কয়দিন অন্ন আহার ত্যাগ করেন। প্রাণপণ করিয়া সংকল্প সাধন করিতে তাঁহার ন্যায় এমন কে?

দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। নীতি, বিধি, নিষ্ঠা, সাত্ত্বিকতা ও আচার্য্য আনুগত্য পালনে ও খাঁটি উপাসনা সাধনে এতই দৃঢ়নিষ্ঠ যে তাহাতে বিশুদ্ধ গোঁড়ামি দেখাইতেও তিনি ভীত হইতেন না।

সরল শিশুর ভাব ও পাগলের ভাব তাঁহার জীবনে বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বালা ভাবের সাধন করিতে তিনি অনেক দিন বালকবন্ধু মাসিক পত্র সম্পাদন করেন। দীন দরিদ্র-দিগের সেবা তাঁহার জীবনের বিশেষ ব্রত করিয়াছিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা কার্য্যে সাধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ। বিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ ভাব তাঁহার বিশেষত্ব বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব নির্দ্দেশ করেন।

সাধু অঘোরনাথ।

ভক্ত যোগী সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন ৯ই ডিসেম্বর। ভক্তি সমন্বিত যোগ নববিধানের নবযোগ। সাধু অঘোরনাথ জীবনে তাহাই সাধন ও প্রদর্শন করিয়া যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানের "সাধু" নামে অভিহিত হইলেন তাহা নহে. সুদূর ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত নবধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে না করিতে পথিমধ্যেই দেহপাত করিলেন বলিয়াও শ্রীমৎ আচার্য্যদেব তাঁহাকে নববিধানের প্রথম "সেণ্ট" বা সাধু বলিয়া গৌরবান্বিত করেন।

সাধু অঘোরনাথ শান্তিপুরের পরমধর্ম্মপরায়ণ বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আসিয়া সহপাঠী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে মিলিয়া আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গত সভায়" যোগদান করেন এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেই ধর্ম্ম জীবনে সাধন ও প্রচারে কৃতসংকল্প হন।

তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যয়ন শেষ না করিয়াই ঢাকায় গিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং আপন জীবনের প্রভাব দ্বারা অনেক যুবাকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করেন। তিনি সেবা-ধর্ম্ম বীরত্ব সহকারেই সাধন করেন। অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন এবং বিষয় কর্ম্মের পথ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলেন।

মুঙ্গেরের ভক্তি উচ্ছ্বাসের ভাব অঘোরনাথের জীবনেই অনেকটা প্রথম উন্মেষ হয়। সর্ব্বধর্ম্মের শাস্ত্র সংগ্রহ "শ্লোক সংগ্রহ" অঘোর নাথেরই দ্বারা সম্পাদিত। যোগ ভক্তি সেবাদি শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচারকগণ আচার্য্যদেবের সমীপাগত হন, অঘোরনাথ গীতোপনিষৎ-উক্ত যোগ শিক্ষা গ্রহণ করেন ও তাহা সাধনে নিরত হন। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য এক এক জন নির্দ্দিষ্ট হইলে অঘোরনাথ বৌদ্ধধর্ম্ম অধ্যয়নে নিযুক্ত হন এবং তাহারই ফলে শাক্যমুনিচরিত রচনা করেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ পুস্তকও তাঁহারই রচিত। নববিধান ঘোষণার পর প্রেরিতপদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া এক এক প্রদেশে নববিধান ঘোষণার জন্য যখন প্রেরিত মহাশয়গণ গমন করেন সাধু অঘোরনাথ সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবের সীমান্ত ডেরাইসমাইল খাঁ পর্য্যন্ত গমন করিয়া নববিধা-নের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসেন।

সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেই লক্ষ্ণৌসহরে আসিয়া ভ্রাতৃ-গৃহে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করেন। প্রেরিতদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সাধু অঘোরনাথই বিধান ঘোষণা করিতে করিতে দেহমুক্ত হন। সাধু অঘোরনাথের তিরোধানে মহা সংযমী আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে এমন আর কখনই দেখা যায় নাই। "নিরহঙ্কার" তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল এবং তাঁহার ন্যায় শত্রু-মিত্র-প্রিয় আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৭ই ডিসেম্বর, ভাই প্রমথলালের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হয়। ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন এবং ভাই প্রমথলাল সেন প্রার্থনা করেন। অনেকে ভাইকে ফল পুষ্পাদি দিয়া আদর করেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর আচার্য্য-পুত্র শ্রীসরলচন্দ্র সেনের জন্ম-দিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে প্রার্থনাদি হয়।

জন্মোৎসব—গত ২৬শে ডিসেম্বর সতী শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবীর জন্মোৎসব দিনে কমলকুটীরে ও শ্রীব্রহ্মানন্দা-শ্রমে বিশেষ আনন্দ-উৎসব ও উপাসনাদি হয়। মহর্ষিদেব ব্রহ্মনন্দিনী নামে সতীকে অভিহিত করেন। ব্রহ্মনন্দন শ্রীঈশার জন্মোৎসবের পর দিনই ব্রহ্মনন্দিনীর জন্মোৎসব নববিধানে বিশেষ শিক্ষা ও সাধনের বিষয়।

জাতকর্ম্ম—গত ২৯শে ডিসেম্বর, ২৪ বি, রায়বাগান ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের নবজাত শিশুর জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান শিশু ও তাঁহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নামকরণ—গত ২৪শে ডিসেম্বর, বাঁকিপুরে, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগীর শিশুকন্যার শুভ নামকরণ উপলক্ষে ডাঃ পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। শিশুটীর নাম বাণী রাখা হইয়াছে। ভগবান শিশু ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর, শ্রীমান্ অজিতনাথ মল্লিকের প্রথমা কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ অনুষ্ঠানে উপাসনার কার্য্য করেন। শিশু আরতি নাম পাইয়াছে। দয়াময় শ্রীহরি নবশিশুকে ও তাহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

রোগারোগ্য—ভাই প্রিয়নাথের সহধর্ম্মিণী প্রায় মাসাধিক কাল কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর, এজন্য শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পূজা অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে চিকিৎসক বন্ধুগণ ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধব যাঁহারা নানা প্রকারে সেবা ও সাহায্য বিধান করেন তাঁহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা দান করা হয়।

খৃষ্টোৎসব—শ্রীঈশার জন্মোৎসব উপলক্ষে মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। মুঙ্গেরের উৎসবের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেলে প্রকাশ করা হইবে। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে স্থানীয় বন্ধুদিগের সহযোগিতায় দুইবেলা উপাসনা ব্যক্তিগত প্রার্থনা, পাঠ ও আলোচনাদি হয়। কলিকাতা শান্তিকুটীরে প্রাতে উপাসনা হইয়াছিল। এখানে ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ২০শে ডিসেম্বর কোচবিহারের প্রিয় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পার্থিব জন্মদিন এবং স্বর্গারোহণ দিন একই দিনে পড়াতে নবদেবালয়ে অতি সুগম্ভীর ভাবে এই দিন সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ পবিত্রাত্মা প্রেরণায় উপাসনা করেন, মহারাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন, ভাই প্রমথলাল ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২১শে ডিসেম্বর, ভাই আশুতোষের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে।

ঢাকার সংবাদ।

পারলৌকিক—বিগত ৪ঠা নবেম্বর শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের কনিষ্ঠা কন্যা মাধুরীর পরলোক গমনের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১০ই নবেম্বর, কুমার বিকাশেন্দ্রনারায়ণের ৩য় পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাসের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করিয়াছিলেন।

আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব—শ্রীমদাচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকায় বিধানপল্লীর দেবালয়ে গত ১৯শে নবেম্বর প্রাতে বিশেষ উপাসনা ও সায়াহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ভক্তের চরিত্র বিষয়ে ভাই দুর্গানাথ রায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সপ্তাহান্তে "নিমাইসন্ন্যাস" বিষয়ে কথকতা করেন।

অগ্রহায়ণ উৎসব—ঢাকা নগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ঊনসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব তিন দিবস ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়। ২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, সায়াহ্নে ভাই দুর্গানাথ রায় "নববিধান কি" এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে দুবেলা উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যাকালে ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা ও উপদেশ দান করেন। ২৩শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, পরলোকগত গোবিন্দ চন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপাসনা হয়।

সাম্বৎসরিক—বিগত ১১ই ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নন্দী তাঁহার পরলোকগতা মাতা স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র নন্দীর পত্নী বগলাসুন্দরী দেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

পঞ্চনবতিতম মাঘোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী নিম্নলিখিত প্রণালীমতে পঞ্চনবতিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সপরিবারে সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। আবশ্যক হইলে এই কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে।

প্রস্তুতি।

১লা জানুয়ারী, ১৯২৫, ১৭ই পৌষ, ১৩৩১, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ। পূর্ব্বাহ্ন ৯টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে উপাসনা। "রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ"—সন্ধ্যা ৬টায় প্রচার আশ্রমে প্রসঙ্গ।

২রা জানুয়ারী, ১৮ই পৌষ, শুক্রবার—"নববিধান, শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"।

৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, শনিবার—"মাতৃভূমি"।

৪ঠা জানুয়ারী, ২০শে পৌষ, রবিবার—"গৃহ"—প্রাতে ৭টায় প্রচার আশ্রমে উপাসনা, সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৫ই জানুয়ারী, ২১শে পৌষ, সোমবার—"শিশুগণ"।

৬ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ, মঙ্গলবার*—"ভৃত্যগণ"।

৭ই জানুয়ারী, ২৩শে পৌষ, বুধবার*—"দীনগণ"।

৮ই জানুয়ারী, ২৪শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক। কমল-কুটীরে নবদেবালয়ে প্রাতে ৬টায় নাম পাঠ, ৯টায় উপাসনা।

৯ই জানুয়ারী, ২৫শে পৌষ, শুক্রবার*—"মহাজনগণ"।

১০ই জানুয়ারী, ২৬শে পৌষ, শনিবার*—"জনহিতৈষিগণ"।

১১ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, রবিবার—"উপকারিগণ"—প্রাতে ৭টায় প্রচার আশ্রমে উপাসনা, সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

১২ই জানুয়ারী, ২৮শে পৌষ, সোমবার*—"বিরোধিগণ"।

১৩ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ, মঙ্গলবার*—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬টায় মহিলাগণের জন্য বিশেষ উপাসনা। রাত্রি ১২টায় "জাগরণ"।

* চিহ্নিত দিনে প্রাতে ৭।০টায় প্রচার আশ্রমে উপাসনা, এবং ৯।০টায় কমলকুটীরের নবদেবালয়ে উপাসনা। প্রতিদিনের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধন নিজ নিজ পরিবারে বাঞ্ছনীয়। অপিচ বাটীতে কেহ যদি মণ্ডলীগত ভাবে প্রস্তুতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সম্পাদককে জানাইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

মাঘোৎসব।

১লা মাঘ, ১৩৩১, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৫, বুধবার—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার*—বক্তৃতা বা কথকতা।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, শুক্রবার*—সন্ধ্যা ৬।০টায় কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, শনিবার*—বক্তৃতা বা কথকতা।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় ও সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, সোমবার—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬।০টায় প্রসঙ্গ।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—"মঙ্গলবাড়ীর" উৎসব।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার*—প্রাতে ৯টায় শান্তি-কুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসব।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার*—সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্ম-মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শুক্রবার*—প্রাতে ৯টায় কমল-কুটীরে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক সভা।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা, সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, রবিবার—"নববিধান-ঘোষণা"—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭।০টায় কীর্ত্তন, ৮।০টায় উপাসনা, অপরাহ্ণ ৩টায় উপাসনা, তৎপর পাঠ, আলোচনাদি, ৫।০টায় কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৬।০টায় উপাসনা।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, সোমবার—"নগর-সঙ্কীর্ত্তন"—প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ণ ৫।০টায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, কমলকুটীরে নবদেবালয়ে যাইয়া শেষ।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীদরবারের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, বুধবার*—প্রচার আশ্রমের উৎসব। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে কথকতা, কীর্ত্তন, উপাসনাদি।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—বালক বালিকা-দিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ণে বালক-বালিকা-সম্মিলন।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার—উদ্যান-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬।০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক-মণ্ডলীর বার্ষিক সভা। কমল-কুটীরে মহিলাদের জন্য আনন্দবাজার।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, শনিবার*—শান্তিবাচন। কমলকুটীরে মহিলাদের জন্য আনন্দবাজার।

* চিহ্নিত দিনে প্রাতে ৭টায় প্রচার আশ্রমে উপাসনা।

ভক্তির অঞ্জলি

সবিনয় নিবেদন,

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী, (১১ই মাঘ) টাউনহলে শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "Behold the Light of Heaven in India" নামে যে ইংরাজী বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে এবং সেই বৎসরের উপদেশাদিতে মাতৃভাব, বিধান-ভারত ও নববিধানের বিশেষ প্রকাশ হয়। সেই বৎসর শ্রীমদ্ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গেও শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল বলিয়া এই বৎসর তাহার জুবিলী উৎসব। নববিধান-জননীর বিশেষ কৃপায় ও তাঁহার সন্তানগণের সেবা ও যত্নে নবসুসংস্কৃত ব্রহ্মমন্দিরে এই জুবিলী উৎসবে বিধান-জননী তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সমাগমে যে মহোৎসব হয়, তাহাই ভক্তির পরম তীর্থ ও পবিত্র সেবার ক্ষেত্র। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সকলের সেবা করার মত সৌভাগ্য আর কি আছে? ভক্তি ও সেবার ভাবে যথাসাধ্য শক্তি ও অর্থদান এখানেই সম্যক্ সার্থক হয় এবং অনন্ত স্নেহময়ী জননীর প্রচুর আশীর্ব্বাদও লাভ হয়। ভক্তির অঞ্জলিরূপে এই মহোৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, নিম্নলিখিত ঠিকানায় যিনি যাহা পাঠাইবেন, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা;
২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৪

শ্রীপ্রমথলাল সেন
সম্পাদক।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে, কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।